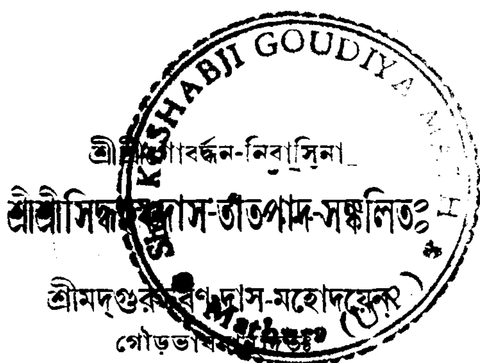
শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছঃ—৫১

শ্রীশ্রীভাবনাসার-সংগ্রহঃ



শ্রীশ্রী[illegible]গোবর্দ্ধন-নিবাসিনা
শ্রীশ্রীসিদ্ধ[illegible]দাস-তাতপাদ-সঙ্কলিতঃ

শ্রীমদ্‌গুরু[illegible]বিণ দাস-মহোদয়েন
গৌড়ভাষ[illegible]দিতঃ

শ্রীহরিদাস-দাসেন প্রকাশিতঃ
শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীহরিবোল-কুটীরতঃ

৪৬৪ শ্রীগৌরাব্দঃ

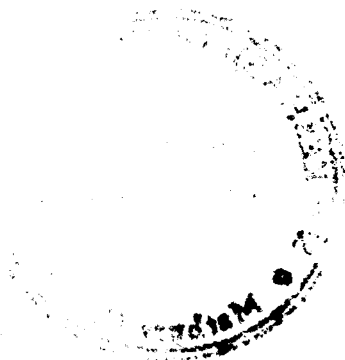
ভৈক্ষ্যম্—১০৲ রূপ্যকদশকম্

প্রাপ্তি-স্থান—

শ্রীহরিদাস দাস

শ্রীধাম-নবদ্বীপ, শ্রীহরিবোল-কুটীর

(নদীয়া)



কলিকাতা ১।১ গঙ্গাপ্রসাদলেনস্থ

ইষ্টল্যাণ্ড প্রিণ্টার্স্-যন্ত্রে নরেন্দ্রকুমার নাগরায়-

দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্

উদ্বোধিকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপার করুণায় শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-নিবাসী শ্রীশ্রীসিদ্ধকৃষ্ণদাসবাবাজিমহারাজ-কর্ত্তৃক সঙ্কলিত **শ্রীশ্রীভাবনাসার-সংগ্রহ** প্রকাশিত হইলেন। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী প্রভৃতি চৌত্রিশখানি গ্রন্থরত্নের ৩০৯১টি শ্লোকে এই গ্রন্থরত্ন সঙ্কলিত। কদাচিৎ দুই চারিটি স্বরচিত শ্লোকও পারম্পর্য্য এবং সম্বন্ধ স্থির রাখিবার জন্য ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টযামিক লীলাস্মরণ-পদ্ধতিই সুশৃঙ্খলার সহিত পর্যায়ক্রমে বিপুলাকারে সম্পুটিত হইয়াছে। 'তরুণ সাধকগণের' হিতের দিকে সর্বথা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া শ্রীসিদ্ধবাবা এই গ্রন্থরত্নের সমাহরণ করিয়াছেন। ১৮৭৮ সম্বতে [১৭৪৩ শকাব্দায়] ফাল্গুন মাসে ইহার রচনা শেষ হয় বলিয়া অন্তিম শ্লোকে প্রকাশ।

শ্রীশ্রীসিদ্ধকৃষ্ণদাসবাবাজিমহারাজের সংক্ষিপ্তজীবনী *

উৎকলদেশে ময়ূরভঞ্জজেলায় (?) দামোদরপুর গ্রামে শ্রীসিদ্ধবাবার প্রাকট্য হয়। ইঁহার পিতার নাম—শ্রীসনাতন কাননগো, ইঁহার মাতৃদেবী জরী মঙ্গরাজার কন্যা। শ্রীসনাতনের দুই বিবাহ; প্রথমা পত্নী নিঃসন্তান

* শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা হইলে সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত অস্মৎসঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-বৈষ্ণবজীবন'-নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে।

হওয়ায় তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র —রামচন্দ্র, প্রসাদী ও **বটকৃষ্ণ।** এই বটকৃষ্ণই উত্তরকালে 'সিদ্ধ কৃষ্ণদাস' বলিয়া সর্বত্র পরিচিত। ইঁহার পিতা দেহত্যাগ করিলে তদীয় জননী 'সতীদাহ' হন এবং পতির সহিত শ্মশানে যাইয়া পতির মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া তিন পুত্রকে কিছু আদেশ দেন—প্রথম পুত্রের মস্তকে শাড়ী বাঁধিয়া 'মঙ্গরাজ' উপাধি দেন, দ্বিতীয় পুত্রকে শিরোপা দিয়া বংশধর হইতে আজ্ঞা করেন এবং তৃতীয় পুত্রকে ব্রজে যাইয়া বৈষ্ণব হইবার শিরোপা দিলেন। বটকৃষ্ণের বয়স তখন বার বৎসর। ওড্রভাষায় তিনি ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ১৬ বর্ষবয়ঃক্রমকালে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া ব্রজে গমন করেন এবং দুই বৎসর যাবৎ পাঠাভ্যাস করেন। *

সিদ্ধবাবা পদব্রজে ব্রজে আসিয়া পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা ব্রহ্মকুণ্ডবাসী শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণদাস বাবাজিমহাশয়ের নিকট ভজন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সম্যগ্‌রূপে ভজন-পরিপক্কতা লাভ না করিতেই শ্রীবৈষ্ণবচরণ রজঃপ্রাপ্তি করিলেন। ইনিও শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদ-সেবিত শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন-লালসায় জয়পুরে চলিয়া যান। শ্রীগোবিন্দজীউর মাধুরী-দর্শনে তদীয় অষ্টকালীন সেবা করিবার ইচ্ছায় ইনি তত্রত্য রাজার নিকট প্রার্থনা করিয়া দ্বারসেবাদি যাবতীয় কার্য্যে অধিকার লাভ করেন। কথিত আছে— ৩০ বৎসর বয়সে ইনি রাজভোগের প্রসাদ পাইয়া কামবিকারে ক্ষুব্ধ হন। জয়পুরে জিজ্ঞাসার পাত্র না পাইয়া তাৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ কাম্যবনবাসী শ্রীশ্রীসিদ্ধজয়কৃষ্ণদাসবাবাজি-মহারাজের নিকট চলিয়া আসেন এবং অকপটে সর্ব বিষয় নিবেদন করত ভজন-কণ্টক কাম-ত্যাগের উপায় জানিতে ইচ্ছা করেন। কাম্যবনের সিদ্ধবাবা যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া ইঁহাকে

* শ্রীগোবর্দ্ধন-বাস্তব্য শ্রীপাদ অদ্বৈতদাসবাবাজি-মহোদয়ের নিকট সিদ্ধবাবার বংশের জনৈক প্যারিমোহন কাননগোর পত্র, তারিখ ১০।১০।৪৬ সাল।

ভজন শিক্ষা দিলে ইনি শ্রীনন্দীশ্বরের সমীপবর্ত্তী দোমন বনে আসিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হন। এসময়ে তিনি প্রবল বৈরাগ্যভরে কখনও চুন (আটা) গুলিয়া খাইতেন, কখনও বা 'আঙ্গা' করিতেন, তাহার মধ্যে নিমপাতা দিতেন। ক্রমে ক্রমে শরীর অতি ক্ষীণ ও দুর্বল হইল, চক্ষু দৃষ্টিশক্তি হারাইল! তৎপরে কুণ্ডের জল পান করিয়াই কয়েকদিন অতিবাহিত করিলেন, পরে তাহাও বন্ধ হইল। (এসময়ে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীললিতাজিকে পাঠাইয়া ইঁহাকে ভোজন করাইলেন এবং চক্ষুতে অঞ্জন দিয়া নিরাময় কারাইলেন।) অপ্রাকৃত বস্তুর অনুভব পাইয়া নিষেধসত্ত্বেও চক্ষু উন্মীলন করিয়া কিছুই দেখিতে না পাইয়া তথ্যনিরূপণ-জন্য তিন দিন পড়িয়া থাকিবার পর শ্রীমতী আদেশ করিলেন—"ওহে কৃষ্ণদাস! তোমার আর ভয় কি? ললিতাললিত-করে তোমার চক্ষুদান হইয়াছে, তৎসঙ্গে সর্বশক্তি সমর্পণ হইয়াছে। এক্ষণে গোবর্দ্ধনে গিয়া মন্নিষ্ঠ বৈষ্ণবগণকে আমার পাদপদ্মলাভের সহজ সোপান শিক্ষা দিয়া কৃতার্থ কর।" শ্রীরাধার আদেশ পাইয়া তিনি কৃতকৃতার্থ হইয়া গোবর্দ্ধনে চক্রেশ্বরে উপস্থিত হন এবং আজীবন সুতীব্র ভজনাবেশেই অতিবাহিত করেন।

শুনা যায়—শ্রীগোস্বামিগ্রন্থরাজি সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হওয়ায় এবং শ্রীকৃষ্ণদাসজিরও সংস্কৃতে বিশেষ অধিকার না থাকায় তিনি কোনও সময়ে বিশেষ খিন্ন হন। কোনও বৃদ্ধ বৈষ্ণবের নিকট শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাতেও ভজনের বাধা হইতেছিল। অধ্যয়নে ভজন-বিঘ্ন এবং ভজনে অধ্যয়ন-বিঘ্ন দেখিয়া তিনি এক দিন চিত্তের উদ্বেগে মানসগঙ্গায় প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শেষরাত্রে ভজন-কুটীরের সম্মুখে কাহারও আহ্বানে তিনি বাহির হইয়া দেখেন যে, শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ এবং শ্রীশ্রীললিতাজি উপস্থিত হইয়াছেন। বাবাজিমহাশয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে প্রণত হইলে

শ্রীসনাতন প্রভু ও শ্রীললিতাজি তাঁহার মস্তকে হস্তপ্রদান-পূর্বক আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—"আমাদের কৃপায় তোমার সর্বশাস্ত্র স্বতঃস্ফূর্ত্তি হইবে, মরণে কার্য্য নাই ; তোমার দেহে অনেক কার্য্যসাধন হইবে।" উভয়েই তাঁহার মস্তকে শ্রীচরণ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

বলা বাহুল্য, ইনি তৎপরে ভজনানুকূল যাবতীয় শ্রীগোস্বামিগ্রন্থরাজি সংগ্রহ করত আস্বাদন করিতেন, রাগানুগা ভজনে সাতিশয় অভিনিবিষ্ট হইতেন। অধিকাংশ সময়েই ভজনে আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন। শ্রবণ-কীর্ত্তনে অনন্যসাধারণ প্রেমাবেশ দৃষ্ট হইত। লীলাশ্রবণ-কীর্ত্তনে যে অশ্রু, শ্লেষ্মা ও লালা নির্গত হইত, তাহা দুই পার্শ্ব হইতে দুই বৈষ্ণব মুছাইয়াও শেষ করিতে পারিতেন না। একবার মানসগঙ্গার তীরে বসিয়া ভজন করিতে করিতে আবেশে গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়া তিন দিবস জলে মগ্ন থাকিয়া চতুর্থ দিবসে জলে ভাসিয়া উঠেন। অনুগত বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে তুলিয়া আনিয়া দেখেন—তখনও দেহে জীবন-সঞ্চার আছে। অনেকক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করাইলে ইনি বাহ্যজ্ঞান লাভ করেন—ইহার পর হইতেই ইনি 'সিদ্ধবাবা' আখ্যা লাভ করিলেন। ব্রজের প্রায় বৈষ্ণবই তাঁহার নিকট আসিয়া ভজন-বিষয়ে যাবতীয় বিষয় জানিতেন।

সিদ্ধবাবা এই সময়ে শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, শ্রী-চক্রবর্ত্তিপাদের সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, ক্ষণদাগীত এবং পদকল্পতরু ও পদামৃতসমুদ্র প্রভৃতি গ্রন্থাবলির আলোচনা করত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টকালীন লীলা-স্মরণের সহিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলাস্মরণাত্মক **পদ্ধতি** রচনা করত অনুগত বৈষ্ণবগণকে শিক্ষা দিতেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট ভজন শিক্ষা করিতেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের মুখে প্রতি রাত্রিতে কিরূপ ভজন হইতেছে, তাহার সন্ধান নিতেন এবং ভুলভ্রান্তি সংশোধন করিতেন। এক দিন জনৈক বৈষ্ণব কিছুই না বলিয়া কেবল কাঁদিতে থাকেন—

বাবাজি মহাশয় তাঁহাকে উৎসাহ ও সান্ত্বনা দিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—"আজ আমি কিছুই ভজন করিতে পারি নাই। প্রাতে প্রাণেশ্বরীর দক্ষিণ হস্তে অলঙ্কার পরাইতে গিয়া শ্রীহস্তের যে শোভা মনে লাগিয়া গেল, আমি সমস্ত দিনও সেখান হইতে মনকে সরাইতে পারিলাম না !!" সিদ্ধবাবা তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন—"তোমারই যথার্থ ভজন হইয়াছে !"

এই ভজন-পদ্ধতিই পরে **'গুটিকা'**-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁহার অনুগত দ্বিতীয় সিদ্ধকৃষ্ণদাসজি এই গুটিকা বিপুলিত করিয়া বৈষ্ণবসমাজে বিতরণ করেন। এতদ্ব্যতীত সিদ্ধবাবা **প্রার্থনামৃত-তরঙ্গিণী, ভাবনাসার-সংগ্রহ, পদ্ধতি, সাধনামৃতচন্দ্রিকা** প্রভৃতিও প্রণয়ন করেন। প্রথম সিদ্ধবাবাই এই সব গ্রন্থের প্রণেতা হইলেও দ্বিতীয় সিদ্ধবাবাই প্রচার প্রসার করিয়াছেন। তৃতীয় শ্রীকৃষ্ণদাসজি (লালাবাবু) **নন্দীশ্বরচন্দ্রিকা** রচনা করিয়াছেন। কথিত আছে—সিদ্ধবাবা মানসগঙ্গায় ডুবিয়া থাকিয়া কয়েক দিন পরে কতগুলি গ্রন্থ নিয়া ভাসিয়া উঠিতেন। জলমধ্য হইতে জলস্পর্শশূন্য গ্রন্থগুলি শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত। প্রসিদ্ধ আছে যে শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ যখন গ্রন্থ লিখিতেন, তখন আবরণশূন্য স্থানেও—বর্ষায় চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত হইলেও—তাঁহার গ্রন্থে জলবিন্দু স্পর্শ হইত না !!

সিদ্ধবাবা যাঁহাকে যাঁহাকে ভজনোপদেশ করিয়াছেন—তাঁহারাও সকলেই সিদ্ধ হইয়াছিলেন—তন্মধ্যে গোবর্দ্ধনের দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণদাস, মদনমোহন ঠোরের শ্রীনিত্যানন্দদাস, ঝাড়ুমণ্ডলের শ্রীবলরামদাস, সূর্যকুণ্ডের শ্রীমধুসূদনদাস, কালনার শ্রীভগবান্ দাস, লালাবাবু (শ্রীকৃষ্ণদাস) প্রভৃতিই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের প্রত্যেকের ইতিবৃত্ত ভিন্ন গ্রন্থে আস্বাদন করিবার ইচ্ছা রহিল।

এক দিন সিদ্ধবাবা "হোলিলীলা" চিন্তা করিতেছিলেন—অন্তশ্চিন্তিত দেহে শ্রীপ্রিয়াজির আনুগত্যে থাকায় তাঁহার দেহেও আবির, কুঙ্কুম, গুলাল, কস্তূরী, কর্পূর ও চন্দন-পঙ্ক পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভাবাবেশে তাঁহার অনুসন্ধান না থাকিলেও ভজনকুটীর হইতে বাহিরে আসিলে তত্রত্য বৈষ্ণবগণ তাঁহার দেহে ঐ সব অপ্রাকৃত দ্রব্যের দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। আর এক দিন শ্রীরাধাকৃষ্ণ মানসগঙ্গায় জলকেলি করিয়া তীরে আসিলে শ্রীললিতা বিশাখা তাঁহাদের বেশভূষা করিতে-ছিলেন। শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি প্রসাধন-সামগ্রী যোগাড় করিতেছিলেন —সিদ্ধবাবাও অন্তশ্চিন্তিত দেহে আতরের শিশি হস্তে নিয়া কালাপেক্ষা করিতেছেন, দুইজনের হাস্যপরিহাসাদি শুনিয়া তাঁহার স্তম্ভ হয় এবং হাত হইতে আতরের শিশিটী পড়িয়া গিয়া চতুর্দ্দিকে সৌরভব্যাপ্ত করিয়া দেয়। স্নানার্থী বৈষ্ণবগণ দিব্যগন্ধ পাইয়া সিদ্ধবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অপরাধিপ্রায় বলেন—"কি করি ভাই! আমি অপরাধী, সেবার অযোগ্য, প্রিয়াজির সেবা করিতে গিয়া জড়তাবশতঃ সেবাদ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি!!" সিদ্ধবাবাসম্বন্ধে এইরূপ বহু কাহিনী শুনা যায়।

শ্রীশ্রীসিদ্ধবাবা-প্রণীত **গুটিকা** তিন (ক্ষুদ্র, মধ্যম ও বৃহৎ) আকারে বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত আছে। ইহাদের সাহায্যে ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ স্মরণমননাদি করিয়া আসিতেছেন। **পদ্ধতি** দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম বিভাগে 'শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-নিরূপণ' এবং দ্বিতীয়ে 'সাধনামৃতচন্দ্রিকা'। সাধনামৃত-চন্দ্রিকায় অষ্টযামিক পূজাপদ্ধতি এবং স্মরণ-প্রণালী সংসূচিত। ইহাতে যুগপৎ স্বারসিকী ও মন্ত্রময়ী উপাসনার ইঙ্গিত আছে। এই পদ্ধতি ১৭৫০ শাকে রচিত। **শ্রীভাবনাসার-সংগ্রহ** কিন্তু ১৭৪৩ শাকে রচিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। **প্রার্থনামৃত-তরঙ্গিণী** দ্বাদশ ধারায় বিভক্ত, মোট ৩২৬টি পদ, প্রায় ত্রিশ জন পদকর্ত্তার পদাবলীও ইহাতে সমাহৃত

হইয়াছে। "সপ্তম হইতে একাদশ ধারা পর্য্যন্ত" অংশ স্মরণভক্তিযাজকদেরই অনুকূল। ইহার কতিপয় অংশমাত্র শ্রীবৃন্দাবন হইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীভাবনাসারের অনুবাদক মদীয় পরমস্নেহপ্রীতিভাজন শ্রীমদ্‌গুরুচরণ দাসজি এই জীবাধম প্রকাশককে গ্রন্থখানি দিয়া প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই বান্ধবটি এক্ষণে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন—আশা করি, তাঁহার উদ্দিষ্ট কার্য্যটি এতদিনে সম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইবেন এবং তাঁহারই শোক-সন্তপ্ত এই ক্ষুদ্র ভ্রাতার যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-চরণে প্রিয়তা দান করিবেন। পরিশেষে বৈষ্ণবগণের চরণে মস্তক রাখিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাঁহারা প্রকাশকের ভ্রমপ্রমাদাদি শোধন করত মূলগ্রন্থের গুরু-গম্ভীর প্রসন্নোজ্জ্বল তাৎপর্য্যাস্বাদন করেন। ইতি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী ৪৬৪ শ্রীগৌরাব্দ।



সাঙ্কেতিক-চিহ্নানি

অ°	...	অলঙ্কার-কৌস্তুভঃ
আ°	...	আনন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ
উ°	...	উজ্জ্বলনীলমণিঃ
কর্ণা°	...	শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
কৃ° ভা°	...	শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্
কৃষ্ণগণো°	...	শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা
কৃষ্ণা°	...	শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী
ক্র°	...	ক্রমদীপিকা
গী°	...	গীতগোবিন্দম্
গোপা°	...	শ্রীগোপালচম্পূঃ
গোবি°	...	শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্
চন্দ্রা°	...	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্
চন্দ্রো°	...	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্
চিন্তা°	...	দানকেলিচিন্তামণিঃ
চৈ°	...	শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যম্
জ°	...	শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকম্
দা°	...	দানকেলিকৌমুদী
প°	...	পদ্যাবলী
ভ° র°	...	ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ

ভা°	...	শ্রীমদ্ভাগবতম্
ভাগ°	...	বৃহদ্ভাগবতামৃতম্
মধু°	...	মধুকেলিবল্লী
রতি°	...	শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জরী
রা°	...	শ্রীরাধারস-সুধানিধি
ল°	...	ললিতমাধব-নাটকম্
লহ°	...	স্তবামৃত-লহরী
বি°	...	বিদগ্ধমাধব-নাটকম্
বৃন্দা°	...	বৃন্দাবন-মহিমামৃতম্
ব্রজ°	...	ব্রজরীতি-চিন্তামণিঃ
শেষ°	...	ভক্তিরসামৃতশেষঃ
স°	...	সঙ্গীত-মাধবম্
সা° চ°	...	সাধনামৃতচন্দ্রিকা
স্ত°	...	স্তবমালা
স্তবা°	...	স্তবাবলী



সূচীপত্রম্



শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তিতমাম্

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছঃ —

শ্রীসিদ্ধকৃষ্ণদাস-তাতপাদ-সঙ্কলিতঃ

শ্রীশ্রীভাবনাসার-সংগ্রহঃ

প্রথম-সংগ্রহঃ

নিশান্ত-লীলা

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১ ॥
সিংহ-স্কন্ধং মধুরমধুর-স্মের-গণ্ডস্থলান্তং
দুর্বিজ্ঞেয়োজ্জ্বলরসময়াশ্চর্য্যনানাবিকারম্।

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্

গৃহীত-বেষ শ্রীমদ্গুরুচরণ-দাস-কৃত

অনুবাদ

(১) অজ্ঞানেতে অন্ধদৃষ্টি আছিল আমার।
ভালমন্দ বস্তুজ্ঞান না ছিল বিচার ॥
কৃপা-শলাকাতে করি কৃষ্ণজ্ঞানাঞ্জন।
দিয়া প্রকাশিল যিঁহো এ মোর নয়ন ॥
এ হেন শ্রীগুরুদেবে কোটি নমস্কার।
এমন করুণাসিন্ধু প্রভু নাহি আর ॥ *

---

* পদ্যানুবাদসমূহ শ্রীশ্রীগ্রন্থসঙ্কলয়িতার স্বকৃত **'পদ্ধতি'** হইতে উদ্ধৃত।

বিভ্রৎ কান্তিং বিকচ-কনকাম্ভোজগর্ভাভিরামা-
মেকীভূতং বপুরবতু বো রাধয়া মাধবস্য ॥ ২ ॥
(চন্দ্রা০ ১৩)

শোণস্নিগ্ধাঙ্গুলিদলকুলং জাতরাগং পরাগৈঃ
শ্রীরাধায়াঃ স্তনমুকুলয়োঃ কুঙ্কুমক্ষোদরূপৈঃ।
ভক্তশ্রদ্ধামধু-নখমহঃপুঞ্জ-কিঞ্জল্কজালং
জঙ্ঘানালং চরণকমলং পাতু নঃ পূতনারেঃ ॥ ৩ ॥
(স্ত০ ১২)

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ, চরতঃ পরিভূত-কালজালভিয়ঃ।
ভক্তমকরানশীলিত,-মুক্তিনদীকান্নমস্যামি ॥ ৪ ॥
(র০ ১।১।৩)

---

(২) সিংহ জিনি' কণ্ঠশোভা, গণ্ড কিবা মনোলোভা,
মধুর মধুর হাসি তা'য়।
অতিগূঢ় রসময়, আশ্চর্য্য বিকারচয়,
কত শোভা পায় গোরাগায় ॥
বিকচ হেমাব্জ-সম, কান্তি কিবা মনোরম,
গোরারূপে জগত বিকল।
রাধা-মাধবের যেই, একীভূত-তনু সেই,
তোমাদের করুন মঙ্গল ॥

(৩) পূতনারি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্বীয় সম্বাহনাদিরূপ সেবায় নিযুক্ত করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। অহো! চরণ-কমলের মাধুরীর বিষয় কি বর্ণনা করিব? রক্তবর্ণ ও স্নিগ্ধ অঙ্গুলি-সমূহ ঐ কমলের পত্রাবলি। শ্রীরাধার স্তনমুকুলে আলিঙ্গন-লব্ধ কুঙ্কুমচূর্ণরূপ পরাগরাশিদ্বারা উহার অরুণিমা হইয়াছে; ভক্তগণের শ্রদ্ধাই উহার মধু, নখমালার প্রভাপুঞ্জই উহার কেশরজাল এবং জানুদ্বয়ই উহার নালস্বরূপ।

প্রগে শ্রীবাসস্থ দ্বিজকুলরবৈর্নিষ্কুটবরে
প্রতিধ্বান-প্রখ্যৈঃ সপদি গতনিদ্রং পুলকিতম্।
হরেঃ পার্শ্বে রাধা-স্থিতিমনুভবন্তং নয়নজৈ-
র্জলৈঃ সংসিক্তাঙ্গং বর-কনকগৌরং ভজ মনঃ ॥ ৫ ॥

---

(৪) যা'রা ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে বিহরে।
মহাকাল-জালভয় পরাভব করে॥
পঞ্চবিধা মুক্তিনদী করে অনাদর।
অন্য-অভিলাষ-শূন্য যা'দের অন্তর॥
সেই গৌরভক্তগণ মকর-প্রধান।
তা-সভার চরণে মোর কোটি পরণাম॥

(১) শ্রীগৌরচন্দ্র

(৫) নিশা-অবসানে শ্রীবাসের উদ্যানেতে।
শ্রীমণি-মন্দিরে রত্ন-পর্য্যঙ্ক-শোভিতে॥
কুসুমশয্যাতে শুতিয়াছে গৌরচন্দ্র।
অলি-পিক-নাদে ভঙ্গ হৈল নিদ্রানন্দ॥
গরগর চিত্ত, সহজেই নিজভাবে।
তাহাতে উদয় হয় দ্বিতীয় বিভাবে॥
শ্রীঅঙ্গে শোভিত কিবা অদ্ভুত অনুভাব।
হরিষ, বিষাদ, শঙ্কা—সঞ্চারী প্রভাব॥
নয়নকমলে প্রেমানন্দবারি ঝরে।
পুলকে পূরল কিবা গোরা-কলেবরে॥
নিকুঞ্জমন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিলাস।
স্মরণ করিয়া প্রভু ছাড়ে ঘনশ্বাস॥
অনুরাগে অরুণিত নয়নারবিন্দ।
সে মাধুরী দেখি' প্রেমে ভাসে ভক্তবৃন্দ॥

রাত্র্যন্তে ত্রস্তবৃন্দেরিত-বহুবিরবৈর্বোধিতৌ কীরশারী-
পদ্যৈর্হৃদ্যৈরহৃদ্যৈরপি সুখশয়নাদুত্থিতৌ তৌ সখীভিঃ।
দৃষ্টৌ হৃষ্টৌ তদাত্বোদিত-রতিললিতৌ কক্খটীগীঃসশঙ্কৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সতৃষ্ণাবপি নিজনিজধাম্ন্যাপ্ততল্পৌ স্মরামি ॥ ৬ ॥

(গোবি০ ১।১০)

অঙ্গুলি-যন্ত্রিত দুই ভুজ ধরি' শিরে।
অঙ্গমোড়া দিল প্রভু অলসের ভরে॥

জৃম্ভার উদ্গমে দন্তকিরণ-প্রকাশ।
নাসাপুট প্রফুল্লিত ছোটিকা-বিলাস॥

হেনকালে স্বরূপাদি সব ভক্ত মিলি'
মহাপ্রভুর নির্মঞ্ছন করে কুতূহলী॥

কেহ অতি সুমধুর-স্বরে করে গান।
মধুর মৃদঙ্গ কেহ বাজায় সুতান॥

করতাল মৃদঙ্গাদি সুমেলি করিয়া।
প্রভুমুখ হেরি' নাচে কেহ মত্ত হৈঞা॥

এই মত পরানন্দে ডুবে ভক্তগণ।
সে আনন্দ সব মুখে না হয় বর্ণন॥

তারপরে মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নিজগৃহে গমন করয়ে অতিরঙ্গে॥

নিজদ্বারে ভক্তগণে করিয়া বিদায়।
শয্যাতে শয়ন করে গোরা দ্বিজরায়॥

নিশান্ত-কালের এই গৌরাঙ্গচরিত।
ভাবরে আমার মন হঞা আনন্দিত॥

প্রতিস্বসেবাবসর-প্রবোধিতা-
সদাতনাভ্যাস-জুষোঽথ কিঙ্করীঃ।
নিদ্রৈব রাত্র্যন্তমবেত্য তা জহৌ
সৈব স্বয়ং জাগরয়াঞ্চকার কিম্? ৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১।৪)

উত্থায় তল্পাচ্চকিতেক্ষণাঃ ক্ষণান্
হুহানয়োর্নাগর-চক্রবর্ত্তিনোঃ।
স্বাপং রহঃস্বাপমভঙ্গমঙ্গনা
আলক্ষ্য তূষ্ণীমধিশয্যমাসত ॥ ৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ১।৫)

সখীগণের জাগরণ, পরিহাসোক্তি ও বিবিধ সেবা

(৬) **মূলসূত্র**—দিবসাগম-শঙ্কিতা বৃন্দা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গের জন্য নিশান্তে শুকশারিকা প্রভৃতি যে সকল পক্ষীকে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের কলরবে এবং প্রিয় ও অপ্রিয় কবিতাপাঠের শব্দে প্রবোধিত—তৎকালোচিত রতিরভসে পরমকমনীয়—দূর হইতে সখীগণকর্ত্তৃক দৃষ্ট—'কক্খটী' নামে বানরীর চীৎকারে শঙ্কিত সেই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পরের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে অবলোকন করিতে করিতে নিজ নিজ ভবনে গমনপূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিলেন।

(৭) যাঁহারা নিজ নিজ সেবাসময়ে জাগরণাভ্যাস করিয়াছেন, সেই সেবাপরা সখীদিগকে স্বয়ং নিদ্রাই নিশান্তকাল অবগত হইয়া ক্ষণকাল পরে জাগাইয়া দিল কি? (৮) সেই সখীগণ নিদ্রাভঙ্গের পরেই সেবাকাল অতিক্রম হইয়াছে ভাবিয়া চকিত নয়নে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; পরে আনন্দ-মহোৎসব-পূরণকারী নাগর-চক্রবর্ত্তী এবং নাগরীমণির নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই দেখিয়া শয্যাতেই নীরবে উপবিষ্ট

পপ্রচ্ছুরন্যোন্যমিমা মিমানয়া
রসং পরীহাসভৃতং সজৃম্ভয়া।
গিরা চিরাজ্জাগরমূঢ়ঘূর্ণন-
স্বস্বাক্ষি-ভৃঙ্গী-ততিলীঢ়বক্ষসঃ ॥ ৯ ॥

(কৃ০ ভা০ ১।৬)

নিশান্ত-সেবোচিত-মাল্যবীটিকা-
কৃত্যাত্তচিত্তা অথ কাচিদাহ তাঃ।
অনঙ্গবদ্ধাঙ্গ-যুবদ্বয়োচ্ছলৎ-
সৌরভ্য-সৌলভ্যবতী রসোচ্চলা ॥ ১০ ॥

(কৃ০ ভা০ ১।৭)

রহিলেন। (৯) তাঁহারা পরিহাসগর্ভ রসের পরিমাণ [রস এই অবধি, কিম্বা ইহার পরেও কিছু আছে—ইহার মান] করিতেই বুঝি জৃম্ভা-সহকৃত বাক্যোচ্চারণে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ওহে সখীগণ! অদ্য ব্রজনবযুবরাজের সহিত বিহারাতিশয়ে পরিশ্রান্তা ও নিদ্রিতা তোমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল ত?" তাঁহারা তখন দীর্ঘজাগরণে ঘূর্ণায়মান নয়নভৃঙ্গীগণকে নিজ নিজ বক্ষঃস্থলের কমলকোরকে লগ্ন শ্রীহরি-নখাঙ্করূপ মকরন্দাস্বাদন করাইতে লাগিলেন। (১০) তৎপরে কতিপয় কিঙ্করী শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিশান্তকালোচিত সেবার নিমিত্ত মাল্যগ্রন্থন ও তাম্বূল-বীটিকা নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময়ে অনঙ্গবাণে সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধহৃদয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাৎকালীন অঙ্গসৌরভ প্রাপ্ত হইয়া অথচ তাঁহাদের অঙ্গে অঙ্গ দৃঢ়াবদ্ধ দেখিয়া ভয়ে পলায়িতা, রসভরে চঞ্চলা এক কিঙ্করী শয্যোপবিষ্টা সখীদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—"ওহে! তোমরা যাঁহাদের জন্য মাল্যগ্রন্থন ও তাম্বূলবীটিকা প্রস্তুত করিতেছে,

জানীত জালাধ্ব-গতাস্যপদ্মাঃ
সদ্মান্তরাল্যঃ স্বদৃশঃ প্রহিত্য ।
কান্তৌ নিতান্তাতনুলাস্যচুঞ্চূ
ধিনোতি সুপ্তিঃ পরিরভ্য কীদৃক্ ? ১১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১।৮)

ইতস্ততো ন্যস্তমণি-প্রদীপা-
নফুল্ল-নীলোৎপলচম্পকাভান্ ।
বিধত্ত এতৌ স্বময়ূখবৃন্দৈ-
রনাবৃতৈর্মণ্ডন-মাল্য-চেলৈঃ ॥ ১২ ॥
(কৃ০ ভা০ ১।৯)

স কৃষ্ণমেঘঃ স্থির-চঞ্চলালী-
বৃতোঽতিমাধুর্য্যরসৈরমূঃ কিম্ ?
আস্নাপয়ং স্বার্হণ-কৃত্যবৃত্তাঃ
প্রত্যর্হণেনাদিত এব ধিন্বন্ ॥ ১৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ১।১৫)

ঐ দেখ, তাঁহারা উভয়ে কেমন বাঁধা রহিয়াছেন !! (১১) অয়ি সখীগণ ! জালরন্ধ্রে বদনকমল অর্পণ করত কেলিগৃহে নিজ নয়নদ্বয় প্রেরণ করিয়া অবগত হও যে—কন্দর্পনৃত্যে মহাপটু কান্তযুগলকে নিদ্রাদেবীরূপা সভ্যা আলিঙ্গনপূর্বক কেমন সুখী করিতেছে !!" (১২) তাঁহারা দেখিলেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ সুদৃঢ় পরিরম্ভণে থাকিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, উভয়েরই অঙ্গে বসন, ভূষণ ও মাল্যাদি নাই ; শ্রীরাধার পৃষ্ঠদেশস্থিত মণিপ্রদীপাবলি তাঁহার অঙ্গকান্তিতে চম্পক-কলিকাবৎ দেখাইতেছে এবং শ্রীকৃষ্ণপৃষ্ঠস্থ মণিপ্রদীপরাজিও নীলকমলকোরকবৎ প্রতীয়মান হইতেছে !! (১৩) যুগলমাধুরী-দর্শনে পরমানন্দিতা সখীদের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া কোনও

তাম্বূল-মালা-বিবিধানুলেপৈ-
রঙ্গারধান্যাগুরুবৈশ্বধূপৈঃ।
কালোচিতৈস্তৈঃ প্রতিপাদ্যমানৈঃ
কতিক্ষণাংস্তা গময়াম্বভূবুঃ ॥ ১৪ ॥

(কৃ০ ভা০ ১।১৬)

প্রভঞ্জনো রঞ্জয়িতুং নিকুঞ্জ-
রাজৌ ব্যরাজিষ্ট মুদা তদানীম্। .
মন্যে প্রবুধ্য শ্লথ-দুর্বলাঙ্গো
দ্রুতং প্রযাতুং নতরাং শশাক॥ ১৫ ॥

(কৃ০ ভা০ ১।১৭)

দাসী নিজ সঙ্গিনীকে বলিতেছেন—"অয়ি সখি! দেখ দেখ স্থির-সৌদামিনীমালায় পরিবৃত ঐ কৃষ্ণমেঘ—মাধুর্য্যরসধারা-বর্ষণে ইহাদিগকে বুঝি স্নান করাইতেছে! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সেবিকাগণ প্রভুদের সেবা করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া ইহাদিগকে প্রত্যর্হণ (পারিতোষিক) দিয়া সুখী করাইয়া থাকেন—কিন্তু অদ্য বিপরীত দেখিতেছি—সেবার পূর্বেই পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন!!" (১৪) অন্যদিকে কয়েকজন দাসী তাম্বূলবীটিকা নির্মাণ, মাল্যগ্রন্থন ও বিবিধ অঙ্গরাগ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, কেহ বা অঙ্গারধানীতে (ধূপদানীতে) অগুরু ধূপ নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন—এই ভাবে তাঁহারা কিছুক্ষণ কাটাইলেন। (১৫) তৎকালে নিকুঞ্জরাজ-যুবযুগলকে রঞ্জিত করিবার মানসেই মলয়বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, মনে হয়, ঐ মৃদু মলয়-সমীরণও এই নিশান্তসময়েই নিদ্রাত্যাগ করিয়াছে বলিয়া শ্লথ দুর্বলাঙ্গ লইয়া চলিতে না পারিয়া মৃদুমন্দগতিতে প্রবাহিত হইতেছে!!

যা বৃক্ষবল্ল্যো ব্যকসংস্তদৈব তা-
শ্চুম্বংস্তদামোদ-ভরৈর্দিশো দশ।
প্রসারিতৈঃ শ্বাসপথ-প্রবেশিতৈ-
র্ভৃঙ্গাবলীর্জাগরয়াঞ্চকার সঃ॥ ১৬॥
(কৃ০ ভা০ ১।১৮)

তদ্গুঞ্জিতৈ রঞ্জিত-সুস্বরৈর্ভৃশং
প্রবুধ্য বৃন্দাঽথ বিলোক্য সর্বতঃ।
স্বনাথয়োর্জাগরণে পতত্রিণো
ন্যযুঙ্ক্ত কালজ্ঞতয়া রয়াদিয়ম্॥ ১৭॥
(কৃ০ ভা০ ১।১৯)

আসন্ যদর্থং প্রথমং দ্বিজেন্দ্রাঃ
সেবা-সমুৎকণ্ঠধিয়োঽপি মূকাঃ।
বৃন্দা-নিদেশং তমবাপ্য হর্ষাৎ
ক্রীড়া-নিকুঞ্জং পরিতশ্চুকূজুঃ॥ ১৮॥
(গোবি০ ১।১২)

---

(১৬) মলয়বায়ু তখন তাৎকালীন বিকসিত বৃক্ষলতাকে চুম্বন করত তাহাদের পরিমল বহনপূর্বক দশদিক্ আমোদিত করিয়া ছুটিতে লাগিল; আর কুসুম-ক্রোড়ে মধুপানাতিশয়ে নিদ্রিত ভৃঙ্গরাজির শ্বাসপথে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকেও জাগাইয়া দিল। (১৭) তখন ভৃঙ্গগণের গুঞ্জনশ্রবণে জাগরিতা কালজ্ঞা বৃন্দাদেবী চকিতনেত্রে দশদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া নিজ নাথ-যুগলকে জাগাইবার জন্য শীঘ্রই পক্ষিসমূহকে নিযুক্ত করিলেন।

পক্ষিগণের কলরবে যুগলের নিদ্রাভঙ্গ

(১৮) বৃন্দার আজ্ঞানুবর্ত্তী পক্ষিসকল কুঞ্জে পূর্বেই আগমন করিয়া মূকের ন্যায় অবস্থান করিতেছিল, এক্ষণে তাঁহার আদেশে কুঞ্জের চতুর্দিকে

অথালিবৃন্দং মকরন্দলুব্ধং
রতীশিতুর্মঙ্গল-কম্বুতুল্যম্ ।
প্রফুল্ল-বল্লীচয়-মঞ্জুকুঞ্জে
জুগুঞ্জ তল্পীকৃত-কঞ্জপুঞ্জে ॥ ১৯ ॥
(গোবি০ ১।১৪)

ঝঙ্কৃতিমঙ্গীকুরুতে, রতিমঙ্গল-ঝল্লরীব গোবিন্দম্ ।
বোধয়িতুং মধুমত্তা, মধুপী-ততিরুদ্ভটানন্দা ॥ ২০ ॥
(গোবি০ ১।১৫)

পিকশ্রেণী মনোজস্য বীণেব ব্যক্তপঞ্চমম্ ।
আললাপ স্বরং তারং কুহূরিতি মুহুর্মুহুঃ ॥ ২১ ॥
(গোবি০ ১।১৬)

রতি-মধুর-বিপঞ্চী-নাদভঙ্গীং দধানা
মদন-মদ-বিকূজৎকান্তপার্শ্বে নিষণ্ণা ।
মৃদুল-মুকুলজালাস্বাদ-বিস্পষ্টকণ্ঠী
কলয়তি সহকারে কাকলীং কোকিলালী ॥ ২২ ॥
(গোবি০ ১।১৭)

আনন্দে কলরব করিতে লাগিল। (১৯) সেই সময়ে মধুলোভী ভ্রমরাবলি কমলদল-কৃত শয্যাশোভিত এবং প্রস্ফুটিত-লতাচয়ভূষিত কুঞ্জমধ্যে রতি-পতির মঙ্গল শঙ্খধ্বনির ন্যায় বুঝি গুঞ্জন করিতে লাগিল। (২০) মধু-পানোন্মত্ত প্রচুরতরানন্দোৎফুল্ল ভ্রমরীগণও গোবিন্দের প্রবোধন-নিমিত্ত ঝঙ্কারচ্ছলে রতিমঙ্গল-সূচক ঝল্লরীবাদ্যবৎ গুনগুন্ শব্দ করিতে লাগিল। (২১) কোকিলকুলও কামদেবের বীণাযন্ত্রবৎ উচ্চ পঞ্চমতানে মুহুর্মুহু কুহু কুহু আলাপ করিতে লাগিল। (২২) রসালবৃক্ষে কোকিলাসকল মদনমদমত্ত কান্তের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া কোমলমুকুলের রসাস্বাদনে

বিদ্রাব্য গোপী-ধৃতিধর্মচর্য্যা,-লজ্জামৃগীর্মানবৃকেষ্বমর্ষী ।
কপোত-ঘূৎকার-মিষেণ শঙ্কে, গর্জত্যয়ং কাম-তরক্ষুরাজঃ ॥২৩॥
(গোবি০ ১।১৮)

রাধা-ধৈর্য্য-ধরাধরোদ্ধৃতি-বিধৌ কেঽন্যে সমর্থা বিনা
কৃষ্ণং কৃষ্ণ-সুমত্তকুঞ্জর-বশীকারেঽপ্যলং শৃঙ্খলাঃ ।
অন্যাঃ কা বৃষভানুজামিহ বিনা ধন্যামতীবাদৃতাঃ
কেকাঃ কিং সমুদীরয়ন্তি শিখিনস্তৌ বোধয়ন্তঃ প্রগে ॥ ২৪ ॥
(গোবি০ ১।১৯)

হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতৈর্যুক্তং কু-কূক্-কূ ইতি স্বরম্ ।
কুক্কুটোঽপ্যপঠৎ প্রাতর্বেদাভ্যাসী বটুর্যথা ॥ ২৫ ॥
(গোবি০ ১।২০)

অথ পক্ষিণাং কলকলৈঃ প্রবোধিতা-
বপি তৌ মিথোঽবিদিত-জাগরৌ তদা ।

সুস্পষ্টকণ্ঠে রতিবীণার ন্যায় অস্ফুটমধুর নিনাদ করিতে লাগিল। (২৩) ইত্যবসরে কামদেবরূপ তরক্ষুরাজ (ব্যাঘ্রবিশেষ) গোপীগণের ধৃতি, ধর্মাচার ও লজ্জারূপা মৃগীকে সন্ত্রস্ত করিয়া এবং মানরূপ ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া কপোত-ঘূৎকারচ্ছলে বুঝি গর্জন করিতে লাগিল। (২৪) শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীরাধার ধৈর্য্যপর্বতের গর্ব খর্ব করিতে আর কে বা সমর্থ? এবং শ্রীরাধা ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণরূপ মত্তকরি-বশীকরণের শৃঙ্খলাস্বরূপে আর কাহাকেই বা আদর বা ধন্যবাদ করিতে পারা যায়?—ইহা জানাইবার জন্যই বুঝি ময়ূরসমূহ প্রাতঃকালে 'কে কা' রবে যুগলের প্রবোধনে প্রবৃত্ত হইল! (২৫) প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণবালক যেমন হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতস্বরে বেদপাঠ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ কুক্কুটগণও 'কু কূ কূ কূ'-রবে প্রবৃত্ত হইল। (২৬) অনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণ পক্ষীদের

নিবিড়োপগূহন-বিভঙ্গ-কাতরৌ
কপটেন মীলিতদৃশাবতিষ্ঠতাম্ ॥ ২৬॥
(গোবি০ ১।২১)

বৃন্দেঙ্গিতজ্ঞঃ স বিচক্ষণঃ 'শুকঃ'
শুকো যথা ভাগবতার্থ-কোবিদঃ।
'দক্ষঃ' প্রবোধে জগতাং প্রভোরতি-
প্রেমাস্পদত্বানুপমঃ সমভ্যধাৎ ॥ ২৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১।২৮)

জয় স্মরাশেষ-বিলাস-বৈদুষী-
নিষ্ণাত-গোপীজনলোচনামৃত !
প্রাণপ্রিয়া-প্রেমধুনী-মতঙ্গজ !
স্বমাধুরী-প্লাবিত-লোকসংহতে ॥ ২৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ১।২৯)

কাকলিতে প্রবোধিত হইলেও কিয়ৎক্ষণ যাবৎ পরস্পরের নিদ্রাভঙ্গের কথা জানিতে পারেন নাই ; পরে যখন তাহা জানিলেন, তখন গাঢ়ালিঙ্গনের সুখবিভঙ্গ-ভয়ে কাতর হইয়া কপটনিদ্রাবেশে নয়ন-নিমীলিত করিয়া রাখিলেন।

শুক-শারিকার প্রবোধন-প্রকার

(২৭) ভগবৎপ্রেমাস্পদ বলিয়া নিরুপম এবং ভাগবতার্থবিশারদ শ্রীশুক-দেব যেরূপ জগদ্বাসীর জ্ঞানোৎপাদনে দক্ষ (সক্ষম) পদ্যাবলি কীর্ত্তন করিয়াছেন, তদ্রূপ বৃন্দার ইঙ্গিত পাইয়া 'দক্ষ' ও 'বিচক্ষণ' নামক শুকযুগল জগৎপ্রভুর জাগরণের নিমিত্ত পদ্যমালা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। (২৮) **'দক্ষ'** বলিতেছেন—"হে নিখিল-কন্দর্প-বিলাস-পণ্ডিত ! হে গোপীজন-লোচনামৃত ! হে প্রাণপ্রিয়া-প্রেমতরঙ্গিণী-মত্তমাতঙ্গ ! হে

প্রিয়াধরাস্বাদ-সুখে নিমজ্জসি
প্রবুধ্যসে নেত্যুচিতং রসাম্বুধে !
রিরংসুতায়াং বিরিরংসুরেব তে
কিঞ্চাধুনেয়ং ক্ষণদা ক্ষণং দ্যতি ॥ ২৯ ॥

(কৃ০ ভা০ ১।৩০)

জহীহি নিদ্রাং শ্লথয়োপগূহনং
ব্রজং প্রতিষ্ঠাসুররং প্রভো ! ভব ।
প্রাতর্বভূবানুসর স্বচাতুরীং
প্রচ্ছন্নকামত্বমথোররীকুরু ॥ ৩০ ॥

(কৃ০ ভা০ ১।৩১)

জয় ব্রজানন্দন ! নন্দচেতঃ-
পয়োধি-পীযূষময়ূখ ! দেব !
গোষ্ঠেশ্বরী-পুণ্যলতা-প্রসূন !
প্রযাহি গেহায় ধিনু স্ববন্ধূন্ ॥ ৩১ ॥

(কৃ০ ভা০ ১।৩২)

স্বমাধুরীবৃন্দে আপ্যায়িতভুবনমণ্ডল ! (২৯) হে রসসাগর ! তুমি প্রিয়াধরাস্বাদনসুখে নিমগ্ন হইয়া নিদ্রা যাইতেছে, ইহা অনুচিত নহে, কিন্তু তোমার রমণেচ্ছা-সম্পাদন-কারিণী বলিয়া যে রাত্রি 'ক্ষণদা'-(উৎসবদায়িনী) নামে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে বিগতা হইয়া তোমার রমণোৎসব ভঙ্গ করায় আবার 'ক্ষণদা' (উৎসবনাশিনী) নামই গ্রহণ করিল !!" (৩০) তদনন্তর **'বিচক্ষণ'** বলিলেন—"হে প্রভো ! নিদ্রাত্যাগ কর, নিবিড় আলিঙ্গন হইতে প্রেয়সীকে শিথিল কর ; শীঘ্রই ব্রজে গমনোন্মুখ হও। এই যে প্রভাত হইল ; চতুরতা-

গোকুলবন্ধো ! জয় রসসিন্ধো !
জাগৃহি তল্পং ত্যজ শশিকল্পম্ ।
প্রীত্যনুকূলাং শ্রিতভুজমূলাং
বোধয় কান্তাং রতিভর-তান্তাম্ ॥ ৩২ ॥

(গোবি০ ১।২৩)

উদয়ং প্রজবাদয়মেত্যরুণ-
স্তরুণীনিচয়ে সহজাকরুণঃ ।
নিভৃতং নিলয়ং ব্রজনাথ ! তত-
স্ত্বরিতোঽট কলিন্দসুতা-তটতঃ ॥ ৩৩ ॥

(গোবি০ ১।২৪)

শারী 'শুভা' সাঽথ জগাদ 'সূক্ষ্মধীঃ'
শারী যথা দেবন-সম্মত-স্থিতিঃ ।
জয়েশ্বরি ! স্বীয়-বিলাস-সৌভগ-
শ্রী-তর্ষিতশ্রীমুখ-মুখ্যযৌবতে ॥ ৩৪ ॥

(কৃ০ ভা০ ১।৩৩)

অবলম্বনে প্রচ্ছন্নকামুকতা অঙ্গীকার কর ; নচেৎ তোমার ব্যক্ত-কামুকতাই উদ্‌ঘোষিত হইয়া পড়িবে। (৩১) হে ব্রজজনানন্দ ! হে নন্দচিত্তদুগ্ধসিন্ধুসুধাকর ! হে দেব ! হে ব্রজেশ্বরীপুণ্যলতাকুসুম ! গৃহে গিয়া নিজবন্ধুগণকে সুখী কর, [তোমাতে আসক্তচিত্ত নন্দমহারাজ দৈবাৎ এখানে আসিয়া পড়িলে মহাবিপত্তি হইবে !!]।" (৩২) অনন্তর **'মঞ্জু-ভাষিণী'** শারিকা বলিতেছেন—"হে গোকুলবন্ধো ! হে রসসিন্ধো ! তোমার জয় হউক। অধুনা জাগরিত হইয়া চন্দ্রবৎ শুভ্র শয্যা ত্যাগ কর এবং পরমপ্রীতিময়ী, ভুজমূলাশ্রিতা এবং রতিরভসে ক্লান্তা কান্তাকেও

কমলমুখি ! বিলাসায়াস-গাঢ়ালসাঙ্গী
স্বপিষি সখি ! নিশান্তে যত্তবায়ং ন দোষঃ।
দিগিয়মরুণিতৈন্দ্রী কিন্তু পশ্যাবিরাসী-
ত্তব সুখমসহিষ্ণুঃ সাধ্বি ! চন্দ্রাসখীব ॥ ৩৫ ॥

(গোবি০ ১।২৫)

শেষেঽধুনা যদ্রতিবল্লভাস্য-
রাজীব-রাজন্মধুপানমত্তা।
অসাম্প্রতং তৎ খলু সাম্প্রতং তে
প্রাতস্ততো জাগরয়াম্যহং ত্বাম্ ॥ ৩৬ ॥

(কৃ০ ভা০ ১।৩৪)

প্রবোধিত কর। (৩৩) হে ব্রজনাথ! তরুণীদের প্রতি স্বভাবতঃই অতিনির্দয় এই অরুণ বেগভরে ঐ ত উদয়াচলে গমন করিতেছে ! অতএব তুমিও যমুনাতীর পরিত্যাগ করিয়া ত্বরায় স্বনিলয়ে গমন কর।" (৩৪) পাশক-গুটিকা যেমন পাশক-সহিত অবস্থান করে, তদ্রূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের রসকেলি অবধি যাঁহারা পরিজ্ঞাত আছেন—সেই **'শুভা'** ও **'সূক্ষ্মধী'**-নামে দুই শারী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—"হে বৃষভানুনন্দিনি ! তুমি সৌভাগ্য-ভেরী-নিনাদে ত্রৈলোক্যের নারীসকলকে চমৎকৃত করিতেছ, তোমার জয় হউক। (৩৫) হে পদ্মমুখি ! বিলাসের আয়াসে জাত গাঢ় আলস্যে তুমি এই নিশান্তকালেও নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছ ; হে সখি ! ইহাতে তোমার কোনও দোষ নাই ; কিন্তু ঐ দেখ হে সাধ্বি ! পূর্বদিগ্ বধূ চন্দ্রাবলীসখীর ন্যায় তোমার সুখে অসহিষ্ণু হইয়া রাগে আরক্তিম হইয়া উঠিল !! (৩৬) তুমি রতিবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল-মধুপানে মত্ত হইয়া নিদ্রিত আছ, তাহা ত আর প্রভাতে উচিত নহে ; এইজন্যই এক্ষণে তোমাকে

কৃষ্ণোঽপ্যনিদ্রঃ প্রিয়য়োপগূঢ়ঃ
কান্তাঽপ্যনিদ্রাঽপ্যমুনোপগূঢ়া ।
তল্পাৎ প্রভাতাকুলমপ্যনল্পা-
ন্নোত্থাতুমেতন্মিথুনং শশাক ॥ ৩৭ ॥

(গোবি০ ১।৩৮)

কৃষ্ণস্য জানূপরিযন্ত্রিত-সন্নিতম্বা
বক্ষঃস্থলে ধৃতকুচা বদনেঽর্পিতাস্যা ।
কণ্ঠে নিবেশিতভুজাঽস্য ভুজোপধানা
কান্তা ন হীঙ্গতি মনাগপি লব্ধবোধা ॥ ৩৮ ॥

(গোবি০ ১।৩৯)

শ্রীকৃষ্ণলীলা-রচনাসু দক্ষ-
স্তৎপ্রেমজানন্দ-বিফুল্লপক্ষঃ ।
দক্ষাখ্য আহ শ্রিতকুঞ্জকক্ষঃ
শুকঃ সমধ্যাপিত-কীরলক্ষঃ ॥ ৩৯ ॥

(গোবি০ ১।৪১)

জাগাইতেছি।" (৩৭) শ্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়ে জাগরিত হইয়াও পরস্পরের প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া শায়িত আছেন ; রজনী-অবসানহেতু তাঁহারা অতিচঞ্চল হইলেও কিন্তু ক্রীড়াসুখময় মনোমোহন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে পারিলেন না ! (৩৮) শ্রীরাধা—শ্রীকৃষ্ণের জানুদ্বয়ে নিতম্ব, বক্ষঃস্থলে বক্ষোজদ্বয়, বদনে বদন অর্পণ করিয়া ভুজদ্বারা কণ্ঠ-আলিঙ্গন এবং তাঁহার বাহুদ্বয় উপাধান করিয়া [রসালসে ও নিদ্রাবেশে] থাকায় তখন প্রাপ্তচেতনা হইলেও আর বিন্দুমাত্রও অঙ্গ সঞ্চালন করিতে

একং প্রাচ্যামরুণ-কিরণাপাটলায়াং বিধত্তে
চক্ষুঃ কান্তে ত্বরিতমপরং দূরগে চক্রবাকী।
শঙ্কাক্রান্তাস্তরুকুহরগা মূকতাং যান্তি ঘূকাঃ
শঙ্কে ভাস্বানুদয়মুদগাৎ কৃষ্ণ! নিদ্রাং জহীহি ॥ ৪০ ॥

(গোবি০ ১।৩২)

জয় জয় গুণসিন্ধো! প্রেয়সী-প্রাণবন্ধো!
ব্রজ-সরসিজভানো! সংকলারত্নসানো!
ইহ হি রজনি-শেষে কিংমনা নাথ! শেষে
সময়মবকলয্যাপীষ্যতে কুঞ্জ-শয্যা? ৪১ ॥

(কৃষ্ণ০ ১।১৯)

পারিতেছেন না!! (৩৯) লক্ষ লক্ষ শুকের অধ্যাপক, শ্রীকৃষ্ণলীলা-রচনে সুদক্ষ, কৃষ্ণপ্রেমানন্দে পুলকোৎফুল্লপক্ষ 'দক্ষ' নামক শুকটি কুঞ্জকক্ষে অবস্থান করত বলিতে লাগিলেন— (৪০) "হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ সূর্য্য উদয়াচলে গমন করিতেছে; চক্রবাকী একচক্ষুতে দিনকরের কিরণজালে রক্তিমাভ পূর্বদিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে এবং অপর চক্ষুর্দ্বারা অতিদূরবর্ত্তী প্রিয় পতিকে নিরীক্ষণ করিতেছে! দিবান্ধ পেচকসকলও কাকাদির ভয়ে নীরবে তরুকোটরে প্রবেশ করিতেছে; অতএব তুমি শীঘ্রই নিদ্রা পরিত্যাগ কর। (৪১) হে গুণসিন্ধো! হে প্রেয়সীপ্রাণবন্ধো! ব্রজবনকমলপ্রকাশি-দিনকর হে! হে সংকলাসমূহের সুমেরু (চতুঃষষ্টি-কলাবিৎ)! তোমার জয় হউক। তুমি সর্বোৎকর্ষ আবিষ্কার কর। হে নাথ! এই নিশান্তকালেও তুমি কি মনে ভাবিয়া শায়িত আছ হে? গাত্রোত্থানসময় দেখিয়াও কি তোমার নিকট কুঞ্জশয্যা ভাল লাগিতেছে?

অয়মপি চ শিখণ্ডী জাগরিত্বৈব খণ্ডী
কৃত-সুললিত-কেকঃ কালনিষ্ঠা-বিবেকঃ।
প্রমিলতি তব নিদ্রা-হানয়েঽধীদরিদ্রাঃ
শিব শিব নিজসেবা-কালমুজ্ঝন্তি কে বা ? ৪২ ॥

(কৃষ্ণ০ ১।২৪)

বৃন্দা-বক্ত্রাদধিগতবিদ্যা, সারী হারীকৃত-বহুপদ্যা।
রাধাস্নেহোচ্চয়-মধুমত্তা, তস্যা নিদ্রাপনয়ন-যত্তা ॥ ৪৩ ॥

(গোবি০ ১।৩৩)

নিদ্রাং জহীহি বিজহীহি নিকুঞ্জ-শয্যাং
বাসং প্রযাহি সখি ! নালসতাং প্রযাহি।
কান্তঞ্চ বোধয় ন বোধয় লোকলজ্জাং
কালোচিতাং হি কৃতিনঃ কৃতিমুন্নয়ন্তি ॥ ৪৪ ॥

(গোবি০ ১।৩৭)

---

(৪২) এই কালমর্য্যদাবিবেকী ময়ূরও জাগরিত হইয়াই ময়ূরী হইতে পৃথক্ হইয়া সুললিত 'কেকা' ধ্বনি করিতেছে। ওহে ! ঐ ময়ূরটিও তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য এইদিকেই যে আসিতেছে ! নিজসেবাকাল কি কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ত্যাগ করিতে পারে ?" (৪৩) তৎপরে যে শারী বৃন্দা হইতে শিক্ষিত বিদ্যাসকল হারের ন্যায় কণ্ঠস্থ করিয়াছিল, শ্রীরাধার প্রেমমাধ্বীকপানে উন্মত্তা সেই 'সূক্ষ্মধী' নামিকা শারী শ্রীরাধার নিদ্রাদূরীকরণে যত্নবতী হইয়া বলিলেন—(৪৪) "হে সখি ! আলস্য পরিহার কর, জাগরিত হও, কান্তকেও জাগাও দেখি ! এক্ষণে নিকুঞ্জ ত্যাগ করিয়া স্বগৃহে গমন কর, লোকলজ্জার অবসর দিওনা হে ! কৃতিব্যক্তি সময়োচিত কার্য্যই

ব্রজপতিতনয়াঙ্কাসঙ্গতো বীতশঙ্কা
বিধুমুখি ! কিমু শেষে নির্ভরং রাত্রিশেষে ?
প্রমদ-মধুপপুঞ্জে মা পরং তিষ্ঠ কুঞ্জে
ন গণয়সি বিগর্হাং কিং গুরূণামনর্হাম্ ? ৪৫ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।৩)

সুদতি ! কুমুদিনীনামঙ্কমাসাদ্য লীনা
মদ-মধুকরমালা কালমাসাদ্য লোলা ।
সরতি কমলিনীনাং রাজিমেতামদীনাং
ভবতি সময় এব গ্লানি-হর্ষাদিদেবঃ ॥ ৪৬ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।৭)

বিয়দতিলঘুতারং ত্বদ্বপুঃ ক্ষুণ্ণহারং
বিগলিত-কুসুমানাং বর্ত্ম শেফালিকানাম্ ।
ত্রিতয়মিদমিদানীমেকরূপং তদানী-
মপি যদপি তথাপি ত্বদ্বপুঃ শ্রীভিরাপি ॥ ৪৭ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।১০)

সম্পাদন করেন ! (৪৫) হে চন্দ্রবদনে ! ব্রজেন্দ্রনন্দনের ক্রোড়দেশের সুসঙ্গ লাভ করত নিঃসঙ্কচিত্তে রাত্রিশেষেও কেন প্রগাঢ় নিদ্রায় শয়িত আছ হে ? অতঃপর প্রমত্ত-মধুকর-পুঞ্জ-মণ্ডিত এই কুঞ্জে আর অবস্থান করিও না ; তুমি কি গুরুবর্গের অযোগ্য কদর্থনা গঞ্জনাদির বিষয়ে ভাবিতেছ না ? (৪৬) হে সুদতি ! কুমুদিনী-সমূহের ক্রোড়দেশে ক্রীড়ামত্ত মধুকরগণও এই সময়ে চঞ্চল হইয়া প্রস্ফুটিত কমলিনী-রাজিতে অভিসার করিতেছে ! এই (কুমুদিনীতে) গ্লানি ও (কমলিনীতে) হর্ষাদির প্রবর্ত্তক (কারণ)-রূপে একমাত্র সময়কেই ত ধরিতে হয় ? (৪৭) আকাশ প্রবিরল-তারক, তোমার দেহও চ্যুতহার, আবার ঐ শেফালিকা-

ত্রুটিত-পতিত-মুক্তাহারবত্তে বিযুক্তা
ভবতুড়ুততিরেষা স্বল্পমাত্রাবশেষা।
চিরশয়নমবেক্ষ্যারুন্ধতী তে বিলক্ষ্যা
ভবদিব পরিবব্রে পশ্য সপ্তর্ষিচক্রে ॥ ৪৮ ॥

(কৃষ্ণ০ ১।১১)

ইতি কল-বচনানাং শারিকাণাং শুকানাং
রুতমতিশয়রম্যং শ্রোত্রপেয়ং নিশম্য।
বিহিত-শয়নবাধা সা জজাগার রাধা
প্রথমমথ স কৃষ্ণঃ স্বাপলীলা-বিতৃষ্ণঃ ॥ ৪৯ ॥

(কৃষ্ণ০ ১।২৮)

যুগপদুভয়নিদ্রা-ভঙ্গ-বিধ্বস্তমুদ্রা
যুগপদুভয়নেত্রাপাঙ্গভঙ্গী বিচিত্রা।
যুগপদুভয়ঘূর্ণা-জাত-সংক্লেশ-পূর্ণা
ভবদুভয়-বিলোকাভাবতঃ প্রাপ্তশোকা ॥ ৫০ ॥

(কৃষ্ণ০ ১।২৯)

বৃক্ষগুলির অঙ্গও গলিত-কুসুম হইয়াছে; অহো! সেই রাত্রিকালে আর এই প্রভাতকালে এই তিন বস্তু একরূপ হইলেও কিন্তু তোমার দেহেই পরমসুষমা বিরাজ করিতেছে!! (৪৮) তোমার ত্রুটিত ও পতিত মুক্তাহারের ন্যায় ঐ নক্ষত্রমালাও আকাশ হইতে বিযুক্ত হইয়া দুই একটি মাত্র অবস্থান করিতেছে; ঐ দেখ! অরুন্ধতী বহুক্ষণযাবৎ কান্তক্রোড়ে তোমাকে নিদ্রিতা দেখিয়া বিস্ময়সহকারে পরিবক্র সপ্তর্ষিমণ্ডলে মুখ ঢাকিতেছেন!" (৪৯) এইভাবে কলবচন শুক-শারিকার

কল-ক্বণৎকঙ্কণ-নূপুরং জবা,-দত্ত্যচ্ছলদ্‌গাত্রযুগচ্ছবিচ্ছটম্।
ব্যস্তালকাগ্রাবলি-বেষ্টনোন্নম,-ত্তাটঙ্কহার-দ্যুতিদীপিতাননম্ ॥৫১॥
(কৃ০ ভা০ ১।৩৬)

স্রস্তাংশুকান্বেষণ-সংভ্রমোদয়া-
দিতস্ততো ন্যস্তকরাব্জ-মঞ্জুলম্।
শয্যোত্থিতং কেলিবিলাসিনোস্তয়ো-
স্ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীমিব সঞ্চিকায় তৎ ॥ ৫২ ॥
(কৃ০ ভা০ ১।৩৭)

শ্রবণরসায়ন অতিরমণীয় শব্দাবলি শ্রবণ করিয়া সুখশয়নের ব্যাঘাত দেখিয়া প্রথমতঃ শ্রীরাধা জাগিলেন, পরে স্বাপলীলায় বিতৃষ্ণ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণও জাগিলেন।

রসালস

(৫০) একইসময়ে উভয়ের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে, উভয়ের যুগপৎ বিচিত্র কটাক্ষভঙ্গী চলিতে লাগিল ; এই ভঙ্গীও আবার যুগপৎ ঘূর্ণাখ্যভাববিশেষে জাত সংক্লেশে পূর্ণ এবং যুগপৎ দর্শনের ব্যাঘাত হওয়ায় উভয়ের দুঃখকারণই হইল। (৫১) [অহো ! তাৎকালিক যুগল-মাধুরী বর্ণনাতীত !!!] নূপুর ও কঙ্কণ প্রভৃতি অলঙ্কারের মধুরধ্বনি হইতে লাগিল, গাত্রদ্বয় হইতে ছবির ছটা উচ্ছলিত হইল ; অস্তব্যস্ত অলকরাজি-দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বক্ষঃস্থলস্থ হার ও কর্ণের তাড়ঙ্ক উর্দ্ধে উত্থিত হওয়ায় তাহার কান্তিতে উভয়ের বদন উদ্দীপিত হইল॥ (৫২) বিলাসভরে বিগলিত বসন অন্বেষণ করিবার জন্য উভয়েই মুদ্রিতনয়নে শয্যার উপরি উপবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ করকমল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অহো ! তাৎকালীন মাধুরীদর্শনে মনে হয় যেন ত্রিভুবনের শোভাসমৃদ্ধি সঞ্চয় করিয়া বিধাতা সেই শয্যোত্থিত কেলিবিলাসি-যুগলের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে

ঘূর্ণালসাক্ষং শ্লথসর্বগাত্রং, বিস্রস্তকেশং রসিকদ্বয়ং তৎ।
ভুগ্নোপবেশং স্খলনে কথঞ্চি,-দন্যোন্যমালম্বনতাং প্রপেদে ॥ ৫৩ ॥

(কৃ০ ভা০ ১।৩৮)

অন্যোন্য-গ্রথিতাঙ্গুলী-কিসলয়ামুন্নীয় বাহুদ্বয়ীং
জৃম্ভারম্ভ-পুরঃসরং বিদধতী গাত্রস্য সংমোটনম্।
মীলন্নেত্রমুরোজয়োর্নখপদব্যাদান-দীনাননা
নানানেতি পুনর্নখক্ষতধিয়া সা কৃষ্ণপাণী দধে ॥ ৫৪ ॥

(অ০ ৫।৫৫)

সঙ্গোপায্য পটাঞ্চলেন তনুনা নিঃসারি-দন্তাবলি-
জ্যোৎস্নাভিঃ স্নপিতেন দক্ষিণকরাকৃষ্টেন বক্ত্রাম্বুজম্।
লীলোল্লাসিত-কন্ধরং মৃদুকলৈর্বামাঙ্গুলি-চ্ছোটিকা-
নিঃস্বানৈশ্চল-কঙ্কণস্বনসখৈঃ শ্রীরাধিকাঽজৃম্ভত ॥ ৫৫ ॥

(অ০ ৫।৫৫)

নির্মঞ্ছন করিয়াছেন !! (৫৩) কিয়ৎক্ষণ পরে ঘূর্ণায়মান, শিথিলাঙ্গ ও বিস্রস্তকেশ সেই রসিকযুগল ঢুলিতে ঢুলিতে বক্রভাবে পরস্পরের অঙ্গ অবলম্বন করিলেন। (৫৪) পরস্পর গ্রথিতাঙ্গুলী বাহুযুগল উত্তোলনপূর্ব্বক নয়নমুদ্রণ ও জৃম্ভারম্ভ-সহকারে গাত্রমোটনকালে স্তনদ্বয়ে নখক্ষতের প্রসার-হেতু রাধিকা কিঞ্চিৎ কাতরমুখী হইয়া পুনর্বার নখক্ষতের আশঙ্কায় প্রিয়তমের [স্তনস্পর্শলুব্ধ] পাণিযুগলকে 'না, না, না' বলিয়া নিরোধ করিলেন ! (৫৫) বিনিঃসৃত দন্তাবলির জ্যোৎস্নাজালে স্নপিত সূক্ষ্ম বসনাঞ্চল দক্ষিণ করে আকর্ষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মুখপদ্ম ঢাকিয়া কঙ্কণধ্বনিযুক্ত বামাঙ্গুলীর ছোটিকাশব্দ ও মৃদুমধুর স্বকণ্ঠধ্বনি-সহকারে কিঞ্চিদুত্তোলিত-

অলস-বলিতমূর্দ্ধীকৃত্য মূর্দ্ধোপকণ্ঠে
বলয়িতমিদমন্যোন্যেন সংসক্তপাণি।
ত্রিক-বিচলন-ভঙ্গীসঙ্গি মোট্টায়িতায়াঃ
পরিধিরিব মুখেন্দোর্ভাতি দোর্দ্বন্দ্বমস্যাঃ ॥ ৫৬ ॥

(কৃ০ ৫।৫৫)

উত্থায়েশঃ সন্নিবিষ্টোঽথ তল্পে
ব্যাজান্নিদ্রাশালিনীং মীলিতাক্ষীম্।
দোর্ভ্যাং কান্তাং স্বাঙ্কমানীয় তান্তাং
পশ্যত্যস্যা মাধুরীং সাধুরীতি ॥ ৫৭ ॥

(গোবি০ ১।৫১)

ঘূর্ণায়মানেক্ষণ-খঞ্জরীটং
ললাট-লোলালক-ভৃঙ্গজালম্।
মুখং প্রভাতাব্জনিভং প্রিয়ায়াঃ
পপৌ দৃশেষৎস্মিতমচ্যুতোঽসৌ ॥ ৫৮ ॥

(গোবি০ ১।৫২)

কন্ধরে শ্রীরাধিকা জৃম্ভাত্যাগ করিলেন। (৫৬) ত্রিকের (মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ) বিচলন-ভঙ্গীসহ গাত্রমোটন-সময়ে শ্রীরাধার বাহুযুগল পরস্পর সংসক্তপাণি হইয়া রসালসে মস্তকের উপরে উন্নমিত ও মণ্ডলীকৃত হওয়ায় তদীয় মুখচন্দ্রের পরিধির ন্যায় শোভা বিস্তার করিল। (৫৭) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করত শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক কপট নিদ্রিতা, নিমীলিতাক্ষী ও ক্ষীণা শ্রীরাধাকে বাহুযুগলের বেষ্টনে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া আগ্রহভরে তাঁহার মাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন। (৫৮) মৃদুমধুরহাস্য-সহকারে শ্রীকৃষ্ণ তখন নেত্র-চষকদ্বয়ে শ্রীরাধার খঞ্জনবৎ ঘূর্ণায়মান নয়ন

সংশ্লিষ্টসর্বাঙ্গুলি-বাহুযুগ্ম,-মুন্মথ্য দেহং পরিমোটয়ন্তীম্।
উদ্বুদ্ধ-জৃম্ভা-স্ফুটদন্তকান্তি,-মালোক্য কান্তাং মুমুদে মুকুন্দঃ ॥৫৯॥
(গোবি০ ১।৫৩)

তদৈব জৃম্ভোত্থ-রদাংশুজাল,-মাণিক্যদীপৈর্নিররাজয়ৎ কিম্?
সনিদ্রমুন্মুদ্র-দৃগন্তলক্ষ্মী,-রসজ্ঞয়ান্যোন্য-বিলিহ্যমানম্ ॥ ৬০ ॥
(কৃ০ ভা০ ১।৪০)

স্বীয়াঙ্কোত্তানসুপ্তামুষসি মৃদু মৃষা রোদনেষৎস্মিতাস্যা-
মর্দ্ধোন্মুক্তাগ্রকেশাং বিমৃদিত-কুসুমস্রগ্ধরাং ছিন্নহারাম্।
উন্মীল্যোন্মীল্য ঘূর্ণালস-নয়নযুগং স্বাননালোকনোৎকাং
কান্তাং তাং কেলিতান্তাং মুদমতুলতমামাপ পশ্যন্ ব্রজেন্দুঃ ॥৬১॥
(গোবি০ ১।৫৪)

এবং ভ্রমরমালার ন্যায় অলকাবলিশোভিত ললাটযুক্ত—প্রভাতকালীন কমলের ন্যায় কমনীয় বদন পান করিতে লাগিলেন! (৫৯) উভয় হস্তের অঙ্গুলিসকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট করত বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক সর্বাঙ্গমোটন ও জৃম্ভা পরিত্যাগকালীন শ্রীমতীর ঈষদ্ব্যক্ত দন্তকান্তির অবলোকনে শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দিত হইলেন। (৬০) তৎকালে আলস্যত্যাগের জন্য অঙ্গমোটন করায় উভয়ের জৃম্ভাযুক্ত মুখ উর্দ্ধদিকে উঠিল, তাহাতে বোধ হয় যেন জৃম্ভণাবসরে প্রকাশিত দন্তকিরণরূপ মাণিক্যদীপদ্বারা উভয়ে উভয়কে নীরাজন করিলেন এবং ঈষদ্ বিকশিত নয়নপ্রান্ত (কটাক্ষ)-লক্ষ্মীরূপ রসনা-দ্বারা পরস্পরের মাধুরী আস্বাদন করিতে লাগিলেন!

যুগলের রসালস-মাধুরী-আস্বাদন ও বিলাস

(৬১) প্রভাতকালে স্বীয় অঙ্কে উত্তানশয়না, কপট মৃদুরোদনসহ মধুরস্মিতমুখী, অর্দ্ধোন্মুক্তকবরী, বিমর্দিত-কুসুমমালিকা, বিস্রস্তরত্নহারা,

হেমাব্জাঙ্গ্যাঃ প্রবল-সুরতায়াস-জাতালসায়াঃ
কান্তস্যাঙ্কে নিহিত-বপুষঃ স্নিগ্ধ-তাপিঞ্ছকান্তেঃ।
শম্পাকম্পা নবজলধরে স্থাস্নুতাং চেদধাস্যৎ
শ্রীরাধায়াঃ স্ফুটমিহ তদা সাম্যকক্ষামবাপ্স্যৎ ॥ ৬২ ॥

(গোবি০ ১।৫৫)

স্ফুরন্মকর-কুণ্ডলং মধুরমন্দহাসোদয়ং
মদালস-বিলোচনং কমলগন্ধি লোলালকম্।
মুখং স্বদশনক্ষতাঞ্জন-মলীমসৌষ্ঠং হরেঃ
সমীক্ষ্য কমলেক্ষণা পুনরভূদ্ বিলাসোৎসুকা ॥ ৬৩ ॥

(গোবি০ ১।৫৬)

পরস্পরালোকন-জাতলজ্জা,-নিবৃত্ত-চঞ্চদ্দর-কুঞ্চিতাক্ষম্।
ঈষৎস্মিতং বীক্ষ্য মুখং প্রিয়ায়া, উদ্দীপ্ততৃষ্ণঃ পুনরাস কৃষ্ণঃ॥৬৪॥

(গোবি০ ১।৫৭)

বাহ্যে অবসাদগ্রস্তা অথচ অন্তরে উৎফুল্লা, কান্তমুখাবলোকনে ঔৎসুক্যময়ী এবং পুনঃ পুনঃ উন্মীলনপর বিঘূর্ণিত অলস-নয়না কান্তাকে দর্শন করিয়া ব্রজচন্দ্রমা অতুলনীয় মহানন্দ লাভ করিলেন। (৬২) প্রচণ্ডরতিরণশ্রমক্লান্তা শ্রীরাধা অলসভরে তমালশ্যামল শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে স্বীয় গৌরাঙ্গ সমর্পণ করিলেন ; অচঞ্চলা বিদ্যুল্লতার যদি নবজলধরে সুস্থির হইয়া অবস্থান সম্ভবপর হইত, তবে তখন শ্যামক্রোড়ে সুবর্ণপদ্মসদৃশী শ্রীরাধার উপমান হইতে পারিত !! (৬৩) মনোজ্ঞমকরকুণ্ডল-মণ্ডিত, মৃদুমধুরহাস্যযুক্ত, মদালসলোচন, পদ্মগন্ধ-সুবিস্তারি, চঞ্চল অলকমালাশোভিত এবং দন্তক্ষতাদি ও কজ্জলচিহ্নে চিহ্নিত—শ্রীকৃষ্ণের বদন সন্দর্শন করিয়া পদ্মপলাশলোচনা শ্রীরাধা আবার বিলাসরসে উৎসুকা হইলেন। (৬৪) পরস্পর দৃষ্টিপাত-জনিত লজ্জায়

বামেন চাধঃ শির উন্নমষ্য, করেণ তস্যাশ্চিবুকং পরেণ।
বিভুগ্নকণ্ঠঃ স্মিতশোভিগণ্ডং, মুখং প্রিয়ায়াঃ স মুহুশ্চুচুম্ব ॥ ৬৫ ॥
(গোবি০ ১।৫৮)

কান্তাধরস্পর্শসুখাব্ধিমগ্না, করং ধুনানা দর-কুঞ্চিতাক্ষী।
মা মেতি মন্দাক্ষর-সন্নকণ্ঠী সখীদৃশাং সা মুদমাততান ॥ ৬৬ ॥
(গোবি০ ১।৫৯)

রূপামৃতং মে ত্রিজগদ্বিলক্ষণং, নিঃসীম-মাধুর্য্যমিদঞ্চ যৌবনম্।
অদ্যৈব সাফল্যমবাপ সর্বথা,-প্রেয়ানুপাভুঙ্ক্তমাং মুদা যতঃ ॥৬৭॥
(কৃ০ ভা০ ২।২০)

সৈবং বিচিন্ত্য ক্ষণমাহ কান্তং, তদক্ষি-পীতাখিল-মাধুরীকা।
স্বান্তর্মুদাত্যর্থলসদ্দৃগন্ত,-লক্ষ্মী-বিহারায়তনাস্যপদ্মম্ ॥ ৬৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ২।২১)

ঈষৎ আকুঞ্চিত-নয়না প্রিয়তমার মৃদুমধুর হাস্যশোভিবদন সন্দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণেরও আবার বিলাসবাসনা উদ্দীপ্ত হইল। (৬৫) তখন তিনি বামহস্তে প্রিয়ার লজ্জাবনতমস্তক উত্তোলন করত দক্ষিণ হস্তে তাঁহার চিবুক উঠাইয়া নতকণ্ঠে শ্রীরাধার হাস্যশোভি-গণ্ডযুক্ত মুখকমল মুহুর্মুহুঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। (৬৬) শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অধরস্পর্শ-জনিত সুখসাগরে নিমগ্ন হইয়া ঈষন্মুদ্রিতলোচনে বিচলিত-করপল্লবে মন্দাক্ষরযুক্তকণ্ঠে 'না না' বলিয়া সখীগণের নয়নের মহানন্দ বিস্তার করিলেন। (৬৭) "অদ্যই আমার এই ত্রিজগদ্‌বিলক্ষণ রূপামৃত এবং অসীম মাধুর্য্য-পরিপূরিত এই নবযৌবন—প্রিয়তমের পরমাদরে উপভোগ সাধন করিয়াছে বলিয়া সম্যক্ সাফল্যলাভ করিল।" (৬৮) শ্রীরাধা এইরূপে চিন্তা করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ নয়নদ্বারা তাঁহার নিখিল মাধুরী পান করিতে লাগিলেন,

ভো ভো বিলাসিন্নবধেহি যত্ত্বয়া
বিস্রস্তবেশাভরণাস্ম্যহং কৃতা।
যাবন্মদাল্যোঽনুসরন্তি নোষসি
দ্রুতং সমাধিৎসসি তন্ন কিং পুনঃ ॥ ৬৯ ॥
(কৃ0 ভা0 ২।২২)

স্বচাতুরীং সাধয় মাং প্রসাধয়
প্রসাদয়ানঙ্গমভীষ্ট-দৈবতম্।
যোঽস্মন্মনোমন্দির-বর্ত্ত্যয়ং ত্বয়া
বহিষ্কৃতো লক্ষ্মভিরেভিরেব যৎ ॥ ৭০ ॥
(কৃ0 ভা0 ২।২৩)

তাহাতে শ্রীরাধা অন্তরে অসীম আনন্দানুভব করায় শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল তাঁহার কটাক্ষ-লক্ষ্মীর বিহারভূমি হইয়া উঠিল! (৬৯) [পরে শ্রীরাধা কটাক্ষদ্বারা মুহুর্মুহুঃ শ্রীকৃষ্ণমাধুরী আস্বাদন করিতে করিতে মদাতিরেকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা হইয়া বলিলেন—] "ভো ভো বিলাসিন্! অদ্য বিলাসভরে আমার বেশভূষাদি তুমি স্রস্ত-বিস্রস্ত করিয়া দিয়াছ—আমার সখীগণ না আসিতেই এক্ষণে আবার পূর্ব্ববৎ বেষ-ভূষা করিতে কেন ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলে হে! (৭০) নিজ চাতুর্য্য-প্রকটনে আমার প্রসাধন কর, তোমার ও আমার মনোমন্দিরবর্ত্তী অভীষ্টদেবতা অনঙ্গদেবকে বহির্নিষ্কাসিত করিয়া যে অপরাধ করিয়াছ, তজ্জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর, [সাধকেরা ইষ্টদেবতাকে সেবাকালে মনোমন্দির হইতে বাহিরে নিষ্কাসিত করিয়া সেবা করেন ও তৎপরে সেবার চিহ্নাদি দূর করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করেন; সেবা-সমাপ্তি হইলেও কেহ স্বাভীষ্টদেবকে বাহিরে সেবা-চিহ্নাদিযুক্ত করিয়া রাখিলে ত দেবতার চরণে অপরাধ হয়, তদ্রূপ] তুমিও সেবাচিহ্ন এই নখক্ষতাদি দূর কর নাই; দেবতাকেও বাহিরে ব্যক্ত

সত্যং ব্রবীষ্যঙ্গজমিষ্টদেবং, ত্বদঙ্গপীঠে প্রকটীভবন্তম্।
যজামি ভূষাম্বরগন্ধপুষ্পৈঃ, স্রক্‌চন্দনাদ্যৈরিতি তাং স উচে ॥ ৭১ ॥
(কৃ০ ভা০ ২।২৪)

ইত্থমীশ্বর্য্যা বাক্যং হি শ্রুত্বা সেবন-পেশলা।
তদুপযোগিবস্তূনি সমর্পয়িতুমুৎসুকা ॥ ৭২ ॥

দ্বারং সমুন্মুচ্য মনাগনারবং, শনৈঃ পদন্যাস-বিশেষ-মঞ্জুলা।
নির্ণীত-তজ্জাগরণাথ কিঙ্করী,-ততির্বিশঙ্কা প্রবিবেশ বেশ্ম সা ॥৭৩॥
(কৃ০ ভা ১।২৬)

ইতস্ততো ন্যস্তমণি-প্রদীপা,-নফুল্ল-নীলোৎপল-চম্পকাভান্।
বিধত্ত এতৌ স্বময়ূখবৃন্দৈ,-রনাবৃতৈর্মণ্ডন-মাল্য-চেলৈঃ ॥ ৭৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ১।৯)

করিয়া রাখিয়াছ, অতএব কুঙ্কুমমৃগমদাদি-লেপনে চিহ্নাদি দূর করত অনঙ্গদেবকে পুনর্বার যথাস্থানে স্থাপন কর।" (৭১) তখন রসিকচূড়ামণি বলিলেন—"প্রিয়তমে! তুমি সত্যই বলিয়াছ হে, 'তোমার অঙ্গপীঠে ইষ্টদেব অনঙ্গ প্রকট হইয়াছেন'—অতএব আমি বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, মাল্য ও চন্দনাদি দিয়া অভীষ্টদেবতার সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।" (৭২) এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন প্রাণেশ্বরীর সেবানিপুণা দাসী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অনঙ্গপূজার উপযোগী বসনভূষণাদি সামগ্রী সমর্পণে উৎসুকা হইলেন।

কিঙ্করীগণের সেবাসামগ্রীসহ প্রবেশ এবং শ্রীরাধার বেশরচনায় নিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের মদনাবেশ

(৭৩) তখন কিঙ্করীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ জাগরিত হইয়াছেন নিশ্চয় করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নিঃশব্দ-ধীর-পদবিন্যাসনৈপুণ্য প্রকটনপূর্বক দ্বার

মিথো দশনবিক্ষতাধরপুটৌ বিলাসালসৌ
নখাঙ্কিত-কলেবরৌ গলিত-পত্রলেখাশ্রিয়ৌ।
শ্লথাম্বর-সুকুন্তলৌ ত্রুটিতহারপুষ্পস্রজৌ
মুহুর্মুমুদিরে পুরঃ সমভিলক্ষ্য তাঃ স্বপ্রিয়ৌ॥ ৭৫॥
(গোবি০ ১।৬৩)

অথামুনা কঙ্কতিকাং শনৈঃ শনৈ,-র্বিকর্ষতা ভানুমতী-করার্পিতাম্।
কচাবলী সংস্ক্রিয়তে স্ম মালতী,-মালোত-বেণীরচনা-পটীয়সা ॥৭৬॥
(কৃ০ ভা০ ২।২৫)

কস্তূরিকা-চন্দন-কুঙ্কুমদ্রবৈঃ, সংভাবিতৈস্তামনুরাগলেখয়া।
চকার মালাঞ্চিত-চারুচিত্রকাং, স চিত্রচুঞ্চুর্ধৃত-নব্যবর্ত্তিকঃ ॥৭৭॥
(কৃ০ ভা০ ২।২৬)

উন্মোচন করত শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। (৭৪) তাঁহারা দেখিলেন—উভয়ের অঙ্গ হইতে ভূষণ, মাল্য ও বস্ত্রাদি স্খলিত হওয়ায় অনাবৃত শ্রীঅঙ্গদ্বয় হইতে পীত-শ্যামকিরণমালা প্রসৃত হইয়া শয়নমন্দিরে ইতস্ততঃ রক্ষিত মণিপ্রদীপাবলিকেও চম্পকনীলকমল-কলিকা-সদৃশ করিয়াছে [শ্রীরাধার পৃষ্ঠদেশস্থিত প্রদীপ চম্পককোরকাভ এবং শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশস্থ প্রদীপমালা নীলোৎপল-কলিকাভ হইয়াছে !!]। (৭৫) সেই দাসীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া উভয়ের অধরে দশনক্ষত, স্থানে স্থানে নখচিহ্ন, বিলাসজনিত অলসতা, সর্বাঙ্গে বেশবিন্যাস-রাহিত্য, শিথিলঅম্বর, বিগলিত কুন্তল, ছিন্ন ভিন্ন মণিমুক্তাহার এবং বনমালারহিত কণ্ঠদেশ অবলোকন করিয়া মুহুর্মুহুঃ আনন্দ লাভ করিলেন। (৭৬) অনন্তর ভানুমতী মঞ্জরী করে কঙ্কতিকা (চিরুণী) অর্পণ করিলে কেশকর্ষণে এবং কঙ্কতিকার আঘাতে মস্তকে ব্যাথা লাগিবে ভাবিয়া নাগরেন্দ্র ধীরে ধীরে

তাটঙ্কযুগ্মেন লবঙ্গমঞ্জরী,-সংপাদিতাপূর্বরুচা স চারুণী।
আনর্চ তস্যাঃ শ্রবণে নবাঞ্জনে,-নানঙ্গ কঞ্জপ্রতিমে তদক্ষিণী॥ ৭৮॥

(কৃ০ ভা০ ২।২৭)

দধার হারং রুচিমঞ্জরীলিতং
যদা তদোচে প্রিয়য়া মদোদ্ধুরম্।
যা খণ্ডিতা চন্দন-কঞ্চুলী ত্বয়া
বক্ষোজয়োস্তাং ন কুতশ্চিকীর্ষসি ? ৭৯॥

(কৃ০ ভা০ ২।২৮)

আলেখ্য-কর্মণ্যতিগর্ব-ধারিণী-
স্তাস্তা বিশাখা-প্রভৃতীর্ভবৎসখীঃ।
বিস্মাপয়াম্যত্র কুচদ্বয়ে কৃতৈ-
শ্চিত্রৈর্বিচিত্রৈরিতি তাং জগাদ সঃ॥ ৮০॥

(কৃ০ ভা০ ২।২৯)

শ্রীরাধার অত্যুজ্জ্বল কেশকলাপ সংস্কার করিয়া মালতীমালাসহযোগে বেণী রচনা করিলেন। (৭৭) পরে রাগলেখা-মঞ্জরীকর্তৃক সংস্কৃত মৃগমদ, চন্দন ও কুঙ্কুমদ্রবদ্বারা চিত্রকার্য্যে সুনিপুণ শ্রীকৃষ্ণ নবীন তুলিকাধারণ করিয়া শ্রীমতীর ললাটে সুন্দর চিত্ররচনা করিলেন। (৭৮) লবঙ্গমঞ্জরী-কর্তৃক সম্পাদিত অপরূপশোভাযুক্ত তাড়ঙ্কযুগলদ্বারা তাঁহার কর্ণদ্বয় ভূষিত করিয়া নবাঞ্জনদ্বারা শ্রীরাধার পদ্মনয়নদ্বয়কে রঞ্জিত করিলেন। (৭৯) রুচিমঞ্জরীনাম্নী দাসীর হস্ত হইতে কান্তিমঞ্জরীযুক্ত হার লইয়া শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিলে শ্রীরাধা গর্বাতিরেকে বলিলেন—“তুমি আমার স্তনদ্বয়ের যে চন্দন-কঞ্চুলিকা খণ্ডন করিয়াছ, তাহা রচনা না করিয়া পূর্বেই হার অর্পণ করিলে কেন? হার অর্পিত হইলে ত আর চন্দনকঞ্চুলী নির্মিত হয় না; [অতএব তুমি বেশ-রচনায় অপটু]”

প্রসাধনার্থ-প্রতিপাদনোন্মুখ,-শ্রীরূপ-লীলা-রতিমঞ্জরীমুখঃ।
স্তনদ্বয়ং তূলিকয়াঙ্কয়ন্ হরিঃ, পঞ্চেষু-পঞ্চেষু-শরব্যতামগাৎ ॥৮১॥
(কৃ০ ভা০ ২।৩০)

পাণিশ্চকম্পে যদি বক্ররেখং, চিত্রং বিলুম্পন্নুরসা মুহুঃ সঃ।
মন্যে স্মরাগ্নিং ধমতি স্ম তস্যা, ধৃতীন্ধনং দগ্ধুমনা বিদগ্ধঃ ॥ ৮২ ॥
(কৃ০ ভা০ ২।৩১)

কামস্তমবকল্পমনল্প-বৈভবৈঃ, সদ্যো বিধায়ানিয়তস্থলস্থিতম্।
বিমৃজ্য সংসৃজ্য বিখণ্ড্য খণ্ডশ,-স্তেনৈব সোল্লাসমুভাবভূষয়ৎ ॥ ৮৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ২।৩২)

---

(৮০) এই কথা শুনিয়া তিনিও বলিলেন—"রাধে ! এই দেখ আমি তোমার কুচদ্বয়ে বিচিত্র চিত্র নির্মাণ করিয়া চিত্রকার্য্যে অতিগর্বধারিণী বিশাখাদি তোমার সখীগণকেও বিস্ময়ান্বিত করিতেছি !" (৮১) ইহা বলিয়াই শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরতিমঞ্জরী ও শ্রীলীলামঞ্জরীপ্রভৃতি দাসীদিগের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহারা চিত্ররচনার সামগ্রী হস্তে ধারণপূর্বক (রহো লীলা দর্শনার্থিনী) হইয়া দাঁড়াইলে শ্রীকৃষ্ণ তূলিকাবলম্বনে ঐ স্তনদ্বয় অঙ্কন করিতে আরম্ভ করিয়াই পঞ্চবাণের (কামের) পঞ্চ (সম্মোহন, স্তম্ভন, শোষণাদি) বাণের লক্ষ্যীভূত অর্থাৎ কামশরে জর্জরিত হইলেন। (৮২) তখন নাগরেন্দ্রের (কন্দর্পাবেশ-বশতঃ) হস্ত মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল, চিত্ররেখাও অনবরত বক্র হইতে চলিল ; স্তনোপরি সেই বক্ররেখা স্ববক্ষঃস্থল দ্বারা শ্যামসুন্দর বারংবার বিলোপ করিতে (মুছিতে) প্রবৃত্ত হওয়ায় মনে হইল যেন স্তনলগ্ন বক্ররেখা-বিলোপের ছলে তিনি শ্রীরাধার ধৈর্য্যরূপ ইন্ধন দগ্ধ করিবার জন্যই কামাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিতেছেন !! (৮৩) তার পরে কামদেব—শ্রীকৃষ্ণকৃত বেষবিন্যাস ভাল হইল না ভাবিয়া স্বকীয় মহাপ্রভাব-বিস্তারে তাহাদের কতকগুলি অনিয়তস্থলে রাখিল (স্থানভ্রষ্ট করিল),

দাস্যশ্চ তাঃ ফুল্লদৃশাং কৃতার্থতাং
মূর্ত্তাং চিরায়াভিলষন্ত্য এব তাম্।

(কৃ০ ভা০ ২।৩৩)

পুনা রিরংসূ সমবেত্য তৌ ততো
মিষেণ সর্বা নিরগূহি কেনচিৎ ॥ ৮৪ ॥

পুনরপি ঘনঘূর্ণশ্রীমুখদ্বন্দ্বযোগা-
দচটুল-ভুজবল্লী-বেষ্টনেনেষ্টভাসৌ।
ক্ষণমপি দরসুপ্ত্যা শং ভজাবেত্যতস্তা-
বনৃজু-কুসুমতল্পে স্রস্তগাত্রাবভূতাম্ ॥ ৮৫ ॥

(কৃ০ ভা০ ১।৪১)

বিরহ-বিকলয়া তচ্ছয্যয়া দূনয়া কিং
কথমপি দর-লব্ধাশ্লেষয়া নিদ্রয়া বা।
উষসি ন চ বিহাতুং হন্ত শক্তৌ খগাস্তৌ
তদপি বিদধুরাভ্যাং বিপ্রযুক্তৌ স্বনন্তঃ ॥ ৮৬ ॥

(কৃ০ ভা০ ১।৪২)

কতকগুলিকে মুছিয়া আবার অন্যত্র সৃষ্টি করিল, কতকগুলিকে আবার খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করিয়া দিল—এইভাবে (সংমর্দনাতিরেকে শ্রীরাধাঙ্গস্থিত আকল্প দ্বারা মহানন্দে কামদেব উভয়কেই সুসজ্জিত করিলেন। (৮৪) সেই দাসীগণ বহুক্ষণযাবৎ বিস্ফারিত নয়নযুগলের মূর্ত্তিমতী কৃতার্থতাস্বরূপে ঐ লীলাবিনোদ অভিলাষ করিতে করিতেই যুগলের পুনরায় রমণেচ্ছা জানিতে পারিয়া ছলক্রমে তাঁহারা সকলেই নিকুঞ্জ হইতে বাহিরে আত্মগোপন করিলেন। (৮৫) পুনরায় ঘন ঘন ঘূর্ণাবশতঃ শ্রীমুখদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ হওয়ায় এবং ভুজলতায় পরস্পর

অগণিত-কুলনিষ্ঠা মা নিকুঞ্জে শয়িষ্ঠাঃ
পরিহর সুরতঘ্নং স্বাপমুদ্‌গচ্ছ শীঘ্রম্‌।
সমজনি সবিশেষঃ পশ্য দোষাবশেষঃ
কুরু ন গত-সমাধাং বন্ধুবর্গস্য বাধাম্‌॥ ৮৭॥

(কৃষ্ণা০ ১।৪)

ইয়মজনি দিগৈন্দ্রী দৃশ্যতাং দেবি! সান্দ্রী-
ভবদরুণিমধারা ত্বৎপাদাজ্ঞানুকারা।
ইয়মপি চ বরাকী সত্বরা চক্রবাকী
পরিমিলতি রথাঙ্গে জাতবিচ্ছেদভঙ্গে॥ ৮৮॥

(কৃষ্ণা০ ১।৫)

বেষ্টিত থাকায় উভয়েরই অতি অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রস্তুত হইতে লাগিল। আবার 'ক্ষণকাল নিদ্রাসুখ ভোগ করি'—এই স্থির করিয়া উভয়েই বিলাসভরে অনৃজু (স্রস্ত-বিস্রস্ত) শয্যার উপরে শিথিলিত গাত্রে পতিত হইলেন। (৮৬) সেই প্রভাত-সময়ে ভাবিবিরহে ব্যাকুলা হইয়াই শয্যা ও নিদ্রা অতি ক্লেশে অল্পমাত্র আলিঙ্গন লাভ করিয়া কোনও রূপেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না কি? হায়! তথাপি [সময়াভিজ্ঞ] শুকাদি পক্ষিগণ নানা পদ্য উচ্চারণে শয্যা ও নিদ্রাকে যুগলকিশোরের সহিত বিরহিণী করিতেই প্রবৃত্ত হইল!!

শ্রীরাধার উদ্দেশ্যে শারিকাগণের উক্তি

(৮৭) "নিজকুলমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া আর ত কুঞ্জে শয়ন করা উচিত নহে! হে রাধে! সুরতনাশন নিদ্রাত্যাগ করিয়া শীঘ্রই গাত্রোত্থান কর, ঐ দেখ, রাত্রি শেষ হইয়াছে! স্বগৃহে গমনেরই

অপি তব মুখশোভামাপ্তুকামোঽতিলোভা-
দপরিকলিতকামঃ স্বং বপুস্ত্যক্তুকামঃ।
চরম-শিখরিশৃঙ্গং প্রাপ্য পশ্যৈব তুঙ্গং
ব্রজতি শশধরোঽস্তং বারয়েদত্র কস্তম্ ॥ ৮৯ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।৬)

সুমুখি ! নয়নমুদ্রাং মুঞ্চ নির্ধূয় নিদ্রাং
কলয় বদনমাসাং বিদ্যুদুদ্যোতভাসাম্।
রতি-বিগলিত-ভূষাং ব্যস্তপর্য্যস্তবেষাং
বিলুলিত-তনুমেতাস্ত্বাং ভজন্ত্যাং সমেতাঃ ॥ ৯০ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।৯)

উদ্যোগ কর, এই নিকুঞ্জে থাকিয়া আর স্বজনগণের পীড়াবৃদ্ধি করিও না। (৮৮) হে বিলাসিনি ! ঐ দেখ, পূবদিক্ তোমার পাদপদ্মের অনুকরণে নিবিড় অরুণিমা ধারণ করিয়াছে ; ঐ চক্রবাকীও (রজনী-জনিত) বিরহাবসানে সত্বর নিজ প্রিয়তম চক্রবাকের সহিত কেমন সুন্দর মিলিতেছে !! (৮৯) ঐ দেখ—চন্দ্রমা অতিলোভে তোমার মুখশোভাপ্রাপ্তি-কামনা করিয়াও অকৃতার্থ হইয়া নিজদেহত্যাগ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। এক্ষণে অত্যুচ্চ অস্তাচলশৃঙ্গে আরোহণ-পূর্ব্বক ভৃগুপাত করিতেছে ! তাহাকে এ বিপৎপাত হইতে আর কেই বা বারণ করিবে ? (৯০) হে সুমুখি ! নিদ্রাত্যাগ করিয়া নয়নযুগল উন্মীলন কর—এই বিদ্যুদ্বর্ণা সখীসমাজের বদন নিরীক্ষণ কর ; সুরত-সমরে তোমার ভূষাদি বিচ্যুত হইয়াছে, তোমার প্রসাধনাদিও নষ্ট এবং স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে ; তোমার দেহও ত বেশ বিমর্দ্দিতই দেখা যাইতেছে : ঐ দেখ—তোমার এই অবস্থার সেবা-মানসেই সখীগণ সমবেত হইয়াছেন !

নিজকর-পরিপুষ্টা পশ্য সেয়ং প্রবিষ্টা
শশিমুখি ! ললিতাঙ্গী সন্নিধৌ তে কুরঙ্গী ।
কুরু সকৃপমপাঙ্গে কিঞ্চিদঞ্চত্তরঙ্গে
ভবতু বত কৃতার্থা প্রীতয়ে তে সমর্থা ॥ ৯১ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।১২)

নব-কিশলয়-বুদ্ধ্যা জাতিতোঽন্তর্বিশুদ্ধ্যা-
রুণপদকমলন্তে স্বাদিতুং কৃষ্ণকান্তে !
ত্বরিতমুপসরন্তী ত্বৎসখীনাং বহন্তী
কর-সরসিজ-ঘাতং যা বিধত্তে প্রয়াতম্ ॥ ৯২ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।১৩)

শশিমুখি ! তব ফেলামাত্রভোগে সখেলা
তব পদজলপানামোদমাত্রাবধানা ।
অপি ভবদবলোকাভাব-সঞ্জাত-শোকা
তব মুখশশিবিম্বালোকমাত্রাবলম্বা ॥ ৯৩ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।১৪)

---

(৯১) হে চন্দ্রমুখি ! ঐ দেখ—তোমার নিজ হস্তে পালিতা ললিতাঙ্গী রঙ্গিণী হরিণী তোমারই নিকটে আসিতেছে, তাহার প্রতি দয়াবলোকনে কুটিল-কটাক্ষভঙ্গী কর, যাহাতে ঐ হরিণী কৃতার্থ হইয়া তোমার প্রীতি-উৎপাদনে সমর্থা হয়। (৯২) হে কৃষ্ণকান্তে ! হরিণ-জাতির মন বড় শুদ্ধ, দেখ না কেন—তোমার অরুণ পদকমলকেই নবকিশলয় মনে করিয়া ঐ হরিণী উহা আস্বাদন করিতে ত্বরিতগতিতে আসিতে থাকিলে তোমার সখীগণের করপদ্মের আঘাত পাইয়া আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে !! (৯৩) হে শশিমুখি ! ঐ হরিণী তোমার ফেলা (উচ্ছিষ্ট)-মাত্রেই কৌতূহলান্বিত হইলেও—তোমার পদজল পান করিয়াই

হরিরতিকুতুকী তে নেত্রযুগ্মং মিমীতে
নয়নযুগমমায়প্রেম যস্যাঃ প্রমায়।
কিমপি বিমলমুক্তামালয়া চারুবক্তা
নিয়তমুপমিমানঃ সংশয়ং নির্ধুনানঃ ॥ ৯৪ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।১৫)

ইতি নিগদিতবত্যঃ শারিকাঃ প্রেমবত্যঃ
সুখদ-পদ-পদার্থাং বাচমুত্থাপনার্থাম্।
যদি কিমপি বিরেমুঃ পত্রিণস্তং প্রণেমুঃ
সমুপসৃত-নিকুঞ্জাঃ প্রাপ্ত-সংমোদপুঞ্জাঃ ॥ ৯৫ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।১৬)

আনন্দলাভ করিলেও কিন্তু তুমি তাহাকে দেখিতেছ না বলিয়া সে শোকাতুরা হইয়া তোমারই মুখচন্দ্রের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া আছে। [অতএব তোমার অধীনা এই মৃতপ্রায়া হরিণীকে নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক একটিবারও দর্শনামৃত দান করিয়া সঞ্জীবিত কর।] (৯৪) হে রাধে! ঐ দেখ—আবার অতি কৌতুকী হরি হরিণীর নিষ্কপট প্রেমময় ঐ নয়নযুগলের পরিমাণ করিয়া তোমারই নেত্রযুগলকে মাপ করিতেছেন ; (তোমার নয়নও হরিণীর ন্যায় আকর্ণবিস্ফারিত কিনা পরীক্ষা করাই তাঁহার তাৎপর্য্য)। অধিকন্তু সংশয় নিরসন করিবার জন্য বিমল মুক্তামালার সহিত নিয়তই উপমান করিয়া ঐ হরিণীর নেত্রদ্বয়কে 'বেশ বটে!' বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন।" (৯৫) এইরূপে প্রেমবতী শারিকাগণ শ্রীমতীকে জাগাইবার জন্য সুখদ পদপদার্থ-সমন্বিত বাক্যাবলী বলিল। যখন তাহারা একটু বিরত হইল, তখনই শুকপক্ষিগণ আনন্দভরে নিকুঞ্জাভি-মুখে অগ্রসর হইয়া সেই কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রণাম করিল।

অথ শয়ন-সতৃষ্ণং বোধয়ামাস কৃষ্ণং
বিততিরপি শুকানাং কৃষ্ণহর্ষোৎসুকানাম্।
শ্রবণ-সুখদ-সৌম্যৈঃ স্নিগ্ধশব্দার্থরম্যৈঃ
সরসতরমনল্পৈঃ কূজিতৈঃ সীধুকল্পৈঃ ॥ ৯৬ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।১৭)

প্রণয়-রসগভীরাশ্চারুশব্দার্থ-ধীরাঃ
কল-সুমধুরকণ্ঠাঃ প্রেমজল্পেষ্বকুণ্ঠাঃ।
সতি সময়-বিবেকে বোধয়াঞ্চক্রুরেকে
ন খলু বত বিদগ্ধাঃ কার্য্যকালে বিমুগ্ধাঃ ॥ ৯৭ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।১৮)

সুভগ ! রজনি-শেষে স্বাপগেহে সুশেষে
ত্বমিতি হি জননী তে সংশয়ং স্বং ধুনীতে।
সময়মথ বিদিত্বা জাগরার্থং ত্বরিত্বা
স্বয়মিয়মুপগন্ত্রী স্নেহ এবাত্র মন্ত্রী ॥ ৯৮ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।২৩)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুকগণের উক্তি

(৯৬) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণসুখে উৎসুক শুকসমূহও নিদ্রালু কৃষ্ণকে জাগাইবার জন্য শ্রবণ-সুখদ, সৌম্য (মনোজ্ঞ), স্নিগ্ধ শব্দ ও অর্থদ্বারা রমণীয় সুরসাল বহু বহু অমৃতময়শব্দ-উচ্চারণে প্রবৃত্ত হইল। (৯৭) তাহারা প্রণয়-রস-গভীর, মনোহর শব্দার্থ-বিন্যাসে পণ্ডিত, কলনাদে সুমধুর কণ্ঠ এবং প্রেম-জল্পনাতেও অকুণ্ঠ—সকলেই সময়-বিবেকী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে জাগাইতেছেন। অহো ! সুচতুর ব্যক্তিগণ কখনও কার্য্যকালে বিমুগ্ধ হয় না। (৯৮) "হে সুন্দর ! তুমি নিশান্তে শয়ন-মন্দিরে সুখনিদ্রায় বিদ্যমান আছ জানিয়া মা যশোদা নিজ সংশয় ত্যাগ

ত্বমসি সময়বেত্তা সর্বদুঃখৈকভেত্তা
ভবসি ভুবনবন্ধুঃ সদ্‌গুণগ্রামসিন্ধুঃ।
ব্রততি-ভবনতল্পং মূর্তিমন্মোদকল্পং
যদপি তদপি মুঞ্চ স্বস্তি তেঽস্মাদুদঞ্চ ॥ ৯৯ ॥
(কৃষ্ণা0 ১।২২)

মদ-মধুপ-যুবানঃ প্রাপ্তদোষাবসানঃ
চ্যুত-কুসুমবনান্তঃ স্বাপমুত্থাতবন্তঃ।
দধতি কতিপয়থ্যাং কেলিমম্ভোজবীথ্যাং
সতি সময়-বিবেকে কে বিমুহ্যন্তি লোকে ? ॥ ১০০ ॥
(কৃষ্ণা0 ১।২০)

ক্বচন মুখ-বিষাদঃ ক্বাপি হাস-প্রসাদঃ
ক্ব চ দয়িত-বিয়োগঃ ক্বাপি কান্তস্য যোগঃ।
কুমুদ-কমল-বীথ্যোর্বৈসদৃশ্যেঽতিতথ্যে
ভবতি কিমু ন কালঃ ক্ষোভ-শোভা-বিশালঃ ॥ ১০১ ॥
(কৃষ্ণা0 ১।২১)

করিয়াছেন। এক্ষণে জাগরণের সময় জানিয়া তিনি স্বয়ংই তোমার নিকট আসিবেন। অহো! বাৎসল্যস্নেহই বুঝি পরামর্শ-দানে তাঁহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে! (৯৯) তুমি ত সময়বিৎ, দুঃখনাশন, ব্রজভুবনের বন্ধু এবং সদ্‌গুণসিন্ধু ; যদ্যপি এই নিকুঞ্জশয্যা মূর্ত্তিমান্ আনন্দ-স্বরূপই, তথাপি উহা এক্ষণে ত্যাগ কর, তোমার মঙ্গল হউক— গাত্রোত্থান কর হে! (১০০) ঐ দেখ—মত্ত মধুকরযুবকগণও রাত্রিশেষ হওয়ায় নিদ্রাত্যাগ করিয়া বিগলিত-কুসুমযুক্ত বন-পরিসরে কতিপয় পদ্মশ্রেণীতে কেলি করিতেছে। এই পৃথিবীতে এমন কে আছে যে সময়োপযুক্ত কার্য্য না করিয়া বিমুগ্ধ হইতে পারে? (১০১) ঐ দেখ

জয় স্বভগ ! নমস্তে শ্রূয়তাং সত্বরস্তে
চির-শয়ন-সপীড়ঃ কৌত্যয়ং তাম্রচূড়ঃ ।
উপনত-নিজসেবা-কালসংমোদ-পীবা
নহি সময়-বিদগ্ধঃ কার্য্যকালে বিমুগ্ধঃ ॥ ১০২ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।২৭)

অথ প্রবুধ্যেব বিধূয় পক্ষান্, গ্রীবাঃ সমুন্নীয় চুকূজুরুচ্চৈঃ ।
যৎ কুক্কুটাঃ পঞ্চষবারমাদৌ, রাধা জজাগার তদাপ্তবাধা ॥ ১০৩॥

(কৃ০ ভা০ ১।২০)

কৃষ্ণাঙ্গ-সংশ্লেষ-বিশেষবাধিন-
স্তানেব মত্বেতি শশাপ সা রুষা ।
অরে ! পরেতাশু পরেতরাট্পুরং
তত্রৈব কিং কূজত নো পদায়ুধাঃ ? ১০৪ ॥

(কৃ০ ভা০ ১।২১)

কুমুদ ও কমলবীথিতে একদিকে (কমলে) মুখবিষাদ ও অন্যত্র (কমলে) হাস-প্রসাদ ; একদিকে প্রিয়তমের বিরহ, অন্যত্র কান্ত-সম্মিলন ; দেখ দেখি, কুমুদ-কমলিনীর এই বিসদৃশ ব্যাপারটি যখন অতিসত্য, তখন একত্র বিশাল ক্ষোভ ও অন্যত্র বিশাল শোভার একমাত্র কারণ কি কালই নহে ? (১০২) হে স্বভগ ! তোমার জয় হউক, তোমাকে নমস্কার, ঐ শুন— তাম্রচূড় (কুক্কুট) বহুক্ষণ যাবৎ তোমার শয়ন দেখিয়া ব্যথিতচিত্তে সত্বর উচ্চশব্দ করিতেছে ; সে নিজসেবাসময় উপস্থিত জানিয়া আনন্দভরে উৎফুল্ল হইয়াছে । অহো ! সময়বিদ্ব্যক্তি কার্য্যকালে কখনও বিমুগ্ধ হয় না ।”

কুক্কুটরবশ্রবণে শ্রীরাধার জাগরণ ও শাপদান

(১০৩) তাম্রচূড় শ্রীরাধাকে জাগাইবার জন্য গ্রীবা উত্তোলন করত পক্ষ কাঁপাইতে কাঁপাইতে যে প্রথমত পাঁচ ছয় বার রব করিল, তাহাতে

বিশ্লিষ্য কিঞ্চিৎ প্রিয়বক্ষসঃ সা, তূষ্ণীং স্থিতাংস্তানুপলভ্য সদ্যঃ।
সংশ্লিষ্য কান্তং দরনিদ্রয়ৈব, নিষেব্যমাণা পুনরপ্যরাজীৎ ॥ ১০৫ ॥
(কৃ০ ভা০ ১।২২)

জালাদথো দৃক্-সফরী তদালয়ো
লাবণ্যবন্যা ভৃশমন্বশীলয়ন্।
ক্রীণন্তি যাঃ প্রাণ-পরার্দ্ধকোটিভি-
স্তয়োঃ প্রমোদোত্থ-রুচিচ্ছটাকণম্ ॥ ১০৬ ॥

(কৃ০ ভা০ ২।১)

ঊচে বিশাখা কলয়ালি ! কান্তৌ, নিরংশুকাবংশুক-পুঞ্জমঞ্জু।
বিহারিণাবপ্যতিহারিণৌ স্বৈ,-রঙ্গৈরনঙ্গৈরলসৌ লসন্তৌ ॥১০৭॥
(কৃ০ ভা০ ২।২)

রজনী প্রভাত জানিয়া শ্রীরাধা অত্যন্ত কাতর হইয়া জাগিলেন। (১০৪) কৃষ্ণাঙ্গ আলিঙ্গন-পূর্বক পরমসুখে নিদ্রা যাইবার বিশেষ বাধক মনে করিয়া তিনি তাহাদিগকে ক্রোধে শাপ দিলেন—'অরে ! কুক্কুটগণ ! তোরা শীঘ্রই যমপুরে গিয়া রব কর ; [সুখময় বৃন্দাবনে পরমদুঃখদ রব করিয়া তোদের বাস করা উচিত নহে !] (১০৫) শ্রীরাধা কুক্কুটদিগকে এই শাপ দিয়া প্রভাতকাল হইয়াছে আশঙ্কায় প্রিয়তমের বক্ষঃস্থল হইতে কিঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হইলেন ; কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত আর কুক্কুটের ধ্বনি না শুনিয়া ভাবিলেন যে উহারা শাপগ্রস্ত হইয়া যমপুরী গিয়াছে ; আর প্রভাত হইবার আশঙ্কা নাই—স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় দৃঢ় আলিঙ্গন করত নিদ্রিতা হইলেন।

লতারন্ধ্রে সখীদের তাৎকালীন শোভাদর্শন ও বর্ণনা

(১০৬) যাঁহারা পরার্দ্ধকোটি প্রাণের বিনিময়েও যুগলকিশোরের প্রমোদোত্থশোভার ছটাকণাও ক্রয় করেন, সেই ললিতাদি সখীগণের দৃষ্টিরূপা শফরীগণ (লতা) জাল হইতে নিঃসৃত হইয়া যুবযুগলের লাবণ্যবন্যায়

অনঙ্গদৌ কেলিবশাদনঙ্গদৌ, নিরঞ্জনৌ হন্ত মিথো নিরঞ্জনৌ।
বিস্রস্তরাগাধরতাভিলক্ষিতৌ, বিপ্রস্তরাগাধরতাভিলক্ষিতৌ ॥১০৮॥
(কৃ0 ভা0 ২।৩)

অথাবভাষে ললিতাঽবধার্য্যতাং
জয়ঃ স্মরাজৌ কতরাশ্রিতো দ্বয়োঃ।
বভূব দষ্টাধরয়োঃ কচগ্রহ-
ব্যাক্ষিপ্তমূর্দ্ধ্নোর্নখরক্ষতোরসোঃ ॥ ১০৯ ॥
(কৃ0 ভা0 ২।৪)

হৃদোঽনুরাগং কুচ-কুঙ্কুমচ্ছলান্-
ন্যধত্ত রাধাচ্যুত-পাদপদ্মযোঃ।
যাবদ্রবারক্ততরালকো দধৌ
মূর্দ্ধ্নেব সোঽস্যাঃ পদয়োস্তমুজ্জ্বলম্ ॥ ১১০ ॥
(কৃ0 ভা0 ২।৫)

বিহার করিতে লাগিল। (১০৭) বিশাখা ললিতাকে বলিলেন—"দেখ সখি ! যাঁহারা নিরংশুক (বসনহীন) হইয়াও অংশুক (কান্তি)-পুঞ্জে মঞ্জু (মনোজ্ঞ) এবং বিহারী (হার-রহিত) হইয়াও অতিহারী (মহামনোহর), সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের (নখক্ষতাদি) অনঙ্গচিহ্নে কেমন অপূর্ব শোভা সম্পাদিত হইয়াছে !! (১০৮) ইঁহারা অনঙ্গদ (বাজুবন্ধ-বিহীন) হইয়াও কেলিবশতঃ অনঙ্গদ (পরস্পরের কামবর্দ্ধক), নিরঞ্জন (নয়নে অঞ্জনরহিত) হইয়াও নিরঞ্জন (পরস্পরের অতিরঞ্জক) হইয়াছেন ; ইঁহাদের অধররাগ বিলুপ্ত হইলেও কিন্তু অস্তব্যস্ত শয্যা প্রচণ্ড সুরত-সমরেরই সংসূচনা করিতেছে !!" (১০৯) ললিতা বলিলেন—'হে সখীগণ ! তোমরা অবধারণ (নিশ্চয়) করত' গতরজনীর কন্দর্পযুদ্ধে যুগলের কে রণজয়ী হইয়াছেন ? আমি যুদ্ধসাম্য দেখিয়া কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না ! দেখনা কেন—চূড়া ও

ইত্থং ক্ষণং তাবদলক্ষিতাঙ্গ্যো, নীচৈঃ স্বরং তাবনুবর্ণয়ন্ত্যঃ।
ভাগ্যং স্বমেবাতিসভাজয়ন্ত্যো, মমজ্জুরানন্দ-মহোদধৌ তাঃ॥১১১॥
(কৃ০ ভা০ ২।৬)

ততঃ পুনস্তানথ টিট্টিভাদী-
নুৎকূজতঃ প্রাহ বিধৃত-তন্দ্রা।
হংহো ! ক্ষমধ্বং শয়িতুং ক্ষণং মে
দত্তেতি সা মোটয়দঙ্গমীষৎ ॥ ১১২ ॥
(কৃ০ ভা০ ১।২৩)

বেণী পরস্পর সংসক্ত হইয়া প্রবর্ত্তিত তুমুল অনঙ্গরণে উভয়েরই চূড়া ও বেণী শিথিলিত হইয়াছে ; উঁহাদের সমানভাবে অধরে দশনাঘাত এবং বক্ষঃস্থলে নখরাঘাত দেখা যাইতেছে !! (১১০) [নৈশলীলায় শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয় নিজ বুকে ধারণ করায় শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে কুচকুঙ্কুমচিহ্ন বিরাজ করিতেছিল, আবার শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার যাবকরঞ্জিত চরণদ্বয় স্বমস্তকে ধারণ করায় মস্তক অরুণিত দেখাইতেছে।] তখন বিশাখা কহিলেন—'হে সখি ! ঐ দেখ, আমাদের রাধা অদ্য কুচকুঙ্কুমলেপনচ্ছলে হৃদয়ের অনুরাগ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিহিত করিয়াছে, এবং শ্রীকৃষ্ণও ঐ যাবকচিহ্ন-ধারণচ্ছলে শ্রীরাধাচরণের অনুরাগ মস্তকে বহন করিতেছেন !!' (১১১) এইভাবে সেই সখীগণ অলক্ষিত হইয়া ধীরে ধীরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব বর্ণন করিতে লাগিলেন এবং নিজেদের ভাগ্য প্রশংসা করিতে করিতে আনন্দমহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন।

পক্ষি-কলরবে উভয়ের নিদ্রাভঙ্গ ও তাৎকালীন অবস্থা বর্ণনা

(১১২) তাহার পরে কুক্কুটগণও টিট্টিভাদি পক্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে কলরব করিতে লাগিল ; শ্রীরাধা জাগরিত হইয়া 'হে পক্ষিগণ ! আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষণকাল নিদ্রিত থাকিতে দাও' এই কথা স্বগত বলিয়া অঙ্গ-

কাদম্ব-কারণ্ডব-হংস-সারসাঃ
কপোত-শারী-শুক-কেকি-কোকিলাঃ।
জগুঃ কলং কেলিবনী-জলস্থল-
প্রচারিণঃ কৃষ্ণকথামৃতোপমম্ ॥ ১১৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ১।২৪)

প্রবুদ্ধ্য কান্তৌ যুগপদ্‌যথা রুজং
বিশ্লেষজামূহতুরঙ্গমোটনাৎ।
চাম্পেয়-নীলাব্জ-ধনুস্ত্বিষৌ তথা
সান্দ্রোপগূহেন মুদঞ্চ বক্ষসোঃ ॥ ১১৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ১।২৫)

অথাস্যা বয়স্যাঃ প্রমোদাৎ স্মিতাস্যাঃ
সখীং তাং হসন্ত্যো মিথঃ প্রেরয়ন্ত্যঃ।
সশঙ্কাঃ সমন্তাৎ প্রভাতাদ্‌ত্বরন্ত্যাৎ
প্রবিষ্টা নিকুঞ্জং সশব্দালিপুঞ্জম্ ॥ ১১৫ ॥
(গোবি০ ১।৬০)

মোটন করিলেন। (১১৩) তৎকালে কাদম্ব, কারণ্ডব, হংস, সারস প্রভৃতি (বিলাসনিকুঞ্জের) জলচর পক্ষিগণ এবং কপোত, শারী, শুক, ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি স্থলচর পক্ষিসমূহ যুগপৎ সমস্বরে কৃষ্ণকথামৃতের ন্যায় কলধ্বনি (আলাপ) করিতে লাগিল। (১১৪) তাহাতে যুগলকিশোর যুগপৎ জাগরিত হইয়া অঙ্গমোটন করায়, পরস্পরের দৃঢ়ালিঙ্গন বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন বিচ্ছেদপীড়া প্রাপ্ত হইলেন, অপরদিকে আবার অঙ্গমোটন-কালে চম্পককুসুমধনু-সদৃশ শ্রীরাধাতনু এবং নীলকমলধনু-সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ-তনু পরস্পরের বক্ষঃস্থলের নিবীড় আলিঙ্গন পাইয়া ততোধিক আনন্দ লাভ করিলেন। (১১৫) অনন্তর সখীগণ প্রমোদভরে মৃদুমধুর হাস্য-সহকারে

অভিলক্ষ্য সখীর্বিহসদ্বদনাঃ, সবিধোপগতা বিচলন্নয়নাঃ।
দয়িতায় মুদং দ্বিগুণং দদতী, দয়িতোরুযুগাদুদতিষ্ঠদিয়ম্ ॥ ১১৬ ॥
(গোবি০ ১।৬১)

ত্বরোত্থিতা সম্ভ্রম-সংগৃহীত,-পীতোত্তরীয়েণ বপুঃ পিধায়।
পার্শ্বে প্রিয়স্যোপবিবেশ রাধা, সলজ্জমাসাং মুখমীক্ষমাণা ॥১১৭॥
(গোবি০ ১।৬২)

অথানুরক্তাল্যনুমোদনাঞ্চিতা
মুদা তয়োরৈধত রূপমঞ্জরী।
সৈব স্বয়ং কেলিবিলাসিনোর্দ্বয়ো-
স্তদাত্ব-রম্যাপচিতৌ পটীয়সী ॥ ১১৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ২।৭)

অগ্রবর্ত্তিনী হওয়ার জন্য অন্যোন্যকে প্রেরণ করিতে করিতে তুরন্ত প্রভাত-কালের আগমনে শঙ্কিত-মানসে ভ্রমরালি-গুঞ্জিত নিকুঞ্জ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। (১১৬) সখীগণকে হাস্যবদনা ও চঞ্চলনয়না হইয়া স্বসমীপে আসিতে দেখিয়া শ্রীমতী প্রাণনাথকে দ্বিগুণ আনন্দিত করিয়া তাঁহার উরুদেশ পরিত্যাগ করিলেন। (১১৭) তিনি তৎক্ষণাৎ সত্বর গাত্রোত্থান পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের পীত উত্তরীয়-দ্বারা স্বদেহ আবৃত করিয়া লজ্জাভরে উঁহাদের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বেই উপবেশন করিয়া রহিলেন। (১১৮) তৎকালে অনুরক্তা ললিতাদি সখীবৃন্দের অনুমোদন (আস্বাদন) দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপমঞ্জরী (কান্তিকন্দলী) আনন্দে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল; সেই রূপমঞ্জরীই তখন যুগলসেবাপটীয়সী হইলেন অর্থাৎ বসনভূষণাদি ব্যতিরেকেও তৎকালোৎপন্ন শোভা-নিরীক্ষণে সখীগণের পরমানন্দ হইয়াছিল; [পক্ষান্তরে—ভানুমতী প্রভৃতি সখীগণের সম্মতিক্রমে 'রূপমঞ্জরী' নামিকা কিঙ্করী প্রফুল্লিতা

পৃষ্ঠোপধানং নিদধে কয়াচন
প্যধাদথান্যা মৃদুলাংশুকেন তৌ।
পীযূষবট্যার্পিতয়াস্যয়োঃ পরা
নিরস্য ঘূর্ণাং বিকসদ্দৃশৌ ব্যধাৎ ॥ ১১৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ২।৯)

কাচিৎ প্রসূনাম্বু-দরার্দ্রবাসসা
ব্যত্যস্তরাগাঞ্জন-যাবকাদিকম্।
মৃষ্ট্বা প্রতিস্বেক্ষণ-সিদ্ধয়ে তয়ো-
র্মুখদ্বয়ং দর্পণতাং নিনায় কিম্ ? ১২০ ॥
(কৃ০ ভা০ ২।১৬)

তাম্বূলবীটীর্নিদধে পরাস্মি,-ন্নেকা পটিম্না মণিদীপ-পাল্যা।
তন্মঙ্গলারাত্রিকমাশু চক্রে, নীরাজয়ন্ত্যেব নিজাস্যু-লক্ষৈঃ ॥১২১॥
(কৃ০ ভা০ ২।১৭)

হইয়াছিলেন, যেহেতু তিনিই তাৎকালীন কেলিবিনোদী যুবযুগলের রমণীয় বেশবিন্যাসাদি-সেবায় পটীয়সী ছিলেন।] (১১৯) [শ্রীরূপমঞ্জরীর নির্দ্দেশে] কোনও কিঙ্করী শয্যার উপর (হেলনা দেওয়ার জন্য) পৃষ্ঠোপধান (তাকিয়া) রাখিলেন, অপর একজন নিরাবরণ যুবযুগলকে মৃদুল বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিলেন, অপর একজন উভয়ের নিদ্রাবেশ-নাশন অতিমৃদু ও সরস পীযূষবটী ঔষধ মুখে দিয়া তাঁহাদের ঘূর্ণা দূর করিলে উভয়ে নয়ন উন্মীলন করিলেন।

(১২০) অন্য কিঙ্করী গোলাপজলে অতিমৃদু বহুমূল্যের বস্ত্রখণ্ড ঈষন্মাত্র ভিজাইয়া তাহাদ্বারা যুগলের বিহারকালে ইতস্ততঃ লগ্ন বিপর্য্যস্ত অঞ্জন, তাম্বূলরাগ ও যাবকাদির মার্জন করিয়া এরূপ উজ্জ্বল করিলেন, যেন উহা পরস্পর মুখদর্শন করিবার জন্য দর্পণের কার্য্য করে !!

মধ্যেঽচ্যুতাঙ্গঘনকুঙ্কুমপঙ্কদিগ্ধং
রাধাঙ্ঘ্রি-যাবক-বিচিত্রিত-পার্শ্বযুগ্মম্।
সিন্দূর-চন্দনকণাঞ্জন-বিন্দুচিত্রং
তল্পং তয়োর্দিশতি কেলিবিশেষমাভ্যঃ ॥ ১২২ ॥

(গোবি০ ১।৬৪)

প্রম্লিষ্ট-পুষ্পোচ্চয়-সন্নিবেশাং, তাম্বূল-রাগাঞ্জন-চিত্রিতাঙ্গীম্।
ব্যক্তীভবৎকান্ত-বিলাসচিহ্নাং, শয্যামপশ্যন্ স্বসখীমিবাল্যঃ ॥১২৩॥

(গোবি০ ১।৬৫)

ক্বচন ঘুসৃণ-পঙ্কঃ ক্বাপি সিন্দূরজোঽঙ্কঃ
ক্ষতবিরহ-বিপক্ষ-প্রস্মৃতাসৃক্‌সপক্ষঃ।
ক্বচন কুসুমদামচ্ছিন্ন-কোদণ্ডধাম
ক্ব চ বিলুলিতহারশ্ছিন্নমৌর্বীপ্রকারঃ ॥ ১২৪ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।৩৮)

---

(১২১) অন্য কিঙ্করী উভয়ের বদনকমলে তাম্বূলবীটী সমর্পণ করিলেন, আর এক কিঙ্করী মণিদীপাবলীদ্বারা উভয়ের মঙ্গলরাত্রিক এইরূপ পটুতার সহিত করিলেন, যাহাতে মনে হইল যেন তিনি নিজের কোটী প্রাণ দিয়া উহাদের নির্মঞ্ছন করিতেছেন !!

সুরতশয্যা ও শ্রীরাধাঙ্গ-দর্শনে সখীদের পরমানন্দ

(১২২) ঐ শয্যার মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গচ্যুত ঘনকুঙ্কুমপঙ্কের চিহ্ন, তাহার পার্শ্বদ্বয়ে শ্রীরাধাচরণের অলক্তক চিহ্ন; এইরূপে স্থলে স্থলে সিন্দূর, চন্দনকণা এবং কজ্জলবিন্দুতে বিচিত্রিত হইয়া ঐ সুরতশয্যা সখীদের নয়নে যুবযুগলের কেলিবিশেষের (বিপরীত বিলাসেরই) সংসূচনা করিতেছিল !! (১২৩) সখীগণ তখন প্রম্লানপুষ্পসমূহে ভূষিতা,

ক্বচন মৃগমদাঙ্কাঃ কুত্রচিৎ কজ্জলাঙ্কাঃ
স্মরনরপতি-দন্তিচ্ছেদকল্পাঃ স্ফুরন্তি।
স হি রতিরণরঙ্গঃ কৌতুকোত্থত্তরঙ্গঃ
সমজনি সুমুখীনামাগতানাং সখীনাম্ ॥ ১২৫ ॥

(কৃষ্ণ০ ১।৩৯)

বক্ষঃ স্বং দর্শয়ংস্তাভ্যো দৃগ্‌ভঙ্গ্যোবাচ তা হরিঃ।
দিদৃক্ষুঃ স্বপ্রিয়া-বক্ত্র-ভাবশাবল্য-মাধুরীম্ ॥ ১২৬ ॥

(গোবি০ ১।৬৭)

বিধুং প্রযাস্যন্তমবেক্ষ্য কান্তং, বিশ্লেষভীতোষসি পশ্যতাল্যঃ।
দিদৃক্ষয়েবাম্বর-চিত্রপট্যাং, রাধেন্দুলেখাশতমালিলেখ ॥ ১২৭ ॥

(গোবি০ ১।৬৮)

তাম্বূলরাগ ও অঞ্জনে চিত্রিতাঙ্গী, এবং স্ফুটতর কমনীয় (কান্তের) বিলাস-চিহ্নে চিহ্নিত নিজ সখীর ন্যায় সেই সুরতশয্যা দর্শন করিলেন। (১২৪) উহার কোথাও কুঙ্কুম-বিলেপন, কোথাও বা সিন্দূর-চিহ্ন শোভা বিস্তার করিতেছে ; মনে হয় যেন বিরহশত্রুর নাশের দরুণ তাহারই অঙ্গ হইতে রুধিরধারাপাত হইয়াছে! কোথায়ও বা ছিন্ন ধনুর ন্যায় জ্যোতির্ময় কুসুমহার, আবার কোথাও বা বিভক্ত ধনুর্গুণবৎ বিমর্দ্দিত হারগুলি নিপতিত রহিয়াছে !! (১২৫) স্মরনরপতিরূপ মত্তহস্তী দ্বারা খণ্ডখণ্ডীকৃত হইয়াই বুঝি কোথাও মৃগমদচিহ্ন, আবার কোথাও বা কজ্জলচিহ্নরাজি দরীদৃশ্যমান হইতেছে! এইভাবে সেই রতিরণরঙ্গস্থলী (শয্যা) তৎকালে সমাগত সখীসমাজের মহাকৌতুকাবহই হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণমুখে রসোদ্গার ও শ্রীরাধার ভাবশাবল্য

(১২৬) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাবদনের ভাবশাবল্য-জনিত মাধুরী দর্শনাশায় নয়নভঙ্গীদ্বারা নিজ বক্ষঃস্থল দেখাইয়া সখীগণকে বলিলেন—

ইতি নিগদতি কৃষ্ণে বীক্ষ্য সাগ্রে বয়স্যাঃ
প্রহসিত-বদনাস্তাঃ সঙ্কুচল্লোলনেত্রা।
বিকসদমলগণ্ডং দোলিতারেচিতভ্রূঃ
প্রিয়মনৃজুকটাক্ষৈঃ পশ্যতি স্ম ঘ্নতীব ॥ ১২৮ ॥

(গোবি০ ১।৬৯)

হেলোল্লাসাদরমুকুলিতা বাষ্পসান্দ্রারুণান্তা
লজ্জা-শঙ্কা-চপলচকিতা ভঙ্গুরের্ষ্যাভরেণ।
স্মেরস্মেরা দয়িতবদনালোকনোৎফুল্লতারা
রাধাদৃষ্টির্দয়িত-নয়নানন্দমুচ্চৈর্ব্যতানীৎ ॥ ১২৯ ॥

(গোবি০ ১।৭০)

---

(১২৭) "হে সখিগণ! দেখ দেখ—প্রাতঃকালে নিজ প্রাণনাথ চন্দ্রমাকে গমনোন্মুখী দেখিয়া বিচ্ছেদাতুরা রাধা (বিশাখা)-নক্ষত্র প্রিয়তমের দর্শন-মানসে যেন আকাশরূপ চিত্রপটে শতশত ইন্দুলেখা চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন!!" (তাৎপর্য্য—প্রাতঃকালে স্বকান্ত আমাকে স্বগৃহে গমন করিতে দেখিয়া বুঝি রাধা বিরহবিধুরা হইয়া আমার নীলাকাশবৎ বিশাল বক্ষঃস্থলে শত শত চন্দ্রলেখা অর্থাৎ নখাঙ্কপাত দান করিয়াছে।) (১২৮) শ্রীকৃষ্ণের এই শ্লেষবাক্য শুনিয়া সখীগণ হাসিতেছেন দেখিয়া লজ্জাকুঞ্চিত চঞ্চলনয়না শ্রীরাধা বিস্ফারিত বিমলগণ্ডে চপলভ্রূভঙ্গি-সহকারে কুটিল কটাক্ষজাল-নিঃক্ষেপে প্রিয়তমকে যেন বিদ্ধই করিতে লাগিলেন। (১২৯) শৃঙ্গারভাবজন্য উল্লাসময়, ঈষৎ মুদ্রিত, অশ্রুপূর্ণ, অরুণরাগে রঞ্জিতপ্রান্ত, লজ্জাভয়ে চঞ্চল-চকিত, ঈর্ষ্যাভরে বক্র, কান্তমুখ-দর্শনে উৎফুল্লতারকাযুক্ত-মৃদুমন্দহাস্যশোভিত শ্রীরাধানয়ন তখন প্রিয়তম-নয়নের পরমানন্দ

ইত্থং মিথঃ প্রেমসুখাব্ধিমগ্নয়োঃ, প্রগেতনীং বিভ্রম-মাধুরীং তয়োঃ।
নিপীয় সখ্যঃ প্রমদোন্মদাস্তদা, তদাত্বযোগ্যাচরণং বিসস্মরুঃ॥১৩০॥
(গোবি০ ১।৭১)

বিলোক্য লীলামৃতসিন্ধুমগ্নৌ, তৌ তাঃ সখীশ্চ প্রণয়োন্মদান্ধাঃ।
বৃন্দা প্রভাতোদয়-জাতশঙ্কা, নিজেঙ্গিতজ্ঞাং নিদিদেশ সারীম্॥১৩১॥
(গোবি০ ১।৭২)

গুরুলজ্জা-ভর্তৃভীতি-লোকহাস-নিবারিকা।
'শুভাখ্যা' সারিকা প্রাহ রাধিকা-বোধসাধিকা ॥১৩২॥
(গোবি০ ১।৭৩)

আগন্তা গ্রাহয়িত্বা তব পতিরধুনা গোষ্ঠতঃ ক্ষীরভারা-
ন্নুত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাধে তদিহ কুরু গৃহে মঙ্গলাং বাস্তুপূজাম্।
ইত্থং যাবদ্ধবাম্বা তব নহি শয়নাদুত্থিতা বাবদীতি
তাবচ্ছয্যানিকেতং ব্রজ সখি নিভৃতং কুঞ্জতঃ কঞ্জনেত্রে !! ১৩৩ ॥
(গোবি০ ১।৭৪)

বিবর্দ্ধন করিল। (১৩০) এবম্বিধ প্রেমসুখসমুদ্রে নিমগ্ন শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রাভাতিক বিলাস-মাধুরী পান করিয়া আনন্দোন্মত্তা সখীগণ (স্ব স্ব গৃহগমনাদি) তৎকালোচিত ক্রিয়াকলাপ ভুলিয়া গেলেন।

নিকুঞ্জভবন-ত্যাগ ও গৃহগমনপ্রকার

(১৩১) লীলামৃতসাগরে মগ্ন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে এবং প্রেমোন্মাদে অন্ধ সখীগণকে দেখিয়া বৃন্দা নিশাবসান-বিবেচনায় নিজ ইঙ্গিতজ্ঞা সারিকাকে নির্দ্দেশ করিলেন। (১৩২) তখন গুরুলজ্জা, ভর্ত্তৃভীতি লোকহাস্যনিবারিকা 'শুভা' নাম্নী সারিকা শ্রীরাধার প্রবোধনে কুশলতা-প্রকটনে বলিতেছে—(১৩৩) "হে পদ্মনেত্রে সখি! তোমার শ্বশ্রূ অগ্রে গাত্রোত্থানপূর্বক—'শ্রীরাধে! তোমার পতি এক্ষণেই ভৃত্যদ্বারা

শঙ্কাপঙ্কাকলিত-হৃদয়া শঙ্কতেঽস্যা ধবাম্বা
ছিদ্রান্বেষী পতিরতিকটুঃ সার্থনামাভিমন্যুঃ।
রুষ্টাভীক্ষ্ণং পরিবদতি সা হা ননন্দাপি মন্দা
প্রাতর্জাতং তদপি সরলাং কৃষ্ণ নৈনাং জহাসি ॥ ১৩৪॥

(গোবি০ ১।৭৭)

সারীবচো-মন্দরশৈলপাত,-সংক্ষুব্ধহৃদ্দুগ্ধপয়োধিরেষা।
অথোদ্ভ্রমন্নেত্র-নবীনমীনা, বিয়োগদীনা শয়নাদুদস্থাৎ ॥ ১৩৫ ॥

(গোবি০ ১।৭৮)

কৃষ্ণোঽপি কান্তং বৃষভানুজায়াঃ
পশ্যন্ মুখং ভীতি-বিলোলনেত্রম্।
নীলং সুচীনং দয়িতা-নিচোলং
গৃহ্নন্ স্বতল্পাৎ ত্বরয়োদতিষ্ঠৎ ॥ ১৩৬ ॥

(গোবি০ ১।৭৯)

ক্ষীরভার বহন করিয়া গোষ্ঠ হইতে আগমন করিবে, অতএব তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া বাস্তুপূজা কর'—এই বাক্য বলিবার পূর্বে তুমি কুঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া অলক্ষিতভাবে শয়ন-মন্দিরে গমন কর।" (১৩৪) তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে সারী কহিল—"হে কৃষ্ণ! ইঁহার শ্বশ্রূর হৃদয় শঙ্কাপঙ্কে ব্যাপ্ত, তিনি ইঁহার চরিত্রে সতত সন্দিগ্ধ; ইঁহার পতি অভিমন্যুও সার্থকনামা (সর্বতোভাবে ক্রোধী), অতএব কটুভাষী ও ছিদ্রান্বেষী। আবার মন্দবুদ্ধি ননন্দাও সর্বদা রোষান্বিতা হইয়া বৃথা অপবাদ দিয়া থাকে, রজনীও অবসান হইয়াছে; তথাপি তুমি এই সরলাকে পরিত্যাগ করিতেছ না কেন?" (১৩৫) সারীর বাক্যরূপ মন্দরপর্বতপাতে শ্রীরাধার হৃদয়রূপ ক্ষীরসাগর সংক্ষুব্ধ হইল ও তাঁহার নেত্রদ্বয় নবীনমীনের ন্যায় বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল; তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ-

পরিবর্ত্তিত-সংব্যানৌ মিথস্তাবথ শঙ্কিতৌ।
পরস্পর-করালম্বৌ নিরগাতাং নিকুঞ্জতঃ ॥ ১৩৭ ॥
(গোবি০ ১।৮০)

রাধা-পাণিং সব্যেঽসব্যে পাণৌ বিভ্রদ্ বেণুং কৃষ্ণঃ।
রেজে কুঞ্জান্নির্যন্ যদ্বদ্ বিদ্যুন্মালাশ্লিষ্টাম্ভোদঃ ॥ ১৩৮ ॥
(গোবি০ ১।৮১)

হৈমং ভৃঙ্গারমেকা ব্যজনমথ পরা স্বর্ণদণ্ডং দধানা
কাপ্যাদর্শং সুদর্শং ঘুসৃণ-মলয়জাঽমত্রমন্যা বিচিত্রম্।
কাচিত্তাম্বূলপাত্রং মণিচিতমপরা সারিকাং পঞ্জরস্থা-
মিত্থং সখ্যঃ কিয়ত্যঃ প্রমুদিতহৃদয়া নির্যযুঃ কুঞ্জগেহাৎ ॥ ১৩৯ ॥
(গোবি০ ১।৮২)

সঙ্গবিয়োগে দুঃখিতা হইয়াও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। (১৩৬) ভয়ব্যাকুল বার্ষভানবীর চঞ্চলনেত্র ও মুখের কমনীয়-কান্তি দর্শন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণও শ্রীমতীর সূক্ষ্মনীলোত্তরীয় (ওড়না) গ্রহণ করত সত্বর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। (১৩৭) অনন্তর পরিবর্ত্তিত উত্তরীয়-বসনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরের হস্তধারণ করিয়া শঙ্কিতচিত্তে নিকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইলেন। (১৩৮) শ্রীকৃষ্ণ—বামকরে প্রিয়ার হস্তধারণ ও দক্ষিণকরে বংশীগ্রহণ করিয়া যখন কুঞ্জ হইতে গমন করিতেছিলেন, তখন তিনি বিদ্যুন্মালা-বিজড়িত জলধরের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। (১৩৯) তৎপরে সেবাপরা সখীগণ-মধ্যে কেহ স্বর্ণভৃঙ্গার, কেহ স্বর্ণদণ্ড ব্যজন, কেহ পরিষ্কৃত দর্পণ, কেহ বিচিত্র কুঙ্কুম ও চন্দনপাত্র, কেহ মণিখচিত তাম্বূলপাত্র, কেহ বা পিঞ্জরাবদ্ধ সারিকা গ্রহণ করত আনন্দিতচিত্তে কুঞ্জভবন হইতে বহির্গত হইলেন।

মহেন্দ্রকান্তচ্ছদনং সকাঞ্চনং, দান্তং সসিন্দূর-সমুদ্গকং পরা।
আপন্নসত্তা-কুচকুট্মলোপমং, কুঞ্জাদ্ গৃহীত্বা নিরগান্মৃদুস্মিতা॥১৪০॥
(গোবি০ ১৮৩)

আশ্লেষ-সংছিন্নগুণাৎ পরিচ্যুতং
হারাল্লসন্মৌক্তিক-সঞ্চয়ং মুদা।
বিচিত্য কাচিৎ স্বপটাঞ্চলে দৃঢ়ং
নিবধ্নতী কুঞ্জগৃহাদ্ বিনির্যযৌ॥ ১৪১ ॥
(গোবি০ ১৮৪)

তাটঙ্কং কেলি-বিভ্রষ্টং তল্পাদাদায় সত্বরা।
নির্গত্য স্বেশ্বরী-কর্ণে যুযোজ রতিমঞ্জরী॥ ১৪২ ॥
(গোবি০ ১৮৫)

তল্পপ্রান্তাদুপাদায় কঞ্চুলীং রূপমঞ্জরী।
প্রিয়নর্মসখী সখ্যৈ নির্গত্য নিভৃতং দদৌ॥ ১৪৩ ॥
(গোবি০ ১৮৬)

---

(১৪০) কোন সখী ইন্দ্রনীলমণি-খচিত, কাঞ্চন-জড়িত ও গজদন্ত-নির্মিত সিন্দূরপরিপূর্ণ (সম্পুট)—যাহা দেখিতে আসন্নগর্ভা রমণীর শুক্লগৌরবর্ণ অথচ উপরিভাগে নীলিমাধিক্যযুক্ত কুচদ্বয়ের সদৃশ—সেই সম্পুট গ্রহণ করিয়া মৃদুহাস্যের সহিত কুঞ্জ হইতে বাহির হইলেন। (১৪১) পরস্পরের আলিঙ্গনভরে বিচ্ছিন্ন হার হইতে নিপতিত মুক্তাসকল কোনও সখী আনন্দে অন্বেষণ করিয়া করিয়া নিজাঞ্চলে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করত কুঞ্জগৃহ হইতে বাহির হইলেন। (১৪২) 'রতিমঞ্জরী'—কেলিকালে বিভ্রষ্ট তাড়ঙ্ক (কর্ণভূষণ) শয্যা হইতে সংগ্রহ করিয়া অতিবেগে কুঞ্জ-গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রাণেশ্বরীর কর্ণে পরাইয়া দিলেন। (১৪৩) প্রিয়নর্ম-সখী 'রূপমঞ্জরী' শয্যার প্রান্তভাগ হইতে কঞ্চুলিকা গ্রহণ করিয়া কুঞ্জ

পতদ্‌গ্রাহমুপাদায় দাসিকা গুণমঞ্জরী।
তাম্বূলং চর্বিতং তাভ্যো বিভজন্তী বহির্যযৌ ॥ ১৪৪ ॥
(গোবি০ ১।৮৭)

মঞ্জুলালী তয়োরঙ্গাচ্চ্যুত-মাল্যানুলেপনম্।
তল্পাদাদায় সর্ব্বাভ্যঃ প্রযচ্ছন্তী বিনির্গতা ॥ ১৪৫ ॥
(গোবি০ ১।৮৮)

বিলোক্যাগ্রে মেঘাম্বর-বৃতশরীরং প্রিয়তমং
বয়স্যাং তাং পীতাম্বর-পরিবৃতাঙ্গীং প্রমুদিতাম্।
হসন্ত্যস্তাঃ সখ্যঃ করপিহিত-মুখ্যঃ প্রতিদিশং
দিশন্ত্যশ্চান্যোন্যং কুটিলচলদৃগ্‌ভির্মুমুদিরে ॥ ১৪৬ ॥
(গোবি০ ১।৮৯)

সমীক্ষ্য তাসাং পরিহাসভঙ্গী,-মন্যোন্যবক্ত্রার্পিত-ফুল্লনেত্রৌ।
সমুচ্ছলৎপ্রেমসুখাব্ধি-মগ্নৌ, চিত্রার্পিতাঙ্গাবিব তাবভূতাম্ ॥১৪৭॥
(গোবি০ ১।৯০)

হইতে বাহিরে আসিয়া শ্রীরাধাকে নিভৃত-ভাবে দান করিলেন। (১৪৪) 'গুণমঞ্জরী' দাসী 'পিকদানি' হাতে লইয়া অপরাপর সখীগণকে চর্বিত তাম্বূল দান করিতে করিতে কুঞ্জের বাহিরে যাইতেছেন. (১৪৫) 'মঞ্জুলালী' দাসী শ্রীরাধাকৃষ্ণের অঙ্গভ্রষ্ট মাল্য ও চন্দন গ্রহণ করিয়া সকলকে বিতরণ করিতে করিতে কুঞ্জ হইতে বাহিরে আসিলেন। (১৪৬) এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নীলবসনে আবৃতাঙ্গ এবং হর্ষান্বিতা বয়স্যাকেও শ্রীকৃষ্ণের পীতাম্বরে আচ্ছাদিত দেখিয়া সখীগণ স্বস্বহস্তদ্বারা বদন ঢাকিয়া হাস্য করিতে করিতে চঞ্চল নয়নভঙ্গীতে পরস্পরকে ঐ বস্ত্রপরিবর্ত্তন-বৃত্তান্ত সূচনা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। (১৪৭) সখীগণের পরিহাসভঙ্গী-সন্দর্শনে যুগলকিশোর

ঘনশ্যামং চীনং বসনমভিলীনং প্রিয়তনৌ
ক্ষমা নাসীৎ কান্তা স্বমপি পরিচেতুং ঘনরুচৌ।
স্বমজ্ঞাসীৎ স্ফীতং হরিরপি ন পীতং প্রিয়তমা-
তনৌ লীনং চীনং কনকরুচি কম্বাবিব পয়ঃ ॥ ১৪৮ ॥

(গোবি০ ১।৯১)

তয়োর্লীলাসুধাপান-প্রত্যূহামর্ষসঙ্কুলা।
নিন্দন্ত্যরুণমুদ্যন্তমথাহ ললিতা সখীম্ ॥ ১৪৯ ॥

(গোবি০ ১।৯২)

উষসি বরবধূনাং পশ্য রাধেঽরুণোঽয়ং
রমণ-সহিত-লীলাভঙ্গতঃ পাপরুগ্‌ভিঃ।
গলিতপদযুগোঽপ্যদ্যাপি তন্নো জহাতি
ধ্রুবমিতি বচনং যদ্‌দুস্ত্যজঃ স্বস্বভাবঃ ॥ ১৫০ ॥

(গোবি০ ১।৯৩)

উৎফুল্লনয়নে পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া উচ্ছলিত প্রেমসুখসাগরে নিমগ্ন হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। (১৪৮) শঙ্খ-মধ্যস্থিত দুগ্ধ যেরূপ পরস্পরের বর্ণ-সাজাত্য-হেতু সহসা অনুমিত হয় না, তদ্রূপ শ্রীরাধা—শ্যামাঙ্গে বিলীন স্বীয় সূক্ষ্ম-নীলাম্বর, এবং শ্রীকৃষ্ণও কনককান্তি প্রেয়সীর অঙ্গে লীন সূক্ষ্ম স্বীয় পীতাম্বর চিনিতে পারিলেন না।

ললিতা-কর্ত্তৃক অরুণের নিন্দা ও শ্রীকৃষ্ণমুখে প্রভাত-বর্ণনা

(১৪৯) তৎকালে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলামৃত-পানের বিঘ্ন-হেতুক ক্রোধান্বিতা ললিতা উদীয়মান অরুণকে নিন্দা করিতে করিতে সখী শ্রীরাধাকে কহিলেন—(১৫০) "রাধে! ঐ দেখ, এই অরুণ প্রাতঃকালে

অরুণারুণে নিদধতী ততোঽম্বরে
রতিকেলিভঙ্গজ-রুষাঽরুণাং দৃশম্।
ললিতোপহাসজনিত-স্মিতাননা।
বৃষভানুজাহ মৃদুমঞ্জুভাষিণী ॥ ১৫১ ॥
(গোবি০ ১।৯৪)

অনূরুরপ্যস্তময়ন্ ক্ষণার্দ্ধা-
ন্নভো বিলঙ্ঘ্যোদয়মেতি সোঽয়ম্।
চেৎ সোরুমেনং স বিধির্ব্যধাস্য-
দ্বার্ত্তাপি রাত্রের্ন তদাভবিষ্যৎ ॥ ১৫২ ॥
(গোবি০ ১।৯৫)

মনোরমাং বীক্ষ্য বিভাত-লক্ষ্মীং, নিপীয় তস্যা বচনাসবঞ্চ।
মুদোন্মনা বিস্মৃত-গোষ্ঠযানঃ, প্রাণেশ্বরীং তামবদন্মুকুন্দঃ ॥ ১৫৩ ॥
(গোবি০ ১।৯৬)

রমণের সহিত বরাঙ্গনাগণের লীলাভঙ্গ করায় তৎপাপে কুষ্ঠরোগ উঁহার পাদদ্বয় বিগলিত করিলেও অদ্যাপি ঐ অরুণ সেই লীলাভঙ্গরূপ নিজস্বভাব ত্যাগ করিতে পারিতেছেনা ! অতএব 'স্ব-স্বভাব দুস্ত্যজ্য' এই ঋষি-বাক্যই সত্য।" (১৫১) ললিতার এই উপহাসবাক্য-শ্রবণ-জনিত মৃদুমধুর হাস্যে মৃদুমন্দভাষিণী শ্রীবার্ষভানবী রতিকেলিভঙ্গজ-রোষ-বশতঃ অরুণনয়নে অরুণ-কিরণরঞ্জিত অরুণবর্ণ নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—(১৫২) "এই অরুণ উরুহীন হইলেও অস্তগমনের পর ক্ষণার্দ্ধকাল-মধ্যেই পুনরায় গগনমণ্ডল উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক উদয় প্রাপ্ত হয় ; ইহাতে বোধ হয় যে, যদি বিধাতা উঁহার উরুদ্বয় সৃষ্টি করিতেন, তবে রাত্রি হওয়া দূরে থাকুক, তাহার বার্ত্তাও থাকিত না !!" (১৫৩) শ্রীকৃষ্ণ প্রভাতকালের রমণীয় শোভাদর্শন করিয়া ও শ্রীরাধার

ইনং প্রভাতোপগতং সমীক্ষ্য, কান্তেব কান্তান্তর-ভুক্তকান্তম্।
পশ্যান্যদিক্‌সঙ্গ-কষায়িতাঙ্গং, প্রাচীয়মীর্ষ্যারুণিতেব জাতা ॥১৫৪॥
(গোবি০ ১।৯৭)

পশ্যোন্মত্তে দ্বিজেশোঽপ্যখিলজনতমস্তোমহন্তাপি শান্তঃ
কান্তোঽয়ং তে সমন্তাৎ সপদি নিপতিতো বারুণীং সংনিষেব্য।
ইত্থং স্বীয়েন-সঙ্গপ্রমুদিত-নলিনীহাস-সঞ্জাতলজ্জা
শঙ্কে বক্ত্রং পিধত্তে হ্যুষসি কুমুদিনী সঙ্কুচদ্ভির্দলৈঃ স্বৈঃ ॥ ১৫৫ ॥
(গোবি০ ১।৯৮)

দৃষ্ট্বা তমঃক্ষয়মমী বিধুনান্যপুষ্টা
নক্তং তমশ্চয়নিভাশ্চকিতাঃ প্রভাতে।
মিত্রং তদাশ্রয়তয়া তমসা চরন্তীং
গ্রস্তং কুহূরিতি কুহূং স্বগিরাহ্বয়ন্তি ॥ ১৫৬ ॥
(গোবি০ ১।৯৯)

এবম্বিধ বাক্যামৃতপানে হর্ষোন্মত্ত হইয়া গোষ্ঠ গমন ভুলিয়া সেই প্রাণেশ্বরীকে বলিলেন—(১৫৪) "হে প্রিয়ে! ঐ দেখ—নায়িকা যেমন প্রভাতকালে সমাগত নায়ককে অন্যকান্তার সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিত দেখিয়া ঈর্ষ্যাভরে রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ প্রাচীদিক্ (সূর্য্যপত্নী) প্রভাতে সমাগত স্বকান্ত সূর্য্যকেও অন্যদিক্ (-রূপ কান্তার) সঙ্গে কষায়িতাঙ্গ দেখিয়া ঈর্ষ্যাভরে যেন রক্তবর্ণ হইয়াছে !! (১৫৫) ঐ দেখ—নলিনী কুমুদিনীকে বলিতেছে—'হে কুমুদিনি! দেখ, তোমার বল্লভ চন্দ্রমা দ্বিজশ্রেষ্ঠ, নিখিল লোকের অন্ধকাররূপ পাপরাশির হন্তা এবং শান্তিগুণযুক্ত হইলেও প্রতীচী (পশ্চিম) দিগ্‌রূপ বারুণী (মদিরা) নিষেবণ করিয়া পতিত (জাতিভ্রষ্ট) হইয়াছে।' স্বকান্ত-সূর্য-সঙ্গ-প্রমুদিতা নলিনীর এবম্বিধ শ্লেষ-বাক্য-শ্রবণে লজ্জিত হইয়াই বুঝি কুমুদিনী প্রাতঃকালে স্বকীয় সঙ্কুচিত

বসন্তকান্ত-সংসর্গ-জাতানন্দভরাটবী ।
কপোতী-ঘূৎকৃতিমিষাৎ শীৎকরোতীব সোন্মদা ॥১৫৭॥
(গোবি০ ১।১০০)

পশ্চানুসরতি চঞ্চলভৃঙ্গঃ
কৈরবিণীকুল-কেলি-পিশঙ্গঃ ।
নলিনীকোষে নিশি কৃত-সঙ্গাং
ভৃঙ্গীং শশিমুখি ! কৃতনতিভঙ্গাম্ ॥ ১৫৮ ॥
(গোবি০ ১।১০১)

কান্তমায়ান্তমাশঙ্ক্যারুণাংশুদ্বিগুণারুণম্ ।
কোকী কোকনদং চঞ্চ্বা চুম্বত্যানন্দবিহ্বলা ॥ ১৫৯ ॥
(গোবি০ ১।১০২)

দলে বদন আচ্ছাদন করিল !! (১৫৬) রাত্রিকালে এই কৃষ্ণবর্ণ কোকিলগণ চন্দ্র-কর্ত্তৃক অন্ধকার নাশ হইতেছে দেখিয়া অন্ধকার-সদৃশ আমাদেরও নাশ হইবে ভাবিয়া ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কুহূরবে কুহূকে (অমাবস্যাকে) আহ্বান করিতেছে ; [কারণ, অমাবস্যায় চন্দ্র-সূর্য্যের একস্থলে অবস্থান-কালে রাহু আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিলেই অন্ধকার ও তাহাদের আশঙ্কার কোনও কারণ থাকিবে না]। (১৫৭) নায়িকা যেরূপ নায়কের সহিত বিহার-কালে আনন্দাতিরেকে শীৎকার করিয়া থাকে, তদ্রূপ বসন্তরূপ কান্ত-সঙ্গমে আনন্দাতিশয়ে উন্মত্তা হইয়া এই অটবীও যেন কপোতের ঘূৎকারচ্ছলে শীৎকার করিতেছে। (১৫৮) হে চন্দ্রাননে ! ঐ দেখ—নিশাকালে পদ্মমধ্যে অবরুদ্ধা ও নিজ বিনতি-(প্রণতি) ভঙ্গকারিণী ভৃঙ্গীকে এই কুমুদিনীকুলের সহিত কেলিবিলাসে পিশঙ্গ-(পীত) বর্ণ চঞ্চল ভ্রমর এক্ষণে অনুসরণ করিতেছে। (১৫৯) কান্তের আগমনাকাঙ্ক্ষা করিয়া ঐ চক্রবাকী অরুণের কিরণে দ্বিগুণ

কলস্বনাখ্যঃ কলকণ্ঠি ! হংসঃ, সমীক্ষ্য নৌ সম্মদ-ফুল্লপক্ষঃ ।
রিরংসুমপ্যেষ বিসৃজ্য হংসীং, তটং তটিন্যাঃ পুরতঃ সমেতি॥১৬০॥
(গোবি০ ১।১০৩)

স্বসহচর-বিসৃষ্টং সামিভুক্তং মৃণালং
মদকল-কলকণ্ঠী বিভ্রতী পশ্য চঞ্চ্বা ।
রমণমনু সমেতি ত্বন্মুখাব্জার্পিতাক্ষী
সরসিজমুখি নাম্না 'তুণ্ডিকেরী' মরালী ॥ ১৬১ ॥
(গোবি০ ১।১০৪)

মলয়শিখরচারী পঙ্কজামোদধারী
ব্রততি-নটকুমারী-লাস্যশিক্ষাধিকারী ।
বহতি জলবিহারী বায়ুরায়াসদারী
স রমণবরনারী-স্বেদজালাপহারী ॥ ১৬২ ॥
(গোবি০ ১।১০৫)

অরুণিত রক্তোৎপলকে আনন্দে বিহ্বল হইয়া চঞ্চুদ্বারা চুম্বন করিতেছে !! (১৬০) হে কলকণ্ঠি ! ঐ 'কলস্বন' হংস আমাদের উভয়কে দেখিয়া রমণেচ্ছাবতী হংসীকেও ত্যাগ করিয়া আনন্দভরে পক্ষ বিস্তার করত যমুনার তটের সম্মুখে আসিতেছে। (১৬১) হে পদ্মমুখি ! ঐ দেখ— 'তুণ্ডিকেরী' নাম্নী রাজহংসী স্বীয় সহচর হংস-কর্তৃক প্রদত্ত অর্দ্ধভুক্ত মৃণাল চঞ্চুপুটে ধারণ করত তোমার মুখপদ্মের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে মধুরাস্ফুট শব্দে স্বীয় স্বামীর সহিত আসিতেছে !! (১৬২) সুশীতল মলয়শিখরসঞ্চারী সমীরণ—পদ্মাবলীর গন্ধবহন, লতারূপা নটীকে নৃত্যশিক্ষাদান, লোকসমূহের শ্রমাপনোদন এবং প্রাণকান্ত-সহ রমণীদের স্বেদবারি নিবারণ করত মৃদুমন্দগতিতে প্রবাহিত হইতেছে।

ইতীশয়োঃ সুমধুর-বাগ্‌বিলাসয়োঃ
সমীক্ষ্য তাং স্বভবন-যান-বিস্মৃতিম্।
সখীশ্চ তাঃ স্মিতরুচিরা মুদোন্মদা
বনেশ্বরী দিবসভিয়াহ্হস সোন্মনাঃ ॥ ১৬৩ ॥

(গোবি০ ১।১০৬)

কান্তা উদীয়ুর্বিকসন্মুখেন্দবো, রাত্রির্গতা চাস্তমপাস্ত-চন্দ্রিকা।
বিলাসভঙ্গঃ কথমস্তু নাস্তু বা, ক্ষণং হৃদেবেতি পরামমর্শ সা॥১৬৪॥

(কৃ০ ভা০ ২।৫৬)

তমাংস্যনশ্যন্নভিতো যথা যথা
তদা প্রকাশশ্চ যথা যথৈধত।
তথা তথা হৃদ্‌রুজমেব সান্বভূদ্-
ব্রজস্থ রীতিং শ্রুতয়োহপি নো বিদুঃ ॥ ১৬৫ ॥

(কৃ০ ভা০ ২।৫৭)

গৃহগমন-বিস্মৃতি ও কক্‌খটীর পদ্যপাঠ

(১৬৩) এই ভাবে পরস্পর সুমধুর বাগ্‌বিলাসে রত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে নিজ নিজ ভবনে গমনে বিস্মৃত এবং সখীগণকেও মৃদুমন্দহাস্যশোভিতা ও আনন্দোন্মত্তা দেখিয়া দিবাভয়ে বৃন্দাদেবী উৎকণ্ঠিতা হইলেন। (১৬৪) পূর্ণচন্দ্রবদনা রাধাদি কান্তাগণ উদিত রহিয়াছেন অথচ চন্দ্রজ্যোৎস্নাশূন্য (অন্ধকার) রাত্রিও অস্ত গেল [বিলাসভঙ্গের বিরুদ্ধে পূর্ণচন্দ্রবদনা নারীদের উদয় এবং সপক্ষে অন্ধকার রাত্রির গমন] দেখিয়া যুগলবিলাস ভঙ্গ হইল কিনা—এই বিষয়ে বৃন্দা ক্ষণকাল মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। (১৬৫) বেদাদিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যে পরিমাণে

অথ বৃন্দেঙ্গিতাভিজ্ঞা সময়জ্ঞা তরুস্থিতা।
পঠ্যমুদ্যোতয়ামাস কক্‌খটী বৃদ্ধমর্কটী ॥ ১৬৬ ॥

(গোবি০ ১।১০৭)

রক্তাম্বরা সতাং বন্দ্যা প্রাতঃসন্ধ্যা তপস্বিনী।
ঊর্দ্ধপ্রসর্পদর্কাংশুর্জটিলেয়মুপস্থিতা ॥ ১৬৭ ॥

(গোবি০ ১।১০৮)

আকর্ণ্য তাভির্জটিলেতি বর্ণ,-ত্রয়ীং বিবর্ণত্বমধারি সদ্যঃ।
বিলাস-রত্নাকরমুদ্‌ভবন্তী, শঙ্কেব তাসাং চুলুকীচকার ॥ ১৬৮ ॥

(কৃ০ ভা০ ২।৬০)

তমঃ (অজ্ঞান) ক্ষয় হয়, ঠিক সেই পরিমাণে প্রকাশ (জ্ঞান)ও হয় এবং প্রকাশের তারতম্যানুসারে হৃদ্‌রোগ (দুর্বাসনা) দূরীভূত হয়, কিন্তু বৃন্দার পক্ষে অদ্য বিপরীত ভাব হইল [যে পরিমাণে অন্ধকার নাশ হইয়া সূর্য্যালোক প্রকাশ পাইতে লাগিল, তত ততই বৃন্দার চিত্তে বিবিধ আশঙ্কা রাধাকৃষ্ণের বিরহ-ব্যথাদি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।] ইহা কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে, যেহেতু ব্রজের রীতি শ্রুতিগণেরও অগোচর !! (১৬৬) তৎপরে সময়জ্ঞা ও বৃন্দাদেবীর ইঙ্গিতজ্ঞা 'কক্‌খটী' নামে এক বৃদ্ধা মর্কটী বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট হইয়া এই কবিতাটি পাঠ করিল। (১৬৭) 'সজ্জন-পূজনীয়া প্রাতঃসন্ধ্যারূপা তপস্বিনী রক্ত-বস্ত্র পরিধান করত ঊর্দ্ধপ্রসৃত কিরণমালায় জটিলা (জটাযুক্তা) হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন! (১৬৮) 'জ—টি—লা' এই তিনটি বর্ণ শুনিবামাত্রই শ্রীরাধিকাদি ব্রজরামাগণ বিবর্ণা হইলেন এবং দারুণ শঙ্কা উদ্ভূত হইয়া তাঁহাদের বিলাস-রত্নাকরকেও (অগস্ত্যবৎ) চুলুকীকৃত করিল (শুকাইয়া দিল)।

পথি পিশুনমতিভ্যঃ শঙ্কমানৌ গুরুভ্যঃ
চলচকিত-তরঙ্গৌ নিক্ষিপন্তাবপাঙ্গৌ।
পরমগুণগভীরৌ কাম-সংগ্রামধীরৌ
যযতুরতিবিতন্দ্রৌ রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥ ১৬৯ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।৪২)

ন পথি ন ভবনে বা লক্ষিতৌ তৌ বনে বা
সহজসদনুরক্ত্যা স্বীয়য়ানন্দশক্ত্যা।
পরিজন-নয়নানামুৎসবানাদধানা-
বথ পথি বিহরন্তৌ রেজতুর্লোককান্তৌ ॥ ১৭০ ॥

(কৃষ্ণা০ ১।৪৩)

ভ্রশ্যদ্দুকূল-চিকুর-স্রজমুন্নয়ন্তৌ
ভীতৌ পৃথগ্গহনবর্ত্মনি চাপযান্তৌ।
তৌ বীক্ষ্য ভীতি-তরলৌ জটিলেতি নাম্না
সখ্যস্ততস্তত ইতশ্চকিতা নিরীয়ুঃ ॥ ১৭১ ॥

(গোবি০ ১।১১০)

যুগলের স্বগৃহযাত্রা-প্রকার

(১৬৯) সেই পরম গুণগম্ভীর, কামরণবীর অতীব সতর্ক শ্রীরাধাকৃষ্ণ পথে খলবুদ্ধি গুরুগণের আশঙ্কা করিয়া ইতস্ততঃ চঞ্চল চকিত অপাঙ্গ বিক্ষেপ করিতে করিতে চলিতেছেন। (১৭০) তাঁহারা পথে, ভবনে বা বনে অন্য-কর্তৃক আদৌ লক্ষিত হইলেন না; সহজ সদনুরাগময়ী স্বীয় হ্লাদিনী-শক্তির প্রভাবে পরিজনদের নয়নানন্দ বিধান করিতে করিতে উঁহারা পথিমধ্যেও বিহারপরায়ণ হইলেন। (১৭১) জটিলার নাম শ্রবণে অতিভীত সেই রাধাকৃষ্ণকে প্রস্খলিত বসন,

বামে চন্দ্রাবলি-পরিজনান্ ঘোষবৃদ্ধান্ পুরস্তাৎ
কৃষ্ণঃ পশ্চাৎ কুটিলজটিলামাগতাং মন্যমানঃ।
যান্তীং কান্তাং সভয়চটুলাং দক্ষিণে দ্রষ্টুমুৎক-
শ্চঞ্চদ্গ্রীবং দিশি দিশি দৃশৌ প্রেরয়ন্ গোষ্ঠমায়াৎ॥১৭২॥

(গোবি০ ১।১১১)

ম্লানামুৎক্ষিপ্য মালাং ত্রুটিত-মণিসরঃ কজ্জলং বিভ্রদোষ্ঠে
সংকীর্ণাঙ্গো নখাঙ্কৈর্দিশি দিশি বিকিরন্ ঘূর্ণিতে নেত্রপদ্মে।
পশ্য ম্লানাঙ্গযষ্টিঃ স্ফুটমপরিচিতো গোপ-গোষ্ঠীভিরগ্রে
গোষ্ঠে গোষ্ঠেন্দ্রসূনুঃ প্রবিশতি রজনৌ ধ্বংসমাসাদয়ন্ত্যাম্॥১৭৩॥

(স্তু০ কুঞ্জভঙ্গ০ ২)

কেশ ও মাল্য উত্তোলন করিতে করিতে পৃথক পৃথক্ বনপথে পলায়ন করিতে দেখিয়া সখীগণও চমকিত হইয়া চমকিত-চিত্তে ইতস্ততঃ গমন করিলেন। (১৭২) বামে চন্দ্রাবলীর পরিজনাদি, সম্মুখে ঘোষপল্লীর প্রবীণ ব্যক্তিগণ, পশ্চাতে কুটিলমতি জটিলার আগমন আশঙ্কা করিয়া এবং দক্ষিণদিকে ভয়ব্যাকুলা গৃহগমনোন্মুখী কান্তাকে দর্শন করিতে উৎকণ্ঠিত ও উদ্গ্রীব হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করিতেছেন। (১৭৩) [কোনও সখী অন্য সখীকে শ্রীকৃষ্ণের গমনভঙ্গী দেখাইয়া বলিতেছেন—] হে সখি! ঐ দেখ—ব্রজেন্দ্রনন্দন নিশাবসানে ব্রজবাসিগণের জাগরণের পূর্বে নিজ ভবনে গমন করিতেছেন! শ্রীরাধিকার কঠিন কুচ-বিমর্দনে বৈজয়ন্তী মালা পরিম্লান হইলেও উহা পরিত্যাগ না করিয়া হৃদয় হইতে কণ্ঠে নিঃক্ষেপ করিতেছেন—কন্দর্প যুদ্ধে ইঁহার রত্নহার ছিন্ন-ভিন্ন, শ্রীরাধার কজ্জলভূষিত নয়নপ্রান্ত-চুম্বনে ইঁহারও অধর কজ্জলাক্ত, প্রেয়সীকৃত নখাঙ্কে সর্বাঙ্গ ব্যাপ্ত, অন্যকৃত

অনুগতা জটিলেত্যভিশঙ্কিনী, গুরুনিতম্ব-কুচোদ্বহনাকুলা।
দ্রুতবিলম্বিত-বল্গু যযৌ ব্রজং, করধৃতাম্বরকেশচয়েশ্বরী ॥ ১৭৪ ॥
(গোবি০ ১।১১২)

ন ব্যালাদপি সম্বিভেতি পুরতঃ স্থাণোর্যথা দূরতো
নোদ্বিগ্না করিগর্জিতাদপি যথা কাকাবলী-নিঃস্বনাৎ।
নৈবেয়ং তিমিরেঽপি মুহ্যতিতরাং কামং প্রকাশে যথা
তন্মন্যে বিরহেঽপি নৈব বিধুরা কান্তস্য যোগে যথা ॥ ১৭৫ ॥
(জ০ ৫।৩৪)

ভয়ানুরাগোচ্চয়-ধূম্রলোলদৃক্-
তিরস্করিণ্যা পিহিতে মনোরথে।
নিজে নিবেশ্যৈব হি রূপমঞ্জরী
গৃহং নিনীষুঃ পথি তাং তদন্বয়াৎ ॥ ১৭৬ ॥
(গোবি০ ১।১১৩)

দর্শনভয়ে অলস-নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্বক ব্রজবাসিগণের অলক্ষিত হইয়া দ্রুতবেগে গৃহে গমন করিতেছেন। (১৭৪) তখন ঈশ্বরী শ্রীরাধা পশ্চাদ্দিকে জটিলার আগমনাশঙ্কায় গুরুতর নিতম্বদ্বয় ও কুচযুগল-বহনে ব্যাকুলা হইয়া করদ্বয়ে স্খলিতবসন ও কেশপাশ ধারণ করত দ্রুত অথচ মন্দমধুর পদচালনে ব্রজের দিকে গমন করিতেছেন। (১৭৫) বিষধর সর্পদর্শনে তিনি যত ভীত না হয়েন, কিন্তু দূরবর্ত্তী স্থাণু-(শাখা-শূন্য বৃক্ষ) দর্শনে ততোধিক ভয় পাইতেছেন ; কাকের শব্দে যত উদ্বিগ্না হইতেছেন, হস্তিগর্জনেও তাঁহার তত উদ্বেগ হয় না। দিবালোকে যত শঙ্কিতা হইতেছেন, নিবিড় অন্ধকারেও তাঁহার তত মোহ হয় না ; অতএব মনে হয় যে, ইনি কান্তা-বিরহেও এত দুঃখিতা হন না, অদ্য যেমন কান্ত-সংযোগে ব্যথিতা হইতেছেন !! (১৭৬) শ্রীরাধাকে

ইতস্ততঃ ক্ষিপ্তচলেক্ষণাশুগৈ-
র্ভীত্বস্থহৃদ্‌বৃত্তিচয়ৈর্ভটৈরিব।
অগ্রেসরৈস্তাং রতিমঞ্জরী চ সা
নিবারয়ন্ত্যন্যজনাংস্তদান্বয়াৎ ॥ ১৭৭ ॥

(গোবি০ ১।১১৪)

তাভির্বৃতা ব্রজজনৈরবিলোকিতৈব
বেশ্ম প্রবিশ্য নিজতল্পমথাধ্যতিষ্ঠৎ।
প্রেয়োবিয়োগবিধুরা হি সখীমথাসৌ
হৃদ্‌বেদনাং প্রকটমাহ সগদ্‌গদাশ্রু ॥ ১৭৮ ॥

(কৃ০ ভা০ ২।৮০)

গৃহগমন করাইতে অভিলাষিণী রূপমঞ্জরী স্বীয় মনোরথেই যেন তাঁহাকে নিবেশিত করিয়া অতিভয় ও অনুরাগহেতু ধূম্রবর্ণ চঞ্চলনয়নরূপ যবনিকা-কর্তৃক আচ্ছাদিত পথে (তাঁহার গমনপথের পার্শ্বদেশে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিয়া করিয়া) তৎপশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। (১৭৭) রাজার অগ্রগামী ভট যেরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চঞ্চল বাণাঘাতে সম্মুখবর্ত্তী জনতা নিবারণ করিতে করিতে গমন করে—তদ্রূপ রতিমঞ্জরীও বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের আগমনাশঙ্কায় ভয়াকুল তৎস্থ হৃদ্‌বৃত্তিচয়-দ্বারা ইতস্ততঃ চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে শ্রীরাধার অনুগমন করিলেন। (১৭৮) [অনুরাগিণী] শ্রীরাধা এইভাবে সখীগণ-কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া গৃহে প্রবেশপূর্বক নিজশয্যায় শয়ন করিলেন। গৃহাগমনকালে কোনও ব্রজবাসী তাঁহাদিগকে দেখিতে পান নাই। প্রিয়তমের বিরহে কাতরা শ্রীরাধা গদ্‌গদকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণলোচনে ললিতা সখীকে নিজ হৃদয়-বেদনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—।

নিঃসার্য্য গেহাল্ললিতেঽধুনৈব মাং
প্রবেশয়স্যপ্যধুনৈব তৎ পুনঃ।
কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গামৃতসিন্ধুমজ্জন-
প্রলোভনৈবাস্ত বৃথা কৃতা ত্বয়া ॥ ১৭৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ২।৭৬)

অস্তাচলং যন্নধুনা ব্যলোকি যঃ
স তিগ্মরশ্মিঃ সখি ! পূর্বপর্বতম্।
আরোঢ়ুমাকাঙ্ক্ষতি কিং বিভাবরী
খপুষ্পতামদ্যতনী জগাম কিম্ ? ১৮০ ॥
(কৃ০ ভা০ ২।৭৭)

ধিঙ্ মে শ্রুতিং ধিগ্রসনাং দৃশং চ ধিক্
সদাতনৌৎকণ্ঠ্যভর-জ্বরাতুরম্।
প্রাপুর্ন পাতুং লবমপ্যমুষ্য যাঃ
সৌস্বর্য্য-সৌরস্য-স্বরূপতামৃতম্ ॥ ১৮১ ॥
(কৃ০ ভা০ ২।৭৮)

শ্রীরাধার আক্ষেপাদি ও শয়ন

(১৭৯) "হে ললিতে ! তুমি আমাকে অভিসারকালে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গরূপ অমৃতসাগরে নিমজ্জন করাইতে আশ্বাস দিয়াছিলে, হায় ! এই প্রলোভনে আমাকে এখনই গৃহ হইতে বাহির করিয়া আবার এখনই কেন গৃহে প্রবেশ করাইলে হে ? হে সখি ! সে সুধা-সাগরে আমাকে কি দোষে নিমজ্জিত করাইলে না ? (১৮০) হে সখি ! এখনই যাহাকে অস্তাচলে যাইতে দেখিলাম, সেই সূর্য্য এখনই আবার পূর্বপর্বততটে আরোহণ করিতে উদ্যত হইতেছে ; অদ্য কি রাত্রি আকাশপুষ্পের ন্যায় মিথ্যাই হইল (আজ রাত্রি কি হয় নাই) ? (১৮১) হে সখি ! আমার শ্রুতি, রসনা ও দৃষ্টি সদাকালের জন্য উৎকণ্ঠাতিশয্যরূপ জ্বরে পীড়িত হইয়াছে ;

নির্বেদ-পদ্ধতিমপীপঠদেব পূর্বং
যোগোঽধুনা তু সরলে ভবতীং বিয়োগঃ।
আদ্যোঽচ্যুতামৃতমদর্শয়দর্থমস্যা
অন্ত্যোঽনুভাবয়তি হা কটুকালকূটম্ ॥ ১৮২ ॥
(কৃ০ ভা০ ২।৭৯)

ইত্থং সখীগিরমপি প্রতিবোদ্ধুমেষা
নৈবানুরাগ-পরভাগবতী শশাক।
স্বপ্নে পুনঃ কলয়িতুং হৃদয়াধিনাথং
সুষ্বাপ সাঽথ শয়নে বৃষভানুপুত্রী ॥ ১৮৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ২।৮০ শ্লোকার্দ্ধঃ)

অনভিসারিকাং কাঞ্চিৎ পৃচ্ছন্তীং প্রতি বস্ত্রপরিবর্ত্তনানুসন্ধান-রহিতা কাচিদাহ—

স্রস্তং স্রস্তমুদঞ্চয়ত্যধিশিরঃ শ্যামং নিচোলাঞ্চলং
হস্তেন শ্লথ-দুর্বলেন লুলিতাকল্পাং বহন্তী তনুম্।
মুক্তার্দ্ধামবরুধ্য বেণিমলসস্পন্দে ক্ষিপন্তী দৃশৌ
কুঞ্জাৎ পশ্য গৃহং প্রবিশ্য নিভৃতং শেতে সখী রাধিকা ॥ ১৮৪ ॥
(স্ত০ কুঞ্জভঙ্গ০ ১)

কিন্তু ইহাদিগকে শত ধিক্, যেহেতু অদ্য ইহারা শ্যামসুন্দরের সৌন্দর্য্য, সৌরস্য এবং স্বরূপামৃতের বিন্দুবিসর্গও পান করিতে পাইল না!!"

(১৮২) তখন ললিতা কহিলেন—"হে রাধে! অদ্য রজনীযোগে শ্রীকৃষ্ণ-সংযোগ তোমাকে নির্বেদ-পদ্ধতি (ধর্মোল্লঙ্ঘন-নিমিত্ত বেদরহিত পদ্ধতি) পাঠ করাইয়াছে; এক্ষণে বিয়োগও আবার নির্বেদ-পদ্ধতিই (আত্মধিক্কার-পদ্ধতি) অধ্যয়ন করাইতেছে!!" তাহার মধ্যে যোগ তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যামৃত, রূপামৃত ও অধরামৃতের মধুরতা আস্বাদন করাইয়াছিল, এক্ষণে

নির্বর্ত্ত্য বিভ্রমভরং সময়ে স্বধাম্নি
সুপ্তেঽচ্যুতে প্রতিলয়ং শ্রুতয়ো যথেশম্ ।
লীলাবিতান-নিপুণাঃ সগুণাঃ সমীয়ুঃ
সখ্যোপলক্ষ্যগতয়ঃ সদনং যথাস্বম্ ॥ ১৮৫ ॥

(গোবি০ ১।১১৬)

ইতি শ্রীভাবনাসার-সংগ্রহে নিশান্তলীলা-সংগ্রহো নাম প্রথম-সংগ্রহঃ ॥ ১ ॥

বিয়োগ নির্বেদপদ্ধতি (কালকূট) অনুভব করাইতেছে !!!" (১৮৩) পরমানুরাগবতী বার্ষভানবী ললিতা-সখীর এই বাক্য বুঝিতেই পারিলেন না। তিনি তখন স্বপ্নে প্রাণনাথের দর্শনাশায় শয্যায় শয়ন করিলেন। (১৮৪) [অনভিসারিকা কোনও সখীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরাধার বস্ত্রপরিবর্ত্তন-বিষয়ে অনুসন্ধান-রহিতা সখী বলিতেছেন—] "হে সখি ! ঐ দেখ—শ্রীরাধা নিকুঞ্জ হইতে গৃহে প্রবেশ করিয়া নিভৃতভাবে শয়ন করিতেছেন—ইঁহার নীল উত্তরীয় মস্তক হইতে বারংবার স্খলিত হইলে উহাকে শিথিলিত হস্তে পুনঃ পুনঃ মস্তকে তুলিতেছেন ; কন্দর্পবিলাসে ইঁহার বেশ-ভূষাদিও বিগলিত হইয়াছে ; অর্দ্ধমুক্ত বেণী দুর্বল হস্তে বন্ধন করিতে করিতে অলসনয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। (১৮৫) যেমন সৃষ্টাদি-কর্ত্তা আদি পুরুষ—প্রতিযুগে জগৎপালনাদি লীলাবিলাস সম্পাদন করিয়া প্রতিলয়ে স্বধামে অনন্তশয্যায় শায়িত হইলে ঐ সৃষ্ট্যাদি-লীলাবিস্তার-বিচক্ষণা ত্রিগুণাত্মিকা শ্রুতিগণও অলক্ষিতমার্গে তাঁহাতেই প্রবেশ করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও কুঞ্জবিলাস সম্পাদনপূর্বক প্রভাতকালে গুরুজনভয়ে স্বমন্দিরে শয়ন করিলে কুঞ্জাদি লীলাবিস্তার-নিপুণা এবং সৌন্দর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদিগুণগণ-মণ্ডিতা সখীগণও অলক্ষিতপথে নিজ নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন।

ইতি নিশান্তলীলা নামক প্রথম সংগ্রহ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়-সংগ্রহঃ

অথ প্রাতর্লীলা

পশ্যন্তীং স্বসুতং শচী ভগবতী সঙ্কীর্ত্তনে বিক্ষতং
প্রাতর্হা কথমেব তে বপুরিদং সূনো বভূব ক্ষতম্।
ইত্থং লাপনতঃ স্বপুত্র-বপুষি ব্যগ্রা স্পৃশন্তী মুহু-
স্তল্পাজ্ জাগরয়াঞ্চকার যমহং তং গৌরচন্দ্রং ভজে ॥ ১ ॥

ভক্তৈঃ সার্দ্ধমুপাগতৈর্ভুবি নতৈঃ শ্রীবাস-গুপ্তাদিভিঃ
পৃচ্ছদ্ভিঃ কুশলং প্রগে পরিমিলন্ প্রক্ষাল্য বক্ত্রং জলৈঃ।
পুষ্পাদি-প্রতিবাসিতৈঃ সুকথয়ন্ স্বপ্নানুভূতাং কথাং
স্নাত্বাদ্যাদ্ধরিশেষমোদনবরং যস্তং হি গৌরং ভজে ॥ ২ ॥

---

(২) শ্রীগৌরচন্দ্র

(১) প্রাতঃকালে ভগবতী শচীমাতা নিজ পুত্র বিশ্বম্ভরকে সঙ্কীর্ত্তনে বিক্ষতাঙ্গ দেখিয়া "হায়! হায় পুত্র! তোমার শরীর কিরূপে ক্ষত হইল" —এই বলিয়া অতিব্যগ্রভাবে তাঁহার গাত্রস্পর্শ করত পুনঃ পুনঃ লালন করিতে করিতে তাঁহাকে শয্যা হইতে জাগরিত করিয়াছিলেন—সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি।

(২) প্রভাতে শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট আসিয়া তাঁহাকে ভূলুণ্ঠিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদের সহিত মিলনান্তে ভাবভরে স্বপ্নানুভূত কথা বলিয়া স্নান করত অত্যুৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণশেষান্ন ভোজন করেন—আমি সেই সেই গৌরচন্দ্রকে ভজনা করি।

রাধাং স্নাত-বিভূষিতাং ব্রজপয়াহূতাং সখীভিঃ প্রগে
তদ্‌গেহে বিহিতান্নপাকরচনাং কৃষ্ণাবশেষাশনাম্।
কৃষ্ণং বুদ্ধমবাপ্তধেনু-সদনং নির্ব্যূঢ়-গোদোহনং
সুস্নাতং কৃতভোজনং সহচরৈস্তাঞ্চাথ তঞ্চাশ্রয়ে ॥ ৩ ॥

(গোবি০ ২।১)

স্নাতানুলিপ্ত-বপুষঃ পুপুষুঃ স্বভাস্ত-
ন্নির্মাল্য-মাল্য-বসনাভরণেন দাস্যঃ।
প্রাস্য স্বকামমনুবৃত্তিরতাস্তয়োর্যাঃ
শ্রীরূপমঞ্জরি-সমান-গুণাভিধানাঃ ॥ ৪ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।১)

মঞ্জরীগণের স্বকৃত্যসাধন ও যাবটের বর্ণনা

(৩) **মূলসূত্র**—যিনি প্রাতঃকালে স্নানান্তে বিবিধ অলঙ্কারাদিতে ভূষিতা এবং যশোদা-কর্ত্তৃক আহূতা হইয়া তাঁহার গৃহে সখীগণের সহিত যথাবিহিত অন্নপ্রভৃতি পাকরচনা এবং শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ ভোজন করেন, সেই শ্রীমতী রাধিকাকে প্রণাম করি। আর যিনি প্রত্যূষে জাগরিত হইয়া গোগৃহে গমন করেন, যথানিয়মে গোদোহন, স্নান এবং সহচরগণের সহিত ভোজন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি। (৪) শ্রীরাধিকা নিজালয়ে আসিয়া নিদ্রাগত হইলে, শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি তাঁহার কিঙ্করীগণ স্নান করিয়া চন্দনাদিদ্বারা নিজ নিজ তনু অনুলেপন-পূর্ব্বক, নিজেশ্বরী শ্রীরাধার নির্মাল্যমাল্য, বসন ও আভরণ ধারণ করিয়া নিজ-কান্তি সমধিক পুষ্ট করিলেন। ইঁহারা সকলে নিজ নিজবাসনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যুগলের প্রেমময় পরিচর্য্যায় রত—তাঁহাদের অতুলনীয় শোভারূপ-

তা বিদ্যুদুদ্‌দ্যুতিজয়ি-প্রপদৈকরেখা
বৈদগ্ধ্য এব কিল মূর্ত্তিভৃতস্তথাপি।
যূথেশ্বরীত্বমপি সম্যগরোচয়িত্বা
দাস্যামৃতাব্ধিমনু সস্নুরজস্রমস্যাঃ ॥ ৫ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩২)

শ্বশ্রূ-পুরান্তর-গতোত্তরপার্শ্ববর্ত্তি
ভ্রাজিষ্ণু ধাম বরশিল্পকলৈকধাম।
তাতেন বৎসলতয়া বৃষভানুনৈব
নির্মাপিতং তদুপমাপি তদেব নান্যৎ ॥ ৬ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩৩)

স্থূণা-প্রঘাণ-পটলাঙ্গণতোরণালী-
গোপানসী-বিবিধকোষ্ঠ-কপাটবেদ্যঃ।
রাজন্তি যত্র মণিদীপততি-প্রদীপ্ত-
বৈচিত্র্য-নির্মিত-জনেক্ষণ-চিত্রভাবাঃ ॥ ৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩৪)

তুল্যই তাঁহাদের গুণ ও নামাদি ছিল। (৫) তাঁহাদের পদাগ্রের এক একটি রেখা—সৌদামিনীর উৎকৃষ্ট দ্যুতি জয় করিয়াছে, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী বৈদগ্ধীস্বরূপা, সুতরাং প্রত্যেকেই যূথেশ্বরী হইবার উপযুক্তা হইলেও তাহাতে সম্যক্ অরুচিবশতঃ এই শ্রীরাধার দাস্যামৃতসাগরে নিত্য অবগাহন করিতেছেন। (৬) শ্রীরাধিকার বাসের জন্য শ্রীবৃষভানু মহারাজ জটিলার অন্তঃপুরের উত্তরপার্শ্বে নানাবিধ শিল্পকলায় বিভূষিত ও অতিদীপ্তিমতী একটি পরম সুন্দর নিরুপম অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। (৭) সেই অট্টালিকা মধ্যে স্থূণা (স্তম্ভ), অলিন্দ (বারান্দা), পটল (ছাত), গোপানসী (বালক), অঙ্গন, বিবিধ প্রকারের কোষ্ঠ

যত্রেন্দ্রনীলমণিভূর্বলভী ঘনাভা
হংসালিরপ্যুপরি রাজতি রাজতী সা।
যে বীক্ষ্য বন্ধুরিপুভানভৃতো বিতত্য
সঙ্কোচয়ন্তি শিখিনঃ স্বশিখণ্ড-পঙ্‌ক্তীঃ ॥ ৮ ॥

(কৃ০ ভা০.৩।৫)

তত্রোপবেশ-শয়নাশন-ভূষণাদি-
বেদীর্বিমৃজ্য পরিলিপ্য বিশোধ্য তাস্তাঃ।
আস্তীর্য্য রাঙ্কবমুপর্য্যপযুক্ত-মুক্ত-
মুল্লোচমুন্নতমুদো মিলিতা ববন্ধুঃ ॥ ৯ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।৬)

(কুঠরী), কপাট ও বেদী বিরাজিত আছে ; যাহাতে মণিপ্রদীপাবলী-কর্ত্তৃক প্রদীপ্ত বিবিধ চিত্রবত্তা দর্শন করিয়া জনগণের নয়ন বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া থাকে। (৮) ঐ অট্টালিকার উপরি বিরাজিত, ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত মেঘতুল্য বলভীর উপরি রজত-নির্মিত হংসশ্রেণী—পরমরমণীয় শোভা বিস্তার করিতেছে ! ময়ূরসমূহ ইন্দ্রনীলমণিরচিত বলভী দেখিয়া নিজ বন্ধু মেঘবোধে পক্ষ বিস্তার করিয়া পুনরায় তদুপরিস্থিত রজতময় হংসশ্রেণী দেখিয়া শত্রুবোধে পক্ষ সঙ্কুচিত করিতেছে।

শ্রীরাধার সেবার আয়োজন

(৯) এতাদৃশ অট্টালিকার বিবিধ স্থলে শ্রীরাধা-কিঙ্করীগণ শয়ন, ভোজন ও উপবেশন প্রভৃতির বিভিন্ন বেদিকা মার্জন করিয়া চন্দনাদিদ্বারা লেপন করিলেন ; পরে জলশোষণ করিয়া ('রঙ্কু' নামক মৃগের রোমে নির্মিত) কোমল আসন পাতিয়া উপরিভাগে সকলে মিলিয়া মুক্তাখচিত

একা মমার্জ মণি-কাঞ্চন-ভাজনানি
কাচিৎ পয়ঃ সময়যোগ্যমুপানিনায়।
চিত্রাংশুকাপিহিত-রত্ন-চতুষ্কিকায়া-
মালম্বনীয়মদধাদপরোপবর্হম্ ॥ ১০ ॥
(কৃ0 ভা0 ৩।৭)

পূর্বেদ্যুরংশুক-মণীময়-ভূষণানি
মৃষ্টানি যত্র নিহিতান্যথ সংপুটং তৎ।
উচ্চৈর্ঝনদ্বলয়রাজি সমুদ্ঘট্য্য
কাচিজ্ জঘর্ষ বিধু-কুঙ্কুম-চন্দনানি ॥ ১১ ॥
(কৃ0 ভা0 ৩।৮)

অন্যা ব্যধত্ত সুমনাঃ সুমনোভিরেব
চিত্রৈঃ কিরীট-কটকাঙ্গদ-হার-কাঞ্চীঃ।
জাতী-লবঙ্গ-খদিরাদিভি রজ্যমানাঃ
কাচিদ্ ববন্ধ সুরসাঃ ফণিবল্লী-বীটীঃ ॥ ১২ ॥
(কৃ0 ভা0 ৩।৯)

চন্দ্রাতপ বাঁধিলেন। (১০) এক কিঙ্করী মণিময় ও স্বর্ণময় পাত্র মার্জন করিলেন, অন্যজন সময়যোগ্য (গ্রীষ্মকালে সুশীতল এবং শীতকালে তপ্ত) জল আনিলেন ; আর একজন বিচিত্র বসনে আচ্ছাদিত রত্ন-চতুষ্কিকার উপরি 'তাকিয়া' রাখিলেন। (১১) পূর্বদিবসে যে পেটিকায় একজন দাসী দিব্যবস্ত্র ও মণিময় ভূষণাদি রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা বলয়-ঝনৎকার-শব্দে উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন এবং তৎপরে কর্পূর, কুঙ্কুম ও চন্দন-পেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। (১২) আর এক প্রশস্তহৃদয়া কিঙ্করী বিচিত্র কুসুমদ্বারা কিরীট, কটক, হার ও কাঞ্চী প্রভৃতি প্রস্তুত করিলেন। অন্য জন আবার জাতিফল, লবঙ্গ ও খদিরাদিদ্বারা অনুরাগভরে সুরসাল তাম্বূলবীটিকা প্রস্তুত করিলেন।

অত্রান্তরে প্রতিদিশং দধিমন্থনোত্থ-
রাবৈরবারিত-মহীসুর-বেদঘোষৈঃ।
হম্বাধ্বনি-ব্যতিবিধান-মিথোঽবধায়ি-
ধেন্বালি-তর্ণকঘটা বলদন্তরায়ৈঃ ॥ ১৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩।১০)

বৃন্দিষ্ঠবন্দিজনবৃন্দ-বিতায়মান-
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তি-বিরুদালিসুধা-তরঙ্গৈঃ।
শারীশুকব্রজকলৈঃ কলবিঙ্ককেকি-
কোলাহলৈঃ ক্রমত এব সমেধমানৈঃ ॥ ১৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩।১১)

জাগ্রৎসু লোকনিচয়েষ্বথ বাসরেতি
কর্ত্তব্যভাবনপরেষ্বধিশয্যমেব।
কৃষ্ণেক্ষণ-ক্ষণ-সতৃষ্ণতয়া পুরন্ধ্রী-
বৃন্দেষু নন্দগৃহ-সন্দিত-মানসেষু ॥ ১৫ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩।১২)

প্রভাত-বর্ণনা, শ্রীরাধার শয়নকক্ষে মুখরার প্রবেশাদি

(১৩) প্রাতঃকালে প্রতিদিকে দধিমন্থনের শব্দ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ মুহুর্মুহু বেদধ্বনি করিতেছেন; তাঁহাদের উচ্চ বেদপাঠধ্বনি দোহনকালে ধেনুগণের স্ববৎসাহ্বানে উচ্চ হম্বাধ্বনি পরস্পর ব্যাঘাত পাইয়াই যেন পরস্পর জিগীষা করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর গ্রামে উঠিতেছিল। (১৪) শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বন্দিগণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তি-বিরুদাবলীরূপ সুধাতরঙ্গের উচ্ছ্বাস তুলিলেন, শারী-শুকগণের কল (অব্যক্ত মধুর) ধ্বনি ও কলবিঙ্ক (চটক) ও ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণের কোলাহল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে চলিল। (১৫) ক্রমে ক্রমে ব্রজবাসিগণ জাগরিত হইয়া শয্যার উপরে উপবেশন-

নপ্ত্রী-মুখাম্বুজ-বিলোকন-জীবিতায়াং
তত্রোপসৃত্য সহসা মুখরাভিধায়াম্।
বাৎসল্যরত্নপটলী-ভৃতপেটিকায়াং
রাধে ! ক্ব পুত্রি ! ভবসীতি সমাহ্বয়ন্ত্যাম্ ॥ ১৬ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।১৩)

স্বভাব-কুটিলাপ্যাত্ম-সুতসম্পত্তি-কাঙ্ক্ষয়া।
ব্যাকুলা জটিলা গত্বা নিকটং তামথাব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥

(গোবি০ ২।৪৩)

সূনোঃ প্রজায়ুর্ধনবৃদ্ধয়েঽসৌ, ত্বয়া স্নুষা জ্ঞে ! নিয়তং নিযোজ্যা।
সুমঙ্গল-স্নান-বিভূষণাদৌ, গোকোটিহেতোস্তপনার্চনায় ॥ ১৮ ॥

(গোবি০ ২।৪৪)

আজ্ঞানবজ্ঞা নিজগোষ্ঠরাজ্ঞ্যাঃ, কার্য্যানভিজ্ঞোক্তিষু তেঽপ্যবজ্ঞা।
ইত্যাদিশত্যন্বহমর্থবিজ্ঞা, বিজ্ঞাপিতা মে কিল পৌর্ণমাসী ॥ ১৯ ॥

(গোবি০ ২।৪৫)

পূর্বক দিবসের কর্তব্যবিষয় ভাবিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণদর্শনোৎসবে সতৃষ্ণমনা পুরন্ধ্রীবর্গও নন্দগৃহে গমনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িলেন। (১৬) এমন সময়ে দৌহিত্রী শ্রীরাধার মুখাবলোকনই যাঁহার জীবাতু, এবং যিনি বাৎসল্য-রত্নাবলীপূর্ণ পেটিকাস্বরূপা—সেই মুখরা শ্রীরাধার মন্দিরে আগমন করত 'হে রাধে! হে পুত্রি! কোথায় আছ হে!' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। (১৭) স্বভাবতঃ কুটিলা হইলেও জটিলা তখন স্বীয় পুত্রের ঐশ্বর্য্যাশায় ব্যাকুলা হইয়া সমাগতা মুখরাকে বলিলেন—(১৮) "হে পণ্ডিতে! তোমার পুত্রের প্রজা, আয়ুঃ, ধনাদিবৃদ্ধির এবং কোটিগাভী প্রাপ্তির জন্য তোমার পুত্রবধূকে মাঙ্গল্যস্নান ও সর্বালঙ্কার-ভূষিতা করাইয়া সূর্যপূজায়

তস্মাত্ত্বমার্য্যে স্বাং নপ্‌ত্রীং সর্বমঙ্গল-মণ্ডিতাম্ ।
বিধেহি সর্বসম্পত্তির্যথা সূনোর্ভবেন্মম ॥ ২০ ॥

(গোবি০ ২।৪৬)

বধূমথাভাষত পুত্রি ! তল্পা,-দুত্তিষ্ঠ তূর্ণং কুরু বাস্তুপূজাম্ ।
ত্বং মঙ্গলস্নানবিধিং বিধায়, পূজোপহারং সবিতুর্বিধেহি ॥ ২১ ॥

(গোবি০ ২।৪৭)

প্রভাতমায়াতমহো তথাপি, নিদ্রাতি নপ্‌ত্রীতি মুহুর্বদন্তী ।
স্নেহদ্রুতাঙ্গী মুখরা প্রবিশ্য, শয্যালয়ং তামবদত্তদেদম্ ॥ ২২ ॥

(গোবি০ ২।৪৮)

উত্তিষ্ঠ বৎসে শয়নাৎ প্রমুগ্ধে, ব্যস্মারি বারোঽদ্য রবেস্ত্বয়া কিম্ ?
স্নাত্বা প্রভাতার্ঘ্যবিধানমস্মৈ, পূজোপহারং রচয়াস্ত চাশু ॥ ২৩ ॥

(গোবি০ ২।৪৯)

নিযুক্ত কর। (১৯) তুমি নিজ গোষ্ঠেশ্বরী শ্রীযশোদার আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিও না, কিন্তু অন্যান্য মুর্খের বাক্যে অনাদর করিও"—সর্বজ্ঞা পৌর্ণমাসী আমাকে প্রত্যহ এই আদেশই করিয়া থাকেন। (২০) অতএব হে আর্য্যে মুখরে! আমার পুত্রের সর্বসম্পত্তি-লাভার্থ তোমার দৌহিত্রীকে সর্বমঙ্গলে ভূষিতা কর। (২১) অনন্তর জটিলা পুত্রবধূকে বলিলেন— 'হে পুত্রি! শীঘ্রই শয্যাত্যাগ করত বাস্তুপূজা কর এবং মাঙ্গলিক স্নান-পূর্বক সূর্য্যপূজার আয়োজন কর।' (২২) 'কি আশ্চর্য্য! প্রভাত হইয়া গেল! তথাপি নপ্‌ত্রী নিদ্রা যাইতেছে!'—এই বাক্য বারংবার বলিয়া স্নেহসিক্তমনে শ্রীরাধার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মুখরা কহি লেন— (২৩) "বৎসে! শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর! হে প্রমুগ্ধে! অদ্য যে রবিবার, তাহাও কি ভুলিয়াছ? স্নান করিয়া সূর্য্যদেবের প্রাভাতিক অর্ঘ্য

তদ্বচঃপ্রতিবুদ্ধাথ বিশাখোত্থায় সালসা।
সখি ! তূর্ণং সমুত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠেতি প্রাহ সত্বরা ॥ ২৪ ॥
(গোবি০ ২।৫০)

তাসাং বচোভিঃ শয়নেঽথ মুগ্ধা, মুহুঃ প্রজাগর্য্য পুনর্নিদদ্রৌ।
বিচালিতা বীচিচয়ৈস্তড়াগে, সা রাজহংসীব রতালসাঙ্গী ॥ ২৫ ॥
(গোবি০ ২।৫১)

তদৈবাবসরাভিজ্ঞা জগ্রাহ রতিমঞ্জরী।
সখী বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ শ্রীমচ্চরণ-পঙ্কজম্ ॥ ২৬ ॥
(গোবি০ ২।৫২)

ইত্থমিয়ং বহুভিঃ কৃতবোধা, স্বাচ্ছয়নাদুদতিষ্ঠদনল্পাৎ।
তামথ বীক্ষ্য সুপীত-পটাঙ্গীং, শঙ্কিতহৃন্মুখরেদমুবাচ ॥ ২৭ ॥
(গোবি০ ২।৫৩)

দান করত সত্বর তাঁহার পূজার আয়োজন কর।" (২৪) অনন্তর বিশাখা জরতীর ঐ বাক্য-শ্রবণে জাগরিতা হইলেন, যদিও তিনি অলসাঙ্গীই ছিলেন, তথাপি সত্বর উঠিয়া শ্রীমতীকে বলিলেন—'সখি ! শীঘ্র উঠ, শীঘ্র উঠ।'

শ্রীরাধার নিদ্রাভঙ্গ ও পীতবসন-বৃত্তান্ত

(২৫) তরঙ্গরাজি-ব্যাকুল সরোবরে বিচালিত রাজহংসীর ন্যায় মুগ্ধা রাধাও জটিলা, মুখরা ও বিশাখার বাক্যে শয্যোপরি বারংবার জাগরিতা হইয়াও সুরতশ্রমে অলসাঙ্গ হইয়া পুনঃ নিদ্রিতা হইলেন। (২৬) তখন সময়াভিজ্ঞা রতিমঞ্জরী সখী বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার শ্রীচরণ ধরিলেন। (২৭) এইরূপে সখীগণকর্তৃক প্রবোধিত হইয়া শ্রীরাধা বহুমূল্য স্বশয্যা ত্যাগ করিলেন, মুখরা তাঁহাকে পীতবসনে আবৃতাঙ্গী দেখিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে

দ্রুতকনক-সবর্ণং সায়মেতন্মুরারে-
র্বসনমুরসি দৃষ্টং যৎ সখী তে বিভর্ত্তি।
কিমিদময়ি বিশাখে! হা প্রমাদঃ প্রমাদো
ব্যবসিতমিদমস্যাঃ পশ্য শুদ্ধান্বয়ায়াঃ ॥ ২৮ ॥

(গোবি০ ২।৫৪)

তদ্বচশ্চকিতধীর্হৃদি সখ্যা, বীক্ষ্য পীতবসনং চলদৃষ্ট্যা।
হা কিমেতদিতি তাঞ্চ দিশন্তী, দ্রাগুবাচ জরতীঞ্চ বিশাখা ॥২৯॥

(গোবি০ ২।৫৫)

স্বভাবান্ধে! জালান্তরগত-বিভাতোদিত-রবি-
চ্ছটাজাল-স্পর্শোচ্ছলিত-কনকাঙ্গদ্যুতিভরৈঃ।
বয়স্যায়াঃ শ্যামং বসনমপি পীতীকৃতমিদং
কুতো মুগ্ধে শঙ্কাং জরতি কুরুষে শুদ্ধমতিষু ॥ ৩০ ॥

(গোবি০ ২।৫৬)

বলিতে লাগিলেন—(২৮) 'অয়ি বিশাখে! গতকল্য সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে যে উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ পীতবস্ত্র দেখিয়াছিলাম, তাহাই ত তোমার সখী অদ্য ধারণ করিয়াছে!! হায়! কি প্রমাদ! কি প্রমাদ! অকলঙ্ক-কুলোৎপন্নার এই কি ব্যবহার দেখ দেখি!!' (২৯) মুখরার এই বাক্যে চমকিতমতি বিশাখা চঞ্চলদৃষ্টিতে শ্রীরাধার বক্ষে পীতোত্তরীয় দেখিয়া 'হায়! এ কি ব্যাপার' বলিয়া শীঘ্রই মুখরাকে বলিলেন—(৩০) "হে মুগ্ধে! স্বভাবান্ধে! তুমি কি দেখিতেছ না যে, গবাক্ষরন্ধ্রে গৃহমধ্যগত প্রভাতোদিত সূর্য্যকিরণসমূহের স্পর্শে উচ্ছলিত স্বর্ণবর্ণা শ্রীরাধার অঙ্গ-কান্তিভরে সখীর নীলবসনও পীতাম্বররূপে দেখাইতেছে! অতএব হে বৃদ্ধে! বিশুদ্ধ-

ললিতা-প্রমুখাস্তাবৎ সখ্যস্তাঃ স্বস্বগেহতঃ।
আজগ্মুস্ত্বরিতাঃ সখ্যাঃ প্রস্খলদ্গতয়োঽন্তিকম্ ॥ ৩১ ॥
(গোবি০ ২।৫৭)

তাসাং বাক্যৈর্গতায়াস্তু কৃতবঞ্চন-সঞ্চয়ৈঃ।
মুখরায়াং ততোঽন্যাসু দ্রষ্টুকামাসু তত্র তাম্ ॥ ৩২ ॥

একৈকশোঽথ মিলিতাসু সখীষু সর্বা-
স্বন্যোন্যহাস-পরিহাস-পরাসু তাসু।
সুশ্লিষ্টমণ্ডলতয়ৈব কৃতোপবেশা-
স্বারূঢ়-রত্নমণিহেম-চতুষ্কিকাসু ॥ ৩৩ ॥
[যুগ্মকম্] (কৃ০ ভা০ ৩।১৭)

শ্রীরাধিকা-মিলনমেব সমস্তহর্ষ-
শস্যৈকবর্ষমিতি যদ্ধৃদি নিশ্চিকায়।
তৎ শ্যামলৈত্য সময়া সময়াভিবিজ্ঞা
শ্লিষ্টা তয়া সুষময়েব তদাস তত্র ॥ ৩৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩।১৮)

মতি শ্রীরাধার প্রতি অকারণ আশঙ্কা করিতেছ কেন ?" (৩১) তখন ললিতাদি সখীগণ স্বস্বগৃহ হইতে প্রস্খলিতচরণে অবিলম্বে শ্রীরাধার নিকটে আগমন করিলেন।

শ্যামলা-সখীর আগমন ও রসোদ্গার

(৩২-৩৩) বিশাখাদি সখীগণের ঐ বঞ্চনাময় বাক্য-শ্রবণে মুখরা চলিয়া গেলেন। তার পর শ্রীরাধার দর্শনাশায় সেইস্থলে অন্যান্য সখীগণও একে একে মিলিত হইয়া তাঁহারা সকলেই শ্রীরাধার সহিত হাস-পরিহাসে নিমগ্ন হইলেন এবং শ্রীরাধাকর্ত্তৃক আরূঢ় রত্নমণি-স্বর্ণখচিত চতুষ্কিকার (বেদির) উপরিভাগে মণ্ডলীবন্ধনে উপবেশন করিলেন। (৩৪) এমন

শ্যামে ! ত্বমেবমধুনৈব বিচিন্ত্যমানা
মন্নেত্রবর্ত্ম গমিতা বিধিনা যথৈব ।
তদ্বৎ স তর্ষ-বিটপী ফলয়িষ্যতে চে-
দদ্যৈব তর্হি গণয়াম্যপি সুপ্রভাতম্ ॥ ৩৫ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।১৯)

হন্তৈষ সন্ততমতীব সমেধমানঃ
শশ্বৎ সখীভিরপি সুন্দরি ! সিচ্যমানঃ ।
নাদ্যাপি যৎ ফলমধাদয়ি ! কোঽত্র হেতু-
র্হা তৎ কদাতিরভসাদবলোকয়িষ্যে ॥ ৩৬ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।২০)

সময়ে সময়াভিজ্ঞা শ্যামলা আসিয়া শ্রীরাধাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া তাঁহার নিকটে বসিলেন, মনে হয় যেন স্বয়ং সুষমাই শ্যামলাকে বেষ্টন করিয়াছে ! শ্যামলা স্বয়ং যূথেশ্বরী হইলেও যে শ্রীরাধানিকটে আগমন করিয়াছেন, তাহার কারণ এই—শ্রীকৃষ্ণ-সহ শ্রীরাধার বিলাসকাহিনী শ্রবণ করিয়া তিনি স্বসঙ্গসুখ হইতেও অধিকতর আনন্দ পান এবং ইহাই তাঁহার জীবাতু বলিয়া তিনি বিনিশ্চয় করিয়াছেন । (৩৫) পরে শ্রীরাধা অনুরাগ-ভরে শ্রীকৃষ্ণ-সহ রজনীবিলাস বিস্মৃত হইয়া কহিলেন—'শ্যামলে ! এখনই তোমাকে ভাবিতেছিলাম, সখি হে ! তুমি যেমন বিধির আনুকূল্যে আমার নেত্রগোচর হইলে, ঠিক তেমনই ভাবে যদি আমার সেই তৃষ্ণা-তরুও ফলিত হয়, তবে আজি সুপ্রভাতই গণনা করিব !! (৩৬) হে সুন্দরি শ্যামে ! আমার এই তৃষ্ণাবৃক্ষ নিরন্তর অতিবৃদ্ধি পাইতেছে এবং সখীগণও তাহাতে সতত সিঞ্চন করিতেছে ! তথাপি তাহাতে ফল ফলিল না ; ইহার হেতু কি হে ? হায় ! কবে আমি মহানন্দে ইহার ফল দেখিব ?"

রাধে ! স তে ন ফলিতো যদি তৎ ফলিষ্য-
ত্যাশ্চর্য্যমস্য ফলমপ্যলসাঙ্গি ! বুদ্ধ্যে ।
আস্বাদ্যমানমপি সৌরভ-মাদিতালি
প্রত্যায়য়ত্যনন্তভূতমিব স্বমুচ্চৈঃ ॥ ৩৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩।২১)

পক্ষ্মাবলী বত যদীয়রসেন শোণে-
নারঞ্জি কঞ্জমুখি ! তন্ন তদপ্যপশ্যঃ ।
যৎস্বাদন-ব্যতিকরাদধরো ব্রণিত্ব-
মাগাত্তথাপি তদহো ! ন কদাপ্যভুঙ্ক্থাঃ ॥ ৩৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩।২২)

শ্যামে ! ত্বমপ্যলমলক্ষিত-মন্নিতান্ত-
স্বান্তব্রণা হসসি মাং যদতো ব্রবীমি ।
বিদ্যুদ্‌বিহন্তি তিমিরং নিশি যদ্ দৃশোস্তৎ
সদ্যঃ পুনর্দ্বিগুণয়েদিতি ভোঃ প্রতীহি ॥ ৩৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩।২৩)

---

(৩৭) শ্যামলা এই বাক্যমর্ম অবগত হইয়া ভঙ্গীক্রমে শ্রীকৃষ্ণ-সহ সম্ভোগ-ব্যঞ্জক প্রত্যুত্তর বলিতেছেন—"হে রাধে ! তোমার তৃষ্ণাবিটপী যদি ফলিত না হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই ফলিত হইবে ; কিন্তু হে অলসাঙ্গি ! এই তরুর ফল যে আশ্চর্য্যকর, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি ! যাহার সৌরভে অলি (ভ্রমর) বা আলি (সখী) মত্ত হয়, যাহা আস্বাদ্যমান হইয়াও অননুভূতের ন্যায় আপনাকে সতত অনুভব করাইয়া থাকে ; (৩৮) যাহার অরুণবর্ণ রসে তোমার পক্ষ্মাবলি (চক্ষুরোমসমূহ) অরুণিত হইয়াছে, সেই ফল যে তোমার নয়নগোচর হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য !! হে কঞ্জমুখি ! যে ফল পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করিয়া তোমার অধরে ব্রণ হইয়াছে ; অহো সেই ফল তুমি যে কখনও আস্বাদন কর নাই—ইহা অধিকতর আশ্চর্য্য !!!

রাধে ! কলানিধিরয়ং বিধিনোপনীত-
স্ত্বাং সন্ততামৃতময়ৈরধিনোৎ করাগ্রৈঃ।
যত্তৎকলাঃ স্বয়মহো কুচয়োর্বিভর্ষি
বিদ্যুন্নিভত্ব-পরিবাদমথাপি দৎসে ॥ ৪০ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।২৪)

শ্যামে ! স মে সখি ! দদৌ ন কলঙ্কমেব
সত্যং কলানিধিরসাবিতি বঃ প্রতীতঃ।
দত্তে কদাপি মম দৃষ্টি-চকোরিকা যৈ-
র্জ্যোৎস্না-কণং যদপি তন্ন পুনর্নিকামম্ ॥ ৪১ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।২৫)

---

(৩৯) এই কথা শ্রবণে শ্রীরাধা কহিলেন—'সখি ! শ্যামে ! তুমি আমার হৃদয়বেদনা না জানিয়া পরিহাস করিতেছ ; সুতরাং তোমাকে বলিতে হইল—যেমন মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রিতে একবারমাত্র বিদ্যুৎ চমকাইয়া সদ্যই আবার সেই অন্ধকারকে দ্বিগুণিত করে, তদ্রূপ এজন্মের মধ্যে এক ক্ষণার্দ্ধমাত্র শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গসঙ্গ দান করিয়া পুনরায় অদর্শনে দ্বিগুণিত বিরহ-জ্বালা সমর্পণ করিয়াছে। (৪০) শ্যামলা—সখি ! তুমি যাহাকে বিদ্যুৎ-সদৃশ বলিয়া পরিবাদ দিতেছ, সেই কলানিধি (চন্দ্র, পক্ষে কৃষ্ণ) বিধাতা-কর্ত্তৃক তোমার সমীপে উপস্থাপিত হইয়া নিরন্তর অমৃতময় করাগ্র (কিরণ-শ্রেষ্ঠ, পক্ষে নখর)-সম্পাতে সুখী করিতেছে ; অহো ! তদীয় কলা তোমার কুচদ্বয়ে এই বিদ্যমান আছে !! (৪১) শ্রীরাধা—সখি শ্যামে ! তোমাদের নিকট যিনি সত্যই 'কলানিধি-রূপে প্রতীত হইতেছেন, তিনি আমাকে স্বীয় কলাদানের পরিবর্ত্তে কলঙ্কই দান করিয়াছেন। তিনি যদি কখনও আমার দৃষ্টিচকোরিকাকে স্বীয়কৌমুদীকণা দানও করেন, তাহা কিন্তু

রাধে ! স্ফুটং বদ ভবন্মুখ-পঙ্কজোত্থ-
নক্তন্তনেহিত-সুধা-দ্যুধুনী বিধূয়।
তাপং নিমজ্জয়তু মাং স্বমনু প্রভাতে
কৃত্যান্তরং মম কথং তদৃতে সুসিধ্যেৎ ॥ ৪২ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।২৬)

শ্যামেঽধিকুঞ্জনিলয়ং নবনীলকান্তি-
ধারা যদা স্নপয়িতুং নিশি মাং প্রবৃত্তা।
তর্হ্যেব পঞ্চশর-সঞ্চয়-নাট্যরঙ্গ-
ভূমিঞ্চ কেন চ কাঞ্চন যাপিতাঽঽসম্ ॥ ৪৩ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।২৭)

পর্য্যাপ্ত ত নহেই, তাহাতে সর্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান দূরে থাকুক, কেবল নয়নেরও সম্পূর্ণসুখপ্রদ হয় না !! (৪২) শ্যামলা—হে সখি ! অবহিত্থা পরিত্যাগ করত স্পষ্ট করিয়া বল দেখি—তোমার মুখকমল হইতে প্রাদুর্ভূতা নৈশবিলাসরূপা সুধাময়ী গঙ্গায় অবগাহন না করিলে আমার কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না ; হে সখি ! তুমি ত জান যে সদাচারব্যক্তিরা প্রাতঃস্নান না করিয়া কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ তোমার মুখে রজনীবিলাস না শুনিলে আমার সব কার্য্য পণ্ড হইয়া যাইবে। (৪৩) এইরূপে শ্যামলা বিহারবার্ত্তা শুনিতে সমুৎসুক হইলে শ্রীরাধা অনুরাগ-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যুৎসাদৃশ্য প্রতিপাদন পূর্বক বলিলেন—"হে শ্যামলে ! নিকুঞ্জমন্দিরে নবনীলকান্তিধারা আমাকে যখন স্নান করাইতেছিল, তখন কে যেন আমাকে শত সহস্র পঞ্চশরের অনির্বচনীয় নাট্যরঙ্গ-ভূমিমধ্যে লইয়া গেল অর্থাৎ সেইসময় নখশিখা অবধি কন্দর্পবাণে জর্জ্জরিত হইয়া

বদন্তীত্থং মূর্চ্ছাং পরমপরমানন্দ-জনিকাং
গতা সেয়ং সদ্যঃ স্মৃতি-বিধুরতা-পদ্ধতিমগাৎ।
কদাযাতা শ্যামে পুনরিতি হি পৃষ্টাহমধুনা-
গতেত্যুক্ত্বাপৃচ্ছৎ পরিকলিতবোধাং সপদি তাম্ ॥৪৪॥

অলস-বলিতমঙ্গং স্বাবসাদং ব্যনক্তি
গ্লপিতমিব মৃণালী-কন্দলং দোর্দ্বয়ং তে।
দশনবসনমেতন্নীরসং গণ্ডপালী
লুলিত-ললিতপত্রা প্রক্রমঃ কস্তবৈষঃ ॥ ৪৫ ॥
(আ০ ১১।২১৭)

অভিনব-লতিকেব বাত-রুগ্না, নবনলিনীব মতঙ্গজেন ভুগ্না।
মৃদুতর-নবমালিকেব ধূতা, মদ-মধুপেন বিলক্ষ্যসে ত্বমদ্য ॥ ৪৬ ॥
(আ০ ১১।২১৮)

আমি ব্যাকুলা হইয়াছিলাম। (৪৪) এই কথা বলিতে বলিতেই শ্রীরাধা পরমানন্দজনক মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সমস্তবিষয় বিস্মৃত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে চৈতন্যলাভ করত শ্যামলাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন— 'শ্যামে! তুমি কখন আসিয়াছ?' শ্যামলা—'আমি এখনই আসিয়াছি।' বলিয়া শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—(৪৫) 'সখি! তোমার অলসাঙ্গ অবসাদ ব্যক্ত করিতেছে, বাহুদ্বয় মলিন নব-মৃণালাঙ্কুরবৎ প্রতিভাত হইতেছে, তোমার ওষ্ঠাধর রাগশূন্য এবং গণ্ডদেশ সুন্দর-পত্রভঙ্গ-বিহীন হইয়াছে; তোমার ব্যাপার কি? (৪৬) 'অদ্য তোমাকে বাত্যা-পীড়িত নবলতিকার ন্যায়, করিবরবিমর্দিত নবনলিনীর ন্যায় এবং মদমত্ত-মধুকর-চালিত সুকোমল নবমালিকার তুল্য দেখা যাইতেছে [অর্থাৎ অঙ্গ-বিন্যাসের অস্তব্যস্ততা ও মালিন্য, অধর ও কুচাচিতে দশন-নখরক্ষতাদি এবং

অপি চিরমভিলষ্যমাণ এবং
প্রণয়িনি কোঽপি সুদুর্লভো হি লব্ধঃ।
অথ কথমিয়মন্যথাঽস্মদাদেঃ
ফলিতবতী সখি! ভাগ্যকল্পবল্লী ॥ ৪৭ ॥

(আ০ ১১।২১৯)

ইতি সপ্রণয়বাচা সাদরং পৃচ্ছ্যমানা
পটবৃত-মুখচন্দ্রা স্বচ্ছচিত্তা বতাসৌ।
মুদমথ জনয়ন্তী পার্শ্বগানাং সখীনা-
মবনি-নিহিত-দৃষ্টিঃ সস্মিতং প্রত্যুবাচ ॥ ৪৮ ॥

ক্বাহং স্থিতা ক্ব চলিতা ক্ব চ বা স পন্থা
নীতাস্মি কেন নলিনাক্ষি তদীয়-পার্শ্বম্।
কিংবা বভূব ময়ি তত্র সমেতবত্যাং
জানাম্যহং যদি তদা ভবতী ন বেত্তি ॥ ৪৯ ॥

(আ০ ১১।২২১)

নিজনায়ক-কৃত বিবিধ সম্ভোগ-কৌতুক সূচিত হইতেছে !!] (৪৭) 'হে সুন্দরি! তুমি তোমার চিরবাঞ্ছনীয় প্রিয়তমের নিকটে নিশ্চয়ই কোনও সুদুর্লভ বস্তু পাইয়াছ হে! সখি! অন্যথা কিরূপে আমাদের এই ভাগ্যলতিকা ফলবতী হইল? তাহা বল।" (৪৮) শ্যামলা-কর্তৃক এই প্রকার সাদর সপ্রণয়বাক্যে জিজ্ঞাসিত হইয়া সরলচিত্তা শ্রীরাধা বসনে মুখচন্দ্র আবৃত করিলেন; অনন্তর ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পার্শ্বস্থিত সখীমণ্ডলীর আনন্দ উৎপাদন করত মৃদুমধুরহাস্যে বলিতে লাগিলেন— (৪৯) 'হে পদ্মনয়নে! আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় চলিয়াছিলাম, কোন্

ব্যাপারো মনসশ্চ যত্র ন গতঃ সম্ভাবনাভাবতো
যৎস্বপ্নঃ কিমথেন্দ্রজালমথবা ভ্রান্তিঃ সুদীর্ঘৈব মে।
তৎ কিং হ্লাদি কিমার্ত্তিদং কিমুভয়ং কিংবা ন তন্নাপি ত-
চ্চেতোবিদ্রুতি-কারকং চ মনসো মূর্চ্ছাকরঞ্চাভবৎ ॥ ৫০ ॥

(আ০ ১১।২২২)

অথ শ্যামাহ—

কেলীকলাধ্যয়ন-কৌশলমেকদৈব
ন স্যাদতঃ কিমপি নো ভবতী বিবেদ।
ভূয়স্ততঃ সখি ! বিলাসগুরোঃ সকাশাদ্-
যত্নাদধীষ্ব যদি বিজ্ঞতমাসি ভূষ্ণুঃ ॥ ৫১ ॥

(আ০ ১১।২২৪)

পথে তাঁহার পার্শ্বে গিয়াছিলাম, সেই পথই বা কোথায়, আমি তথায় উপস্থিত হইলে কি হইয়াছিল—ইত্যাদি ব্যাপার যদি আমিই জানি, তবে তুমি কি তাহা জান নাই অর্থাৎ তোমার মন্ত্রণাব্যতীত আমার কোনও ব্যাপারই ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। (৫০) 'যেখানে মনের ব্যাপার গমন করে নাই, ভাবের সম্ভাবনা নাই, তাহা কি স্বপ্ন, না ইন্দ্রজাল অথবা আমার সুদীর্ঘ ভ্রান্তি—তাহা আনন্দজনক, কি আর্ত্তিপ্রদ অথবা উভয়ই, কিংবা উভয়ই নহে (আনন্দজনকও নহে, আর্ত্তিপ্রদও নহে) এসকল আমি কিছুই বলিতে পারি না। উহা যে চিত্তদ্রবকারী ও মনের মোহনকর—কেবলমাত্র ইহাই আমার অনুভব হইয়াছে।" (৫১) এই কথা শুনিয়া শ্যামলা কহিলেন—'একই সময়ে কেলিকলা ও অধ্যয়ন-কৌশল হইতে পারে না, সুতরাং তুমি কিছুই জান না। হে সখি ! তুমি যদি বিজ্ঞতমা হইতে চাও, তবে সেই বিলাস-গুরুর নিকট হইতে পুনরায় যত্নপূর্বক

ততঃ শ্রীরাধিকা প্রাহ—

মাতঃ পরং সুমুখি ! যামি তদীয়-পার্শ্বং
দূরাদসৌ নয়নবর্ত্ম-নিবর্ত্তনীয়ঃ ।
অধ্যেতু নাম ভবতী তত এব তন্ত্রে
পাণ্ডিত্যমেব মনসো রসদং মম স্যাৎ ॥ ৫২ ॥

(আ০ ১১।২২৬)

ভ্রাজন্তে বরদন্তি ! মৌক্তিকগণা যস্যোল্লিখদ্ভির্নখৈঃ
ক্ষিপ্তাঃ পুষ্করমালয়াবৃতরুচঃ কুঞ্জেষু কুঞ্জেষমী ।
শৌটীর্য্যাব্ধিরুরোজপঞ্জরতটে সংবেশয়ন্ত্যা কথং
স শ্রীমান্ হরিণেক্ষণে ! হরিরভূন্নেত্রেণ বদ্ধস্ত্বয়া ? ৫৩॥

(উ০ উদ্ধী০ ২০)

কেলিকলা অধ্যয়ন কর।' (৫২) ইহা শুনিয়া শ্রীরাধিকা কহিলেন—'হে সুমুখি ! অতঃপর আমি আর তাঁহার পার্শ্বে যাইব না, তাঁহাকে নয়ন-পথের দূরে রাখিব (অর্থাৎ দূর হইতেও তাঁহাকে দেখিব না)। তুমি মেধাবিনী, তুমিই তাঁহার নিকট হইতে বিলাসকলা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি-পূর্বক অভ্যাস কর। তোমার পাণ্ডিত্য আমার আনন্দদায়ক হইবে। (৫৩) শ্যামলা কহিলেন—'হে শোভনদশনে ! যাঁহার নখরাঘাতে কামিনী-গণের কুচস্থিত প্রশস্তমৌক্তিকমালা তদীয় পদ্মমালায় আবৃতকান্তি হইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে শোভা বিস্তার করিতেছে—যিনি স্বয়ং শৌটীর্য্যাব্ধি অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসবীর্য্য-সমুদ্র, হে হরিণেক্ষণে ! তাঁহাকে তুমি স্তনতটে শয়ন করাইলে সেই শ্রীমান্ হরি তোমার নেত্রদ্বারা কিপ্রকারে বদ্ধ হইলেন ?'*

---

* পক্ষান্তরে—হে হরিণেক্ষণে ! যে সিংহের খরনখরাঘাতে করিকুম্ভ বিদীর্ণ হওয়াতে প্রশস্ত গজমুক্তাসমূহ তদীয় পুষ্করমালায় (করিশুণ্ডাগ্রদ্বারা) হতপ্রভ হইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে পড়িয়া শোভা পাইতেছে—এবং যে পরাক্রমে সমুদ্রতুল্য, তুমি তাহাকে স্তনতটে বন্ধন করিতে ইচ্ছা করাতেই কিপ্রকারে সেই সিংহ তোমার নেত্র (মন্থনরজ্জু) দ্বারাই বদ্ধ হইল ?

কোঽয়ং কৃষ্ণ ইতি ব্যুদস্যতি ধৃতিং যস্তন্বি কর্ণং বিশন্
রাগান্ধে ! কিমিদং সদৈব ভবতী তস্যোরসি ক্রীড়তি
হাস্যং মা কুরু মোহিতে ! ত্বমধুনা ন্যস্তাস্য হস্তে ময়া
সত্যং সত্যমসৌ দৃগঙ্গনমগাদদ্যৈব বিদ্যুন্নিভঃ ॥ ৫৪ ॥

(উ০ স্থায়ি০ ১৪৮)

লজ্জাভরক্রান্ততয়াতিতূষ্ণীং, স্থিতা বয়স্যা প্রিয়কেলিবার্ত্তাম্ ।
শ্রোতুং গৃহীত্বা চিবুকং তদা সা, হ্যত্যাগ্রহীদালীমথ প্রবক্তুম্ ॥৫৫॥

প্রিয়সখি ! মম বৃত্তং পৃচ্ছ মা ভাগ্যমীদৃক্
ক্ব নু মম কথয়েয়ং ত্বয্যহং তান্ বিলাসান্ ।
ধৃতবতি করমেব শ্যামলে ক্বাস কাহং
কিমিব চকর কোঽসৌ কিং ব্যধান্ন স্মরামি ॥ ৫৬ ॥

(বৃন্দা০ ৫।৯৮)

---

(৫৪) শ্রীরাধা বলিলেন—"হে কৃশাঙ্গি ! যাঁহার 'কৃষ্ণ' এই দুইটী অক্ষর-মাত্রই নাম, যিনি কর্ণপদবী প্রবেশমাত্রই ধৈর্য্য-বিলোপ করিয়াছেন—ইনি কে ?" শ্যামলা বলিলেন—'হে রাগান্ধে ! এ কি বলিতেছ ? তুমি সততই ত তাঁহার বক্ষঃস্থলে ক্রীড়া করিয়া থাক !' শ্রীরাধা—'সখি ! হাস্য করিও না।' শ্যামলা—'হে মোহিতে ! এক্ষণই যে আমাকর্ত্তৃক তাঁহার হস্তে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছিলে !' শ্রীরাধা—'সত্যই বটে' কিন্তু আমার মনে হইতেছে যেন জন্মমধ্যে বিদ্যুৎসদৃশ প্রাণেশ্বর অদ্যই আমার নয়ন-প্রাঙ্গণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন !!' (৫৫) বয়স্যা শ্রীরাধা তখন প্রিয়সঙ্গস্মরণে লজ্জাভরে নীরব হইয়া রহিলেন। প্রিয়কেলিবার্ত্তা শ্রবণ করিবার জন্য শ্যামলা তখন শ্রীরাধার চিবুক ধারণ করিয়া উহা বলিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। (৫৬) শ্রীরাধা বলিলেন—"হে প্রিয়সখি ! আমার কথা আর

বেণীং গুম্ফতি দিব্যপুষ্প-নিচয়ৈঃ সীমন্ত-সীমন্যহো
সিন্দূরং নিদধাতি কজ্জলময়ীং নির্মাতি রেখাং দৃশোঃ।
দিব্যং বাসয়তে দুকূলমসকৃত্তাম্বূলমপ্যাশয়ে-
দিত্থম্ভূতরতিঃ সখা তব ন মাং তল্পে নিধত্তেঽঙ্কতঃ ॥ ৫৭ ॥

(বৃন্দা০ ৫।৯৯)

নিত্যং মন্মুখ-সম্মুখং মুখবিধুং ধত্তেঽনিমিষেক্ষণো
নিত্যং মন্মুখমেব পশ্যতি ময়ৈবাজস্রগোষ্ঠীপরঃ।
আধায়ৈব শয়ীত মাং হৃদি ময়ৈবাবর্ত্তয়েৎ পার্শ্বকং
সখ্যুস্তে সখি ! সর্বনাগরমণেঃ প্রীতিঃ কথং বর্ণ্যতাম্ ?৫৮॥

(বৃন্দা০ ৫।৯৭)

জিজ্ঞাসা করিও না, হায় ! আমার ভাগ্যই এতাদৃশ ! হায় ! আমি কোথায় বা তোমাকে আমার অনন্ত বিলাসাদির কথা বলিতে পারিব ? শ্যামসুন্দর কেবলমাত্র আমার কর ধারণ করিলেই আমি কোথায় ছিলাম, আমি কে বা ঐ কর কিসের তুল্য বা কি করিল—আমার কিছুই স্মরণ নাই ! (৫৭) অহো ! তোমার সখা দিব্যপুষ্পমালায় আমার বেণীগুম্ফন করেন; সীমন্তদেশে সিন্দূরবিন্দু অর্পণ করেন, নয়নযুগে কজ্জলময় রেখাঙ্কন করেন, দিব্য দিব্য বসন পরিধান করান, পুনঃ পুনঃ তাম্বূলও ভোজন করান—এবম্বিধ রতি-পরায়ণ হইয়া তিনি আমাকে ক্রোড় হইতে আর শয্যায় স্থাপন করেন না। (৫৮) নিত্য আমার মুখসম্মুখে তিনি স্বীয় মুখচন্দ্র স্থাপন করেন, নির্নিমেষলোচনে আমার মুখই দর্শন করিতে থাকেন, নিত্য আমার সহিতই কেবল অনন্ত ইষ্টগোষ্ঠী করেন—আমাকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়াই তিনি শয়ন করেন ! হায় সখি ! নাগরচূড়ামণি তোমার সখার প্রীতি

বিলাস-চেষ্টা সখি ! কেশিনাশিনো
হলাহলাভা প্রদহন্তি মে মনঃ।
কৃন্তন্তি মর্মাণি গুণা ঘুণা ইব
প্রেমা বিকারী হৃদি হৃদ্‌ব্রণো যথা ॥ ৫৯ ॥
(অ০ ৩।২১)

নো বিদ্মঃ কিমু গৌরবং গুরুকুলে কৌলীন্যরক্ষাবিধৌ
ন শ্রদ্ধা কিমু দুর্জনোক্তিগরলজ্বালাসু কিং নো ভয়ম্।
উদ্বেগাদনবস্থিতং মম মনঃ কস্যাপি মেঘত্বিষোঃ
যূনঃ শ্রোত্রগতৈর্ঘুণৈরিব গুণৈরন্তঃ কৃতং জর্জরম্ ॥ ৬০ ॥
(অ০ ৫।২০)

রাধে ! যদাস্য-সরসীরুহগন্ধ এব-
মন্ধীকরোতি কুলজাকুলমালি ! দূরাৎ।
তন্মধ্বতীব সুরসং সরসং পিবন্ত্যা-
শ্চিত্তভ্রমস্তব মদাদিতি নৈব চিত্রম্ ॥ ৬১ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩।৩১)

কিপ্রকারে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় ? (৫৯) হে সখি ! কেশবের বিবিধ বিলাসচেষ্টা হলাহলের ন্যায় আমার চিত্তকে দগ্ধ করিতেছে, তদীয় গুণরাশি ঘুণের ন্যায় আমার মর্ম ছেদন করিতেছে ; তাঁহার প্রেম হৃদ্‌ব্রণের ন্যায় আমার হৃদয়ে বিষম বিকার উৎপাদন করিতেছে !! (৬০) গুরুকুলে যে কত গৌরব, তাহা কি জ্ঞাত নহি ? কৌলিন্যরক্ষাকরণে কি আমার শ্রদ্ধা নাই ? দুর্জনের কালকূটময় কটূক্তিতে কি আমার ভয় নাই ? কিন্তু কি করিব ? উদ্বেগাতিরেকে আমার চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইয়াছে এবং সেই নীরদ-কান্তি নবযুবকের গুণরাশি শ্রবণবিবরে প্রবেশ করত ঘুণের ন্যায় অন্তঃকরণ জর্জরিত করিতেছে !!" (৬১) শ্রীরাধিকার বাক্যশ্রবণে শ্যামলা

অত্রান্তরে মধুরিকা মিলিতাথ পৃষ্টা
তাভির্জগাদ মধুরং শৃণুতৈতদাল্যঃ।
কস্মৈচিদেব কৃতয়ে ব্রজরাজ-বেশ্ম
প্রাপ্তাদ্য কৌতুকমহো যত্নষস্যপশ্যম্ ॥ ৬২ ॥

(কৃ0 ভা0 ৩।৩২)

পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্বসিদ্ধি-বিধায়িনী।
কাষায়বসনা গৌরী কাশকেশী দরায়তা।
কৃষ্ণং দ্রষ্টুমনাস্তল্পাদুদতিষ্ঠদ্দ্বিজধ্বনৈঃ ॥ ৬৩ ॥

(কৃষ্ণগণো0 ৬৯)

অথ প্রভাতে কৃতনিত্যকৃত্যা, প্রীত্যাচ্যুতস্যাতিবিহস্তচিত্তা।
প্রেমেন্দুপূর্ণা কিল পৌর্ণমাসী, তূর্ণং ব্রজেন্দ্রালয়মাসসাদ ॥ ৬৪ ॥

(গোবি0 ২।২)

বলিলেন—"সখি! যাঁহার বদনকমলের গন্ধ দূর হইতে কুলাঙ্গনাকুলকে অন্ধ করিয়া থাকে, তুমি সেই বদনকমলের সুরসাল মধু অনুরাগভরে অধিকমাত্রায় পান করিয়াছ, অতএব ইহা তোমার চিত্তভ্রমই বলিতে হইবে, কিন্তু স্বপ্ন বা ইন্দ্রজাল নহে !!"

মধুরিকা-মুখে শ্রীকৃষ্ণের শয্যোত্থানাদি গোদোহনান্তলীলাশ্রবণ

(৬২) ইত্যবসরে মধুরিকা-নাম্নী সখী আসিয়া তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—'হে সখীগণ! অদ্য আমি কোনও কার্য্যসম্পাদন জন্য উষাকালে ব্রজরাজ-গৃহে গিয়া যে কৌতুক দেখিয়াছি—তাহা শ্রবণ কর।' (৬৩) সর্বসিদ্ধি-বিধানকারিণী, রক্তবস্ত্রা, গৌরবর্ণা, কাশপুষ্পতুল্য শুভ্রকেশা, ঈষদ্দীর্ঘ-কলেবরা ভগবতী পৌর্ণমাসী শ্রীকৃষ্ণের দর্শনমানসে পক্ষিগণের শব্দে শয্যাত্যাগ করিলেন।
(৬৪) যাঁহার হৃদয়াকাশে প্রেমরূপ পূর্ণচন্দ্র সদাকাল বিরাজমান, সেই

ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতটে বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং
পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ সুভ্রূঃ।
রজ্জ্বাকর্ষ-শ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ
স্বিন্নং বক্ত্রং কবর-বিগলন্মালতী নির্মমন্থ ॥ ৬৫ ॥
(ভা০ ১০।৯।৩)

রজনি-বিপরিণামে গর্গরীতো গরীয়ান্
দধিমথন-বিনোদাদুদ্ভবন্নেষ নাদঃ।
অমরনগর-কক্ষা চক্রমাক্রম্য সদ্যঃ
স্মরয়তি সুরবৃন্দান্যব্ধিমন্থোৎসবস্য ॥ ৬৬ ॥
(ল০ ২।২)

মন্থানোদ্ধৃত-গব্যবিন্দুনিকর-ব্যাকীর্ণরম্যাঙ্গনং
প্রেমস্নিগ্ধজনান্বিতং বহুবিধৈ রত্নৈর্বিচিত্রান্তরম্।
ক্ষীরোর্ম্ম্যুচ্ছলিতং মুদা হি বিলসচ্ছয্যাপ্রসুপ্তাচ্যুতং
শ্বেতদ্বীপমিবালয়ং ব্রজপতের্বীক্ষ্যাস সানন্দিতা ॥ ৬৭ ॥
(গোবি০ ২।৩)

পৌর্ণমাসী প্রভাতকালে নিত্যকৃত্য সমাপন-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি-হেতু অতিব্যাকুল হইয়া শীঘ্রই নন্দালয়ে গমন করিলেন। (৬৫) দধিমন্থন-কালে মা যশোদার ভ্রূযুগল অতিশয় শোভমান হইয়াছিল, তিনি বিশাল কটিদেশে কাঞ্চীবদ্ধ অতিসূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, পুত্রস্নেহবশতঃ দুগ্ধক্ষরণকারী স্তনযুগল কম্পিত হইতেছিল, মন্থনরজ্জুর আকর্ষণবশতঃ শ্রমে ভুজদ্বয়ের কঙ্কণ শব্দ করিতেছিল এবং কর্ণের কুণ্ডলদ্বয়ও দুলিতেছিল, বদন-মণ্ডল ঘর্মাক্ত হইয়াছিল, কেশবন্ধন হইতে মালতীমালা স্খলিত হইয়াছিল। (৬৬) প্রভাতকালে দধিমন্থন-বিনোদ-জাত গর্গরীসমূহের এই গুরুতর নিনাদ তৎক্ষণাৎ স্বর্গমণ্ডল-পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া দেবগণকে সমুদ্রমন্থন স্মরণ করাইয়াছিল। (৬৭) প্রেমস্নিগ্ধজনে অন্বিত, সমুদ্রোত্থিত বিবিধ রত্নে

তামাগতামভিপ্রেক্ষ্য সাক্ষাদিব তপঃশ্রিয়ম্ ।
ব্রজরাজ্ঞী পরাভিজ্ঞা স্থিতিজ্ঞাভ্যুদ্যযৌ মুদা ॥ ৬৮ ॥
(গোবি০ ২।৪)

এহি ভো ভগবতীতি ব্রজবন্দ্যে, স্বাগতাসি ভবতীং প্রণমামি ।
ইত্যুদীর্য্য সবিধে প্রণমন্তীং, সা মুকুন্দ-জননীং পরিরেভে ॥ ৬৯ ॥
(গোবি০ ২।৫)

আশীর্ভিরভিনন্দ্যামুং গোবিন্দ-দর্শনোৎসুকা ।
পপ্রচ্ছ কুশলং চাস্যাঃ সধবাত্মজ-গোততেঃ ॥ ৭০ ॥
(গোবি০ ২।৬)

নিবেদ্য কুশলং চাস্যৈ তয়োৎকণ্ঠিতয়া সহ ।
উৎকা শয্যাগৃহং সূনোঃ প্রবিবেশ ব্রজেশ্বরী ॥ ৭১ ॥
(গোবি০ ২।৭)

বিচিত্রিত, মন্থন-জনিত দুগ্ধবেগে উচ্ছলিত, অনন্তসর্পের সুখশয্যায় প্রসুপ্ত অচ্যুত-বিশিষ্ট, মন্থনকালীন দুগ্ধসমূহে ব্যাপ্ততটভূমিশোভিত শ্বেত-দ্বীপের ন্যায়—প্রেমস্নেহময়জনে অন্বিত, বহুবিধ রত্ননিচয়ে বিচিত্রিত, দুগ্ধপাকজনিত ঊর্মিমালায় উচ্ছলিত, সুখশয্যায় সুখশায়িত-শ্রীকৃষ্ণবিশিষ্ট নন্দালয় দর্শন করিয়া পৌর্ণমাসী আনন্দিত হইলেন। (৬৮) পরম অভিজ্ঞা ও সময়জ্ঞা যশোদা সেই পৌর্ণমাসীকে সাক্ষাৎ তপঃশ্রীর ন্যায় আসিতে দেখিয়া সহর্ষে অভ্যুদ্গমন করিলেন। (৬৯) 'হে ভগবতি! আগমন করুন, সুখে আগমন হইয়াছে ত? হে ব্রজবন্দ্যে! আপনার চরণে প্রণাম করি'—এই বলিয়া নিকটে আসিয়া মুকুন্দ-মাতা প্রণাম করিলে দেবীও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। (৭০) শ্রীগোবিন্দদর্শনে উৎসুকা পৌর্ণমাসী যশোদাকে আশীর্বাদদানে অভিনন্দন করিয়া পতি, পুত্র ও গোসমূহের সহিত যশোদার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। (৭১) ব্রজেশ্বরী তাঁহাকে স্বকুশল নিবেদন করিয়া

ডোরী-জ্‌টিত-বক্রকেশপটলা সিন্দূরবিন্দূল্লসৎ-
সীমন্তদ্যুতিরঙ্গভূষণ-বিধিং নাতিপ্রভূতং শ্রিতা।
গোবিন্দাস্য-নিস্পৃষ্ট-সাশ্রুনয়নদ্বন্দ্বা নবেন্দীবর-
শ্যাম-শ্যামরুচির্বিচিত্রসিচয়া 'গোষ্ঠেশ্বরী পাতু বঃ' * ॥৭২॥
(ভ০ র০ ৩।৪।১৩)

পর্য্যঙ্কে ন্যস্য সব্যং তদুপরি-নিহিতস্বাঙ্গভারাথ পাণিং
কৃষ্ণস্যাঙ্গং স্পৃশন্তীতর-করকমলেনেষদাভুগ্নমধ্যা।
সিঞ্চন্ত্যানন্দবাষ্পৈঃ স্নুতকুচপয়সাং ধারয়া চাস্য তল্পং
বৎসোত্তিষ্ঠাশু নিদ্রাং ত্যজ মুখকমলং দর্শয়েত্যাহ মাতা ॥৭৩॥
(গোবি০ ২।১৩)

মধুরিকোবাচ—

গান্ধর্বিকে ! শৃণু যদন্যদভূদ্‌বিচিত্রং
নীলাংশুকং স্বতনয়োরসি বীক্ষ্যমাণাম্‌।
তামাহ সৈব ভগবত্যয়ি গোষ্ঠরাজ্ঞি !
রামাম্বরেণ পরিবর্ত্তিতমস্য বাসঃ ॥ ৭৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩।৩৮)

উদ্বিগ্নচিত্তে উৎকণ্ঠিতা পৌর্ণমাসীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। (৭২) যিনি রজ্জুদ্বারা বক্রকেশসমূহ বন্ধন করিয়াছেন, যাঁহার সিন্দূরবিন্দু-শোভিত সীমন্ত-দ্যুতি প্রতিভাত হইতেছে, যিনি অল্পমাত্র অঙ্গ-ভূষা করিয়াছেন ; গোবিন্দের বদন দেখিয়াই যাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুভরে ব্যাকীর্ণ হয়, নবীননীলপদ্মের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ এবং যিনি বিচিত্র বসন পরিধান করিয়াছেন—সেই গোষ্ঠেশ্বরী যশোদা তোমাদিগকে রক্ষা করুন (পীঠাসনে বসিলেন) ; (৭৩) তিনি পর্য্যঙ্কে বামহস্ত রাখিয়া

---

* 'পীঠাসনে সংস্থিতা' ইতি পাঠান্তরম্‌।

তাটঙ্কগারুণমণি-প্রতিবিম্ব এব
গণ্ডে বিভাতি তব মাধব ! শোণশোচিঃ ।
ইত্যুক্ত এব স তয়া নিজপাণিনা তং
সদ্যো জঘর্ষ ভবদাধর-রাগভাগম্ ॥ ৭৫ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।১৯)

উত্তিষ্ঠ তাত রজনীয়মগাদ্ বিরামং
পশ্যাংশুমন্তমুদয়োষ্মমনাভিরামম্ ।
প্রত্যূষ-সেবনবিধৌ বিলসদ্‌বিলাসাঃ
শয্যালয়ং তব বিশন্তি কুমারদাসাঃ ॥ ৭৬ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।২)

তদুপরি দেহভার অর্পণপূর্বক দক্ষিণ-হস্তদ্বারা অবনতদেহে শ্রীকৃষ্ণশরীর স্পর্শ করিতে করিতে আনন্দাশ্রুপাতে ও ক্ষরিত-স্তন্যদুগ্ধধারায় শয্যা অভিষিক্ত করত বলিতে লাগিলেন—'বৎস ! শীঘ্র উঠ, নিদ্রা পরিত্যাগ কর, মুখকমল দেখাও ত।' (৭৪) মধুরিকা বলিলেন—"হে গান্ধর্বিকে ! অদ্য তথায় যে বিচিত্র ঘটনা হইয়াছে, তাহাও শ্রবণ কর। শ্রীব্রজেশ্বরী নিজতনয়ের বক্ষঃস্থলে তোমার নীলবস্ত্র দেখিয়া 'পীতাম্বর ত্যাগ করতঃ গোপাল নীলাম্বর ধারণ করিল কেন'—এই কথা ভাবিতেছিলেন, তখন সেই ভগবতী পৌর্ণমাসী কহিলেন—'হে গোষ্ঠরাজ্ঞি ! রামাম্বরের (বলরামের বস্ত্র, শ্লেষপক্ষে রমণীর বস্ত্র) সহিত তোমার পুত্রের বসন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। (৭৫) তোমার অধরের তাম্বূলরাগ শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলে দেখিয়া পৌর্ণমাসী কহিলেন—'হে মাধব ! তোমার মরকতদর্পণসদৃশ গণ্ডস্থলে তাটঙ্কস্থিত অরুণমণির প্রতিবিম্ব বুঝি পতিত হইয়াছে।' হে সখি ! ইহা শুনিয়াই শ্রীকৃষ্ণ নিজহস্তে স্বগণ্ডস্থ তোমার অধররাগ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। (৭৬) অনন্তর যশোদা কৃষ্ণকে সম্বোধন-পূর্বক বলিলেন—

সংকীর্ত্তয়ন্ জয় জয়েতি গিরা সুবৃত্ত-
স্ত্বাং তাত জাগরয়িতুং প্রণয়াৎ প্রবৃত্তঃ।
কীরস্তবৈষ নিজপাণিতলেন পুষ্টঃ
সন্মঞ্জুবাক্ কনক-পঞ্জর-বাসহৃষ্টঃ ॥৭৭॥

(কৃষ্ণা০ ২।৩)

খেদস্তবৈষ শয়নালসভারমূলঃ
স্বাপং জহীহি ভব জাগরণানুকূলঃ।
ইত্থং করেণ মৃদুনা মুহুরঙ্গমঙ্গ-
মাস্পৃশ্য বাহুযুগলেন তমালিলিঙ্গ ॥ ৭৮ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৪)

মাতুঃ কলাং গিরমতিপ্রণয়োপগূঢ়ং
শ্রুত্বানুভূয় চ তদৈব স সম্যগূহম্।
গাত্রাবমোটন-পুরঃসর-জৃম্ভণেন
জাগ্রদ্দশামভিনিনায় কুতূহলেন ॥ ৭৯ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৫)

'হে বৎস! গাত্রোত্থান কর, এই যে রজনী শেষ হইল, দেখ ত সূর্য্য উদয়োন্মুখ হইয়া কেমন রমণীয়তা ধারণ করিয়াছে; প্রভাতকালে তোমার সেবাকুশল কুমারদাসগণ তোমার শয়নালয়ে প্রবেশ করিতেছে। (৭৭) হে তাত! তোমার নিজকরতলে পুষ্ট সুমধুরভাষী এই শুক স্বর্ণ-পিঞ্জরে আনন্দে অবস্থানপূর্বক তোমাকে প্রণয়ভরে জাগাইতে প্রবৃত্ত হইয়া 'জয় জয়' শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। (৭৮) তোমার এই খেদ শয়নালসভরেই সঞ্জাত, অতএব নিদ্রাত্যাগ করিয়া জাগ্রত হও।' মা যশোদা এই কথা বলিতে বলিতে মৃদুহস্তে তাঁহার প্রতি-অঙ্গ মার্জনা করিয়া তাঁহাকে দুইবাহু প্রসারণ-পূর্বক আলিঙ্গন করিলেন। (৭৯) অতি-প্রণয়ভরে মাতার মধুর বাক্য শ্রবণ ও অনুভব করিয়া তখনই তিনি

কালোচিতেষু পরিচারণ-কৌশলেষু
গাঢ়ানুরাগ-পরভাগ-নিরাকুলেষু।
দক্ষং সমক্ষমনুশাস্য কুমারদাসী-
দাসং ব্রজেন্দ্র-গৃহিণী স্বগৃহানযাসীৎ ॥ ৮০ ॥

(কৃষ্ণ০ ২৬)

তাবদ্গোভট-ভদ্রসেন-সুবল-শ্রীস্তোককৃষ্ণার্জুন-
শ্রীদামোজ্জ্বলদামকিঙ্কিণি-সুদামাদ্যাঃ সখায়ো গৃহাৎ।
আগত্য ত্বরিতা মুদাভিমিলিতাঃ শ্রীসীরিণা প্রাঙ্গণে
কৃষ্ণোত্তিষ্ঠ নিজেষ্টগোষ্ঠময় ভো ইত্যাহ্বয়ন্তঃ স্থিতাঃ ॥৮১॥

(গোবি০ ২৮)

হী হী প্রভাতং কিমু ভো বয়স্যা, অদ্যাপি নিদ্রাতি কথং সখা নঃ।
তদ্বোধয়াম্যেনমিতীরয়ন্ স্ব,-তল্পাদুদস্থান্মধুমঙ্গলোঽপি ॥ ৮২ ॥

(গোবি০ ২৯)

সম্যক্ বিবেচনা করত গাত্রমোটন-পূর্বক জৃম্ভাত্যাগ করিতে করিতে কৌতূহলক্রমে জাগ্রদ্দশারই অভিনয় করিলেন। (৮০) কালোচিত পরিচর্য্যাকুশল ও প্রগাঢ়ানুরাগযুক্ত নিরাকুল ভৃত্যগণ-মধ্যে অতিনিপুণ কুমারদাসদাসীগণকেই সম্মুখে অনুশাসন করিয়া ব্রজেশ্বরী নিজগৃহে গমন করিলেন। (৮১) ঐ সময়ে গোভট, ভদ্রসেন, সুবল, স্তোককৃষ্ণ, অর্জুন, শ্রীদাম, উজ্জ্বল, দাম, কিঙ্কিণি ও সুদামাদি সখাগণ নিজ নিজ গৃহ হইতে সত্বর আগমন-পূর্বক বলদেব-সহিত অতিহর্ষে প্রাঙ্গণে মিলিত হইয়া 'হে কৃষ্ণ! উঠ, নিজাভীষ্ট গোষ্ঠে চল'—এই বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। (৮২) তখন মধুমঙ্গল হীহী-শব্দে হাস্য করিয়া বলিলেন—'ওহে বয়স্যগণ! প্রভাত হইয়াছে কি? আমাদের সখা শ্রীকৃষ্ণ এখনও নিদ্রিত রহিল কেন হে? অতএব আমি উঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিব।'—এই

সমুত্তিষ্ঠ বয়স্যেতি জল্পংস্তল্পালয়ং হরেঃ।
নিদ্রালস-স্খলদ্‌যানঃ প্রাবিশন্মধুমঙ্গলঃ ॥ ৮৩ ॥
(গোবি০ ২।১০)

তদ্বাগ্‌-বিগতনিদ্রোঽয়মুত্তিষ্ঠাসুরপীশ্বরঃ।
উত্থাতুমীশ্বরো নাসীদ্‌ ঘূর্ণাপূর্ণেক্ষণঃ ক্ষণম্‌ ॥ ৮৪ ॥
(গোবি০ ২।১১)

উত্তিষ্ঠ কুর্য্যাং মুখমার্জনন্তে, বলস্য বাসঃ কিমিহ ত্বদঙ্গে।
ইতি ব্রুবাণাপনিনায় নীলং, বাসস্তদঙ্গাদবদচ্চ সার্য্যাম্‌ ॥ ৮৫ ॥
(গোবি০ ২।১৫)

অয়ি ভগবতি ! পশ্যাচোটিতং মেঽস্য সূনোঃ
কমলমৃদুলমঙ্গং মল্ল-লীলাসু লোলৈঃ।
খরনখরশিখাভির্ধাতুরাগাতিচিত্রং
চপলশিশুসমূহৈর্হা হতা কিং করোমি ? ৮৬ ॥
(গোবি০ ২।১৬)

বলিয়া মধুমঙ্গলও নিজশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। (৮৩) 'বয়স্য হে, উঠ উঠ'—এই কথা বলিতে বলিতে সেই মধুমঙ্গল নিদ্রালসভরে স্খলিতপদে শ্রীকৃষ্ণের শয্যালয়ে প্রবেশ করিলেন; (৮৪) মধুমঙ্গলের শব্দ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ জাগরিত হইলেও কিন্তু নিদ্রাবেশে তাঁহার নয়ন বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। উঠিবার ইচ্ছা থাকিলেও কিয়ৎক্ষণ উঠিতে পারিলেন না। (৮৫) 'হে বৎস ! গাত্রোত্থান কর, তোমার মুখমার্জন করি—এ সময়ে তোমার অঙ্গে বলদেবের নীলবসন কেন ?'—এই বলিয়া মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ হইতে নীলবস্ত্র অপসারিত করিলেন। (৮৬) তিনি আর্য্যা ভগবতী পৌর্ণমাসীকে বলিলেন—হে ভগবতি ! এই দেখুন ত, আমার বালকের কমল-সুকোমল অঙ্গসকল গৈরিকাদি

স্নেহভরৈঃ স্বজনন্যাশ্চিত্রপদামপি বাণীম্।
তামবধার্য্য মুরারির্হ্রীচকিতেক্ষণ আসীৎ ॥ ৮৭ ॥
(গোবি০ ২।১৭)

কৃষ্ণং সশঙ্কমাশঙ্ক্য পরিহাস-পটুর্বটুঃ।
স্নেহক্লিন্নান্তরামম্বামবদন্মধুমঙ্গলঃ ॥ ৮৮ ॥
(গোবি০ ২।১৮)

সত্যমম্ব! বয়স্যালী বারিতাপি ময়ানিশম্।
রেমেঽনেনাতিলুব্ধেন কুঞ্জেষু কেলিচঞ্চলা ॥ ৮৯ ॥
(গোবি০ ২।১৯)

অথ প্রকাশীকৃতবাল্যবিভ্রমো
যত্নাৎ সমুন্মীল্য বিলোচনং মুহুঃ।
পশ্যন্ পুরঃ স্বাং জননীং হরিঃ পুন-
র্ন্যমীলয়ৎ স স্মিতবক্ত্রপঙ্কজঃ ॥ ৯০ ॥
(গোবি০ ২।২০)

ধাতুরাগে রঞ্জিত ও মল্ললীলায় সতৃষ্ণ চঞ্চল বালকদের খরনখরাগ্রঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে! হায়!! আমি কি উপায় করি? (৮৭) স্নেহশীলা জননীর এই আশ্চর্য্যপদযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তখন লজ্জায় চকিতনয়ন হইয়া রহিলেন। (৮৮) তখন পরিহাসপটু বটু মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে শঙ্কাযুক্ত মনে করিয়া স্নেহার্দ্র চিত্তা মাতা যশোদাকে কহিলেন—(৮৯) 'জননি! আপনি সত্যই বলিয়াছেন। ক্রীড়া-চঞ্চল বয়স্যালী (বয়স্যগণ, শ্লেষপক্ষে সখীগণ) আমার নিষেধ না শুনিয়া প্রতিদিন এই অতিলুব্ধ কৃষ্ণের সহিত কুঞ্জমধ্যে খেলা করে।' (৯০) মধুমঙ্গলের মুখে বাল্যলীলা-প্রকাশক শ্লেষোক্তি শ্রবণ করিয়া (অথবা বাল্যলীলা প্রকাশ করিয়া) শ্রীকৃষ্ণ তখন অতিযত্নে নয়নদ্বয় উন্মীলন করত স্বীয়

আকর্ণ্য বাচং ব্রজরাজপত্ন্যাঃ, সমীক্ষ্য কৃষ্ণস্য চ বাল্যচেষ্টাম্।
ভাবান্তরাচ্ছাদকরীং জনন্যা,-স্তং পৌর্ণমাসী স্মিতপূর্বমাহ ॥ ৯১ ॥
(গোবি০ ২।২১)

সখীনাং সন্দোহৈর্নিরবধি মহাকেলি-ততিভিঃ
পরিশ্রান্তস্ত্বং যৎ স্বপিষি সুমতে যোগ্যমিহ তৎ।
অনালোক্য ত্বাং ভোস্তৃষিতমপি নো তর্ণককুলং
ধয়ত্যূধঃ কিন্তু ব্রজকুলপতে জাগৃহি ততঃ ॥ ৯২ ॥
(গোবি০ ২।২২)

উত্তিষ্ঠ গোষ্ঠেশ্বর-নন্দনারাৎ, পশ্যাগ্রজোঽয়ং সহ তে বয়স্যৈঃ।
গোষ্ঠং প্রতিষ্ঠাসুরপি প্রতীক্ষ্য, ত্বামঙ্গনে তিষ্ঠতি তর্ণকৈশ্চ ॥৯৩॥
(গোবি০ ২।২৩)

সমুষ্টিপাণিদ্বয়মুন্নময্য, বিমোটয়ন্ সোঽথ রসালসাঙ্গম্।
জৃম্ভাবিসর্পদ্দশনাংশুজাল,-স্তমালনীলঃ শয়নাদুদস্থাৎ ॥ ৯৪ ॥
(গোবি০ ২।২৪)

জননীকে সম্মুখে দেখিয়া ঈষৎ হাস্যশোভিবদনে পুনর্বার নয়ন নিমীলিত করিলেন। (৯১) পৌর্ণমাসী যশোদার বাৎসল্যভাবসূচক বাক্যশ্রবণে এবং শ্রীকৃষ্ণেরও বাল্যচেষ্টা-সন্দর্শনে মৃদুমধুরহাস্য-সহকারে জননীর বাৎসল্যেতর ভাবের আচ্ছাদক কথায় শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—(৯২) 'হে সুমতে! তুমি সখাগণের (শ্লেষে সখীগণের) সহিত মহাক্রীড়াপরম্পরাসম্পাদন-পরিশ্রমে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছ, তাহা সঙ্গতই বটে ; কিন্তু বৎসগণ তৃষিত হইলেও তোমার অদর্শনে দুগ্ধপান করিতেছে না ; অতএব হে ব্রজকুলপতে ! নিদ্রা পরিত্যাগ কর। (৯৩) হে ব্রজেন্দ্রনন্দন ! শীঘ্র গাত্রোত্থান কর, এই দেখ তোমার অগ্রজ বয়স্য ও বৎসগণের সহিত গোষ্ঠ-গমনেচ্ছু হইয়াই তোমার প্রতীক্ষায় প্রাঙ্গণে উপনীত হইয়াছে।' (৯৪) তচ্ছ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধিত হইয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্বক রসভরে

উন্মীলন-প্রতিনিমীলনয়োর্বহুত্বে
জাগ্রচ্ছয়ান-দশয়োরিব মিশ্রিতত্বে।
সা নিদ্রয়া বিরহকাতরয়া ধৃতেব
তস্যোত্থিতস্য নয়ন-দ্বিতয়ী দিদেব ॥ ৯৫ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।৭)

খট্টৈকদেশে ত্বথ সন্নিবিষ্টো, বিন্যস্তপাদাব্জযুগঃ পৃথিব্যাম্।
নমাম্যহং ত্বাং ভগবত্যয়ীতি, জগাদ জৃম্ভোদ্গম-গদ্গদং সঃ ॥ ৯৬ ॥

(গোবি০ ২।২৫)

আপাদশীর্ষমথ পাণিতলাভিমর্শৈ-
'নাব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি'মিতি মন্ত্রমুদাহরন্তী।
সংরক্ষ্য তূর্ণমখিলাঙ্গমথোর্ধ্বদৃষ্ট্যা
কিঞ্চিৎ সকাকুভরমর্থয়তে স্ম রাজ্ঞী ॥ ৯৭ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।৩৫)

অলসাঙ্গ মোটন করত জৃম্ভাপরিত্যাগ-জন্য দন্তশ্রেণীর প্রভায় তমালশ্যামল-তনুকে সুশোভিত করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। (৯৫) সুপ্তোত্থিত কৃষ্ণের নয়নদ্বয় তখন জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থাদ্বয়ের মিশ্রণেই যেন বহুশঃ উন্মীলন ও নিমীলন করিয়া করিয়া শোভা পাইতেছিল, মনে হয়, যেন বিরহকাতরা নিদ্রাদেবী নয়নদ্বয়কে ত্যাগ করিতেছে না। (৯৬) অনন্তর পর্য্যঙ্কের একদেশে উপবিষ্ট হইয়া পাদপদ্মযুগল মৃত্তিকাতে সংলগ্ন করত জৃম্ভা-পরিত্যাগ-জন্য গদ্গদবাক্যভরে শ্রীকৃষ্ণ দেবী পৌর্ণমাসীকে বলিলেন—'ভগবতি! আপনাকে নমস্কার করি।'

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাতিক-সেবাদি

(৯৭) ব্রজরাজ-মহিষী পুত্রের আপাদমস্তক হস্ততলে স্পর্শ করিতে করিতে 'অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রিম্' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সর্বাঙ্গের রক্ষাবন্ধন

দেবাধিদেব ! ভবতৈব চিরাৎ সুতোঽয়ং
দত্তঃ স্ববন্ধুজন-জীবনতামুপেতঃ।
পাল্যোঽপি নাথ ! ভবতৈব কৃপাভরেণ
স্বেনৈব কামপচিতিং তব বেদ্মি কর্ত্তুম্ ? ৯৮ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।৩৬)

আরাত্রিকেণ মণিমঙ্গলদীপভাজা
বিভ্রাজিতেন জিতসৌভগবৎ সমাজাঃ।
আধায় পাণি-সরসীরুহয়োর্মুদাস্য-
নীরাজনং বিদধিরেঽস্য কুমারদাস্যঃ ॥ ৯৯ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৮)

উষ্ণীষবন্ধ-সুমনোজ্ঞতমোত্তমাঙ্গাঃ
পাথোজ-কেশর-সুসৌরভ-সুন্দরাঙ্গাঃ।
শ্যামাঃ সিতাশ্চ হরিতা অরুণাশ্চ পীতা
যে কেঽপি কেঽপি মহনীয়গুণৈঃ পরীতাঃ ॥ ১০০ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৯)

করিলেন এবং ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাকুবচনে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—(৯৮) 'হে দেবাধিদেব ! বহুদিন পরে তুমিই করুণা করিয়া বন্ধুদিগের জীবনস্বরূপ এই পুত্রটি আমাকে দিয়াছ ! হে নাথ ! আমি ত কোনই পূজাবিধি জানিনা যে, তাহাদ্বারা তোমার সন্তোষ উৎপাদন করিব। অতএব হে প্রভো ! নির্হেতুককৃপা-প্রকাশনে আমার এই পুত্রটিকে সর্বথা রক্ষা করিও।' (৯৯) তখন অতিসৌভাগ্যবতী কুমারদাসীগণ সুশোভিত মণিমঙ্গল দীপভাজন হস্তে করিয়া আরাত্রিক-বিধিতে তাঁহার মুখ-নীরাজন করিতে লাগিলেন। (১০০) যাঁহাদের মস্তকে সুমনোহর উষ্ণীষ-বন্ধ বিরাজমান, যাঁহাদের সুন্দর অঙ্গ—পদ্ম-

তৈরেব কেবলসুখানুভব-স্বরূপৈ-
র্নৈসর্গিকানুদিন-দিব্যকুমাররূপৈঃ।
দাসীগণৈরপি চ দাসগণৈরুদারৈঃ
সেবা ব্যধায়ি বিবিধাস্তু বিলোলহারৈঃ ॥ ১০১ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।১০)

পর্য্যঙ্কতঃ সমধিরুহ্য মণীচতুষ্কং
শ্রীপাদপীঠ-মহসা বিলসদ্বপুষ্কম্।
চারূপবিষ্টমতিহৃষ্টহৃদো গৃহীত্বা
চারূপচারমথ ভেজুরমী মিলিত্বা ॥ ১০২ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।১১)

তৈরাহিতাং করতলে বিনিধায় ধারাং
কর্পূর-সৌরভবতামতিচারুবারাম্।
গণ্ডূষপুরমুপক্লিপ্তসুখোপজোষং
কৃষ্ণঃ শনৈরভিষিষেচ মুখাব্জকোষম্ ॥ ১০৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।১২

পরাগের সুগন্ধযুক্ত বা পদ্ম ও কেশর (বকুল বা পুন্নাগ) প্রভৃতির মনোহর সৌরভে মনোমদ—যাঁহারা শ্যাম, শ্বেত, হরিত, অরুণ ও পীতবর্ণ বসনাদি পরিধান করিয়াছেন—যাঁহারা পূজনীয় গুণগণে সমলঙ্কৃত—(১০১) সেই কেবলানন্দস্বরূপ, নিত্য-স্বভাবসুন্দর, কুমারাকৃতিবিশিষ্ট, চঞ্চলহার-ভূষিত ও উদার দাসদাসীগণই তখন শ্রীকৃষ্ণসেবায় মনোনিবেশ করিলেন। (১০২) পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীহরি তখন সুন্দর পাদপীঠের জ্যোতির্দ্বারা উদ্ভাসিত মণিময় চতুষ্কের উপরিভাগে সুন্দররূপে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপর দাসদাসীগণ সমবেতভাবে মহানন্দে সুচারু সেবাসামগ্রী লইয়া বিবিধ সেবায় নিরত হইলেন। (১০৩) দাসগণ কর্পূর-সুবাসিত

আমৃজ্য চারুমৃদুসূক্ষ্মবলক্ষ-বাসঃ-
খণ্ডেন পাণিবদনং নিরুপাধিহাসঃ।
তৈরাহিতং করতলে মৃদু দন্তকাষ্ঠং
প্রত্যগ্রহীন্ম্রদিমনিষ্ঠমথো লঘিষ্ঠম্ ॥ ১০৪ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।১৩)

কল্পদ্রুমস্য মৃদুনা বিটপেন তেন
রত্নাঙ্গুলীয়কমহোভিরলঙ্কৃতেন।
দন্তাবলিং বিহিত-বীক্ষক-নেত্রহর্ষ-
মালোল-কুণ্ডলযুগং শনকৈর্জঘর্ষ ॥ ১০৫ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।১৪)

অঙ্গুষ্ঠ-তর্জনিকয়োর্ধ্বতয়া বিতস্ত্যা
জিহ্বা-বিলেখনিকয়া মণিহেমময্যা।
রাজন্মণীন্দ্রবলয়ং ব্যলিখন্মনোজ্ঞাং
তাম্বূলরাগ-পরভাগবতীং রসজ্ঞাম্ ॥ ১০৬ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।১৫)

সুচারু বারিধারাপাত করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ গণ্ডূষে গণ্ডূষে গ্রহণ করিয়া সুখভরে ধীরেধীরে মুখপদ্মকোষের অভিষেক করিলেন। (১০৪) সুচারু, মৃদু, সূক্ষ্ম ও শ্বেতবর্ণ বস্ত্রখণ্ডদ্বারা নিজহস্ত ও বদন মার্জনা করিয়া বিমলহাস্যশোভিত শ্রীহরি তখন সেবকগণ-কর্ত্তৃক স্বহস্তে প্রদত্ত অতিশয় মৃদু ও মনোজ্ঞতম দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করিলেন। (১০৫) রত্নাঙ্গুরীয়কের তেজঃসমূহে অলঙ্কৃত কল্পবৃক্ষের সেই মৃদু শাখাটি-দ্বারা তিনি ধীরে ধীরে দন্তপংক্তি ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন, তৎকালে তাঁহার কুণ্ডলদ্বয় আন্দোলিত হইল এবং তাহাতে দর্শকগণের নেত্রসুখ হইতে লাগিল। (১০৬) অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা মণি ও সুবর্ণ-নির্মিত

ভূয়ঃ পয়োভিরমলৈর্বদনং নিনেজ
ভূয়ো মমার্জ চ কদাপি ন চোদ্বিবেজ।
শ্রীদর্পণং কৃতসমর্পণ-চঞ্চলাক্ষি-
লক্ষ্ম্যা চকার মুখধাবন-শুদ্ধিসাক্ষি ॥ ১০৭ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।১৬)

মাণিক্য-কঙ্কতিকয়া করপদ্মকোষং
সংপ্রাপ্তয়া বলয়-কঙ্কতি-চারুঘোষম্।
কেশ-প্রসাধনমথানভিসন্ধিহাসী-
ভূতাননা ব্যধিত কাপি কুমারদাসী ॥ ১০৮ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।১৭)

নক্তন্তনং বসনমস্য নিরাস্য কশ্চিদ্-
বাসোঽন্তরং সুপরিধাপ্য কলাবিপশ্চিৎ।
উষ্ণীষবন্ধমথ মূর্দ্ধ্নি ববন্ধ পাদৌ
প্রক্ষাল্য বার্ভিরভিমৃজ্য চ বাসরাদৌ ॥ ১০৯ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।১৮)

সেই বিতস্তি-প্রমাণ জিহ্বা-লেখনিকার দুই পার্শ্ব ধরিয়া মণীন্দ্রবলয়ের শোভা বিস্তার করিতে করিতে তিনি তাম্বূলরাগে অতিরঞ্জিতা ও মনোজ্ঞা জিহ্বার শোধন করিলেন। (১০৭) পুনরায় তিনি বিমল জলদ্বারা মুখশুদ্ধি করিলেন—পুনর্বার মার্জন করিলেন, তাহাতে কোনই উদ্বেগ রহিল না। তখন সুন্দর দর্পণে চঞ্চল নয়নের শোভা সমর্পণ করিয়া তাহাকে মুখধাবনশুদ্ধির সাক্ষী করিলেন। (১০৮) রসাভিসন্ধান-রহিত হাস্যযুক্তবদনা কোনও দাসী নিজকরপদ্মকোষে মাণিক্যখচিত কঙ্কতিকা গ্রহণ করিয়া বলয় ও কঙ্কতীর সুচারু শব্দ উৎপাদন-পূর্বক শ্রীহরির কেশ-প্রসাধন করিতে লাগিলেন। (১০৯) তখন দিবারম্ভে কোনও কলাবিজ্ঞ দাস

গা দোগ্ধুমুদ্ধুরধিয়োঽপি বৃথোত্তমাস্তে
গোপা বভূবুরথ তর্ণক-মণ্ডলাশ্চ।
চূষন্ত এব ন পয়ঃ কণমাত্রমাসা-
মাপীনতোঽত্ত যদবাপুরতো বিষেদুঃ ॥ ১১০ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩।৪৪)

গাবস্তবাধ্বনি ধৃতাশ্রুভৃতাক্ষিযুগ্মা
ন প্রস্রবন্ত্যপগতান্ন লিহন্তি বৎসান্।
হম্বাধ্বনি-ধ্বনিতদিগ্বলয়া বিলম্বং
সোঢুং দরাপি ন হি সম্প্রতি শক্নুবন্তি ॥ ১১১ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩।৪৫)

ইত্যেব কেনচিদুপেত্য স গোদুহোক্তো
মাতৃর্নিজাস্যদরহাস্য-সুধাভিষেকৈঃ।
স্বানন্দ-শংসিভিরসৌ সুখয়ন্ মুখাব্জং
তাম্বূল-রঞ্জিতমলং কলয়ন্নুদস্থাৎ ॥ ১১২ ॥
[সন্দানিতকম্] (কৃ০ ভা০ ৩।৪৬)

তাঁহার রাত্রিবাস উত্তারিত করিয়া অন্যবসন পরিধান করাইলেন এবং চরণদ্বয়ে জল দিয়া প্রক্ষালন করত উত্তমরূপে মার্জনা করিয়া মস্তকে উষ্ণীষ (পাগড়ি) বন্ধন করিলেন। (১১০) ইত্যবসরে জনৈক গোপ আসিয়া বলিলেন—'হে যুবরাজ! দক্ষ গোপগণ গোদোহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিফল-প্রযত্ন হইয়াছেন এবং তর্ণকমণ্ডলী গাভীগণের আপীন (পালান) চুষিয়া কণামাত্রও দুগ্ধ না পাওয়ায় তাঁহারা বিষণ্ণ হইয়াছেন। (১১১) হে ভর্ত্তৃদারক! গোগণ তোমার পথের দিকে অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করিয়া আছে, দুগ্ধক্ষরণ বা নিজের নিকটবর্ত্তী বৎসগুলিকেও লেহন করিতেছে না! হম্বারবে দিগ্‌বিদিক্ মুখরিত করিতেছে, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতেছে না। (১১২) কোন গোপালকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ জননীগণকে

দোহং সমাপ্য বলভদ্র ! সহানুজস্ত্বং
মল্লাজিরং ব্রজসি চেৎ কুরু মা বিলম্বম্।
নির্মঞ্ছনং তব ভজে ক্ষণমাত্রমেব
সার্দ্ধং বিহৃত্য সখিভির্দ্রুতমেহি ভোক্তুম্॥ ১১৩॥
(কৃ০ ভা০ ৩।৪৭)

শ্রুত্বেতি মাতৃগিরমাহ হরির্ন মাতঃ
প্রত্যেষি মাং যদমুমেব বদস্যথৈবম্।
শিষ্টোঽগ্রণীঃ পুনরমীষ্বহমেক এব
নোচেদমুষ্য বশতাং কিমুরীকরিষ্যে ? ১১৪॥
(কৃ০ ভা০ ৩।৪৮)

শিষ্টো যথা ত্বমসি বৎস ! নিজাতিবাল্য-
মারভ্য তৎ খলু বিদন্ত্যখিলাঃ পুরন্ধ্র্যঃ।
যাঃ স্বালয়াপচয়-বেদনয়া পুরাসাং
ফুৎকর্ত্তুমাপুরিহ নো কতিধেতি সোচে॥ ১১৫॥
(কৃ০ ভা০ ৩।৪৯)

নিজানন্দ-সূচক ঈষৎ হাস্যসুধাবর্ষণে সুখী করিয়া তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতে গোদোহনে যাইবার জন্য উত্থিত হইলেন। (১১৩) তখন কৃষ্ণজননী বলভদ্রকে বলিলেন—'হে বলরাম ! গোদোহন সমাপন করিয়া অনুজের সহিত যদি মল্লক্রীড়াস্থলে গমন কর, তবে তথায় বিলম্ব করিও না ; আমি তোমার নির্মঞ্ছন করি, ক্ষণকালমাত্র মিত্রদের সহিত খেলিয়া শীঘ্র ভোজন করিতে আসিও।' (১১৪) শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'মা, তুমি ত আমাকে বিশ্বাস করনা, যেহেতু আমাকে কিছু না বলিয়া অগ্রজকেই বলিতেছ, আমিই সখাদের মধ্যে শিষ্ট ও অগ্রগণ্য, তাহা না হইলে কেন অগ্রজের বাধ্য হইব ?' (১১৫) জননী কহিলেন—বৎস ! বাল্যকাল হইতে তোমার

সৌদামিনীততি-বিভা-জয়ি-দামনীত্য-
দ্বিভ্রাজি-সব্যকর-কোরকিতারবিন্দঃ।
স গ্রাহিত-প্রমিত-কানক-দোহনীকো
মাত্রা তয়া সখি ! রয়াদধিকং বিরেজে ॥ ১১৬ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।৫০)

স্তম্বেরম-ব্রজবিড়ম্বি-বিলম্বিপাদ-
বিন্যাস-ঝঞ্চণঝণৎকৃত-কিঙ্কিণীকঃ।
লোলালকালি-মণি-কুণ্ডল-কান্তিবেণী-
বীচীভর-স্নপিতবক্ত্র-সুধাংশুবিম্বঃ ॥ ১১৭ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।৫১)

শিষ্টাচরণের কথা ব্রজপুরন্ধ্রীগণ অবগত আছেন; তাঁহারা পূর্বে কত কতবার নিজ নিজ গৃহের অপচয়বার্ত্তা জানাইয়া আমার সহিত কলহ করিতে আসিয়াছিলেন !! (১১৬) [পুত্রের গোদোহনে আনন্দবিশেষ জানিয়া মাতা স্বয়ংই প্রেরণ করিতেছেন—] একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণময় দোহনভাণ্ড পুত্রের দক্ষিণ করে মা যশোদা সত্বর সমর্পণ করত বামকরে সৌদামিনী-প্রভা-বিজয়ী দামনী (ছাঁদনডোরী) অর্পণ করিলেন। তাহাতে হে সখি রাধে ! শ্রীকৃষ্ণের শোভা অধিকতর বিরাজ করিতে লাগিল।

গোদোহনলীলা ও সখাগণসহ রহস্যালাপ

(১১৭) তদনন্তর মত্তমাতঙ্গবিজয়ি মন্দমন্দ পদবিন্যাস করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ গোদোহনার্থ চলিলেন, তাহাতে কিঙ্কিণী ঝনঝনৎকার করিতে লাগিল। চঞ্চল অলকাবলির শ্যামলকান্তিরূপা যমুনা এবং হীরক-নির্মিত কুণ্ডলের শুভ্রকান্তিরূপা সুরধুনী মিলিয়া যে অপরূপ ত্রিবেণী প্রাদুর্ভূত হয় তাহার তরঙ্গমালায় বদনচন্দ্র অভিষিক্ত হইতে লাগিল।

পীতোত্তরীয়-চপলেলিত-কেলিনৃত্য-
রাজদ্ঘনাঙ্গ-কিরণোচ্ছলনোচ্ছ্রিতশ্রীঃ।
প্রেঙ্খোলহার-পরিধিশ্রিত-কৌস্তুভোত্থ-
ভানুঃ স্বনচ্চরণ-ভূষণ-চুম্বিদামা ॥ ১১৮ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।৫২)

নিষ্ক্রম্য রম্যপুরতঃ পুরতোঽভিগচ্ছন্
যচ্ছন্ মুদং স্বজননী-জনলোচনেভ্যঃ।
দাসৈঃ প্রধারিতমবারিতরোচিরশ্নং-
স্তাম্বূল-পুলকমবাপ স গোপুরাগ্রম্ ॥ ১১৯ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।৫৩)

তদ্বাহ্যকুট্টিম-তটীমবলম্বমানঃ
কা কুত্র কিং কুরুত ইত্যনুসন্দধানঃ।
ব্যাপারয়ন্নয়নমট্টঘটাসু নর্ম-
প্রেষ্ঠৈর্মিলদ্ভিরভিতঃ স ররাজ মিত্রৈঃ ॥ ১২০ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।৫৪)

---

(১১৮) শ্যামাঙ্গরূপ নবজলধরের উপরি পীতোত্তরীয়রূপ চপলা সুন্দর নৃত্য আরম্ভ করিলে তাহার শোভা উর্দ্ধদিকেও উচ্ছলিত হইয়া উঠিল ; (পীতোত্তরীয়ের কেলিনৃত্য এবং তাহার সহিত নিবিড় অঙ্গকিরণের চঞ্চল ও প্রশস্ত নৃত্যতরঙ্গ সমধিক শোভা সৃষ্টি করিল)। বক্ষঃস্থিত কৌস্তুভ-মণিরূপ ভানুমণ্ডলকে চঞ্চলায়মান মুক্তাহার যেন পরিধিরূপে বেষ্টন করিয়া রহিল। কণ্ঠস্থিতা বনমালা বারংবার শব্দায়মান চরণভূষণ চুম্বন করিতে লাগিল। (১১৯) এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ নিজ রমণীয় পুর হইতে নিষ্কাসন-সময়ে নিজ জননী ও জনগণের নয়নানন্দ প্রদান করিলেন এবং দাসগণকর্ত্তৃক প্রদত্ত পরম-সুন্দর তাম্বূলবীটিকা চর্বণ করিতে করিতে পুরদ্বারে উপনীত হইলেন।

তন্নির্মিতানুপদ-কর্ণকথা-রসজ্ঞ-
স্যাস্যাম্বুজে কিমপি যৎস্মিতমুদ্বভূব।
তস্যার্থজাতমপি কিং বিবরীতুমীশে
চেতোঽলিরেব তব সখ্যনুসন্দধাতু॥ ১২১॥
(কৃ০ ভা০ ৩।৫৫)

উষ্ণীষ-বক্রিম-মহামধুরিম্ণি তস্য
তাৎকালিকে কিল ন কস্য মনো ন্যমাঙ্ক্ষীৎ।
তত্রৈব শেখরিত-কানক-সূত্রজাল-
রাজন্মণি-দ্যুতিভরাঃ কিমু বর্ণনীয়াঃ॥ ১২২॥
(কৃ০ ভা০ ৩।৫৬)

---

(১২০) সেই পুরদ্বারের বাহিরে অবস্থিত কুট্টিম-(চবুতারা)তটীর উপরে আসিলেন, দৌত্যার্থ-প্রেরিত অথচ সেইস্থলে আসিয়া মিলিত সুবলাদি নর্মপ্রেষ্ঠ সখাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সাতিশয় শোভা পাইতেছিলেন, ইত্যবসরে তিনি কোথায় কোন্ নারী কি করিতেছে, ইহার অনুসন্ধানে অট্টালিকাসমূহের ইতস্ততঃ নয়ন-সঞ্চালন করিতেছিলেন। (১২১) তখন প্রতিমুহূর্ত্তে বয়স্যগণ আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের কাণে কাণে যে রহস্যকথা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম আস্বাদন-পূর্বক রসিকচূড়ামণির মুখকমলে যে মৃদু হাস্য সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে আমি পারিবই না ; হে সখি ! তাহার বার্ত্তা তোমারই চিত্তভ্রমর অনুসন্ধান করিয়া অবগত হউক [অর্থাৎ তোমার সহিত বিলাসের কথাই বলা হইয়াছে]। (১২২) শ্রীকৃষ্ণ গমনাবসরে তাম্বূল চর্বণ করিতে করিতে সেই কর্ণকথা শ্রবণ করিয়া হর্ষাতিরেকে উষ্ণীষ কিঞ্চিৎ বাঁকাইতে আরম্ভ করিলেন ; তাঁহার তাৎকালীন মাধুরীসাগরে নিমজ্জিত ব্রজগোপীগণের মন মোহিত হইয়া তদিতর বিষয়াদি সব ভুলিয়া গেল ; সেই উষ্ণীষের উপরিভাগে বিন্যস্ত

তৈঃ সৌরভৈঃ প্রসৃমরৈরনু নূপুরাদি-
ধ্বানৈর্বলেন বলভীমধিরোহিতাভিঃ।
গোশাল-বর্ত্মনি চলল্ললনাবলীভি-
র্নেত্রাম্বুজৈঃ স কতিধা নহি পূজ্যতে স্ম ॥ ১২৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩।৫৭)

তত্তদ্বিলাস-বলিতা সুষমারসালা
প্রেষ্ঠস্য সা মধুরিকা-পরিবেশ্যমানা।
বৈশ্লেষিক-জ্বরমশীশমদপ্যথাস্যা-
স্তেনে চ তং শতগুণং তৃষমেধয়ন্তী ॥ ১২৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩।৫৮)

হর্ষোন্নতিঃ স্তিমিততাং শ্রবসোর্ব্যতানী-
ত্তর্ষোত্থ-সংজ্বরভরস্তু দৃশোর্বিবেশ।
আকস্মিকী নিরুপমা প্রতিবেশি-সম্প-
ত্তাপং তনোতি সহবাসভৃতাং সদৈব ॥ ১২৫ ॥
(কৃ০ ভা০ ৩।৫৯)

সুবর্ণসূত্রজালে বদ্ধ মণিগণের প্রভারাজির ত বর্ণনাই হইতে পারে না। (১২৩) তার পরে যখন তিনি গোশালার দিকে চলিতেছেন, তখন চরণের নূপুরধ্বনি ও শ্রীঅঙ্গসৌরভ ইতস্ততঃ প্রসৃত হইয়া গৃহকর্মনিরতা কুল-কামিনীদিগকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া অট্টালিকার উপরিস্থ বলভীতে (চন্দ্রশালা বা ছাঁতে) আরোহণ করাইলে তাঁহারা তখন বহুবার নেত্র-কমলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়াছিলেন।" (১২৪) এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণসহ বিলাস-যুক্তা সুষমারূপ রসালা পরিবেষণ করিয়া মধুরিকা শ্রীরাধার বিরহজ্বরযাতনার কথঞ্চিৎ প্রশমন করিলেন বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরে তৃষ্ণাবৃদ্ধি-সহকারে শতগুণ জ্বর বৃদ্ধি হইল।

প্রাহানুরাগ-পরভাগবতী ততঃ সা
তা এব চারুমুখি ! ধন্যতমা রমণ্যঃ ।
যাঃ খেলয়ন্তি সততং সুদৃশস্তদীয়-
লাবণ্যকেলি-জলধৌ কলধৌতগাত্র্যঃ ॥ ১২৬ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।৬০)

জন্মৈব হন্ত কিমভূন্মম গোকুলেঽস্মিং-
স্তন্মাধুরীং ন যদুরীকুরুতে কদাপি ।
তৎ শ্যামলেঽতিচপলে হৃদি লেশমাত্রী
নো সম্ভবেদিহ ভবে ধৃতিরিত্যবেহি ॥ ১২৭ ॥

(কৃ ভা০ ৩।৬১)

শ্রীরাধার তাৎকালীন অবস্থা ও শ্যামলার গৃহে গমনাদি

(১২৫) শ্রীরাধার শ্রবণদ্বয়ে হর্ষোন্নতি (আনন্দাতিরেক), স্তিমিততা (স্নিগ্ধতা) আনয়ন করিলেও কিন্তু তৃষ্ণাজাত জরাতিশয় নয়নযুগলে প্রবেশ করিল ; (অহো ! শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নিগ্ধতায় দর্শনেন্দ্রিয়ও স্নিগ্ধ হইল না কেন ? তাহাই বলিতেছেন—) প্রতিবেশিদের আকস্মিক নিরুপম সম্পত্তি-লাভ সহবাসিদিগকে সদাই তাপ দান করে। (১২৬) তৎপরে পরমানুরাগময়ী শ্রীমতী মধুরিকাকে বলিলেন—'হে চারুমুখি ! যাহারা শ্যামের লাবণ্যকেলি-সমুদ্রে নিজ নিজ সুন্দর নয়ন-(শফরী) গণকে প্রেরণপূর্বক-খেলা করাইয়া থাকে, সেই হেমবর্ণা রমণীগণই ধন্যতমা।' (১২৭) তারপরে তিনি সকাতরে শ্যামলাকে বলিলেন—"হে শ্যামলে ! এই গোকুলে আমার জন্ম হইল কেন ? যেহেতু সেই গোকুলনাথের মাধুরীলেশও কোন ক্ষণ আস্বাদন করিতে পারিলাম না ! অতএব এই জন্মে আমার এই অতিচঞ্চলহৃদয়ে ধৈর্য্যলেশও সম্ভবপর নহে—ইহাই তুমি জানিও।"

শ্যামাহ যামি! ললিতে! শৃণু যামি গেহং
সংপ্রত্যমুং প্রতি মমাস্তু গিরাং বিরামঃ।
ত্বং পদ্মিনীং ব্রজপুরন্দর-সদ্মনীমাং
কৃষ্ণেক্ষণালিনি সমর্পয় বদ্ধতৃষ্ণে ॥ ১২৮ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।৬২)

প্রিয়-বিরহবিহস্তা স্রস্তধীঃ সা তদানীং
ক্ষণমপি যুগকল্পং কল্পয়ন্তী বভূব।
যদখিলমপি কৃত্যং কারিতা কিঙ্করীভিঃ
সময়বিহিতমেকোঽভ্যাস এবাত্র হেতুঃ ॥ ১২৯ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।৬৩)

অথ নিখিলসখীনাং স্বালিভিঃ স্নাপিতানাং
ধৃত-সমুচিত-বস্ত্রালঙ্কৃতীনাং ততিঃ সা।
মথিত-শরদুদঞ্চচ্চন্দ্রিকা-সিন্ধুজাতাং
শ্রিয়মপি নিজপাদাম্ভোজ-ভাসা বিজিগ্যে ॥১৩০॥

(কৃ০ ভা০ ৩।৬৪)

---

(১২৮) শ্রীরাধার পরমানুরাগ জ্ঞাত হইয়া শ্যামলা ললিতাকে কহিলেন,—হে ভগিনি! আমি এখন গৃহে চলিলাম, রাধার সহিত বাক্যলাপ এখানেই অদ্য বিশ্রাম করিল; তুমি এই পদ্মিনীকে ব্রজপুরন্দর-গৃহে বদ্ধতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ-ভ্রমরে সমর্পণ করিও।' (১২৯) শ্রীকৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলা শ্রীমতী তখন বিলুপ্ত-মতি হইয়া এক এক ক্ষণকে যুগবৎ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কিঙ্করীগণ দন্তধাবন ও স্নানাদি নিত্যকর্ম করাইলেও তিনি অজ্ঞানাবস্থাতে অভ্যাস-বশতঃই তত্তৎকর্ম করিলেন। (১৩০) তৎপরে ললিতাদিসখীগণকেও তাঁহাদের পরিচারিকা সখীগণ স্নানাদি করাইয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিধান

কাচিন্মণীন্দ্রময়মাসনমাজহার
শ্রীপাদপীঠমপরা তদধো দধার।
কাপ্যানয়দ্বদন-ধাবন-ভাজনানি
কাপ্যাদধে দশনশোধন-সাধনানি ॥ ১৩১ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৪৮)

উত্থায় তল্পতলতঃ কনকাসনস্থা
নিদ্রাবসান-বিগলন্নিয়তব্যবস্থা।
সা পাদপীঠমধি দত্ত-পদারবিন্দা
বভ্রাজ সৎপরিজনৈর্বিহিতাভিনন্দা ॥ ১৩২ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৪৯)

ভৃঙ্গার-নালশিখরেণ সমর্পিতাভিঃ
সন্ধায় বক্তু বিবরে চুলুকীকৃতাভিঃ।
তৎসৌরভস্য রভসাধিকসৌরভাভিঃ
শ্রীপাণিপদ্মতল-সঙ্গম-লোহিতাভিঃ ॥ ১৩৩ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৫০)

করাইলেন। [তাঁহাদের তাৎকালীন শোভা অনির্বচনীয়ই বটে !] শারদীয় নির্মলচন্দ্রিকাময় সিন্ধুরমথনে উদ্ভূতা লক্ষ্মীকেও ইঁহারা প্রত্যেকে নিজ-পদকমলের সৌন্দর্য্যলেশেই জয় করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীরাধিকার দন্তধাবনাদিলীলা

(১৩১) কোনও সখী মণীন্দ্রময় আসন আনিলেন, অন্যজন তাহার তলে একটি সুন্দর পাদপীঠ রাখিলেন ; একজন বদন-ধাবনের পাত্রসমূহ এবং অপরজন দন্তশোধনের উপকরণসকল আনিলেন। (১৩২) শয্যা হইতে গত্রোত্থান করিয়া শ্রীমতী স্বর্ণাসনে বসিলেন, তখনই নিদ্রাভঙ্গ

নিক্ষেপণে প্রিয়সখী-করয়োঃ কৃতাভিঃ
কর্পূর-পূর-রজসাঽভিস্সুবাসিতাভিঃ।
ব্যাপ্তালিভিঃ সকলকেলিকলাসুহৃদ্ভিঃ
সা সাধু শোধিতবতী মুখপদ্মমদ্ভিঃ ॥ ১৩৪ ॥
(কৃষ্ণ০ ২।৫১)

করতলাদসকৃচ্চুলুকীকৃতং, সলিলমারদ-তাল্বনু চালিতম্।
চলকপোলযুগোন্নতি-মঞ্জুল,-ধ্বনিভৃতং নিভৃতং ক্ষিপতি স্ম সা॥১৩৫॥
(কৃ০ ভা০ ৪।২)

বিস্মরানলকান্ কিরতী শির,-স্যুপরি সব্যকরাঙ্গুলি-ঘট্টনৈঃ।
অলিক-গণ্ডদৃগাস্যথ সা মিত,-দ্যুতিমিতং তিমিতং ত্রিরদীধবৎ ॥১৩৬॥
(কৃ০ ভা০ ৪।৩)

হওয়াতে বসনভূষণাদি স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে ; পাদপীঠের উপরি শ্রীচরণ অর্পণ করিয়া বিরাজ করিলে প্রিয়পরিজনগণ অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। (১৩৩) তখন শ্রীরাধার হস্তে ভৃঙ্গারনালের অগ্রদেশ দিয়া প্রিয়সখীগণ জল ঢালিতেছেন এবং তিনি ঐ জল মুখমধ্যে দিয়া আচমন করিতেছেন। অহো! বদনপদ্মের সৌরভাতিশয়ে ঐ জল অধিকতর সুগন্ধি হইল এবং হস্তকমল স্পর্শ পাইয়া লোহিত বর্ণ ধারণ করিল! (১৩৪) ঐ জল কর্পূরবিন্দু-সমূহে সুবাসিত ছিল, সকল কেলিকলায় হিতকারিণী সখীগণ চতুর্দিকে বেষ্টন করিলে তিনি সখীনিক্ষিপ্ত সেই জলে উত্তমরূপে মুখপদ্ম শোধন করিলেন। (১৩৫) করতলস্থিত সেই জল পুনঃ পুনঃ গণ্ডূষ করিয়া দন্ত হইতে তালুপর্য্যন্ত চালিত করিবার কালে তাঁহার গণ্ডদ্বয় ঈষৎ উন্নত হইল এবং মুখমধ্যে মৃদুমধুর ধ্বনি হইতেছিল এবং জলকণার সর্বত্র প্রসারণ-নিবারণ-জন্য তিনি স্বর্ণপতদ্গ্রহে (ডাবরে) কুল্লোলজল নিক্ষেপ করিলেন। (১৩৬) তৎপরে শ্রীমুখের

বিটপিকাং দ্যুতরোস্ততরোচিষং, রদহিতাং নিহিতাং স্ববয়স্যয়া।
মুকুলিতাম্বুজতাং ভজতাঞ্জসা, মৃদুতরেণ করেণ সুদৃগ্ দধে॥১৩৭॥

(কৃ০ ভা০ ৪।৪)

প্রতিসরোদিত-দোলনমস্বন-
দ্বলয়মুচ্চল-কুণ্ডলমেতয়া।
ব্যধিত সা মৃজতী রদনাংশ্ছবিং
কণবদুচ্ছলিতাং ললিতাং শ্রিতান্॥ ১৩৮॥

(কৃ০ ভা০ ৪।৫)

অথ দধে সুদতী ধনুরাকৃতিং
মণিময়ীং রসনাপরিণেজিনীম্।
মৃদুলপাণিযুগাঙ্গুলিযুগ্মগাং
সহচরীকরতোঽদরতোষতঃ॥ ১৩৯॥

(কৃ০ ভা০ ৪।৬)

বহির্দেশ ধৌত করিতে লাগিলে মুখোপরি পতিত অলকাবলি বাম-করাঙ্গুলিচালন-দ্বারা মস্তকের উপরি নিক্ষেপ করিতে করিতে স্বতঃস্নিগ্ধ ললাট, গণ্ড ও নয়নাদিকে তিনবার ধুইয়া অমিতকান্তিবিশিষ্ট করিলেন। (১৩৭) এক বয়স্যা অতিসুন্দর কান্তিমতী দন্তহিতকারী কল্পবৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ অর্পণ করিলে তিনি তাহা মুকুলিত মৃদুহস্তে ধারণ-পূর্বক দন্তধাবন করিতে লাগিলেন। (১৩৮) তখন হস্তসূত্র ('পহুঁছি' নামক অলঙ্কারে বদ্ধসূত্র) দুলিতে লাগিল, শ্রীহস্তের চাঞ্চল্য-সত্ত্বেও বলয়াবলি নিঃশব্দ রহিল ; কর্ণের কুণ্ডল সমধিক চপল হইল ; শ্রীরাধা এইরূপে মার্জন করিয়া করিয়া উচ্ছলিত-জলাদিকণিকার ন্যায় দন্তাবলির শোভাসম্পাদন করিলেন। (১৩৯) অন্য সখী মণিময়ী ধনুরাকৃতি জিহ্বা-মার্জনী (জিবছোলা) অর্পণ করিলে তিনি দুই কোমলকরের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীদ্বারা অতি সন্তোষে

নবদলোপমিতাং রসনাং মৃজ,-ত্যথ তয়া নত-কম্পিত-মস্তকম্ ।
মুখমিয়ং স্খলিতৈরলকৈর্বৃতং, বিদধতী দধতী স্মিতমাববৌ॥১৪০॥
(কৃ০ ভা০ ৪।৭)

নিরণিজদ্বহিরন্তরমপ্যরং, মুখবিধোরথ ধৌতকরদ্বয়া ।
পরিজনার্পিত-মঞ্জুলবাসসা, জলকণাপনয়ং সনয়ং ব্যধাৎ ॥ ১৪১ ॥
(কৃ০ ভা০ ৪।৮)

সহচরী-বিধৃতে মণিদর্পণে, তদভিনন্দন-সাক্ষিণি বীক্ষ্য সা ।
স্মিত-সুধাভিরধাবয়দাননং, প্রিয়তম-ক্ষণলক্ষণ-লক্ষকম্ ॥১৪২ ॥
(কৃ০ ভা০ ৪।৯)

তস্য দোহাদিকাং ক্রিয়াং দৃষ্ট্বাগতা কলাবতী ।
জগাদাথ তদভ্যর্ণে পরমোল্লাস-সংযুতা ॥১৪৩ ॥
(সংগ্রহকর্ত্তুঃ)

তাহার দুই দিক ধরিয়া (১৪০) নবপল্লবসদৃশী জিহ্বা মার্জন করিতে লাগিলেন, তখন মস্তক অবনত ও কম্পিত হইতেছিল ; অলকাবলি মুখের উপরি স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল—[দেখিয়া কোনও পরম রসময় সময়ের অবস্থাবিশেষস্মরণে] সখীদের মুখে মৃদুমন্দ হাস্য দেখা দিল, শ্রীমতীও হাসিতে লাগিলেন। (১৪১) মুখবিধুর বহিরভ্যন্তর পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া শ্রীরাধা তখন করযুগল ধৌত করিলেন, এক সখী মৃদু ও সূক্ষ্মবস্ত্র প্রদান করিলে তিনি তাহাদ্বারা শ্রীমুখের জলকণা যথারীতি অপসারণ করিলেন। (১৪২) মুখমার্জন-সময়ে দন্তাদিলগ্ন তাম্বূলাদিরাগ সম্যক্ বিদূরিত হওয়ায় সাক্ষি-স্বরূপে সহচরী-কর্ত্তৃক সহর্ষে সম্মুখে উপস্থাপিত মণিদর্পণে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উৎসবচিহ্নজ্ঞাপক নিজ বদন দর্শন করিয়া শ্রীমতী স্মিতসুধাদ্বারা এই বদনকে পুনরায় ধৌত করিলেন।

গোপালোঽপি স্বগোশালং সরাম-মধুমঙ্গলঃ।
সকাব্যগীষ্পতিঃ সায়ং শশীবাম্বরমাবিশৎ ॥১৪৪ ॥
(গোবি০ ২।৩৭)

দধার হ্যযদাং রামো ধবলাবলি-বেষ্টিতঃ।
কৈলাসগণ্ডশৈলালীমধ্যস্থৈরাবত-ভ্রমম্ ॥১৪৫ ॥
(গোবি০ ২।৩৮)

মধ্যেঽচ্যুতোঽঞ্চন্ ধবলাবলীনা,-মুদাননানাং পরিতঃ স্থিতানাম্।
দধৌ জনানাং স্ফুট-পুণ্ডরীক,-শ্রেণ্যন্তরঞ্চদ্ভ্রমর-ভ্রমং সঃ ॥ ১৪৬ ॥
(গোবি০ ২।৩৯)

হিহী গঙ্গে ! গোদাবরি ! শবলি ! কালিন্দি ! ধবলে !
হিহী ধূম্রে ! তুঙ্গি ! ভ্রমরি ! যমুনে ! হংসিঃ ! কমলে !
হিহী রম্ভে ! চম্পে ! করিণি ! হরিণীতি ব্রজবিধু-
র্মুহুর্নামগ্রাহং নিখিলসুরভীরাহ্বয়দসৌ ॥ ১৪৭ ॥
(গোবি০ ২।৪০)

শ্রীরাধা-সবিধে কলাবতীসখী-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের গোদোহনলীলাবর্ণন

(১৪৩) শ্রীকৃষ্ণের গোদোহনাদিকার্য্য-দর্শনান্তে কলাবতী নাম্নী সখী এই সময়ে শ্রীরাধার নিকটে আসিয়া পরমোল্লাসভরে বলিতে লাগিলেন—। (১৪৪) "সায়ংকালে শুক্র ও বৃহস্পতি-সহ চন্দ্র যেমন গগনমণ্ডলে উদিত হন, তদ্রূপ বলরাম ও মধুমঙ্গলের সহিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় গোশালায় প্রবিষ্ট হইলেন। (১৪৫) ধবলাদিগোগণে বেষ্টিত বলরামকে দেখিয়া দেবগণের কৈলাস-পর্বতের গণ্ডশৈলসমূহ-মধ্যবর্ত্তী ঐরাবত-ভ্রম জন্মিতে লাগিল। (১৪৬) শ্রীকৃষ্ণ যখন ঊর্দ্ধমুখ ধবলাদি গোগণের মধ্যবর্ত্তী হইলেন, তখন বিকসিত শ্বেতপদ্মরাজির মধ্যগত ক্রীড়মান ভ্রমরের ন্যায় জনমণ্ডলীর

ন্যস্তাঙ্গঃ প্রপদোপরি প্রঘটয়ন্ জানুদ্বয়ে দোহনীং
কাশ্চিদ্দোগ্ধি পয়ঃ স্বয়ন্ত্বথ পরাঃ স্বৈর্দোহয়ত্যুন্মুখীঃ ।
অন্যাঃ পায়য়তি স্বতর্ণকগণান্ কণ্ডূয়নৈঃ প্রীণয়-
ন্নিত্থং নন্দসুতঃ প্রগে স্বসুরভীরানন্দয়ন্নন্দতি ॥ ১৪৮ ॥

(গোবি০ ২।৪১)

পাদাগ্রে কৃতপাদুকং ত্রিক-সমুল্লাসোল্লসৎপার্ষ্ণিকং
মধ্যে ন্যস্য ঘটীং পটোন্নমনতঃ প্রোচ্যত্ত্বিষোর্জানুনোঃ ।
গোতুন্দ-ব্যতিষঙ্গ-সুন্দর-দরক্ষোভ-শ্লথোষ্ণীষকং
পাণিভ্যাং ক্রম-কুট্মলাঙ্গুলিপুটং গাং দোগ্ধি দুগ্ধং হরিঃ॥১৪৯॥

(আ০ ১১।৮৮)

ভ্রমবিধান করিলেন। (১৪৭) গাভী সকলকে—'হে গঙ্গে! হে গোদাবরি! হে শবলি! হে কালিন্দি! হে ধবলে! হে ধূম্রে! হে তুঙ্গি! হে ভ্রমরি! হে যমুনে! হে হংসি! হে কমলে! হে রম্ভে! হে চম্পে! হে করিণি! প্রভৃতি নাম গ্রহণ-পূর্বক প্রত্যেককে মুহুর্মুহু ডাকিতে লাগিলেন। (১৪৮) সেই প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ—চরণাগ্রে দেহভার অর্পণপূর্বক জানুদ্বয়ে দোহনভাণ্ড স্থাপন করিয়া স্বয়ং কতিপয় গাভী দোহন করিলেন এবং অন্যান্য উন্মুখী গাভীগণকে স্বীয়গোপগণদ্বারা দোহন করাইয়া কোনও কোনও গাভীকে কণ্ডূয়নাদি দ্বারা প্রীতিসম্পাদন করিতে করিতে স্বস্ববৎসগণকে দুগ্ধ পান করাইলেন। এইভাবে গোগণের প্রীতিবিধান করিয়া স্বয়ংও তিনি আনন্দানুভব করিলেন। (১৪৯) চরণের অগ্রভাগে পাদুকা রাখিয়া পৃষ্ঠের অধোভাগ সম্যক্ উচ্চ করিয়া পার্ষ্ণিযুগল উত্তোলনপূর্বক জানুদ্বয়ের মধ্যে ঘটী স্থাপন করত দুই হস্তে কোরকাকৃতি অঙ্গুলিপুটের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধদোহন করিতেছিলেন। তৎকালে পীতাম্বর উর্ধ্বে উত্তোলিত হওয়ায়

বৎসাদপ্যধিকপ্রিয়ো ভগবতঃ পাণ্যম্বুজ-স্পর্শন-
স্নেহস্রাবিপয়ঃ-পয়োধরপুটা গৌর্দুহ্যমানা স্বয়ম্।
ধারাভিঃ সুগভীরঘোষগহনামাপূর্য্য সা দোহনীং
দোহন্যন্তরমেতি যাবদবনীং তাবৎ সমাপুপ্লুবৎ ॥ ১৫০ ॥
(আ০ ১১।৯০)

অঙ্গুষ্ঠাগ্রিম-যন্ত্রিতাঙ্গুলিরসৌ পাদার্দ্ধনীরুদ্ধভূ-
'রাপীনাঞ্চলমর্দয়ন্নিহ পুরো' * দ্বিত্রৈঃ পয়োবিন্দুভিঃ।
ন্যগ্‌জানুদ্বয়মধ্যযন্ত্রিতঘটী-বক্ত্রান্তরে প্রস্খল-
দ্ধারাধ্বান-মনোহরং সখি! পয়ো গাং দোগ্ধি দামোদরঃ ॥১৫১॥
(প০ ২৬২)

শৃণ্বন্তীং ভাব-বৈবশ্যাদ্‌বিস্মৃত-স্নাপনক্রিয়াম্।
লবঙ্গমঞ্জরী সদ্যো জুহাব ব্যগ্রমানসা ॥ ১৫২ ॥

তাঁহার জানুযুগলের কান্তি অতিশয় প্রকাশ পাইতেছিল; গাভীর কুক্ষিতে উষ্ণীষের মিলন হইয়া উহা ঈষৎ উচ্ছলিত ও কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। (১৫০) বৎস অপেক্ষাও অধিকতরপ্রিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের করকমলস্পর্শজনিত স্নেহে গাভীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হওয়ায় উহার দোহনক্রিয়া আপনা আপনি সম্পন্ন হইতেছিল; গাভী নিজেই দুগ্ধধারাসমূহের সুগভীর শব্দে দোহনপাত্র পূর্ণ করিয়া অন্য দোহনী আনিতে আনিতেই ধরা প্লাবিত করিতেছিল। (১৫১) হে সখি! বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রে অন্যাঙ্গুলি সংযত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্দ্ধপদে ভূমি রুদ্ধ করত সদ্যঃ পতিত দুই তিন দুগ্ধ বিন্দু-দ্বারা গো-পয়োধরাঞ্চল উত্তমরূপে ভিজাইয়া

---

* -রাদ্রীকৃত্য পয়োধরাঞ্চলমলং

তত্র কাঞ্চনময়ে মৃদুপীঠে, চীনচেলপিহিতে বিনিবিষ্টাম্।
সেবনে পরিজনা নিপুণা দ্রাক্, তামুপায়নকরাঃ পরিবব্রুঃ ॥১৫৩॥
(গোবি০ ২।৬৫)

সাবাতারয়দাভরণ-নিচয়ং, ললিতা স্বসখীতনুতঃ সদয়ম্।
কনক-ব্রততেরিব সপ্রণয়ং, পল্লব-কুসুমস্তবকপ্রচয়ম্ ॥ ১৫৪ ॥
(গোবি০ ২।৬০)

আমৃজ্য চেল-শকলেন তনূত্তমেন
সর্বাঙ্গমঙ্কিতমনঙ্গ-রণাঙ্ককেন।
অভ্যঙ্গসঙ্গিবসনং পরিধাপ্য নক্তং
বাসোঽভ্যমূমুচদনুত্তম-গন্ধযুক্তম্ ॥ ১৫৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।৫৫)

নিম্নজানুদ্বয়ের মধ্যে সংস্থাপিত ঘটীর মুখে প্রস্খলিত দুগ্ধ ধারার মনোহর ধ্বনি উৎপাদনপূর্বক দামোদর গোদোহন করিতে লাগিলেন। (১৫২) এই কথা শুনিতে শুনিতে ভাবে বিবশ হইয়া শ্রীমতী স্নানাদিকার্য্য একেবারেই বিস্মৃত হইলেন, তখন ব্যগ্রচিত্তে লবঙ্গমঞ্জরী তাঁহাকে ডাকিলেন।

শ্রীরাধার স্নান ও বেশভূষা সম্পাদন

(১৫৩) অনন্তর শ্রীরাধা সূক্ষ্মবস্ত্রাবৃত স্বর্ণ-বিরচিত মনোজ্ঞ স্নানপীঠে বসিলে পরিচর্য্যানিপুণা সখীগণ হস্তে তৈলপাত্রাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহার চতুর্দিক্ বেষ্টন করিলেন। (১৫৪) ললিতা তখন প্রণয়ভরে শ্রীরাধার অঙ্গ হইতে আভরণ-সমূহ উত্তারিত করিলেন; বোধ হইল যেন, কনকলতা হইতে পল্লব, কুসুম ও স্তবকাদি চয়ন করিতেছেন। (১৫৫) অনঙ্গ-যুদ্ধোত্থ ক্ষত-সমূহে চিহ্নিত সর্বাঙ্গ অতিসূক্ষ্মবস্ত্রখণ্ডদ্বারা মার্জনা করিয়া অভ্যঙ্গ-মঙ্গলোচিত বসন পরিধান করাইয়া অত্যুৎকৃষ্টগন্ধযুক্ত রাত্রিবাস

আকৃষ্য মুগ্ধমবগুণ্ঠনমুত্তমাঙ্গা-
দুন্মোচ্য কুন্তলততীঃ সুঘনোত্তমাঙ্গাঃ।
রত্নপ্রসাধনিকয়া চল-কঙ্কণালিঃ
সপ্রেম সাদরমশৃগুধদুত্তমালিঃ ॥ ১৫৬ ॥
(কৃষ্ণা0 ২।৫৪)

প্রক্ষাল্য পাদযুগলং মুকুরং পুরস্তা-
দাদর্শ্য কাচন কলা-কুশলত্বশস্তা।
তৈলেন সংস্থুরভিণা লসতারুণিম্না-
ভ্যানঞ্জ কঞ্জবদনাং প্রণয়েন ভূম্না ॥ ১৫৭ ॥
(কৃষ্ণা0 ২।৫৬)

অঙ্গাদ্যতো যত উদস্যতি চারুচেলং
তত্তন্নিরীক্ষ্য হ্রিয়মৃচ্ছতি সান্নুবেলম্।
তেনাক্তমক্তমবধায় সখীয়মঙ্গং
তস্যাঃ প্যধাত্তদখিলং কৃতহ্রী-বিভঙ্গম্ ॥ ১৫৮ ॥
(কৃষ্ণা0 ২।৫৭)

পরিত্যাগ করাইলেন ॥ (১৫৬) কোনও শ্রেষ্ঠা সখী প্রথমতঃ তাঁহার মস্তক হইতে মনোহর অবগুণ্ঠন আকর্ষণ করিয়া মেঘস্থশ্যামল কেশদামের বন্ধন মুক্ত করিলেন ; নিজ কঙ্কণের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতঃ রত্নময় কঙ্কতিকা-দ্বারা প্রেমাদরে কেশ-প্রসাধনে ব্রতী হইলেন। (১৫৭) তাঁহার পাদযুগল প্রক্ষালন করিয়া কোনও কলানিপুণা সখী তাঁহার সম্মুখে দর্পণ দেখাইলেন এবং রক্তবর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট সুগন্ধি নারায়ণাদিতৈলদ্বারা পদ্মবদনা শ্রীমতীকে প্রচুরতর প্রণয়ভরে অভ্যঙ্গ করিলেন। (১৫৮) যে যে অঙ্গ হইতে সুন্দর বস্ত্রটি উথাপিত হইতেছে, সেই সেই অঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়াই তিনি ক্ষণে ক্ষণে লজ্জিতা হইতেছেন! তাহাতে সেই সখী সেই সেই অঙ্গ

অভ্যজ্য রজ্যদতিশুদ্ধহৃদো বয়স্যা
আপাদমূৰ্দ্ধকৃতমৰ্দনমঙ্গমস্যাঃ।
উদ্বর্ত্তনং বিদধিরে ঘনসার-পূর্ণৈঃ
কস্তূরিকা-ঘুসৃণ-চন্দনচারুচূর্ণৈঃ ॥ ১৫৯ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।৫৮)

গন্ধানুবন্ধি-বিমলামলকীকষায়ৈঃ
কেশান্ বিঘৃষ্য কতমা বিবিধৈরুপায়ৈঃ।
ভৃঙ্গার-নালগলিতৈর্ললিতৈঃ কবন্ধৈ-
রুক্ষাঞ্চকার সহজ-প্রণয়ানুবন্ধৈঃ ॥ ১৬০ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।৫৯)

কালোচিতেন ঘনসার-সুবাসিতেন
নানামণীশ্বর-ঘটীঘটয়া ভৃতেন।
দ্বাভ্যাং শনৈরুভয়তঃ প্রতিপাদিতেন
দ্বে পার্শ্বয়োঃ সিষিচতুঃ সুমুখীং জলেন ॥ ১৬১ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।৬০)

ম্রক্ষিত ও রঞ্জিত অবধারণ করিয়া লজ্জাভঙ্গ করত পুনরায় আচ্ছাদন করিলেন। (১৫৯) অনুরাগময় অতিশুদ্ধচিত্তা বয়স্যাগণ শ্রীরাধার তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া আপাদমস্তক মর্দন করিলেন এবং কর্পূরপূর্ণ মৃগমদ, কুঙ্কুম ও চন্দনের সুচারু চূর্ণসহযোগে তাঁহার উদ্বর্ত্তন করিলেন। (১৬০) মহাসুগন্ধি ও বিমল আমলকীরসে কেশপাশকে বিবিধ উপায়ে (দধি-নবনীতাদি-দ্বারাও) কোন সখী ঘর্ষণ করিলেন এবং সহজ প্রেমভরে ভৃঙ্গারনাল গলিত সুললিত জলধারায় তাঁহাকে স্নান করাইলেন। (১৬১) সময়োচিত (গ্রীষ্মকালে সুশীতল ও শীতকালে ঈষদুষ্ণ) কর্পূরদ্বারা সুবাসিত, বিবিধ মণীন্দ্ররাজি-খচিত ঘটীসমূহে ধৃত জলদ্বারা ললিতা ও

সম্বেষ্ট্য চারুচিকুরান্ সিচয়েন বাঢ়ং
নিষ্পীড্য ভূরি গলদম্বু নিগাল্য গাঢ়ম্।
ভূয়ঃ প্রসার্য্য চলদঙ্গুলিভির্বিকীর্য্য
ভূয়ো ববন্ধ কতমা সিচয়ং বিতীর্য্য ॥ ১৬২ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।৬১)

কাচিন্মুখেন্দুমপরা গলমূলমন্যা
কর্ণৌ মমার্জ মৃদুনা বসনেন ধন্যা।
বক্ষো বিসারি কতমা কতমা চ পৃষ্ঠং
বাহুদ্বয়ং চ কতমা সুষমা-বরিষ্ঠম্ ॥ ১৬৩ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।৬২)

সম্বেষ্ট্য শুষ্কবসনেন নিরাসনীয়ং
শ্রোণ্যা জহার বিগলজ্জলমন্তরীয়ম্।
আমৃজ্য পাণিযুগলেন শনৈরুদার-
মর্দ্ধোরুকং কটিতটে ঘটয়াঞ্চকার ॥ ১৬৪ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।৬৩)

বিশাখা সখী দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে সুমুখী শ্রীরাধাকে স্নান করাইলেন। (১৬২) কোনও সখী তাঁহার সুচারু কেশকলাপকে বস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া নিষ্পীড়ন করত প্রচুরতর ক্ষরণশীল জলবিন্দুগুলিকে অতিমাত্রায় নিষ্কাসিত করিলেন; পুনরায় প্রসারণপূর্বক অঙ্গুলিচালনে উহাদিগকে বিকীর্ণ করত আবার বস্ত্র জড়াইয়া বন্ধন করিলেন। (১৬৩) কোনও ধন্যা সখী তাঁহার মুখচন্দ্র, কেহ বা তাঁহার কণ্ঠ, অপর জন তাঁহার কর্ণদ্বয় মৃদু বস্ত্র দ্বারা মার্জন করিলেন; কেহ বা বিশাল (রতিচিহ্নাঙ্কিত) বক্ষঃস্থল, কেহ বা সুষমা-মণ্ডিত পৃষ্ঠ, কেহ বা বাহুদ্বয় মার্জন করিলেন। (১৬৪) কোনও সখী (চিত্রা) শুষ্ক বস্ত্রের বেষ্টন দিয়া

আমৃষ্টয়োর্বরপয়োধরয়োরলোলং
কাচিৎ কলাসু কুশলাথ ববন্ধ চোলম্।
পট্টাংশুকেন রচিতং স্বসখীজনেন
নানাবিধাতিশয়শিল্প-বিশারদেন ॥ ১৬৫ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।৬৪)

তস্যোপরি প্রতনু-শোণতরং সুবীচি-
চণ্ডাতকাদুদয়দুচ্চল-সন্মরীচি।
শ্রীপাদপদ্মনখচন্দ্রচয়াগ্রচুম্বি
চেলং ববন্ধ তপনীয়-গুণানুবন্ধি ॥ ১৬৬ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।৬৫)

লম্বপ্রলম্ব-যুগলেন সুপট্টদাম্না
মুক্তামণীন্দ্রমহসা বিলসদ্গরিম্ণা।
আকুঞ্চনক্রমবশাৎ কমলানুকারাং
জগ্রন্থ নীবিমভিনাভি সুশিল্পসারাম্॥ ১৬৭॥

(কৃষ্ণ০ ২।৬৬)

শ্রোণীদেশ হইতে পরিত্যাজ্য আর্দ্র অন্তরীয় টানিয়া লইলেন এবং হস্তযুগল-দ্বারা ধীরে ধীরে মার্জন করিয়া কটি-তটে অতিমনোজ্ঞ অর্দ্ধোরুক (ঘাঘরা) পরিধান করাইলেন। (১৬৫) কোনও কলাকুশলা সখী শ্রেষ্ঠকুচদ্বয়ের মার্জনা করিয়া ধীরে ধীরে কঞ্চুলিকা বন্ধন করিলেন ; ঐ কঞ্চুলিকা—বিবিধ শিল্প-কলানিপুণা সখীগণই পট্টবস্ত্রদ্বারা নির্মাণ করিয়াছেন। (১৬৬) তদুপরি—অতিসূক্ষ্ম, অতিরক্তবর্ণ, তরঙ্গময় অন্তর্বাস হইতে উত্থিত চঞ্চল কিরণমালায় ভূষিত এবং শ্রীপাদপদ্মের নখাবলি পর্য্যন্ত বিস্তারিত, স্বর্ণসূত্র-গ্রথিত বস্ত্র পরিধান করাইলেন। (১৬৭) সুন্দর পট্টসূত্র-নির্মিত লম্বমানপ্রলম্ব-(ঝোঁপনা)

কনকবিন্দুমতী নবশাটিকা, ঘনরুচিস্তদুপর্য্যতিদিহ্যতে।
যদভিবেষ্টনমেব মুকুন্দ-দৃঙ্,-নিরনুরোধন-রোধনমুচ্যতে ॥ ১৬৮ ॥

(কৃ০ ভা০ ৪।৩৫)

আরোহ্য তামথ মহামণি-পীঠপৃষ্ঠে
বিস্তারিতাতিমৃদুচেল-কৃতপ্রতিষ্ঠে।
প্রক্ষাল্য পাদকমলদ্বিতয়ং সতোষাঃ
সখ্যো ব্যধুর্বিবিধ-মঙ্গলবেষভূষাঃ ॥ ১৬৯ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৬৭)

ভূয়ঃ প্রসার্য্য বহুশো বহুশঃ প্রসাধ্য
রত্ন-প্রসাধনিকয়াঙ্গুলিভির্বিশোধ্য।
কালাগুরু-প্রভবধূপধুরা-প্রচার-
মালীজনঃ কচভরং সুরভীচকার ॥ ১৭০ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৬৮)

যুগলযুক্ত ও মুক্তা-মণীন্দ্র প্রভৃতির উজ্জ্বল কিরণে ভূষিত, আকুঞ্চনক্রমে পদ্মবৎ আকারবিশিষ্ট, এবং অত্যুত্তম শিল্প-পরিচায়ক নীবীটী নাভিদেশে বন্ধন করিলেন। (১৬৮) তদুপরি [ব্রজমণ্ডলে 'দাঁড়িয়া' নামে খ্যাত] মেঘবর্ণ, স্বর্ণবিন্দুযুক্ত শাটিকাদ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন, সেই বেষ্টন দেখিবা-মাত্রই মুকুন্দের নয়ন রুদ্ধ হইয়া থাকে। (১৬৯) বিস্তারিত, অতিকোমল, বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত মহামণিময় আসনে তাঁহাকে আরোহণ করাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার পাদকমলদ্বয় প্রক্ষালন করত সখীগণ বিবিধ মঙ্গলবেষ-ভূষাদি সম্পাদন করিলেন। (১৭০) পুনরায় কেশকলাপ প্রসারণ করিয়া বহুশঃ প্রসাধনপূর্বক আলিগণ রত্ন-কঙ্কতিকা ও অঙ্গুলিদ্বারা বিশোধন করিলেন এবং কৃষ্ণাগুরুজাত ধূপরাশির প্রচারে উহাদিগকে সুগন্ধিত

স্নানাদৃজুং সদলকালিমরালয়িত্বা
কস্তূরিকাভিরলিকে তিলকং লিখিত্বা।
সিন্দূরবিন্দুরুচিরেঽকৃত বালপাশ্যাং
সীমন্তসীমনি মণীন্দ্র-ময়ূখরস্যাম্ ॥ ১৭১ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।৬৯)

কস্তূরী-পত্রবল্লীসমুদয়-খচিতং পার্শ্বয়োরাকপোলং
ভালে শ্রীখণ্ডবিন্দূৎকরবৃতমভিতঃ কামযন্ত্রাভিধানম্।
অন্তঃ কস্তূরিকোদ্যন্মলয়জ-শশভৃল্লেখয়াধশ্চিতং সা
চক্রে সীমন্তরেখান্বিতমথ তিলকং সান্দ্রসিন্দূর-পঙ্কৈঃ॥১৭২॥
(গোবি০ ২।৭৭)

মৌলৌ ববন্ধ কতমা সুমণি-প্রবেকং
সন্মালতী-কুসুমগর্ভক-কান্তিসেকম্।
ধম্মিল্লমুল্লসিত-লোহিত-পট্টদাম্না
লম্বপ্রলম্ব-যুগলেন মণীন্দ্রধাম্না ॥ ১৭৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।৭০)

করিলেন। (১৭১) স্নানানন্তর ঋজু (সরল) হইয়াছিল বলিয়া স্বভাবতঃ উত্তম কুটিল অলকাবলিকেও পুনরায় চক্রাকৃতি (মোচড়াইয়া কুটিল) করিলেন এবং কস্তূরিকাদ্বারা ললাটদেশে তিলক রচনা করিলেন। সিন্দূর-বিন্দুদ্বারা মনোহর সীমন্তে ইন্দ্রনীলমণির কিরণে রঞ্জিত বালপাশ্যা (সীঁথি) রচনা করিলেন। (১৭২) বিশাখা শ্রীরাধার ললাটদেশে ঘনসিন্দূরপঙ্কে সীমন্তরেখান্বিত 'কামযন্ত্র' নামক তিলক রচনা করিলেন। তাহার পার্শ্বদ্বয়ে কপোলদ্বয় ব্যাপিয়া কস্তুরী-কৃত পত্রাবলির সমুদয়ে মধ্যে মধ্যে সন্নিবেশিত ও চন্দনবিন্দু-নিকরে অভিবৃত, মধ্যে উজ্জ্বল কস্তুরীযুক্ত চন্দনের চন্দ্ররেখায় নিম্নদেশ চিত্রিত ছিল। (১৭৩) কোনও সখী তাঁহার

সূক্ষ্মোর্দ্ধরন্ধ্রগত-হেমশলাকিকায়া
মূলাগ্রসঙ্গ-ললিতে বিদধে সুকায়া।
শ্রীচক্রিকা-বকুলিকে শ্রুতিমধ্যদেশে
রত্নপ্রভাভরধুরা বিহিতোপদেশে ॥ ১৭৪ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।৭২)

মুক্তাকলাপ-কলয়া ললিত-প্রকাশ্যাং
কাচিদ্ব্যধাদলকসীমনি পত্রপাশ্যাম্।
কাচিন্মণীন্দ্রময়কুণ্ডলমত্যুদার-
মেকৈকশঃ শ্রুতিযুগে ঘটয়াঞ্চকার ॥ ১৭৫ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।৭১)

কাচিদ্বিভূষ্য নয়নে দলিতাঞ্জনেন
স্মারৌ শরাবিব নিঘৃষ্ট-রসাঞ্জনেন।
নাসাপসব্যপুটকে বিততার মুক্তাং
নেত্রাঞ্জনাধর-বিভাভর-নীলরক্তাম্ ॥ ১৭৬ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।৭৩)

মস্তকে অত্যুত্তম মালতীপুষ্প-নির্মিত 'গর্ভক' হারের কান্তিদ্বারা পুষ্ট অত্যুত্তম মণিরাজ (বোল্লা) বাঁধিলেন ; লম্বায়মান প্রলম্বযুগল-ভূষিত ও মণীন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত অতিলোহিত পট্টসূত্রদ্বারা তাঁহার ধম্মিল্ল (খোঁপা) বন্ধন করিলেন। (১৭৪) সুন্দরী তখন কর্ণমধ্যস্থলে সুন্দর চক্রিকাবকুলিকা (চক্রশলাকা) পরিধান করিলেন। উহার ঊর্ধ্বদেশস্থ সূক্ষ্ম ছিদ্রে যে হেমশলাকা ছিল, তাহার মূল ও অগ্রভাগের সঙ্গে এই চক্রশলাকা অতিমনোজ্ঞই হইয়াছিল এবং ইহার সমীপবর্ত্তী স্থানটিকেও রত্নাবলির কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত করিয়াছিল। (১৭৫) কোনও সখী তাঁহার অলক-সীমায় মুক্তাজালের শিল্পাদিদ্বারা মনোরমা ও জ্যোতির্ম্ময়ী পত্রপাশ্যা

মকরিকে লিখতী মৃদুগণ্ডয়ো,-র্মকরকেতনমাহ্বয়দেব সা।
যমধরারুণ-পল্লবমর্পয়ন্, রসময়ে সময়ে হরিরর্চয়েৎ ॥ ১৭৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ৪।৬৮)

রুচির-চিবুকমধ্যে রত্নরাজচ্ছলাকা-
কলিতকরবিশাখানির্মিতোঽস্যাশ্চকাস্তি।
নবমৃগমদবিন্দুঃ শোভয়ন্ শ্রীমুখেন্দুং
ভ্রমর ইব দলাগ্রে সন্নিবিষ্টঃ সরোজম্ ॥ ১৭৮ ॥
(গোবি০ ২।৮৩)

কর্পূরাগুরু-কাশ্মীরপঙ্কমিশ্রিতচন্দনৈঃ।
সমালিপ্য বিশাখাঽস্যাঃ পৃষ্ঠং বাহুকুচাবুরঃ ॥ ১৭৯ ॥
(গোবি০ ২।৮৬)

(ললাটিকা) বন্ধন করিলেন। কোনও সখী প্রতি কর্ণে মণীন্দ্রময় অত্যুত্তম কুণ্ডল পরিধান করাইলেন। (১৭৬) কোনও সখী উত্তমরূপে ঘৃষ্ট রসাঞ্জন-সহযোগে দলিত কজ্জলদ্বারা নয়নদ্বয়ের ভূষা-সম্পাদনে কামশরদ্বয়বৎ করিয়া তুলিলেন এবং দক্ষিণ নাসাপুটে নেত্রাঞ্জনের নীলিমা ও অধরের রক্তিমায় নীলরক্তবর্ণে প্রতিভাত একটি মুক্তা পরাইলেন। (১৭৭) পরে ললিতাসখী শ্রীরাধার মৃদুগণ্ডদ্বয়ে মকরিকাদ্বয় লিখিতে লিখিতে মকর-কেতনকে (কামদেবকে) আহ্বান করিয়া যেন বলিতে লাগিলেন—'হে কন্দর্প! তুমি এই পীঠে উপবেশন কর, তাহা হইলে শ্রীহরি নিজ অরুণাধর-পল্লব সমর্পণ করিয়া তোমাকে কোন রসময় সময়ে অর্চনা করিবেন।' (১৭৮) রত্নরঞ্জিত-শলাকাহস্তে বিশাখা শ্রীমতীর চিবুকমধ্যে মৃগমদবিন্দু নির্মাণ করিলেন; অহো! ভ্রমর যেমন কমলদলাগ্রে সন্নিবিষ্ট হইয়া তাহাকে শোভিত করিয়া স্বয়ং প্রকাশ পায়, তদ্রূপ সেই বিন্দুটিও তাঁহার মুখচন্দ্রের শোভা-সম্পাদন করত প্রকাশিত হইল। (১৭৯) তৎপরে তিনি

পুষ্পগুচ্ছেন্দুলেখাব্জমকরী-চূতপল্লবম্।
লিলেখ চিত্রং কস্তূর্য্যা চিত্রা তৎকুচয়োস্তটে ॥ ১৮০ ॥

(গোবি০ ২।৭৮)

মীনী-প্রসূন-নবপল্লব-চন্দ্রলেখা-
ব্যাজাৎ স্বচিহ্ন-শর-কুন্ত-ধনূংষি কামঃ।
তদ্ভ্রূধনুর্ধুবনমাত্র-নিরস্তকর্মা
মন্যে ন্যধত্ত নিজতৎকুচকোষগেহে ॥ ১৮১ ॥

(গোবি০ ২।৭৯)

চিত্রার্পিতানেকবিচিত্ররত্ন,-মুক্তাচিতা রক্তদুকূলচোলী।
কুচৌ ভ-জালেন্দ্রধনুর্বিচিত্রা, তস্তার শৈলাবিব সান্ধ্যকান্তিঃ ॥১৮২॥

(গোবি০ ২।৮০)

উপরিখচিত-নানারত্নজালৈঃ স্ফুরন্ত্যা
বিমল-পুরটপত্র্যা কণ্ঠমস্যা বিশাখা।
হরিকর-দরচিহ্নশ্রীহরং পুষ্করাক্ষ্যাঃ
সপদি হরিভিয়েব ছাদয়ামাস মধ্যে ॥ ১৮৩ ॥

(গোবি০ ২।৮৬)

কর্পূর, অগুরু ও কুঙ্কুমমিশ্রিত চন্দনদ্বারা শ্রীরাধার পৃষ্ঠদেশ, বাহুদ্বয়, কুচযুগল ও বক্ষঃস্থল বিলিপ্ত করিলেন। (১৮০) চিত্রা-সখী তাঁহার স্তনতটে কস্তুরীদ্বারা পুষ্পগুচ্ছ, চন্দ্ররেখা, পদ্ম, মকরী ও আম্রপল্লব চিত্রিত করিলেন। (১৮১) তখন এই বোধ হইল যেন শ্রীরাধার ভ্রূধনুর কম্পনেই নিরস্তকর্মা কন্দর্প স্বীয় চিহ্ন মকর, শর, কুন্ত ও ধনু প্রভৃতি শ্রীমতীর স্তনকোষাগারে মকরী, কুসুম, নবপল্লব ও চন্দ্ররেখাছলে নিহিত করিয়াছে!! (১৮২) সান্ধ্যগগনের সৌন্দর্য্য যেরূপ নক্ষত্রমালা ও ইন্দ্রধনুদ্বারা চিত্রিত হইয়া

বজ্রাচিতাখণ্ডলরত্নচিত্র,-সুস্থূলমধ্যো গুণবদ্ধচঞ্চুঃ।
ললাস তস্যা উপকণ্ঠকূপং, দত্তস্তয়া হাটকচিত্রহংসঃ ॥ ১৮৪ ॥
(গোবি০ ২।৮৭)

সুবর্ণগোলীযুগমধ্যগোল্লস-
ন্মসারগোলীগিলিতোঽন্তরান্তরা।
সুসূক্ষ্মমুক্তাবলি-গুম্ফিতস্তয়া
ন্যযোজি হারো হৃদি গোস্তনাভিধঃ ॥ ১৮৫ ॥
(গোবি০ ২।৮৮)

মসারচন্দ্রোপল-পদ্মরাগ,-সুবর্ণগোলীগ্রথিতান্তরালৈঃ।
মুক্তাপ্রবালৈঃ পরিগুম্ফিতাং সা, রত্নস্রজং তদ্ধৃদয়ে যুযোজ ॥১৮৬॥
(গোবি০ ২।৮৯)

(উদয়াস্ত) পর্বতদ্বয়কে আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ সুচিত্রাকর্ত্তৃক অর্পিত বিবিধ চিত্ররত্ন ও মুক্তাদ্বারা খচিত আরক্তবসনের কুচপট্টিকা কুচদ্বয়কে আবৃত করিল। (১৮৩) হরিভয়েই বোধ করি বিশাখা—উপরিভাগে খচিত বিবিধরত্নাবলিতে উজ্জ্বল কণ্ঠাভরণরূপ বিমলস্বর্ণপত্রদ্বারা সেই কমলনয়না শ্রীরাধার কণ্ঠমধ্যস্থিত, হরিকরস্থ শঙ্খচিহ্নের শোভাহারী চিহ্নকে আচ্ছাদন করিয়া দিলেন। (১৮৪) তাঁহার কণ্ঠকূপসমীপে বিশাখা-প্রদত্ত হীরকান্বিত, ইন্দ্রনীলমণি-খচিতমধ্যদেশ, মনোহর, স্থূল ও স্বর্ণনির্মিত চন্দ্রহংস সূত্রদ্বারা আবদ্ধমুখ হইয়া শোভা বিস্তার করিল। (১৮৫) বিশাখা তাঁহার হৃদয়ে গোস্তনাখ্য হার পরাইলেন, উহা মধ্যে মধ্যে স্বর্ণগুটিকাদ্বয়মধ্যবর্ত্তি উদ্দীপ্ত ইন্দ্রনীলমণিগুটিকাদ্বারা গ্রস্ত হইয়া অতিসূক্ষ্ম মুক্তামালায় গ্রথিত ছিল। (১৮৬) তিনি আবার ইন্দ্রনীল, চন্দ্রকান্ত, পদ্মরাগমণি ও স্বর্ণ-গুটিকাচয়ে গ্রথিত, মধ্যে মধ্যে মুক্তা ও প্রবালনিচয়ে নিবদ্ধ রত্নমালা

বৈদূর্যযুগ্মাচিত-হেম ধাত্রিকা,-বীজাভগোলী-গিলিতোঽন্তরান্তরা।
বিচিত্রমুক্তাবলিচিত্রগুচ্ছকো, ররাজ তস্যা হৃদয়েঽর্পিতস্তয়া॥১৮৭॥
(গোবি০ ২।৯০)

রাসে নিশীথে সহ-নৃত্যগান,-তুষ্টেন দত্তাং হরিণা স্বকণ্ঠাৎ ।
তস্যৈব সাক্ষাদিব রাজলক্ষ্মীং, গুঞ্জাবলীং তদ্ধৃদি সা যুযোজ॥১৮৮॥
(গোবি০ ২।৯১)

স্থূলতারাবলীরম্যা সন্নায়ক-বিভূষিতা।
তস্যা একাবলীজ্যোৎস্নী হৃদম্বরমমণ্ডয়ৎ ॥ ১৮৯॥
(গোবি০ ২।৯২)

কনকখচিতবজ্রৈর্বেষ্টিতৈঃ পদ্মরাগৈ-
শ্চিতহরিমণিপূর্ণাভ্যন্তরা শাতকৌম্ভী।
প্রতনুপুরটরাজচ্ছৃঙ্খলালম্বমানা
লসতি হৃদি বিশাখা-যোজিতাস্যাশ্চতুষ্কী ॥ ১৯০ ॥
(গোবি০ ২।৯৩)

শ্রীরাধার হৃদয়ে পরাইলেন। (১৮৭) বিশাখার্পিত বিচিত্রমুক্তাচয়ে চিত্রিত ‘গুচ্ছ’ হার শ্রীমতীর বক্ষঃস্থলে শোভা পাইতেছিল ; ঐ হার বৈদূর্য্য-মণিদ্বয়ান্বিত হেমনির্মিত আমলকীবীজতুল্য গুটিকাদ্বারা মধ্যে মধ্যে গ্রস্ত ছিল। (১৮৮) রাসরজনীতে যুগলকিশোরের মিলিত নৃত্যগীতের সময়ে শ্রীহরি, তুষ্ট হইয়া স্বকণ্ঠ হইতে যে ‘গুঞ্জাবলী’ হার শ্রীমতীকে পারিতোষিক দিয়াছিলেন—বিশাখা এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের রাজলক্ষ্মীর ন্যায় সেই হার শ্রীমতীকে পরাইলেন। (১৮৯) তারাবলীদ্বারা রমণীয়া, চন্দ্রিকাবিধৌতা রজনী যেমন পূর্ণচন্দ্রে সুশোভিতা হইয়া আকাশের শোভা-সমৃদ্ধি আনয়ন করে, তদ্রূপ বিশুদ্ধমুক্তাবলি-শোভিত ‘একাবলী’ হারও হারমধ্যস্থ নায়ক (দোলক) রত্নে বিভূষিত হইয়া শ্রীরাধার হৃদয়কে শোভিত করিয়াছিল। (১৯০) বিশাখা-প্রদত্ত, কনক-জড়িত হীরকমালায়

আলীজনৈর্মণ্ডনকেলিকালে, বিভূষ্যমাণা বৃষভানুপুত্রী ।
উরোগতে নীলমণীন্দ্রহারে, স্বিন্না সকম্পা পুলকাকুলাসীৎ ॥১৯১॥
(অ০ ৫।৭৩)

পৃষ্ঠান্তঃক্রমলম্বমানমমলং গ্রীবান্তহারাবলী-
বীটীবন্ধন-পট্টসূত্রচমরীজালং তদাস্যা বভৌ ।
মন্যে চারুনিতম্বশৈলকটকান্মূর্দ্ধাধিরোহার্থকং
সোপানং বিধিনা কৃতং করুণয়া বেণীভুজঙ্গ্যাঃ স্ফুটম্ ॥১৯২ ॥
(গোবি০ ২।৯৪)

মধ্যেপ্রগণ্ডমতুলাঙ্গদমুন্মণীনি
মধ্যেপ্রকোষ্ঠমতুলানি চ কঙ্কণানি ।
তৎসীম্নি কাপ্যকৃত মঙ্গল-পট্টসূত্রং
রত্নপ্রকাশি মণিবন্ধরুচাতিচিত্রম্ ॥১৯৩ ॥
(কৃষ্ণ০ ২।২৫)

বেষ্টিত, পদ্মরাগমণিমালায় আবৃত, ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা পূর্ণ মধ্যদেশ ও স্বর্ণনির্মিত 'চতুষ্কী' সূক্ষ্মসূক্ষ্ম স্বর্ণশৃঙ্খলাসমূহে দোলায়মান হইয়া শ্রীরাধা-হৃদয়ে শোভাবিস্তার করিল। (১৯১) সখীগণ মণ্ডন-কেলিকালে বৃষভানু-নন্দিনীকে ভূষণ পরাইতে পরাইতে যখন ইন্দ্রনীলমণিনির্মিত হার বক্ষঃ-স্থলে অর্পণ করিলেন, তখন তিনি স্বেদ, কম্প ও পুলকে ব্যাকুলা হইলেন। (১৯২) তখন শ্রীরাধার গ্রীবাস্তে হারশ্রেণির গ্রন্থিবন্ধনে ব্যবহৃত পট্টসূত্রের নির্মল চমরী-(থোপনা) সমূহ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ক্রমশঃ (এক চমরীর উপরে আর একটি করিয়া) লম্বমান হইয়া শোভা পাইতে থাকিলে মনে হইল যেন শ্রীমতীর নিতম্বরূপ পর্বতমধ্য হইতে উঁহার মস্তকরূপ পর্বতে বেণীরূপ ভুজঙ্গীর আরোহণ-নিমিত্ত বিধাতা সোপান নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন !! (১৯৩) কোনও সখী তাঁহার প্রগণ্ডে (কনুই অবধি বগলের মধ্যস্থলে) মণিখচিত অঙ্গদ এবং প্রকোষ্ঠে (কনুইয়ের নীচে মণি-

মুক্তাবলী-খচিত-হাটক-কঙ্কণাভ্যাং
সংবেষ্টিতঃ স বলয়াবলি-সন্নিবেশঃ।
বিম্বৈর্বিধোর্মিলিত-ভাস্করমণ্ডলাভ্যাং
তস্যাশ্চকাস্তি নিতরামিব সৈংহিকেয়ঃ ॥ ১৯৪ ॥

(গোবি০ ২।৯৭)

নিজনামাঙ্কিতা নানারত্নদ্যুতি-করম্বিতা।
বভাবঙ্গুলিমুদ্রাস্যা বিপক্ষমদ-মর্দনী ॥ ১৯৫ ॥

(গোবি০ ২।৯৯)

তুন্দান্তিকে মণি-বিনির্মিত-তুন্দবন্ধং
কাঞ্চীগুণং চ তদধো মণিবৃন্দ-বন্ধম্।
পাদাঙ্গুলীষু বররত্নময়োর্মিকালী-
মাগুল্‌ফমাধৃত সুহংসকযুগ্মমালী ॥ ১৯৬ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৭৭)

বন্ধের মধ্যস্থানে) অনুপম মণিকঙ্কণ পরাইলেন ; তাহার নিকটে রত্ন-সমূহে উজ্জ্বলীকৃত ও মণিবন্ধ-কান্তিতে অতিবিচিত্র মঙ্গল পট্টসূত্র বন্ধন করিলেন। (১৯৪) মুক্তামালা-জড়িত স্বর্ণকঙ্কণদ্বয়ে সংবেষ্টিত সেই ইন্দ্রনীল-মণির বলয়াবলি-সন্নিবেশ চন্দ্রপ্রতিবিম্বসমূহে মিলিত সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী রাহুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। (১৯৫) অন্যান্য ভূষণচয়ের গর্ব-নাশিনী ও নানাবিধ রত্নপ্রভাসংযুক্তা 'রাধা' নামাঙ্কিতা অঙ্গুরীয়ক তাঁহার অঙ্গুলিতে শোভা পাইল। (১৯৬) এক সখী তাঁহার উদর-সমীপে মণি-খচিত তুন্দবন্ধ (কোমর-পাটা) এবং তাহার নিম্নে মণিরাজিবিরাজিত কাঞ্চিদাম (চন্দ্রহার) পরাইলেন ; পাদাঙ্গুলিসমূহে উত্তমরত্নজটিত অঙ্গুরীয়ক এবং গুল্‌ফদ্বয়ে সুন্দর হংসকদ্বয় পরাইলেন। (১৯৭) অহো ! চরণ-নখরাগ্র

নখশিখাঙ্ঘ্রিতলাত্যরুশোণিমা-
প্যহহ যাবক-রঞ্জিততামগাৎ।
ভবতি কিং দরদীপজ-রোচিষা
দিনকৃতো ন কৃতো মনুজৈর্মহঃ ॥ ১৯৭ ॥

(কৃ০ ভা০ ৩।৯৬)

অন্যা কাচিদাহ—

বৃথাঽকৃথা যাবকমঙ্ঘ্রিপঙ্কজে
স্ব এব রাগোঽস্য দৃশাং রসায়নঃ।
কিন্ত্বেক এবাস্তি গুণোঽস্য রাধিকে
যঃ কেশবস্যাপি চ কেশরঞ্জনঃ ॥ ১৯৮ ॥

(ভ০ ৫।৬৩)

মঞ্জীরযুগ্মমতিমঞ্জুলরত্নসিদ্ধং
পাদাম্বুজোপরি চকার চ কাপি বদ্ধম্।
তত্তৎস্বশিল্প-কুশলত্ব-নিদর্শনায়
কাচিন্মণীন্দ্রমুকুরং পুরতো নিনায় ॥ ১৯৯ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৭৮)

ও চরণতল অতিশয় অরুণবর্ণ হইলেও তাহাতে যাবকদ্বারা রঞ্জিত করা হইল! [মহাবিদগ্ধ সখীগণের ঐরূপ করিবার হেতু—] সামান্য জ্যোতির্ময়-দীপশিখাদ্বারা কি কেহ তেজঃপুঞ্জময় সূর্য্যের পূজা করে না? (১৯৮) অন্য কোনও সখী তখন বলিলেন—'অয়ি রাধে! তুমি চরণ-কমলে বৃথা অলক্তকরাগ রচনা করাইয়াছ, কেননা, উহার স্বাভাবিক রক্তিমাই সকলের নেত্ররসায়ন; কিন্তু ঐরূপ করার কেবল একটি মাত্র বিশেষ গুণ দেখা যায় যে, উহা কেশবেরও কেশরঞ্জক হইয়া থাকে!! (১৯৯) কোনও সখী পাদপদ্মের উপরিভাগে অতিমনোজ্ঞ রত্নজটিত মঞ্জীরযুগল বন্ধন

অস্যা ন্যধাত্বসি নর্মদয়া স্বসখ্যা
মালাকৃতস্তনুজয়োপহৃতং বিশাখা ।
স্মেরারবিন্দবদনাথ করারবিন্দে
লীলারবিন্দমরবিন্দ-বিলোচনায়াঃ ॥ ২০০ ॥
(গোবি০ ২।:০৩)

সা কৃষ্ণনেত্র-কুতুকোচিত-রূপবেশং
বর্ষ্ম বিলোক্য মুকুরে প্রতিবিম্বিতং স্বম্ ।
কৃষ্ণোপসত্তি-তরলাস বরাঙ্গনানাং
কান্তাবলোকনফলো হি বিশেষবেষঃ ॥ ২০১ ॥
(গোবি০ ২।:০৫)

মল্ললীলাদিকং তস্য তন্মধ্যে সখিভিঃ সহ ।
বিলোক্যৈব হিরণ্যাঙ্গী তামায়াতাবদদ্দ্রুতম্ ॥২০২॥

করিলেন ; তৎপরে অন্য সখী নিজ নিজ শিল্পকৌশল দেখাইবার অভিপ্রায়ে মণীন্দ্রদর্পণ আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন। (২০০) তদনন্তর বিশাখা—প্রত্যুষে 'নর্মদা' নাম্নী মালাকারকন্যাকর্ত্তৃক সমানীত লীলা-কমলটী কমলনেত্রা শ্রীরাধার করকমলে হাস্য করিতে করিতে প্রদান করিলেন। (২০১) তখন শ্রীমতী দর্পণমধ্যে প্রতিবিম্বিত, শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগলের কৌতূহলোদ্দীপক যথোচিত রূপ ও বেষভূষান্বিত স্বীয়দেহ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিনিমিত্ত চঞ্চলা হইলেন ; যেহেতু, বরাঙ্গনাদের উৎকৃষ্ট বেশবিন্যাস কান্তকর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইলেই সফল হইয়া থাকে।

হিরণ্যাঙ্গীসখীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের মল্লক্রীড়া ও স্নানাদি-বর্ণনা-শ্রবণ

(২০২) গোদোহনান্তে সখাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মল্লক্রীড়াদি দর্শনপূর্বক 'হিরণ্যাঙ্গী' সত্বর শ্রীরাধার নিকট আসিয়া তাহা বর্ণন করিতে লাগিলেন।

গোদোহনাদথ বিরম্য স রম্যলীলৈঃ
সার্দ্ধং নিজপ্রিয়সখৈঃ স্বসমানশীলৈঃ।
অভ্যাযযৌ কুতুকমল্লবিলাসনিত্যা-
ভ্যাসালয়ং মণিময়ং সকলৈকমত্যা ॥২০৩॥

(কৃষ্ণা০ ২।২০)

প্রত্যেকমেব সখিভিঃ সবয়োভিরেতৈ-
র্মল্লক্রিয়ামথ ভুজাভুজি বীতভীতৈঃ।
স্বস্বৌজসঃ প্রকটনেন সরোষদর্পৈ-
শ্চক্রেঽপসর্প-পরিসর্প-বিসর্প-সর্পৈঃ ॥ ২০৪ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।২১)

বিশ্রম্য কিঞ্চিদথ সঞ্চিত-পুণ্যবৃন্দৈ-
স্তৈরেব কৈশ্চন মহাগুণবৃক্ষকন্দৈঃ।
অভ্যঞ্জনার্থমনুরঞ্জনমঞ্জুহাসৈ-
রভ্যঙ্গমঙ্গলগৃহং প্রবিবেশ দাসৈঃ ॥ ২০৫ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।২২)

---

(২০৩) গোদোহন হইতে বিরত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই সম্মতিক্রমে রম্যলীলাপরায়ণ, ও নিজসমানচরিত্রবিশিষ্ট প্রিয়সখাগণের সহিত কুতুক-মল্লক্রীড়ার নিত্যাভ্যাস জন্য সেই মণিময় মন্দিরে আগমন করিলেন। (২০৪) সমবয়স্ক ও নির্ভীকচিত্ত এই সখাগণের প্রত্যেকের সহিত তিনি হস্তে হস্ত ধারণ করত মল্লক্রীড়া করিতেছেন ; সকলেই বলবীর্য্যপ্রকাশপূর্ব্বক রোষ ও দর্পসহকারে পশ্চাদ্গমন, সম্মুখে আগমন ও পার্শ্বদেশে গমনাগমনাদিলীলাপ্রকট করিতেছেন। (২০৫) অনন্তর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মহাগুণশালী ও মহাভাগ্যবান্ কয়েকজন সখা এবং তৈলাভ্যঙ্গজন্য প্রীতি-পূরিত মনোজ্ঞহাস্যভূষিত দাসগণের সহিত তিনি 'অভ্যঙ্গমঙ্গল' গৃহে

নানাপ্রবন্ধ-বহুবন্ধবিধৌ বিদগ্ধৈ-
রভ্যঙ্গ-মঙ্গলবিশেষকলাসু মুগ্ধৈঃ।
তৈলেন সাধু শুভগন্ধ-সুবান্ধবেন
প্রারম্ভি যত্তদুররীকৃতমপ্যনেন ॥ ২০৬ ॥

(কৃষ্ণা0 ২।২৩)

আপাদমস্তকমনস্ত-সমস্তভাগ্যৈ-
স্তৈলেন তৈঃ প্রিয়সমাজ-সভাজযোগ্যৈঃ।
নাতিশ্লথং চ ন দৃঢ়ং চ সুমঙ্গলানি
প্রীত্যা চিরং মমৃদিরেঽথ তদঙ্গকানি ॥ ২০৭ ॥

(কৃষ্ণা0 ২।২৪)

তে কৌঙ্কুমেন রজসা ঘনসারচূর্ণৈঃ
পূর্ণেন চারুমৃদুনা পরিপেষ-শীর্ণৈঃ।
বিম্লানভাবমথ তৈলকৃতং হরন্তঃ
কৃষ্ণস্য তানবয়বানুদবর্ত্তয়ন্ত ॥ ২০৮ ॥

(কৃষ্ণা0 ২।২৫)

প্রবেশ করিলেন। (২০৬) নানাবিধ কথোপকথনে ও পদ্মবন্ধাদি বিবিধ চিত্রকাব্যরচনায় নিপুণ এবং তৈলমর্দনাদি মঙ্গলময় বিশেষ কলাদিতেও মনোজ্ঞ দাসগণ তখন মহাসুগন্ধিত তৈলদ্বারা উত্তমরূপে যে মর্দনাদি আরম্ভ করিলেন—তাহাও তিনি অঙ্গীকার করিলেন। (২০৭) মহাসৌভাগ্যশীল ও প্রিয়তম কৃষ্ণের গোষ্ঠীতে প্রশংসনীয় সেই ভৃত্যগণ তৈলদ্বারা তাঁহার আপাদমস্তক সকল মঙ্গল অঙ্গই নাতিশিথিল অথচ নাতিদৃঢ়-(মৃদুমধুর) ভাবে বহুক্ষণ যাবৎ প্রীতিভরে মর্দন করিলেন। (২০৮) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সকল অঙ্গে তৈলকৃত বিম্লান-ভাব দূর করিবার জন্য তাঁহারা পরিপেষণে অতিসূক্ষ্ম, কর্পূরচূর্ণপূর্ণ, সুচারু, মৃদুকুঙ্কুমবিন্দু দ্বারা

কেনোচিতেন ঘনসার-সুবাসিতেন
নানাবিধ-স্ফটিক-হেমঘটীভৃতেন।
কেশান্ কষায়-কষিতান্ কলয়ন্ কুমার-
দাসীগণোঽম্বুজদৃশং স্নপয়াঞ্চকার ॥ ২০৯ ॥

(কৃষ্ণ0 ২।২৬)

কাচিৎ কষায়িত-কচান্ বহুশঃ কষন্তী
কাচিন্মৃদূনবয়বান্ মৃদু মার্জয়ন্তী।
ভৃঙ্গারকেণ কতমা সলিলং কিরন্তী
লেভেতরামতিতরামনুরাগকান্তী ॥ ২১০ ॥

(কৃষ্ণ0 ২।২৭)

জ্যোৎস্নাভির্নবনীরদঃ কিমথবা শুক্লেন নীলো গুণঃ
শুদ্ধস্ফটিকরত্নকান্তিসলিলৈঃ কিম্বেন্দ্রনীলাঙ্কুরঃ ॥
মুক্তাভিঃ কিমু বা তমালতরুণঃ স্নাতঃ সমুদ্ভ্রাজতে
কিংবা শ্যামসরোজমুজ্জ্বলবিধুক্ষোদৈর্মুরারের্বপুঃ ॥২১১॥

তাঁহার উদ্বর্ত্তন করিলেন। (২০৯) আমলকী, দধি প্রভৃতির কষায়ে পরস্পর-সংপৃক্ত কেশকলাপকে প্রক্ষালন করত কুমারদাসীগণ তখন নানাবিধ স্ফটিক ও স্বর্ণঘটীতে ধৃত, কর্পূরদ্বারা সুবাসিত এবং সময়োচিত জলদ্বারা পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাইলেন। (২১০) কোনও দাসী কষায়িত কেশকলাপকে বস্ত্রখণ্ডদ্বারা পুনঃ পুনঃ নিস্পীড়ন করিলেন; কেহ বা মৃদুহস্তে তাঁহার সুকোমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মার্জনা করিলেন; অপর কেহ বা ভৃঙ্গার হইতে জলপাত করিলেন—ইহাতে ইঁহারা প্রত্যেকেই সাতিশয় অনুরাগ ও কান্তি বহন করিয়াছিলেন। (২১১) জ্যোৎস্নাপুঞ্জ-দ্বারা নবজলধর, শুক্লগুণ (শুক্লতা) দ্বারা নীলিমা, শুদ্ধস্ফটিকরত্নের কান্তি-

এবং সমাপ্য কতমে স্নপনং শুভেন
শঙ্খোদকেন শিরসি প্রতিপাদিতেন।
অঙ্গোচ্ছনাংশুকমনেকমথোপনীয়
সংমার্জনং বিদধুরস্য ভৃশং বিনীয় ॥ ২১২ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।২৮)

আদৌ সুচেল-শকলৈর্মৃদুলৈরশুষ্কৈঃ
পশ্চাৎ ক্রমেণ মমৃজুঃ সিতসূক্ষ্মশুষ্কৈঃ।
আপাদ-কুন্তলভরং প্রতিসন্ধিসন্ধি
তে মার্জনং বিদধিরে প্রণয়ানুবন্ধি ॥ ২১৩ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।২৯)

কশ্চিৎ কচান্ গতজলান্ দ্বিবিধেন বাসঃ-
খণ্ডেন সাধু বিদধে মৃদুমন্দহাসঃ।
কশ্চিৎ পটুঃ কটিতটাদ্‌গলদম্বুচেলং
চেলান্তরেণ বিনিনায় কৃতাবহেলম্ ॥ ২১৪ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।৩০)

সলিলে ইন্দ্রনীলমণির অঙ্কুর, মুক্তাসমূহদ্বারা তরুণ তমাল অথবা উজ্জ্বল কর্পূরচূর্ণ-সমূহদ্বারা নীলকমল স্নাত হইলে যেরূপ সম্যক্ উদ্দীপিত হয়, স্নানকালে শ্রীকৃষ্ণদেহও তদ্রূপ অপূর্বশোভা ধারণ করিয়াছিল। (২১২) কোন কোনও দাস শুভশঙ্খ-জলদ্বারা তাঁহার মস্তকে অভিষেক করিলেন, এইভাবে তাঁহারা স্নান সমাপন করাইয়া কতিপয় অঙ্গমার্জনিকা (গামছা) দ্বারা বিনয়সহকারে তাঁহার অঙ্গ সম্মার্জন করিলেন। (২১৩) উঁহারা প্রথমতঃ মৃদুল, অশুষ্ক ও উত্তম বস্ত্রখণ্ডদ্বারা ইহাঁর অঙ্গমার্জন করিলেন, তৎপর শ্বেতবর্ণ সূক্ষ্ম ও শুষ্কবস্ত্রদ্বারা আপাদমস্তকের প্রতি সন্ধিতে

কেনাপি নূতনমতিত্বরয়োপনীতং
কৌষেয়-চেলযুগলং দ্রুতহেমপীতম্ ।
কেনাপি পাণিকমলে ক্রমতঃ প্রদত্ত-
মুৎসার্য্য পূর্বপটমাশু স পর্য্যধত্ত ॥ ২১৫ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৩১)

তস্যাস্থিতস্য রমণীয়-মণিচতুষ্কং
প্রক্ষালিতাঙ্ঘ্রি কমলস্য লসদ্‌বপুষ্কম্ ।
পশ্চাদ্‌গতেন কতমেন কুমার-ভৃত্যে-
নাসেবি কুন্তলভরঃ কুশলেন কৃত্যে ॥ ২১৬ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৩২)

প্রীতিপূর্বক মার্জন করিতে লাগিলেন। (২১৪) কোনও ভৃত্য মৃদুমন্দ-হাস্যভরে পূর্বোক্ত দ্বিবিধ বস্ত্রখণ্ডদ্বারা তাঁহার কেশকলাপ হইতে উত্তমরূপে জল নিষ্কাসিত করিলেন ; অন্য কোনও নিপুণ সেবক কটিতটস্থিত সজল বস্ত্র খানিকে অন্য বস্ত্র দিয়া সরাইয়া লইলেন—তাহাতে মনে হইল যে, শুষ্কবস্ত্রখানি আর্দ্রবস্ত্রখানাকে অবহেলা করিয়াই সরাইয়া দিল। (২১৫) কোনও দাস অতিসত্বর দ্রুতস্বর্ণবৎ পীতবর্ণ নূতন কৌষেয় (রেশমী) বস্ত্রদ্বয় আনয়ন করিলেন। অপর সেবক ক্রম করিয়া এই বস্ত্রযুগল দিলে তিনি পূর্ববস্ত্র ত্যাগকরত এই দুইখানি পরিধান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বেশভূষা-বর্ণনা

(২১৬) পাদপদ্ম প্রক্ষালনকরত তিনি যখন অত্যুজ্জ্বল রমণীয় মণি-চতুষ্কের উপর উপবেশন করিলেন, তখন কোনও কেশসেবানিপুণ কুমার-ভৃত্য পশ্চাদ্দিকে গিয়া কেশকলাপের সেবা করিতে লাগিলেন।

ভূয়ঃ প্রসার্য্য পরিমৃজ্য মুহুঃ প্রসাধ্য
রত্ন-প্রসাধনিকয়া বহুশো বিশোধ্য ।
আবৃত্য চেল-শকলেন সতা দ্বিফাল-
বদ্ধঃ স কুন্তলভরঃ প্রভয়া পফাল ॥ ২১৭ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।৩৩)

অন্যোন্যপালনকৃতা কতমে চকিম্না
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মবসনস্য পাণ্ডরিম্ণা ।
নির্মোকমোক-পরভোগিনিভস্য কেশ-
বিন্যাস এষ ন হি কস্য দৃশোর্বিবেশ ॥ ২১৮ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।৩৪)

স্নানাদৃজূন্ সদলকানথ কুঞ্চয়িত্বা
চারুস্বভাব-কুটিলানপি রঞ্জয়িত্বা ।
ভালে লিলেখ তিলকং শশিমণ্ডলাভং
শ্রীখণ্ডকুঙ্কুমরসেন সুজাতশোভম্ ॥ ২১৯ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।৩৫)

---

(২১৭) পুনঃ পুনঃ প্রসারণ করত মুহুর্মুহু পরিমার্জন ও প্রসাধন-পূর্বক রত্ন-কঙ্কতিকাদ্বারা বহুপ্রকারে বিশুদ্ধ করিয়া উত্তমবস্ত্রখণ্ডে আবরণ করিলেন এবং দ্বিবিধ বন্ধনে বিভক্ত হইয়া সেই কেশকলাপ জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছিল। (২১৮) কেশের শ্যামবর্ণ ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বসনের শ্বেতবর্ণ উভয়ই উভয়ের পালক (পরিপোষক) হইল। ঐ কেশকলাপ দেখিলে সকলেরই মনে হইতে লাগিল যেন, একটি নির্মোক (খোলস)-মুক্ত কৃষ্ণসর্প বিরাজ করিতেছে ! (২১৯) তাঁহার অত্যুত্তম অলকাবলি স্বভাবতঃ কুটিল হইলেও স্নানান্তে সরল হইলে কোনও দাস উহাকে সুন্দররূপে কুঞ্চিত করিয়া রঞ্জিত করিলেন এবং ললাটদেশে চন্দন-কুঙ্কুম-রসে চন্দ্রমণ্ডলবৎ সুশোভন

গারুত্মতেন্দ্রমণি-হীরক-পদ্মরাগ-
প্রদ্যোতনং বিধুরয়ন্তমিবাপ্যনাগঃ।
অন্যপ্রভাবরণকারি-ময়ূখসান্দ্রং
শ্রীকৌস্তুভাভিধমধত্ত মহামণীন্দ্রম্ ॥ ২২০ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।৩৬)

স্থূলেন মৌক্তিকফল-প্রকরেণ কৢপ্তান্
হারান্ দধার গিরগোচরতামবাপ্তান্।
কশ্চিদ্বিশালতর-বক্ষসি নাভিকূলে
কশ্চিৎ প্রলম্বমথ কশ্চন জানুমূলে ॥ ২২১ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।৩৭)

শ্রীকুণ্ডলে মণিময়ে মকরানুকারে
কান্তিপ্রভাকৃত-কপোলমহঃপ্রচারে।
শ্রীকর্ণয়োরুপনিনায় জলোপরুদ্ধে
স্নানোৎসবেন বিরহয্য স পূর্বসিদ্ধে ॥ ২২২ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।৩৮)

তিলক রচনা করিলেন। (২২০) তৎপরে স্বভাবসুন্দর কৃষ্ণ 'শ্রীকৌস্তুভ' নামক মহামণীন্দ্র ধারণ করিলেন; উহা মরকত, ইন্দ্রনীল, হীরক ও পদ্মরাগ প্রভৃতির প্রকৃষ্ট দ্যুতিরাশিকেও বিদূরিত করিয়াই যেন প্রকাশ পাইতেছিল এবং উহার মনোজ্ঞ কিরণমালায় অন্যান্য প্রভা স্বতঃই আবৃত হইয়াছিল। (২২১) তিনি স্থূলমুক্তাফলসমূহে বিনির্মিত, বাক্যের অগোচর অনেকগুলি হার পরিধান করিলেন; কোনও হার বা বিশাল বক্ষোদেশে, কোনটি নাভিকূপে, কোনটি বা জানুমূলে প্রলম্বিত ছিল। (২২২) যাহাদের কান্তিপ্রভায় কপোলদেশের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই মণিময় মকর-কুণ্ডলদ্বয় কর্ণযুগলে পরিলেন; ঐ কুণ্ডল পূর্বেও কর্ণেই

সৎপট্টসূত্র-কৃতমঞ্জুতর-প্রলম্বৌ
সদ্রত্নপট্টময়মঙ্গলসূত্রচুম্বৌ।
গারুত্মতাদি-নবরত্নজ-বাহুবন্ধৌ
কশ্চিদ্ববন্ধ বলয়ৌ মণিবন্ধসন্ধৌ ॥ ২২৩ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৩৯)

দিব্যাঙ্গুরীয়কমুদারমনামিকায়াং
তৎপদ্মরাগমহসাং পরিণামিকায়াম্।
পৃষ্ঠোপসন্ন-মণিমুদ্রমবর্জনীয়ং
দত্তে স্ম কশ্চিদধিতর্জনি রঞ্জনীয়ম্ ॥ ২২৪ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৪০)

নানামণীন্দ্রঘটয়া ঘটিতানুবন্ধং
পীতাংশুকোদর-তটীমনু তুন্দবন্ধম্।
মাণিক্য-কিঙ্কিণিগুণং চ কটীরমূলে
কশ্চিদ্ববন্ধ পরিধত্ত-লসদ্দুকূলে ॥ ২২৫ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৪১)

ছিল, কিন্তু স্নানোৎসবের কালে জলব্যাপ্ত হওয়ায় খুলিয়া মার্জনা করত এক্ষণে পুনর্বার ধারণ করিলেন। (২২৩) কোনও সেবক উৎকৃষ্ট রত্নজটিত পট্টময় মঙ্গলসূত্র, উৎকৃষ্ট পট্টসূত্রদ্বারা নির্মিত মনোজ্ঞতর প্রলম্ব (থোঁপনা) এবং গারুত্মতপ্রভৃতি রত্নখচিত বাহুবন্ধ (তাড়) ও মণিবন্ধে (কব্জাতে) বলয়দ্বয় ধারণ করাইলেন। (২২৪) অন্য সেবক অনামিকা অঙ্গুলিতে অত্যুত্তম দিব্যাঙ্গুরীয়ক পরাইয়া দিলেন ; কিন্তু অঙ্গুলির প্রভায় ঐ অঙ্গুরীয়ের পদ্মরাগ-কান্তিও রূপান্তরিত হইল। আবার অত্যাজ্য (সর্বদা ধার্য্য) ও তর্জনীতে রঞ্জনীয় এবং পৃষ্ঠদেশে মণিমুদ্রা-খচিত একটি অঙ্গুরীয়ক পরাইলেন। (২২৫) কোনও দাস কৃষ্ণের উদরতটে বিবিধ মণীন্দ্র-জটিত

পাদাম্বুজোপরি মণীন্দ্রঘটানুক্লৃপ্তং
মঞ্জীর-যুগ্মকমথো নখচন্দ্রদীপ্তম্।
আধায় কোঽপি মণিদর্পণমত্যুদার-
মাস্যেন্দুবিম্বমধি সস্পৃহমাদধার ॥ ২২৬ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।৪২)

অত্রান্তরে ব্রজপুরন্দর-সন্নিদেশ-
মাদায় কশ্চন তদস্য গৃহং বিবেশ।
ঊচে চ কৃষ্ণ! জনকস্য গিরা বহুভ্য-
স্ত্বং দাতুমর্হসি গবামযুতং দ্বিজেভ্যঃ ॥ ২২৭ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।৪৩)

শ্রুত্বা পিতুর্গিরমসৌ চিকুরং নিবধ্য
পীতোত্তরীয়মপি সম্যগথো বিশোধ্য।
আচম্য রম্যবদনো গুণরত্নসানু-
রামানুজঃ স্বমনসা বিততার ধেনূঃ ॥ ২২৮ ॥

(কৃষ্ণ০ ২।৪৪)

তুন্দবন্ধ (কোমরপাটা) বাঁধিলেন এবং পরিহিত উজ্জ্বলবস্ত্রশোভিত কটিমূলে মাণিক্যময় কিঙ্কিণীগুণ বাঁধিলেন। (২২৬) কোনও ভৃত্য পাদপদ্মের উপরিভাগে মণীন্দ্ররাজি-খচিত ও নখচন্দ্র-দীপ্ত মঞ্জীরদ্বয় পরিধান করাইলেন এবং মুখচন্দ্রমার নিকটে অত্যুৎকৃষ্ট মণিদর্পণ কৌতুকভরে স্থাপন করিলেন। (২২৭) ইত্যবসরে কোনও দাস ব্রজরাজের আদেশ লইয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশপূর্বক বলিলেন—'হে কৃষ্ণ! পিতার নিদেশমত বহু বহু ব্রাহ্মণগণকে অযুত অযুত ধেনুদান করিতে আজ্ঞা হউক!' (২২৮) পিতার আদেশ পাইয়া চিকুরবন্ধনপূর্বক তিনি পীতোত্তরীয় ধারণ করিলেন, আচমনাদি করিয়া সম্যক্ বিশুদ্ধভাবে সেই রম্যবদন গুণনিধান কৃষ্ণচন্দ্র

গোষ্ঠেশ্বরীপ্সিততমো রসবৎপ্রপাকঃ
সম্পাদিতো ভবতি যাবদনেকপাকঃ ।
তাবন্ন সোঢ়ুমভিশক্তবতী বিলম্বং
সা প্রাহিণোৎ কিমপি ভোক্তুমথাবিলম্বম্ ॥ ২২৯ ॥
(কৃষ্ণ০ ২।৪৫)

হৈয়ঙ্গবীন-দধি-দুগ্ধ-সরাদিভক্ষ্য-
মেতৎ সমেত-ঘনসার-রজোঽভিভক্ষ্য ।
আচম্য চ প্রিয়সখাংসকৃতাবলম্ব-
স্তাম্বূলমাদ মধুরানন-চন্দ্রবিম্বঃ ॥ ২৩০ ॥
(কৃষ্ণ০ ২।৪৬)

নিশম্যেমাং বার্ত্তাং প্রমুদিতবতী সীধুসদৃশীং
স্বয়ং পক্ত্বা যন্নো তদশনমসৌ কারিতবতী ।
বিষণ্ণা বাষ্পাণাং হিমমিহিকাবিন্দুনিকরং
মুমোচেবাক্ষিভ্যাং জলজযুগতঃ শীকরকণম্ ॥ ২৩১ ॥
(সংগ্রহকর্ত্তুঃ)

মনে মনে ধেনুসমূহ দান করিলেন। (২২৯) গোষ্ঠেশ্বরীর অভীষ্টতম বহুবিধ সুরসাল পাক যতক্ষণ না সম্পাদিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া মাতা শীঘ্রই পুত্রের ভোজনজন্য কিঞ্চিৎ দ্রব্য পাঠাইলেন। (২৩০) কর্পূরবিন্দু-সংযুক্ত হৈয়ঙ্গবীন (মাখন), দধি, দুগ্ধ ও সরাদি ভক্ষ্যবস্তু ভোজন করত সুন্দরবদন শ্যামচন্দ্র আচমন করিয়া প্রিয়সখার স্কন্ধদেশ অবলম্বনপূর্বক তাম্বূলভোজন করিলেন।" (২৩১) প্রিয়তমের এই প্রকার অমৃততুল্য সুমধুর বার্ত্তা-শ্রবণে শ্রীরাধা পরমানন্দিতা হইলেন বটে, কিন্তু তিনি যে সত্বর গমনপূর্বক পাক করিয়া শ্রীকৃষ্ণের 'ভোজন করাইতে পারিলেন না, তজ্জন্য বিষণ্ণা হইয়া নয়নকমলদ্বয় হইতে শিশিরবিন্দুর ন্যায় বাষ্পবিন্দুসকল মোচন করিতে লাগিলেন।

অত্রান্তরে ব্রজপুরাধিপয়াঽনপায়-
বাৎসল্য-কল্পলতয়াঽতিরয়ান্নিদিষ্টা।
আগত্য কুন্দলতিকান্তিকমেতদক্ষি-
ভৃঙ্গপ্রমোদকৃতয়ে কৃতিনী ব্যরাজীৎ ॥ ২৩২ ॥
(কৃ০ ভা০ ৪।১০৯)

অন্যোন্যদর্শন-সমুদ্গমনস্মিতাঢ্য-
শস্তানুযোগ-রভসোন্নতি-শীধুবৃষ্টিঃ।
সদ্যো বভূব যত এব তদা তদালি-
বৃন্দং ননন্দ সমসৌহৃদ-হৃদ্যরোচিঃ ॥ ২৩৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ৪।১১০)

ব্রজপুর-পরমেশ্বরী-প্রসাদং
ময়ি সখি! বক্তি তবোদয়ো হ্যকস্মাৎ।
ন শিশিররুচিনা বিনৈব পূর্বাং
দিশমধিরাত্রি সমেতি কাপি লক্ষ্মীঃ ॥ ২৩৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।১)

কুন্দলতার আগমন ও নন্দালয়ে শ্রীরাধাসহ যাত্রা-বর্ণনাদি

(২৩২) এই অবসরে অক্ষয়-বাৎসল্যকল্পলতা ব্রজেশ্বরীর আদেশে অতিশীঘ্র শ্রীরাধাকে নন্দালয়ে আনিবার জন্য কৃতিনী কুন্দলতা শ্রীরাধার নয়নভ্রমরের প্রমোদন-নিমিত্ত তাঁহার নিকটেই বিরাজিত হইলেন। (২৩৩) শ্রীরাধা ও কুন্দলতার পরস্পর দর্শনে শ্রীরাধা অভ্যুত্থানপূর্বক হাসিতে হাসিতে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তৎক্ষণাৎ যে সুখোৎকর্ষ-রূপ অমৃত বর্ষণ করিলেন, তাহাতে সমসুখ ও সমকান্তিবিশিষ্টা সখীগণ পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। (২৩৪) তদনন্তর শ্রীরাধা কুন্দলতাকে বলিলেন—"হে সখি! কুন্দলতে!

তদহমনুমিমে নিদেশ-দম্ভাৎ, কিমপি কৃপামৃতমেব সা ব্যতারীৎ।
যদিদমনুপলভ্য যন্মমাত্মা, স্বমপি সখেদমবৈত্যনাত্মনীনম্ ॥২৩৫॥

(কৃ০ ভা০ ৫।২)

অজনি রসবতী-বিধাপনার্থা
রসবতি ! তে গতিরিত্যবৈমি নূনম্।
অথ কিমিতরথা জবাদযাসীঃ
প্রথমমিতোঽনুনয়ন্ত্যমূং মদার্য্যাম্ ॥ ২৩৬ ॥

(কৃ০ ভা০ ৫।৩)

ইতি সুদৃগুদিতামৃতং পিবন্তী
স্মিতসুভগং নিজগাদ কুন্দবল্লী।
তদয়ি সখি ! বিধেহি তত্র যাত্রা-
মকৃতবিলম্বমিতঃ সহালিবৃন্দা ॥ ২৩৭ ॥

(কৃ০ ভা০ ৫।৪)

তোমার অকস্মাৎ আগমনে আমার প্রতি ব্রজেশ্বরীর প্রসাদ অভিব্যক্তি করিতেছে। দেখনা কেন, রজনীতে চন্দ্রোদয় ব্যতীত পূর্বদিক্ কোনও অনির্বচনীয়া শোভা ধারণ করে না। (২৩৫) হে সখি ! আমি অনুমান করি যে, ব্রজেশ্বরী আজ্ঞাচ্ছলে কোন করুণামৃতই আমাকে বিতরণ করিয়াছেন, যাহার অপ্রাপ্তিতে আমার দুঃখিত মন নিজেকেই নিজের অহিতকারী বলিয়া বোধ করিয়াছিল !! (২৩৬) হে রসবতি ! তুমি রসবতী-ক্রিয়ার (পাকের) জন্যই আমাকে লইতে আসিয়াছ,—ইহাই ত আমি বুঝিলাম। যদি তাহাই না হইবে, তবে কেন তুমি প্রথমতঃই আমার শ্বশ্রূকে অনুনয় করিয়া অতিবেগে এখানে আসিয়াছ ?" (২৩৭) কুন্দবল্লী সুলোচনা শ্রীরাধার এই বাক্যামৃত পান করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"অয়ি সখি ! তুমি যখন

কিমিহ গুরুজনাবলেরনুজ্ঞা,-গ্রহণ-বিধাবণুমাত্রমস্তি কষ্টম্।
যদতুলধনধেনুধান্যবর্ষৈ,-রকৃত বশাং স্বয়মেব তাং ব্রজেশা ॥২৩৮॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৫)

নিরুপধি-পরমপ্রিয়োঽসুকোটে-
রপি নিখিলস্য জনস্য গোষ্ঠভাজঃ।
ব্রজপতি-তনয়ঃ সমীহতে যৎ
পরমিহ বিপ্রতিপত্তিরস্তি কস্য ॥ ২৩৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৬)

সখি! কিমপি ন বেদ তৎসবিত্রী
তদতুলরোচক-বস্তু সংজিঘৃক্ষুঃ।
উচিতমনুচিতং স্বলাভহানী-
নিজপরভাববিদা যশোঽযশো বা ॥ ২৪০ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৭)

সকলই বুঝিয়াছ, তবে অনতিবিলম্বে সখীগণসহ নন্দালয়ে যাত্রা কর। (২৩৮) আর তোমার গুরুজনগণের নিকট হইতে অনুমতিগ্রহণ করিতেও অণুমাত্র কষ্ট হইবে না, যেহেতু অতুল ধন-ধেনু-ধান্য বর্ষণ করিয়া ব্রজেশ্বরী তোমার গুরুবর্গকে বশীভূত করিয়াছেন। (২৩৯) বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে সকল ব্রজবাসিরাই অনুকূল, তোমার গুরুগণও ত অনুকূলই ; এই কারণে নিখিল ব্রজবাসির প্রাণকোটি হইতেও নিরুপাধি পরমপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ যে যে বস্তু বাঞ্ছা করেন, তদ্বিষয়ে কাহারও বিপ্রতিপত্তি (বাক্যেও নিষেধকারণ) হইতে পারে না। (২৪০) হে সখি! সংস্প্রতি ব্রজেশ্বরী নিজপুত্রের অতুলনীয় রুচিকর বস্তুজাত-সংগ্রহে অভিলাষিণী হইয়া এতই ব্যাকুলা হইয়াছেন যে, তাহাতে উচিত, অনুচিত ; লাভ, হানি ; নিজের ও পরের অভিপ্রায়ভেদ,

পচসি যদপি যশ্চ তস্য ভোক্তা
স চ তিরয়ত্যমৃতং সদৈব দিব্যম্।
ইতি নিখিলপুরেষ্বতিপ্রসিদ্ধি-
স্তব সখি! কং ন চমৎকরোতি বাঢ়ম্ ॥ ২৪১ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৮)

যদবধি কলয়াম্বভূব সা ত্বাং
মুনিবর-দত্তবরাং বরাম্বুজাক্ষি!
তদবধি তব পাণিসংস্কৃতান্না-
শনবিরতিং ক্বচনাহ্নি নাস্য চক্রে ॥ ২৪২ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৯)

জয়তি যদতিঘোরদৈত্যযূথং, মৃদুলতনুঃ স্বপরাবুভূষুমেষঃ।
ত্বদমল-করপক্বভক্তভুক্তে,-রপরমিয়ং মনুতে ন হেতুমত্র ॥ ২৪৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।১০)

কিংবা যশ, অপযশ কিছুই গ্রাহ্য করিতেছেন না। (২৪১) হে সখি! তুমি যাহা যাহা পাক কর, তাহাই, এবং যিনি তাহা ভোজন করেন, তিনিও স্বর্গসম্ভূত অমৃতকেও যে তুচ্ছ করিয়া থাকেন, এই তোমার মহা খ্যাতি নিখিল ব্রজমণ্ডলে কাহাকে না চমৎকৃত করে? (২৪২) হে বরাম্বুজনেত্রে, যেদিন ব্রজেশ্বরী শুনিয়াছেন যে, মুনিবর দুর্বাসা তোমাকে এই বর দিয়াছেন যে, তোমার হস্তে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি অমৃত- হইতেও সুস্বাদু হইবে এবং তাহার ভোক্তা চিরায়ু, বলবান্ ও শত্রুবিজয়ী হইবে—সেইদিন হইতে তিনি ত তোমার হস্তপক্ক অন্নাদির ভোজনে পুত্রকে একদিনও বিরত করেন নাই। (২৪৩) আর তাঁহার মনে ইহাই দৃঢ় ধারণা—নিজরিপুর পরাজয়েচ্ছু দৈত্যযূথকেও মৃদুলতনু শ্রীকৃষ্ণ যে অনায়াসে জয় করে, তাহার একমাত্র কারণ তোমারই বিমল-করপক্ক অন্নভোজনের ফল ব্যতীত অন্য কিছুই

শৃণু পরময়ি তত্ত্বমত্র রাধে!
যদবগতং সহসান্তরং ময়াস্যাঃ।
প্রতিদিনমবলোকনং বিনা তে
শশিমুখি! খিদ্যতি সা যথা স্বসূনোঃ॥ ২৪৪॥
(কৃ০ ভা০ ৫।১১)

সুতনুরভিদধেঽবধেহি বিজ্ঞে, সখি! তদিদং ন বদস্যযুক্তমিত্থম্।
অপি তু কুলবতীতিবাদভাজাং, স্ফুটমপরাঙ্গনগামিতেত্যযুক্তম্॥২৪৫
(কৃ০ ভা০ ৫।১২)

যদপি বত সখীয়ং রীতিরেবেহ লোকে
তদপি তব বচো নো লঙ্ঘনীয়ং কদাপি।
অনুনয় প্রথমং তাং কিন্তু যুক্ত্যা হি বৃদ্ধাং
পরিবদতি তু যা মামাশু লব্ধ্বাপি রায়ম্॥ ২৪৬॥

নহে। (২৪৪) হে রাধে! অন্য একটি নিগূঢ় তত্ত্বও শ্রবণ কর, আমি ব্রজেশ্বরীর হৃদয় সহসা অবগত হইয়াই বলিতেছি—"তিনি স্বপুত্রবিরহে যেরূপ অতিশয় খেদান্বিতা হয়েন, হে শশিমুখি! তোমাকেও প্রতিদিন না দেখিলে তাঁহার সেই দশাই হয়।" (২৪৫) কুন্দলতার বাক্যশ্রবণে অন্তরে আনন্দ হইলেও বাহিরে না মানিয়াই যেন শ্রীমতী বলিলেন, "হে সখি! তুমি যাহা বলিলে, তাহা অযৌক্তিক নহে; কিন্তু হে বিজ্ঞে অবধান কর দেখি—যাহাদের 'কুলবতী' বলিয়া খ্যাতি আছে, তাহাদের পক্ষে অপর লোকের অঙ্গনে পদচারণ করাও কি যুক্তিযুক্ত হয়? (২৪৬) সখি! কুন্দলতে! যদিও এ জগতে কুলবতীগণের এইপ্রকার রীতিই (পরগৃহগমন অনুচিত) প্রচলিত আছে, তথাপি আমি তোমার বাক্য কখনও লঙ্ঘন করিতে পারিব না; বৃদ্ধা পূর্ব্বে অর্থলাভ করিয়াও পুনরায় আমাকে পরিবাদ

তত সাসাগু জটিলাং স্নুষায়াং কুটিলামপি।
শ্রাবয়ামাস সন্দেশং ব্রজেশ্বর্য্যা বিচক্ষণা ॥ ২৪৭ ॥
(গোবি০ ৩।১৮)

আকর্ণ্য সাজ্ঞাং ব্রজরাজ-রাজ্ঞ্যাঃ
কৃষ্ণাৎ স্নুষায়ামপি শঙ্কমানা।
বিচিন্ত্য শিক্ষামথ পৌর্ণমাস্যা
স্তাং কুন্দবল্লীং প্রণয়াদবাদীৎ ॥ ২৪৮ ॥
(গোবি০ ৩।১৯)

স্নুষেয়ং মে সাধ্বী গুণগরিম-মাধ্বীক-মধুরা
জনশ্ছিদ্রান্বেষী স খলু চপলো নন্দতনয়ঃ।
ন চাজ্ঞাবজ্ঞেয়া ব্রজপতিগৃহিণ্যা ভগবতী-
বচঃ পাল্যং বৎসে ! নটতি হৃদয়ং কিং নু করবৈ ॥২৪৯॥
(গোবি০ ৩।২০)

দান করিবে, অতএব তুমি প্রথমতঃ তাঁহার নিকট গিয়া যুক্তি-প্রয়োগে তাঁহাকে অনুনয় কর।” (২৪৭) তৎপরে জটিলা পুত্রবধূবিষয়ে কুটিলা হইলেও সেই বিচক্ষণা কুন্দলতা তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে ব্রজেশ্বরীর আদেশ শুনাইলেন। (২৪৮) জটিলা কুন্দলতার মুখে ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞা শুনিয়া কৃষ্ণ হইতে নিজবধূবিষয়ে শঙ্কান্বিতা হইলেও কিন্তু পৌর্ণমাসীর উপদেশ স্মরণ করিয়া প্রণয়ভরে কুন্দলতাকে বলিলেন—(২৪৯) “হে বৎসে কুন্দলতে ! আমার এই পুত্রবধূটি সাধ্বী, গুণগৌরব-মধুপূর্ণা বলিয়া মধুরা (জনমনোহরা), লোকসকল ছিদ্রান্বেষী এবং সেই নন্দনন্দনটিও অতি চঞ্চল ; এক্ষণে ‘ব্রজরাজ্ঞীর আজ্ঞা কখনও অনাদর করিও না’—এই যে ভগবতী পৌর্ণমাসীর বাক্যও আমাকে পালন করিতেই হইবে ; অতএব উভয় সঙ্কটে পড়িয়া আমার মন দোদুল্যমান হইতেছে ; কি করি বলত ?”

মাতঃ ! সত্যং বদতি ভবতী কিঞ্চ গোপেন্দ্রসূনু-
র্নায়ং জ্ঞেয়ঃ খল-সমুদয়ৈর্যাদৃশঃ শ্রাবিতোঽস্তি ।
কিন্তু প্রোদ্যদ্দ্যুমণিরিব সদ্ধর্মপদ্মে খলালী-
ঘূকে চায়ং বৃজিন-তিমিরে ঘোষসন্তোষ-কোকে ॥ ২৫০ ॥

(গোবি০ ৩।২১)

মাধুর্য্যং তূন্মদয়তি জগদ্যৌবতং তস্য তস্মাদ্-
ভীতির্নীতিস্তব নববধূ-পালনঞ্চাপি যুক্তম্ ।
মা শঙ্কিষ্ঠাস্তদয়তি যথা দৃক্পথং নাস্য সাধ্ব্যা-
শ্ছায়াপ্যস্যাঃ স্বয়মহমিমাং দ্রাক্ তথা তেঽর্পয়ামি ॥২৫১॥

(গোবি০ ৩।২২)

ত্বং পুত্রি ! সাধ্বী প্রথিতাসি গোষ্ঠে, ত্বয্যর্পিতেয়ং সরলা বধূস্ততঃ ।
স লোলদৃষ্টিঃ কিল নন্দসূনু,-র্নৈনাং যথা পশ্যতি তদ্বিধেয়ম্ ॥২৫২॥

(গোবি০ ৩।২৩)

---

(২৫০) তখন কুন্দলতা বলিলেন—'হে মাতঃ! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বটে ; কিন্তু খলের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছ, শ্রীনন্দনন্দন তদ্রূপ চঞ্চল নহেন ; সূর্য্য যেমন পদ্মরাজিকে প্রকাশ, পেচকসমূহকে অন্ধ করে এবং চক্রবাকসকলকে আনন্দদান করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও ধার্মিকপ্রিয়, খলজনসম্বন্ধে অন্ধতাকারী (অপ্রিয়) এবং আভীরপল্লীর আনন্দদাতা ও দুঃখহারী ; অতএব সদ্ধর্মশীলা তোমার বধূর সম্বন্ধেও তিনি আনন্দজনকই হইবেন। (২৫১) দেখ—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য জগন্নারীগণকে উন্মত্ত করে—ইহা ত তাঁহার স্বাভাবিক গুণই ; তথাপি তাঁহা হইতে তোমার ভয়াশঙ্কা এবং বধূপালন করাও যুক্তিসঙ্গতই বটে ; কিন্তু তুমি কোনও আশঙ্কাই করিও না, যেহেতু তোমার সাধ্বী বধূর ছায়াও যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের নয়নগোচর না হয়, এরূপ

বধূমথাহূয় জগাদ বৎসে, ব্রজানয়া নন্দবধূ-সমীপম্।
নিষ্পাদ্য তস্যাঃ প্রিয়মেহি তূর্ণং, সহানয়ৈবাদ্য রবিস্ত্বয়ার্চ্যঃ ॥২৫৩॥
(গোবি০ ৩।২৪)

(রাধেতি) তয়েতি দিষ্টা হৃদি সাভিনন্দিতা-
প্যনিচ্ছুবদ্‌গন্তুমুবাচ তাং সখীম্।
অস্তীহ কৃত্যং ন চ মে যিযাসুতা
গৃহং গৃহং নেঙ্গতি যৎ কুলাঙ্গনা ॥ ২৫৪ ॥
(গোবি০ ৩।২৫)

ব্রজপতি-গৃহিণী-গিরং চিরাভ্য,-র্থন-বিনয়ানুনয়ানুবদ্ধমূলাম্।
কতি নিরসিতুমত্র শক্নুমস্ত,-ত্তব ভগবান্ হরিরেব রক্ষিতাস্ত্র॥২৫৫॥
(কৃ০ ভা০ ৫।২১)

ব্যবস্থা করিয়া আমি তাহাকে লইয়া গিয়া পুনরায় অবিলম্বে তোমারই সমীপে আনয়ন করিব। (২৫২) তখন জটিলা কহিলেন—'হে পুত্রি কুন্দলতে ! এই গোষ্ঠে তোমাকে সাধ্বী বলিয়া সকলেই মান্য করে, অতএব এই সরলা বধূকে আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। কিন্তু সেই চঞ্চলনয়ন নন্দনন্দন যাহাতে ইহাকে দেখিতেও না পায়, তদ্রূপ ব্যবস্থা করিও।' (২৫৩) তৎপরে রাধাকে সম্বোধন করিয়া জটিলা বলিলেন—'বৎসে ! এই কুন্দলতার সহিত ব্রজেশ্বরীনিকটে গমন কর, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সমাধান করত কুন্দলতার সহিত অবিলম্বে গৃহে আসিবে এবং ইহারই সহিত অদ্য তোমার সূর্য্যপূজা করিতে হইবে।' (২৫৪) শ্রীরাধা জটিলার এই আদেশ পাইয়া আনন্দিতা হইলেও গমনে অনিচ্ছাপ্রকাশ করত কুন্দলতাকে বলিলেন—'আমার গৃহকার্য্য আছে, ওখানে যাওয়ার ইচ্ছাও নাই ; কেননা কুলবধূরা কদাচ গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়ায় না।' (২৫৫) জটিলা তখন বলিলেন—'হে পুত্রি ! রাধে ! ব্রজপতিগৃহিণীর বিনয়ানুনয়মূলক সনির্বন্ধ

অবতি জগদিদং স্বধর্মপালীঃ
কিমিহ সতীঃ স জহাতি লোকনাথঃ ?
ইতি কিল ভবতীং তদীয়পাণৌ
সুমুখি ! সমর্প্য নিরাকুলা ভবেয়ম্ ॥ ২৫৬ ॥
(কৃ0 ভা0 ৫।২২)

ইতি গুরুজরতীগিরা সমুত্থং-
স্মিত-লবসংবৃতিপেশলাঃ সখীঃ স্বাঃ।
বিকসদসিত-নেত্রকোণভঙ্গ্যা
কিমপি নিগদ্য বভূব সাপি তূষ্ণীম্ ॥ ২৫৭ ॥
(কৃ0 ভা0 ৫।২৩)

কৃতাগ্রহোচ্চৈঃ পুনরার্য্যয়াসৌ, কৌন্দ্যা বভাষে কৃতহস্তকর্ষম্।
ভীতাসি কিং সাধ্ব্যহমস্য্যবিত্রী,-ত্যুচ্চালিতা ফুল্লতনুঃ প্রতস্থে ॥২৫৮॥
(গোবি0 ৩।২৬)

যাচ্ঞা-বাক্য কয়বারই বা নিরসন করিতে পারি ? তুমি কোনও চিন্তা করিও না, ভগবান্ হরিই তোমাকে রক্ষা করিবেন। (২৫৬) হে সুমুখি ! যে লোকনাথ হরি এই জগৎ রক্ষা করিতেছেন, তিনি কি তোমার মত স্বধর্মপালিকা সতীগণকে উপেক্ষা করিবেন ? এই ভাবিয়াই আমি তোমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণপূর্বক নিরাকুলা হইলাম।' (২৫৭) জটিলার এই বাক্যের অর্থান্তর অবগত হইয়া সখীগণের মুখে যে মৃদুমন্দ হাস্যরেখা সমুদিত হইল, তাহার আবরণে চতুরা সেই স্বীয় সখীগণের প্রতি শ্রীরাধা বিকসিত-শ্যামনয়নকোণভঙ্গিতে কিছু (তোমাদেরই মনোরথ পূর্ণ হইল) বলিয়া নীরবে রহিলেন। (২৫৮) তখন জটিলা শ্রীরাধাকে আগ্রহাতিশয়-প্রকাশে গমনে অনুমতি করিলে কুন্দলতা শ্রীমতীর হস্ত ধরিয়া বলিলেন—'হে সাধ্বি ! তোমার ভয় কি ? আমিই তোমার রক্ষা করিব।'

কৃষ্ণস্য প্রাতরাশায় সংস্কৃতং লড্ডুকাদিকম্।
আদায় ললিতামুখ্যাঃ সখ্যোঽপ্যনুযযুঃ সখীম্ ॥ ২৫৯ ॥
(গোবি০ ৩।২৭)

অথ নিজভবনাদ্‌বিনির্যতী সা
তনু-বসনাভরণ-চ্ছবিচ্ছটাভিঃ।
ব্যধিত মণিবিচিত্র-শাতকৌম্ভীং
পুর-বিশিখাং সুরভীকৃতাখিলাশা ॥ ২৬০ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।২৫)

জননিবহ-গতাগতি-প্রবৃত্তৌ, দরবিমুখী সরণেঃ শ্রিতৈকপার্শ্বা।
অবনতদৃগবাচকাম্ভপদ্মো,-পরি পরিগুণ্ঠন-মাধুরী প্রপেদে ॥২৬১॥
(কৃ০ ভা০ ৫।২৬)

বীক্ষ্যাধ্বনি পরানন্দ-চলদ্বক্ষঃপটাঞ্চলাম্।
সবয়স্যাং কুন্দবল্লী প্রেম্ণা পরিজহাস তাম্ ॥ ২৬২ ॥
(গোবি০ ৩।২৮)

এই কথা শ্রবণে শ্রীরাধা পুলকিত-কলেবরে নন্দালয়ে যাত্রা করিলেন। (২৫৯) ললিতাদি সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রাতর্ভোজনের নিমিত্ত সংস্কৃত লড্ডুকাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার অনুগমন করিলেন।

পথে কুন্দলতা-প্রভৃতির পরিহাসাদি

(২৬০) শ্রীরাধা নিজগৃহ হইতে বিনির্গত হইয়া নিজের দেহ, বসন ও আভরণের ছবিচ্ছটায় পুরের সঙ্কীর্ণ পথগুলিকে মণিবিচিত্রস্বর্ণময় করিলেন এবং নিজাঙ্গসৌরভে সর্বদিক্ সুরভিত করিলেন। (২৬১) পথিমধ্যে জনগণের গতাগতিকালে তিনি ঈষদ্‌বিমুখী হইয়া অবনতনেত্রে নীরবে রম্য অবগুণ্ঠনদ্বারা বদনকমল ঢাকিয়া পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইতেছেন। (২৬২) পথিমধ্যে সখীগণ-সমন্বিতা শ্রীরাধার পরমানন্দ-বশতঃ বক্ষঃস্থলের

মূল্যানীতোপসর্য্যাস্ত্রিচতুরদিবসান্ প্রোষ্য সন্ধ্যাগতস্তে
ভর্ত্তা গোভিঃ স্বগোষ্ঠে ঘটয়িতুমখিলাং রাত্রিমেব ন্যবাৎসীৎ।
বক্ষঃ প্রোত্থন্নখাঙ্কাবলিচিতমধরঃ স্পষ্টদন্তক্ষতো যৎ
তৎ সাধ্ব্যাস্তে সতীত্বং সমুচিতমধুনা ব্যক্তমুল্লালসীতি ॥ ২৬৩ ॥

(গোবি০ ৩।২৯)

অন্তর্গূঢ়স্মিতোৎফুল্ল-কিঞ্চিৎকুঞ্চিতলোচনাম্।
স্বসখীং ললিতালোক্য কুন্দবল্লীমথাব্রবীৎ ॥ ২৬৪ ॥

(গোবি০ ৩।৩০)

করকফলধিয়াস্যাঃ কাননে ধৃষ্টকীরঃ
স্তনমনু বিনিবিষ্টঃ পক্কবিম্ব-ভ্রমেণ।
অদশদধরমুচ্চৈস্তন্নখাচোটিতং ত-
দ্ধৃদয়মিদমমুষ্যাঃ কিং বৃথা শঙ্কসে ত্বম্ ॥ ২৬৫ ॥

(গোবি০ ৩।৩১)

বস্ত্রাঞ্চল সরিয়া গেলে তদ্দর্শনে কুন্দলতা প্রেমভরে তাঁহাকে পরিহাস করিতেছেন—! (২৬৩) 'হে রাধে! তোমার পতি অভিমন্যু মূল্যদ্বারা আনীত ঋতুমতী ধেনুসমূহকে প্রথমগর্ভধারণার্থ বৃষবৃন্দের সহিত সঙ্গ করাইবার জন্য তিনচারি দিন প্রবাস করিয়া গত সন্ধ্যায় আগমন-করত স্বীয়গোষ্ঠেই সমস্ত রাত্রি কটাইয়াছেন (অর্থাৎ তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই); তথাপি তোমার বক্ষঃস্থল নখচিহ্নসমূহে ব্যাপ্ত এবং অধরে দন্তক্ষত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে বলিয়া সাধ্বী তোমার সমুচিত সতীত্ব অত্যই পরিব্যক্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে !! (২৬৪) ললিতা স্বীয়সখী রাধাকে—অন্তরে গূঢ়হাস্যসমন্বিত উৎফুল্লা ও কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত-লোচনা দেখিয়া কুন্দলতাকে বলিলেন—(২৬৫) 'গতকল্য বনমধ্যে একটা ধৃষ্ট শুকপক্ষী দাড়িম্বফলবোধে ইঁহার স্তনযুগল লক্ষ্য করিয়া উপবিষ্ট

সখীবচঃস্মারিত-কৃষ্ণসঙ্গ,-লীলোচ্ছলৎকম্পতরঙ্গিতাঙ্গীম্ ।
তাং বীক্ষ্য পদ্মাকরমীক্ষমাণা, জগৌ পুনঃ কুন্দলতা সহাসম্॥২৬৬॥

(গোবি০ ৩।৩২)

আনন্দকম্পোত্তরলাসি মুগ্ধে !
কিং ভো বৃথা পদ্মিনি ! কুন্দবল্ল্যাঃ ।
ন দেবরস্ত্বাং মধুসূদনোঽসৌ
ভ্রাম্যন্ পুনঃ পাস্যতি ভুক্তমুক্তাম্ ॥ ২৬৭ ॥

(গোবি০ ৩।৩৩)

কর্ণ-শর্মদ-সন্নর্ম-ভর্মকুণ্ডলনির্মিতৌ ।
কর্মঠাং কুন্দবল্লীং তাং বিশাখাহ বিচক্ষণা ॥ ২৬৮ ॥

(গোবি০ ৩।৩৪)

হয় এবং পক্কবিম্ব-ভ্রমে অধরে উত্তমরূপে দংশন করিয়াছে—তাহাতেই ইহার হৃদয়ে নখাঘাতচিহ্ন ও অধরে দন্তক্ষত বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব তুমি বৃথা কেন অন্যপ্রকার শঙ্কা করিতেছ হে?' (২৬৬) ললিতার বাক্যে কৃষ্ণসহ-পূর্বকৃত-বিলাসাদির স্মরণে শ্রীরাধার অঙ্গে পুলক-তরঙ্গ উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া তড়াগের প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্বক কুন্দলতা হাস্য করিতে করিতে পদ্মিনীকে বলিলেন—(২৬৭) 'হে পদ্মিনি ! হে মুগ্ধে ! তুমি আর কেন বৃথা আনন্দকম্পনে চঞ্চলা হইতেছ ? কুন্দবল্লীর দেবর (শোভা-সম্পাদক বা আনন্দগ্রাহক) মধুসূদন (ভ্রমর) স্বচাঞ্চল্যপ্রকটনে তোমাকে উপভোগ করিয়া তোমার মধু পান করিয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়াছে !!' [পক্ষান্তরে—হে পদ্মিনি রাধে ! তুমি বৃথা আনন্দে আর উন্মত্ত হইও না, এই কুন্দলতার দেবর শ্যামসুন্দর রাত্রিকালে তোমার সহিত বিলাসাদি করিয়াছে,] এক্ষণে আর তোমার রসাস্বাদন করিবে না। (২৬৮) তৎপর

স্বেনেহনুরাগং পরমুদ্বহন্তী
ফুল্লাপি মৃদ্বী ভ্রমরাৎ সুলোলাৎ।
সৎপদ্মিনীয়ং সখি! কুন্দবল্লী-
ভৃঙ্গানুজাদ্‌ভী-তরলা চকম্পে ॥ ২৬৯ ॥

(গোবি০ ৩।৩৫)

অথানন্তরম্—

ক্বচন চ পথি নির্জনে কদাচিৎ
স্ফুটমিতরেতর-বাগ্‌বিলাস-রঙ্গৈঃ।
যদি চলতি তদা কুতঃ ক্ব যামী-
ত্যপি ন হি বেদনগোচরীকরোতি ॥ ২৭০ ॥

(কৃ০ ভা০ ৫।২৭)

কৃষ্ণানুরাগেণ বিহস্তচিত্তা,-মানন্দরাশিং জনয়ন্তমেব।
সন্দর্শয়ামাস পথি ব্রজন্তীং, নন্দীশ্বরং তাং কিল তুঙ্গবিদ্যা ॥২৭১॥

(সংগ্রহকর্ত্তুঃ)

বিচক্ষণা বিশাখা কর্ণরসায়ন সুন্দরপরিহাসরূপ স্বর্ণকুণ্ডল-নির্মাণে সুনিপুণা সেই কুন্দলতাকে বলিলেন—(২৬৯) 'হে সখি কুন্দলতে! কোমলা ও শোভনা পদ্মিনী যেরূপ স্বীয়পতিতে পরমানুরাগবতী হইয়া উৎফুল্লা হইলেও সুচঞ্চল ভ্রমর হইতে ভীত হয়, তদ্রূপ কুন্দলতায় (সূর্য্যে) বিলাসকারী (সুভদ্র) ভৃঙ্গের অনুজ (সুভদ্রানুজ কৃষ্ণ) হইতে ভীতা ও চঞ্চলা হইয়া এই রাধা-পদ্মিনী কাঁপিতেছে!! (২৭০) এইরূপে শ্রীরাধিকা যখন নির্জন পথে পরস্পর বাগ্‌বিলাসরঙ্গে চলিতেছেন, তখন তিনি কোথা হইতে কোথায় যাইতেছেন, তাহাও আনন্দাতিরেকে বিস্মৃত হইতেছেন! (২৭১) পথে চলিতে চলিতে শ্রীরাধা কৃষ্ণানুরাগে ব্যাকুলচিত্তা হইলে তুঙ্গবিদ্যা তাঁহাকে পরমানন্দকর নন্দীশ্বর দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—।

রসাল-পনসার্জ্জুন-ক্রমুক-নারিকেলাসনৈঃ
পলাশ-বট-পর্কটী-খদির-বিল্ব-জম্বাদিভিঃ।
মধূক-গিরিমল্লিকা-বকুল-নাগ-পুন্নাগকৈ-
রশোক-বক-পাটলী-কনকচম্পকৈশ্চম্পকৈঃ ॥ ২৭২ ॥
(আ০ ১।১৯১)

তমাল-নবমালিকা-কনকযূথিকা-যূথিকা-
কুরুণ্টক-লবঙ্গিকা-দমনকাতিমুক্তাদিভিঃ।
অপি স্থলসরোজিনী-বিচকিলাদিভিঃ কন্দলী-
প্রিয়ঙ্গু-তুলসীমুখৈরপি বিচিত্র-বীরুদ্গণৈঃ ॥ ২৭৩ ॥
(আ০ ১।১৯৩)

সিতাসিত-বিলোহিতোৎপল-সরোজ-কহ্লারকৈ
রথাঙ্গ-বক-সারসৈঃ কুরর-হংস-কারণ্ডবৈঃ।
বিরাজিত-তরঙ্গকৈর্বিমলবারিভির্বাপিকা-
তড়াগ-সরসীমুখৈঃ পরিবৃতানি তোয়াশয়ৈঃ ॥ ২৭৪ ॥
(আ০ ১।১৯৪)

তুঙ্গবিদ্যার মুখে নন্দীশ্বর-বর্ণন।

(২৭২) রসাল, পনস, অর্জ্জুন, গুবাক, নারিকেল, অসন, পলাশ, বট, পর্কটী, খদির, বিল্ব, জম্বু, মধূক, গিরিমল্লিকা, বকুল, নাগ, পুন্নাগ, অশোক, বক, পাটলী, (পারুল বা গোলাপ৽), স্বর্ণচম্পক, চম্পক ; (২৭৩) তমাল, নবমল্লিকা, স্বর্ণযূথিকা, যূথিকালতা, কুরণ্টক (ঝিন্টীবৃক্ষ), লবঙ্গ, দমনক, অতিমুক্তা এবং স্থলপদ্ম, মল্লিকা, কন্দলী (ভূমিকদলী), প্রিয়ঙ্গু, তুলসী-প্রভৃতি বিচিত্র লতাসমূহে পরিবৃত ; (২৭৪) শ্বেত, নীল ও রক্তোৎপল—কমল কহ্লারাদিতে সুশোভিত, চক্রবাক, বক, সারস, কুররী, হংস, কারণ্ডব

হম্বারবৈরিহ গবামপি বল্লবানাং
কোলাহলৈর্বিবিধ-বন্দিকলাবতাং তৈঃ।
সংভ্রাজতে প্রিয়তয়া ব্রজরাজসূনো-
র্গোবর্দ্ধনাদপি গুরুর্ব্রজবন্দিতো যঃ॥ ২৭৫ ॥

(স্তবা০ বিলাপ০ ৬১)

সখি ! নিজপুরতো বিদূরমাগা, ব্রজপতিসদ্ম সমীপবর্ত্তি বৃত্তম্।
তদয়ি নয়নচাতকাভিলাষঃ, ফলতি তবাশ্বিতি সংপ্রতি প্রতীহি॥২৭৬॥

(কৃ০ ভা০ ৫।২৮)

ইতি নিগদিত-মাত্রতঃ স্বসখ্যা
সপদি সবেপথু-জাড্যবিপ্লুতাঙ্গীম্।
প্রসভমভিদধার চেতয়ন্তী
কিমপি জগাদ চ তাং তদৈব কৌন্দী॥ ২৭৭ ॥

(কৃ০ ভা০ ৫।২৯)

প্রভৃতি পক্ষিগণে বিরাজিত, তরঙ্গযুক্ত, বিমলবারিপূর্ণ বাপী-তড়াগ-সরোবরাদিতে বেষ্টিত এই নন্দীশ্বরের বনপ্রদেশ দর্শন কর। (২৭৫) অত্রত্য গোগণের হম্বারব, গোপগণের কোলাহল, বন্দিগণ ও বিবিধ কলাবিদ্‌গণের কলরবে মুখরিত এই নন্দীশ্বর ব্রজরাজনন্দনের প্রিয়তায় ব্রজবন্দিত এবং গোবর্দ্ধনেরও গুরুরূপে বিরাজ করিতেছে !! (২৭৬) হে রাধে ! তুমি নিজ গৃহ হইতে দূরে আসিয়াছ—এই ত ব্রজপতিগৃহ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তোমার নয়নচাতকের অভিলাষ শীঘ্রই ফলিত হইবে বলিয়াই বিশ্বাস কর।' (২৭৭) ইহার শ্রবণমাত্রই শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিতে শ্রীরাধার শরীরে হঠাৎ কম্প ও জড়তা উদিত হইল, সুতরাং ভাবভরে অবশ হইলেন দেখিয়া কুন্দলতা তাঁহাকে ধারণ করত চৈতন্যসম্পাদন করিয়া বলিলেন—।

সুমুখি ! কিমধুনৈব বিক্লবাভূ,-র্নয়নপথামিলিতেঽপি কৃষ্ণচন্দ্রে।
অবগমমখিলং সতীত্বমাপ্তুং, তব সবয়ঃসদ এব যৎ প্রমাণম্ ॥২৭৮॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৩০)

ধৃতিমিহ হৃদি ধর্ত্তুমীশিষে নো
যদপি তদপ্যবলে ! ক্ষণং দধীথাঃ।
গিরিবরযুগভর-ধারণায় যত্তে
গিরিধর এব ময়াদ্য যোজনীয়ঃ ॥ ২৭৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৩১)

গিরিধরদিশ এব শঙ্কয়া যা-
জনি বিধুরাদ্য সখী মহাসতীয়ম্।
পরিবদসি বলাদিমামবিজ্ঞে !
তদপি নিযোক্ষ্যসি হা পুনস্তমস্যাম্ ॥ ২৮০ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৩২)

পুরতোরণের কুট্টিমে শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদি

(২৭৮) "হে সুমুখি ! কৃষ্ণচন্দ্র নয়নপথের গোচর না হইতেই তুমি এত বিক্লবা হইয়াছ ? তোমার সতীত্ববিষয়ে আমি সব তত্ত্বই অদ্য অবগত হইলাম ! এ বিষয়ে তোমার সখীসমূহই প্রমাণ রহিয়াছে ! (২৭৯) হে অবলে ! যদিও তুমি হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিতে অসমর্থই হইয়াছ, তথাপি আমার কথায় ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধর, যদি বল, বক্ষোজপর্বতদ্বয়ের ভারবহনেই আমি ব্যাকুলা, তদুপরি মহাভার ধৈর্য্যধারণ করিতে কেন আদেশ করিতেছ ? তদুত্তরে বলিতেছি যে, তোমার গিরিদ্বয় ধারণ করিবার জন্য গিরিধরকেই আমি অদ্য নিযুক্ত করিব, তাঁহার ত গোবর্দ্ধনধারণে অভ্যাস আছেই, অতএব তোমার ক্লেশনাশ করিয়া তিনি তোমার উপকারই করিবেন !!" (২৮০) ললিতা বলিলেন—"হে অবিজ্ঞে কুন্দলতে ! আমাদের

ত্বয়ি মুহুরিয়মর্পিতার্য্যয়া যৎ
তদুচিতমেব বিধিৎসসেঽদ্য ভদ্রম্ ।
স্বমিব সখি ! পরং জনং ন বিদ্ধী-
ত্যুদিতবতী ললিতা পুনস্তয়োচে ॥ ২৮১ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৩৩)

অলমলমনয়া গিরা বিদূরে
কলয় পুরঃ পুরতোরণোপকণ্ঠে ।
স্ফটিক-ঘটিতরত্ন-চিত্রিতাস্থা-
ন্যভিনব-কুট্টিমগং হৃদেককাম্যম্ ॥ ২৮২ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৩৪)

সরসমুষসি দুগ্ধনৈচিকীকঃ, সহ-সবয়াঃ কৃতমল্লরঙ্গকেলিঃ ।
অবগত-ভবদালি-যানবার্ত্তা,-ক্ষুভিতহৃদাগত এষ ভাতি পশ্য ॥২৮৩॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৩৫)

এই মহাসতী সখী গিরিধরের দিকে নিরীক্ষণ করিতেও ভয়ে কাতরা হইতেছেন ! তথাপি তুমি ইঁহাকে দুঃসহ পরীবাদ প্রদান করিতেছ এবং ইঁহার পরিচর্য্যাজন্য শ্রীকৃষ্ণকেই নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন ? (২৮১) আর্য্যা জটিলা তোমাকে বিশ্বাস করিয়া পুনঃ পুনঃ তোমার করে ইঁহাকে সমর্পণ করিয়াছেন, তুমি তদুচিত কার্য্যই ত করিতেছ ? হে সখি ! তুমি নিজের মত অন্য সকল নারীকে জানিও না ।" ললিতার কথা শেষ না হইতেই কুন্দলতা আবার বলিলেন—(২৮২) "ললিতে ! এই সব বাগাড়-ম্বরের আর প্রয়োজন নাই, ঐ অবিদূরে সম্মুখে পুরতোরণের নিকটে স্ফটিকনির্ম্মিত রত্নচিত্রিত আস্থানীতে (আঁথা) অভিনব কুট্টিমে (চবুতরায়) তোমাদের হৃদয়ের একমাত্র কাম্য দেবতাকে দর্শন কর । (২৮৩) তোমাদের হৃদয়-নাগর প্রাতঃকালে আনন্দে ধেনুদোহন ও বয়স্যগণসঙ্গে মল্লক্রীড়াদি

ব্রজপুর-ললনা-কুলোন্মদিষ্ণু,-করণপটুচ্ছবিমণ্ডলোপগূঢ়ঃ।
মধুরিম-ধুরয়ৈব কিং ত্রিভঙ্গী,-কৃততনুরুচ্চলদাম-মাদিতালিঃ ॥২৮৪॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৩৬)

শ্রিত-মৃদুতর-গণ্ড-কুণ্ডলাধ্যা,-পনপর-তাণ্ডব-পণ্ডিতাক্ষিযুগ্মঃ।
পবনধুত-পটাঙ্গগৌরনীল,-দ্যুতিলহরী-স্তিমিতীকৃতাখিলাশঃ॥২৮৫
(কৃ০ ভা০ ৫।৩৭)

প্রিয়সখ-ভুজশীর্ষ্ণি রাজদুদ্যং,-করিকর-নিন্দকধাম-বামবাহুঃ।
নিজরুচি-বিজিতাব্জঘূর্ণনৈক,-ব্যসনবশেতরপাণিরেষ ঈষ্টে ॥২৮৬॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৩৮)

সমাপন করত তোমাদের সখীর এই পথে আগমন হইবে জানিয়া ক্ষুভিত-হৃদয়ে বিত্তমান রহিয়াছে—ঐ দেখ !! (২৮৪) হে রাধে! ঐ দেখ—তোমার বল্লভ ব্রজকুলনাগরীদের উন্মত্তীকরণে দক্ষ কান্তিমালায় কেমন আলিঙ্গিত হইয়া বিরাজমান আছেন! মাধুর্য্যাতিরেকবশতঃই কি ইঁহার দেহটি ত্রিভঙ্গ হইয়াছে ? অহো! ইঁহার চঞ্চলায়মান বনমালার সৌরভে ভ্রমর-কুলও উন্মাদিত হইয়াছে !! (২৮৫) ইঁহার মৃদুতর গণ্ডমণ্ডলস্থিত কুণ্ডল-যুগলকে তাণ্ডব-পণ্ডিত নয়নদ্বয় কেমন অদ্ভুত নৃত্য শিখাইতেছে! (অর্থাৎ স্বাভাবিক চঞ্চল নয়নদ্বয়ের নিকট কুণ্ডলদ্বয় বুঝি চপলতা শিখিতেছে)। আবার দেখ—মৃদুমন্দ বায়ুভরে কম্পিত বসনের গৌরকান্তি এবং শ্রীঅঙ্গের স্বাভাবিক নীলকান্তির লহরীসমূহ দশদিককে স্নিগ্ধ করিতেছে (অর্থাৎ বসনকান্তিতে গঙ্গা এবং অঙ্গকান্তিতে যমুনাধারা একত্র মিশিয়া প্রয়াগের সৃষ্টি করিয়া ঐ লাবণ্যধারায় স্নানকারিদের সর্ব-কামনা পূরণ করিতেছে !!)। (২৮৬) ঐ দেখ হে, তোমার মোহন নাগর প্রিয়সখা সুবলের স্কন্ধে করিকর-বিনিন্দী শোভনীয় নিজ বামবাহু স্থাপন করত দক্ষিণকরে নিজকান্তি-বিজিত

ইতি গিরমথ রূপমাধুরীং তাং, যদি চষকীকৃত-কর্ণনেত্রযুগ্মা।
অপিবদদরমোহতস্তদা তৎ, প্রস্মর-সৌরভমাশ্ববোধয়ত্তাম্ ॥২৮৭॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৩৯)

পুলকনিবহ-কম্পসম্পদশ্রু-
স্রুতি-কলিলাপি ধৃতিং দধত্যবাদীৎ।
সখি ! কিমপরমস্তি বর্ত্ম পাদৌ
ন মম পুরশ্চলতোঽস্তু কিং করোমি ॥ ২৮৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৪০)

গুরুপরবশতৈব দোষদূরী-
করণপটুস্তব কিং ভিয়া হ্রিয়া বা।
সপদি সবয়সেতি বোধ্যমানা
লঘু লঘু গন্তুমিয়েষ সা তদগ্রে ॥ ২৮৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৪১)

লীলাকমলটিকে অনবরত ঘূর্ণন করিতে করিতে কামিনীগণকে বশীকরণ করিবার উদ্দেশ্যে ঐশ্বর্য্য বিকাশ করিতেছে !!" (২৮৭) কুন্দলতার এই বচনামৃত কর্ণচষকে এবং শ্রীকৃষ্ণের রূপামৃত নয়নচষকে পান করিয়া শ্রীরাধা মহামুগ্ধা হইলেন ; আবার তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রসরণশীল অঙ্গ-সৌরভ শ্রীরাধার নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার বাহ্যাবেশ আনয়ন করিল। (২৮৮) তৎপরে শ্রীরাধা পুলক-কদম্ব, কম্পসমূহ এবং অশ্রুসম্পাতে ব্যাপ্ত-কলেবরা হইলেও কিন্তু তখন ধৈর্য্যাবলম্বনে বলিলেন—'হে সখি ! ব্রজ-রাজমহলে প্রবেশ করিবার অন্যপথ কি নাই ? ইঁহার সম্মুখ দিয়া এই পথে আমি যাইতে পারিব না !' (২৮৯) তদুত্তরে ললিতা কহিলেন—'হে রাধে ! গুরুপরবশতা তোমার সকল দোষ দূরীকৃত করিবে, অতএব ভয় বা লজ্জায় বৃথা প্রয়োজন নাই" (গুরুজনের আজ্ঞায় এইপথে গেলেও

কিমিদমিতি পরস্পরাবলোকো,-চ্ছলিত-মহামধুরিম্ণি যত্তয়োস্তাঃ।
স্বমতুলতরসি ন্যমজ্জয়ন্না,-লয় ইতি বর্ণয়িতুং ন গীরপীষ্টে ॥ ২৯০ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৪২)

অঘদমন-চকোর-চন্দ্রিকাস্তাঃ
শশিবদনাপি পপৌ মুহুঃ পিপাসুঃ।
গিরিধর-মুদিরোপরীহ চাত-
ক্যতনুরসং প্রববর্ষ সেতি চিত্রম্ ॥ ২৯১ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৪৩)

অথ নিজনিজমূর্দ্ধ্নি সব্যহস্তো,-ন্নমন-কলাকলিতাবগুণ্ঠনাস্তাঃ।
অপনতনয়নাঞ্চলী-বিলীঢ়,-প্রিয়চরণাব্জসুধা যযুস্তদগ্রাৎ ॥ ২৯২ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৪৪)

তোমার নিন্দা বা কলঙ্কভয় হইবেনা)। এই বাক্যে প্রবোধিত হইয়া শ্রীমতী ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখবর্ত্তী পথে চলিতে লাগিলেন। (২৯০) তখন পরমানুরাগী যুগল পরস্পর-দর্শনে 'কি অপরূপ অদৃষ্টচর বস্তু !! বলিয়া চমৎকৃত হইলেন, তাহাতে উভয়ের অঙ্গ হইতে অতুলবেগবতী এক মহামাধুরী-তরঙ্গিণী সমুচ্ছলিত হইয়া প্রবাহিত হইল ! সখীগণ তাহাতে আত্মনিমজ্জন করিলেন ! অহো ! এই দৃশ্য বর্ণনা করিতে স্বয়ং বাগ্ দেবীও অসমর্থা !! (২৯১) আহো ! কি আশ্চর্য্য !! কি অদ্ভুত !!! শ্রীকৃষ্ণরূপ অদ্ভুত চকোরের চন্দ্রিকাসমূহ শশিবদনা শ্রীরাধা পিপাসু হইয়া মুহুর্মুহু পান করিতে লাগিলেন ! (শশীর চন্দ্রিকা চকোরই পান করে, কিন্তু এস্থলে চকোরের চন্দ্রিকা শশী পান করিতেছে ; ইহাই বিস্ময়ের বিষয় !!) আর এক আশ্চর্য্য এই যে, শ্রীশ্যাম-জলধরের উপরি রাধা-চাতকী অতনু (কন্দর্প) রস-বর্ষা করিতেছেন !! (চাতকের উপরেই জলধর বর্ষা করে, কিন্তু এ স্থলে বিপরীত হওয়ায় আশ্চর্য্যকর হইয়াছে !) (২৯২) তৎপরে

হরিরপি পরিবৃত্য তন্নিতম্ব,-দ্যুতিনিহিতেক্ষণপঙ্কজোঽবতস্থে।
বরতনুততিরপ্যতীত্য তদ্গো,-পুরমবগুণ্ঠনমীষদস্থতি স্ম ॥ ২৯৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৫৫)

সখি ! ভবদবলোকজাতহর্ষং, সপদি স চম্পকমালয়া বটুস্তম্।
সুখিনমকৃত যত্তদিঙ্গিতজ্ঞা, ভবসি ন বেত্ত্যদিতাহ সা স্বসখ্যা॥২৯৪॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৫৬)

ত্বমসি খলু যথা তথান্বমাসী,-র্নিজসদৃশীর্যতসে পরা বিধিৎসুঃ।
ইতি দর-বিকসৎস্মিতা ভ্রমদ্ভ্রূ,-স্ত্বরিতমবাপ মহাপুরান্তরং সা॥২৯৫
(কৃ০ ভা০ ৫।৫৭)

রাধাদি গোপীগণ বামহস্ত উত্তোলন-চাতুরী-প্রকটনে নিজনিজ মস্তক অবগুণ্ঠিত করিয়া অবনত-নয়নাঞ্চলে প্রিয়তমের চরণকমলসুধা লেহন করিতে করিতে তাঁহারই সম্মুখ দিয়া চলিলেন। (২৯৩) ইঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে শ্রীহরিও মুখ ফিরাইয়া ইঁহাদের নিতম্বদ্যুতির উপরি নিজ নয়ন-কমল নিহিত করিয়া অবস্থিত হইলেন। ঐ সুন্দরীগণও গোপুর অতিক্রম করত মস্তকের অবগুণ্ঠন কিয়ৎপরিমাণে সরাইয়া ফেলিলেন।

তুঙ্গবিদ্যার সহিত শ্রীরাধার পরিহাসরঙ্গাদি

(২৯৪) তুঙ্গবিদ্যা শ্রীরাধাকে পরিহাসবাক্যে বলিলেন—'হে সখি! তোমাকে দর্শন করিয়া নাগরমণি মহানন্দিত হইলে বটু মধুমঙ্গল তাঁহাকে যে চম্পকমালা দ্বারা ভূষিত করিয়া সুখী করিয়াছিল, তাহার ইঙ্গিত তুমি বুঝিয়াছ কি ?' (অর্থাৎ চম্পকমালা-প্রদানছলে বটু অচিরে তোমার সহিত মিলন-সঙ্কেত করিয়াছে ত ?) তখন এইবাক্যের তৎপর্য্য বুঝিয়া শ্রীরাধা তুঙ্গবিদ্যাকে বলিলেন—(২৯৫) 'হে সখি! তুঙ্গবিদ্যে! তুমি যেমন, সেইরূপ অন্যলোককেও বুঝি অনুমান করিতেছ অর্থাৎ তুমি যেমন সেই চঞ্চল নাগরেন্দ্রের বক্ষঃস্থলে চম্পকমালাবৎ শোভা পাও,

স্ফটিক-ঘটিতকুড্যমীড্যভর্মো,-জ্জ্বলপটলং পবি-কীলকং কবাটম্।
মণিময়-ললনাধৃত-প্রদীপ,-ব্রততি-নগদ্বিজরাজি-রাজিতদ্বাঃ॥২৯৬॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৪৮)

দ্যুমণি-কিরণদীপ্তরত্নকুম্ভ,-ধ্বজ-নটকেকিবৃতাগ্র-পৌরটাট্টম্।
সুরবর-পুরনিন্দি যত্র শন্দং, বিলসতি মন্দিরবৃন্দমিন্দিরাঢ্যম্॥২৯৭
(কৃ০ ভা০ ৫।৪৯)

মসার-প্রাচীরং মরকতগৃহং হেমপটলং
প্রবাল-স্তম্ভালি-স্ফটিকবৃতি-বৈদূর্য্যবড়ভিঃ।
মহানীলেন্দ্রাট্টং বিমলকুরুবিন্দোপলমহো
প্রতীহারং নানাকৃতি জিত-বিমানাবলিপুরম্॥২৯৮॥
(আ০ ১।৫২)

অপর সকলকেও তাদৃশ করিতে চেষ্টা করিতেছ বুঝি? ঈষৎ হাস্যবিকাশে ভ্রূধনু কম্পিত করিয়া এই কথা বলিতে বলিতেই তিনি ত্বরিতগমনে মহাপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নন্দালয়ে ব্রজেশ্বরীর সহিত শ্রীরাধার মিলনাদি

(২৯৬) সেই পুরমধ্যে বিরাজিত সুন্দর মন্দিরসমূহের ভিত্তি—স্ফটিক-নির্মিত, পটল-(ছাত) সমূহ অনর্ঘ স্বর্ণে রচিত, এবং কপাটগুলিও হীরকের কীল (হুড়কা) যুক্ত; দ্বারের উভয়পার্শ্বে মণিপ্রদীপ-ধারিণী মণিময় নারীদ্বয় এবং মণিনির্মিত-লতাবিজড়িত মণিরচিত বৃক্ষের উপরি মণিময় পক্ষিরাজি বিরাজিত রহিয়াছে। (২৯৭) স্বর্ণ অট্টালিকার উপরিভাগে সূর্য্যকিরণে উদ্দীপ্ত রত্নকুম্ভের উপরে বর্ত্তমান ধ্বজে কৃত্রিম ময়ূর নৃত্য করিতেছে; ঐ পুরমধ্যে সুরেন্দ্রপুর (অমরাবতী) বিনিন্দি পরম-সুখদ ও নিখিল শোভা-সম্পত্তিযুক্ত মন্দিরনিচয় বিরাজিত। (২৯৮) ঐ পুরের প্রাচীরসকল ইন্দ্র-নীলমণি-ঘটিত, গৃহসকল মরকতমণি-বিরচিত, পটল (ছাত) হেমময়, স্তম্ভ-

কুড্যে যস্য মণি-প্রবেকরচিতে শিল্পক্রিয়া-কল্পিতৈঃ
প্রত্যাসজ্য শুকৈঃ সমং গৃহশুকেষ্বাসাদিত-স্তৈমস্তু ।
সপ্রাণাঃ কিমমী ইমে কিমথবেত্যুন্মীলতঃ সংশয়া-
দ্দাতুং দাড়িমবীজকানি সুচিরং মুহ্যন্তি মুগ্ধাঙ্গনাঃ ॥ ২৯৯ ॥

(আ০ ১।১৫৩)

মুখ্যপ্রকোষ্ঠে চতুরালয়েঽস্যা, ভাণ্ডার-গেহং বরুণস্য দিশ্যম্ ।
শ্রীকৃষ্ণবাসঃ শুভদক্ষিণস্থঃ, শ্রীরামধামোত্তরদিশ্যুদেতি ॥ ৩০০ ॥

(ব্রজ০ ২।১৯)

প্রাচ্যাং গৃহং তাদৃশমেব যত্র, প্রাচ্যাং স যস্যান্যতর-প্রকোষ্ঠে ।
স্বপুত্রভদ্রায় নিজেষ্টদেবং, নারায়ণং সেবত এব নন্দঃ ॥ ৩০১ ॥

(ব্রজ০ ২।২০)

সকল প্রবালমণি-রচিত, বৃতি (বেড়া) স্ফটিকময়, বড়ভী (চিলে ছাত) বৈদূর্য্যমণি-খচিত, অট্টালিকাগুলি মহানীলকান্তমণি-ঘটিত, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বারসকল পদ্মরাগমণি-দ্বারা রচিত—উহা বিবিধ বর্ণে চিত্রিত এবং ঐ পুরের নিকট বিমান (রাজগৃহ) সকলও পরাস্ত হইয়া থাকে। (২৯৯) মণিশ্রেষ্ঠদ্বারা বিরচিত উহার ভিত্তিতে শিল্পক্রিয়ানৈপুণ্যে চিত্রিত বা বিরচিত শুকপক্ষিদের সহিত বন্ধুতা করিয়া গৃহশুকসকল তদ্ধর্মাক্রান্ত হইয়া নিস্পন্দভাব প্রাপ্ত হইলে সুন্দরীগণ 'ইহারা জীবিত, কি উহারা জীবিত'—ইত্যাকার সংশয়ের আবির্ভাবে দাড়িম্ববীজ প্রদান করিতেও বহুক্ষণ যাবৎ মুগ্ধতা প্রকট করেন। (৩০০) ঐ পুরীর চারিদিকেই মুখ্য মুখ্য প্রকোষ্ঠ আছে ; পশ্চিমদিকে ভাণ্ডারগৃহ, শুভদক্ষিণদিকে শ্রীকৃষ্ণের বাসগৃহ এবং উত্তরদিকে বলরামের আলয় অবস্থিত। (৩০১) সেই মুখ্য প্রকোষ্ঠের পূর্বদিকে শ্রীকৃষ্ণের গৃহতুল্য শ্রীনন্দরাজের গৃহ বিরাজমান—ঐ গৃহের পূর্বদিকে অন্যতর প্রকোষ্ঠে নন্দবাবা নিজপুত্রের মঙ্গলবিধানের

কোষালয়স্যান্বিত-দক্ষিণাংশে, কৃষ্ণস্য ধাম্নঃ শুভপশ্চিমেঽস্তি।
যা পাকশালাদ্বয়মধ্য এব, বিশ্রামধামাস্তুরু রাধিকায়াঃ ॥ ৩০২ ॥
(ব্রজ০ ২।২১)

কৃষ্ণস্য ধাম্নোঽন্বিতদক্ষিণাংশে, পাকালয়স্যাপি বিরাজমানঃ।
আরাম আস্তে সরসী চ যত্র, রহো মনোজ্ঞং বহুগেহবেদি ॥৩০৩॥
(ব্রজ০ ২।২২)

অথ সমুপসেদুষীং সখীভির্হরি,-জননী নিজবেশ্ম ভাসয়ন্তীম্।
অমনুত ভুবনত্রয়ৈকলক্ষ্মী,-মুদিতবতীং মুদিতাঽর্কমিত্রপুত্রীম্॥৩০৪॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৫২)

তত্রাগতাং চরণয়োঃ প্রণতাং স্বদোর্ভ্যা-
মুত্থাপ্য তাং হৃদি নিধায় মুকুন্দমাতা।
আঘ্রায় মূর্দ্ধ্নি মুদিতা জননী পরার্দ্ধা
স্নিগ্ধা চুচুম্ব মুখমশ্রুমুখী ততোঽস্যাঃ ॥ ৩০৫ ॥
(গোবি০ ৩।৩৭)

জন্য নিজেষ্টদেব নারায়ণের অর্চ্চনা করেন। (৩০২) ভাণ্ডারগৃহ-সংলগ্ন দক্ষিণাংশে এবং শ্রীকৃষ্ণবাসগৃহের শুভ পশ্চিমে যে পাকশালা আছে, এতদুভয়ের (শ্রীকৃষ্ণগৃহ ও পাকশালার) মধ্যে শ্রীরাধার বিশ্রামজন্য একটি ক্ষুদ্র গৃহ আছে। (৩০৩) শ্রীকৃষ্ণের গৃহ ও পাকশালা যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেই দক্ষিণাংশেই পুষ্পোদ্যান ও সরোবর বিরাজমান। সেই উদ্যানে ও সরোবরে নিভৃতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-সম্পাদক বহু বহু গৃহ ও বেদিকা বিদ্যমান। (৩০৪) সখীগণ-সহিত নিকটাগতা বৃষভানুকুমারী নিজগৃহ উদ্ভাসিত করিয়া ত্রিভুবনের অসাধারণ শোভার অধিদেবীরূপে উদিত হইতেছে ভাবিয়া মাতা যশোদা আনন্দিতা হইলেন। (৩০৫) নন্দভবনে প্রবিষ্টা শ্রীরাধা যশোদাকে প্রণাম করিলে অসীমস্নেহযুক্তা

প্রত্যেকমালিঙ্গ্য চ তদ্বয়স্যাঃ, পপ্রচ্ছ সাঽব্যাহতভব্যমস্যাঃ।
ব্যগ্রা সুতস্যাশন-সাধনে দ্রাক্, সস্নেহমেতাঃ পুনরাবভাষে ॥৩০৬॥

(গোবি০ ৩।৩৮)

ন সুতাসি কীর্ত্তিদায়াঃ, কিন্তু মমৈবেতি তথ্যমাখ্যামি।
প্রাণিমি বীক্ষ্য মুখন্তে, কৃষ্ণস্যেবেতি কিং ত্রপসে ? ৩০৭ ॥

(উ০ ৪।৪৫)

মধুর-মৃদুল-মোদকাদি কিঞ্চিৎ
সমমুপবেশ্য সখীজনৈর্বলাত্তাম্।
দ্রুতহৃদয়া ধনিষ্ঠয়াঽঽশয়িত্বা
ভৃশমুপলাল্য নিনায় পাকশালাম্ ॥ ৩০৮ ॥

(কৃ০ ভা০ ৫।৫৫)

মুকুন্দমাতা প্রফুল্লিতা হইয়া স্বীয় ভুজদ্বয়ে তাঁহাকে উঠাইয়া বক্ষে ধারণ ও মস্তক আঘ্রাণ করত অশ্রুসিক্ত-নয়নে তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। (৩০৬) এইরূপে যশোমতী শ্রীরাধার সখীদিগের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীরাধার অব্যাহত (নির্বাধ) কুশল প্রশ্নাদি করিলেন এবং অবিলম্বে পুত্রের ভোজন প্রস্তুত করিতে ব্যগ্রচিত্তা হইয়া স্নেহপূর্ণবাক্যে তাঁহাদিগকে বলিলেন—।

মিষ্টান্ন-পক্কান্নাদিরচনার জন্য যশোদার নির্দেশ

(৩০৭) 'বৎসে, লজ্জা কি ? তুমি ত কীর্ত্তিদার কন্যা নও, সত্য বলিতেছি তুমি আমারই কন্যা। তোমার মুখ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণমুখদর্শনবৎ আনন্দলাভে আমি জীবিতা আছি !' (৩০৮) পরে স্নেহার্দ্রা ব্রজেশ্বরী সখীগণের সহিত শ্রীরাধাকে উপবেশন করাইয়া মধুর মৃদুল মোদকাদি কিঞ্চিৎ ধনিষ্ঠার দ্বারা ভোজন করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে আদরে পুনঃ

বিবিধ-মধুর-ভক্ষ্যোৎপাদনে লব্ধবর্ণা
ব্রজভুবি কিল যূয়ং বিশ্রুতা মিষ্টহস্তাঃ।
তদিহ কুরুত পুত্র্যঃ! সাধু ভক্ষ্যাণি যত্না-
দ্দররুচিরপি বৎসঃ সম্পৃহং মে যথাত্তি ॥ ৩০৯ ॥

(গোবি০ ৩।৩৯)

উপলাবণিকং ত্বেকাঃ কাশ্চিৎ কুরুত দাধিকম্।
সার্পিষ্কমপরা যূয়ং বৎসাঃ শার্করিকং পরাঃ ॥ ৩১০ ॥

(গোবি০ ৩।৪০)

সরস-রসবতীসংপ্রক্রিয়া-পণ্ডিতাসি
ত্বমিহ রসবতীং মে যাহি রাধে! প্রযত্নাৎ।
জননি! বলজনন্যাধিষ্ঠিতাং মিষ্টমন্নং
রচয় সহ তয়ৈব ব্যঞ্জনান্যুত্তমানি ॥ ৩১১ ॥

(গোবি০ ৩।৪১)

পুনঃ লালন পূর্বক পাকশালায় আনয়ন করিয়া বলিলেন—(৩০৯) "হে বৎসাগণ! নানাবিধ সুমধুর ভক্ষ্যদ্রব্য-রচনায় তোমরা বিচক্ষণা এবং মিষ্টহস্তা বলিয়া ব্রজমণ্ডলে বিখ্যাতা হইয়াছ। অতএব আমার পুত্র অল্পরুচিসম্পন্ন হইলেও যাহাতে রুচিপূর্বক ভোজন করিতে পারে, তদ্রূপ উত্তমোত্তম ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত কর। (৩১০) তোমরা কেহ লবণ-নির্মিত, কেহ বা দধিকৃত, কেহ বা ঘৃতপক্ক, কেহ বা শর্করারচিত, ভক্ষ্যবস্তু তৈয়ার কর। (৩১১) হে রাধে! এই জগতে রসযুক্ত পাকের সংপ্রক্রিয়ায় তুমিই অভিজ্ঞা, অতএব হে জননি! বলদেবজননী-কর্তৃক অধিষ্ঠিত রন্ধনশালায় গমন করিয়া প্রযত্নসহকারে তাহার সহিত মিলিয়া মিষ্টান্ন ও উত্তম উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত কর।

বটকমমৃতকেলিং সাধয়াতিপ্রযত্নাৎ
সরস-মসৃণমন্যং পুত্রি ! কর্পূরকেলিম্ ।
মধুরমমৃতকোটের্যত্র কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণ-
স্ত্রিজগতি ন হি কশ্চিৎ ত্বামৃতে যস্য বেত্তা ॥ ৩১২ ॥

(গোবি০ ৩।৪২)

যস্যামুচ্চৈর্লালসাঢ্যঃ সুতো মে
তাং পীযূষগ্রন্থিপালীং চ কৃত্বা ।
কর্পূরৈলাদ্যন্বিতপানকে ত্বং
যত্নাদ্‌বৎসে ! ধেহি পঞ্চামৃতাখ্যে ॥ ৩১৩ ॥

(গোবি০ ৩।৪৩)

ত্বং বিধেহি ললিতেঽম্ব ! রসালাং
ত্বঞ্চ ষাড়বমিহাশু বিশাখে !
ত্বঞ্চ ভোঃ শিখরিণীং শশিলেখে
পুত্রি ! চম্পকলতে ! মথিতং ত্বম্ ॥ ৩১৪ ॥

(গোবি০ ৩।৪৪)

---

(৩১২) আর হে জননি ! তুমি অতিপ্রযত্নে অমৃত হইতেও সুমধুর সুরসাল ও সুকোমল 'অমৃতকেলি' ও 'কর্পূরকেলি' নামক বটকদ্বয় প্রস্তুত কর, যাহাতে কৃষ্ণ সতৃষ্ণ (লোভযুক্ত) হইয়া থাকে। এতাদৃশ বটক নির্মাণ করিতে ত্রিভুবনে তুমি ব্যতীত কেহই জানে না। (৩১৩) হে বৎসে ! যে 'পীযূষ-গ্রন্থি'তে আমার পুত্র অত্যন্ত লালসান্বিত, সেই পীযূষগ্রন্থিসকল তৈয়ার করিয়া কর্পূর এলাচাদিযুক্ত 'পঞ্চামৃত'-নামক পানকে যত্নপূর্বক নিঃক্ষেপ কর। (৩১৪) হে মাতঃ ললিতে ! তুমি 'রসালা' প্রস্তুত কর, হে বিশাখে ! তুমি অবিলম্বে 'ষাড়ব' (পানক) প্রস্তুত কর ; হে শশিলেখে ! তুমি 'শিখরিণী' এবং হে চম্পকলতে জননি ! তুমি 'মথিত' (মাঠা) নির্মাণ কর।

আমিক্ষাং ত্বং পুত্রি ! সংসাধ্য তস্যা-
স্তত্তদ্দ্রব্যৈর্যোগপাকপ্রভেদৈঃ।
তত্তদ্ভেদান্ তুঙ্গবিদ্যে ! বিধেহি
ত্বং মৎস্যণ্ডীপানকান্যস্ব ! চিত্রে !! ৩১৫ ॥

(গোবি০ ৩।৪৫)

ত্বং খণ্ডমণ্ডানি চ রঙ্গদেবি !
ত্বং ক্ষীরসারান্ বিবিধান্ সুদেবি !
বাসন্তি ! শুভ্রা মৃদুফেনিকাস্ত্বং
ত্বং মঙ্গলে ! কুণ্ডলিকাং বিধেহি ॥ ৩১৬ ॥

(গোবি০ ৩।৪৬)

কাদম্বরি ! ত্বং কুরু চন্দ্রকান্তী-
স্ত্বং লাসিকে ! তণ্ডুলচূর্ণপিণ্ডীঃ।
ত্বং শষ্কুলীঃ কৌমুদি ! ভূরিভেদা-
স্ত্বমিন্দুপিণ্ডানি মদালসেঽস্ব !! ৩১৭ ॥

(গোবি০ ৩।৪৭)

---

(৩১৫) হে পুত্রি তুঙ্গবিদ্যে ! তুমি আমিক্ষা (ছানা) প্রস্তুত করিয়া যথোচিত দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া পাকভেদে বিভিন্ন পক্বান্ন রচনা কর এবং হে চিত্রে ! তুমি মিছরির পানক তৈয়ার কর। (৩১৬) হে রঙ্গদেবি ! তুমি খণ্ড মণ্ড (পিষ্টকবিশেষ), হে সুদেবি ! তুমি বিবিধ ক্ষীরসা, হে বাসন্তি ! তুমি শুভ্রবর্ণ মৃদুল ফেনিকা, হে মঙ্গলে ! তুমি কুণ্ডলিকা (জিলাপি) রচনা কর। (৩১৭) হে কাদম্বরি ! তুমি চন্দ্রকান্তি (কর্পূরনারীপিষ্টক), হে লাসিকে ! তুমি তণ্ডুলচূর্ণ-লড্ডুক, হে কৌমুদি ! তুমি নানাপ্রকার শষ্কুলী (গুজিয়া) এবং হে মদালসে ! তুমি চন্দ্রাকার শুক্লবর্ণ ইন্দুপিষ্টক

শশিমুখি ! বটকানি ত্বং বিধেহি প্রযত্না-
দ্দধিবটকমুখানি প্রাজ্য-মাধুর্য্যভাঞ্জি ।
প্রণয় সুমুখি ! রম্যাঃ শর্করা-পট্টিকাস্ত্বং
মণিমতি ! বহুভেদাংস্ত্বঞ্চ পিষ্টান্নপূপান্ ॥ ৩১৮ ॥
(গোবি০ ৩।৪৮)

বিধৎস্ব ভোঃ কাঞ্চনবল্লি ! বৎসে !
গোধূমচূর্ণোদ্ভব-লড্ডুকানি ।
মনোহরাখ্যানি মনোরমে ! ত্বং
ত্বং মৌক্তিকাখ্যানি চ রত্নমালে !! ৩১৯ ॥
(গোবি০ ৩।৪৯)

সুভৃষ্ট-নিস্তুষ-তিলৈর্মোদকান্ কুরু মাধবি !
তথা তিল-কদম্বাখ্যাঃ সতিলাঃ খণ্ডপট্টিকাঃ ॥ ৩২০ ॥
(গোবি০ ৩।৫০)

লাজান্ ধানাংশ্চ সংভৃষ্টান্ পৃথুকান্ ঘৃত-ভর্জিতান্ ।
কৃত্বা বিন্ধ্যে ! সিতা-ক্বাথৈঃ সমুদ্গান্ কুরু মোদকান্ ॥৩২১॥
(গোবি০ ৩।৫১)

প্রস্তুত কর। (৩১৮) হে শশিমুখি! তুমি যত্নপূর্বক প্রচুরতর মধুর দধিবটক প্রভৃতি বটক তৈয়ার কর, হে সুমুখি! রমণীয় শর্করা-পট্টিকা (চিনির পাটালি), হে মণিমতি ! তুমি তণ্ডুলচূর্ণাদি দ্বারা বিবিধ সুমিষ্ট পিষ্টক প্রস্তুত কর। (৩১৯) হে বৎসে! কাঞ্চনবল্লি! তুমি গোধূমচূর্ণে ঘৃতপক্ব ও সূত্রাকার লড্ডুক, হে মনোরমে! তুমি 'মনোহরা'-নামক লড্ডুক এবং হে রত্নমালে! তুমি মৌক্তিক (মতিচূর) লড্ডুক প্রস্তুত কর। (৩২০) হে মাধবি! তুমি তুষহীন ভৃষ্টতিলদ্বারা তিলমোদক, 'তিলকদম্ব'-নামক লড্ডুক এবং তিলসংযুক্ত খণ্ডপট্টিকা (তিলের পাটালি)

রম্ভে করম্ভং কুরু শাতকুম্ভ,-কুণ্ড্যাং সুরম্ভাফল-শর্করাদ্যৈঃ।
নিষ্পীড্য পক্কাম্ররসং মনোজ্ঞে! সিতাঘনক্ষীরযুতং বিধেহি ॥৩২২॥
(গোবি০ ৩।৫২)

উত্থাপিতং যত্তু ময়া মথিত্বা, প্রাতঃ সুগন্ধাপয়সো দধীনি।
তদিষ্টগন্ধং নবনীত-পিণ্ডং, হৈয়ঙ্গবীনং কুরু ভোঃ কিলিম্বে !! ৩২৩॥
(গোবি০ ৩।৫৩)

স্বয়ং দুগ্ধ্বা ব্রজেন্দ্রেণ প্রহিতং ধবলাপয়ঃ।
পানার্থমম্বিকে মন্দং 'ত্বং শৃতং কুরু বৎসয়োঃ' * ॥ ৩২৪ ॥
(গোবি০ ৩।৫৪)

ঋজীষদর্বীনিবহৈঃ পরীতাং, মৃদ্দারুকুণ্ড্যাদিক-ভাজনৈশ্চ।
চুল্লীচয়াঢ্যাং মম সিক্তলিপ্তাং, তদ্‌দুগ্ধশালাং ব্রজতাশু বালাঃ॥ ৩২৫
(গোবি০ ৩।৫৫)

রচনা কর। (৩২১) হে বিন্ধ্যে ! তুমি লাজ (খৈ), ভৃষ্ট যব, চিপিটক ও মুদ্গ ঘৃতভর্জিত করিয়া শর্করাযোগে সম্পুটসদৃশ মোদক বা মুদ্গমোদক প্রস্তুত কর। (৩২২) হে রম্ভে! তুমি সুপক্ক রম্ভা ও শর্করাযোগে স্বর্ণভাণ্ডে করম্ভ (দধিমিশ্রিত শক্তু) প্রস্তুত কর। হে মনোজ্ঞে ! পক্ক আম্ররস নিষ্পীড়ন করত তুমি শর্করা ও ঘনদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া রাখ। (৩২৩) হে কিলিম্বে ! প্রত্যুষে 'সুগন্ধা' নাম্নী গাভীর দুগ্ধজাত দধি মন্থন করিয়া যে নবনীতপিণ্ড উদ্ধার করিয়াছি, তুমি তাহাদ্বারা হৈয়ঙ্গবীন (ঘৃত) প্রস্তুত কর। (৩২৪) হে অম্বিকে! ব্রজরাজ স্বয়ং 'ধবলা' গাভী দোহন করিয়া যে দুগ্ধ পাঠাইয়াছেন, তুমি তাহা ঈষৎ আবর্ত্তন করিয়া রাখ, গোষ্ঠ হইতে আসিয়া রামকৃষ্ণ তাহা পান করিবে। (৩২৫) হে পুত্রীগণ! পিষ্টক-পাকের দর্বী

---

* 'ত্বমাবর্ত্তয় বৎসয়োঃ' ইত্যপি পাঠঃ।

নানোপকরণানি ত্বং তানি তানি ধনিষ্ঠিকে !
নিষ্কাস্য তত্তদ্‌ভাণ্ডেভ্যঃ পাত্রেষ্বাধায় দাপয় ॥ ৩২৬ ॥

(গোবি০ ৩।৫৬)

তত্তৎপদার্থাংস্ত্বরিতং তুলস্যা
সহানয়া রঙ্গণমালিকে ত্বম্।
আনীয় কোষালয়তোঽস্মদীয়া-
দ্দাসীগণৈর্দাপয় তত্র তত্র ॥ ৩২৭ ॥

(গোবি০ ৩।৫৭)

আম্রাতকাম্রফলপূর-করীর-ধাত্রী-
লিম্পাক-কোলি-রুচকাদিফলানি কামম্।
তৈলে চিরং সলবণে কিল সন্ধিতানি
মূলান্যথার্দ্রক-মুখানি চ রোচকানি ॥ ৩২৮ ॥

(গোবি০ ৩।৫৮)

(ঝাঝরা) সমূহে, মৃত্তিকা ও দারু-নির্মিত কুণ্ড্যাদিপাত্র সমূহে সমাকীর্ণ, জলদ্বারা অভিষিক্ত এবং কোনও স্থলে গোময়োপলিপ্ত, বহুসংখ্যক চুল্লীতে পরিবৃত—আমার সেই দুগ্ধশালায় তোমরা গমন কর। (৩২৬) হে ধনিষ্ঠে! তুমি পূর্বোক্ত উপকরণাদি তত্তদ্‌ভাণ্ড হইতে বাহির করিয়া অন্যান্য পাত্র-সমূহে স্থাপন কর। (৩২৭) হে রঙ্গণমালিকে! তুমি তুলসীর সহিত সত্বর গমন করত আমাদের ভাণ্ডার হইতে দাসীগণদ্বারা সেই সেই বস্তু লইয়া অবিলম্বে যে যে বস্তু যেখানে যেখানে প্রয়োজন, সেই সেই স্থানে স্থাপন কর। (৩২৮) হে চন্দ্রমুখি! আম্রাতক (আমড়া), আম্র, ফলপূর (দাড়িম্ব, লেবু) করীর (টেঁটি), ধাত্রী, লিম্পাক (লেবু), বদরী ও রুচকাদি ফলসমূহ ও আর্দ্রকাদি মূলচয় যথেপ্সিত তৈলে ও লবণে

মৎস্যণ্ডিকা-রসচিরোষিতপক্কচিঞ্চা-
ধাত্রীরসাল-বদরী-শকলানি তদ্বৎ।
নিষ্কাস্য ভোস্ত্বমিহ মন্থনিকাকুলেভ্যঃ
কৃত্বা নয়েন্দুমুখি ! কাঞ্চন-ভাজনেষু ॥ ৩২৯ ॥
(গোবি0 ৩।৫৯)

শন্দে শুভে ভরণি পীবরি মিষ্টহস্তে
চুল্লীচয়োপরিধৃতাতুলমন্থনীষু।
দুগ্ধানি ভারিকগণোপহৃতানি গোষ্ঠা-
দ্বৎসাঃ ! শনৈঃ শ্রপয়তাশু নিধায় যূয়ম্ ॥ ৩৩০ ॥
(গোবি0 ৩।৬০)

কান্তভুক্তাবশিষ্টং সংভুজ্য তু জাতশর্মিকাম্।
আয়াতাং স্ব-সমীপে তাং রাধামাহ সলালনম্ ॥ ৩৩১ ॥

সরসিজমুখি ! কীর্ত্তিদৈককীর্ত্তে !
পচনকলা-চতুরা কৃতাসি ধাত্রা।
তদয়ি রসবতীং প্রবিশ্য পাকং
কুরু ললিতাদিসখীকৃতেতিকৃত্যম্ ॥ ৩৩২ ॥
(কৃ0 ভা0 ৫।৫৬)

বহুদিন মিলিত থাকিয়া যে 'আচার' হইয়াছে, তাহা এবং (৩২৯) মিছরিতে বহুদিন অবস্থিত পক্ক তিন্তিড়ী (তেঁতুল), আমলা, আম্র, বদরী প্রভৃতির খণ্ডসকল ভাণ্ডসমূহ হইতে বাহির করিয়া স্বর্ণপাত্রে স্থাপনপূর্বক আনয়ন কর। (৩৩০) হে শন্দে ! হে শুভে ! হে ভরণি ! হে পীবরি ! হে মিষ্ট-হস্তে ! তোমরা গোষ্ঠ হইতে ভারবাহিগণ-কর্ত্তৃক আনীত দুগ্ধরাশি—চুল্লী-সমূহের উপরিস্থিত অনুপম পাত্রসমূহে শীঘ্র ঢালিয়া ঈষৎ আবর্ত্তন করিতে থাক। (৩৩১) প্রিয়তমের ভুক্তাবশেষ ভোজন করিয়া আনন্দিতমনা

শশিমুখি ! শরদাং শতং জয়ৈবং, সুখয় মনোনয়নে মমেত্যুদিত্বা ।
অনয়ত সুমনোহরাস্তদালীঃ, শমতুলবৎসলতালতা নতাঃ সা ॥৩৩৩॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৫৪)

গোষ্ঠেশ্বরীং সমভিবাদ্য বিশেষনম্রা
তৎপাণিপদ্মধৃতপাণিরতীব কম্রা ।
আসাদ্য রামজননীং প্রণনাম যাতা-
মধ্যক্ষতাং পচনকর্ম্মণি সাভিজাতা ॥ ৩৩৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।৮৪)

কৈলাসশৈলকনিভং দধতী স্বকান্ত্যা
নীলাংশুকা প্রণয়িনী হি সদাত্র রাধা ।
এহীতি দোঃপ্রসরণেন মুহুর্বদন্তী
শিশ্লেষ তাং সমুখচুম্বমসৌ হসন্তী ॥ ৩৩৫ ॥

শ্রীরাধা যশোদার সমীপে আসিলে তিনি তাঁহাকে লালনপূর্ব্বক বলিতেছেন —(৩৩২) হে পদ্মমুখি ! কীর্ত্তিদাকীর্ত্তিদায়িনি ! রাধে ! পাকশাস্ত্রে সুনিপুণা করিয়া বিধাতা তোমাকে রচনা করিয়াছেন ! তুমি এই পাক-শালায় প্রবেশ করিয়া পাক কর, ললিতাদি তোমার সখীগণ সকল আয়োজন করিয়া দিবে। (৩৩৩) হে শশিমুখি ! রাধে ! তুমি শতবর্ষ যাবৎ জয়যুক্ত হইয়া এইরূপে আমার মনোনয়নের আনন্দ বিধান করিতে থাক। পরে তাঁহার চরণে প্রণতা সখীদিগকে যশোদা আলিঙ্গন আশীর্বাদাদি দ্বারা সুখী করিলে তাঁহারাও অতুল-বাৎসল্যলতাসদৃশী ব্রজেশ্বরীর বাৎসল্য-রূপ পুষ্পগ্রাহিণী (পক্ষে—শোভনমনোহারিণী) হইয়া বিরাজ করিলেন।

মা রোহিণীর সহিত শ্রীরাধার পাককার্য্যে বিনিয়োগ

(৩৩৪) অতিবিনয়শীলা ও সুশোভিতা রাধা গোষ্ঠেশ্বরীকে অভিবাদন করিলে মা যশোদা নিজহস্তে তাঁহার দক্ষিণহস্ত ধারণ করিয়া পাককার্য্যের

তাভ্যাং মহানসমুপেত্য চ পাকশালা-
পালীঃ স্মিতেন মৃদুনা বচসা চ বালা।
সম্মান্য মান্যচরিতা মুমুদে মিতানি
পাকক্রিয়োপকরণানি বিলোক্য তানি ॥ ৩৩৬ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।৮৫)

কুষ্মাণ্ডকালু-কচু-মানক-কন্দ-তুম্বী-
বার্ত্তাকু-মূলক-পটোল-ফলানি শিম্বী।
ডিণ্ডীশ-বারণবুষামফলান্যনীচা-
রম্ভাবিশেষ-নবগর্ভ-নবীনমোচাঃ ॥ ৩৩৭ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।৮৬)

বাস্তূক-মারিষ-পটোলশিখাঃ কলায়-
বল্লীশিখাশ্চণকাগ্রশিখাঃ প্রধায়।
তুম্বীশিখাশ্চ মৃদুলাঃ সহপোদিকাগ্রা-
ন্যালোক্য সৈক্ষত সখীঃ সরসাঃ সমগ্রাঃ ॥ ৩৩৮ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।৮৭)

অধ্যক্ষা রোহিণীর নিকট লইয়া গেলে সুন্দরী তখন তাঁহাকেও প্রণাম করিলেন। (৩৩৫) কৈলাসপর্বততুল্য শুভ্রকান্তিমতী, নীলবস্ত্রা সর্বদা শ্রীরাধার প্রতি স্নেহশীলা শ্রীরোহিণী তখন মুহুর্মুহু 'আইস, আইস' বলিয়া সহাস্যে বাহুপ্রসারণ-পূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিলেন। (৩৩৬) বালা রাধা মা যশোদা ও রোহিণীর সহিত পাকশালায় উপনীত হইলেন। মান্যচরিত্রা শ্রীমতী তখন পাকশালার রক্ষিকাগণের প্রতি মৃদুহাস্য ও মিষ্ট-বাক্যদ্বারা সম্মানজ্ঞাপন-পূর্বক যথাস্থানে স্থাপিত অপরিমিত পাকক্রিয়ার উপকরণরাজি দেখিয়া আনন্দলাভ করিলেন। (৩৩৭) কুষ্মাণ্ড, আলু, মান, ওল, লাউ, বেগুন, মূলা, পটোল, শিম, ঢেঁড়স, কাঁচাকদলী, উত্তম রম্ভা, নব গর্ভমোচা, থোঁড় ইত্যাদি। (৩৩৮) বাস্তূক, নটেশাক, পটোলশিখা

যদ্ যেন যেন বিধিনা রুচিরত্বমেত্য
যদ্ ব্যঞ্জনে যদুপযুজ্যত ইত্যবেত্য।
তাভির্মহানসচরীভিরমূনি তানি
তত্তৎপ্রকারমথ কুট্টিত-কর্ত্তিতানি ॥ ৩৩৯ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৮৮)

এলা-লবঙ্গ-মরিচার্দ্রক-জাত্যজাজী-
জাতীফলত্বচ-সুলাঙ্গলি-শস্যরাজীঃ।
সিদ্ধার্থতণ্ডুল-নিশা দলিতাংশ্চ মাসান্
কেচিজ্জনাঃ পিপিষুরব্জদৃশামশেষান্ ॥ ৩৪০ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৮৯)

পিষ্ট্বা সুবর্ণপুটিকাসু শুভপ্রভাবৈ-
রাচ্ছাদিতাস্বনুচরীঘটয়া সরাবৈঃ।
সুস্থাপিতানি বসনোপরি পাকলীলা-
রম্ভে চকার হৃদয়ং নিরবদ্যশীলা ॥ ৩৪১ ॥

(কৃষ্ণা০ ২।৯০)

(নতি) কলায়লতার শাক, মটরশাক, চণকাগ্রশাক প্রভৃতি, কোমল লাউশাক, পদিনার অগ্রশিখা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক রসময়ী সখীদিগকে যথোপযুক্ত ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে ইঙ্গিত করিলেন। (৩৩৯) যে তরকারী যে প্রকারে মনোরম হইয়া যে ব্যঞ্জনের উপযুক্ত হয়, তাহা সেই রক্ষিকাগণ জানিয়া ঐ ঐ তরকারীকে যথাযথ ছেদন ও কর্ত্তনাদি করিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। (৩৪০) এলাচ, লবঙ্গ, মরিচ, আদা, জাতিফল, জিরা, জৈত্রী, নারিকেল-শস্যসমূহ, শ্বেত সর্ষপ, তণ্ডুল, হরিদ্রা, মাষকলায় প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণ পেষণ করিলেন। (৩৪১) পেষণান্তে

আবশ্যকাভরণ-বেশ-লসৎপ্রতীকা
ধৌতাঙ্ঘ্রি-পাণিকমলা সহরোহিণীকা।
বভ্রাজ সা বরমহানস-বেদিকায়াং
শ্রদ্ধায় কৌতুকবতী পচনক্রিয়ায়াম্॥ ৩৪২ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।৯১)

দীপ্তাসু রামজননীঙ্গিততোঽনলেন
চুল্লীষু চারুতর-দারু-সমুজ্জ্বলেন।
আরূরুহন্নখিল-লোচন-চিত্রজৈত্রী-
স্তাস্তাম্ররীতি-রজতাচিত-পাকপাত্রীঃ॥ ৩৪৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।৯২)

জজ্জ্বাল স স্বয়মফুৎকৃতিবীতধূম-
মগ্নিঃ স্বয়ং জলমভূদনভূমভূম।
যদ্ যত্র যত্র লবণং চ তথা প্রমাণং
তত্তত্র তৎকরতলেঽকুরুত প্রমাণম্॥ ৩৪৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ২।৯৩)

উঁহারা মঙ্গলময় তেজোযুক্ত সরাবসমূহ দ্বারা স্বর্ণ-পুটিকা (বাটি) মধ্যে আচ্ছাদন করত বস্ত্রের উপরিভাগে রাখিয়া দিলেন, তখন নির্মলচরিত্রা রাধা পাককার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। (৩৪২) আবশ্যকমত আভরণ ও বেশবিন্যাসে সুন্দরদেহা শ্রীরাধা তখন হস্তপাদ প্রক্ষালন করত মা রোহিণীর সহিত আদরে পাকক্রিয়ায় কৌতুকবতী হইয়া শ্রেষ্ঠ মহাপাক-বেদীতে বিরাজ করিলেন। (৩৪৩) রোহিণীর ইঙ্গিতে সুচারুতর কাষ্ঠ-সমূহে অগ্নি প্রদান করিলে সেই সমুজ্জ্বল চুল্লীসমূহে সকলের নয়নরঞ্জন ও চিত্তজয়শীল তাম্র-পিত্তল-রজতাদি বিনির্মিত পাকপাত্রসমুদয় আরোহণ করাইলেন। (৩৪৪) সেই অগ্নি ফুৎকার ব্যতিরেকে স্বয়ং জ্বলিয়া উঠিল,

অগুরু-সরল-দেবদারু-দারু,-জ্বলন-পরিশ্রিত-চুল্লিকাচয়াগ্রে।
নিহিতবিবিধপাত্ররাজিরাজদ্,-বহুবিধ-তেমন-সাধুসাধনার্থম্ ॥৩৪৫
(কৃ০ ভা০ ৫।৬৩)

জ্বলন-কলন-পাত্রধারণোন্ন-
ত্যবনতি-মূর্চ্ছন-দর্বিচালনাদ্যৈঃ।
ত্রিবলি-কুচ-ভুজাংসকম্পচেলো-
চ্চলনবশাদুদপাদি যস্তদাঽস্যাঃ ॥ ৩৪৬ ॥
(কৃ০ ভা০ ৫।৬৪)

মধুরিমভরমচ্যুতঃ স্বসৌধ,-স্ফুরিত-গবাক্ষধৃতেক্ষণঃ পিবংস্তম্।
মদন-মদমুদঞ্চিতং বিবৃণ্বন্, কিমপি জগাদ পটুর্বটুং মিষেণ ॥ ৩৪৭ ॥
[সন্দানিতকম্] (কৃ০ ভা০ ৫।৬৫)

অথচ তাহাতে ধূম হইল না, ন্যূনতাধিক্যশূন্য (পরিমিত) জলও তাহাতে দেওয়া হইল; যে ব্যঞ্জনে যতটুকু লবণ প্রয়োজন, দাসীগণ ততটুকুই তাঁহার হস্তে নিত্য যোগাইতেছেন। (৩৪৫) অগুরু, সরল, দেবদারু প্রভৃতির কাষ্ঠ চুল্লীসমূহে জ্বলিতেছে; তাহার সম্মুখে ও পার্শ্বে বহুবিধ পাত্রে নিহিত নানাবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন করিবার জন্য শ্রীরাধা (৩৪৬) মধ্যে মধ্যে চুল্লীসমূহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে কি না দেখিতেছেন, (অল্প প্রজ্বলিত হইলে সেই অগ্নিতে কাষ্ঠ দিতেছেন, আর অধিক প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে কাষ্ঠ উত্তারণ করিতেছেন।) পাত্রস্থ অপক্কদ্রব্য কটাহে সমর্পণ জন্য পাত্রধারণ এবং সেই পাত্রের উন্নয়ন, অবনয়ন, মূর্চ্ছা (ছোঁক) দান, দর্বী (হাতা) চালনা প্রভৃতি কার্য্যে শ্রীরাধার ত্রিবলী, কুচ, ভুজ, স্কন্ধকম্পন ও বস্ত্রোচ্চালন বশতঃ যে মাধুরী উৎপাদিত হইতে লাগিল, (৩৪৭) তাহা হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ রন্ধনশালার নিকটবর্ত্তী নিজগৃহের গবাক্ষে নেত্র দিয়া আস্বাদন করিতে লাগিলেন, তাহাতে মদনমদ প্রকটিত হওয়ায় মধুমঙ্গলকে তখন ছলক্রমে কিছু রহস্য বলিতেছেন।

প্রহিত্য তং সাথ মহানসং গতা
কিং কিং ত্বয়া সাধিতমেতয়া সহ ।
সর্বং তদেতন্মম তেমনাদিকং
সংদর্শয়েত্যাহ বলস্য মাতরম্ ॥ ৩৪৮ ॥
(গোবি০ ৩।৮৪)

তামাহ সম্মার্জিত-বেদিকান্তরে
নবীনমৃদ্ভাজন-পঙ্‌ক্তি সংভৃতম্ ।
সা দর্শয়ন্তী কৃততেমনাদিকং
রাধাং প্রশংসন্ত্যথ তাঞ্চ রোহিণী ॥ ৩৪৯ ॥
(গোবি০ ৩।৮৫)

সুমধুরং শশিতোঽপি সুসংস্কৃতং
নিপুণয়া পচনে মৃদু রাধয়া ।
প্রবর-মন্থনিকাসু সুসংভৃতং
সুমুখি ! পশ্য পুরঃ সখি ! পায়সম্ ॥ ৩৫০ ॥
(গোবি০ ৩।৮৬)

মা যশোদার রন্ধনশালায় প্রবেশ ও পক্কান্ন-ব্যঞ্জনাদির প্রদর্শন

(৩৪৮) অনন্তর মা যশোদা রন্ধনশালায় গিয়া রোহিণীদেবীকে বলিলেন, —'তুমি শ্রীরাধার সহিত মিলিয়া কি কি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছ, তাহা আমাকে দেখাও।' (৩৪৯) তখন মা রোহিণী রন্ধনাদি-বিষয়ে শ্রীরাধার বিবিধ প্রশংসা করিয়া সম্মাজিত বেদিকার উপরে নূতন মৃন্ময় পাত্রসমূহে সংরক্ষিত ব্যঞ্জনাদি দেখাইয়া বলিলেন—(৩৫০) হে সখি ! হে সুমুখি ! রন্ধনকার্য্যে সুদক্ষা ও মৃদুগুণযুক্তা শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক সুসংস্কৃত পক্ক পায়স

বলপুষ্টিকরং হৃদ্যং মধুরং মৃদুলং সতি !
মন্থনী-সংভৃতং পশ্য সংযাবমনয়া কৃতম্ ॥ ৩৫১ ॥
(গোবি০ ৩।৮৭)

রম্ভাসীরীক্ষীরসারৈঃ শষ্কুলীর্বিবিধাঃ সখি !
পশ্য পিষ্টবিকারাংশ্চ নানাভেদান্ সুসংস্কৃতান্ ॥৩৫২॥
(গোবি০ ৩।৮৮)

পীযূষগ্রন্থি-কর্পূরকেলিকামৃতকেলিকাঃ।
অনয়া সংস্কৃতাঃ পশ্য যদ্বিধির্মে ন গোচরঃ ॥ ৩৫৩ ॥
(গোবি০ ৩।৮৯)

কেবলো মথিতক্লিন্নো মৌদ্গোঽয়ং বটকো দ্বিধা।
সিতালবণ-সংযোগান্মাসস্থাপি চতুর্বিধঃ ॥ ৩৫৪ ॥
(গোবি০ ৩।৯০)

চিঞ্চাম্রাতক-চুক্রাম্রৈস্তত্তদ্দ্রব্যাদিযোগতঃ।
ঈষন্মধুরগাঢ়াদিভেদাদম্লো দ্বিষড়্বিধঃ ॥ ৩৫৫ ॥
(গোবি০ ৩।৯১)

সম্মুখে বৃহৎ মৃন্ময়পাত্রে রক্ষিত আছে—ঐ দেখ! উহা চন্দ্রের ন্যায় ধবলিত ও সুশীতল এবং অমৃত হইতেও সুমধুর। (৩৫১) হে সতি! ঐ মৃৎপাত্রে স্থাপিত, মৃদুমধুর, হৃদয়ঙ্গম ও বলপুষ্টিকর সংযাব (দুগ্ধপক্ক গোধূমচূর্ণ) শ্রীরাধাই প্রস্তুত করিয়াছে। (৩৫২) ঐ দেখ—কদলী, নারিকেল ও ক্ষীরসার দ্বারা প্রস্তুত বিবিধ শষ্কুলী (পিষ্টক) এবং বহুপ্রকার সুসংস্কৃত পিষ্টবিকার, (৩৫৩) পীযূষগ্রন্থি, কর্পূরকেলি ও অমৃতকেলি প্রভৃতি শ্রীরাধা প্রস্তুত করিয়াছে—ইহার প্রস্তুতকরণবিধি আমিও জানি না। (৩৫৪) কেবল শর্করা-সংযোগে ও লবণ-সংযোগে মথিত ও ক্লিন্নভেদে দ্বিবিধ মুদ্গবটক এবং শর্করা ও লবণযোগে দ্বিবিধ মাসবটক—সমষ্টিতে চতুর্বিধ বটক প্রস্তুত হইয়াছে। (৩৫৫) চিঞ্চা (তেঁতুল), আম্রাতক (আমড়া),

বদ্ধরম্ভা-নব্যগর্ভ-তন্নব্যমুকুলাংশয়োঃ।
মানকন্দাম্বুকচ্বীনাং মুখাংশস্যালুকস্য চ ॥ ৩৫৬ ॥

(গোবি০ ৩।৯২)

কুষ্মাণ্ড-ডিণ্ডীশাণাঞ্চ চক্রাভ-খণ্ডজালকম্।
চণকক্ষোদ-পঙ্কাক্তং ঘৃতভৃষ্টং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৫৭ ॥

(গোবি০ ৩।৯৩)

চণকক্ষোদবটকাস্ত্যাজ্যভৃষ্টানি কেবলম্।
অপরাস্ত্বম্লসত্তক্রক্বাথক্লিন্নানি লোকয় ॥ ৩৫৮ ॥

(গোবি০ ৩।৯৪)

চণকক্ষোদপিণ্ডানাং স্বিন্নানাং ক্বথিতাম্ভসি।
খণ্ডানি দ্রব্যপাকাদিভেদান্নানাবিধানি চ ॥ ৩৫৯ ॥

(গোবি০ ৩।৯৫)

চুক্র (আমরুল) ও আম্র—এই চতুর্বিধ অম্লদ্বারা মুদ্গাদি বটক বা অন্যদ্রব্য-সহযোগে চতুর্বিধ, ঐ চিঞ্চাদি অম্লচতুষ্টয়, কেবল ঈষৎ শর্করা-মিলনে চতুর্বিধ, অধিক শর্করাসহ চতুর্বিধ—সমষ্টিতে দ্বাদশ অথবা চিঞ্চাদি অম্ল-চতুষ্টয়ে মুদ্গাদিবটক বা অন্যদ্রব্য-মিলনে ঈষদম্ল, মধুরাম্ল ও মধ্যাম্লভেদে দ্বাদশপ্রকার অম্ল প্রস্তুত হইয়াছে। (৩৫৬) ঐ দেখ গর্ভমোচা ও তাহার মুকুলাংশ, মানকচু, সাকরকন্দ, পাণিকচু প্রভৃতির অগ্রভাগাংশ, আলু, (৩৫৭) কুষ্মাণ্ড, ঢেঁড়স প্রভৃতির চক্রাকৃতি খণ্ডসমূহ দ্বিদলচূর্ণপঙ্কে (বেষণে) বেষ্টন করিয়া ঘৃতভর্জিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রক্ষিত আছে। (৩৫৮) কেবল ঘৃত-ভর্জিত দ্বিদল বটকগুলি এবং দ্রব্যান্তরের (অম্ল ও তক্রের) সম্মিলনে ক্বাথে ক্লিন্ন অপরাপর বটকগুলিকেও—এই দেখ। (৩৫৯) সুসিদ্ধ চণকচূর্ণপিণ্ডের ক্বাথে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য বিভিন্ন পাকভেদে বহুবিধ সুস্বাদু

বটিকা ফলমূলানাং পৃথক্ সংযোগভেদতঃ।
ত্রিজাত-মরিচাদ্যৈস্তু প্রকারান্ বহুধাকৃতান্ ॥ ৩৬০ ॥
(গোবি০ ৩।৯৬)

কর্কারু-জ্যোৎস্নিকালাবুফলান্যালি পৃথক্ পৃথক্।
রাজিকা-দধিযোগেন সংস্কৃতান্যনয়া শুভে ॥ ৩৬১ ॥
(গোবি০ ৩।৯৭)

বৎসেপ্সিত-প্রসূনানি ঘৃতভৃষ্টানি কেবলম্।
ঘৃতভৃষ্টা দধিক্লিন্নাঃ কলিকাঃ কোবিদারজাঃ ॥ ৩৬২ ॥
(গোবি০ ৩।৯৮)

ঘৃতভৃষ্টা দধিক্লিন্নাঃ প্রসূনবটিকা দ্বিধা।
পটোলস্য ফলান্যাজ্যভৃষ্টানি রুচিদান্যলম্ ॥ ৩৬৩ ॥
(গোবি০ ৩।৯৯)

বৃদ্ধকুষ্মাণ্ড-বটিকাঃ কচ্বীমানালুকন্দকৈঃ।
তিক্তলালিতচূর্ণাঢ্যাশ্চবিকাঢ্যাঃ পরাঃ কৃতাঃ ॥৩৬৪॥
(গোবি০ ৩।১০০)

দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে—এই দেখ। (৩৬০) জায়ফল, দারুচিনি ও জৈত্রী (অথবা তেজপত্র, রসবাস ও গুরুত্বক্) প্রভৃতি দ্বারা বটিকা ফল ও মূল-সমূহের পৃথক্ পৃথক্ সংযোগভেদে এক এক দ্রব্যের বহুপ্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। (৩৬১) হে শুভে সখি! এই শ্রীরাধা কর্ত্তৃক কুষ্মাণ্ড, জ্যোৎস্নিকা (ঝিঙ্গা), অলাবু প্রভৃতি ফলসমূহে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাজিকা (রাই) ও দধিযোগে 'রায়তা' প্রস্তুত হইয়াছে। (৩৬২) বৎস শ্রীকৃষ্ণের অভীপ্সিত প্রসূন (বকপুষ্প) কেবলমাত্র ঘৃতে ভর্জিত এবং কাঞ্চন পুষ্পের কলিকা ঘৃতে ভর্জিত করিয়া দধি-মিশ্রিত করা হইয়াছে। (৩৬৩) ঘৃত-ভর্জিত ও দধিক্লিন্ন দ্বিবিধ পুষ্পবটিকা এবং অতি রুচিকর পটোল ফলগুলি ঘৃতে ভাজা হইয়াছে। (৩৬৪) কচু, মান, আলু, সাকরকন্দ প্রভৃতির

সিতৈলা-মরিচৈর্যোগাদ্দুগ্ধতুম্বীকৃতানয়া।
তদ্যোগাদপরং মিষ্টং ক্ষীরকুষ্মাণ্ডনামকম্ ॥ ৩৬৫ ॥
(গোবি০ ৩।১০১)

দধিশূরণকং মিষ্টং ধাত্রীশূরণকং পরম্।
দধ্নৈকং ভর্জিতং চান্যং কারবিল্বফলং দ্বিধা ॥ ৩৬৬ ॥
(গোবি০ ৩।১০২)

মৃদুরম্ভা-গর্ভখণ্ড-বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডখণ্ডয়োঃ।
সিতাদধিযুতঃ পাকো মধুরাম্লঃ সুশীতলঃ ॥ ৩৬৭ ॥
(গোবি০ ৩।১০৩)

নালীত-মেথী-শতপুষ্পিকা-মিশী-
পটোল-বাস্তূক-বিতুন্ন-মারিষাঃ।
প্রকার-সংযোগবিভেদতোঽনয়া
শাকাঃ সুধাগর্বহৃতঃ সুসংস্কৃতাঃ ॥ ৩৬৮ ॥
(গোবি০ ৩।১০৪)

সহিত বৃদ্ধকুষ্মাণ্ড-বটিকা এবং ঐ সকলের মধ্যে কোন কোন দ্রব্য নালীতা-চূর্ণযুক্ত করিয়া, কোনটা বা চবিকা (চই) যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। (৩৬৫) এই রাধা শর্করা, এলাচ ও মরিচ-সহযোগে দুগ্ধতুম্বী (দুধলাউ) এবং ঐসকল দ্রব্যযোগে ক্ষীরকুষ্মাণ্ড তৈয়ার করিয়াছে। (৩৬৬) দধি ও শর্করাদি-সহ ধাত্রীফলযোগে ঘৃতপক্ব শূরণক (ওল) এবং দধি ও শর্করাযোগে করেদবেল দুই প্রকারে প্রস্তুত হইয়াছে। (৩৬৭) গর্ভমোচাখণ্ড ও বৃদ্ধ-কুষ্মাণ্ড-খণ্ড শর্করা ও দধি-সহযোগে পাক হইয়া অতি শীতল ও মধুরাম্ল হইয়াছে। (৩৬৮) নালীতপত্র, মেথী, শতপুষ্পী (শলুকা), মিষী (মহুরী), পটোল, বাস্তূক (বাথুয়া), বিতুন্ন (সুষুণী) ও মারিষ (নটিয়া)—এই সকল শাক বিবিধ প্রকারে শ্রীরাধাহস্তে প্রস্তুত হইয়া অমৃতগর্বকেও

কলম্বী পক্বচিঞ্চায়া রসপক্কা রুচিপ্রদা।
কৃষ্ণনালীত-শাকোঽয়মামাম্রফলযুক্ শুভঃ ॥ ৩৬৯ ॥
(গোবি০ ৩।১০৫)

মযুষ্ঠকস্য মুদ্গস্য মাসস্যাপ্যধুনা ময়া।
ত্রিবিধোঽয়ং সুধাকূপনিভঃ সূপো বিপাচ্যতে ॥ ৩৭০ ॥
(গোবি০ ৩।১০৬)

পক্কৈঃ সুমনচূর্ণানাং দাসীভির্ভৃশমর্দ্দিতৈঃ।
পূর্ণেন্দুমণ্ডলাকারাঃ ক্রিয়ন্তে রোটিকা ময়া ॥ ৩৭১ ॥
(গোবি০ ৩।১০৭)

কৃতানি ক্রিয়মাণানি কর্ত্তব্যানি তু কানিচিৎ।
ইত্যন্নব্যঞ্জনানি ত্বং সংসিদ্ধানি প্রতীহি নৌ ॥ ৩৭২ ॥
(গোবি০ ৩।১০৯)

সৌরভ্য-সদ্বর্ণ-মনোহরং তৎ, সা বীক্ষ্য সর্বং মুদিতা বভূব।
জিজ্ঞাসমানামথ তদ্বিধানং, তাং রোহিণী বিস্ময়পূর্বমাহ ॥ ৩৭৩ ॥
(গোবি০ ৩।১১০)

খর্ব্ব করিতেছে। (৩৬৯) পক্ক তিন্তিড়ীর রসে পক্ক রুচিপ্রদ কলম্বী এবং অপক্ক আম্রফলযোগে কৃষ্ণনালীতপত্রের শাক সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়াছে। (৩৭০) সখি! এই দেখ—অধুনা আমি মযুষ্ঠক (বনমুদ্গ), মুদ্গ ও মাস দিয়া অমৃতকূপসদৃশ ত্রিবিধি সূপ (ডাল) প্রস্তুত করিয়াছি। (৩৭১) দাসীগণ কর্ত্তৃক উত্তমরূপে মর্দিত গোধূমচূর্ণপঙ্কদ্বারা পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলাকারে এই দেখ রোটিকা তৈয়ার করিয়াছি। (৩৭২) হে যশোদে! আমরা দুইজনদ্বারা কৃত, ক্রিয়মাণ ও শীঘ্রই কর্ত্তব্য এই সমুদয় অন্নব্যঞ্জনাদি প্রায় সমাপন হইল বলিয়াই জানিবে। (৩৭৩) তখন সেই সকল সুবাসিত, সদ্বর্ণ ও মনোহর অন্নব্যঞ্জনাদি দর্শন করত আনন্দিত হইয়া মা যশোদা

সামগ্রী সৈব সামান্যা পাকস্থ প্রক্রিয়াপ্যসৌ।
কিন্ত্বপূর্বগুণে হেতুর্গান্ধর্ব্বা-হস্তসৌষ্ঠবম্ ॥ ৩৭৪ ॥

(গোবি০ ৩।১১১)

সা তাং রাধামন্ন-সংস্কারসক্তাং, প্রস্বিদ্যন্তীং লজ্জয়া নম্রবক্ত্রাম্।
দৃষ্ট্বা রাজ্ঞী স্নেহবিক্লিন্নচিত্তা, দাসীমস্যা বীজনায়াদিদেশ ॥৩৭৫॥

(গোবি০ ৩।১১২)

অথ তস্যাঃ পরিবেশন-কৌশলমাহ—

ব্যাপ্তায়াং বসনেন ভোজনভুবি শ্রীরত্নপীঠাগ্রত-
স্তত্তদ্ব্যঞ্জনরত্ন-রত্নপুটিকাপঙ্‌ক্তিঃ ক্রমেণাভিতঃ।
মিষ্টাভীষ্টসুপিষ্টকৌঘ-পুটিকাপঙ্‌ক্তিস্ত তাসাং বহিঃ
সম্যগ্‌ভব্য-সুগব্য-হেমপুটিকা-পঙ্‌ক্তিস্ত তাসাং বহিঃ ॥৩৭৬॥

(কৃষ্ণা০ ৩।১)

রোহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই সব বস্তু এত সুন্দর হইল কি প্রকারে হে ?' রোহিণী তদুত্তরে বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন—(৩৭৪) 'পাকসামগ্রী বা পাকক্রিয়া সর্বসাধারণ-গম্যই বটে, কিন্তু ইহাদের অসামান্যগুণের একমাত্র নিদান হইতেছে—শ্রীরাধার হস্তসৌষ্ঠবই। (৩৭৫) তখন যশোমতী অন্নসংস্কারে তৎপরা শ্রীরাধাকে স্বগুণবর্ণন-শ্রবণে লজ্জাবনতা ও ঘর্মাক্তদেহা দেখিয়া স্নেহার্দ্রচিত্তে ইঁহাকে বীজন করিবার জন্য এক দাসীকে আদেশ করিলেন।

পরিবেশন-কৌশল ও ভোজনরঙ্গাদি

(৩৭৬) শ্রীরাধাসখীগণ তখন বসন-পরিবৃত ভোজন-মন্দিরে সুন্দর রত্নাসনের অগ্রভাগে সেই সেই উত্তম ব্যঞ্জনাদির রত্নপুটিকাসমূহ ক্রমে ক্রমে চারিদিকে রাখিলেন। তাহাদের বহির্দেশে মিষ্ট ও অভীষ্ট উত্তম-

ইত্যেবং ক্রমতোর্দ্ধমণ্ডলতয়া পঙ্‌ক্তিক্রমেণাদ্ভুতে
স্থালীভিঃ পুরু চারুচিত্ররচনাদ্বৈবিধ্য আপাদিতে।
অন্যোন্যাব্যতিষিক্ত-সূক্ষ্মসুরভিশ্লক্ষ্ণৈর্ঘৃতাচ্ছ্যোতনৈ-
র্মধ্যে হেমময়ী ব্যধায়ি রুচিরা পাত্রী শুভৈরোদনৈঃ ॥ ৩৭৭॥

(কৃষ্ণা০ ৩।২)

সৌবর্ণীং তল-পাত্রিকাং ঘৃতপুটীলিম্পাকখণ্ডাদিভিঃ
সন্ধানার্দ্ররসালখণ্ড-সহিতৈঃ সংকাসমর্দাদিভিঃ।
যুক্তাং দক্ষিণতো নিধায় নিকটে তস্যাশ্চ ভৃঙ্গারকান্
কর্পূরেণ সুবাসিতেন পয়সা পূর্ণান্ ব্যধাৎ কানকান্ ॥৩৭৮॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৩)

তস্যাঃ পাক-সুকৌশলং বহুবিধং দৃষ্ট্বা ব্রজেশপ্রিয়া
তাসাং তৎপরিবেষচিত্ররচনাং চাতিস্ফুরদ্‌বিস্ময়া।
আনেতুং প্রজিঘায় বৎসলমনাঃ কৃষ্ণং চ রামং চ সা
ধাত্রেয়ীমথ তৌ সমীয়তুরতিশ্রদ্ধাবশাদঞ্জসা ॥ ৩৭৯ ॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৪)

পিষ্টকাবলির পুটিকাগুলি—তাহাদেরও বাহিরে সুমঙ্গল উৎকৃষ্ট গব্যাদির স্বর্ণময় পুটিকাশ্রেণী রাখা হইল। (৩৭৭) এই ভাবে অর্দ্ধমণ্ডলাকারে পংক্তিক্রমে সাজাইয়া তাঁহারা বহুবিধ সুচারুচিত্র রচনা করিয়া বিবিধ অদ্ভুত-ভাবের পরিচয় দিলেন। পরে তন্মধ্যদেশে পরস্পর অসংস্পৃষ্ট, সূক্ষ্ম, সুগন্ধি, কোমল, ঘৃতসিক্ত শুভ অন্নদ্বারা পূর্ণ রুচির স্বর্ণময় পাত্রসমূহ রাখা হইল। (৩৭৮) একটি স্বর্ণপাত্রে ঘৃতবাটি, লেবুখণ্ড, আচার, আদা ও আম্রাদির খণ্ডসহিত উত্তম কাসুন্দি প্রভৃতি স্থাপন করত দক্ষিণদিকে রাখিলেন এবং তাহার নিকটে কর্পূর দ্বারা সুবাসিত জলে পূর্ণ স্বর্ণ-ভৃঙ্গারসমূহও রক্ষিত হইল। (২৭৯) ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধার পাকে বহুবিধ

নত্বা মাতরমাজ্ঞয়া সহবলস্তস্যাঃ সমুল্লাসনঃ
প্রেম্ণা বালকদাসিকাকৃত-পদাম্ভোজদ্বয়ীধাবনঃ।
আচম্যোপবিবেশ সম্মুখতয়া চার্বন্নপাত্রীপুরঃ
সর্বং তত্তদবেক্ষ্য বিস্মিতমনা বভ্রাজ পীতাম্বরঃ॥ ৩৮০ ॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৫)

শ্রীদামসুবলৌ বামে পুরোঽস্য মধুমঙ্গলঃ।
দক্ষিণে শ্রীবলশ্চান্যে পরিতঃ সমুপাবিশন্॥ ৩৮১ ॥

(গোবি০ ৪।২২)

মাতৃভ্যাং ক্রমদর্শিতেন হি পথা ভোক্তুং সমারব্ধবান্
যদ্ যদ্ ভোক্তুমুপক্রমং স্ম কুরুতে ত্যক্তুং ন তৎ সোঢ়বান্।
ভোক্তুং তত্তদশেষমপ্যভিলষন্ সামর্থ্যবাংশ্চ স্বয়ং
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদভুক্ত বীক্ষকভিয়া দুর্বাদ-ভীত্যাপ্যয়ম্॥ ৩৮২ ॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৭)

সুকৌশল ও সখীদের ব্যঞ্জনাদি পরিবেশনের বিচিত্র ক্রমরচনা দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিতা হইলেন। তখন বৎসলা জননী কৃষ্ণরামের আনয়নজন্য ধাত্রেয়ীকে পাঠাইলেন। সংবাদ পাইয়া রামকৃষ্ণ অতি শ্রদ্ধাভরে শীঘ্রই মাতৃসন্নিধে উপস্থিত হইলেন। (৩৮০) পীতাম্বর কৃষ্ণ মাতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহারই আজ্ঞানুযায়ী বলরামের সহিত কুমারদাসীগণকর্তৃক প্রেম-ভরে ধৌতপাদপদ্ম হইয়া মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে করিতে আচমন-পূর্বক সুচারু অন্নপাত্রের সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন এবং সেই অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দর্শন করিয়া তিনি পরম বিস্মিতই হইলেন। (৩৮১) শ্রীদাম ও সুবল শ্রীকৃষ্ণের বামে, মধুমঙ্গল সম্মুখে, বলরাম দক্ষিণে এবং অন্যান্য সখাগণ তাঁহার চতুর্দিকে বসিলেন। (৩৮২) মা যশোদা ও রোহিণী ভোজনের

ব্যাখ্যাদ্ভিঃ সহভোজিভিঃ সহবলৈঃ পাকস্য তৎকৌশলং
স্বাদুঙ্কারমদন্নবাগপি হৃদা সোঽপি প্রশংসন্নলম্।
আদৌ পায়সমাশ কিঞ্চিদপর-প্রাচুর্য্যপর্য্যাপ্ততাং
বীক্ষ্য ব্যঞ্জনরত্ন-যত্নগমিনা লোভেন ভূম্নাচিতাম্॥ ৩৮৩ ॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৮)

শাকাদিক্রমতোঽভিতোষবশতঃ সর্বাণি সদ্ব্যঞ্জনা-
ন্যাদন্মাতৃমুদে ভবেদপি যথা পত্ন্যীমনোরঞ্জনা।
তান্ সর্বান্ সহভোজিনঃ সরসয়া বাচা হসন্ হাসয়ন্
ভুঙ্গ্ধ্বং ন পরিত্যজেত কিমপীত্যেকান্তমাহ্লাদয়ন্॥ ৩৮৪ ॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৯)

ক্রমনির্দেশ করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ তদনুসারে ভোজন করিতেছেন; যাহা যাহা ভোজন করিতে আরম্ভ করিতেছেন, তাহা তাহা আর ছাড়িতে পারিতেছেন না! যদিও তিনি ঐ ঐ ব্যঞ্জনের সকলটুকুই খাইতে অভিলাষী এবং স্বয়ং সামর্থ্যবান্ও ছিলেন, তথাপি দ্রষ্টাদিগের ভয়ে এবং 'বহুভোজী'—এই দুর্বাদাশঙ্কায় তিনি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎই ভোজন করিলেন। (৩৮৩) পাকের কৌশল-প্রশংসাকাঙ্ক্ষী বলদেবাদি গোপবালকদের সহিত শ্রীকৃষ্ণও 'সুস্বাদু সুস্বাদু' বলিয়া নীরববাক্যে মনে মনে সাতিশয় প্রশংসা করিয়া সর্ব্বপ্রথমে কিঞ্চিৎ পায়স গ্রহণ করিলেন, যেহেতু অন্যান্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আছে এবং তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের প্রচুরতর লোভ রহিয়াছে। (৩৮৪) শ্রীকৃষ্ণ মাতার আনন্দ ও পত্নী রাধার মনোরঞ্জন করিবার উদ্দেশ্যে অতিসন্তোষে শাক হইতে আরম্ভ করিয়া সকল উত্তম ব্যঞ্জনই ভোজন করিলেন। সহভোজী বালকগণকে নিজে হাসিয়া হাসাইতেছেন এবং 'খাও খাও,' 'কিছুই যেন ত্যাগ না কর'—ইত্যাদি বলিয়া প্রত্যেককেই

স্বস্বসংস্কৃতমিষ্টান্নং (পক্কান্নং) প্রাতরাশোপযোগি যৎ।
উপজহ্রুস্তয়াহূতা মাত্রে গোপ্যো মুদান্বিতাঃ ॥ ৩৮৫ ॥
(গোবি০ ৪।২৪)

শ্রীরাধয়া যত্নত এব গেহা,-দানীত-খণ্ডোদ্ভব-লড্ডুকানি।
গঙ্গাজলাখ্যান্যথ রঙ্গদেবী, তদিঙ্গিতেনোপজহার মাত্রে ॥ ৩৮৬ ॥
(গোবি০ ৪।২৫)

তানি মাতা বলাদিভ্যো বিভজ্য স্নেহতো দদৌ।
প্রকীর্ণস্বর্ণপাত্রেষু বিনিধায় পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৮৭ ॥
(গোবি০ ৪।২৬)

আস্বাদয়ন্তং ঘৃতপক্কমন্নং, সুনর্মভিস্তানপি হাসয়ন্তম্।
আলোকয়ন্তং নয়নাঞ্চলেন, রাধাননং তং দদৃশুর্মুদাল্যঃ ॥ ৩৮৮ ॥
(গোবি০ ৪।২৭)

অদো ভদ্রমিদং মিষ্টমেতৎ স্নিগ্ধং সুচারু তৎ।
তর্জন্যা দর্শয়ন্ত্যম্বা ভুঙ্‌ক্ষ্ব বৎসেত্যভাষত ॥ ৩৮৯ ॥
(গোবি০ ৪।৪৮)

প্রচুরতর আনন্দ দিতেছেন। (৩৮৫) গোপীগণ যশোদাকর্ত্তৃক আহূতা হইয়া স্ব-স্ব-কৃত প্রাতর্ভোজনোপযোগী পক্কান্নাদি তাঁহার হস্তে প্রদান করিতেছেন। (৩৮৬) তৎপরে শ্রীরাধাকর্ত্তৃক স্বগৃহ হইতে আনীত 'গঙ্গাজল'-নামক খণ্ড-লড্ডুকসকল শ্রীরাধার ইঙ্গিতে রঙ্গদেবী যশোদার হস্তে প্রদান করিলেন। (৩৮৭) তখন যশোদা রঙ্গদেবীর হস্ত হইতে ঐসকল লড্ডুক লইয়া বিস্তৃত স্বর্ণ-পাত্রোপরি স্থাপনকরত স্নেহে বলদেব প্রভৃতি বালকগণকে বিভাগ করিয়া প্রদান করিতে লাগিলেন। (৩৮৮) শ্রীকৃষ্ণ ঘৃতপক্ক বস্তুসকল ভোজন করিতে করিতে সখাগণসহিত হাস্যপরিহাসরসে একএকবার শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন—সখীগণ তাহা দেখিয়া মহানন্দলাভ করিলেন। (৩৮৯) অনন্তর মা যশোদা তর্জনীদ্বারা ভোজ্যবস্তু দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন 'বৎস!

যদ্‌যদিষ্টং ভবেদ্ যস্য জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা হসন্ হরিঃ।
তস্মৈ তস্মৈ দদৌ তত্তৎ স্বপাত্রাৎ প্রক্ষিপন্‌মুহুঃ ॥ ৩৯০ ॥
(গোবি০ ৪।২৯)

বীক্ষ্য যত্নান্বিতামম্বাং মন্দমশ্নন্তমচ্যুতম্।
পরিহাস-পটুস্তস্মিন্ ব্রজেশামবদদ্ বটুঃ ॥ ৩৯১ ॥
(গোবি০ ৪।৩০)

অয়ঞ্চেদ্ ভূরি নাত্ত্যম্ব! দেহি মে সর্বমদ্ম্যসৌ।
ময়ৈবালিঙ্গিতঃ পুষ্টো ভবিতা ভূরিভোজিনা ॥ ৩৯২ ॥
(গোবি০ ৪।৩১)

নাস্য মন্দরুচেঃ শক্তির্ঘৃতপক্কান্নভোজনে।
তদস্মৈ লঘুরাদ্ধান্নং ব্যঞ্জনান্যম্ব! দাপয় ॥ ৩৯৩ ॥
(গোবি০ ৪।৩২)

অথ কৃষ্ণঃ স্বপাত্রস্থ-পক্কান্নাঞ্জলিভির্হসন্।
পঞ্চষৈঃ পূরয়ামাস ভুঙ্ক্ষ্বেতি বটুভাজনম্ ॥ ৩৯৪ ॥
(গোবি০ ৪।৩৩)

দ্রব্য অতি ভাল, ইহা অতি সুমিষ্ট, এইটি অতি মনোরম—তুমি ভোজন কর।' (৩৯০) তখন শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যদের মধ্যে যাঁহার যে বস্তুতে প্রীতি, তাঁহাকে পাত্র হইতে উত্তোলন করিয়া করিয়া হাস্যমুখে তাহা তাহাই দিতে লাগিলেন। (৩৯১) তখন পরিহাসপটু বটু মধুমঙ্গল পরিবেশন-কার্য্যে মাতার প্রযত্ন এবং ভোজনক্রিয়ায় শ্রীকৃষ্ণেরও শৈথিল্য দেখিয়া ব্রজেশ্বরীকে বলিলেন—(৩৯২) "মাতঃ! কৃষ্ণ ত কিছুই খাইতেছে না, আমাকে সকল বস্তু দাও, বহুভোজী আমি খাইয়া ইহাকে আলিঙ্গন করিলেই কৃষ্ণের শরীর পুষ্ট হইবে। (৩৯৩) অগ্নিমান্দ্যবশতঃ ইহার ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভোজন করিতে শক্তি নাই, অতএব উহাকে লঘুপাক অন্নব্যঞ্জনাদি প্রদান কর।" (৩৯৪) মধুমঙ্গলের এই বাক্যে

ততো বামকফোণিং স্বং বাদয়ন্ বামপার্শ্বকে।
সম্যগ্‌ভোক্তুং কৃতারম্ভঃ প্রহৃষ্টো বটুরাহ তম্॥ ৩৯৫ ॥
(গোবি০ ৪।৩৪)

বয়স্য ! পশ্য ভক্ষ্যেঽহমিত্যশ্নন্ কবলদ্বয়ম্।
মাতর্মে দধি দেহীতি প্রাহিণোত্তাং তদাহৃতৌ॥ ৩৯৬ ॥
(গোবি০ ৪।৩৫)

গোপাঃ পশ্যত নৃত্যতীহ চপলঃ পক্বান্নলব্ধাশয়া
কীশেশো দধিলম্পটোঽয়মিতি তান্ কৃত্বোন্মুখাংস্তদ্দিশি।
তেষাং ভোজন-ভাজনেষু শনকৈর্নিক্ষিপ্য ভক্ষ্যং নিজং
সর্বং ভুক্তমিদং ময়েতি স পুনর্গর্বায়মানোঽবদৎ॥ ৩৯৭ ॥
(গোবি০ ৪।৩৬)

তথাগতাং তাং দধিপাত্রহস্তা,-মুবাচ পশ্যাম্ব ! বিনৈব দধ্না।
ময়োপভুক্তং দ্রুতমেব সর্ব্বং, তৎ পায়সং দাপয় ভূরি মহ্যম্ ॥৩৯৮
(গোবি০ ৪।৩৭)

কৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে নিজের পাত্র হইতে পাঁচ ছয় অঞ্জলি পকান্ন গ্রহণ করত 'ভোজন কর ত' বলিয়া মধুমঙ্গলের পাত্র পূর্ণ করিলেন। (৩৯৫) কৃষ্ণদত্ত পকান্ন প্রাপ্ত হইয়া মধুমঙ্গল বামপার্শ্বে বাম কফোণি (কনুই) বাদ্য করিতে করিতে সকল দ্রব্য ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়া সহর্ষে কৃষ্ণকে বলিলেন—(৩৯৬) 'সখে ! আমি আহার করি, তুমি দেখ'—এই বলিয়া একেবারে দুইগ্রাস মুখে দিলেন। অনন্তর 'মা, আমাকে দধি দাও, বলিয়া মাতাকে দধির জন্য প্রেরণ করিলেন। (৩৯৭) যশোদা দধি আনয়নে গমন করিলে সখাগণকে মধুমঙ্গল বলিলেন—'দেখ হে গোপগণ ! দধিলোলুপ একটি বানররাজ পকান্নলাভাশায় ঐ নৃত্য করিতেছে।' এই বাক্যে তাঁহারা ঊর্দ্ধমুখে সেইদিকে দৃষ্টি করিবামাত্র মধুমঙ্গল স্বপাত্রস্থিত ভক্ষ্যদ্রব্যসকল

হৈমেষু পাত্রেষু নিধায় রাধয়া
নবীনরম্ভাদলমন্দ-মারুতৈঃ।
শীতীকৃতং স্বে পরিবেশিতং করে
তেভ্যো দদৌ পায়সমাশু রোহিণী ॥ ৩৯৯ ॥

(গোবি০ ৪।৩৮)

আনীয়ানীয় গান্ধর্বা-দত্তানি ব্যঞ্জনানি সা।
শাকাদীন্যন্নশেষাণি তেভ্যোঽদাৎ ক্রমশঃ শনৈঃ ॥ ৪০০ ॥

(গোবি০ ৪।৪০)

রম্ভোদরস্থচ্ছদবর্ণলাঘবাঃ
সংমৃষ্টগোধূম-সুচূর্ণরোটিকাঃ।
ঘৃতাভিষিক্তাঃ পরিবেশিতাস্তয়া
তেভ্যোঽন্যপাত্রেষু নিধায় সা দদৌ ॥ ৪০১ ॥

(গোবি০ ৪।৪১)

তাহাদের পাত্রে নিক্ষেপকরত সগর্বে বলিলেন—'এই দেখ আমি সব বস্তু খাইয়াছি।' (৩৯৮) দধিপাত্রহস্তে যশোদাকে আগমন করিতে দেখিয়া আবার তিনি বলিলেন—'মা! আমি দধি ব্যতিরেকেই সব দ্রব্য ভোজন করিয়াছি, এক্ষণে আমাকে প্রচুর পরিমাণে পায়স দাও।' (৩৯৯) তখন রাধাকর্তৃক স্বর্ণপাত্রে স্থাপিত এবং নবীনকদলীপত্র-সঞ্চালনজনিত মন্দ-বায়ুতে শীতলীকৃত পায়স রোহিণীদেবী নিজহস্তে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। (৪০০) রোহিণী মাতা তখন শ্রীরাধাকর্তৃক পুনঃ পুনঃ আনীত শাক হইতে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সকল দ্রব্য অনবরত ক্রমান্বয়ে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। (৪০১) আবার রাধিকাদত্ত, কদলী-বৃক্ষের গর্ভস্থিত পত্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ, কোমল এবং ঘৃতদ্বারা অভিষিক্ত ও সম্যক্‌রূপে মর্দিত গোধূমচূর্ণের রোটিকাসকল পাত্রান্তরে রাখিয়া পরিবেশন

পূর্ব্বং পক্বান্নমুদ্দিশ্যাধুনা ত্বন্নাদিকঞ্চ যা।
বটোঃ স্বপরিহাসোক্তির্নাত্র স্যাৎ পুনরুক্ততা ॥ ৪০২ ॥

কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো নৈবাত্র বলঃ কবলমাত্রভুক্।
শ্রীদামা নাম মন্দাশী সুবলোঽসুবলোজ্ঝিতঃ ॥৪০৩॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৪৫)

ক্বৈষাং ভক্ষ্যৈকতানত্ব-রাহিত্যমবিদগ্ধতা।
ক্বৈতদন্নং সুধানিন্দি স্বয়ং লক্ষ্ম্যেব সাধিতম্ ॥৪০৪॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৪৬)

কাব্যং বিফলতাং কিং ন যাতি সৎকবিনির্মিতম্ ?
যত্র গোষ্ঠ্যাং তদাস্বাদ-লোলুপত্বং ন বর্ত্ততে ॥৪০৫॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৪৭)

করিতে লাগিলেন। (৪০২) প্রথমতঃ পক্বান্ন এবং এক্ষণে অন্নব্যঞ্জনাদি উদ্দেশ করিয়া বটুর পরিহাসোক্তি হওয়ায় এখানে পুনরুক্ততাদোষ নাই।

সখাগণের পরস্পর হাস্য-পরিহাসাদি

(৪০৩) বটু বলিলেন—"এই পরমস্বাদু অন্নাদিতে শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ নহে, বলদেব কেবল কবল (গ্রাস) মাত্র ভোজন করিতে সমর্থ, শ্রীদাম স্বভাবতঃ মন্দভোজী, আর সুবল ভোজনশক্তির অভাবে প্রাণবলহীন। (৪০৪) হায়রে হায়! কোথায় ইহাদের ভক্ষ্যৈকতানতা-রাহিত্যরূপ অবিদগ্ধতা, আর কোথায় স্বয়ং লক্ষ্মীকর্ত্তৃক-পক্ব এই অমৃত-বিনিন্দি অন্নাদি!! (৪০৫) যে সভায় আস্বাদন-লোলুপ রসিকজনের অভাব হয়, তাহাতে যেরূপ সৎকবিনির্মিত কাব্যাদি বিফল হয়, তদ্রূপ এস্থানে আস্বাদন-লোলুপ রসজ্ঞ লোকের অভাবে রসময় অন্নব্যঞ্জনাদি কি বিফল হইতেছে না?

চতুর্বর্গফলং মূর্ত্তমেতদন্নং চতুর্বিধম্।
অহং কেবলমেকোঽস্য পাত্রমিত্যবদদ্ বটুম্ ॥৪০৬॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৪৮)

শ্রীদামোবাচ পিণ্ডীভিঃ পিচিণ্ডং পূরয় দ্রুতম্।
যদেব তব সর্বস্বং যদর্থং বটুতামধাঃ ॥ ৪০৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৪৯)

বটুরাখ্যদরে মূর্খ! গোপস্ত্বং কিং নু বেৎস্যসি ?
রসাস্বাদং স্বধর্মার্থং গা রোদ্ধুমটবীমট ॥ ৪০৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৫০)

পশ্যৈষোঽহমনূচানো বিপ্রো যৈর্মন্মুখে হুতম্!
তৈরিষ্টঃ সর্বযজ্ঞেন ভগবানেব কেবলম্ ॥ ৪০৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৫১)

শ্রীদামোচে শ্রুতিস্মৃত্যোর্বর্ত্মাপি শতজন্মসু।
ত্বয়া পরিচিতং নৈব বিপ্রত্বে সূত্রমেব তে ॥ ৪১০ ॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৫২)

---

(৪০৬) এই চতুর্বিধ অন্ন মূর্ত্তিমান্ চতুর্বর্গের ফল, কেবল আমিই ইহার আস্বাদনপটু রসজ্ঞ পাত্র!!" (৪০৭) শ্রীদাম কহিলেন—"'যাহা তোমার সর্বস্ব, যাহার জন্য বটুত্ব প্রাপ্তি করিয়াছ, শীঘ্র শীঘ্র নিজের সেই পিচিণ্ড (উদর) পিণ্ড দিয়া পূরণ কর" ; (রসিকতা প্রকাশ করিতে করিতে উদর-পূর্ত্তির বিলম্ব ঘটিবে)। (৪০৮) বটু বলিলেন—"আরে মূর্খগোপ! তুই রসাস্বাদ কিরূপে জানিবি ? নিজধর্মরক্ষার জন্য গোচারণে গমন কর। (৪০৯) রে অরসজ্ঞ! দেখ্, আমি অনূচান (স্বাঙ্গবেদাধ্যায়ী) বিপ্র, যাহারা আমার মুখে আহুতি দিবে, তাহারা সর্বযজ্ঞদ্বারা ভগবদর্চনার ফললাভ করিতে পারে।" (৪১০) শ্রীদাম কহিলেন—"হে বটো! শতজন্মেও

কৃষ্ণঃ প্রাহ বটোরস্তি রসশাস্ত্রেঽনুশীলনম্।
ব্যঞ্জনানেকতাৎপর্য্য-লক্ষণাভিজ্ঞতা যতঃ ॥ ৪১১ ॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৫৩)

বটুরাহ ষড়েবাত্র রসা ন ত্বষ্ট মন্মতে।
যোঢ়ৈব ন্যায্য আস্বাদো যৎ ষড়েবেন্দ্রিয়াণি নঃ ॥৪১২॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৫৪)

রসা হ্যষ্টাবিতি প্রাহুর্যে তেঽপি ব্যঞ্জনাশ্রিতাঃ।
ব্যঞ্জনাভিজ্ঞতালেশোঽপ্যেষাং কিন্তু ন বিদ্যতে ॥৪১৩॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৫৬)

তোমার শ্রুতিস্মৃতিমার্গের সহিত পরিচয় নাই, কেবল ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক সূত্রমাত্রই বর্ত্তমান রাখিয়াছ।” (৪১১) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—‘হে বটো! তোমার রসশাস্ত্রের অনুশীলন (অভ্যাস) আছে ত? যাহাতে ব্যঞ্জনাবৃত্তির তাৎপর্য্য ও লক্ষণ জ্ঞান হয় (শ্লেষার্থে—সূপাদি-ব্যঞ্জন-তৎপরতা এবং ইহাদের লক্ষণবিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে কি ?) । (৪১২) বটু বলিলেন—“কোন রসশাস্ত্রে শৃঙ্গারাদি অষ্টরস বলিয়া কথিত হইয়াছে, কিন্তু আমার মতে ছয়টি মাত্র রস, তাহা-হইতেই ব্যঞ্জনানেক তাৎপর্য্য লক্ষণাভিজ্ঞতা হয়। ছয় প্রকার আস্বাদনই ন্যায্য, যেহেতু চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন—এই ছয়টি দ্বারা কটুতিক্তাদি ছয় রসের ছয় প্রকারে আস্বাদন হয়। [ইহাদের স্বরূপতা চক্ষুদ্বারা, মৃদুতা ত্বগ্‌দ্বারা, সুগন্ধ নাসিকাদ্বারা, মাধুর্য্য জিহ্বাদ্বারা চর্বণকালে, সুস্বরতা কর্ণদ্বারা এবং ভোজনজন্য হর্ষাদি অন্তরিন্দ্রিয় মন দ্বারা অনুভব হইতেছে !!] (৪১৩) ব্যঞ্জনাবৃত্তির আশ্রয় ব্যতীত রসনিষ্পত্তি হয় না—ইহা যাহাদের মত, তাহারা অষ্ট বা ততোধিক রস স্বীকার করে, তাহাদের কিন্তু ব্যঞ্জনাভিজ্ঞতার লেশমাত্রও নাই।

বিহায় শাকসূপাদীন্ বিহায়স্তে ধয়ন্তি যৎ।
তন্নীরং প্রকটং হিত্বা ধাবন্ত্যেব মরীচিকাম্॥ ৪১৪॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৫৭)

কারণং রসনিষ্পত্তৌ চর্ব্বণেনেতি তজ্জগুঃ।
চর্বন্তু পরিচোষ্যন্তি ন পিতুর্জন্মকোটিভিঃ॥ ৪১৫॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৫৮)

রামঃ প্রাহ রসাস্বাদে কেঽনুভাবা ভবন্মতে।
কে বা সঞ্চারিণঃ কো বা স্থায়ী স স্বাদ্যতে কথম্॥৪১৬॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৫৯)

বটুরূচে যদপ্রাপ্ত্যা পূর্বমেবাশ্রু মে ভবেৎ।
প্রাপ্ত্যা তু ব্যঞ্জনস্যাস্য পুলকাস্যপ্রসন্নতে॥ ৪১৭॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৬০)

---

(৪১৪) তাহারা শাকসূপাদির মূর্ত্তিমান্ রস পরিত্যাগ করিয়া নিরাকার শৃঙ্গারাদি রস আস্বাদন করিয়া থাকে, তাহাতে পিপাসিত ব্যক্তির বিশুদ্ধ জল পরিত্যাগে মরীচিকার অনুসরণবৎ বৃথা শ্রমমাত্রই তাহাদের লাভ হয়। (৪১৫) তাহারা যে রসনিষ্পত্তিবিষয়ে চর্বণাকে কারণ বলিয়া থাকে, কিন্তু কোটিজন্মেও চর্বণা কাহাকে বলে জানেনা ; [যেহেতু অমূর্ত্ত রসের চর্বণ কোন প্রকারেই হইতে পারে না, কেবল মূর্ত্ত রসরূপ ব্যঞ্জনসমূহের চর্ব্যত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ]।" (৪১৬) অভিনব রসসিদ্ধান্ত-শ্রবণে কৌতুকাক্রান্ত বলদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—'বল দেখি বটুবর ! তোমার মতে সিদ্ধ রসাস্বাদে কি কি অনুভাব, কি কি সঞ্চারি-ভাব? স্থায়ীই বা কি ? কি প্রকারে সেই রসাস্বাদন করিতে হয়—তাহাও সোপপত্তিক বর্ণন কর।' (৪১৭) বটু বলিলেন—'হলধর ! [অশ্রুপ্রমুখ অষ্টসাত্ত্বিক ইহার অনুভাব] আলঙ্কারিক-মতে রসাস্বাদনের পরে অশ্রু হয়, কিন্তু আমার এই অন্নব্যঞ্জনাদির অভাবে দুঃখহেতুক ক্রন্দনে রসাস্বাদনের পূর্বেই অশ্রু পাত হইয়া থাকে। আবার

বর্ণস্থ স্নিগ্ধতাতৃপ্ত্যা বৈবর্ণ্যং তচ্চ পশ্য মে।
ভুঞ্জান এব যদ্‌বচ্‌মি স্বরো মে তেন ভিদ্যতে॥ ৪১৮॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৬১)

স্তম্ভো মে ভূরি মিষ্টান্নভোজনাশক্তিদুঃখজঃ।
প্রস্বেদঃ প্রকটোঽন্তে তু প্রলয়ো বহুভক্ষণাৎ॥ ৪১৯॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৬২)

আলস্যচিন্তাস্বাপাদ্যাঃ স্পষ্টাঃ সঞ্চারিণোঽত্র নঃ।
স্বাদ্যত্বেনৈক এবাপি স্থায়ী তু বিবিধাভিধঃ॥ ৪২০॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৬৩)

আজ্যাভ্যক্তানি ভক্তানি মন্যে কাঞ্চনবারিণা।
স্নাপিতানীব সৌরভ্যং যেষাং সৌলভ্যমভ্যগাৎ॥৪২১॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৭০)

গোদন্তকৃত্তঘাসাদি-ঘ্রায়িণ্যাং গোপসংসদি।
কৃতপুণ্যস্য মে ভূরিভোগভাজঃ প্রসঙ্গতঃ॥ ৪২২॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৭১)

এতাদৃশ ব্যঞ্জনাদির সদ্ভাবে রোমাঞ্চ ও মুখপ্রফুল্লতা হয়। (৪১৮) ভোজনে তৃপ্তিবশতঃ আমার বর্ণ স্নিগ্ধ হইল, ইহাই আমার বৈবর্ণ্য, ভোজনকালে যে চীৎকার, তাহাই আমার স্বরভঙ্গ। (৪১৯) ভূরি মিষ্টান্ন-ভোজনের অসমর্থতায় দুঃখে আমার অঙ্গস্তম্ভ হয় এবং প্রস্বেদ ত এক্ষণই প্রকট দেখিতেছ আর বহুভোজনান্তে প্রলয় (মোহ)ও হইবে। (৪২০) আলস্য, চিন্তা ও নিদ্রা প্রভৃতি সঞ্চারি ভাবকদম্ব স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে; আস্বাদ-নীয়ত্ব-নিবন্ধন স্থায়িভাব একপ্রকার হইলেও বিবিধনামে খ্যাত হইয়া থাকে। (৪২১) ঘৃতাভিষিক্ত হইয়া যাহা কাঞ্চনবারিদ্বারা সুস্নাতবৎ প্রতীয়মান হইতেছে এবং যাহার গন্ধে গোপসভা আমোদিত হইয়াছে; (৪২২) অহো! যাহাদের কাননে গোচারণাবসরে গোদন্তচ্ছিন্ন ঘাসের

বনে বিপ্রাস্তপস্যন্তি পত্রমূলফলাশনাঃ।
বটোস্তে নাধিকারোঽস্তি ভোগে যাহি তপশ্চর ॥৪২৩॥

(কৃ০ ভা০ ৬।৭২)

সত্যং ভো যৈঃ পুরা তপ্তং পত্রমূলফলাদিভিঃ।
পরিণম্য জনুষ্যত্র ব্যঞ্জনত্বেন তৈর্মম ॥ ৪২৪ ॥

(কৃ০ ভা০ ৬।৭৩)

ভৌমস্বর্গজুষঃ সাধু প্রত্যক্ষীভূয়তেঽন্বহম্।
ইতি জানীত ভোগোঽয়মতপ্ততপসঃ কুতঃ ॥ ৪২৫ ॥

(কৃ০ ভা০ ৬।৭৪)

এবঞ্চেৎ প্রাথমং প্রাপ্তু মর্হন্ত্যেতে বলীমুখাঃ।
বাগ্ব্যয়শ্রমিণোঽত্রাপি জনুষ্যেতে তপস্বিনঃ ॥ ৪২৬ ॥

(কৃ০ ভা০ ৬।৭৫)

গন্ধই সুলভ, সেই শ্রীদামাদি গোপগণের যে এই অন্নাদির সৌরভ্য লাভ হইল, ইহা কেবল বহুভোজী মহাপুণ্যবান্ আমারই সঙ্গপ্রভাবেই হইয়াছে !!" (৪২৩) শ্রীদাম বলিলেন—"হে বটো ! ব্রাহ্মণেরা পত্র, মূল ও ফলাদি ভোজন করিয়া বনে তপস্যা করেন, অতএব ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া তোমারও ত ভোগে অধিকার নাই ; এই ভোগ্য অন্নাদি ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া তপশ্চর্য্যা কর।" (৪২৪) বটু কহিলেন—'ভো শ্রীদামন্ ! তুমি সত্যই বলিয়াছ—যে সকল পত্র, মূল ও ফলাদিদ্বারা পূর্বজন্মে আমি তপস্যা করিয়াছি, সেই সকল বস্তুই ব্যঞ্জনরূপে পরিণত হইয়া এই জন্মে (৪২৫) ভৌমস্বর্গবাসী আমার প্রতিদিন উত্তমরূপে প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, ইহাই তোমরা নিশ্চয় জানিও, যে ব্যক্তি জন্মান্তরে তপস্যা করে নাই, তাহার এতাদৃশ ভোগলাভ কখনই হয় না ! (৪২৬) [অনন্তর মা রোহিণী মধুমঙ্গলকে পায়স দিতে আসিলে সুবল বলিলেন—] যদি বাক্যব্যয়-

শীতোষ্ণবাতসহনাঃ পত্রপুষ্পফলাশনাঃ।
জাতিস্মরাঃ কথং ন স্যুঃ কোঽমীষাং বেত্তি বিজ্ঞতাম্ ॥৪২৭॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৮০)

কৃষ্ণঃ প্রাহ সখে! বিপ্রা ব্রহ্মোপাসন-তৎপরাঃ।
কীশাঃ কুক্ষিম্ভরা এষাং দ্বয়েষাং মহদন্তরম্ ॥ ৪২৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৮১)

অস্য কীশস্য চাবৈমি ন কিমপ্যন্তরং হরে!
নরত্বং বানরত্বং বানয়োর্ভেদে ন কারণম্ ॥ ৪২৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৮২)

কিঞ্চ খ্যাপয়তা তেন লোকেঽপূর্বাং স্ববিজ্ঞতাম্।
বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ স্বকুক্ষির্ব্রহ্ম মন্যতে ॥ ৪৩০ ॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৮৩)

শ্রমকারী ও তপস্বী বলিয়া বটুকে পায়স দিতে হয়, তবে প্রথমতঃ এই বানরদিগকেই দেওয়া কর্ত্তব্য ; যেহেতু এই দুইগুণের তাহারাও অধিকারী। (৪২৭) যেহেতু ইহারা শীত, উষ্ণ, বাত বর্ষাদি সহ্য করিয়া পত্রপুষ্প-ফলাদি ভোজনপূর্ব্বক বনে বাস করে, ইহারাও জাতিস্মর কেন হইবেনা ? ইহাদের বিজ্ঞতা কি কেহ জানে ?" (৪২৮) তখন কৃষ্ণ বলিলেন—'সখে! সুবল! ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মোপাসনায় তৎপর, আর বানরগণ উদরম্ভর, সুতরাং ইহাদের মহাপার্থক্য থাকিলেও কেন তুমি সমান করিলে ?' (৪২৯) সুবল কহিলেন —"হে কৃষ্ণ! আমি এই ব্রাহ্মণের সহিত বানরের কিছুমাত্র ভেদ দেখি না, কিন্তু স্বভাবতঃ অভিন্ন এই উভয়ের নরত্ব বা বানরত্ব ভেদে কারণ হইতে পারে না। [বস্তুতঃ মধুমঙ্গলের নরত্বের ন্যায় বানরদেরও বিকল্পে নরত্ব হইতে পারে !!] (৪৩০) [কুক্ষিম্ভর ও ব্রহ্মোপাসকের তুলনা-সম্বন্ধে বলিতেছি] এই বটু ইহলোকে অপূর্ব্ব স্ববিজ্ঞতা প্রখ্যাপন করিবার জন্য

অতস্ত্রিষবণং তস্য ধ্যায়তা পূর্ত্তিসাধনম্ ।
স এবোপাস্যতেঽনেন নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারিণা ॥ ৪৩১ ॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৮৪)

কদাচিদ্ভূরিপক্কান্ন-গ্রসনাবেশ-সংভ্রমৈঃ ।
কীশায়িতং স্যাৎ পাণিভ্যাং ভুঞ্জানস্যাস্য লাঘবৈঃ ॥৪৩২॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৮৫)

ইত্যুক্ত্বাজীহসৎ সর্বান্ সুবলস্তান্ বটুঃ স তু ।
হসন্ ভুঞ্জান এবোচ্চৈঃ কাশৈঃ শোণমুখোঽভবৎ ॥৪৩৩॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৮৬)

গোষ্ঠেশাহ বটো ! তিষ্ঠ ক্ষণং মা ভুঙ্ক্ষ্ব মা হস ।
স্থৈর্য্যমাপ্নুহি মা জল্প মৈনং হাসয়তার্ভকাঃ ॥ ৪৩৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ৬।৮৭)

ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তি (বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্ব) নিজ উদরেই পর্য্যবসান করিয়াছে, অতএব ব্রহ্মত্ব (বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্বরূপ ধর্মদ্বয়) ধর্ম-সাধর্ম্ম্যে নিজ উদরকেই এই বটু ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে ! (৪৩১) যেহেতু ইহার ব্রহ্মোপাসনা নিজোদর-উপাসনাতেই সিদ্ধ হয়, অতএব তিন বেলা ইহার পূর্ত্তিসাধন ধ্যান করিতে করিতে এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী উদরব্রহ্মেরই উপাসনা করিয়া থাকে !! (৪৩২) কোনও সময়ে বহু পক্কান্ন-ভোজনে ইহার আবেশ হইলে দুইহস্তদ্বারা ভোজন করিতে উদ্যত হইয়া এই ব্রহ্মচারী বানর হইয়া থাকে।" (৪৩৩) সুবল বটুর এই ভোজন-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া সকলকেই হাসাইতে লাগিলেন ; আর বটুও হাসিয়া হাসিয়া ভোজন করিতে করিতে বারংবার কাশিয়া রক্তমুখ হইয়া গেলেন। (৪৩৪) তাহা দেখিয়া ব্রজেশ্বরী বলিলেন—'হে বটো ! কিছুক্ষণ থাম, ভোজন করিও না, হাসিও না, স্থির হও, কথা কহিও না ; বালকগণ ! তোমরা ইহাকে আর

ধনিষ্ঠয়া যল্ললিতাদি-সংস্কৃতং, তত্তদ্রসালাদিকমাহৃতং পুরঃ।
কৃত্বা পৃথক্ পাত্রচয়ে ব্রজেশ্বরী, সস্নেহমেভ্যো দদতী মুমোদ সা॥৪৩৫

(গোবি০ ৪।৪২)

হৃদয়দয়িত-মুখবীক্ষণ-হৃষ্টা,-স্তদতিমধুরমৃদুকান্তি-বিকৃষ্টাঃ।
মুমুহুরুদিত-পৃথুভাববিহস্তা, রমণভবনমধি তাঃ পুরুশস্তাঃ ॥৪৩৬

(গোবি০ ৪।৪৩)

অন্নান্যথো তানি চতুর্বিধানি তে, পীযূষসারোদ্ভব-বিক্রিয়া ইব।
আস্বাদয়ন্তো মধুরাণি সস্পৃহং, তং হাসয়ন্তো জহসুশ্চ নর্ম্মভিঃ ॥৪৩৭

(গোবি০ ৪।৪৪)

চর্বন্তি চর্ব্যাণি মৃদূনি কেচিৎ, লেহ্যানি চান্যে চটুলং লিহন্তি।
পিবন্তি পেয়ানি পরে প্রহৃষ্টা,-শ্চূষ্যন্তি চোষ্যাণ্যপরে বিতৃপ্তাঃ॥৪৩৮

(গোবি০ ৪।৪৫)

হাসাইও না।' (৪৩৫) অনন্তর ললিতাদি-কর্তৃক প্রস্তুত রসালাদি ধনিষ্ঠা পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে সাজাইয়া অগ্রে আনয়ন করিলে মা যশোদা স্নেহভরে তাঁহাদিগকে প্রদানপূর্বক আনন্দলাভ করিলেন। (৪৩৬) শ্রীকৃষ্ণালয়ে সেই প্রচুরমঙ্গলময়ী শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ প্রিয়তমের মুখাবলোকনে হৃষ্ট, তাঁহার অতিমৃদু মধুর কান্তিজালে আকৃষ্টচিত্ত এবং তৎকালে সমুদিত মহাভাবে ব্যাকুল হইলেও পরমানন্দই লাভ করিলেন! (৪৩৭) তৎপরে মধুমঙ্গলাদি সখাগণ অমৃতসারোদ্ভবপরিণতিরূপ সুমধুর চতুর্বিধ (চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়) অন্নব্যঞ্জনাদি রুচিপূর্বক আস্বাদন করিতে করিতে পরিহাসবাক্যে কৃষ্ণকে হাসাইয়া পরস্পর হাসিতে লাগিলেন। (৪৩৮) কেহ কেহ চিপিটকাদি চর্ব্যবস্তু চর্বণ, কেহ বা থৈ-পিষ্টকাদি ঘনাবৃত

স্বাদুস্কারং কমলনয়নঃ সস্পৃহং তত্তদন্নং
হস্তস্পর্শাদমৃত-মধুরং মন্দমন্দং প্রিয়ায়াঃ।
তদ্বক্ত্রাব্জ-প্রহিতনয়নপ্রান্তভৃঙ্গো নিগূঢ়ং
প্রাশ্নন্নম্বা-মনসি নিবিড়ং স প্রমোদং ব্যতানীৎ ॥৪৩৯॥

(গোবি০ ৪।৮৬)

প্রহিত-চকিতনেত্রপ্রান্তদৃষ্টিপ্রণালী-
মিলিত-তদতিলাবন্যামৃতাস্বাদপুষ্টা।
প্রসরদখিলভাবোল্লাসমাচ্ছাদয়ন্তী
দয়িতহৃদয়মুচ্চৈ রাধিকাপ্যাজহার ॥ ৪৪০ ॥

(গোবি০ ৪।৮৭)

দুগ্ধদধ্যাদিতে নিঃক্ষেপ করত আম্রকাঁঠালরম্ভাদির খণ্ড বা রসাদির প্রক্ষেপ-চাতুর্য্যে প্রস্তুত নানাবিধ স্বাদু লেহ্যবস্তুসমুদয় চট্‌পট্ লেহন করিতেছেন, কেহ বা প্রহৃষ্টান্তঃকরণে দুগ্ধাদি পেয়বস্তু পান করিতেছেন, অপর কেহ কেহ পক্কাম্রাদি চূষ্যবস্তুসকল চোষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

শ্রীরাধামুখদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন-শৈথিল্য ও মাতৃদ্বয়ের আগ্রহাদি

(৪৩৯) শ্রীরাধার বদনকমলে নিগূঢ়ভাবে ভ্রমরস্বরূপ নিজনয়নপ্রান্ত অর্পণপূর্বক কমলনয়ন সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ার হস্তস্পর্শে অমৃত হইতেও সুমধুর সেই অন্নব্যঞ্জনাদি তৃপ্তির সহিত ও 'স্বাদু স্বাদু' বলিয়া ভোজন করত জননীর মনে নিবিড় আনন্দ দান করিলেন। (৪৪০) চকিতনয়নপ্রান্ত-প্রেরণে দর্শনক্রমে মিলিত (প্রাপ্ত) শ্রীকৃষ্ণের মহালাবণ্যামৃত আস্বাদনে পুষ্টা এবং তজ্জন্য নিখিল মানসভাবোল্লাস গোপনকারিণী শ্রীরাধাও

অথ বলজননীং তামন্তরাকৃত্য নৃত্য-
ন্মদকলমদিরাক্ষীমর্পয়ন্তীং করেঽস্যাঃ।
মৃদু মৃদু মধুরান্নং প্রেয়সীং প্রেক্ষ্য কৃষ্ণঃ
শ্লথরুচিরশনেঽভূদুন্মনা নাগরেশঃ ॥ ৪৪১ ॥

(গোবি০ ৪।৪৮)

সামিভুক্তং কিয়ত্তেন কিঞ্চিত্ত্র্যংশাবশেষিতম্।
ভক্ষ্যং বীক্ষ্যাশনে মন্দং তঞ্চাসীদ্ ব্যাকুলা প্রসূঃ॥৪৪২॥

(গোবি০৪।৪৯)

যত্নাৎ সংস্কৃতমন্নাদি সর্বং ত্যক্তং কথং সুত !
ক্ষুধিতোঽসি কিয়দ্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব শপথঃ শিরসো মম ॥ ৪৪৩ ॥

(গোবি০ ৪।৫০)

আনায্য যত্নাদ্ বৃষভানু-কন্যকাং
সংস্কারিতং সর্বমিদং সুতানয়া।
অন্নাদি মিষ্টঞ্চ সুধা-পরার্দ্ধত-
স্তথাপি নাশ্নাসি করোমি কিং হতা ॥ ৪৪৪ ॥

(গোবি০ ৪।৫১)

প্রিয়তমের হৃদয়কেও উত্তমরূপে আকর্ষণ করিলেন। (৪৪১) সম্মুখস্থিতা মা রোহিণীর হস্তে মৃদুমন্দভাবে অন্নব্যঞ্জনাদি-প্রদানকালে নাগরেন্দ্র কৃষ্ণ মদকলমত্তখঞ্জনবৎ নৃত্যপরায়ণ-নয়নবিশিষ্টা প্রেয়সীকে দর্শন করিয়া ভোজনে শিথিলরুচি ও অন্যমনস্ক হইলেন। (৪৪২) জননী তখন তাঁহাকে অর্দ্ধভোজন, কোনবস্তুর এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিতে এবং ভোজনে মন্দরুচি হইতে দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তা হইলেন। (৪৪৩) কৃষ্ণকে বলিলেন—'হে বৎস ! ক্ষুধিত হইয়াও কেন যত্নপূর্বক সংস্কৃত এই অন্নাদি ভোজন করিতেছ না ? আমার মস্তকের শপথ, আরও কিছু ভোজন কর। (৪৪৪) বৎস ! আমি যত্নপূর্বক বৃষভানুকুমারীকে আনাইয়া তাহার হস্তে

অথ সা রোহিণীমাহ পশ্য রোহিণি ! চঞ্চলঃ।
দুর্বলঃ ক্ষুধিতোঽপ্যেষ কিমপ্যত্তি ন মন্দভুক্ ॥৪৪৫॥

(গোবি০ ৪।৫২)

ততঃ স্নেহপরীতাঙ্গী লালয়ন্ত্যঘমর্দনম্।
প্রলম্বহন্তুরম্বেয়ং বভাষে তং পুরঃস্থিতা ॥ ৪৪৬ ॥

(গোবি০ ৪।৫৩)

যত্নাদন্নং সাধিতং বৎস ! মিষ্টং
মল্লীমৃদ্ব্যা রাধয়েদং ময়া চ।
ক্ষুৎক্ষামোঽসি ত্বঞ্চ নাশ্নাসি তত্তা-
মম্বামেতাং মাঞ্চ কিংবা দুনোষি ॥ ৪৪৭ ॥

(গোবি০ ৪।৫৪)

জননী তব পশ্য খিদ্যতে, সুত ! নির্মঞ্জনমত্র যামি তে।
ভ্রমতো ভবিতা বনে শ্রমঃ, কিয়দশ্নীহি বিধেহি মদ্বচঃ ॥৪৪৮॥

(গোবি০ ৪।৫৫)

এই সব সুধারাশি হইতেও অতি সুস্বাদু এই অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করাইয়াছি, তথাপি তুমি ভোজন করিতেছ না, হায় ! দুর্ভাগ্যবতী আমি আর কি করিব ?' (৪৪৫) অনন্তর মা যশোদা রোহিণীকে বলিলেন—'দেখ ত রোহিণি ! এই পুত্রটি দুর্বল এবং ক্ষুধিত হইলেও মন্দভোজী হইয়া কিছুমাত্র আহার করিল না !!' (৪৪৬) অনন্তর স্নেহপরিপ্লুতা বলদেবমাতা সম্মুখে বসিয়া লালন করিতে করিতে ইঁহাকে বলিলেন—(৪৪৭) 'বৎস ! মল্লিকাপুষ্প হইতেও কোমলাঙ্গী এই রাধা ও আমি অতিযত্নে এই সব অন্নাদি প্রস্তুত করিয়াছি, তুমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াও ভোজন না করিয়া কেন তোমার মাকে, এই রাধাকে এবং আমাকেও দুঃখিত করিতেছ ? (৪৪৮) ঐ দেখ—তোমার মাতা খেদ করিতেছেন, তোমার বালাই যাই

ভুক্তং ময়া ভূরি গতা বুভুক্ষে,-ত্যুক্ত্বা নিয়ম্যোচ্ছলিতং বিকারম্।
তং বীক্ষ্য মন্দং পুনরপ্যদন্তং, ননন্দতুর্নন্দসুতং জনন্যৌ ॥৪৪৯॥

(গোবি০ ৪।৫৬)

ইদমিদমতিমিষ্টং বৎস ! ভুঙ্ক্ষ্বেতি মাতা
সশপথমথ তত্তদ্দর্শয়ন্ত্যঙ্গুলীভিঃ।
সকলমভিলষন্তী কর্ত্তুমশ্রুপ্লুতাক্ষী
তদুদরগতমন্নং স্বাত্মজং বাবদীতি ॥ ৪৫০ ॥

(গোবি০ ৪।৫৭)

রসালা-পক্বাম্রদ্রব-শিখরিণীষাড়বপয়ঃ-
করম্ভামীক্ষাব্যঞ্জন-দধিফলাপূপ-বটকান্।
কৃতাম্রেড়া নেত্রস্তনজ-পয়সা ক্লিন্নসিচয়া-
প্যতৃপ্তা তং তৃপ্তং মুহুরথ সুতং প্রাশয়দিয়ম্ ॥ ৪৫১ ॥

(গোবি০ ৪।৫৮)

বৎস ! বনে বনে ভ্রমণ করিয়া তোমার যথেষ্ট শ্রম হইবে, কিছুত আহার করিয়া আমার কথাটি রক্ষা কর।" (৪৪৯) তখন তিনি বলিলেন,—'মা, আমি প্রচুরতর আহার করিয়াছি' আর ক্ষুধা নাই। তৎপরে শ্রীরাধা-দর্শনোত্থ ভাববিকার কিয়ৎপরিমাণে সম্বরণ করত মন্দ মন্দ ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন দেখিয়া মাতৃদ্বয়ের আনন্দ আর ধরে না। (৪৫০) সমুদয় মিষ্টান্ন ভোজন করাইবার আশয়ে শপথদানপূর্বক জননী 'বৎস ! এই অন্ন অতিমিষ্ট' বলিয়া অঙ্গুলি-হেলনে দেখাইয়া সাশ্রুমুখে পুনঃ পুনঃ বলিলেন—'যাহা দিয়াছি, তাহার সবটুকুই ভোজন কর!' (৪৫১) নেত্রজলে ও স্তন্যদুগ্ধে আর্দ্র বসনা মা যশোদা পুত্রের ভোজনদর্শনে অতৃপ্তা হইয়া রসালা, পক্বাম্ররস, শিখরিণী, ষাড়ব (পানক), দুগ্ধ, দধিমিশ্র শক্তু, ছানার ব্যঞ্জন, দধি, ফল, পিষ্টক এবং বহুবিধ বটকাদি-তৃপ্ত পুত্রকেও বারংবার বলিয়া

ভক্ষ্যং ভোজ্যং বহুতরমিষ্টং, লেহ্যং পেয়ং মৃদুমধুরং তে।
ভুক্ত্বা পীত্বা রসভরতৃপ্তাঃ, সর্বেঽভূবন্ বনগমনোৎসুকাঃ ॥ ৪৫২ ॥
(গোবি০ ৪।৫৯)

সর্বে সুবাসিতমৃদা মুখপাণিপদ্মা-
ন্যামৃজ্য সাধু মৃদুলেখিকয়া চ দন্তান্।
দাসৈঃ প্রণীত-কনকাদিক-কুণ্ডিকাসু
তৈর্দত্তবারিভিরথাচমনং ব্যধুস্তে ॥ ৪৫৩ ॥
(গোবি০ ৪।৬০)

এলা-লবঙ্গ-ঘনসার-বিমিশ্রিতাভি-
র্জম্বূলদত্ত-বরখাদির-গোলিকাভিঃ।
শীতোজ্জ্বলাভিরধিবাস্য মুদা মুখন্তে
সব্যেন পূর্ণমুদরং মমৃজুঃ করেণ ॥ ৪৫৪ ॥
(গোবি০ ৪।৬১)

বলিয়া ভোজন করাইলেন। (৪৫২) চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়াদি বহুতরমিষ্ট মৃদুমধুর বস্তুসকল ভোজন ও পান করিয়া রসভরতৃপ্ত সেই বালকগণ বনগমনে উৎসুক হইলেন। (৪৫৩) অনন্তর সকলে সুবাসিত মৃত্তিকা-দ্বারা মুখ ও করকমল মার্জনা করত কোমল ঈষিকা (খড়িকা) দ্বারা দন্তসংস্কার করিলেন এবং ভৃত্যগণ-কর্তৃক স্বর্ণপাত্রাদিতে আনীত ও প্রদত্ত জলদ্বারা আচমন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রাম-শোভাদর্শনে শ্রীরাধার সাত্ত্বিক বিকার

(৪৫৪) তৎপরে সকলে জম্বূল-নামক ভৃত্যকর্তৃক প্রদত্ত এলাচ-লবঙ্গ-কর্পূর-বিমিশ্রিত এবং শীতোজ্জ্বল খদিরচূর্ণদ্বারা মুখবাস করিয়া আনন্দভরে পরিপাকজন্য বামহস্তে পরিপূর্ণ উদরের মার্জনা করিতে লাগিলেন।

রসাল-করসংস্কৃতোপহৃত-নাগবল্লীস্ফুরৎ-
সুপক্বদলবীটিকাঃ সুখমদন্ত এবোৎসুকাঃ।
ততঃ শতপদান্তর-বিশাল-পল্যঙ্কিকা-
কুলেষ্বথ বিশশ্রমুঃ পরিজনৈরমী বীজিতাঃ ॥ ৪৫৫ ॥
(গোবি০ ৪।৬২)

তমিহ বিশ্রমিতং পরিচারকাঃ, শিখিদলব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্।
অবদলয্য দলং মৃদুবীটিকাঃ, প্রভুমথাদয়তি স্ম বিলাসকঃ ॥৪৫৬॥
(গোবি০ ৪।৬৩)

নিষ্ক্রম্য ধৌতাঙ্ঘ্রিকরাং মহানসাদ্
দাসীগণৈস্তাং ব্যজনৈরুপাসিতাম্।
রাধাং প্রকোষ্ঠান্তরগাং সখীজনৈ-
র্বিলোকয়ন্তীং রমণং গবাক্ষতঃ ॥ ৪৫৭ ॥
(গোবি০ ৪।৬৪)

আনন্দজ-স্বেদজলৈর্ব্রজেশয়া, প্রতীয়মানাং শ্রম-কর্ষিতেত্যলম্।
ভোক্তুং প্রযত্নাদুপবেশ্য সা মুদা, বলাম্বয়ান্নানি গৃহাদদাপয়ৎ ॥৪৫৮॥
(গোবি০ ৪।৬৫)

---

(৪৫৫) অনন্তর তাঁহারা 'রসাল'-নামক ভৃত্যকর্ত্তৃক প্রস্তুত অত্যুত্তম তাম্বূল-বীটিকা সুখে গ্রহণ করিয়া উৎসুকচিত্তে শতপদ-দূরবর্ত্তী গৃহরাজি-মধ্যে বিশাল পালঙ্কোপরি বিশ্রাম করিলে পরিচারকগণ তাঁহাদিগকে বীজন করিতে লাগিলেন। (৪৫৬) পরিচারকগণ শ্রীকৃষ্ণকেও ময়ূরপুচ্ছরচিত চামরদ্বারা বীজন এবং 'বিলাসক'—নামক ভৃত্য তখন তাম্বূলপত্র বিভাগ করত মৃদুবীটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রভুকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। (৪৫৭) অনন্তর শ্রীরাধা পাকশালা হইতে বহির্গত হইয়া করচরণাদি প্রক্ষালনপূর্বক অন্য প্রকোষ্ঠে গমন করত গবাক্ষদ্বারে রমণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। (৪৫৮) তদ্দর্শনে তাঁহার অঙ্গ হইতে আনন্দজাত স্বেদ-জল

তয়া নিদিষ্টা ঘৃত-সংস্কৃতান্নং, দাতুং ধনিষ্ঠা হরিভুক্তশেষৈঃ।
সংমিশ্র্য গূঢ়ং ঘৃত-সংস্কৃতান্নৈ,-র্গৃহাত্তদানীয় দদাবমূভ্যঃ ॥৪৫৯॥
(গোবি০ ৪।৬৬)

অনশ্নন্তীং হ্রিয়া বীক্ষ্য বস্ত্রাবৃত-নতাননাম্।
রাধিকামবদৎ কৃষ্ণমাতা বাৎসল্য-বিক্লবা ॥ ৪৬০ ॥
(গোবি০ ৪।৬৭)

জননি ! ময়ি জনন্যাং কিং নু লজ্জেদৃশীয়ং
সুত ইব মম চেতঃ স্নিহ্যতি ত্বয্যতীব।
অয়ি তদপনয়ৈনাং যামি নির্মঞ্ছনং তে
শিশিরয় মম নেত্রং ভুঙ্‌ক্ষ্ব পশ্যামি সাক্ষাৎ ॥ ৪৬১ ॥
(গোবি০ ৪।৬৮)

ক্ষরিত হইল দেখিয়া ব্রজেশ্বরী ভাবিলেন যে, পাকের পরিশ্রমে প্রস্বেদ ছুটিয়াছে ; তখন তিনি দাসীগণকে তালবৃন্তদ্বারা ব্যজনের আদেশ করিয়া রোহিণীকে গৃহ হইতে আনিয়া অন্নব্যঞ্জনাদি প্রদান করিতে বলিয়া আনন্দে তাঁহাকে ভোজনার্থ বসাইলেন।

শ্রীরাধার ভোজন, বিশ্রাম এবং বস্ত্রালঙ্কারাদিপ্রাপ্তি

(৪৫৯) ঘৃতসংস্কৃত অন্নপ্রদান করিতে যশোদা-কর্ত্তৃক আদিষ্টা ধনিষ্ঠা গোপনে সেই সকল অন্নব্যঞ্জনাদি শ্রীহরির ভুক্তাবশেষসহিত মিশ্রিত করিয়া গৃহ হইতে আনিয়া শ্রীরাধাদিকে দান করিলেন। (৪৬০) শ্রীরাধা ভোজন না করিয়া লজ্জাভরে অবনতবদনে থাকিলে বাৎসল্যবিক্লবা মা যশোদা তাঁহাকে বলিলেন,—(৪৬১) 'হে জননি ! আমি তোমাকে পুত্র-নির্বিশেষে স্নেহ করিয়া থাকি, অতএব আমার নিকটে তোমার এইপ্রকার লজ্জা করা উচিত কি ? অতএব তুমি এই লজ্জা পরিহার কর, আমি তোমার বালাই লইয়া মরি !!

যূয়ঞ্চ মে স্থ তনয়াস্তনয়া হ্রিয়া কিং
পুত্র্যঃ কুরুধ্বমশনং ললিতাদয়স্তৎ।
ইত্যাগ্রহাচ্ছপথদানশতৈশ্চ মাতা
মিষ্টান্নমিষ্টবচনৈঃ সমভোজয়ত্তাঃ ॥ ৪৬২ ॥
(গোবি০ ৪।৬৯)

ততো দাসী-ধৌতৈঃ করকমলযুগ্মৈর্নিজনিজৈ-
রিমাঃ প্রক্ষাল্যাস্যং শশি-সহিতবার্ভির্নিজনিজম্।
পটৈর্মার্জিত্বা চ স্বপরিজন-দত্তা হিমকরা
বিযুক্তা বীটীস্তা বরকনকগৌর্য্যো বুভুজিরে ॥ ৪৬৩ ॥
(সংগ্রহকর্ত্তুঃ)

হৃদ্যদ্গতৈঃ সুতকরগ্রহণাভিলাষৈ-
স্তদ্ভূষণৈঃ সুবহুশঃ সহ যানি যত্নাৎ।
নিষ্পাদ্য তন্নববধূ-প্রতিরূপকাণি
স্নেহাদ্ধৃতানি সদনে বরসম্পুটেষু ॥ ৪৬৪ ॥
(গোবি০ ৪।৭০)

আহার করিয়া আমার নেত্র শীতল কর, আমি সাক্ষাতেই তোমার ভোজন দেখিব।' (৪৬২) ললিতা প্রভৃতিকেও সম্বোধন করিয়া যশোদা বলিলেন—'অয়ি পুত্রীগণ! তোমরা আমার সন্তানবৎ হইয়াও কেন আমার নিকট লজ্জা করিতেছ হে? তোমরা আহার কর দেখি'—এইরূপ সুমিষ্টবচনে শত শত শপথ-প্রদানে মা যশোদা তাঁহাদিগকে অতিযত্নে ভোজন করাইলেন। (৪৬৩) ভোজনান্তে দাসীগণ তাঁহাদের করকমলদ্বয় ধৌত করিয়া দিলে সেই স্বর্ণগৌরী সুন্দরীগণ কর্পূর-বাসিত জলে নিজ নিজ মুখ প্রক্ষালনপূর্বক সূক্ষ্মবস্ত্রে মার্জন করত নিজ নিজ পরিজনপ্রদত্ত কর্পূরযুক্ত তাম্বূল-বীটিকা ভোজন করিতে লাগিলেন। (৪৬৪) শ্রীকৃষ্ণের

তৈর্ভূষণৈরথ ধনিষ্ঠিকয়োপনীতৈ-
স্তাম্বূল-চন্দন-নবাম্বর-নাগজৈশ্চ।
আলীবৃতাং নববধূমিব তাং ব্রজেশা
সম্মান্য হার্দবলিতা মুদিতা বভূব ॥ ৪৬৫ ॥

(গোবি০ ৪।৮১)

রাধাহৃতং যন্নিশি তদ্‌বিশাখা
ধনিষ্ঠয়াদাৎ সুবলায় গূঢ়ম্।
পীতোত্তরীয়ং সুবলোঽপি তস্যৈ
নীলাম্বরং কৃষ্ণহৃতং তয়ৈব ॥ ৪৬৬ ॥

(গোবি০ ৪।৮২)

ইতি শ্রীশ্রীভাবনাসার-সংগ্রহে প্রাতর্লীলাস্বাদনানু-মোদনো নাম দ্বিতীয়ঃ সংগ্রহঃ ॥ ২ ॥

বিবাহ দিবার অভিলাষ হৃদয়ে উঠিলে ইতিপূর্বে মা যশোদা বিবাহোপযোগী নববধূযোগ্য যে-সকল আভরণাদি বহুপ্রকারে প্রস্তুত করাইয়া যত্নপূর্বক উত্তম সম্পুটমধ্যে রাখিয়াছিলেন, (৪৬৫) সেইসকল ভূষণ এবং ধনিষ্ঠা-কর্ত্তৃক আনীত তাম্বূল, চন্দন, সিন্দূর ও নূতন বস্ত্রাদি সানন্দচিত্তে শ্রীরাধাকে নববধূসদৃশী মনে করিয়া সমর্পণকরত পরমা প্রীতি লাভ করিলেন। (৪৬৬) তৎপরে প্রত্যূষে সম্ভ্রমবশতঃ রাধাকর্ত্তৃক গৃহীত কৃষ্ণের পীতাম্বর বিশাখা প্রাতঃকালে ধনিষ্ঠাদ্বারা নিভৃতভাবে সুবলের হস্তে প্রদান করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিগৃহীত শ্রীরাধার নীলবসনও সুবল ধনিষ্ঠাদ্বারা বিশাখার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ইতি প্রাতর্লীলা নামক দ্বিতীয় সংগ্রহ ॥ ২ ॥

তৃতীয়-সংগ্রহঃ

অথ পূর্ব্বাহ্ন-লীলা

হরিবনগতিলীলাং ব্যাকুলীভূতগোষ্ঠাং
স্মৃতিবিষয়গতাং যঃ কারয়ামাস সাক্ষাৎ।
তদনুকরণকারী ভক্তবৃন্দস্য মধ্যে
তমহমিহ ভজামি গৌরচন্দ্রং হি নিত্যম্॥ ১ ॥

কৃষ্ণং গোভিঃ স্বমিত্রৈর্বিপিনমনুস্থতং গোষ্ঠলোকানুযাতং
শ্রীরাধাস্ফূর্ত্তিলোলং তদভিস্থতিকৃতে প্রাপ্ততৎকুণ্ডতীরম্।
রাধাঞ্চালোক্য কৃষ্ণং কৃতগৃহগমনমার্য্যয়ার্কার্চনায়ৈ
দিষ্টাং কৃষ্ণপ্রবৃত্ত্যৈ প্রহিতনিজসখী-বর্ত্মনেত্রাং স্মরামি ॥ ২ ॥

(গোবি০ ৫।১)

---

(৩) শ্রীগৌরচন্দ্র

(১) সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বনেতে গমন।
তাহাতে ব্যাকুল সব ব্রজবাসিগণ॥

সে-লীলা স্মরণ করি' গৌরাঙ্গ সুন্দর।
তদনুকরণলীলা করে মনোহর॥

ভক্তবৃন্দমধ্যে নানাভাবে বিভূষিত।
অশ্রু-কম্প-স্তম্ভ সর্বঅঙ্গে রোমাঞ্চিত॥

এমন শ্রীগৌরচন্দ্র ভক্তগণসঙ্গে।
সেবন করিব আমি আনন্দ-তরঙ্গে॥

(২) **মূলসূত্র**—পূর্বাহ্নে যে শ্রীকৃষ্ণ ধেনু ও নিজসখাগণের সহিত বনগমন করিলে, শ্রীনন্দযশোদা প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন,

দেবপ্রস্থ-বরূথপাংশু-সুবল-শ্রীদামভিঃ শোভনৈ-
রোজস্থি-প্রমুখৈর্বিশাল-বৃষভ-শ্রীস্তোককৃষ্ণার্জুনৈঃ।
সার্দ্ধং গোপসুতাঃ সমানবয়সঃ সর্বে সমানাশয়া
গোপেন্দ্রাঙ্গনমাযযুঃ প্রমুদিতাঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গাশয়াঃ ॥ ৩ ॥

(কৃষ্ণা০ ৩।১৫)

সর্বে বর্হবিষাণ-বেণু-লকুটী-নির্যোগপাশাঙ্কিতা
গুঞ্জা-ধাতুফল-প্রবাল-সুমনোভূষাভিরাভূষিতাঃ।
প্রাতঃ স্নাত-সুমৃষ্ট-ভুক্ত-ধয়িত-স্ফীতাঃ ক্বণন্নূপুরাঃ
কৃষ্ণোত্তিষ্ঠ জয় প্রযাম বিপিনং চেত্যূচিরে সত্বরাঃ ॥ ৪ ॥

(কৃষ্ণা০ ৩।১৬)

যিনি শ্রীরাধার স্ফূর্ত্তিহেতু সতৃষ্ণ ও চঞ্চল হইয়া তাঁহার অভিসারার্থ রাধাকুণ্ডতীরে উপস্থিত হয়েন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্মরণ করি; এবং যে রাধা নন্দালয়ে কৃষ্ণদর্শনান্তে গৃহে গিয়া আর্য্যা জটিলা-কর্ত্তৃক সূর্য্যপূজার জন্য আদিষ্টা হইয়া শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তাপ্রাপ্তির আশায় প্রেরিত সখীর আগমন-পথের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থাকেন—সেই শ্রীরাধিকাকে আমি স্মরণ করি।

সখাগণের গোষ্ঠগমনোদ্যোগ ও রামকৃষ্ণের গোচারণ-বেশাদি

(৩) দেবপ্রস্থ, বরূথপ, অংশু, সুবল, শ্রীদামাদি সুশোভন বয়স্যগণ এবং বলবান্ সখিমণ্ডলীর অগ্রগণ্য বিশাল, বৃষভ, স্তোককৃষ্ণ ও অর্জুন প্রভৃতির সহিত সমবয়স্ক ও সমান্তঃকরণবিশিষ্ট গোপবালকগণ সকলেই আনন্দমনে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গাশায় নন্দমহারাজের অঙ্গনে উপনীত হইলেন। (৪) তাঁহারা সকলেই প্রাতঃস্নান, গাত্রমার্জনাদি ও ভোজন পানাদি সমাধা করিয়া পুষ্ট

তেষামাগমন-স্বনেন কুতুকাদুত্থায় তল্পোদরাৎ
শ্রীকৃষ্ণোঽপি বিমৃজ্য নেত্রকমলং ব্যাবল্গুনিদ্রাদরাৎ।
তং বেষং পরিহায় বেষমপরং গোচারণে কানন-
ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলোচিতমথো জগ্রাহ চন্দ্রাননঃ ॥ ৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৩।১৭)

তাবৎ স্বসেবাকৃতিলব্ধবর্ণাঃ, স্নেহেন দাসাঃ পরিফুল্লগাত্রাঃ।
তৈর্গন্ধমাল্যাম্বরভূষণৈস্তে, বিভূষয়ামাসুরধীশ্বরং স্বম্ ॥ ৬ ॥
(গোবি০ ৪।৭৩)

ভক্তিচ্ছেদাঢ্যচর্চ্চাং মলয়জ-ঘুসৃণৈঃ ধাতুচিত্রাণি বিভ্রদ্-
ভূয়িষ্ঠং নব্যবাসঃ শিখিদল-মুকুটং মুদ্রিকাঃ কুণ্ডলে দ্বে।
গুঞ্জাহারং স্বরত্নস্রজমপি তরলং কৌস্তুভং বৈজয়ন্তীং
কেয়ূরে কঙ্কণে শ্রীযুতপদকটকৌ নূপুরৌ শৃঙ্খলাঞ্চ ॥ ৭ ॥
(গোবি০ ৪।৭৪)

হইয়াছেন। সকলেই ময়ূরপুচ্ছ, শৃঙ্গ, বেণু, লকুটী (লাঠি) ও ছাঁদনডোরী ধারণ করিয়াছেন—সকলেই গুঞ্জা, গৈরিকধাতু, ফল-কিসলয় পুষ্পাদিভূষণে ভূষিত হইয়াছেন—সকলের চরণে নূপুর বাজিতেছে, তাঁহারা সত্বর আসিয়া বলিলেন—' হে কৃষ্ণ ! গাত্রোত্থান কর, তোমার জয় হউক, চল আমরা বনে যাই।' (৫) তাঁহাদের আগমন-শব্দ পাইয়াই চন্দ্রবদন শ্রীকৃষ্ণ কুতুকভরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নেত্রকমল মার্জন করিলেন এবং নিদ্রাবেশে মলিন সেই বেশ ত্যাগ করিয়া কাননে গোচারণোপযোগী ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গল অন্য বেশ পরিগ্রহ করিলেন। (৬) তৎকালে স্বস্বসেবাকার্য্যে বিচক্ষণ দাসগণ ভক্তিরসে প্রফুল্লিত-কলেবরে গন্ধমাল্য ও বসনভূষণ-প্রভৃতিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুসজ্জিত করিতে আরম্ভ করিলেন। (৭) অনন্তর ভৃত্যগণ শ্রীকৃষ্ণকে অঙ্গুল্যাদিদ্বারা বিভক্ত-বিশেষ তিলক

আত্মৈকদৃশ্যগান্ধর্বা-প্রতিবিম্ব-করম্বিতৈঃ ।
দধদ্বক্ষস্ত্বয়ং হারং গুম্ফিতং স্থূলমৌক্তিকৈঃ ॥ ৮ ॥
(গোবি০ ৪।৭৫)

শৃঙ্গং বামোদর-পরিসরে তুন্দবন্ধান্তরস্থং
দক্ষে তদ্বন্নিহিত-মুরলীং রত্নচিত্রাং দধানঃ ।
বামেনাসৌ সরল-লগুড়ীং পাণিনা পীতবর্ণাং
লীলাম্ভোজং কমলনয়নঃ কম্পয়ন্ দক্ষিণেন ॥ ৯ ॥
(গোবি০ ৪।৭৬)

চূড়া-চুম্বিত-চারুচন্দ্রক-লসদ্‌গুঞ্জালতঃ কর্ণয়োঃ
পুন্নাগ-স্তবকী মণীন্দ্র-মকরশ্রীকুণ্ডলাপূর্ণয়োঃ ।
শ্রীবক্ষঃপ্রতিমুক্তমৌক্তিকলতা-শ্রীরঞ্জিগুঞ্জাসরঃ
ক্রীড়াকানন-যানকৌতুকমনা ব্রভ্রাজ পীতাম্বরঃ ॥ ১০ ॥
(কৃষ্ণ০ ৩।১৮)

(খোর) গন্ধ, মাল্য, কুঙ্কুম, ও গৈরিক ধাতুদ্বারা অঙ্গরাগ, নটবরবেশ, মস্তকে শিখিপিচ্ছরচিত চূড়া, অঙ্গুলিতে স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক, কর্ণে কুণ্ডল, বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার, রত্নমালা, বৈজয়ন্তী ও কৌস্তুভমণি, হস্তে কেয়ুর ও কঙ্কণ, চরণদ্বয়ে মনোহর নূপুর ও ক্ষুদ্রঘণ্টিকা—(৮) বক্ষঃস্থলে একমাত্র নিজের দৃশ্য শ্রীরাধার প্রতিমূর্ত্তিতে প্রতিবিম্বিত স্থূল মুক্তাহার পরাইলেন। (৯) উদরের বামভাগে তুন্দবন্ধের মধ্যে শৃঙ্গ, দক্ষিণকরে রত্নবিচিত্রিত মুরলী ও বামকরে সরল পীতবর্ণ লগুড়ী ধারণ করিয়া দক্ষিণকরে লীলাকমল বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। (১০) মস্তকের চূড়ায় চুম্বনশীল ময়ূরপুচ্ছযুক্ত শোভমান গুঞ্জামালাধারী, কর্ণযুগলে পুন্নাগকুসুমের স্তবকযুক্ত ইন্দ্রনীলমণি-খচিত সুন্দরকুণ্ডলমণ্ডিত, মনোহর বক্ষোদেশে পরিহিত মৌক্তিকলতার সৌন্দর্য্যযুক্ত গুঞ্জাহারে শোভিত পীতাম্বর কৃষ্ণ কেলিবনগমনে কৌতূহলান্বিত

শ্বেতাদ্রিভ্রম-ধারকাপঘনকে কস্তূরিকা-চর্চিকাং
বর্হাপীড়মথো দধচ্চ নিটিলে কেয়ূর-ভূষাদিকম্।
বাহ্বাদৌ মণিকাঞ্চনৈর্বিরচিতং শৃঙ্গঞ্চ যষ্টিং সখি-
বৃন্দৈঃ স্বৈঃ পরিবেষ্টিতোঽসিতধটীধারী বভৌ শ্রীবলঃ ॥১১॥

এতন্মধ্যে—
দধতেঽপচিতিং হরে র্ন চা,-পচিতিং প্রেমণি যেঽনুযায়িনঃ।
উপসেদুরিমে ব্রজেশ্বরীং, প্রথমং রক্তকপত্রকাদয়ঃ ॥ ১২ ॥
(কৃ০ ভা০ ৭।১১)

অথ কশ্চিদধাত্তয়ার্পিতাং, তনয়ামোদক-মোদকাবলীম্।
অতিবৎসলতা-লতাবলৎ,-ফলপালীমিব কাঞ্চিদর্চিতাম্ ॥ ১৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ৭।১২)

মণিচিত্রিত-দারুপেটিকা,-ন্তরগামংসতটে বহন্নসৌ।
শতকোট্যসুতোঽপ্যথাদরা,-দবধানীয়তামমংস্ত তাম্ ॥ ১৪ ॥
[যুগ্মকম্] (কৃ০ ভা০ ৭।১৩)

হইয়া বিরাজমান। (১১) এদিকে শ্বেতাদ্রিতুল্যশুভ্র অঙ্গে কস্তূরীচর্চ্চা, ললাটোপরি শিখিপিচ্ছসমন্বিত চূড়া, বাহুপ্রভৃতিতে মণিকাঞ্চনবিরচিত বিবিধ কেয়ূরাদি-অলঙ্কার, হস্তে শৃঙ্গ ও যষ্টি এবং পরিধানে নীলধটীধারণ-পূর্বক শ্রীবলদেব স্বীয় সখাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।

খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া দাসগণের শ্রীকৃষ্ণসহ বনযাত্রা

(১২) এই সময়ে যাঁহাদের প্রেম কদাপি অপচয় হয় না, যাঁহারা পরিচর্য্যায় নিপুণ, সেই রক্তক-পত্রকাদি অনুগামী দাসগণ শ্রীব্রজেশ্বরীর নিকটে আগমন করিলেন। (১৩) ব্রজেশ্বরী কোনও দাসকে তনয়ের আমোদকর মোদকসমূহ অর্পণ করিলে সেই দাস অতিবৎসলতা-লতার ফলশ্রেণীর ন্যায় সেই উৎকৃষ্ট মোদকগুলিকে (১৪) রত্নচিত্রিত দারুনির্মিত

স্তিমিতারুণ-চেলকঞ্চুকা,-বৃত-চন্দ্রোপলচিত্রঝর্ঝরীম্।
শশি-বাসিতনীরপূরিতা,-মপরো বিভ্রদদভ্রমাবভৌ ॥ ১৫ ॥
(কৃ০ ভা ৭।১৪)

সিতমানসবৃত্তিমেব তা,-মনুরাগপিহিতাং দ্রবত্তরাম্।
বহিরেষ জনান্ কিমীক্ষয়,-ন্নতুলং সৌভগরত্নমাদদে ॥ ১৬ ॥
(কৃ০ ভা০ ৭।১৫)

স্ফটিকোত্তমসম্পুটং পরোঽ,-বহদন্তঃফণিবল্লিবীটিকম্।
অধিকক্ষময়ং দধার কিং, শশিবিম্বং স্বমনোঽধিদৈবতম্ ॥ ১৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ৭।১৬)

বসনাভরণান্যনেকধা, দধ একঃ পরিধেয়মীশিতুঃ।
দ্যুমতামপি মোহনায় যৎ, সুদৃশাং কার্মণতাং প্রপৎস্যতে ॥ ১৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ৭।১৭)

পেটিকামধ্যে স্থাপনকরত স্কন্ধদেশে বহন করিয়া শতকোটিপ্রাণ হইতেও অধিক সাবধানে রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া মানিতে লাগিলেন। (১৫) অন্যদাস কর্পূর-বাসিত-জলপূরিত এবং আর্দ্র অরুণ কঞ্চুকে আবৃত, চন্দ্রকান্তমণি-নির্মিত চিত্র ঝর্ঝরী বহন করিয়া সাতিশয় শোভাধারণ করিলেন। (১৬) তাহাতে মনে হয় বুঝি, সেই দাস রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত চন্দ্রকান্তমণি-রচিত শ্বেতঝর্ঝরীর ছলে অন্তঃস্থিত অনুরাগে আচ্ছাদিত দ্রবীভূতা শুদ্ধামনোবৃত্তি জনসকলে দেখাইয়া অতুল সৌভাগ্যমণ্ডিত হইলেন। (১৭) অপর দাস—স্ফটিকমণি-বিরচিত চক্রাকৃতি এবং তাম্বূলবীটিকায় পূর্ণ সম্পুট কক্ষতলে ধারণ করিলেন, মনে হয়, তিনি নিজ মনের অধিদেবতা চন্দ্রমণ্ডলকেই বহন করিলেন [অর্থাৎ মন সর্বদা সেই সম্পুটেই আবদ্ধ রহিল]। (১৮) আর একজন—ব্রজনবযুবরাজের পরিধেয় বহুপ্রকার বসন ও আভরণ লইলেন—যাহা দেবসুন্দরীদেরও

মুগ্ধস্নিগ্ধ-কুমারপার্ষদসদো বেষান্তরাপাদিকাং
সামগ্রীং সপরিচ্ছদামথ দধদ্বাসোবিভূষাদিকাম্।
আদায়ানুযযৌ কুতূহল-বশাদ্ গোষ্ঠেশয়োরাজ্ঞয়া
তাম্বূলস্য চ সম্পুটং মণিময়ান্ ভৃঙ্গারকাংশ্চেচ্ছয়া ॥ ১৯ ॥

(কৃষ্ণা০ ৩।১৯)

জননীজন-নীবৃতং দ্রুতং, রচয়ন্ হর্ষপয়ঃপরিপ্লুতম্।
ব্রজতাপশতাপনোদনঃ, পুরতো যন্ পুরতোরণাদভূৎ ॥ ২০ ॥

(কৃ০ ভা০ ৭।২৩)

বনমেতি মুকুন্দ ইত্যয়ং, ধ্বনিরেকঃ স্ফুটমুচ্চচার যঃ।
বিবিধ-ধ্বনিস্নূর্ভবন্নভাৎ, শ্রুতিপালীঃ স পুরৌকসাং বিশন্ ॥২১॥

(কৃ০ ভা০ ৭।২৫)

বশীকরণের (যাদু) ঔষধস্বরূপ হইয়াছিল। (১৯) নন্দবাবা ও মা যশোদার আদেশে মনোহর স্নিগ্ধ-কুমারপার্ষদগণ বেশান্তর-পরিগ্রহের পরিচ্ছদ বসনভূষণাদি সামগ্রীসকল লইয়া কুতূহলবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ গমন করিলেন এবং নিজ ইচ্ছাক্রমে আবার তাম্বূলসম্পুট ও মণিময় ভৃঙ্গারগুলি সঙ্গে লইলেন। (২০) এই প্রকার বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া ব্রজজন-তাপশতাপহারী ব্রজেন্দ্রনন্দন জননীজনরূপ জনপদে আনন্দপয়ঃ প্লাবিত করিয়া (নয়নের আনন্দজল এবং স্তন্যক্ষরিত পয়োধারাদ্বারা জননীদেহ আপ্লাবিত করিয়া) সিংহদ্বারের অগ্রভাগে বিরাজমান হইলেন।

'মুকুন্দ বনে যাইতেছেন'—এই ধ্বনির বিভিন্নার্থ

(২১) শ্রীকৃষ্ণের বনযাত্রা ঘোষণা করিতে নিযুক্ত পুরুষ যখন 'মুকুন্দ বনে যাত্রা করিলেন'—বলিয়া ধ্বনি করিলেন, তাহা অন্তঃপুরচারিণী রমণীদের কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া অধিকারিভেদে বিবিধ ধ্বনিপ্রসূ অর্থাৎ

রচয়ালি মিষং বিশারদে ! জরতী-বঞ্চকমঞ্চকং মুদাম্ ।
নিভৃতেন পথা ভজে বনে, প্রিয়-সঙ্কেতিত-কুঞ্জমন্দিরম্ ॥ ২২ ॥

(কৃ০ ভা০ ৭।২৯)

সখি ! কিং করবৈ রবৈরবৈ,-র্ধিততর্ষা হরিগোপুরোদিতৈঃ ।
বলভীমধিরোঢ়ুমপ্যহং, ন দধেঽস্পন্দবপুঃ সমর্থতাম্ ॥ ২৩ ॥

(কৃ০ ভা০ ৭।৩০)

অলকৈরলমত্র সংস্কৃতৈ,-র্মদুরোঽপ্যস্তুতমামনাবৃতম্ ।
সকৃদপ্যবলোক্য মাধবং, সখি ! জীবেয়মিতো বিমুঞ্চ মাম্ ॥ ২৪ ॥

(কৃ০ ভা০ ৭।৩১)

অয়ি ভাবি যদস্তু তৎ পতিঃ, কুরুতাং দণ্ডমসহ্যমদ্য মে ।
স্বগুরোরপি পশ্যতো ব্রজা,-ম্যধুনায়ং সময়ো ন যৎ স্থিরঃ ॥ ২৫ ॥

(কৃ০ ভা০ ৭।৩২)

ব্যঙ্গ্যার্থজনক হইল। (২২) ঐ-ধ্বনিশ্রবণে সখীগণ বুঝিলেন—'হে বিশারদে সখি ! যাহাতে জরতীকে বঞ্চনা করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্তি করা যায়, তাহার ছল উদ্ভাবন কর, আমি নিভৃতপথে প্রিয়তমকর্ত্তৃক সঙ্কেতিত কুঞ্জমন্দিরে চলিলাম।' (২৩) কোন সখী আনন্দজড় হইয়া বলিলেন—"সখি ! এখন কি করি ? পুরদ্বারে শ্রীহরির বনগমনসূচক রব উঠিলে তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমার তৃষ্ণাবৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু জড়তা-উদয়ে আমার শরীর স্পন্দনহীন করিল, আমি আর অট্টালিকায় আরোহণ করিতে পারিতেছি না !" (২৪) আর এক প্রেয়সীকে তাঁহার সখী বেশবিন্যাস করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন—'হে সখি ! অলকাবলির সংস্কার করিবার আর প্রয়োজন নাই ; আমার বক্ষঃস্থলও অনাবৃত থাকুক (কঞ্চুক পরিবার আবশ্যকতা নাই) ; আমি একটিবারমাত্র মাধবকে দেখিয়া জীবনধারণ করি, অতএব আমাকে পরিত্যাগ কর !!' (২৫) গুরুজনসঙ্কুল

অয়ি দুর্মুখি ! রারটীষি কিং, কিমিহৈকৈব নিরেমি তে গৃহাৎ।
কলয়াত্র রুণদ্ধি কা বধূ,-রধুনা স্বস্বপুরাদ্‌বিনির্যতীঃ ॥ ২৬ ॥

(কৃ০ ভা০ ৭।৩৩)

অথ তস্য গমনমাহ—

ব্যোম্নি ব্যোমচরৈঃ সুগন্ধিকুসুমাসারৈঃ সমারাধিতঃ
প্রাসাদেষু কুলাঙ্গনাভিরভিতো নেত্রাম্বুজৈঃ পূজিতঃ।
রথ্যায়াং শিশুভির্জয়েতি মধুরাব্যক্তৈঃ কলৈরর্চ্চিতঃ
স্বস্বদ্বারি বিসারিণাং প্রবয়সামাশীর্ভিরাবর্দ্ধিতঃ ॥ ২৭ ॥

(কৃষ্ণ০ ৩।২১)

অন্তঃপুরে অবস্থিতা সখী বলিতেছেন—'অয়ি! আমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হউক, আমাকে পতি অসহ্য দণ্ডই করুক্, অথবা গুরুজনগণই দেখুক, আমি তাঁহাদিগকে অনাদর করিয়া অদ্য শ্রীকৃষ্ণদর্শনে চলিলাম, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের এই বনগমনসময় চিরস্থায়ী নহে।' (২৬) শ্বশ্রূ-কর্ত্তৃক নিরুদ্ধা প্রেয়সী বলিতে বাধ্য হইলেন—"অয়ি দুর্মুখি! চীৎকার করিতেছ কেন? আমি কি একাকীই গৃহ হইতে বাহির হইতেছি? স্বনেত্রে একবার দেখত—কাহার বধূ না এখন গৃহ হইতে বাহির হইতেছে এবং কোন্ শ্বশ্রূই বা নিজবধূকে তোমার মত নিরোধ করিতেছে?"

গোষ্ঠযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বর্দ্ধনাদি

(২৭) **বনগমন-বর্ণনা**—আকাশে খেচরগণ সুগন্ধি কুসুমধারা বর্ষণ করিয়া তাঁহার আরাধনা করিলেন, অট্টালিকা-সমূহে ব্রজসুন্দরীগণ নেত্রকমল দ্বারা সম্যক্‌প্রকারে তাঁহার পূজা করিলেন; পথে পথে শিশুগণ 'জয় জয়' বলিয়া অব্যক্ত মধুর নিনাদে তাঁহার অর্চনা করিলেন এবং নিজ নিজ দ্বার-দেশে ইতস্ততঃ প্রসৃত বৃদ্ধগণও আশীর্ব্বাদদানে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

স মন্দ্রঘোষাভিধ-শৃঙ্গঘোষৈঃ, সংতোষয়ন্ ঘোষমপাস্তদোষম্ ।
সংমোহয়ন্ হৃদ্‌ব্রজসুন্দরীণাং, সংপোষয়ন্ প্রেম বহির্জগাম ॥ ২৮ ॥
(গোবি০ ৫।২)

গবাংস্থানীশ্রেণীস্ফুরিতমভিতোঽল্পাবৃতিচয়ো-
ল্লসদ্বৎসাবাস-স্ফুরিত-তলবৃক্ষাবলি-চিতম্ ।
করীষক্ষোদস্তোচ্চয়-মৃদুলভূমীতলমসৌ
ব্রজাভ্যর্ণং পূর্ণং ব্রজধনজনৈর্বীক্ষ্য মুমুদে ॥ ২৯ ॥
(গোবি০ ৫।৬)

গোপেন্দ্রেণ পুরৈব দাসতনয়ৈর্গাবো বিনিষ্কাসিতা
দোহানন্তরমেব বৎসনিচয়াশ্চান্যত্র সঞ্চারিতাঃ ।
উৎকর্ণাশ্চকিতেক্ষণাঃ প্রণয়িতা-ব্যালম্বিহম্বারবা-
স্তস্তুস্তা ব্রজসীম্ন এব নিকটে কৃষ্ণপ্রতীক্ষেক্ষণাঃ ॥ ৩০ ॥
(কৃষ্ণ০ ৩।২০)

---

(২৮) গোষ্ঠযাত্রাকালে তিনি জগতের অমঙ্গল-নাশন 'মন্দ্রঘোষ'-নামক শৃঙ্গরবে পল্লীস্থ লোকসকলের সন্তোষসাধন, ব্রজাঙ্গনাদের চিত্তবিমোহন এবং প্রেম সম্পোষণ করতঃ বাহিরে আসিলেন। (২৯) তিনি পুর হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন যে, কোনও কোনও দেশে অসংখ্য গোশালা বিরাজিত আছে, কোথাও বা বৃক্ষাবলির তলদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবরণের মধ্যে বৎসগণের আবাসস্থান রচিত হইয়া শোভাবিস্তার করিতেছে ; শুষ্ক গোময়-চূর্ণসমূহে উহার কোন কোন প্রদেশ সমাচ্ছন্ন হইয়া ঐ স্থানের ভূমিতলকে অতি কোমল করিয়াছে ; এইভাবে ব্রজধনজনসমূহে পরিপূর্ণ ব্রজের সমীপবর্ত্তী ভূমির শোভা দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। (৩০) গোপেন্দ্র পূর্ব্বেই দাসপুত্রগণদ্বারা ধেনুসমূহকে নিষ্কাসিত করিয়াছেন এবং দোহনান্তে বৎসগুলিকেও অন্যত্র সঞ্চালিত করিয়াছেন। উৎকর্ণ ও চকিতেক্ষণ ধেনুগণ

বভ্রাজে স গবাং গণো হরশিরশ্চন্দ্রপ্রভা-ভাস্বরঃ
শ্বেতদ্বীপ ইবাপরো বসুমতী-সঞ্চারলীলাপরঃ।
তস্মিন্ সন্ততমেব কিন্তু ভগবান্ বিক্রীড়তি শ্রীধরঃ
শ্রীমানেষ তু সঞ্চরত্যঘরিপোরব্যগ্রমগ্রেসরঃ ॥ ৩১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৩।২৩)

দুগ্ধাব্ধি-প্রসরক্ষমা অপি রুচা দুগ্ধাব্ধিশোভাহরা
দুগ্ধাব্ধেঃ স্বয়মুত্থিতা ভগবতী লক্ষ্মীরিহৈব স্থিরা।
সর্বাঃ কামগবীযশোভরমুষো যাসাং নিপীতং পয়ঃ
কৃষ্ণেন শ্রুতিমূর্ত্তয়ঃ কথমমমূর্গাবো গিরামাশ্রয়ঃ ? ৩২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৩।২৪)

দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমুপাগতং সহ সখিব্রাতৈঃ সমানন্দিতাঃ
পঙ্‌ক্তীভূয় নিজেচ্ছয়ৈব চলিতাঃ কেনাপি ন প্রেরিতাঃ।
কৃষ্ণাবেশ-মনোবিকাশ-পিশুনৈরানন্দহম্বারবৈঃ
কুর্বাণা হরিতাং মুখং মুখরিতং তাঃ কীর্ণকর্ণোৎসবৈঃ ॥ ৩৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ৩।২৫)

তখন প্রণয়ভরে হম্বারব করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষায় নয়ন দিয়া ব্রজসীমান্তে অবস্থান করিতেছিল। (৩১) শিবশিরস্থ চন্দ্রপ্রভার ন্যায় (ধবলবর্ণ) উজ্জ্বল ধেনুসমূহ অন্য একটি শ্বেতদ্বীপের রচনা করিয়াই যেন এই পৃথিবীতে সঞ্চরণরূপ লীলাপরায়ণ হইয়া শোভা পাইতেছে। সেই শ্বেতদ্বীপে ভগবান্ শ্রীধর নিরন্তরই ক্রীড়া করেন—এই সুন্দর শ্বেতদ্বীপ কিন্তু সুখময় কৃষ্ণের অগ্রে অগ্রেই সুখে সঞ্চরণ করে—এইমাত্র বিশেষ। (৩২) অহো! এই ধেনুগণ দুগ্ধ-সমুদ্র প্রসব করিতে সমর্থ এবং কান্তিদ্বারা দুগ্ধসমুদ্রেরও শোভা-হারী। দুগ্ধসমুদ্র হইতে উত্থিতা ভগবতী লক্ষ্মী স্বয়ং এই গোগণেই অচঞ্চলা হইয়া বিরাজ করেন! এই ধেনুগণ প্রত্যেকেই

সাহংপূর্বিকমাশু ধাবিতবতাং কৃষ্ণস্য পশ্চাৎ পুরঃ
পার্শ্বেষু ব্রজপালবালসদসাং সম্মোদ আসীৎ পরঃ।
যেষাং শেখরবর্হিবর্হমহসা সন্মঞ্জু-গুঞ্জাবলী-
ভূষাভাভিরভূন্মহাঝলমলৎকারা দিশাং মণ্ডলী ॥ ৩৪ ॥

(কৃষ্ণা০ ৩।২৬)

তেষাং বেণু-বিষাণ-পত্রনিনদঃ প্রোদ্গীর্ণ-কর্ণোৎসবঃ
প্রীতানাং চ গবাং মরালমধুরঃ সম্মোদ-হম্বারবঃ।
তেষাং চ প্রতিনিঃস্বনঃ সমভবৎ কৃষ্ণপ্রয়াণোৎসব-
শ্রীশংসী জয়-ডিণ্ডিমধ্বনিরিব ব্যাকীর্য্য ধৈর্য্যং দিবঃ ॥৩৫ ॥

(কৃষ্ণা০ ৩।২৭)

কামধেনুসমূহেরও যশোরাশি নাশ করে; অধিক আর কি বলিব—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের দুগ্ধ পান করিয়াছেন—সেই বেদমূর্ত্তি ধেনুগণকে কি বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা যায়? (৩৩) সখাগণের সহিত নিকটাগত কৃষ্ণকে দেখাইয়াই উঁহারা কাহারও দ্বারা প্রেরিত না হইয়াই স্বেচ্ছায় আনন্দিতমনে পঙ্‌ক্তি-বদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণাবিষ্টমনের প্রফুল্লতা-সূচক আনন্দজ হম্বারবে দিগ্‌বলয় মুখরিত করিয়া কর্ণদ্বয়ের পরমমহোৎসবই যেন বিধান করিতে লাগিলেন। (৩৪) শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্‌ভাগে, অগ্রদেশে ও পার্শ্বদ্বয়ে 'আমিই কৃষ্ণকে সর্বাগ্রে স্পর্শ করিতেছি'—এই বলিয়া শীঘ্র ধাবিত শ্রীদামসুবলাদি গোপালগণের মহানন্দ চলিতে লাগিল। ইঁহাদের শিরো-ভূষণ শিখিপুচ্ছের কান্তি এবং সুন্দর মনোজ্ঞ গুঞ্জামালাদি ভূষণের প্রভায় দিগ্‌বিদিক্ ঝলমল ঝলমল করিতে লাগিল। (৩৫) কর্ণরসায়ন বেণু, শৃঙ্গ ও পত্রাদির ধ্বনি, শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিযুক্ত গোগণের মরাল- (মেঘ বা রাজহংস) বৎ মধুর ও আনন্দজনক হম্বারব এবং এই সকলের প্রতিধ্বনি উত্থিত হইলে মনে হইল যেন কৃষ্ণযাত্রামহোৎসবের শোভাসম্পত্তিবিশেষ-সূচক

বনায় গচ্ছন্ বনজেক্ষণো হরি,-র্যতো যতঃ সন্নিদধে পদাম্বুজম্।
ততস্ততঃ সা ব্রজভূঃ সমুৎসুকা, প্রকাশয়ামাস হৃদম্বুজং স্বকম্ ॥৩৬॥
(গোবি০ ৫।১২)

তচ্ছ্রীপদস্পর্শভর-প্রমোদৈঃ, সা ফুল্লরোমাঞ্চিত-সর্বগাত্রী।
ননন্দ কৃত্তানি তৃণানি ভূয়ঃ, খুরৈঃ ক্ষতাঙ্গানি চ রোহয়ন্তী ॥৩৭॥
(গোবি০ ৫।১৩)

ফুল্লাক্ষিপদ্মাতিজবা সুসংভ্রমা, প্রীত্যম্বুবৃষ্ট্যেধিত-সর্বতোমুখা।
বৃদ্ধাদি-বালান্ত-জনাবলী-সরিদ্,-ব্রজাচলাৎ কৃষ্ণসমুদ্রমাযযৌ ॥৩৮॥
(গোবি০ ৫।১৪)

ক্লিন্নাম্বরাক্ষি-স্তনজৈঃ পয়ঃস্রবৈ,-স্তথাবিধৈর্যাতৃমুখাঙ্গনাগণৈঃ।
অম্বা-কিলিম্বানুগয়া বলাম্বয়া, সহাগতাম্বা সুতদর্শনোৎসুকা ॥৩৯॥
(গোবি০ ৫।১৫)

জয়ডিণ্ডিমশব্দে স্বর্গবাসিগণেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। (৩৬) বনগমন-কালে পদ্মনয়ন হরি যে যে স্থানে পাদপদ্ম নিক্ষেপ করিতেছেন—সমুৎসুকা ব্রজভূমি সেই সেই স্থলেই (তাঁহার সুখগমনাভিপ্রায়ে) নিজ হৃদয়পদ্ম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। (৩৭) তাঁহার পাদপদ্ম-স্পর্শজনিত আনন্দাতিরেকে ঐ ব্রজভূমি সর্বাঙ্গে পুলকোন্নতিচ্ছলে গাভীগণ-কর্ত্তৃক ছিন্ন ও খুরদ্বারা ক্ষত-বিক্ষত তৃণসমুদয়কে পুনঃ পুনঃ নব নব অঙ্কুরোদ্গম করাইয়া আনন্দিতা হইলেন। (৩৮) তখন ব্রজের আবালবৃদ্ধ-নরনারীরূপা নদী যেন ব্রজরূপ পর্বত হইতে প্রফুল্লকমলের ন্যায় নেত্ররাজি উন্মীলিত করিয়া—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দরূপ বর্ষা-সঞ্চারে বর্দ্ধিত ও সকলের প্রফুল্ল মুখসমূহ নিসৃষ্ট জলরাশিতে পরিপ্লুত হইয়া অতিবেগে কৃষ্ণরূপ-সাগরে আসিয়া মিলিত হইতেছিল। (৩৯) অনন্তর যশোদা অশ্রুপাতে ও স্তন্যদুগ্ধে অঙ্গের বসন অভিষিক্ত করিয়া উপনন্দাদির

অন্যোন্যাসঙ্গ-সংস্তব্ধদৃষ্টিকল্লোলমুল্বণম্ ।
কৃষ্ণং রসার্ণবং ভেজে রাধা-সুরতরঙ্গিণী ॥ ৪০ ॥
(গোবি০ ৫।১৬)

মঙ্গলা শ্যামলা ভদ্রা পালী চন্দ্রাবলীমুখাঃ ।
সস্বযূথা যূথনাথাঃ সর্বতস্তাস্তমন্বয়ুঃ ॥ ৪১ ॥
(গোবি০ ৫।১৭)

সহ-জনধনবৃন্দৈর্নির্গতে প্রাণনাথে
জনগতিরবহান্যাস্পন্দনালাপহীনা ।
পশু-খুরজ-রজোভির্ধূসরাসৌ জড়াঙ্গী
ব্রজবসতিরথাসীৎ প্রোষিত-প্রেয়সীব ॥ ৪২ ॥
(গোবি০ ৫।১৮)

পত্নীপ্রভৃতি নারীগণ, কৃষ্ণের স্তন্যদায়িকা কিলিম্বা ও অম্বিকা এবং বলদেব-জননী রোহিণীর সহিত সমুৎসুকচিত্তে কৃষ্ণদর্শন করিতে আসিলেন। (৪০) সুর-তরঙ্গিণী গঙ্গা যেমন সাগরসঙ্গমে গমন করেন, তদ্রূপ সুরত-রঙ্গিণী রাধাও পরস্পর-সম্মিলনে স্তম্ভিত-দৃষ্টিরূপ-তরঙ্গযুক্ত হইয়া চঞ্চল কৃষ্ণ-রূপ-রসার্ণবে অবগাহনেচ্ছায় আগমন করিলেন। (৪১) অনন্তর মঙ্গলা, শ্যামলা, ভদ্রা, পালী ও চন্দ্রাবলী প্রভৃতি যূথেশ্বরীগণ স্বস্বযূথের সহিত চতুর্দিক হইতে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। (৪২) ব্রজপ্রাণনাথ ধনজন লইয়া গোষ্ঠে গমন করিতে লাগিলে ব্রজবসতি তখন প্রোষিতভর্ত্তৃকানারীর ন্যায় দুর্দশাগ্রস্তা হইল। ঐ নায়িকা যেমন লোক-সমাজে যায় না, বেশী কথা বলে না, শরীরে স্পন্দন থাকে না এবং ধূলি-ধূসরা হইয়াই কষ্টে জড়বৎ কালযাপন করে, তদ্রূপ ব্রজবসতিতে লোক-গণের গমনাগমন বা শব্দ না থাকায় নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়াছে, পশুদের পদাঘাতে উত্থিত ধূলিপটলে ধূসরিত হইয়াছে—নিরানন্দ ও জড়তার

অন্বয়ৎপিতরৌ বীক্ষ্য সব্রজৌ বনসীমনি।
স্থিতেঽস্মিন্ বলিতগ্রীবং তস্তম্ভে গোকদম্বকৈঃ ॥ ৪৩ ॥

(গোবি০ ৫।১৯)

অনন্তশঙ্কৌ স্ববন-প্রয়াণে-
ঽপ্যভদ্রভীতেরনিবারয়ন্তৌ।
অস্রাকুলাক্ষাবপি দর্শনোৎসুকৌ
স দুঃস্থিতোঽভূৎ পিতরৌ সমীক্ষ্য ॥ ৪৪ ॥

(গোবি০ ৫।২০)

সমীক্ষ্য রাধা-বদনারবিন্দে, শ্রীনেত্রনৃত্যন্মদ-খঞ্জরীটৌ।
সুমঙ্গলাং স্বাং মনুতে স্ম যাত্রাং, তদীয়-সন্দর্শন-সৎফলাং সঃ ॥৪৫॥

(গোবি০ ৫।২২)

বিমনস্কাপি মনসা ভাবয়ন্ত্যথ তচ্ছুভম্।
বিহস্তাপি স্বহস্তাভ্যাং জননী তমলালয়ৎ ॥ ৪৬ ॥

(গোবি০ ৫।২৪)

ছায়াই সর্বত্র খেলিয়া বেড়াইতেছে !! (৪৩) বনের প্রান্তভাগে অবস্থান করিয়া বক্রগ্রীবায় দেখিলেন যে পশ্চাদ্ভাগে ব্রজবাসিগণসহ পিতামাতা তাঁহার অনুগমন করিতেছেন, তখন তিনি ধেনুবৎসগণের সহিত নিস্তব্ধ-ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। (৪৪) পিতামাতাকে স্বীয়-বনগমনবিষয়ে নানাবিধ অমঙ্গলজন্য আশঙ্কমান, বহুপ্রকারে নিষেধ করিলেও বনগমন-নিবারণে অসমর্থ এবং অশ্রুপূর্ণনয়ন হইলেও স্বদর্শনে উৎসুক জানিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। (৪৫) শ্রীরাধার বদনকমলে পরমসুন্দর নেত্ররূপ-নৃত্যপরায়ণ খঞ্জনযুগল দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবিলেন যে, তদীয়সন্দর্শনরূপ সৎফলযুক্ত যাত্রা তাঁহার সুমঙ্গল হইয়াছে !!

সুকুমার-কুমার ! চারয়ন্, সুরভীর্যাহি বনায় যাসি চেৎ।
অনুযাম বয়ঞ্চ বঞ্চয়,-ন্ন দৃশস্ত্বং স্ফুটমঞ্চ কিঞ্চ নঃ ॥ ৪৭ ॥

(কৃ০ ভা০ ৭।৩৮)

তনয় ! প্রণয়ন্নয়ং নয়, স্বসমীপাৎ ক্বচনান্যতো ন নঃ।
ন সহস্ব সুহৃদ্ব্যথাং হৃদি, স্ববিয়োগানলহেতিহেতুকাম্॥৪৮॥

(কৃ০ ভা০ ৭।৩৯)

পুরভূষণ ! দূষণংত্বিদং, নগরী সেয়মিমে গৃহাশ্চ তে।
ত্বয়ি নির্গত এব নো বলা,-ন্নিগিলন্তীব বৃথা স্থিতায়ুষঃ ॥ ৪৯ ॥

(কৃ০ ভা০ ৭।৪০)

যশোদার পুত্রবাৎসল্য-আশঙ্কা ও উপদেশাদি

(৪৬) জননী যশোদা বিমনস্কা হইয়াও মনে মনে পুত্রের মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন এবং বিহস্তা (ব্যাকুলা) হইলেও হস্তদ্বারা তাঁহার লালন করিতেছেন !! (৪৭) তিনি পুত্রকে বলিলেন,—"হে সুকুমার-কুমার ! যদি হঠ করিয়া তুমি নিতান্তই বনে গোচারণে যাইতে চাহ, তবে যাও, কিন্তু আমরাও তোমার অনুগমন করিব, আমাদিগকে যেন দর্শনে বঞ্চিত করিয়া তুমি কোথাও যাইও না ! (৪৮) হে তনয় ! তুমি নীতির অনুসরণ করিয়া নিজের নিকট হইতে আমাদিগকে অন্যত্র প্রেরণ করিও না, নিজবিয়োগাগ্নির জ্বালায় দন্দহ্যমান সুহৃৎসকলের ব্যথাও আর সহ্য করিও না [আমাদের দুঃখ-স্মরণে তোমার অনুতাপ হইবেই, তজ্জন্য আমাদিগকে সঙ্গছাড়া করিও না—ইহাই তাৎপর্য্য]। (৪৯) হে পুরভূষণ! দোষের বিষয় এই যে, তুমি আমাদিগকে সঙ্গে না নিলে এই নগরী ও এই গৃহাদি আমাদিগকে গিলিয়া খাইবে ; কিন্তু তোমার অদর্শন-জনিত বৃথা আয়ুই আমাদের জীবন-রক্ষার

প্রহরা অপি ভাবিনস্ত্রয়ঃ, প্রহরিষ্যন্ত্যপযাতুমক্ষমাঃ।
ন চ শীঘ্রমিহৈষ্যসি ত্বমি,-ত্যত ইত্থং করবাম কিং বয়ম্ ॥৫০॥
(কৃ০ ভা০ ৭।৪১)

অরুণাব্জদলশ্রেণী ক্ব তে, সুকুমারে বিমলে পদোস্তলে।
তৃণ-কণ্টক-শর্করাঙ্কিতা, ক্ব নু সা কাননভূমিরেষি যাম্ ॥৫১॥
(কৃ০ ভা০ ৭।৪২)

মৃগনাভি-রসোক্ষিতা ক্ব তে, নবনীত-প্রতিমেব হা তনুঃ।
ক্ব নু সূর্য্যকরা ইমে প্রতি,-ক্ষণবর্দ্ধিষ্ণুতমা বিষোল্বণাঃ ॥৫২॥
(কৃ০ ভা০ ৭।৪৩)

অসবো যদমী স্ফুটন্তি নো, জনয়িত্র্যাস্তব সৌভগোজ্ঝিতাঃ।
অতিনিষ্ঠুরতা-পদে পরাং, বত সাম্রাজ্যধুরামতো দধুঃ ॥৫৩॥
(কৃ০ ভা০ ৭।৪৪)

ধবলাঃ পরিপান্ত বল্লবাঃ, স্বয়মেব ব্রজরাজ এতু বা।
স্বহঠং ন জহাসি হা শিশো! কথমত্র শ্বসিতু স্ববন্ধুতা ॥৫৪॥
(কৃ০ ভা০ ৭।৪৫)

কারণ হইবে! (৫০) ভবিষ্যতের এই তিনটি প্রহর অতিবাহিত না হইয়া আমাদিগকে প্রহারই করিবে; তুমিও ত শীঘ্র আসিবে না, অতএব আমরা কি উপায় করিব বল ত? (৫১) হে বৎস! অরুণকমলদলবিনিন্দি অতি সুকুমার তোমার বিমল পদতলই বা কোথায়? আর তোমার গম্য সেই তৃণকঙ্কর-কণ্টকাকীর্ণ বনপ্রদেশই বা কোথায়? (৫২) মৃগমদরসসিক্ত নবনীত-প্রায় তোমার এই তনুই বা কোথায়? আর হায়! প্রতিক্ষণ বর্দ্ধিষ্ণুতম বিষবৎ তীব্র (প্রখর) প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণই বা কোথায়? (৫৩) তোমার জননীর সৌভাগ্যহীন এই পঞ্চ প্রাণ যে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হয় না, অতএব বলিতে হইবে যে উহারা অতিনিষ্ঠুরতাস্থানে সাম্রাজ্যাতিশয় প্রাপ্ত হইয়াছে (মহানিষ্ঠুর)!! (৫৪) হে বৎস! তুমি বনে না গেলেও

স্তিমিতাঙ্গ ! সুমঙ্গলামৃতৈ,-রজনিষ্ঠাঃ কিমু বল্লবান্বয়ে ।
তৃণচারিগণানুগামিতা,-পরিভূতিং মৃদুলো যদন্বভূঃ ॥ ৫৫ ॥
(কৃ০ ভা০ ৭।৪৬)

সরণিস্তরণি-প্রভাজ্বলৎ,-সিকতা সূনুরটাট্যতেঽস্য যাম্ ।
জনকে কনকেষ্টকালয়ে, বসতীত্যেতদবেক্ষতে প্রসূঃ ॥ ৫৬ ॥
(কৃ০ ভা০ ৭।৫৮)

অনয়াপ্যবিপদ্যমানয়া, গৃহকৃত্যং বিদধানয়া ময়া ।
জননীত্যভিধা ধৃতা গত,-ত্রপয়া তাং স্তুবতেঽপ্যমী জনাঃ ॥৫৭॥
(কৃ০ ভা০ ৭।৫৯)

এই গোপগণই গোচারণ করুক, যদি গৃহস্বামী না গেলে অধর্ম্মপাতই হয়, তবে স্বয়ং ব্রজরাজই গোচারণে যাইবে ; যদি ইহাতেও তুমি নিজের হঠ না ছাড়, তবে তোমার বন্ধুগণ কিরূপে জীবন ধারণ করিবে ? (৫৫) হে শোভনামৃতদ্বারা স্তিমিতাঙ্গ কৃষ্ণ ! তুমি গোপকুলে জন্ম ধারণ করিলে কেন ? যেহেতু অতিমৃদুল হইয়াও তোমাকে তৃণচারী গোগণের অনুগামিতারূপ পরিভূতি সহ্য করিতে হইতেছে ! হায় !! তোমার রাজবংশে জন্মগ্রহণ করাই উচিত ছিল !! (৫৬) অনন্তর ব্রজেশ্বরী ব্রজরাজকে তিরস্কারপূর্বক বলিতেছেন—'হায় ! হায় !! যে পথে পুত্র সচরাচর গমনাগমন করে, তাহার বালুকা প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিবৎ হইয়াছে ! আর তাহার পিতা কিনা স্বর্ণেষ্টক-রচিত শীতলগৃহে বাস করিতেছেন দেখিয়াও তাহার জননী জীবিতাই রহিয়াছে !!!' (৫৭) এক্ষণে তিনি নিজনিন্দাই করিতেছেন—'তোমার পিতার দুর্নীতিদর্শনেও অম্রিয়মাণা অথচ নিজগৃহকৃত্য-বিষয়ে সাবধানা আমি কেন 'জননী' নাম ধারণ করিতেছি ? হায় ! এতাদৃশী নির্লজ্জা নারীকেও লোকেরা স্তুতি করিয়া নিন্দাভাজন হইতেছে !!'

কুলিশায়িততা ততা ততো, ভবতো বন্ধুতয়া নিজার্জিতা।
কুসুমায়িত-হৃত্ত্বমাশ্রয়ং,-স্তদপীমাং স্বগুণৈরমূমুদঃ ॥ ৫৮ ॥

(কৃ০ ভা০ ৭।৬০)

ইতি মাতৃবচঃ স চ শ্রুতি,-প্রথিতোত্তংসমিবারচয্য তাম্।
স্মিতচন্দ্রমসো রসোক্ষণৈ,-রনুতপ্তাং সমধুক্ষয়ন্মনাক্ ॥৫৯॥

(কৃ০ ভা০ ৭।৬১)

যমুনোপবনোপকণ্ঠগাঃ, কলয়ন্তঃ সুখমেব হন্ত গাঃ।
বিলসাম সুগন্ধশীতলে, নিবিড়চ্ছায়াতরুব্রজান্তরে ॥ ৬০ ॥

(কৃ০ ভা০ ৭।৬২)

ন চ কালনহেতুকঃ শ্রমঃ, স মমৈয্যত্যপি সম্ভবিষ্ণুতাম্।
ঘটনাদিষু যদ্গবাং নবাং, মুরলীমেব বিশারদামধাম্ ॥৬১॥

(কৃ০ ভা০ ৭।৬৩)

---

(৫৮) পরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—'হে বৎস! তোমার বনগমনদর্শনে সমবেত তোমার বন্ধুজন বজ্রবৎ মহাকঠিনতাই প্রাপ্তি করিয়াছে! তথাপি তুমি কিন্তু কুসুমায়িত (কোমল) হৃদয়বত্তা আশ্রয় করিয়া নিজগুণে ইহাদিগকে আনন্দই দিতেছ!!! (৫৯) মাতৃবাক্য কর্ণে উত্তম উত্তংসের ন্যায় ধারণ-পূর্বক কৃষ্ণ তখন সেই অনুতপ্তা জননীকে মৃদুমন্দহাস্যচন্দ্রের রসসেচনে একবার যেন সুশীতলতা দান করিলেন। (৬০) পরে জননীকে বিনয়বচনে বলিলেন—'দেখ মা! গোচারণে আমার আদৌ ক্লেশ হয় না, বরং আনন্দাতিশয়ই প্রাপ্তি হয়; আমরা যমুনোপকণ্ঠচারি-ধেনুগণকে পরম সুখে দেখিতে দেখিতে সুগন্ধি, সুশীতল ও নিবিড়চ্ছায়াযুক্ত বৃক্ষরাজির তলে খেলা করিয়া থাকি। (৬১) গোসন্তালন করিতেও আমার বিন্দুমাত্র আয়াস হইবার সম্ভাবনাও নাই, যেহেতু গোগণের একত্র মিলন-সংঘটনাদি-

চমরীচয়-লূমমার্জিতা, পরিষিক্তা মকরন্দ-বিন্দুভিঃ।
তরুষণ্ড-নিরাতপাভিতঃ, প্রচরন্নাভিমৃগাতিবাসিতা ॥ ৬২ ॥
(কৃ০ ভা০ ৭।৬৪)

মৃদুলামল-তূলিকেব যা,-হনুপদং সাধুপদান্নুভূয়তে।
ন তু মাতরবেক্ষিতা ত্বয়া, প্রসভং যা সরণির্বিনিন্দ্যতে ॥৬৩॥
(কৃ০ ভা০ ৭।৬৫)

বিবিধদ্যুতি-পুষ্পবল্লীভি,-র্বলিতৈর্মন্দসমীর-বেল্লিতৈঃ।
পরিতঃ প্রসরজ্ঝরৈরলং, শিশিরৈঃ সৌরভ-সৌভগোদয়ৈঃ ॥৬৪॥
(কৃ০ ভা০ ৭।৬৬)

পিক-গায়ক-কেকিনর্ত্তকৈ,-র্ভ্রমদিন্দিন্দির-বৃন্দবন্দিভিঃ।
ক্ষিতিভৃত্তট-কুঞ্জকন্দরৈ,-র্মম চেতোহনুপদং বিকৃষ্যতে ॥৬৫॥
(কৃ০ ভা০ ৭।৬৭)

কার্য্যে আমি মুরলীকেই নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। (৬২) আমি যে পথে গমনাগমন করি—তাহা চমরীমৃগ-গণ পুচ্ছদ্বারা মার্জনা করিয়া থাকে, তরুগণ মকরন্দবিন্দুবর্ষণে তাহাকে অভিষিক্ত করে এবং ছত্রবৎ আতপ-তাপ নিবারণ করে, ইতস্ততঃ সঞ্চরণে কস্তূরীমৃগগণ উহাকে সুবাসিত করে। (৬৩) ঐ পথ প্রতিপদক্ষেপে মৃদুলতূলিকা বলিয়াই আমি অনুভব করিয়া থাকি ; মা ! তুমি তাহা দেখ নাই বলিয়া নিন্দা করিতেছ !! (৬৪) বিবিধ কান্তিবিশিষ্ট ও মৃদুমন্দপবনান্দোলিত পুষ্পলতাগণে সুশোভিত, চতুর্দিকে প্রসরণশীল ঝরণাকুল-বিশিষ্ট বলিয়া সুশীতল এবং সৌরভ ও সৌভাগ্যনিধান—(৬৫) যাহাতে কোকিলগণই গায়ক, ময়ূরবৃন্দই নর্ত্তক এবং ভ্রমণশীল মধুকরনিকরই বন্দী (স্তুতিপাঠক), সেই গিরিরাজের তটদেশস্থিত কুঞ্জ-কন্দরাসমূহই নিরন্তর আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে !!

মণিমন্দিরবৃন্দ-শন্দতা,-মনয়দ্‌যচ্ছবিরেব মন্দতাম্ ।
সবয়শ্চয়-ভূষিতঃ শয়ে, সুখমত্রাপ্যতিখিদ্যসে কুতঃ ॥ ৬৬ ॥

(কৃ০ ভা০ ৭।৬৮)

অথ সোবাচ—

শতশঃ সন্তি মে গোপা নিপুণা পালনে গবাম্ ।
পালয়ামি স্বয়মিতি বৎস ! কোঽয়ং দুরাগ্রহঃ ॥ ৬৭ ॥

(গোবি০ ৫।২৫)

বালোঽসি মৃদুলস্তত্র বিমুক্তচ্ছত্রপাদুকঃ ।
দিনং ভ্রমসি কান্তারে জীবেতাং পিতরৌ কথম্ ॥ ৬৮ ॥

(গোবি০ ৫।২৬)

ক্রিয়মাণাগ্রহৌ স্বস্য ছত্রোপানদ্‌বিধারণে ।
বাৎসল্যব্যাকুলৌ বীক্ষ্য পিতরৌ প্রাহ কেশবঃ ॥ ৬৯ ॥

(গোবি০ ৫।২৭)

---

(৬৬) হে মাতঃ ! তাদৃশ গিরিকন্দরের শোভাই তোমার মণিমন্দিরবৃন্দের সুখদত্বকেও মন্দীভূত করিয়াছে ! আমি তথায়ও সবয়শ্চয় (সখাগণ, পক্ষে প্রিয়াগণ)-কর্ত্তৃক পুষ্পাদি-ভূষণে ভূষিত হইয়া সুখে শয়ন করি, তুমি কেন অকারণে খেদ করিতেছ ?” (৬৭) তখন আবার ব্রজেশ্বরী বলিলেন—“হে বৎস ! গোপালনে নিপুণ শত শত দাস আমার বিদ্যমান আছে ; তথাপি ‘স্বয়ংই গোচারণ করিব’ এই বলিয়া তোমার এ’ কি দুরাগ্রহ ? (৬৮) তুমি সুকুমার বালক, তাহাতেও আবার ছত্রপাদুকাদি পরিত্যাগ করিয়া সারাদিন কান্তারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে পিতামাতা কিরূপে জীবনধারণ করে হে ?” (৬৯) পুত্র-স্নেহে ব্যাকুল পিতামাতাকে ছত্রপাদুকাধারণে আগ্রহান্বিত দেখিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন—

গোপালনং স্বধর্মো নস্তাস্তু নিশ্ছত্রপাদুকাঃ।
যথা গাবস্তথা গোপাস্তর্হি ধর্মঃ সুনির্মলঃ ॥ ৭০ ॥
(গোবি০ ৫।২৮)

ধর্মাদায়ুর্যশোবৃদ্ধির্ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
স কথং ত্যজ্যতে মাতর্ভীষু ধর্মোঽস্তি রক্ষিতা ॥ ৭১ ॥
(গোবি০ ৫।২৯)

সুতস্য সাদ্গুণ্যমবেক্ষ্য তৃপ্তৌ (সাক্ষাৎ)
ননন্দতুস্তৌ হৃদি যদ্যপারম্।
অনিষ্টশঙ্কাকুলিতা তথাপি
গোপান্ সমাহূয় জগাদ মাতা ॥ ৭২ ॥
(গোবি০ ৫।৩০)

সুভদ্র ! মণ্ডলীভদ্র ! বৎস ভো বলভদ্রক !
সমর্পিতোঽয়ং যুষ্মাসু বালোঽতিমৃদুলশ্চলঃ ॥ ৭৩ ॥
(গোবি০ ৫।৩১)

---

(৭০) "গোপালনই আমাদের স্বধর্ম, গোসকল যেমন ছত্রপাদুকাহীন, তাহাদের ন্যায় গোপগণও ছত্রপাদুকাহীন হইতে পারে, তবেই ঐ ধর্ম সুনির্মল হয়—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। (৭১) ধর্ম হইতে আয়ুঃ ও যশোবৃদ্ধি হয়, যে ধর্ম্মরক্ষা করে, ধর্ম্মও তাহাকে রক্ষা করে ; অতএব ধর্ম্মই ভয়সকল হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে, বল দেখি জননি ! সেই ধর্ম কি প্রকারে ত্যাগ করা যায় ?" (৭২) নন্দ ও যশোদা পুত্রের এইরূপ সাদ্গুণ্য দর্শনে যদিও মনে মনে তৃপ্তি ও অপার আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন, তথাপি কিন্তু যশোদা অনিষ্টাশঙ্কায় আকুলিতা হইয়া গোপগণকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন— (৭৩) "হে সুভদ্র ! মণ্ডলীভদ্র, হে বলভদ্র ! হে বৎসগণ ! আমি এই সুকুমার চঞ্চল বালককে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

যন্ত্রণীয়ঃ শিক্ষণীয়ঃ পালনীয়শ্চ বঃ সদা।
স্বৈরী চেচ্চলতাং যাতি কথনীয়ং তদা ময়ি ॥ ৭৪ ॥
(গোবি০ ৫।৩২)

ধৃতখড়্গধনুর্বাণৈর্ভো বৎসা বিজয়াদয়ঃ !
পালনীয়োঽপ্রমত্তৈর্বঃ সদায়মভিতঃ স্থিতৈঃ ॥ ৭৫ ॥
(গোবি০ ৫।৩৩)

বৎস ! স্থাবর-কন্দরেষু বিচরন্ দূরপ্রচারে গবাং
হিংস্রান্ বীক্ষ্য পুরঃ পুরাণপুরুষং নারায়ণং ধ্যাস্যসি।
ইত্যুক্তস্য যশোদয়া মুররিপোরব্যাজ্জগন্তি স্ফুরদ্-
বিম্বোষ্ঠদ্বয়গাঢ়পীড়নবশাদব্যক্তভাবং স্মিতম্ ॥ ৭৬ ॥
(প০ ৪।১৯)

অঙ্গে সুতস্যাথ করেণ মাতা, স্নিগ্ধা স্পৃশন্তীশ্বরনাম-মন্ত্রৈঃ।
নৃসিংহ-বীজৈশ্চ বিধায় রক্ষাং, ববন্ধ রক্ষামণিমস্য হস্তে ॥৭৭॥
(গোবি০ ৫।৩৪)

---

(৭৪) ইহাকে সর্বদা সংযত রাখিয়া তোমরা শিক্ষা দিবে, পালন করিবে এবং স্বেচ্ছাচারী হইয়া যদি কোনও চাঞ্চল্য করে,তবে তোমরা আসিয়া আমাকে জানাইও।" (৭৫) 'হে বিজয়াদিবৎসগণ! তোমরা সকলে অপ্রমত্ত হইয়া ধনুর্বাণ ও খড়্গধারণ-পূর্বক চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া ইহাকে সর্বদা পালন করিও।' (৭৬) "হে বৎস ! দূরে গোচারণকালে বন ও পর্বতগুহায় যদি সম্মুখে হিংস্রজন্তু দেখিতে পাও, তবে পুরাণপুরুষ নারায়ণকে ধ্যান করিও।" যশোদার এই কথায় শ্রীকৃষ্ণের স্ফুরিত বিম্বোষ্ঠদ্বয়ের গাঢ়পীড়ন-বশতঃ অব্যক্ত ভাবযুক্ত যে মন্দহাস্য প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা চতুর্দশ ভুবনকে রক্ষা করুক। (৭৭) অনন্তর জননী স্নেহার্দ্রচিত্তে ঈশ্বরের নাম ও মন্ত্রাদি উচ্চারণপূর্বক পুত্রের সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া শ্রীনৃসিংহমন্ত্রে রক্ষা করত

আজ্ঞা মাতঃ পিতরিতি সুতং সংপতন্তং পদান্তে
দোর্ভ্যাং ধৃত্বা হৃদি নিদধতৌ স্তন্যবাষ্পাম্বুসিক্তম্ ।
চুম্বন্তৌ তদ্বদন-কমলং মার্জয়ন্তৌ করাভ্যাং
জিঘ্রন্তৌ তং শিরসি পিতরাবূহতুর্বাষ্পকণ্ঠম্ ॥ ৭৮ ॥
(গোবি০ ৫।৩৫)

ভূর্দ্যৌর্ভব্যা ভবতু ভবতো রক্ষিতা শ্রীনৃসিংহঃ
শস্তঃ পন্থা বনমপি শুভং ভাবুকা দিগ্‌বিদিক্ চ ।
স্বাগম্যঃ স্বং পুনরথ গৃহং মঙ্গলালিঙ্গিতস্ত্বং
দত্তানুজ্ঞঃ স ইতি মুমুদে বৎসলাভ্যাং পিতৃভ্যাম্ ॥ ৭৯ ॥
(গোবি০ ৫।৩৬)

যথা পিতৃভ্যাং স তথা বলাম্বয়া-
প্যম্বা-কিলিম্বাদ্যুপমাতৃযুক্তয়া ।
গোপৈশ্চ গোপীনিবহৈশ্চ লালিতো
যথা হরিস্তৈঃ স বলোঽপ্যভূত্তথা ॥ ৮০ ॥
(গোবি০ ৫।৩৭)

হস্তে রক্ষামণি বাঁধিয়া দিলেন। (৭৮) তখন শ্রীকৃষ্ণ—'হে মাতঃ ! হে পিতঃ ! অনুমতি প্রদান কর'—বলিয়া নন্দ ও যশোদার পদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন, তাঁহারা বাহুদ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া স্তন্য ও বাষ্পবারিতে অভিষিক্ত করত মুখচুম্বন, গাত্রমার্জন এবং মস্তকাঘ্রাণপূর্বক বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন—(৭৯) 'হে বৎস ! নৃসিংহ তোমাকে রক্ষা করুন ; পৃথিবী, আকাশ, পথ, বন, দিগ্‌বিদিক্ তোমার শুভদায়ক হউক ; তুমি নির্বিঘ্নে গৃহে আগমন করিও।' এইভাবে তাঁহারা আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্বক স্নেহভরে আলিঙ্গন এবং বনগমনে আজ্ঞা প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্টচিত্ত হইলেন। (৮০) নন্দ, যশোদা, রোহিণী ও অম্বা, কিলিম্বা প্রভৃতি ধাত্রীগণ এবং

ব্রজাঙ্গনানাং তৃষিতাক্ষি-চাতকান্, সিঞ্চন্ কটাক্ষামৃতবৃষ্টিধারয়া।
ন্যবেদয়ৎ কাননযানমাত্মন,-স্তাভিঃ স্বদৃষ্ট্যৈব স চানুমোদিতঃ॥৮১॥
(গোবি০ ৫।৩৮)

তাসাং মনোদীনকুরঙ্গসংঘান্
বিলোক্য লোলান্ রুচিপল্লবান্ স্বান্।
নিন্যে স্ফুটং চারয়িতুং স্বসঙ্গে
সন্দান্য দৃক্শৃঙ্খলয়া স্বয়াসৌ॥ ৮২ ॥
(গোবি০ ৫।৩৯)

দ্বিত্রাঃ ক্ষেপ্যাঃ সুমুখি ! ঘটিকাশ্চক্ষুষী মুদ্রয়িত্বা
মা গাঃ খেদং সপদি ভবিতা সঙ্গমো নৌ বনান্তে।
আগন্তব্যং ময়ি করুণয়া ছদ্মনাশু স্বকুণ্ডং
কৃষ্ণশ্চক্রে স্ফুটমনুনয়ং রাধিকায়াং দৃশেত্থম্॥ ৮৩ ॥
(গোবি০ ৫।৪০)

গোপীগণ যেরূপে শ্রীকৃষ্ণকে লালন করিলেন, তদ্রূপ তাঁহারা বলদেবকেও লালনাদি করিলেন। (৮১) তৎপরে কটাক্ষরূপ অমৃতবৃষ্টিধারাতে ব্রজ-রমণীদের তৃষিত নয়নচাতকসকলকে অভিষিক্ত করিয়া স্ববনগমন-বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলে তাঁহারাও দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা তাঁহাকে যাত্রাকরণে অনুমোদন করিলেন। (৮২) যখন তিনি গোচারণোদ্দেশে বনযাত্রা করিলেন, তখন মনে হইল যে, গোপিকাদের মনোরূপ দীন মৃগসকলকে চঞ্চল দেখিয়া তিনি স্বীয় অঙ্গের কান্তিরূপ পল্লব আস্বাদন করাইবার জন্য নিজের নেত্ররূপশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিদায়-প্রকার ও ব্রজবাসিদিগের বিরহব্যাকুলতা

(৮৩) অনন্তর তিনি নয়নভঙ্গীদ্বারা শ্রীরাধাকে কহিলেন—"হে সুমুখি ! নেত্রনিমীলন করত (কষ্টেসৃষ্টে) দুই তিন ঘটিকা অতিবাহিত কর, খেদ

যযাচে রাধিকামাজ্ঞাং স দৃশা দৈন্যপূর্ণয়া ।
কাতর্য্যং বমতাভূত্তৎকটাক্ষেণানুমোদিতঃ ॥ ৮৪ ॥

(গোবি০ ৫।৪১)

মধ্যেনভঃ সংমিলনেঽপ্যলূনৈ,-র্জবাৎ প্রবিষ্টৈর্হৃদয়ে মিথস্তৌ ।
কটাক্ষবাণৈরপি মোদমাপ্তৌ, প্রেম্ণো বিচিত্রা হি গতির্দুরূহা ॥৮৫

(গোবি০ ৫।৪২)

রাধামনোমীনময়ং স্বসঙ্গে, স্বকান্তি-জালেন নিবধ্য নিন্যে ।
রুরোধ তচ্চিত্তমরালমুৎকং, সাপি স্বদৃক্কূণন-পঞ্জরান্তঃ ॥৮৬॥

(গোবি০ ৫।৪৩)

প্রেরয়ন্নগ্রতো ধেনূরাকর্ষন্ পৃষ্ঠতো ব্রজম্ ।
স মিত্রৈরাবৃতোঽরণ্যং প্রবেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ৮৭ ॥

(গোবি০ ৫।৪৪)

করিও না, কিছুক্ষণ পরেই ত বনমধ্যে আমাদের মিলন হইবে ; তুমি যে কোনও ছলে তোমার কুণ্ডে কৃপা করিয়া আগমন করিও।”—এই বলিয়া তিনি স্পষ্টতঃ শ্রীরাধাকে অনুনয় করিলেন। (৮৪) শ্রীকৃষ্ণ দৈন্যপূর্ণ-নয়নে শ্রীরাধার অনুমতি প্রার্থনা করায় তিনিও সকাতরকটাক্ষে অনুমোদন করিলেন। (৮৫) যুগলের কটাক্ষবাণদ্বয় আকাশমধ্যে সংমিলিত হইলেও অচ্ছিন্ন হইয়া বেগে পরস্পরের হৃদয় বিদ্ধ করিলেও তাঁহারা আনন্দই লাভ করিলেন !! প্রেমের গতিই অত্যন্ত দুরূহ !!! (৮৬) গোষ্ঠগমনকালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর চিত্তরূপ মীনকে নিজের কান্তিরূপ-জালে আবদ্ধ করিয়া সঙ্গে লইলেন এবং শ্রীরাধাও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠিত চিত্তরূপ হংসকে দৃষ্টিসঙ্কোচরূপ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। (৮৭) শ্রীকৃষ্ণ তখন ধেনু-সকলকে অগ্রে করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী ব্রজবাসিদের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করত

তীর্য্যগ্‌গ্রীবং পুনঃ প্রেক্ষ্য সব্রজৌ স্নেহ-কর্ষিতৌ।
অন্বায়ান্তৌ পুরস্তিষ্ঠন্নব্রবীৎ পিতরৌ হরিঃ ॥ ৮৮ ॥
(গোবি০ ৫।৪৫)

মাতর্নাতঃ পরমিহ পুরো গন্তুমর্হ্যাটবী বো
ব্যবর্ত্তধ্বং ত্বরিতমিহ মে প্রাপণীয়া রসালা।
তাতৈষাদ্য ত্রুটিতশিখরা কন্দুক-ক্ষেপণী মে
গত্বা ঘোষং ঝটিতি সুদৃঢ়াঃ পঞ্চষাঃ কারণীয়াঃ ॥ ৮৯ ॥
(গোবি০ ৫।৪৬)

বলিতগ্রীবমূর্ধাস্যং ক্ষুধিতাস্তৃষিতা অপি।
তস্তম্ভিরে পুরো গাবঃ পশ্যাম্ব মদপেক্ষয়া ॥ ৯০ ॥
(গোবি০ ৫।৪৭)

প্রেষয়িষ্যামি সদ্‌ভোজ্যং ভুক্ত্বা মধ্যাহ্ন এব তৎ।
আগচ্ছেরপরাহ্নে ত্বং তূর্ণমিত্যাহ তং প্রসূঃ ॥ ৯১ ॥
(গোবি০ ৫।৪৮)

মিত্রগণে আবৃত হইয়া বনপ্রবেশের উপক্রম করিলেন। (৮৮) পুনরায় বক্রগ্রীবায় অবলোকনপূর্বক সমস্ত ব্রজজনের সহিত স্নেহকর্ষিত নন্দ ও যশোদাকে অনুগামী হইতে দেখিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—(৮৯) 'হে মাতঃ! ইহার পর আর বনে আসিও না; এখান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন কর, গৃহে গিয়া আমার জন্য শীঘ্র শীঘ্র রসালা পাঠাইও। হে পিতঃ! অদ্য আমার এই কন্দুকক্ষেপণীর অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ব্রজে গিয়া অতিসুদৃঢ় পাঁচ ছয়টি কন্দুকক্ষেপণী প্রস্তুত করাইবেন।' (৯০) 'হে মাতঃ! ঐ সম্মুখে দেখ—গাভীগণ ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া গ্রীবা, মস্তক ও মুখ ফিরাইয়া আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।' (৯১) তখন মাতা বলিলেন—'বৎস! তোমার জন্য সুভোজ্য প্রেরণ করিব, তুমি মধ্যাহ্নকালে তাহা

সোঽপ্যব্রবীত্তাং কৃতভোজনৌ চেৎ
শ্রোষ্যামি গেহে মুদিতৌ ভবন্তৌ।
ভোক্ষ্যামি ভোজ্যং প্রহিতং তদা তে
গৃহং সমেষ্যামি ন চান্যথাম্ব ॥ ৯২ ॥

(গোবি০ ৫।৪৯)

কৃতাবনঃ কায়মনোবচোভিঃ, সংসিক্তদেহঃ স্তনদৃক্‌পয়োভিঃ।
স চুম্বিতালিঙ্গিত আকুলাভ্যাং, মুহুর্মুহুর্দৃষ্টমুখঃ পিতৃভ্যাম্ ॥৯৩॥

(গোবি০ ৫।৫০)

উদ্যদ্‌বিয়োগোষ্ণ-রবি-প্রতাপিতৈঃ
সিক্তৈর্নিজ-প্রেক্ষণবীচি-শীকরৈঃ।
কটাক্ষধারা-নলনালিকাচয়ৈ-
র্নিপীতলাবণ্যরসঃ প্রিয়াগণৈঃ ॥ ৯৪ ॥

(গোবি০ ৫।৫১)

ভোজন করিয়া অপরাহ্ণকালে শীঘ্র গৃহে আগমন করিও।' (৯২) তখন কৃষ্ণ কহিলেন—'হে মাতঃ! যদি শুনিতে পাই, তোমরা ভোজনাদি করিয়া সুস্থশরীরে গৃহে অবস্থান করিতেছ, তবেই আমি তোমার প্রেরিত বস্তুসকল ভোজন করিব, তাহা না হইলে আমি আর গৃহে আসিব না।' (৯৩) শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণে পিতামাতা কায়মনোবাক্যে তাঁহার অঙ্গে রক্ষাবন্ধনপূর্বক স্তন্যদুগ্ধে ও অশ্রুপাতে শ্রীকৃষ্ণদেহ অভিষিক্ত করত বারংবার মুখচুম্বন, আলিঙ্গন ও ব্যাকুলনয়নে তাঁহার মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। (৯৪) তখন প্রেয়সীগণ বিয়োগরূপ প্রখর-রবিতাপে উত্তাপিত ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেক্ষণরূপ তরঙ্গকণাতে অভিষিক্ত হইয়া কটাক্ষধারারূপ নলের (তৃণবিশেষ) প্রণালিকাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গলাবণ্য পান করিতে

ব্রজত্যাগারণ্যযানোৎপন্নাভ্যাং নন্দনন্দনঃ।
বৈমনস্যোন্মনস্যাভ্যাং ব্যগ্রোঽসৌ প্রাবিশদ্বনম্ ॥ ৯৫ ॥
(গোবি০ ৫।৫২)

ব্রজস্থ কৃষ্ণে নিহিতেক্ষণস্যা,-খিলেন্দ্রিয়াণাং নয়নত্বমাসীৎ।
তস্মিন্ বনেনান্তরিতে ক্ষণেন, তেষাং সমস্তাৎ সুবিলীনতাভূৎ ॥৯৬॥
(গোবি০ ৫।৫৩)

চরত্বতঃ স্থাবরতৈব ধন্যা, বনং প্রযাত্যেষ বিহায় যন্নঃ।
ইতীব খিন্নাঃ স্ফুটমাদধুস্তাং, স্তম্ভস্য দম্ভাদ্‌ব্রজবাসিনস্তে ॥ ৯৭ ॥
(গোবি০ ৫।৫৪)

হরেশ্চিল্লী-চিল্লীগিলিতমতি-মীলচ্ছফরিকা
মুখাম্ভোজান্ম্লানাচ্চলিতচলদৃষ্টি-ভ্রমরিকাঃ।
বিয়োগোদ্যৎপঙ্কাবলি-পতিতহংসা ন বিবভূ-
স্তদাভীরীনদ্যো বনগুচিহ্নতে জীবনধনে ॥ ৯৮ ॥
(গোবি০ ৫।৫৫)

লাগিলেন। (৯৫) অনন্তর নন্দনন্দন ব্রজত্যাগজন্য বৈমনস্য এবং অরণ্য-গমনপ্রযুক্ত ব্যাকুলতা-সহকারে ব্যগ্রচিত্তে বনপ্রবেশ করিলেন। (৯৬) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসিগণের যতক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, ততক্ষণ দর্শনোৎসাহে তাঁহাদের সকল ইন্দ্রিয়ই নয়নত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, আবার যখন তিনি বনের ভিতরে অন্তরিত হইলেন, তখন ক্ষণকালমধ্যে সেই ইন্দ্রিয়গুলি একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল !! (৯৭) "জঙ্গমত্ব হইতে স্থাবরত্বই ধন্য, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ জঙ্গম আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া স্থাবর বনে যাইতেছে !' —এই বলিয়াই বুঝি ব্রজবাসিগণ তখন খিন্ন হইয়া স্তম্ভচ্ছলে স্ফুটরূপে স্থাবরত্ব লাভ করিল। (৯৮) ব্রজবাসিদের জীবন-ধন কৃষ্ণ গোষ্ঠযাত্রা করিলে নিদাঘতাপে শুষ্কতোয়া নদীর ন্যায় গোপীগণ একেবারে কান্তি-

অভ্যাসতোঽথ ব্রজবাসিনস্তে, বিমোহিতৌ তৌ ব্রজপৌ গৃহীত্বা।
কৃষ্ণানুগামিস্বমনোবিহীনৈ,-র্দেহৈঃ পরং গেহমযুর্নিরীহাঃ ॥৯৯॥
(গোবি০ ৫।৫৬)

স্বাং স্বাং সখ্যোঽপি যূথেশাং যত্নাদাদায় মূর্চ্ছিতাম্।
নিন্যুর্গৃহং যন্ত্রচঞ্চৎপ্রতিমাঃ প্রতিমামিব ॥ ১০০ ॥
(গোবি০ ৫।৫৭)

কুন্দবল্ল্যথ তাং রাধাং স্বয়ং ব্যগ্রাপ্যচেতনাম্।
আদায়ায়াদ্ ব্রজং যত্নাদ্বিচিত্তৈস্তৎসখীজনৈঃ ॥ ১০১ ॥
(গোবি০ ৫।৫৮)

যদ্যপ্যস্মিন্ ন্যস্তচিত্তা ব্রজস্থা, আ-তদ্দর্শং জ্ঞপ্তিশূন্যাস্তথাপি।
তত্তৎকর্ম্মণ্যাচরন্তি স্ম যদ্বজ, জীবন্মুক্তা দেহ-সংস্কারতস্তে ॥১০২॥
(গোবি০ ৫।৫৯)

বিহীন হইলেন ; শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূ-রূপ চিল্লী (পক্ষী) তাঁহাদের বিবেকবুদ্ধিরূপ শফরীকে গ্রাস করিল ; চঞ্চলদৃষ্টিরূপা ভ্রমরী তাঁহাদের ম্লান মুখপদ্ম হইতে উড়িয়া গেল, এবং তাঁহাদের জীবনরূপ হংস তাঁহার বিরহ-পঙ্কে নিমগ্ন হইল। (৯৯) তৎপর ব্রজবাসিগণ নিশ্চেষ্ট হইলেও কৃষ্ণানুগামি-মনো-বিহীন দেহে শোকমোহিত নন্দ-যশোদাকে লইয়া অভ্যাসবশতঃ গৃহে আগমন করিলেন! (১০০) যন্ত্র-কৌশলে সঞ্চালিত দারু-প্রতিমা যেরূপ অন্যপ্রতিমাকে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে, তদ্রূপ সখীগণও যত্নপূর্বক শ্রীকৃষ্ণবিরহ-মূর্চ্ছিতা স্বস্বযূথেশ্বরীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীরাধার যাবটে আগমন ও অভিসারের আয়োজনাদি

(১০১) স্বয়ং বিরহে কাতরা হইলেও কুন্দলতা সংজ্ঞাহীনা সখীগণসহ অচেতনা শ্রীরাধাকে লইয়া ব্রজে আগমন করিলেন। (১০২) যদিও ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ করায় পুনর্দর্শনাবধি-কাল চেতনাহীন

নির্মাণোৎকাং স্বপথি জটিলাং গোশকৃৎপিণ্ডিকানাং
বধ্বা বর্ত্মন্যথ ধৃতদৃশং ব্যাকুলাং কুন্দবল্লী।
দৃষ্ট্বাবাদীজ্জড়িম-কলিতাং রাধিকাং চেতয়ন্তী
কৃষ্ণাভ্যর্ণং নয়নিপুণধীস্তূর্ণমেনাং নিনীষুঃ ॥ ১০৩ ॥
(গোবি০ ৫।৬০)

নমাম্যার্য্যে ! স্নুষেয়ং তে কল্যাণী নীয়তাং পুরঃ।
ছায়াপ্যস্যা ন কৃষ্ণস্য দৃষ্টিগোচরতাং গতা ॥ ১০৪ ॥
(গোবি০ ৫।৬১)

সাব্ধিদ্বীপা ভবতি পৃথিবী যস্য নৈকস্য মূল্যং
তাদৃগ্-দিব্যামিতমণিময়ং পশ্য শচ্যাপ্যলভ্যম্।
সর্বাঙ্গীনং বসন-সহিতং ভূষণং দত্তমস্যৈ
গোষ্ঠেশ্বর্য্যা মুদিতমনসা পাকনৈপুণ্যতোঽস্যাঃ ॥১০৫॥
(গোবি০ ৫।৬২)

হইয়াই থাকেন, তথাপি তাঁহারা দেহসংস্কারবশতঃ জীবন্মুক্ত পুরুষের ন্যায় সেই সেই কর্ম করিয়া থাকেন। (১০৩) এদিকে জটিলা আত্মীয়গণের আগমন-পথে গোময়পিণ্ড (কাণ্ডা)-নির্মাণে উৎকণ্ঠিত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে বধূর প্রত্যাবর্ত্তন পথের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই আছেন ; ইত্যবসরে কুন্দলতা শ্রীরাধাকে চেতন করিয়া পুনরায় কৃষ্ণের সহিত ইহাঁর মিলন করাইতে ইচ্ছা করত জটিলার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—(১০৪) "আর্য্যে ! তোমাকে নমস্কার, এই তোমার বধূকে লইয়া আসিয়াছি ; ইহাকে সম্মুখেই গ্রহণ কর ; এই কল্যাণীকে এমন সাবধানে রাখিয়াছিলাম, যাহাতে কৃষ্ণ ইহার ছায়াপর্য্যন্তও স্পর্শ করিতে পারে নাই। (১০৫) হে মান্যে ! এই দেখ, ব্রজেশ্বরী ইহার পাকনৈপুণ্য-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে সর্বাঙ্গ-

ধর্মার্থলাভান্মুদিতা স্নুষায়া,-স্তয়ৈব কার্য্যান্তরমুচ্চিকীর্ষুঃ।
স্বাভীষ্ট-সম্পাদন-লব্ধবর্ণাং, মত্বাবদত্তাং জটিলা স্তুবন্তী ॥১০৬॥

(গোবি০ ৫।৬০)

এহ্যেহি বৎসে ! কুশলং ভবত্যা-
স্ত্বচ্ছীল-নির্মঞ্ছনমাশু যামি।
স্নিগ্ধাসি যত্ত্বং ময়ি স-স্নুষায়াং
মদাশিষা ত্বং সুতবস্করা স্যাঃ ॥ ১০৭ ॥

(গোবি০ ৫।৬২)

স্বয়ং সাধ্বী প্রগল্ভা ত্বমন্যাসাং ধর্মপালনে।
আত্মনীব প্রতীতির্মে ত্বয়ি ত্বাং প্রার্থয়ে ততঃ ॥ ১০৮ ॥

(গোবি০ ৫।৬৫)

শোভক বসনসহিত যে সমস্ত মহামূল্য মণিময় আভরণ দিয়াছেন—এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীও তাহার একটি মণিরও মূল্য হইতে পারে না ; অধিক কি, ইন্দ্রপত্নী শচীও অগণিত-মণিখচিত সেই দিব্য আভরণ-সকলকে দুর্লভ বলিয়াই মনে করেন। (১০৬) জটিলা কুন্দলতাকে স্বেষ্টসাধনোপযোগিনী মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজন্য ধর্ম্মরক্ষা এবং যশোদা হইতে অর্থপ্রাপ্তি করাইয়া পুত্রবধূকে গৃহে আনয়ন করিতে দেখিয়া আনন্দচিত্তে তাঁহার দ্বারা অন্যকার্য্য-সম্পাদন করাইবার অভিপ্রায়ে স্তব করিতে করিতে বলিলেন—(১০৭) "বৎসে ! কুন্দলতে ! এস এস, তোমার কুশল ত ? তোমার স্বভাবের বালাই লইয়া মরি ! পুত্রবধূ-সহিত আমার প্রতি যে তোমার স্নেহ আছে, তজ্জন্য আশীর্বাদ করি—তুমি সাত পুত্রের জননী হও। (১০৮) তুমি স্বয়ং সাধ্বী হইয়াও অন্যান্য সাধ্বীদের স্বধর্মরক্ষণে প্রগল্ভা (সচেষ্টা), তোমাতে আমার আত্মবৎ বিশ্বাস আছে, অতএব একটি

ধর্মে পত্ন্যা পালিতে তৎপতিঃ স্যাৎ
গোমান্ পুত্রী বিত্তবাংশ্চায়ুরাঢ্যঃ।
ইত্যাহাস্মান্ পৌর্ণমাসী স্মৃতিজ্ঞা
সেয়ং তত্ত্বয্যর্পিতা ধর্মগুপ্ত্যৈ ॥ ১০৯ ॥

(গোবি০ ৫।৬৬)

ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চেত্যাদি সত্যং সতাং বচঃ।
যতোঽস্যাঃ পালিতাদ্ধর্মাদ্ভূয়ানর্থোঽপি সাধিতঃ ॥১১০॥

(গোবি০ ৫।৬৭)

একঃ সুতো মে কুশলী যথাসৌ, কুলেঽমলে স্যান্ন যথা কলঙ্কঃ।
ধর্মং তথাস্যাঃ পরিপালয়ন্তী, নির্বাহ্য সূর্য্যার্চনমানয়ৈনাম্ ॥১১১॥

(গোবি০ ৫।৬৮)

রাধে! ত্বং তাম্রকুণ্ডীমরুণকপিলিকাক্ষীর-দধ্যাজ্যমিজ্যং
সার্পিষ্কান্নং জবামৈক্ষবমথ ঘুসৃণং পত্রকং পদ্মমালাম্।
সার্দ্ধং সখ্যানয়েত্যাদ্যুপকরণচয়ং পুত্রি! গেহাদ্ গৃহীত্বা
গার্গ্যা বা কেনচিদ্বার্চনপটুবটুনা যাহি সূর্য্যার্চনায় ॥১১২ ॥

(গোবি০ ৫।৬৯)

প্রার্থনা করিতেছি। (১০৯) 'যে লোকের পত্নী ধর্ম্ম-প্রতি নিষ্ঠাবতী, তাহার গো, পুত্র, বিত্তও চিরায়ু হইয়া থাকে।'—এই কথাই আমরা পূর্বে স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ পৌর্ণমাসীর মুখে শুনিয়াছি; অতএব আমি ধর্ম্মরক্ষার্থে আমার বধূকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। (১১০) সাধুরা বলেন—'ধর্ম্ম হইতে অর্থ ও কাম লাভ হয়', ইহা অতি সত্য কথা, যেহেতু আমার বধূ ধর্ম্ম পালন করিয়াছে বলিয়াই ত এই প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি-সাধন করিয়াছে !! (১১১) আমার একটিমাত্র পুত্র, সে যাহাতে কুশলে থাকে, আর আমার

চণ্ডাসি সাধ্বী ললিতে ত্বয়াসৌ
নৈকাকিনী ক্বাপি সখী বিধেয়া।
গন্ধোঽপি যস্যাং কিল নন্দসূনো-
স্তস্যৈ দিশে বোঽঞ্জলিরেব কার্য্যঃ ॥ ১১৩ ॥

(গোবি০ ৫।৭০)

অত্যারূঢ়ং দিনং বৎসে ! সন্তি গোময়রাশয়ঃ।
যুবয়োর্ন্যস্তভারা স্যাং নিশ্চিন্তোৎপলিকাকৃতৌ ॥ ১১৪ ॥

(গোবি০ ৫।৭১)

তামূচতুস্তে হৃদি সংপ্রহর্ষিতে
নিশ্চিন্তমার্য্যে ! ক্রিয়তাং ক্রিয়া নিজা।
আবামবাবঃ সততং ভবদ্বধূং
তারামিবাক্ষ্ণঃ সহ পক্ষ্মলোচকে ॥ ১১৫ ॥

(গোবি০ ৫।৭২)

এই নিষ্কলঙ্ক কুলেও যাহাতে কলঙ্ক না লাগে, তদুপযুক্ত ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া সূর্য্যপূজা করাইয়া ইহাকে গৃহে আনয়ন কর।” (১১২) আবার শ্রীরাধাকে বলিলেন—‘হে রাধে ! তোমার সখী কুন্দলতার সহিত গৃহ হইতে তাম্রকুণ্ডী, অরুণবর্ণ কপিলা গাভীর দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, ঘৃতপক্কদ্রব্য, ইক্ষুগুড়, জবাপুষ্প, কুঙ্কুম, রক্তচন্দন ও পদ্মমালা প্রভৃতি সামগ্রী লইয়া তুমি গার্গী বা সূর্য্যপূজায় পটু কোনও ব্রাহ্মণকুমার দ্বারা সূর্য্যপূজা করাইবার জন্য যাও।’ (১১৩) অনন্তর তিনি ললিতাকে কহিলেন—‘হে ললিতে ! তুমি সাধ্বী ও প্রগল্ভা, তুমি তোমার সখী রাধাকে কখনও একাকিনী রাখিও না, যেদিকে নন্দসুত থাকে, সেইদিকের প্রতিও তোমরা দূর হইতে প্রণাম করিও।’ (১১৪) পুনরায় বলিলেন—‘হে কুন্দলতে ! হে ললিতে !

তাঃ প্রোন্মত্তা অপি জটিলায়াঃ, পীত্বাজ্ঞাবাঙ্-মধু মধুরাঙ্গ্যঃ।
আনন্দোৎফুল্লিততনুচিত্তা, ধৈর্য্যং ধৃত্বা গৃহমনু জগ্মুঃ॥ ১১৬॥
(গোবি০ ৫।৭৩)

আগত্য খট্টোপরি সন্নিবিষ্টাং, শ্রীরাধিকাং ক্ষালিত-মার্জিতাঙ্ঘ্রিম্।
দাস্যো মুদা পর্য্যচরন্নিজেশাং, পাদাব্জ-সম্বাহন-বীজনাদ্যৈঃ॥১১৭॥
(গোবি০ ৫।৭৪)

মল্লী-রঙ্গণ-কর্ণিকার-বকুলামোঘা-লতা-সপ্তলা-
জাতী-চম্পক-নাগকেশর-লবঙ্গাব্জাদি-পুষ্পোচ্চয়ম্।
শ্রীবৃন্দা-প্রহিতং বনাদলিকুলাস্পৃষ্টং দরোজ্জৃম্ভিতং
স্বেশ্বর্য্যাঃ পুরতো ন্যধাদ্বনসখী শ্রীনর্মদা মালিকী॥১১৮॥
(গোবি০ ৫।৭৫)

ঐ দেখ, বেলা অধিক হইয়াছে, গোময়রাশি প্রচুরপরিমাণে বিদ্যমান আছে, অতএব তোমাদের হস্তে শ্রীরাধাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে—উৎপলিকা-কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছি। (১১৫) তখন কুন্দলতা ও ললিতা হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—'হে আর্য্যে! আপনি নিশ্চিন্তভাবে স্বকার্য্য সমাধা করুন। পক্ষ্মদ্বয় যেমন চক্ষুতারাকে রক্ষা করে, আমরা দুইজনও সতত আপনার পুত্রবধূকে রক্ষা করিব। (১১৬) তৎপর মধুরাঙ্গী সেই সখীগণ জটিলার ঐ আজ্ঞারূপ মধুপানে উন্মত্তা ও আনন্দে উৎফুল্লচিত্তা হইয়া গমনে অসমর্থা হইলেও ধৈর্য্যসহকারে শ্রীরাধাসহিত গৃহে গমন করিলেন। (১১৭) শ্রীরাধা গৃহে আসিয়া পালঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন, দাসীগণ আনন্দ-মনে তাঁহার পাদপদ্ম প্রক্ষালন ও মার্জন করত পাদসম্বাহন ও ব্যজনাদি-পূর্বক শ্রীরাধার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। (১১৮) তখন শ্রীরাধার বনসখী 'নর্মদা' নাম্নী মালিনী বৃন্দাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভ্রমরাস্পৃষ্ট,

কৃষ্ণাঙ্গকামালয়-বৈজয়ন্তিকাং
তৈর্বৈজয়ন্তী বিরচয্য সা ব্যধাৎ।
রাধা স্বনৈপুণ্যগুণাদি-সূচিকাং
কর্পূর-কৃষ্ণাগুরুসত্ত্ব-ভাবিতাম্ ॥ ১১৯ ॥

(গোবি০ ৫।৭৬)

এলেন্দুজাতীফলখাদিরান্বিতাঃ, স্বপাণিহৃৎসৌরভ-রাগভাবিতাঃ।
কৃষ্ণাক্ষিচিত্তানন-চন্দ্ররঞ্জিকাঃ, সা নাগবল্লীদলবীটিকা ব্যধাৎ ॥১২০

(গোবি০ ৫।৭৭)

মালামেতাং তুলসি ! হরয়ে বীটিকাশ্চোপহৃত্য
জ্ঞাত্বা বৃন্দা-সুবলমুখতঃ কেলিসঙ্কেত-কুঞ্জম্।
আগচ্ছাশু ত্বমিতি ললিতা-প্রেষিতাদায় তাং তাঃ
কস্তূর্য্যালী-সহিত-তুলসী কৃষ্ণপার্শ্বং প্রতস্থে ॥ ১২১ ॥

(গোবি০ ৫।৭৮)

ঈষন্মুকুলিত মল্লিকা, রঙ্গণ, কর্ণিকার, বকুল, পাটলা লতা (মাধবী) নবমল্লিকা, জাতী, চম্পক, নাগকেশর, লবঙ্গ ও পদ্মাদি কুসুমসমূহ বন হইতে আনিয়া শ্রীরাধার সম্মুখে উপস্থিত হইল। (১১৯) বৃন্দাপ্রদত্ত কুসুমসমূহে কর্পূরকৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি-দ্বারা সুবাসিত করিয়া শ্রীরাধা স্বীয়শিল্পপটুতাদিগুণ-সূচক এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরূপ কন্দর্পালয়ের জয়পতাকাস্বরূপ বৈজয়ন্তীমালা নির্মাণ করিলেন। (১২০) স্বহস্ত-সৌরভ ও হৃদয়ানুরাগে সুবাসিত এবং শ্রীকৃষ্ণের নয়ন ও চিত্তের প্রীতিপ্রদ এবং মুখচন্দ্রের রাগজনক এলাচ, কর্পূর, জাতীফল, খদির-প্রভৃতি সহযোগে তাম্বূল-বীটিকা প্রস্তুত করিলেন। (১২১) অনন্তর—'হে তুলসি ! তুমি এই মালা ও বীটিকা শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিয়া বৃন্দা ও সুবলের নিকট কেলিকুঞ্জের বৃত্তান্ত জানিয়া শীঘ্র আগমন কর'—

শ্রীরাধিকাপ্যথ সখীসহিতাতিদক্ষা
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-সকলেন্দ্রিয়-তর্পণানি ।
কর্পূরকেল্যমৃতকেলিমুখানি কামং
কর্ত্তুং সমারভত সাদ্ভুত-লড্ডুকানি ॥ ১২২ ॥

(গোবি০ ৫।৭৯)

যদপি নিজসখী সান্বেষণায়াস্থ যাতা
স্বয়মপি চ নিমগ্না কৃষ্ণসম্বন্ধিকৃত্যে ।
তদপি হরিমুখেন্দোর্দর্শনোৎকাথ মেনে
ত্রুটিমপি যুগলক্ষং ব্যগ্ররাধা-চকোরী ॥ ১২৩ ॥

(গোবি০ ৫।৮০)

বৃন্দয়া প্রহিতা কাচিদাসসাদাতিসত্বরা ।
বৃন্দাবনেশ্বরীং নত্বা জগাদ ক্রীড়িতং হরেঃ ॥১২৪ ॥

এইরূপে ললিতা-কর্তৃক প্রেরিতা হইয়া কস্তুরীসহিত তুলসী সেই মালা ও বীটিকা লইয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন। (১২২) তৎপরে সখীগণ-সহিত শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয় ও আত্মার তৃপ্তিসাধনযোগ্য কর্পূরকেলি, অমৃতকেলি প্রভৃতি অদ্ভুত লড্ডুকসকল প্রস্তুত করিলেন। (১২৩) যদিও পূর্বে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে নিজসখী তুলসী প্রেরিত হইয়াছেন, এবং স্বয়ংও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-কার্য্যেই লিপ্তা, তথাপি ব্রজচন্দ্রমার অদর্শনে অধীরা রাধা-চকোরী ক্ষণকালকেই লক্ষযুগ বোধ করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাধাসমীপে বৃন্দাপ্রেরিত বনসখীকর্তৃক সখাগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বন্যবেশ ও ক্রীড়াদি-বর্ণনা

(১২৪) সেই সময়ে বৃন্দাকর্ত্তৃক প্রেরিতা কোনও বনসখী অতিসত্বর বৃন্দা-বনেশ্বরীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্বক সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের

বেণুং বামকরেণ দক্ষিণকরেণান্দোলয়ন্ কন্দুকং
সৈন্দূরং ন বিদূরয়ন্ বদনতো রাগং বসন্তাভিধম্ ।
উদ্‌গীতে সুবলাদিভিঃ প্রিয়সখৈঃ শ্রীমূর্দ্ধ-নির্ধূননে-
নাস্বাদং প্রথয়ন্ মদালস-লসদ্ ঘূর্ণায়মানেক্ষণঃ ॥ ১২৫ ॥
(আ০ ১৪।১৪১)

পার্শ্বদ্বয়ে প্রিয়সখদ্বয়দীয়মানং
তাম্বূলিকাদলপুটং পুরট-প্রকাশি ।
স্নিগ্ধেন শোণবদনচ্ছদনদ্বয়েন
লীলাক্রমাদুভয়তঃ কুতুকেন গৃহ্নন্ ॥ ১২৬ ॥
(আ০ ১৪।১৪২)

বেণুং বামে করকিসলয়ে দক্ষিণে চারুযষ্টিং
কক্ষে বেত্রং দলবিরচিতং শৃঙ্গমত্যদ্ভুতঞ্চ ।
বর্হোত্তংসং চিকুরনিকরে বন্ধুকণ্ঠোপকণ্ঠে
গুঞ্জাহারং কুবলয়যুগং কর্ণয়োশ্চারু বিভ্রৎ ॥ ১২৭ ॥
(আ০ ৭।৫৮)

ক্রীড়ার বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। (১২৫) বনে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বামকরে বেণু ও দক্ষিণকরে সিন্দূরনির্মিত কন্দুক নাচাইতে নাচাইতে মুখে বসন্ত-রাগের আলাপ করিতেছেন, আর সুবলাদি প্রিয়সখাগণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে থাকিলে তিনি মস্তক সঞ্চালনে আস্বাদনের অভিনয় প্রকট করত মদালস সুন্দর নয়নকমল ঘুরাইতেছেন। (১২৬) তাঁহার উভয় পার্শ্বে থাকিয়া দুইজন প্রিয়সখা তাঁহার অধরে স্বর্ণবর্ণ তাম্বূলবীটিকা অর্পণ করিতে-ছিলেন। এবং তিনিও পরমানন্দে নিজ স্নিগ্ধ রক্তবর্ণ ওষ্ঠযুগলদ্বারা উভয় পার্শ্ব হইতেই লীলাক্রমে তাহা গ্রহণ করিতেছিলেন। (১২৭) তিনি বামকর-পল্লবে বেণু, দক্ষিণহস্তে সুন্দর যষ্টি, কক্ষে বেত্র ও পত্রবিরচিত অতি অদ্ভুত

সদ্রত্নালঙ্করণ-নিকরেষ্বাদধানোঽবহেলাং
বন্যাকল্পে বিরচিতরুচির্বৎসপালানুকৃত্যা।
ধাবন্নগ্রে ব্রজশিশুগণস্যোল্লসদ্ বৈজয়ন্তী-
মালঃ শ্রীরঞ্জিতলসদুরোভিত্তিরাভাতি কৃষ্ণঃ ॥১২৮॥

(আ০ ৭।৫৯)

অংসে চারু-বিহঙ্গিকাঽগ্রবিলসচ্ছিক্যস্থভাণ্ডৌদনা
কক্ষে বেণু-বিষাণ-পত্র-মুরলী-শৃঙ্গাণি যষ্টিঃ করে।
গুঞ্জোত্তংস-ময়ূরপিচ্ছরচনা মৌলৌ গলে গৌঞ্জিকো
হারঃ শ্রোণিতটে ধটীতি মধুরো বেষঃ শিশূনাং বভৌ ॥১২৯॥

(আ০ ৭।৬০)

কেয়ূরে বলয়ানি কিঙ্কিণিঘটা হারাবলী কুণ্ডলে
মঞ্জীরৌ মণিতুন্দবন্ধলতিকা যদ্যপ্যমীষাং বভুঃ।
নাসীত্তত্র তথাপি মাতৃরচিতাকল্পেষু তেষাং গ্রহঃ
কামং বৎসক-রক্ষণোচিত-বনাকল্পে যথা লালসঃ ॥১৩০॥

(আ০ ৭।৬১)

শৃঙ্গ, কেশকলাপে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, মনোজ্ঞকণ্ঠপ্রদেশে গুঞ্জাহার, এবং কর্ণ-যুগলে সুন্দর কুবলয়দ্বয় ধারণ করিয়াছেন। (১২৮) তিনি উৎকৃষ্ট রত্নাভরণ-সমূহের প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশে বৎসপালগণের অনুকরণে বন্যবেশভূষায় অত্যন্ত অনুরাগী হইয়াছিলেন। যখন ব্রজবাসি-শিশুগণের অগ্রে ধাবিত হইলেন, তখন তাঁহার বক্ষঃস্থলে বৈজয়ন্তীমালা শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে লক্ষ্মীরূপ স্বর্ণরেখায় চিহ্নিত হৃদয়-দেশ রঞ্জিত হইয়া কৃষ্ণের শোভাতিশয় প্রাপ্তি করাইল। (১২৯) শিশুদের বামস্কন্ধে সুন্দর বিহঙ্গি-কার (বাঁক) অগ্রে বদ্ধ শিক্যদ্বয়স্থিত ভাণ্ডে উত্তম উত্তম খাদ্যদ্রব্য, কক্ষ-

সৌভাগ্যং সা সখিনাং হি নিঃশঙ্কালিঙ্গনাদিকম্।
স্মৃত্বা বক্তুং গুণাংস্তেষাং তান্ দাসাংশ্চাভ্যবন্দত ॥১৩১॥

গণ্ডান্তঃস্ফুরদেককুণ্ডলমলিচ্ছন্নাবতংসোৎপলং
কস্তূরীকৃতচিত্রকং পৃথুহৃদি ভ্রাজিষ্ণু-গুঞ্জাস্রজম্।
তং বীরং শরদম্বুদদ্যুতিভরং সম্বীত-কালাম্বরং
গম্ভীর-স্বনিতং প্রলম্বভুজমালম্বে প্রলম্বদ্বিষম্ ॥১৩২॥
(ভ০ র০ ৩।৩।২৮)

পাটলপট-লসদঙ্গো, লকুটকরঃ শেখরী শিখণ্ডেন।
দ্যুতিমণ্ডলীমলিনিভাং, ভাতি দধন্মণ্ডলীভদ্রঃ ॥ ১৩৩ ॥
(ভ০ র০ ৩।৩।২৬)

প্রদেশে বেণু, শৃঙ্গ এবং পত্ররচিত মুরলী ও শৃঙ্গ, হস্তে যষ্টি, মস্তকে গুঞ্জা-মালাবেষ্টিত ময়ূরপুচ্ছচূড়া (অথবা কর্ণে গুঞ্জাহার ও মস্তকে ময়ূরপিঞ্ছচূড়া), গলে গুঞ্জাহার এবং কটিদেশে পীতধড়া—এইরূপ সুন্দর সুন্দর বেশে ব্রজ-বালকগণ সুশোভিত হইলেন। (১৩০) যদিও তাঁহার বিবিধ অঙ্গে কেয়ূরযুগল, বলয়, কিঙ্কিণী, হারাবলী, কুণ্ডলদ্বয়, মঞ্জীরযুগল, এবং অন্যান্য মণিময় কটি-বন্ধন শোভা পাইতেছিল, তথাপি বৎসপালনোচিত বন্য-বিভূষণে তাঁহাদের যেরূপ যথেষ্ট লালসা ছিল, কিন্তু মাতৃবিরচিত ঐ সকল (কেয়ূরাদি) বেশবিন্যাসের প্রতি তাঁহাদের তাদৃশ আগ্রহ ছিল না। (১৩১) সখাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নিঃশঙ্কভাবে আলিঙ্গনাদি-সৌভাগ্য-স্মরণ করিয়া সেই বনসখী তাঁহাদের গুণ বলিবার জন্য তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের দাসগণকে বন্দনা করিতেছেন। (১৩২) যাঁহার এক গণ্ডে কুণ্ডল স্ফুরিত হইতেছে, যাঁহার কর্ণোৎপল অলিকুল-সঙ্কুল, কস্তূরীবিরচিত চিত্র-বিচিত্র তিলক, যাঁহার বিশাল বক্ষে উজ্জ্বলতর গুঞ্জাহার, শরৎকালীন

বাসঃ পিঙ্গং বিভ্রতং শৃঙ্গপাণিং
বদ্ধস্পর্দ্ধং সৌহৃদান্মাধবেন।
তাম্রোষ্ণীষং শ্যামধামাভিরামং
শ্রীদামানং দামভাজং ভজামি॥ ১৩৪॥

(ভ০ র০ ৩।৩।৪১)

তনুরুচি-বিজিতহিরণ্যং, হরিদয়িতং হারিণং হরিদ্বসনম্।
সুবলং কুবলয়-নয়নং নয়নন্দিতবান্ধবং বন্দে॥ ১৩৫॥

(ভ০ র০ ৩।৩।৪৬)

অরুণাম্বরমুচ্চলেক্ষণং, মধুপুষ্পাবলিভিঃ প্রসাধিতম্।
হরিনীলরুচিং হরিপ্রিয়ং, মণিহারোজ্জ্বলমুজ্জ্বলং ভজে॥১৩৬॥

(ভ০ র০ ৩।৩।৪৮)

মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, নীলাম্বরধারী, গম্ভীর-স্বর, আজানুলম্বিতভুজ ও প্রলম্বনাশন সেই বীর বলদেবকে আশ্রয় করিতেছি। (১৩৩) যাঁহার পরিধানে পাটলবর্ণ মনোহর বসন, হস্তে লকুট, মস্তকে ময়ূরপিঞ্ছ এবং অঙ্গকান্তি ভ্রমরের ন্যায়—সেই মণ্ডলীভদ্র শোভা পাইতেছেন। (১৩৪) যাঁহার পরিধানে পীতবস্ত্র, হস্তে শৃঙ্গ, মস্তকে তাম্রবর্ণ উষ্ণীষ, শরীর শ্যামল-বর্ণ, গলে মালা এবং যিনি সৌহৃত্ত্ববশতঃ মাধবের সহিত (মল্লযুদ্ধে) স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন—সেই শ্রীদামকে ভজন করি। (১৩৫) যাঁহার অঙ্গকান্তি দ্বারা সুবর্ণের শোভা তিরস্কৃত হয়, যিনি হরির প্রীতিপাত্র, যাঁহার গলে হার, পরিধানে হরিদ্বর্ণ বস্ত্র, পদ্মবৎ লোচন, নীতিদ্বারা যিনি বান্ধবদের আনন্দ জন্মাইয়া থাকেন—সেই সুবলকে বন্দনা করি। (১৩৬) যাঁহার পরিধানে অরুণ বসন, চক্ষু অতি চঞ্চল, বাসন্তপুষ্পে শোভিত, ইন্দ্রনীলমণিবৎ কান্তিবিশিষ্ট হরিপ্রিয়, মণিহারে উজ্জ্বল—সেই উজ্জ্বলকে ভজনা করি।

রম্যপিঙ্গপটমঙ্গরোচিষা, খর্বিতোরু-শতপর্বিকারুচম্ ।
সুষ্ঠু গোষ্ঠযুবরাজ-সেবিনং, রক্তকণ্ঠমনুযামি রক্তকম্ ॥১৩৭॥
(ভ০ র০ ৩।২।৪৬)

মণিময়বরমণ্ডনোজ্জ্বলাঙ্গান্, পুরটজবা-মধুলিট্-পটীরভাসঃ ।
নিজবপুরনুরূপ-দিব্যবস্ত্রান্, ব্রজপতি-নন্দনকিঙ্করান্নমামি ॥১৩৮॥
(ভ০ র০ ৩।২।৪৩)

বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজম্ ।
গায়ন্ময়ূরভ্রমরং কূজৎকোকিল-সারসম্ ॥ ১৩৯ ॥
(ভা০ ১০।১৮।৭)

ক্রীড়িষ্যমাণস্তৎ কৃষ্ণো ভগবান্ বলসংযুতঃ ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোপৈর্গোধনৈঃ সংবৃতোঽবিশৎ ॥১৪০॥
(ভা০ ১০।১৮।৮)

---

(১৩৭) যাঁহার পরিধানে রমণীয় পিঙ্গল বসন, যিনি অঙ্গকান্তিতে উৎকৃষ্ট দূর্বাকেও পরাজয় করিয়াছেন, সেই ব্রজনবযুবরাজ-সেবী; রক্তকণ্ঠ (সুসঙ্গীতজ্ঞ) সেই অনুগ রক্তককেই আনুগত্যে ভজন করি। (১৩৮) উৎকৃষ্ট মণিময় ভূষণে উজ্জ্বলাঙ্গ, স্বর্ণ-জবা-ভ্রমর ও চন্দনাদিতুল্য কান্তি-বিশিষ্ট এবং নিজনিজ দেহানুরূপ বসনধারী সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন-কিঙ্করগণকে নমস্কার করি।

শ্রীবৃন্দাবনের শোভাবর্ণনাদি ও ক্রীড়ামহোৎসব

(১৩৯) সেই বনপ্রদেশ—বিবিধ কুসুমে আমোদিত—সুন্দরতর, শব্দায়মান ও বিচিত্র মৃগপক্ষিব্যাপ্ত,—ময়ূর ও ভ্রমরের গানে মুখরিত, কোকিল ও সারস-কুলের কূজনে প্রতিধ্বনিত; (১৪০) ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র সেই বনে ক্রীড়া করিতে অভিলাষী হইয়া বলদেব, গোপগণ ও ধেনুসমূহে পরিবৃত হইয়া বেণুবাদন করিতে করিতে তাহাতে প্রবেশ করিলেন।

তন্মঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং
মহন্মনঃপ্রখ্যপয়ঃসরস্বতা।
বাতেন জুষ্টং শতপত্র-গন্ধিনা
নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্ মনো দধে ॥ ১৪১ ॥

(ভা০ ১০।১৫।৩)

স তত্র তত্রারুণ-পল্লবশ্রিয়া, ফল-প্রসূনোরুভরেণ পাদয়োঃ।
স্পৃশচ্ছিখান্ বীক্ষ্য বনস্পতীন্মুদা, স্ময়ন্নিবাহাগ্রজমাদিপূরুষঃ ॥১৪২

(ভা০ ১০।১৫।৪)

অহো অমী দেববরামরার্চিতং
পাদাম্বুজং তে সুমনঃফলার্হণম্।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মন-
স্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্ ॥ ১৪৩ ॥

(ভা০ ১০।১৫।৫)

---

(১৪১) সেই বনভূমি কলনাদী ভৃঙ্গ, মৃগ ও বিহঙ্গাদিতে পরিপূর্ণ, ভগবদ্-ভক্তের মনঃসদৃশ সুনির্মল জলে পূরিত সরোবর-মণ্ডিত এবং সেই সরোবরের কমলকুলের গন্ধবাহিবায়ুদ্বারা সেবিত ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের আহ্লাদক দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তথায় ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। (১৪২) আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তখন বনের সর্বত্রই রক্তিমাভ পল্লবের শোভাযুক্ত বৃক্ষগুলি ফল-পুষ্পভারে অবনত হইয়া শাখাগ্র ভাগদ্বারা নিজের চরণদ্বয় স্পর্শ করিতেছে দেখিয়া আনন্দভরে হাস্য করিতে করিতেই যেন বলদেবকে বলিতেছেন—(১৪৩) "হে দেববর! কি আশ্চর্য্য! এই বৃক্ষগুলি স্থাবরযোনিপ্রাপ্ত হইয়াও যে অপরাধে বৃক্ষযোনিলাভ করিয়াছে, তাহার পরিহারনিমিত্ত স্বস্বশিখার অগ্রভাগদ্বারা পুষ্পফল-রূপ পূজোপকরণাদি গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাদিদেবগণের

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপদং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥ ১৪৪ ॥
(ভা০ ১০।১৫।৬)

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥ ১৪৫ ॥
(ভা০ ১০।১৫।৭)

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥১৪৬ ॥
(ভা০ ১০।১৫।৮)

অর্চিত ভবদীয় পদারবিন্দে প্রণাম করিতেছে। (১৪৪) হে আদিপুরুষ! এই ভ্রমরসকল নিখিললোকপাবন তোমার যশোগান করিতে করিতে পথে পথে তোমার ভজন বা অনুগমন করিতেছে। হে অনঘ (অদোষদর্শিন্)! আপনি নিগূঢ়ভাবে মনুষ্যবেশে অবস্থান করিলেও ভবদ্ভক্ত মুনিগণ ভ্রমর-বেশে গুপ্তভাবে নিজেষ্টদেব আপনাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না!! (১৪৫) হে স্তবনীয়! এই ময়ূরগণ আনন্দভরে নৃত্য করিতেছে; এই হরিণীগণ হর্ষভরে গোপীদের ন্যায় সপ্রেমদৃষ্টিপাতে আপনার প্রিয়াচরণ করিতেছে এবং কোকিলকুল কর্ণরসায়ন কলনাদে আপনার প্রিয়সাধন করিতেছে। অতএব এই বনবাসিগণ ধন্য, যেহেতু, গৃহাগত অভ্যাগতকে স্বীয়বস্তুদ্বারা সম্মান করাই সাধুদিগের ধর্ম্ম। (১৪৬) এই পৃথিবী পূর্ব হইতেই

এবং বৃন্দাবনং শ্রীমৎ কৃষ্ণঃ প্রীতমনাঃ পশূন্।
রেমে সঞ্চারয়ন্নদ্রেঃ সরিদ্রোধঃসু সানুগঃ ॥১৪৭॥

(ভা০ ১০।১৫।৯)

ক্বচিদ্ গায়তি গায়ৎসু মদান্ধালিষ্বনুব্রতৈঃ।
উপগীয়মানচরিতঃ স্রগ্বী সঙ্কর্ষণান্বিতঃ ॥ ১৪৮ ॥

(ভা০ ১০।১৫।১০)

ক্বচিচ্চ কলহংসানামনু কূজতি কূজিতম্।
অভিনৃত্যতি নৃত্যন্তং বর্হিণং হাসয়ন্ ক্বচিৎ ॥১৪৯॥

(ভা০ ১০।১৫।১১)

আপনার অবতার বরাহ ও শেষ প্রভৃতির স্পর্শসৌভাগ্য পাইয়াছে, কিন্তু অদ্য ইহার পরমসৌভাগ্য এই যে—এই বৃন্দাবনস্থ তৃণ-লতা-দূর্বাদিও আপনার চরণস্পর্শলাভে ধন্যই হইল ! পুষ্পচয়নকালে এই তরুলতাসকলও আপনার নখস্পর্শে ধন্যই হইতেছে ! নদী, গিরি, পক্ষী ও মৃগসকল আপনার কৃপা-দৃষ্টি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে ! স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যে বক্ষঃস্থলের আলিঙ্গন বাসনা করেন, এই গোপীগণও (শ্যামালতাগণ) সেই আলিঙ্গন লাভে ধন্যধন্য হইয়াছে !!" (১৪৭) শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে শ্রীবলদেবের উদ্দেশ্যে কৌতুকময় বাক্যাদি বলিয়া শোভাসমৃদ্ধিযুক্ত বৃন্দাবনে প্রীতিলাভ করত অনুগ বয়স্যাদির সহিত গোবর্দ্ধনপর্বতের সমীপে মানসগঙ্গাদি নদীর তটদেশে গোচারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। (১৪৮) পথিমধ্যে প্রীতিকারি-গোপালগণ তাঁহার যশোগান করিতেছেন ; শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেব মদান্ধ ভ্রমরগণের গুঞ্জনধ্বনির সহিত স্বর মিলাইয়া গান করিতে লাগিলেন। (১৪৯) কোনও সময় কলহংসের মধুর কূজনের অনুকরণ করিতেছেন, কখনও ময়ূরের অভিমুখী হইয়া দর্শক সখাগণকে হাসাইয়া ময়ূরনৃত্য

অনুজল্পতি জল্পন্তং কলবাক্যৈঃ শুকং ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ সবল্গু কূজন্তমনুকূজতি কোকিলম্॥ ১৫০ ॥
(ভা০ ১০।১৫।১২)

মেঘগম্ভীরয়া বাচা নামভির্দূরগান্ পশূন্।
ক্বচিদাহ্বয়তি প্রীত্যা গোগোপাল-মনোজ্ঞয়া॥ ১৫১ ॥
(ভা০ ১০।১৫।১৩)

চকোর-ক্রৌঞ্চ-চক্রাহ্ব-ভারদ্বাজাংশ্চ বর্হিণঃ।
অনুরৌতি স্ম সত্ত্বানাং ভীতবদ্ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ ॥১৫২॥
(ভা০ ১০।১৫।১৪)

প্রবালবর্হস্তবক-স্রগ্‌ধাতুকৃতভূষণাঃ।
রামকৃষ্ণাদয়ো গোপা ননৃতুর্যুযুধুর্জগুঃ ॥১৫৩॥
(ভা০ ১০।১৮।৯)

কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্।
বেণুপাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংসুরথাপরে ॥ ১৫৪ ॥
(ভা০ ১০।১৮।১০)

করিতেছেন। (১৫০) কখনও সুমধুর শব্দে শুকপক্ষীর কলধ্বনির অনুকরণ এবং কখনও বা কোকিলের মনোজ্ঞ কলতানের শ্রবণে তদনুরূপ শব্দ করিতে লাগিলেন। (১৫১) সময়ে সময়ে গো ও গোপালগণের মনোহারী মেঘগম্ভীরস্বরে দূরস্থিত পশুসকলকে সস্নেহে আহ্বান করিতে লাগিলেন। (১৫২) কখন চকোর, বক, চক্রবাক, ভারদ্বাজ (ভারুই) এবং ময়ূরগণের রব অনুকরণ করিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতেছেন, আবার কখন বা ব্যাঘ্র সিংহাদির গর্জন করিয়া তাহার শ্রবণে হরিণাদি জন্তুগণ ও সখাগণ ভয়ে পলায়ন করিতে থাকিলে তিনিও ভীতের ন্যায় পলায়ন করিতেছেন। (১৫৩) শ্রীরামকৃষ্ণাদি গোপগণ—প্রবাল, ময়ূরপিচ্ছ, পুষ্পস্তবক, মাল্য ও গৈরিকাদিধাতুতে বিভূষিত হইয়া বনমধ্যে নৃত্য, গীত এবং বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। (১৫৪) শ্রীকৃষ্ণনৃত্য করিতে থাকিলে কোন

ক্বচিদ্‌বিল্বৈঃ ক্বচিৎ কুম্ভৈঃ ক্ব চামলকমুষ্টিভিঃ।
অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ ক্বচিন্মৃগখগেহয়া ॥ ১৫৫ ॥
(ভা০ ১০।১৮।১৪)

ক্বচিচ্চ দর্দুরপ্লাবৈর্বিবিধৈরুপহাসকৈঃ।
কদাচিৎ স্যন্দোলিকয়া কর্হিচিন্নৃপচেষ্টয়া ॥১৫৬॥
(ভা০ ১০।১৮।১৫)

এবং তৌ লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনে।
নদ্যদ্রিদ্রোণি-কুঞ্জেষু কাননেষু সরঃসু চ ॥ ১৫৭ ॥
(ভা০ ১০।১৮।১৬)

তত্রোপাহূয় গোপালান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহারবিৎ।
হে গোপা বিহরিষ্যামো দ্বন্দ্বীভূয় যথাযথম্ ॥ ১৫৮ ॥
(ভা০ ১০।১৮।১৯)

কোন গোপ গান ধরিলেন, কেহ কেহ বেণু, করতাল ও শৃঙ্গ বাজাইতে লাগিলেন এবং শ্রীদামাদি সভাপতি সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। (১৫৫) কোথাও নিক্ষিপ্যমাণ বিল্বফলের পরস্পর আঘাতদ্বারা, কোথাও কুম্ভফলদ্বারা, কোথাও মুষ্টিকৃত আমলকফলদ্বারা তাঁহারা ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন ; আবার কখন অস্পৃশ্য হইয়া অন্যকে স্পর্শ করিবার জন্য দৌঁড়াইতেছেন, কখনও বা অলক্ষ্যে কাহারও পশ্চাতে যাইয়া তাঁহার চক্ষু টিপিয়া ধরিলেন। কখনও বা মৃগ ও পক্ষীর আকার অনুকরণে পরস্পর যুদ্ধ ও শব্দাদি চেষ্টানুকরণক্রমে (১৫৬) কোথাও ভেকের ন্যায় লম্ফপ্রদানে, কোথাও হাস্যজনক বিবিধ উপহাসবাক্যে, কোথাও দোলায় দোলনে আবার কখনও বা রাজা হইয়া প্রজা-শাসনে (১৫৭)—এইভাবে লোকপ্রসিদ্ধ ও অন্যান্য ক্রীড়াপরম্পরায় সেই শ্রীরামকৃষ্ণ বিবিধ কৌতুকে বৃন্দাবনে নদী, পর্বত, কুঞ্জ, কানন ও সরোবরাদিতে বিহার করিতে লাগিলেন। (১৫৮) বিহারাভিজ্ঞ ভগবান্ গোপগণকে সেইস্থানে আহ্বান করিয়া কহিলেন—"হে

তত্র চক্রুঃ পরিবৃঢ়ৌ গোপা রামজনার্দ্দনৌ।
কৃষ্ণ-সঙ্ঘট্টিনঃ কেচিদাসন্ রামস্য চাপরে ॥ ১৫৯ ॥
(ভা০ ১০।১৮।২০)

আচেরুর্বিবিধাঃ ক্রীড়া বাহ্যবাহক-লক্ষণাঃ।
যত্রারোহন্তি জেতারো বহন্তি চ পরাজিতাঃ ॥১৬০॥
(ভা০ ১০।১৮।২১)

বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ চারয়ন্তশ্চ গোধনম্।
ভাণ্ডীরকং নাম বটং জগ্মুঃ কৃষ্ণ-পুরোগমাঃ ॥১৬১॥
(ভা০ ১০।১৮।২২)

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ১৬২ ॥
(ভা০ ১০।১৮।২৪)

গোপগণ! আইস, আমরা বয়স ও বল অনুসারে দুইদলে বিভক্ত হইয়া খেলা কবিব। (১৫৯) তদনুসারে তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঐ ক্রীড়ার নায়ক স্থির-করত কতকগুলি গোপাল শ্রীকৃষ্ণের এবং অপরগুলি বলদেবের পক্ষাবলম্বী হইলেন। (১৬০) তখন সকলে 'হরিণাক্রীড়ন' নামক বাহ্য ও বাহকরূপ বাল্যক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া বিবিধ বিহার করিতে লাগিলেন—ঐ ক্রীড়ার বিশেষত্ব এই যে, যাঁহারা পরাজিত হইবেন, তাঁহারা জেতৃগণকে স্কন্ধে বহন করিবেন এবং জেতৃগণ পরাজিতগণের স্কন্ধে (পৃষ্ঠে) আরোহণ করিয়া নির্দিষ্টস্থানপর্য্যন্ত গমন করিবেন। (১৬১) এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণাদি গোপগণ বাহ্য ও বাহক হইয়া গোচারণ করিতে করিতে প্রসিদ্ধ ভাণ্ডীরবটের নিকট উপস্থিত হইলেন। (১৬২) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্ব (অসুর) বলদেবকে বহন করিতে

ক্বচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্।
স্বয়ং বিশ্রময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥ ১৬৩ ॥
(ভাO ১০।১৫।১৫)

ক্বচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্ষিতঃ।
বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ ॥১৬৪॥
(ভাO ১০।১৫।১৭)

পাদ-সম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্যানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ১৬৫ ॥
(ভাO ১০।১৫।১৮)

ইতি স্বকান্তকেলিং সা শৃণ্বন্তী বরবর্ণিনী।
মোহ-জাড্যাদি-সম্পন্না প্রেম্ণান্যচ্ছ্রোতুমুন্মনাঃ ॥১৬৬॥

গতা শ্রাবয়িতুং রাধাং সংবোধ্য সা সখী তদা।
বর্ণয়ামাস কৃষ্ণস্য লীলাবৃন্দং মনোহরম্ ॥ ১৬৭ ॥

লাগিলেন। (১৬৩) কোন স্থানে অগ্রজ বলরাম ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া সখাগণের ক্রোড়ে শয়ন করিলে তিনি স্বয়ং পদসম্বাহন ও ব্যজনাদি দ্বারা তাঁহার শ্রম দূর করিতেছেন। (১৬৪) যখন শ্রীকৃষ্ণ বালকগণের সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইতেন, তখন বৃক্ষতলে বয়স্যগণ-রচিত পল্লবশয্যা-সমূহে গোপবালকগণের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া তিনি শয়ন করিতেন। (১৬৫) কোন কোন বালক মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পাদসম্বাহন ও কোনও নিষ্পাপ গোপাল বা তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন। (১৬৬) নিজপ্রিয়তমের এইপ্রকার কেলিকথা শ্রবণ করিতে করিতে বরবর্ণিনী শ্রীরাধা প্রেমভরে মোহ ও জড়তাদি সাত্ত্বিক বিকার প্রাপ্ত হইয়া বয়স্যসহ শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য লীলাবলিও শুনিতে উৎকণ্ঠিতা হইলেন।

বিশ্রম্য ক্ষণমুত্থিতঃ স পরিতঃ পর্য্যন্তশষ্পাদিনীঃ
শ্রদ্ধাবানবধায় ধেনুপটলী পানীয়-পানার্থিনীঃ।
বালৈস্তৎপরিপালকৈর্ম্মুরলিকানাদোপদিষ্টৈর্যু্তাঃ (ধুর্তাঃ)
কৃষ্ণো ভাস্করনন্দিনী-পরিসরানাসাদয়ামাস তাঃ ॥১৬৮॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৩৮)

বালাঃ কেচন কেচন প্রসৃমরা গোমণ্ডলীমন্বগুঃ
কেচিৎ কৃষ্ণসমীপ এব মিলিতাস্তত্তদ্‌গুণানাজগুঃ।
দূরস্থা নিকটস্থিতাশ্চ সকলা গাবশ্চ গোপাশ্চ তে
তুল্যাং প্রীতিমবাপ্য কৃষ্ণমভিতস্তুল্যাং রতিং তন্বতে ॥১৬৯॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৩৯)

দূরে সন্তু সচেতনা মণিভুবোঽপ্যুন্দন্তি যৎস্পর্শতঃ
কিং ব্রূমো ব্রজরাজপুত্র-পদয়োস্তাং মাধুরীং তন্বতোঃ।
যা সংব্যক্তমধ্বজাম্বুজ-যবাদ্যঙ্কাবলী-শালিতা
সা কেনাপি কদাপি কাপি কথমপ্যাসীন্ন সংলোপিতা ॥১৭০॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৪০)

যমুনাতটে গমন, বংশীনাদে স্থাবরজঙ্গমের ভাববিকারাদি

(১৬৭) শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা শ্রবণ করাইবার জন্য বৃন্দাপ্রেরিতা সেই বনসখী তখন তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মনোহর-লীলাবৃন্দ বর্ণন করিতে লাগিলেন—(১৬৮) ক্ষণকাল বিশ্রামপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন এবং চতুর্দিকে প্রান্তদেশপর্য্যন্ত প্রসৃত হইয়া তৃণভোজনকারী ধেনুগণকে পানেচ্ছু জানিয়া গোচারণে শ্রদ্ধাবান্ কৃষ্ণ মুরলীনাদে গোরক্ষকগণকে উহা জানাইয়া গোপালকগণসহ সেই ধেনুবৃন্দকে যমুনাভিমুখে চালিত করিলেন। (১৬৯) কেহ কেহ প্রসৃত হইয়া গোবৃন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, কেহ কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গুণরাশির

বক্তুং কোঽর্হতি গোপরাজ-যুবরাজস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কেজয়োঃ
সৌগন্ধ্যং ক্ষিতিবক্ষসি প্রণয়তো লীলাগতিন্যস্তয়োঃ।
অঙ্কেষ্বেষ্ববিশঙ্কয়া বত ধিয়া সৌগন্ধ্য-বন্ধান্ধয়া
পুঞ্জীভূয় বিধূয় কুঞ্জ-কুসুমং গুঞ্জন্তি পুষ্পন্ধয়াঃ ॥ ১৭১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৩।৪১)

তূষ্ণীকান্মুখরীকরোতি মুখরাং তূষ্ণীকয়ত্যন্তসাং
স্তম্ভং স্তম্ভবতাং দ্রবং দ্রুতমতিস্নিগ্ধত্বমুগ্রৌজসাম্।
কর্ণাভ্যর্ণমুপেত্য তূর্ণমসকৃদ্যেমং বিধত্তে ক্রমং
তাং বংশীমধরে নিধায় মধুরং কৃষ্ণো জগৌ পঞ্চমম্ ॥১৭২॥
(কৃষ্ণা০ ৩।৩৭)

স্বত্বধর্মবিপর্য্যাসৈর্বেণুনাদামৃতোত্থিতৈঃ।
স্বসাত্ত্বিকবিকারৈশ্চ তদাভূদ্ব্যাকুলাটবী ॥ ১৭৩ ॥
(গোবি০ ৬।১৪)

কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ; কি দূরস্থ, কি নিকটস্থ গো বা গোপগণ সকলেই তুল্যপ্রীতি পাইয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তুল্যপ্রীতিই ধারণ করিতেছেন !! (১৭০) সচেতন প্রাণী দূরে থাকুক্, যাহার স্পর্শে মণিভূমিও দ্রবীভূত হয়, ব্রজেন্দ্রনন্দনের মাধুর্য্যবিস্তারী সেই পদদ্বয়ের মহিমা আর কি বলিব ? কোনও সময়ে কোন জীবই কোন প্রকারেও উহাতে সম্যক্ পরিস্ফুট ধ্বজা-পদ্ম-যবাদি সেই অনির্বচনীয় চিহ্নরাজিযুক্ত ঐ মাধুরীর ত সংলোপ সাধন করিতে পারে নাই !! (১৭১) গোপেন্দ্রনন্দন যখন ধরার বক্ষে প্রণয়পূর্বক লীলাগতিক্রমে পাদপদ্ম ন্যাস করেন, তখন তাহার সৌগন্ধ্য কে বর্ণনা করিতে পারে ? ঐ দেখ—এইসকল চরণ-চিহ্নে প্রচুরতর সুগন্ধ বর্ত্তমান থাকায় বিবেক-রহিত অথচ নিঃশঙ্কবুদ্ধিতে ঐ ভ্রমরাবলি কুঞ্জকুসুমরাশি পরিত্যাগ করিয়া পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জন করিতেছে ! (১৭২) যাহা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট

প্রোদ্যদ্বেপথুরুচ্চলৎস্থিরচয়ৈঃ স্তব্ধা জড়ৈর্জঙ্গমৈঃ
প্রস্বিন্না স্রবদশ্রুজাল-সলিলৈঃ শ্বেতা প্রসূনোৎকরৈঃ।
সাশ্রুঃ পুষ্পমধুদ্রবৈঃ স্বরভিদা যুক্তা খগালীরবৈ
রোমাঞ্চালিযুতা লতাঙ্কুরচয়ৈর্বৃন্দাটবী সা বভৌ ॥১৭৪॥

(গোবি০ ৬।১৫)

কূজদ্ভৃঙ্গবিহঙ্গপঞ্চমকলালাপোল্লসন্তী হরে-
শ্চ্যাতৎপক্বিমসৎফলোৎকর-রসোল্লাসাটবী সাভবৎ।
সংফুল্লন্নলিনীবিলাসি-বিহসদ্বল্লীমতল্লী-নটী-
লাস্যাচার্য্য-মরুদ্গণালিমুদিতা সর্বেন্দ্রিয়াহ্লাদিনী ॥১৭৫॥

(গোবি০ ৬।১৭)

পুষ্পৈর্হাস্যং ভ্রমরৈর্গানং, পর্ণৈর্লাস্যং মধুভিঃ পানম্।
দধতস্তরবঃ স্বফলৈঃ খানং, কুর্বন্ত্যভ্যাগত-হরিমানম্ ॥১৭৬॥

(গোবি০ ৬।১৮)

হওয়ামাত্রই নীরব প্রাণিসমূহকে শীঘ্র বাচাল করে, মুখরসমূহকে নীরব করে, জলগতি স্তম্ভন করে, শুষ্কবস্তুজাতের দ্রবভাব আনয়ন করে এবং কঠিন বস্তুকে অতিস্নিগ্ধ করে—এইরূপে অবস্থাবিপর্য্যয়কারিণী বংশীকে অধরে ধারণ করত শ্রীকৃষ্ণ সুমধুর পঞ্চমস্বরে গান করিলেন। (১৭৩) তখন ঐ বেণুনাদামৃতদ্বারা নিখিলপ্রাণির ধর্মবিপর্য্যয়ে এবং নিজেরও বিবিধ সাত্ত্বিক বিকারে বৃন্দাটবী ব্যাকুলা হইয়াছিল !! (১৭৪) উচ্ছলিত স্থাবরসমূহে কম্প, জড় জঙ্গমসমূহে স্তব্ধতা, দ্রবীভূত পাষাণে প্রস্বেদ, পুষ্পসমূহে শ্বেতিমা (বিবর্ণতা), পুষ্পমধুক্ষরণে অশ্রু, পক্ষিগণের কাকলীতে স্বরভঙ্গ এবং লতাসকলের অঙ্কুরোদ্গমে রোমাঞ্চ ধারণ করিয়া ঐ বৃন্দাটবী শোভা পাইতে লাগিল। (১৭৫) ঐ বৃন্দাটবী—অব্যক্তমধুর-শব্দকারী ভ্রমর ও পক্ষি-গণের উচ্চৈঃস্বরে উল্লাসযুক্তা, সুপক্ক আম্রফলাদির ক্ষরিত রসে উল্লাসবিশিষ্টা,

অলি-গায়ক-চুম্বিতকুসুমাস্যং, পল্লবপটবৃত-বিবৃতসুহাস্যম্।
দধতী রহসি বিদধতী লাস্যং, ব্যতনুত বল্লীততিরপি দাস্যম্॥১৭৭॥
(গোবি০ ৬।১৯)

স্বরমণ-সহিতানাং বেণুনাদাহৃতানাং
তৃণকবল-মুখানাং চঞ্চলালোকনানি।
হরিরথ হরিণীনাং বীক্ষ্য রাধা-কটাক্ষৈঃ
স্মৃতিপথমধিরূঢ়ৈর্বিব্যথে বিদ্ধমর্মা ॥ ১৭৮ ॥
(গোবি০ ৬।২০)

প্রেম্ণাঽনৃত্যৎ ফুল্লময়ূরীততিযুক্তঃ
কৃষ্ণালোকান্মত্তময়ূরব্রজ আরাৎ।
স্নিগ্ধে রাধা-কেশকলাপে রতিমুক্তে
যৎ সংপিঞ্ছৈরাশু মুরারেঃ স্মৃতিরাসীৎ ॥১৭৯॥
(গোবি০ ৬।২১)

সংফুল্লপঙ্কজে বিলাসকারী ও প্রফুল্ল লতারূপা নটীর নৃত্যাচার্য্য সুমন্দ পবনে মুদিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্বেন্দ্রিয়ের আনন্দ প্রদান করিতেছে !! (১৭৬) তখন বৃক্ষগণ অভ্যাগত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আনন্দিতচিত্তে পুষ্পচয়দ্বারা হাস্য, ভ্রমরনিকরে গান, পত্রসমূহে নৃত্য, মধুসকলে পান, এবং স্বস্বফলে ভোজনাদি বিধানে তাঁহার সম্বর্ধনা করিল। (১৭৭) লতাসমূহও তখন অলিরূপ গায়কদ্বারা চুম্বিত এবং পল্লবসদৃশ বস্ত্রদ্বারা সংবৃত কুসুমরূপ সুহাস্যবদন ধারণ করিয়া নির্জনে নৃত্য করিতে করিতে দাস্য বিস্তার করিতেছিল।

বৃন্দাবনের শোভাসম্পত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের রাধা-উদ্দীপন

(১৭৮) অনন্তর মৃগীগণ মৃগগণের সহিত তৃণভোজন করিতে করিতে বংশীনিনাদে আকৃষ্ট হইয়া সন্নিকটে আসিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই হরিণীদের চঞ্চল নয়ন দর্শন করিয়া শ্রীরাধার কটাক্ষস্মরণে অন্তরে দারুণ ব্যথিত হইলেন।

মদকল-কলবিঙ্কী-মত্তকাদম্বিকানাং
সরসি চ কলনাদৈঃ সারসানাং প্রিয়ায়াঃ।
বলয়-কটক-কাঞ্চীনূপুরোত্থস্বনোর্ম্মি-
ভ্রমচুলুকিতচিত্তোঽভ্যাগতাং তাং স মেনে ॥১৮০॥
(গোবি০ ৬।২২)

উপরি চপলভৃঙ্গং পদ্মমীষৎপ্রকাশং
বরপরিমলপূরং শশ্বদালোক্য কৃষ্ণঃ।
স্মিতশবল-কটাক্ষং পদ্মগন্ধং প্রিয়ায়া
মুখমিদমিতি মত্বা তামুপেতাং বিবেদ ॥১৮১॥
(গোবি০ ৬।২৩)

রুচক-করক-বিল্বৈর্নাগরঙ্গৈঃ সুপক্বৈঃ
প্রতিদিশমনুদৃষ্টৈর্হর্ষতর্ষাকুলোঽসৌ।
সপদি লসদুরোজভ্রান্তি-সম্ভ্রান্তচেতা
বপুষ ইহ বিভুত্বং রাধিকায়াঃ শশঙ্কে ॥ ১৮২ ॥
(গোবি০ ৬।২৪)

---

(১৭৯) ঐসময় সমীপবর্ত্তী ময়ূরগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে আনন্দোন্মত্ত হইয়া ময়ূরীদের সহিত নৃত্য করিতে থাকিলে ঐ ময়ূরের অত্যুৎকৃষ্ট পিঞ্ছসমূহ দেখিয়া তিনি শ্রীরাধার রতিবিমুক্ত স্নিগ্ধ কেশকলাপের স্মরণ করিতে লাগিলেন। (১৮০) তত্রত্য সরোবরে মদমত্ত চটকীগণের ধ্বনিকে শ্রীরাধার বলয়শব্দ, হংসকুলের ধ্বনিকে তাঁহার কটকরব এবং সারসগণের কলধ্বনিকে তাঁহার নূপুরধ্বনি বোধ করিয়া তিনি বিভ্রান্ত হইয়া রাধাকে সমাগতা বলিয়াই মনে করিলেন। (১৮১) উৎকৃষ্ট পরিমল-তিরস্কারি-সুগন্ধযুক্ত ঈষৎ প্রস্ফুটিত কমলোপরি চঞ্চল ভ্রমরকে দেখিয়া তিনি স্মিতযুক্ত-কটাক্ষশোভিত পদ্মগন্ধ প্রিয়ার মুখপদ্ম জ্ঞান করিয়া মনে মনে

যতো যতঃ পততি বিলোচনং হরে-
স্ততস্ততঃ স্ফুরতি তদঙ্গ-সংহতিঃ।
ন চাদ্ভুতং তদিহ তু যদ্ব্রজাটবী
মুদে হরেরলভত রাধিকাত্মতাম্॥ ১৮৩॥
(গোবি০ ৬।২৫)

তৈরুদ্দীপিত-ভাবালী-বাত্যয়োচ্চালিতং মনঃ।
শশাক ন স্থিরীকর্ত্তুং কাশপুষ্পনিভং হরিঃ॥ ১৮৪॥
(গোবি০ ৬।২৬)

প্রচার্য্য গাশ্চারয়িতুং ক্ষুধার্ত্তা, গোবর্দ্ধন-ক্ষ্মাভৃদুপত্যকায়াম্।
মনোঽনুধাবদ্দয়িতাং নিবর্ত্তয়ন্, সমং বয়স্যৈর্বিজহার কৃষ্ণঃ॥১৮৫॥
(গোবি০ ৬।২৯)

বিবেচনা করিলেন যে, 'বুঝি প্রিয়তমা আসিয়াছে'। (১৮২) বনমধ্যে বিচরণকালে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বীজপূর, দাড়িম্ব, বিল্ব ও নাগরঙ্গ (নারঙ্গী) প্রভৃতি সুপক্বফলসমূহ দেখিয়া হর্ষবশতঃ তৃষ্ণাকুল হইয়া শ্রীরাধার স্তনভ্রমে সম্ভ্রান্তচিত্তে শ্রীরাধাশরীরের সর্বব্যাপকত্ব শঙ্কা করিতে লাগিলেন। (১৮৩) এইরূপে যে যে দিকে তাঁহার নেত্র পতিত হইতেছিল, সেই সেই দিকেই শ্রীরাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল ; ঐ বৃন্দাটবী যে এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধানজন্য রাধাময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা কিছু আশ্চর্য্যকর ব্যাপার নহে। (১৮৪) এইভাবে শ্রীরাধার অঙ্গসাম্যে উদ্দীপিত ভাবাবলিরূপ-ঘূর্ণিবায়ুতে ঘূর্ণিত কাশ-কুসুমসদৃশ স্বীয়চিত্তকে শ্রীহরি আর স্থির করিতে পারিলেন না !! (১৮৫) অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনপর্বতের উপত্যকায় ক্ষুধার্ত্ত ধেনুবৃন্দকে তৃণ ভোজন করাইতে চালনা দিয়া শ্রীরাধাবিষয়ে ধাবিত মনকে নিবর্ত্তনপূর্বক বয়স্যগণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

তাবদ্ধনিষ্ঠা ঘৃতপক্কমন্নং, প্রাতঃ কৃতং যল্ললিতাদিভিস্তৎ।
দত্তং রসালাদিযুতং জনন্যা, দাসীভিরাদায় সমাজগাম ॥ ১৮৬ ॥

(গোবি০ ৬।৩২)

তাং বীক্ষ্য হৃষ্টঃ স হরির্বভাষে
কিং মে ধনিষ্ঠে! পিতরৌ সুখং স্তঃ।
সুস্নাতমাভ্যাং বিহিতেশপূজা
প্রতোষ্য সর্বান্ বদ কিং নু ভুক্তম্ ॥ ১৮৭ ॥

(গোবি০ ৬।৩৩)

সাপ্যাহ তং তৌ তব মঙ্গলার্থং
স্নাতার্চিতেশৌ দ্বিজসাৎকৃতার্থৌ।
সংভোজ্য সর্বানথ ভুক্তবন্তৌ
ভোজ্যানি চ প্রেষয়তঃ স্ম তুভ্যম্ ॥ ১৮৮ ॥

(গোবি০ ৬।৩৪)

ভোজ্যদ্রব্যসহ ধনিষ্ঠার আগমন, মাতাপিতার সংবাদ, মানসগঙ্গায় জলক্রীড়াদি

(১৮৬) তখন ললিতাদিসখীগণ-কর্তৃক প্রাতঃকালে সম্পাদিত ঘৃতপক্ক অন্নাদি এবং রসালাদি দ্রব্য মা যশোদা প্রদান করিলে সেই সমস্ত দ্রব্য দাসীগণের সহিত লইয়া ধনিষ্ঠা সমাগতা হইলেন। (১৮৭) শ্রীকৃষ্ণ ধনিষ্ঠাকে দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বল দেখি ধনিষ্ঠে! আমার মাতাপিতার কুশল ত? তাঁহারা স্নান ও ভগবৎপূজাদি সমাপন করিয়া সকলের সন্তোষবিধানপূর্বক ভোজন করিয়াছেন কি?' (১৮৮) ধনিষ্ঠা বলিলেন,—'তোমার মঙ্গলজন্য তোমার জনক-জননী স্নান, দেবার্চনা ও ব্রাহ্মণদিগকে যথাযোগ্য ধন বিতরণপূর্বক সপরিবারে ভোজন সমাধা করিয়া

রাধাসঙ্গদ্রুমারোহোৎকণ্ঠিতালম্বনার্থিনী ।
তাং পরালম্বনং মেনে চিত্তবৃত্তিলতা হরেঃ ॥ ১৮৯ ॥
(গোবি০ ৬।৩৫)

ইতস্ততঃ সঞ্চরতীর্গবালীঃ, স্ববেণুনাদৈরথ সংকলয্য ।
জগাম তাঃ পায়য়িতুং বয়স্যৈঃ, সঞ্চালয়ন্ মানসজাহ্নবীং সঃ ॥১৯০
(গোবি০ ৬।৩৬)

পায়য়িত্বা জলং গাস্তাঃ শীতং স্বাদু সুনির্মলম্ ।
স্বয়ং গোপাঃ পপুঃ সস্নুর্বিজহ্রুঃ সলিলে চিরম্ ॥ ১৯১ ॥
(গোবি০ ৬।৩৭)

পরস্পরং-বার্য্যভিষিঞ্চতঃ সখীন্
কদাচিদুৎক্ষিপ্য জলানি ভঞ্জয়েৎ ।
কদাপি তৈরেব বিনোদকোবিদো
বিলম্ভিতো ভঙ্গভরং জহর্ষ সঃ ॥ ১৯২ ॥
(ভাগ০ ২।৭।৪৬)

তোমার জন্য এই ভোজ্যদ্রব্যাদি পাঠাইয়াছেন। (১৮৯) ইতঃপূর্বে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তবৃত্তিরূপা লতা শ্রীরাধাসঙ্গরূপ বৃক্ষে আরোহণ করিবার জন্য একটা আলম্বনের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিতা ছিল, এক্ষণে কিন্তু ধনিষ্ঠাকেই পরম আশ্রয় বিবেচনা করিতে লাগিল। (১৯০) ইতস্ততঃ সঞ্চরণকারী গাভীগণকে শ্রীকৃষ্ণ বেণুরবে একত্র করিয়া সঞ্চালনপূর্বক জলপান করাইবার ইচ্ছায় তখন বয়স্যগণের সহিত মানসগঙ্গায় গমন করিলেন। (১৯১) তথায় গোপবালকগণ গোগণকে সেই সুস্বাদু, সুশীতল ও সুনির্মল জলপান করাইয়া স্বয়ং সেই জল পান ও স্নানাদি করিয়া বহুক্ষণ যাবৎ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। (১৯২) পরস্পর জলনিক্ষেপকারী সহচরসকলকে কোনও

কদাপি কৃষ্ণাজলমধ্যতো নিজং
বপুঃ স নিহ্নুত্য সরোজকাননে।
মুখঞ্চ.বিন্যস্য কুতূহলী স্থিতো
যথা ন কেনাপি ভবেৎ স লক্ষিতঃ ॥ ১৯৩ ॥

(ভাগ০ ২।৭।৪৮)

ততস্তদেকেক্ষণ-জীবনাস্তে, ন তং সমন্বিষ্য যদালভন্ত।
তদা মহার্ত্তাঃ সুহৃদো রুদন্তো, বিচুক্রুশুর্ব্যগ্রধিয়ঃ সুঘোরম্॥১৯৪॥

(ভাগ০ ২।৭।৪৯)

ততো হসন্ পদ্মবনাদ্বিনিঃসৃতঃ
প্রহর্ষপূরেণ বিকাসিতেক্ষণৈঃ।
সকূর্দনং তৈঃ পুরতোঽভিসারিভিঃ
সঙ্গম্যমানো বিজহার কৌতুকী ॥ ১৯৫ ॥

(ভাগ০ ২।৭।৫০)

সময়ে শ্রীকৃষ্ণ জলনিক্ষেপ করিয়া পরাজিত করেন, কোনও সময়ে বা সহচরগণকর্ত্তৃক বিনোদ-বিশারদ কৃষ্ণ জলক্ষেপে পরাজিত হইয়া হর্ষলাভ করেন। (১৯৩) কোনও সময়ে যমুনার জলমধ্যে নিজ অবয়ব এবং পদ্মবনে নিজমুখ লুক্কায়িত করিয়া সেই কুতূহলী কৃষ্ণ এমনভাবে অবস্থিত হইলেন যে, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। (১৯৪) শ্রীগোপাল-কর্ত্তৃক নিরীক্ষণই যাঁহাদের জীবন-স্বরূপ, সেই সুহৃদ্গণ তাঁহাকে বহুক্ষণ অন্বেষণ করিয়াও যখন পাইলেন না, তখন তাঁহারা মহার্ত্ত ও ব্যগ্র হইয়া মহাঘোরস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। (১৯৫) অনন্তর সেই কুতুকী হরি হাস্যমুখে পদ্মবন হইতে নিঃসৃত হইলে বিস্ফারিতনয়ন সেই সখাগণ কূর্দন করিতে করিতে তাঁহার দিকে গমন করিলেন; তিনিও তাঁহাদের

মৃণালজালেন মনোরমেণ, বিরচ্য হারান্ জলপুষ্পজাতৈঃ।
সখীনলঙ্কৃত্য সমুত্ততার, জলাৎ সমং তৈঃ স চ ভূষিতস্তৈঃ ॥১৯৬॥
(ভাগ০ ২।৭।৫১)

ভূষণেন বিচিত্রেণ বন্যেন সখিভিঃ পুনঃ।
অহংপূর্বিকয়া সর্বৈর্ভূষিতোঽসৌ যথারুচি ॥ ১৯৭ ॥

অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ, স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছ-বালুকম্।
স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিক,-ধ্বনিপ্রতিধ্বান-লসদ্দ্রুমাকুলম্ ॥১৯৮॥
(ভা০ ১০।১৩।৫)

অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবারূঢ়ং ক্ষুধার্দিতাঃ।
বৎসাঃ সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণম্ ॥ ১৯৯ ॥
(ভা০ ১০।১৩।৬)

সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ বিহার করিলেন। (১৯৬) তিনি মনোরম মৃণালসূত্রদ্বারা জলপুষ্পসমূহে বিবিধ হার রচনা করিয়া মিত্রসকলকে অলঙ্কৃত করিলে তাঁহারাও তাঁহাকে তদ্রূপ অলঙ্কৃত করিলেন। পরিশেষে তিনি সগণে জল হইতে উপরে উঠিলেন। (১৯৭) আবার সখাগণ 'আমি অগ্রে, আমি অগ্রে'—এইরূপ বলিয়া সকলেই স্বস্বরুচি-অনুসারে তাঁহাকে বিচিত্র বন্যভূষণে ভূষিত করিলেন। (১৯৮) পুলিনের রমণীয়তাদর্শনে আনন্দিত শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণকে বলিলেন—'অহো! বয়স্যগণ! এই পুলিন অতিরমণীয়, যাবতীয় কেলিসামগ্রী ইহাতে বর্তমান; উহা কোমল অথচ স্বচ্ছবালুকায় পূর্ণ, বিকচিত পদ্মকুলের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমর ও অন্যান্য পক্ষিগণ কাকলি করিতেছে, তাহাদের প্রতিধ্বনি লইয়া আবার তীরবর্তী বৃক্ষগণও বিরাজমান হইতেছে। (১৯৯) অতএব আইস, আমরা এস্থলে ভোজন করি, বেলা অধিক হইয়াছে, ক্ষুৎপীড়িতও হইয়াছি; গোবৎসগণ নিকটেই

কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈ,-রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু,-শ্ছদা যথাম্ভোরুহ-কর্ণিকায়াঃ ॥২০০॥
(ভা০ ১০।১৩।৮)

কেচিৎ পুষ্পৈর্দলৈঃ কেচিৎ পল্লবৈরঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ।
শিগ্‌ভিস্ত্বগ্‌ভির্দৃশদ্ভিশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ ॥ ২০১ ॥
(ভা০ ১০।১৩।৯)

বিভ্রদ্‌বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মস্থণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্ মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্নর্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্‌বালকেলিঃ ॥ ২০২ ॥
(ভা০ ১০।১৩।১১)

জলপান করিয়া ধীরে ধীরে তৃণ ভোজন করুক। (২০০) পদ্মের কর্ণিকার চারিদিকে তাহার পত্রগুলি যেমন শোভা পাইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের দিকে মুখ রাখিয়া গোপালগণ তাঁহার চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে বহু পংক্তিরচনা করত প্রফুল্লনয়নে উপবেশন করিলেন।

ভোজনলীলা ও বনশোভা দর্শন করিতে করিতে কুসুমসরোবরে আগমনাদি

(২০১) কোনও কোনও বালক অপূর্বরচনা-কৌশল দেখাইবার জন্য কেহ পুষ্প, কেহ পত্র, কেহ পল্লব, কেহ ফল, কেহ শিকা, কেহ ভূর্জবৃক্ষত্বক্, কেহ বা পাষাণদ্বারা নিজনিজ ভক্ষ্যদ্রব্যের অনুরূপ পাত্র নির্মাণ করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। (২০২) যজ্ঞভুক্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বালকের কেলি অঙ্গীকার করত আপনার চতুর্দিকে উপবিষ্ট সুহৃদ্‌গণের মধ্যে বসিয়া বিবিধ পরিহাস-বাক্যে তাঁহাদিগকে হাস্য করাইতে করাইতে ভোজন করিতেছিলেন।

আচম্য তাম্বূলমথো সুগন্ধং, কর্পূরপূর্ণং স্বগৃহোপনীতম্।
বন্যঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে স্ম বিভজ্য নূত্নং, সনাগবল্লীদলপূগমার্দ্রম্ ॥২০৩॥
(ভাগ০ ২।৭।৬২)

মোহোত্থিতাং তাং হরিমাল্যগন্ধৈঃ,সখ্যা প্রযুক্তৈর্নসি রাধিকাং সা।
নিশম্য বৃন্দামুখতো মিলিত্বা, সংশ্রাবয়ামাস তদৈব সর্বম্ ॥২০৪॥

ততঃ সখীনাহ হরিঃ সহার্য্যা, যূয়ং ক্ষণং চারয়তাগ্রতো গাঃ।
অহং সখিভ্যাং সহ মাধবীয়াং, বনশ্রিয়ং দ্রষ্টুমিহ ভ্রমামি ॥২০৫॥
(গোবি০ ৬।৩৯)

দাসীর্ধনিষ্ঠাবদদাশু যাত, যূয়ং গৃহীত্বাখিলভাজনানি।
পুষ্পাণি নারায়ণ-সেবনার্থং, সঞ্চিত্য পশ্চাদহমাগতাস্মি ॥২০৬॥
(গোবি০ ৬।৪০)

তখন তিনি উদর ও বসনের মধ্যে বেণু, বামকক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, বামহস্তে দধিম্রক্ষিত অন্নগ্রাস এবং অঙ্গুলির সন্ধিসকলে পীলুপ্রভৃতি ফল আচারাদি ধারণ করিয়াছেন ; তৎকালে স্বর্গবাসী ও মর্ত্ত্যবাসিব্যক্তিগণ বিস্মিত হইয়া ঐ ভোজনরঙ্গ দেখিতেছিলেন। (২০৩) অনন্তর আচমনান্তে গৃহ হইতে আনীত কর্পূরপূর্ণ সুগন্ধি তাম্বূল এবং বন্যজাত নূতন আর্দ্র নাগবল্লীদল ও পূগ (শুপারী) বিভাগ করিয়া ভোজন করিলেন। (২০৪) এইপ্রকার শুনিতে শুনিতে শ্রীরাধিকা মোহপ্রাপ্ত হইলেন, অনন্তর নাসিকায় সখীকর্ত্তৃক প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমাল্যগন্ধপ্রাপ্ত হইয়া তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলে সেই সখী বৃন্দামুখে শ্রুত কৃষ্ণক্রীড়াকথা সকলই তাঁহার নিকট বলিতে লাগিলেন। (২০৫) শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে বলিলেন—'হে সখাগণ ! তোমরা অগ্রজ বলদেবের সহিত ক্ষণকাল অগ্রভাগে গোচারণ কর, আমি সুবল ও মধুমঙ্গলের সহিত মিলিত হইয়া বসন্তকালীন বনশোভা-দর্শনাভিপ্রায়ে এই

ফুল্লং গন্ধফলীদ্বন্দ্বমবতংসোচিতং তদা।
আদায়াগত্য কৃষ্ণস্য বৃন্দার্পিবতী করে ॥ ২০৭ ॥
(গোবি০ ৬।৪১)

তদালোকাৎ প্রিয়াকান্তি-স্মৃত্যোৎকণ্ঠাবতো হরেঃ।
এজৎকরাত্তদাদায় তচ্ছ্রুত্যোর্নিদধে বটুঃ ॥ ২০৮ ॥
(গোবি০ ৬।৪২)

বৃন্দাং ধনিষ্ঠাং সুবলং বটুঞ্চ, ষাড়্গুণ্যবিজ্ঞান্ সচিবান্ স কৃষ্ণঃ।
উপায়-দক্ষানুপলভ্য মেনে, রাধাঙ্গসঙ্গোত্তমরাজ্যলব্ধিম্ ॥২০৯॥
(গোবি০ ৬।৪৩)

মধুমঙ্গলহস্তং স প্রগৃহ্য বামপাণিনা।
বৃন্দা-ধনিষ্ঠা-সুবলৈঃ সসার সুমনঃসরঃ ॥ ২১০ ॥
(গোবি০ ৬।৪৪)

স্থানেই ভ্রমণ করি। (২০৬) তখন ধনিষ্ঠা দাসীগণকে কহিলেন—'তোমরা এই পাত্রগুলি লইয়া এক্ষণই যাও, আমি নারায়ণার্চনার জন্য পুষ্প চয়নপূর্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছি।' (২০৭) অতঃপর বৃন্দা কর্ণভূষণোপযোগি দুইটি প্রফুল্ল চম্পকপুষ্প গ্রহণপূর্বক তথায় আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের করে অর্পণ করিলেন। (২০৮) ঐ পুষ্পদ্বয়-দর্শনে শ্রীরাধাকান্তিস্মরণহেতু উৎকণ্ঠায় তাঁহার করদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিলে মধুমঙ্গল ঐ পুষ্পদুইটি তাঁহার কর্ণে পরাইয়া দিলেন। (২০৯) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ—(সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়রূপ) ছয়প্রকার রাজ্যাঙ্গবিষয়ে সুবিজ্ঞ ও উপায়দক্ষ বৃন্দা, ধনিষ্ঠা, সুবল ও মধুমঙ্গল—এই চারিজন অমাত্যকে পাইয়া শ্রীরাধার অঙ্গসঙ্গ-রূপ উত্তমরাজ্য লাভ হইবে বলিয়া মনে করিলেন। (২১০) বামহস্তদ্বারা মধুমঙ্গলের হস্তধারণপূর্বক বৃন্দা, ধনিষ্ঠা ও সুবলের

কুসুমিততরুবল্লীবীথিকুঞ্জৈর্লসন্তীং
স্থলজলবিহগালি-ব্যূহকোলাহলৈশ্চ।
স কুসুমসরসীং তাং বীক্ষ্য রাধাগমোৎক-
স্তদভিসৃতি-বিচারং স্বানুগৈরাচচার ॥ ২১১ ॥

(গোবি০ ৬।৪৫)

প্রযাতি বৃন্দা সুবলো বটুর্বা, রাধান্তিকং চেজ্জটিলা সশঙ্কা।
এভিঃ সমং বা কলহং বিদধ্যা,-দ্বধূং নিরুন্ধ্যাদথবা গৃহান্তঃ ॥২১২॥

(গোবি০ ৬।৪৬)

আকর্ষণীং বা মুরলীং নিযুঞ্জ্যাং
সর্বাঃ সমেষ্যন্তি চ গোপরামাঃ।
তদিষ্টলীলাদিরসো ন সিধ্যেৎ
পরস্পরের্ষ্যা-মদ-মান-বাম্যাৎ ॥ ২১৩ ॥

(গোবি০ ৬।৪৭)

সহিত তিনি কুসুমসরোবরের দিকে গমন করিলেন। (২১১) কুসুমিত তরুলতাসমূহে আচ্ছাদিত কুঞ্জমণ্ডিত ও স্থলচর-জলচরাদি-বিহগগণের কলরবে মুখরিত ঐ সরোবরের শোভা সন্দর্শন করত শ্রীরাধার আগমনা-কাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া মধুমঙ্গলাদির সহিত তাঁহার অভিসারাদি-বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। (২১২) তিনি বিচার করিতেছেন—"যদি শ্রীরাধার নিকট বৃন্দা, সুবল বা মধুমঙ্গলকে পাঠাই, তবে জটিলা সন্দেহ করিবে, ইহাদের সঙ্গে কলহ করিবে অথবা বধূকে গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ করিবে। (২১৩) যদি এই বিষয়ে আকর্ষণী মুরলীকেই নিযুক্ত করি, তবে তাহা শ্রবণ করিয়া সকল গোপরামাই আসিবে, তাহাদের পরস্পর ঈর্ষ্যা, মদ, মান ও বাম্যতা-হেতু অভীষ্ট লীলাদিরসনিষ্পত্তি হইবে না।

ততো ধনিষ্ঠে ! ব্রজ কুন্দবল্লীং, প্রতীতিকৃৎ সা জটিলা যদস্যাম্।
তদ্বঞ্চনাচুঞ্চুমতিঃ সদা নৌ, স্নিগ্ধার্থিতা সা ধ্রুবমানয়েত্তাম্ ॥২১৪॥
(গোবি০ ৬।৪৮)

অথাহ বৃন্দা ভবতা যদুক্তং
সত্যং হি তচ্চেৎ সুমনোঽবচেতুম্।
রাধা-সখী কাচিদিহাগতা স্যাৎ
জ্ঞেয়স্তদাস্যাস্তদুদন্ত আদৌ ॥ ২১৫ ॥
(গোবি০ ৬।৪৯)

অথাগতা সা তুলসী স্বসখ্যা
কৃষ্ণং সখিভ্যাং সহ তৎসখীভ্যাম্।
প্রিয়াগমোপায়-বিচারলগ্নং
পুরঃ স্ফুরন্তং মুমুদে সমীক্ষ্য ॥ ২১৬ ॥
(গোবি০ ৬।৫০)

---

(২১৪) অতএব হে ধনিষ্ঠে ! তুমি কুন্দলতার নিকট যাও, তিনি আমাদের প্রতি সতত স্নেহময়ী, বিশেষতঃ জটিলা তাঁহাকে বিশেষ বিশ্বাস করে, অতএব জটিলাকে বঞ্চনা করিতে তাঁহার যথেষ্ট নৈপুণ্যও আছে, তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে তিনি অবশ্যই শ্রীরাধাকে আনয়ন করিবেন।" (২১৫) তখন বৃন্দা বলিলেন—'হে কৃষ্ণ ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু যদি শ্রীরাধার কোন সখী কুসুমচয়ন করিবার জন্য এখানে আসিয়া থাকে, তবে পূর্বে তাহার নিকট শ্রীরাধার সংবাদ অবগত হওয়ার প্রয়োজন।

সখী তুলসীর আগমন, তাঁহার মুখে শ্রীরাধা-সংবাদপ্রাপ্তি ইত্যাদি

(২১৬) অনন্তর তুলসী-নাম্নী শ্রীরাধার সখী কস্তূরীমঞ্জরীর সহিত তথায় আসিয়া বৃন্দা, ধনিষ্ঠা, সুবল ও মধুমঙ্গলের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার

স্বপ্নেঽপি তৎসন্নিধিমত্যজন্তীং
তং রাধয়া তে জহৃষুঃ সমেতাম্ ।
নিশ্চিত্য সর্বেঽপ্যথ মাধবোঽভূ-
ত্তদ্দর্শনোৎকোঽধ্বনি দত্তদৃষ্টিঃ ॥ ২১৭ ॥

(গোবি০ ৬।৫১)

ততঃ সা তুলসী ন্যস্য হৃষ্টা বটুকরে স্রজম্ ।
উদ্ঘাট্য পুটিকাং বীটিং সুবলস্য করে দদৌ ॥ ২১৮ ॥

(গোবি০ ৬।৫২)

রাধাকরামোদ-সমৃদ্ধসৌরভং
তচ্ছিল্পনৈপুণ্যভরং তথাদ্ভুতম্ ।
তামুদ্গিরন্তীং ভ্রমরালিকর্ষিণীং
স্রজং বিলোক্যাভবদুন্মনা হরিঃ ॥ ২১৯ ॥

(গোবি০ ৬।৫৩)

কণ্ঠে স্রজং তামথ বৈজয়ন্তীং, হসন্ ন্যধাচ্ছ্রীমধুমঙ্গলোঽস্য ।
রাধাকরস্পর্শসুখাদিবাসৌ, তৎস্পর্শতঃ কণ্টকিতাঙ্গ আসীৎ ॥২২০॥

(গোবি০ ৬.৫৪)

আগমন-প্রকার-বিচারে নিযুক্ত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন । (২১৭) তুলসী যখন স্বপ্নেও শ্রীরাধাকে পরিত্যাগ করেন না, তখন অবশ্যই তিনি শ্রীরাধার সহিত আগমন করিয়াছেন—এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া সকলেই প্রফুল্লিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও তখন শ্রীরাধার দর্শনার্থ সমুৎসুকচিত্তে তদীয় পথের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন। (২১৮) তখন তুলসী পুটিকা উদ্ঘাটন-পূর্বক মধুমঙ্গলের হস্তে মাল্য এবং সুবলের হস্তে বীটিকা অর্পণ করিলেন। (২১৯) শ্রীরাধার করস্পর্শে সমধিক সুগন্ধিত ও তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত, অতিবিচিত্র ও ভ্রমরকুলাকর্ষিণী সেই মালাটি দেখিয়া

আগত্য কুঞ্জে পরিহাসলীলাং
সম্ভাবয়ংস্তাং দয়িতাং মুকুন্দঃ।
তদাস্যবীক্ষোৎকলিকাকুলাত্মা
তয়া হসন্ত্যা সহ সংললাপ ॥ ২২১ ॥
(গোবি০ ৬।৫৫)

সখ্যাস্তে কুশলং সখীশ ! কুশলং কুত্রেয়মাত্মালয়ে
কিং নায়াতি বনং কৃতৌ স্বগুরুণাদিষ্টাথ কিং চেষ্টতে।
মথ্নাত্যম্বুঘটং ততঃ কিমভবন্নির্ভৎর্স্য রুদ্ধা গৃহে
যুক্ত্যা চানয় বৃন্দয়া ন জটিলা বঞ্চ্যা হ হা ধিগ্ বিধিম্ ॥২২২॥
(গোবি০ ৬।৫৬)

অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। (২২০) তৎপর মধুমঙ্গল হাস্য করিতে করিতে সেই বৈজয়ন্তীমালাটি তাঁহার কণ্ঠদেশে পরাইয়া দিলে তাহাতে শ্রীরাধার করদ্বয়ের সম্পর্ক থাকায় তৎস্পর্শমাত্রে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গ পুলকিত হইল। (২২১) প্রিয়তমা কুঞ্জে আগমন করিয়া পরিহাস করিবার জন্য লুকাইয়া আছেন—এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার মুখচন্দ্র-দর্শনোৎকণ্ঠায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ হাস্যপরা তুলসীর সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। (২২২) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'হে সখি! তোমার সখী শ্রীরাধার কুশল ত?' তুলসী কহিলেন—'হে ঈশ! কুশল!' শ্রীকৃষ্ণ—'তিনি এক্ষণে কোথায় আছেন?' তুলসী—'গৃহে অবস্থান করিতেছেন।' শ্রীকৃষ্ণ—'বনে কি অসিবেন না?' তুলসী—'গুরুজনের আদেশে গৃহকৃত্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।' শ্রীকৃষ্ণ—'তিনি কি করিতেছেন?' তুলসী—'দধিভ্রমে জলপূর্ণ ঘটই মন্থন করিতেছেন।' শ্রীকৃষ্ণ—'তাহাতে কি হইল?' তুলসী—'জটিলা শ্রীরাধাকে দধিভ্রমে বারিমন্থন করিতে দেখিয়া ভর্ৎসনা করত গৃহে অবরোধ করিয়াছেন!' শ্রীকৃষ্ণ—'বৃন্দার সহিত যুক্তি করিয়া জটিলাকে বঞ্চনা করত

সদা রাধাতিদৌর্লভ্য-স্ফূর্ত্ত্যা মত্বা বভূব সঃ ।
হাসোক্তিমপি সত্যাং তাং বিষণ্ণাত্মা স্মরাকুলঃ ॥২২৩॥
(গোবি০ ৬।৫৭)

কনকাদ্রি-নিকেতকেতকী,-কলিকা-কল্পকলেবরদ্যুতিঃ ।
হৃদি সা মুদিরালিমেদুরে, চপলা মাং কিমলঙ্করিষ্যতি ॥২২৪॥
(বি০ ২।২৬)

কৃষ্ণং বিষণ্ণমালোক্য ব্যাকুলা তুলসী স্বয়ম্ ।
দৃষ্ট্যা বৃন্দা-ধনিষ্ঠাভ্যাং ভর্ৎসিতাহ সসংভ্রমম্ ॥২২৫॥
(গোবি০ ৬।৫৮)

মা গাঃ খেদং ব্রজানন্দ ! যামি নির্মঞ্ছনং তব ।
আগতাং বিদ্ধি দয়িতাং পরিহাসঃ কৃতো ময়া ॥২২৬॥
(গোবি০ ৬।৫৯)

তাঁহাকে এস্থলে লইয়া আইস।' তুলসী—'জটিলা বঞ্চনার পাত্র নহে।' শ্রীকৃষ্ণ খেদপূর্বক কহিলেন—'হে বিধাতঃ! তোমাকে ধিক্ !!' (২২৩) কন্দর্পাকুল শ্রীকৃষ্ণ তুলসীর পরিহাস-বাক্যসমূহও সত্য বোধ করিয়া সর্বদাই শ্রীরাধাকে অতিদুর্লভা মনে করত বিষণ্ণ হইলেন। (২২৪) শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্যাকুলতার সহিত বলিয়া উঠিলেন—'অহো! যাঁহার অঙ্গকান্তি স্বর্ণাচল-সম্ভূত কেতকীপুষ্পকলিকাতুল্য সেই শ্রীরাধারূপা সৌদামিনী কি আমার মেঘপুঞ্জতুল্য স্নিগ্ধ হৃদয়ে আসিয়া আমাকে অলঙ্কৃত করিবে?' (২২৫) তুলসী শ্রীকৃষ্ণের এই ব্যাকুলতাদর্শনে স্বয়ংই ব্যাকুলা হইলেন; বৃন্দা ও ধনিষ্ঠাকর্তৃক নেত্রদ্বারা ভর্ৎসিতা হইয়া সসম্ভ্রমে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—(২২৬) 'হে ব্রজানন্দ! দুঃখ করিওনা, তোমার বালাই লইয়া মরি! আমি পরিহাসমাত্র করিয়াছি, তোমার প্রেয়সী আগতাপ্রায় বলিয়াই জান।'

তামাগতামথ নিশম্য দিদৃক্ষুরেনা-
মৌৎসুক্য-চঞ্চলমনা ব্রজরাজসূনুঃ।
উত্তার্য্য চম্পকযুগং নিজকর্ণয়োস্তৎ
তস্যাঃ সমর্প্য করয়োর্মুদিতোঽবদত্তাম্ ॥২১৭॥

(গোবি০ ৬।৬০)

ক্বেয়ং ক্বেয়ং নিহ্নুতা বা কিমর্থং, রুষ্টা সা চেন্নাপরাধো মমাস্তি।
চেন্নর্মৈস্তদ্দূন-চিত্তেন যুক্তং, হা হা শীঘ্রং দর্শয়ামূং প্রিয়াং মে ॥২২৮॥

(গোবি০ ৬।৬১)

প্রিয়াবলোকনোৎকণ্ঠং কালদেশার্থতত্ত্ববিৎ।
আনিনীষুর্দ্রুতং রাধাং বভাষে তুলসী হরিম্ ॥২২৯॥

(গোবি০ ৬।৬২)

সা তে কান্তা কমলনয়ন ! ত্বন্মুখালোকনোৎকা
সূর্য্যার্চায়ৈ সপদি জটিলা-প্রেষিতা কুন্দবল্ল্যা।
ত্বামায়ান্তী প্রথমমিহ মাং প্রাহিণোৎ ত্বৎপ্রবৃত্ত্যৈ
ক্রীড়াকুঞ্জং তমুপদিশ ত্বং যত্র তামানয়ামি ॥২৩০॥

(গোবি০ ৬।৬৩)

---

(২২৭) শ্রীরাধার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া তদ্দর্শনেচ্ছায় ঔৎসুক্যপ্রযুক্ত তিনি তখন চঞ্চলচিত্তে কর্ণ হইতে চম্পকপুষ্পদ্বয় উন্মোচন করত তুলসীর করদ্বয়ে অর্পণপূর্বক সহর্ষে বলিলেন—(২২৮) "অয়ি তুলসি ! শ্রীরাধা কোথায় হে ? কোথায় হে ? তিনি লুক্কায়িত রহিলেনই বা কেন হে ? তিনি বুঝি ক্রোধ করিয়াছেন, কিন্তু আমার ত কোন অপরাধ নাই ! যদি তিনি পরিহাসই করিবেন, তবে ত তাহাও এই দুঃখিতচিত্তের প্রতি সঙ্গত নহে ; হা হা !! আমাকে শীঘ্রই প্রিয়তমার দর্শনদান কর।" (২২৯) তখন দেশকালতত্ত্বজ্ঞা

তচ্ছ্রুত্বোচ্ছ্বসিত-স্বান্তঃ প্রীতো গুঞ্জাবলীং হরিঃ।
তুলস্যৈ দত্তবান্ কণ্ঠাদুত্তার্য্য পারিতোষিকম্॥ ২৩১॥
(গোবি০ ৬।৬৪)

লীলানিকুঞ্জ-কলনায় তদাথ বৃন্দা
কৃষ্ণাবলোকিতমুখী তুলসীং বভাষে।
তৎকুণ্ডতীরগতমানয় রাধিকাং তাং
কন্দর্পকেলিসুখদাখ্য-নিকুঞ্জমাশু॥ ২৩২॥
(গোবি০ ৬।৬৫)

অহঞ্চ কেলি-সামগ্রীং সমগ্রয়িতুমুৎসুকা।
রাধাকুণ্ডং ত্বয়া সার্দ্ধং প্রযাতাস্মি দ্রুতং সখি !! ২৩৩॥
(গোবি০ ৬।৬৬)

তুলসী শ্রীরাধাকে সত্বর আনিতে ইচ্ছা করিয়া প্রিয়তমার দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—(২৩০) 'হে কমলনয়ন ! তোমার সেই কান্তা তোমারই মুখাবলোকন-নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া জটিলার আদেশে সূর্য্যার্চনা করিতে কুন্দলতার সহিত আসিতেছেন। তিনি তোমার মনোগত ভাব ও বার্ত্তা অবগত হইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন—এখন বল দেখি, কোন্ কুঞ্জে তাঁহাকে আনিব ?' (২৩১) তুলসীর কথা শুনিয়া উল্লসিতচিত্তে প্রীত হইয়া তিনি নিজকণ্ঠ হইতে গুঞ্জাহার খুলিয়া তুলসীকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। (২৩২) তখন শ্রীকৃষ্ণ লীলানিকুঞ্জ নির্দ্ধারিত করিবার জন্য বৃন্দার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বৃন্দা তুলসীকে বলিলেন—'তুমি রাধাকুণ্ডতীরে 'কন্দর্পকেলিসুখদ'-কুঞ্জে শীঘ্র শ্রীমতীকে আনয়ন কর।' (২৩৩) হে সখি ! আমি কেলি-সামগ্রীসকল সংগ্রহ করিতে ঔৎসুক্যান্বিতা হইয়া তোমার সহিত শীঘ্রই রাধাকুণ্ডে গমন করিতেছি।'

তাবৎ কৃত্বা প্রিয়সহচরীং স্বস্য চন্দ্রাবলীং তাং
সঙ্কেতস্থাং ব্রজপতিসুতং নেতুমাগত্য তত্র।
গুঞ্জাহারং হরিহৃদি সখীদত্তমাধায় শৈব্যা
দৃষ্ট্বা বৃন্দাসহিত-তুলসীং বিব্যথে ক্ষুব্ধচিত্তা ॥ ২৩৪ ॥

(গোবি০ ৬।৬৭)

কৃষ্ণস্যাগ্রে বৃন্দয়া সংলপন্ত্যা
আলোকাত্তৎপ্রেষ্ঠসখ্যাস্তুলস্যাঃ।
রাধাং মত্বা সাগতাং দুঃখিতা তাং
শৈব্যা সব্যাজং তদা ব্যাজহার ॥ ২৩৫ ॥

(গোবি০ ৬।৬৮)

কুর্বন্ত্যাদ্য তয়া দুর্গাব্রতোদ্যাপমহোৎসবম্।
তাং নিমন্ত্রয়িতুং রাধাং প্রেষিতাস্মি বয়স্যয়া ॥ ২৩৬ ॥

(গোবি০ ৬।৬৯)

শৈব্যার আগমন, শৈব্যাকে প্রতারণাবাক্যে গৌরীতীর্থে প্রেরণাদি

(২৩৪) এদিকে আবার চন্দ্রাবলীর সখী শৈব্যা চন্দ্রাবলীকে সঙ্কেত-স্থানে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লইবার জন্য তথায় আসিলেন এবং চন্দ্রাবলীদত্ত গুঞ্জাহার শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠে অর্পণকালে বৃন্দার সহিত তুলসীকে নিকটে দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্ত ও ব্যথিত হইলেন। (২৩৫) শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে শ্রীরাধার প্রিয়সখী তুলসীকে বৃন্দার সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া শ্রীরাধার আগমন হইয়াছে জানিয়া দুঃখিতচিত্তে শৈব্যা ছলক্রমে তুলসীকে বলিলেন,— (২৩৬) 'হে তুলসি! অদ্য সখী চন্দ্রাবলী দুর্গাব্রতের উদ্যাপন-মহোৎসব করিবেন বলিয়া শ্রীরাধাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।

সাদ্য লব্ধা ময়ান্বিষ্য ন গৃহে নাপি কাননে।
দিষ্ট্যা লব্ধাসি তুলসি ! কথ্যতাং কুত্র তে সখী ॥ ২৩৭ ॥
(গোবি০ ৬।৭০)

ততঃ সা তুলসী জ্ঞাত্বা শৈব্যাং কৌটিল্যমাশ্রিতাম্।
অবদত্তাং সকৌটিল্যং শঠে শাঠ্যং হি যন্নয়ঃ ॥ ২৩৮ ॥
(গোবি০ ৬।৭১)

কুর্বাণয়া ব্রতমহোৎসবমম্বিকায়াঃ
সা শ্যাময়া স্বসুহৃদাদ্য নিমন্ত্র্য নীতা।
বৃন্দাটবী-পরিবৃঢ়া স্বগৃহং তথাস্যাং
ভারোঽপ্যধায়ি বিনয়ৈঃ সসখীকুলায়াম্ ॥ ২৩৯ ॥
(গোবি০ ৬।৭২)

ততো ললিতয়া পুষ্পফলমাল্য-সমৃদ্ধয়ে।
বৃন্দাং নেতুং প্রেষিতা তাং গৃহীত্বা চলিতাস্ম্যহম্ ॥ ২৪০ ॥
(গোবি০ ৬।৭৩)

---

(২৩৭) কিন্তু গৃহে ও কাননে অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে ত কোথাও দেখিতে পাইলাম না ; ভাগ্যক্রমে তোমাকেই পাইলাম, হে তুলসি ! বল দেখি, তোমার সখী কোথায় আছেন ?' (২৩৮) তখন শৈব্যার কুটিলতা বুঝিতে পারিয়া তুলসী ভাবিলেন—শঠের সহিত শঠতাই বিধেয় ; এই বিবেচনায় তিনি শৈব্যাকে অলীকবাক্যে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন—(২৩৯) 'অদ্য স্বসুহৃৎ শ্যামা-সখী অম্বিকার ব্রত-মহোৎসব করিবে বলিয়া শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে লইয়া গিয়াছে এবং সবিনয়ে সখীগণের সহিত তাঁহার প্রতি সকল বিষয়ের ভারার্পণ করিয়াছে। (২৪০) অনন্তর পুষ্পফল ও মাল্যসমৃদ্ধির জন্য বৃন্দাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ললিতা আমাকে পাঠাইয়াছেন, আমি এক্ষণে বৃন্দাকে লইয়া

ইতি তাং তুলসী ভঙ্গ্যা প্রতার্য্য কুটিলামপি।
যযৌ বৃন্দা-ধনিষ্ঠাভ্যামুদাসীনেব মাধবে ॥ ২৪১ ॥
(গোবি০ ৬।৭৪)

পুনর্বিবক্ষুং তাং শৈব্যাং কৃষ্ণঃ কুঞ্চিত-চক্ষুষা।
নিবার্য্যাহ স্বমৌদাস্যং তুলস্যাং ব্যঞ্জয়ন্নিব ॥ ২৪২ ॥
(গোবি০ ৬।৭৫)

মা কিঞ্চিদ্বদ যাত্বেষা স্বসখ্যাঃ কুশলং বদ।
ক্কেয়মাস্তে কিং কুরুতে প্রিয়া চন্দ্রাবলী মম ॥ ২৪৩ ॥
(গোবি০ ৬।৭৬)

সাতিহৃষ্টাথ তং প্রাহ নিরুদ্ধাপি ধবাম্বয়া।
দুর্গার্চা-ছদ্মনানীতা যত্নাচ্চন্দ্রাবলী ময়া ॥ ২৪৪ ॥
(গোবি০ ৬।৭৭)

সখীস্থল্যুপশল্যে তাং ত্বৎসঙ্গোৎকলিকাকুলাম্।
সংরক্ষ্য পদ্ময়া তূর্ণং ত্বামন্বেষ্টুমিহাগতা ॥ ২৪৫ ॥
(গোবি০ ৬।৭৮)

যাইতেছি।' (২৪১) এইভাবে তুলসী বাক্‌চাতুর্য্যে কুটিলমতি শৈব্যাকে প্রতারণা করিয়া মাধবের প্রতিও ঔদাসীন্যভাব প্রকাশ-পূর্বক বৃন্দা ও ধনিষ্ঠার সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। (২৪২) এদিকে শ্রীকৃষ্ণ তুলসীর প্রতি পুনরায় কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া ইঙ্গিতে শৈব্যাকে নিবারণ করত যেন তুলসীর প্রতি স্বীয় ঔদাস্যভাব-প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন—(২৪৩) 'হে শৈব্যে! এখন কিছু বলিও না, তুলসী যাউক, এক্ষণে স্বীয়সখীর কুশল বল ত, আমার প্রিয়া চন্দ্রাবলী কোথায় আছেন এবং কি করিতেছেন?' (২৪৪) অনন্তর শৈব্যা সহর্ষে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—'হে কৃষ্ণ, চন্দ্রাবলী স্বীয়শ্বশ্রূকর্ত্তৃক গৃহে অবরুদ্ধা

চিন্তিতোঽন্তর্বহির্হৃষ্যন্ প্রত্যুৎপন্নমতির্হরিঃ।
অবদদ্‌বঞ্চয়ন্ শৈব্যাং ছদ্মনা নন্দয়ন্নিব ॥ ২৪৬ ॥
(গোবি০ ৬।৭৯)

অহং তদ্দর্শনোৎকণ্ঠো দিষ্ট্যানীতেয়মাল্যসৌ।
গৌরীতীর্থং লম্ভয়ৈনাং গুরূণাং বঞ্চনক্ষমম্ ॥ ২৪৭ ॥
(গোবি০ ৬।৮০)

যাবৎ প্রমদরাধাখ্যে গাঃ সঞ্চারয়তো বনে।
অবধার্য্যাগতোঽহং স্বাং গবাং সন্তালনে সখীন্ ॥ ২৪৮ ॥
(গোবি০ ৬।৮১)

ইতি প্রতার্য্য তাং শৈব্যাং গোদিশং সসখোঽব্রজৎ।
মুরারিস্ত্বরয়া হৃষ্টো সাপি চন্দ্রাবলীং প্রতি ॥ ২৪৯ ॥
(গোবি০ ৬।৮৬)

হইলেও আমি তাঁহাকে দুর্গাপূজার ছল করিয়া আনিয়াছি। (২৪৫) তোমার সঙ্গলাভের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা চন্দ্রাবলীকে সখীস্থলীর নিকটে পদ্মার সহিত রাখিয়া আমি তোমাকে অন্বেষণ করিবার জন্য সত্বর আসিয়াছি।' (২৪৬) প্রত্যুৎপন্নমতি শ্রীকৃষ্ণ তখন অন্তরে চিন্তিত হইলেও বাহিরে আনন্দ প্রকাশপূর্বক ছলবাক্যে শৈব্যার আপাততঃ আনন্দোৎপাদন করিয়া কহিলেন—(২৪৭) 'সখি! আমি তোমার দর্শন-জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে যদি তাঁহাকে আনিয়া থাক, তবে গুরুজনের উপদ্রবশূন্য গৌরীতীর্থে লইয়া যাও। (২৪৮) এক্ষণে আমি প্রমদরাধাখ্য (পরমাদলী) বনে গোচারণে তৎপর সখাগণকে গোসন্তালনে নিযুক্ত করিয়া যাবৎ আগমন না করি, তাবৎকালমধ্যে তুমি ইঁহাকে লইয়া গৌরীতীর্থে গমন কর।' (২৪৯) এইরূপে সেই শৈব্যাকে প্রতারণা করিয়া তিনি সখাদ্বয়সহ ধেনু-অভিমুখে চলিলেন, এদিকে শৈব্যাও হৃষ্টমনে চন্দ্রাবলীর নিকট গমন করিলেন।

প্রেষিতা ললিতয়া তদালয়ং, পেশলা জনতয়াপ্যলক্ষিতা।
ভূভৃদন্তিকমুপেত্য সৌরভং, ভেজুরুন্নতমুদো বনস্রজঃ ॥ ২৫০ ॥
(কৃ০ ভা০ ৮।৬)

তত্র বীক্ষ্য মুদিতাসু তাসু তং, প্রাহ কাচন খনির্গুণশ্রিয়াম্।
রূপমঞ্জরিরপার-সৌভগা, পৃষ্টযৌবতমণি-প্রবৃত্তিকম্ ॥ ২৫১ ॥
(কৃ০ ভা০ ৮।৮)

নাগরেন্দ্র ! ভবতা যদা পদা,-লিঙ্গিতা বিপিনভূর্দধে শ্রিয়ম্।
স্পর্দ্ধয়েব তব গোষ্ঠভূস্তয়া,-লিঙ্গ্যত স্বসুষমাং দদানয়া ॥ ২৫২ ॥
(কৃ০ ভা০ ৮।৯)

ত্বং হরে হরিমণীময়ীং ব্যধাঃ, ক্ষ্মামিমাং নিজসবর্ণতার্পণৈঃ।
সাপ্যধাস্তত বিবর্ণতাং ন চে,-ত্তাঞ্চ কাঞ্চনময়ীং ব্যধাস্তত ॥২৫৩॥
(কৃ০ ভা০ ৮।১০)

শ্রীরূপমঞ্জরীমুখে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার বিরহবেদনা-শ্রবণাদি

(২৫০) ললিতা কতিপয় চতুরা সখীকে অলক্ষিতভাবে গোবর্দ্ধন-পর্বতের নিকটে প্রেরণ করিলেন, তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের বনমালার সৌরভ পাইয়া অপার আনন্দলাভ করিলেন। (২৫১) সেই নির্জন স্থানে কৃষ্ণদর্শন পাইয়া তাঁহারা সকলে আনন্দিত হইলেন ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে তরুণীমণি শ্রীরাধার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের মধ্যে গুণমণিখনি অপারসৌভাগ্যবতী শ্রীরূপমঞ্জরী উত্তর দিতেছেন—(২৫২) 'হে নাগরেন্দ্র ! তোমার শ্রীচরণদ্বারাই মাত্র আলিঙ্গিত হইয়া বনভূমি শোভাধারণ করিয়াছে—এই কথা শুনিয়াই শ্রীমতী তোমার প্রতি স্পর্দ্ধাপ্রকাশে বুঝি সকল অঙ্গদ্বারা গোষ্ঠভূমিকে আলিঙ্গন করত অধিকতর শোভিত করিয়াছেন। (২৫৩) হে হরে ! তুমি নিজ বর্ণ অর্পণ করিয়া এই বনভূমিকে ইন্দ্রনীলমণিময়ী করিয়াছ, (স্পর্দ্ধা সহকারে

গোরজশ্ছুরিতমাস্যমীক্ষয়ং,-স্ত্বং বনৌকস ইমানরোদয়ঃ।
হন্ত গোরজসি চেষ্টমানয়া, স্বালয়ঃ কিল তয়াপি রোদিতাঃ॥২৫৪॥
(কৃ০ ভা০ ৮।১১)

কিন্ত্বনীতিরিয়মীক্ষণাম্বুজে, সন্ততাম্বুজনকে তয়া কৃতে।
তে তু পৌত্রমুচিতং প্রচক্রতুঃ, কর্দমোঽম্বুজভবোদ্ভবো যতঃ ॥২৫৫
(কৃ০ ভা০ ৮।১২)

মাল্য-কেশ-বসনাদয়ঃ সমু,-চ্ছৃঙ্খলত্বমতিসাধবোঽপ্যধুঃ।
ভূভুজা বিরহিতেঽপি নীবৃতি, স্যাৎ ক কস্য চ ন বা নিয়ম্যতা॥২৫৬॥
(কৃ০ ভা০ ৮।১৩)

তোমার পরাজয়ে অসহিষ্ণু হইয়া বিধাতা) যদি তাঁহাকে বিবর্ণা না করিত, তবে তিনিও গোষ্ঠভূমিকে নিজকান্তি-সমর্পণে কাঞ্চনময়ী করিতেন !! (২৫৪) হে ব্রজজীবন ! গোরজশ্ছুরিত বদন দেখাইয়া তুমি এই বনবাসি-স্থাবরজঙ্গমাদিকে কাঁদাইয়া থাক। অদ্য শ্রীরাধাও গো-(পৃথিবী) রজে লুণ্ঠিতা হইয়া নিজ সখীগণকে কাঁদাইয়া ব্যাকুল করিয়াছে !! (২৫৫) হে শ্রীকৃষ্ণ ! শ্রীমতী একটি-মাত্র অনীতির কার্য্য করিয়াছেন—যেহেতু নয়ন-জলজযুগলকে জলজনক করিয়াছেন [অর্থাৎ জল হইতেই জলজ জন্মে, কিন্তু জলজ হইতে জল জন্মে না—ইহাই সচরাচর নীতি ; এস্থলে তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন।] ঐ নয়নজলজযুগল যে কর্দমাভিধ পৌত্রলাভ করিয়াছে—ইহা কিন্তু সমুচিতই হইয়াছে, যেহেতু পুরাণাদিশাস্ত্রে জলজভব (নাভিকমলজাত) ব্রহ্মার পুত্রই কর্দম (ঋষি)। (২৫৬) শ্রীরাধার মাল্য, কেশ, বসন প্রভৃতি সাধু (অত্যুত্তম) হইয়াও সমুচ্ছৃঙ্খল (বন্ধনোন্মুক্ত ও স্বেচ্ছাচারী) হইয়াছে, যেহেতু রাজশূন্য দেশে কে কাহাকে নিয়মাধীন করিতে পারে ? [শ্রীকৃষ্ণরূপ অধিপতির বিরহে শ্রীমতীর সুশোভন মাল্য, কেশাদিও বন্ধনচ্যুত হইয়াছে, তিনি তাহাদিগকে সংযত করিতে

যত্তবাঙ্ঘ্রি-বনজদ্বয়ং বনোৎ,-সঙ্গ এব বিহরৎ প্রমোদতে।
তত্র বিশ্বসিতি সা ন নিঃশ্বসি,-ত্যুষ্ণমেব বহুধাপি বোধিতা ॥২৫৭॥
(কৃ০ ভা০ ৮।১৪)

নৈব তত্র কটুশর্করাঙ্কুরে,-ত্যর্দ্ধবাগপি সখীমুখোদ্‌গতা।
শ্রোত্রসীম-পতিতৈব তাং পরি,-ক্রোশয়ন্ত্যথ জবাদমূর্চ্ছয়ৎ ॥২৫৮॥
(কৃ০ ভা০ ৮।১৫)

হন্ত ! তে প্রিয়তমঃ সমাগতো, বীক্ষ্যতামিতি সখী-মৃষোক্তিভিঃ।
ত্বদ্বনস্রগতিসৌরভৈশ্চ সা, প্রাপ্য বোধমতিসংভ্রমং দধৌ ॥২৫৯॥
(কৃ০ ভা০ ৮।১৬)

পারিতেছেন না !!] (২৫৭) "হে রাধে ! শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ বনজ- (জলজ) যুগল বনোৎসঙ্গে (বনপ্রদেশে) বিহার করিয়া প্রমোদিত হইতেছে, তুমি বৃথা খেদ করিতেছ কেন ? যেহেতু বনজের বনরূপ-স্বীয় জনকের ক্রোড়ে বিহার পরম সুখকরই হইয়া থাকে" ;—এই প্রকারে আমরা বহুশঃ প্রবোধ দিলেও তিনি আমাদের কথায় বিশ্বাস না করিয়া কেবল উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন !! (২৫৮) তাঁহার পীড়াশান্তির জন্য কোন সখী-মুখোচ্চারিত এই অর্দ্ধনিঃসৃত বাণীও 'বনে কটু (কর্কশ) শর্করা (কঙ্করাদি) বা তৃণাঙ্কুর নাই'—শ্রীরাধার শ্রোত্রপথে পতিত হইতে না হইতেই তাঁহাকে উচ্চশব্দ করাইয়া বেগে মূর্চ্ছিত করিয়া ফেলিল (উহার শ্রবণমাত্রই অতি অনুরাগে তিনি বুঝিলেন যে, 'তোমার কোমল চরণ উহাতে বিদ্ধ হইয়াছে' এবং তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছেন)!! (২৫৯) তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন করিবার জন্য—'হে রাধে ! তোমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সমুপস্থিত হইয়াছেন, উঠিয়া তাঁহাকে দর্শন কর—' সখীদের এই মিথ্যাবচনে এবং তদুপলক্ষে রক্ষিত বনমালার সৌরভে তিনি চৈতন্য-

আলি ! নেত্রমদিরৈকনর্ত্তকঃ
স ক্ব তে সখি ! গৃহেঽস্তি নিহ্নুতঃ ।
কিং প্রতারয়সি নৈব সাক্ষি যদ্-
বক্তি তং কিল তদঙ্গসৌরভম্ ॥ ২৬০ ॥

(কৃ০ ভা০ ৮।১৭)

ইত্যলম্ভি সুখমেতয়া মনাক্, তন্ন সোঢ়ুমশকন্মনোভবঃ ।
একদৈব শর-পঞ্চকস্য য,-ল্লক্ষতামনয়দেব তাং বলাৎ ॥ ২৬১ ॥

(কৃ০ ভা০ ৮।১৮)

স্বিদ্যতি স্ম পততি স্ম বেপতে, স্মাশ্রুভিঃ স্বমভিষিঞ্চতি গৃহম্ ।
সা প্রবিশ্য ন ভবন্মুখেন্দুনা, প্রাপ শীতলয়িতুং স্বলোচনে ॥২৬২॥

(কৃ০ ভা০ ৮।১৯)

লাভ করিয়া তোমার আগমনভ্রমে লজ্জায় অতি সম্ভ্রমগ্রস্ত হইলেন। (২৬০) মূর্চ্ছাভঙ্গের পরে রাধা জিজ্ঞাসা করিলেন—'সখি হে ! তোমার নেত্ররূপ খঞ্জনের নর্ত্তক সেই নটবর কোথায় ?' উত্তর—'রাধে ! তিনি গৃহমধ্যে লুক্কায়িত আছেন।' রাধা—'আমাকে প্রতারণা করিতেছ কি ?' উত্তর—'হে রাধে ! প্রতারণার কি আছে ? কৃষ্ণাঙ্গসৌরভই আমার বচনের সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে।' (২৬১) সখীর এই বাক্যে তোমার অঙ্গস্পৃষ্ট-বনমালার সৌরভে তিনি আপাততঃ বিশ্বাস করিয়া সুখলাভ করিলেও কিন্তু তাহা মনোভব (কামদেব) সহিতে না পারিয়া যুগপৎ তাঁহার প্রতি পঞ্চশর সন্ধান করিয়াছিল ! (২৬২) তখন তাঁহার অঙ্গে প্রস্বেদ ছুটিল, মুহুর্মুহু কম্প হইতেছিল, তিনি ভূপতিত হইয়া নয়নজলে অভিষিক্তা হইতেছিলেন ; কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিয়াও হায় ! তোমার মুখচন্দ্র-চন্দ্রিকাদ্বারা স্বীয় লোচনচকোরযুগলকে শীতল করিতে পারিলেন না !!

হা সখীজন-বচোঽনৃতং মন-
স্তং মুদামৃতসমং বৃথা কৃথাঃ।
(স্বং) সংজ্বরো দ্বিগুণিতো যতো দ্যতি
ত্বামিতীয়মপতৎ পুনঃ ক্ষিতৌ ॥ ২৬৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ৮।২০)

ত্বাং ধিগস্তু রহিতং স্ববন্ধুনা, জীবিতেত্যলঘুগর্হয়াপ্যহো !
নো মনাগপি তদাপ লাঘবং, প্রত্যুতাতিগুরুভারতামগাৎ ॥২৬৪॥
(কৃ০ ভা০ ৮।২১)

হন্ত ! কান্তবিরহেঽপি কিং মহৎ, সৌকুমার্য্যমুদিয়ায় সুভ্রুবঃ।
অঙ্গকানি যদসু-প্রভঞ্জন,-স্পন্দনং চ ন হি সোঢ়ুমীশতে ॥২৬৫॥
(কৃ০ ভা০ ৮।২২)

ইত্যবেত্য মধুসূদনঃ প্রিয়ো,-দন্তমন্তরুদঘূর্ণতাতুরঃ।
বাষ্পপূর্ণনয়নে নিরুদ্ধবা,-গক্ষিপৎ প্রিয়সখাস্যমণ্ডলে ॥ ২৬৬ ॥
(কৃ০ ভা০ ৮।২৩)

---

(২৬৩) গৃহমধ্যে তোমাকে না দেখিয়া শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—'হে মন ! তুই কেন সখীজনের অনৃত বচনে বৃথা অমৃতবোধ করিয়াছিস্ ? যেহেতু এক্ষণে তজ্জন্য দ্বিগুণ সন্তাপ তোমাকে ছিন্নভিন্ন করিতেছে !!' এই বাক্য বলিয়াই তিনি পুনরায় ভূপতিত হইলেন। (২৬৪) আবার 'হে হতজীবন ! নিজবন্ধু-রহিত তোমাকে ধিক্ !' এই বলিয়া বারংবার নিন্দা করিলেও তদীয় জীবন অত্যল্পমাত্রও লঘুত্বপ্রাপ্ত না হইয়া বরং অতিগুরুভারই হইয়াছিল। (২৬৫) হে রাধাপ্রিয়তম ! তোমার বিরহেও সুকুমারী রাধার অনির্বচনীয় সৌকুমার্য উদিত হইয়াছে, যেহেতু তাঁহার সেই ক্ষীণ অঙ্গ—ব্যজনাদি বায়ুস্পন্দন-সহনের কথা দূরে থাকুক, প্রাণবায়ুরও স্পন্দন সহিতেছে না !!!" (২৬৬) শ্রীরূপমঞ্জরী-মুখে প্রিয়তমার এই বার্ত্তা অবগত হইয়া মধুসূদন অন্তরে

তামুবাচ বটুরানয় দ্রুতং, রাধিকাং কনকপদ্মিনীং বনম্।
অন্যথা কিমবনং ভবেদ্গতিঃ, সৈব হন্ত ! মধুসূদনস্য যৎ ॥ ২৬৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ৮।২৪)

মাধবোঽথ নিজমাল্যমর্পয়ং,-স্তাং ব্যজিজ্ঞপদিদং চ কিঞ্চন।
প্রেয়সী-হৃদি গতাস্তু চম্পক,-স্রঙ্ মমাস্য সখি! সেয়মুদ্গতা ॥২৬৮
(কৃ০ ভা০ ৮।২৫)

বৃত্তমাখ্যদখিলং সমেত্য সা, রাধিকামথ তয়া বরস্রজঃ।
শ্লেষণাপ্ত-রমণাঙ্গসৌরভৈঃ, স্বীয়জীবিতমকারি জীবিতম্ ॥ ২৬৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ৮।২৬)

উদ্ঘূর্ণাযুক্ত, আতুর ও রুদ্ধবাক্ হইয়া বাষ্পপূর্ণলোচনদ্বয় প্রিয়সখা মধুমঙ্গলের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কেত করিলেন। (২৬৭) বটু মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া রূপমঞ্জরীকে বলিলেন—'হে রূপমঞ্জরি ! রাধারূপা কনককমলিনীকে ঝটিতি বনে আনয়ন কর। বন (জল) বিনা তোমরা স্বর্ণকমলিনীকে অন্যত্র রাখিয়া দুঃখই দিতেছ। তিনিই যখন এই মধুসূদনের একমাত্র গতি—তখন তাঁহাকে ঝটিতি না আনিলে এই মধুসূদনের জীবন-রক্ষার উপায়ান্তর নাই।' (২৬৮) অনন্তর মাধব নিজকণ্ঠ হইতে চম্পকমালা উত্তারণ-পূর্বক রূপমঞ্জরীকে সমর্পণকরত বলিলেন—'আমার এই চম্পকমালা প্রেয়সীর হৃদয়ে বিরাজিত হউক, [আমার প্রেয়সীরূপা চম্পকমালা আমার হৃদয়োপরি বিরাজ করুন অথবা আমাকর্তৃক প্রদত্ত এই চম্পকমালা শ্রীরাধার হৃদয়ে দিয়া তুমি শ্রীরাধা-স্বরূপা চম্পকমালা আনিয়া আমার হৃদয়ে অর্পণ কর।] (২৬৯) তখন শ্রীরূপমঞ্জরী দ্রুতবেগে রাধাসমীপে যাইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন-পূর্বক চম্পকমালাটিও তাঁহার হৃদয়ে অর্পণ করিলেন। শ্রীরাধা সেই মালাস্পর্শ পাইয়া মৃতপ্রায় স্বীয়জীবনকেও যেন প্রাণবল্লভের অঙ্গসৌরভে পুনরুজ্জীবিত

প্রেয়সী-স্ববিরহোগ্রবৃশ্চিক,-ব্রাত-দংশবিধুরে শ্রুতে পুনঃ।
তদ্বিষজ্বলনজর্জ্জরং তদৈ,-বান্বভাবি নিজমর্ম শর্মভিৎ ॥ ২৭০ ॥
(কৃ০ ভা০ ৮।২৭)

কিয়দ্দূরং ততো গত্বা নিবৃত্যোদ্বর্ত্মনা হরিঃ।
রাধাকুণ্ডং সমায়াতঃ প্রিয়াসঙ্গোৎসুকঃ প্রিয়ম্ ॥ ২৭১ ॥
(গোবি০ ৭।১)

তচ্ছ্রীমন্নবমঞ্জুকুঞ্জবলয়ং শোভাবিভূত্যাসমা-
নোর্দ্ধং দিব্যবিচিত্ররত্নলতিকাদ্যানন্দপুষ্পশ্রিয়াম্।
অন্তস্তল্পবরং বরোপকরণৈরাঢ্যং সমন্তাদ্দধদ্-
রাধামাধব-ভুক্তভোগ্যমখিলানন্দৈকসাম্রাজ্যভূঃ ॥ ২৭২ ॥
(বৃন্দা০ ৪ : ০৬)

করিলেন। (২৭০) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্ববিরহরূপ উগ্রবৃশ্চিক-সমূহের দংশনে অতিকাতর ও বিষাগ্নিতে দন্দহ্যমান হইয়াছেন জানিয়া শ্রীরাধা সেই বিষে নিজ মর্ম জর্জরীভূত হইল বলিয়া অনুভব করিলেন এবং চম্পকমালার সৌরভজনিত সুখও তখন তিরোহিত হইল।

শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন ও তাহার শোভাবর্ণনাদি

(২৭১) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কিয়দ্দূর গমনপূর্বক তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া শ্রীরাধাসঙ্গসুখের জন্য উৎসুকচিত্তে অপ্রসিদ্ধপথে প্রিয় রাধাকুণ্ডে আসিলেন। (২৭২) উহাতে নবীন ও মনোরম কুঞ্জসমূহ—শোভাসম্পদে ও দিব্য বিচিত্র রত্নলতিকাদির আনন্দময় পুষ্পশ্রীতে অসমোর্দ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে! তন্মধ্যেও আবার উত্তম উত্তম উপকরণ-মণ্ডিত অত্যুৎকৃষ্ট শয্যা বর্ত্তমান, চতুর্দিকেই যুগলকিশোরের ভুক্ত ও ভোগ্য বস্তুরাজি শোভা পাইতেছে। এইভাবে রাধাকুণ্ডে সর্বত্র কেবল আনন্দেরই সাম্রাজ্য

মধ্যেতাদৃশকুঞ্জমণ্ডলমহো কুণ্ডং মহামোহনং
সান্দ্রানন্দমহারসামৃতভরৈঃ স্বচ্ছৈঃ সদা সংভৃতম্।
রত্নৈর্বদ্ধচতুস্তটী-বিলসিতং সদ্রত্নসোপানব-
ত্তীর্থং শ্রীতটসংকদম্বকতলচ্ছায়ামণীকুট্টিমম্ ॥ ২৭৩ ॥
(বৃন্দা০ ৪।১০৭)

গাধাগাধতয়া তয়োরতিমুদং কুর্বৎপরপ্রেষ্ঠয়ো-
র্নানাদিব্যরসোত্তমানবসরে ব্যঞ্জত্তয়োঃ প্রীতয়ে।
আশ্চর্য্যং কমলোৎপলাদি-কুতুকায়োন্মীলয়ন্মীলয়ন্
নানারত্নময়চ্ছটাম্বুধিজলং ব্যঞ্জন্নিকুঞ্জাদিকম্ ॥ ২৭৪ ॥
(বৃন্দা০ ৪।১০৮)

কহ্লারোৎপল-পদ্মকৈরবমুখাসংখ্যপ্রসূনৈঃ স্ফুটৈ-
র্হংসৈঃ সারস-চক্রবাক-মিথুনৈঃ কারণ্ডবাদ্যৈঃ খগৈঃ।
অত্যানন্দমদোরুখেলন-কলধ্বানৈর্মহারম্যয়া
ভৃঙ্গীযূথশতৈর্ভ্রমদ্ভিরভিতো গুঞ্জদ্ভিরামঞ্জুলঃ ॥ ২৭৫ ॥
(বৃন্দা০ ৩।১০৩)

প্রতিভাত হইতেছে !! (২৭৩) অহো! এতাদৃশ কুঞ্জাবলির মধ্যে মহা-মোহন কুণ্ড—সান্দ্রানন্দমহারসরূপ স্বচ্ছ অমৃত-(জল) রাশিতে সদাকাল পূর্ণ; তাহার চারিটী তীর রত্নাদি-দ্বারা আবদ্ধ, ঘাটসমূহও উত্তমোত্তম রত্নসোপান-(সিঁড়ি)দ্বারা মণ্ডিত—তটদেশেও কদম্বতরুচ্ছায়াযুক্ত মণিময় ভিত্তিসকল বিরাজমান। (২৭৪) পরম প্রিয়তম যুগলের আনন্দাতিরেক সম্পাদন জন্য কোথাও বা গভীর জল, আবার কোথাও বা অল্পজল, তাঁহাদের প্রীতির জন্য স্থলে স্থলে বিবিধ দিব্য রস (পানকাদি) প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহাদের কৌতূহলজন্য আশ্চর্য্যকর কমল উৎপলাদিরও বারংবার উন্মীলন ও নিমীলন হইতেছে—নানারত্নময় কান্তিবিশিষ্ট জল-

তীর্থোপরিস্থিতদ্বিদ্বিতরুশাখাবলম্বনৈঃ।
যুতং নানাপুষ্পবাসশ্চিত্রৈর্দোলাচতুষ্টয়ৈঃ ॥ ২৭৬ ॥
(গোবি০ ৭।৪)

যাম্যে চম্পকয়োঃ পূর্বে নীপয়োরাম্রয়োঃ পরে।
সৌম্যে বকুলয়োর্বদ্ধরত্নহিন্দোলিকান্বিতম্ ॥ ২৭৭ ॥
(গোবি০ ৭।৫)

পূর্বাগ্নেয়দিশোর্মধ্যে প্রিয়কুণ্ডেন সঙ্গতম্।
তত্রোর্ধ্বে স্তম্ভকালম্বি চিত্রসেতু-সমন্বিতম্ ॥ ২৭৮ ॥
(গোবি০ ৭।৬)

চতুষ্কোণেষু বাসন্তীচতুঃশালাভিরাবৃতম্।
বানীর-কেশরাশোক-নিকুঞ্জৈঃ পরিতো বৃতম্ ॥ ২৭৯ ॥
(গোবি০ ৭।১০)

রাশিতে নিকুঞ্জাদির ছবিও প্রতিফলিত হইতেছে। (২৭৫) ঐ কুণ্ড—কহ্লার, উৎপল, পদ্ম, কৈরব-প্রমুখ অসংখ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের গন্ধে এবং হংস, সারস, চক্রবাক-মিথুন ও কারণ্ডবাদি পক্ষিনিচয়ের অতি আনন্দমদ-হেতু বহুবিধ খেলাজনিত কলকলধ্বনিতে মহারমণীয় এবং ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল ভ্রমরীগণের শত শত যূথের গুঞ্জনে সম্যক্ মঞ্জুল। (২৭৬) তীর্থোপরি বিরাজমান দুই দুই বৃক্ষের শাখাতে নানাবিধ কুসুম ও বসন দ্বারা জড়িত (চিত্রিত) দোলাচতুষ্টয় আলম্বিত রহিয়াছে। (২৭৭) দক্ষিণে চম্পকদ্বয়ে, পূর্বদিকে কদম্বদ্বয়ে, পশ্চিমদিকে আম্রদ্বয়ে এবং উত্তরদিকে বকুলশাখাদ্বয়ে রত্নঘটিত হিন্দোলা দুলিতেছে। (২৭৮) ঐ কুণ্ড পূর্বদিকে ও অগ্নিকোণের মধ্যে শ্যামকুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে, কুণ্ডদ্বয়ের সঙ্গম-স্থলে ঊর্দ্ধদেশে স্তম্ভবৎ লম্বমান বিচিত্র সেতু শোভা পাইতেছে। (২৭৯) ঘাটের চারিকোণ বাসন্তীচতুঃশালা এবং চারিদিক্ বানীর (বেতস),

গল-হৃদুদরনাভিশ্রোণিজানূরুদঘ্নৈঃ
ষড়ুদধিবসুকোণৈর্মণ্ডলাঙ্গৈশ্চ কৈশ্চিৎ।
শিশিরমনু সমুষ্ণৈর্গ্রীষ্মকালে সুশীতৈ-
র্বিবিধমণিনিবদ্ধৈর্দিক্ষু সোপানযুক্তৈঃ ॥ ২৮০ ॥
(গোবি০ ৭।৭)

মণিরুচিজলবীচি-ভ্রান্তিতৃষ্ণাভিভূতা
পতিতবিহগবৃন্দাচ্ছালবালান্তরালৈঃ।
পরিজনযুত-রাধা-কৃষ্ণয়োর্নর্মগোষ্ঠী-
প্রমদকৃদুপবেশানল্পবেদী-সুশোভৈঃ ॥ ২৮১ ॥
(গোবি০ ৭।৮)

নিচিতপৃথুতলানাং কুট্টিমৈশ্চিত্রবর্ণৈঃ
কুসুমিত-বহুবল্লীশ্লিষ্ট-শাখাভুজানাম্।
ঘনদলফলপুষ্পশ্রেণিভারানতানাং
বিততিভিরভিতঃ সংবেষ্টিতং পাদপানাম্ ॥ ২৮২ ॥
(গোবি০ ৭।৯)

নাগকেশর ও অশোককুঞ্জে পরিবৃত। (২৮০-২৮৩) শ্রীরাধাকুণ্ডের চতুর্দিকে আচ্ছন্ন করত বৃক্ষশ্রেণী ও কুসুমিত লতারাজি নিবিড় পল্লব-পুষ্পভরে অবনত রহিয়াছে। তরুর মূলদেশে বড় বড় বেদী ও প্রশস্ত মণিকুট্টিমশ্রেণী তলদেশে আলবালসদৃশ শোভা পাইতেছে। সোপান-সমূহে পরিশোভিত সেই কুট্টিমসকল গ্রীষ্মকালে শীতল ও শীতকালে উষ্ণ থাকে। কুট্টিমের উচ্চতা কণ্ঠ, হৃদয়, উদর, নাভি, নিতম্ব, জানু ও উরুদেশের অধিক নহে; কুট্টিমগুলি কোনওটী ষট্‌কোণ, কোনটি সপ্তকোণ, কোনটি অষ্টকোণ, আবার কোনটি বা গোলাকার; উহাদের প্রতি অকস্মাৎ দৃষ্টিপাত করিলে তরঙ্গ বলিয়া ভ্রম জন্মে, পক্ষিগণ তৃষ্ণাতুর হইয়া জল-

তদ্বহির্যৎসখীবৃন্দবৃহৎকুঞ্জাবলের্বহিঃ * ।
সৎফলৈঃ কদলীষণ্ডৈর্মণ্ডিতং শীতলচ্ছদৈঃ ॥ ২৮৩ ॥
(গোবি০ ৭।১১)

তদ্বহির্বাহ্যোপবনাশ্লিষ্টপুষ্পাটবীবৃতম্ ।
স্বমধ্যসলিলাদীব্যৎ-সসেতুরত্নমন্দিরম্ ॥ ২৮৪ ॥
(গোবি০ ৭।১২)

ঋতুরাজাদি-সর্বর্ত্তু গুণ-সেবিতকাননম্ ।
বৃন্দাসংমৃষ্টগন্ধাম্ভঃসংসিক্তাধ্বাঙ্গনালয়ম্ ॥ ২৮৫ ॥
(গোবি০ ৭।১৫)

অথ (তয়া) তোরণকোল্লোচ-পতাকালম্বগুচ্ছকৈঃ ।
পৌষ্পৈশ্চিত্রিত-কুঞ্জাধ্ব-দোলা-চত্বর-মণ্ডপম্ ॥ ২৮৬ ॥
(গোবি০ ৭।১৬)

পানাশায় ইতস্ততঃ উৎপতিত ও তাহাতে নিরন্তর নিপতিত হইয়া থাকে ; উহার বহুতর সুশোভিত বেদীসমূহে শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রিয়নর্মসখা ও সখীগণের সহিত সর্বদা আনন্দ-বিহার করেন। তাহার বাহিরে সখীগণের বৃহৎ কুঞ্জসমূহ, তাহার বাহিরে শীতলপত্রবিশিষ্ট সুন্দরফলযুক্ত কদলীবৃক্ষসমূহ শোভা পাইতেছে। (২৮৪) তাহার বাহিরে উপবন-সংশ্লিষ্ট পুষ্পবাটী এবং কুণ্ডের মধ্যে জলের উপরে সেতুযুক্ত রত্নমন্দির অপূর্ব শোভা-ধারণ করিয়াছে। (২৮৫) শ্রীকুণ্ডতীরস্থ কাননসকল বসন্তাদি সকল ঋতুর সকল গুণাবলিতে নিরন্তর সেবিত এবং তত্রত্য পথ, অঙ্গন ও আলয়াদি শ্রীবৃন্দা-কর্তৃক সম্মার্জিত ও সুগন্ধজলদ্বারা সংসিক্ত হইয়াছে। (২৮৬) পুষ্পময় তোরণ, চন্দ্রাতপ, পতাকা, আলম্ব (স্তম্ভ) ও পুষ্পগুচ্ছরাজিদ্বারা কুঞ্জমার্গ,

---

* তদ্বহিঃ পক্তিমাপক্কফলপুষ্পোৎকরাকরৈঃ। পরিতঃ...........

নবকমলদলালীপল্লবাবৃন্তনানা-
কুসুমরচিত-শয্যোচ্ছীর্ষচন্দ্রোপধানৈঃ।
সমধু-চষক-তাম্বূলাম্বুপাত্রাদিযুক্তৈঃ
সুললিত-তললীলাগার-কুঞ্জপ্রপঞ্চম্ ॥ ২৮৭ ॥
(গোবি০ ৭।১৭)

রাধাকৃষ্ণ-রহঃকথানুবদনাদাশ্চর্য্যমাধুর্য্যবদ্-
ধ্বানৈঃ শ্রীশুকশারিকাব্যতিকরৈরানন্দ-সর্বস্বদম্।
কর্ণাকর্ষি-কুহূঃ কুহূরিতিকলালাপৈর্বৃতং কোকিলৈ-
র্নৃত্যন্মত্তময়ূরমন্যবিহগৈশ্চানন্দকোলাহলম্ ॥ ২৮৮ ॥
(বৃন্দা০ ৪।১০৫)

হারীত-পারাবত-চাতকাদিক,-প্রহৃষ্ট-নানাবিধচিত্রপক্ষিণাম্।
কৃষ্ণেক্ষণানন্দবিফুল্লবর্ষ্মণাং, কর্ণামৃত-ধ্বানমনোজ্ঞ-কাননম্ ॥২৮৯॥
(গোবি০ ৭।২২)

চত্বর, দোলা ও মণ্ডপসকল বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে। (২৮৭) [কুঞ্জগৃহমধ্যে] অভিনব কমলদল, পল্লব ও বৃন্তশূন্য, নানা কুসুমে রচিত শয্যা শীর্ষোপধান, চন্দ্রাকারোপধান (তাকিয়া), মধুপূর্ণ পানপাত্র, তাম্বূল ও জলপাত্র প্রভৃতি দ্বারা সুললিত তলদেশস্থিত লীলানিকেতন কুঞ্জগৃহসমূহ বিরাজমান। (২৮৮) ঐ কুঞ্জরাজি—শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহোলীলা-সংকথনহেতু অতিসুন্দর শুকসারীগণের অত্যাশ্চর্য্যজনক সুমধুর ধ্বনিতে সকলের আনন্দ-সর্বস্বপ্রদ, শ্রবণাকর্ষি সুমধুর 'কুহু কুহু' রবকারী কোকিলগণে পরিব্যাপ্ত, নৃত্যপরায়ণ মত্তময়ূরগণে ভূষিত ও অন্যান্য পক্ষিনিচয়ের আনন্দকোলাহলে মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। (২৮৯) হারীত, পারাবত, চাতকাদি ও অন্যান্য বিচিত্র পক্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনজন্য হর্ষভরে প্রফুল্লদেহে কাননমধ্যে

রাকেশার্বুদ-নির্মঞ্ছ্য-রাধেশাস্যেন্দুপায়িভিঃ।
চকোরৈর্ন্যক্কৃত-ত্যক্তচন্দ্রৈর্বৃতনভস্থলম্ ॥ ২৯০ ॥
(গোবি০ ৭।২৩)

বিপক্কজালকাপক্কফলৈঃ কুসুম-পল্লবৈঃ।
মুকুলৈর্মঞ্জরীভিশ্চ নম্রৈর্বল্লীদ্রুমৈর্বৃতম্ ॥ ২৯১ ॥
(গোবি০ ৭।২৪)

অনেকপদ্মাকর-মধ্যসংস্থিতং
হরের্বিলাসার্চিত-তীরনীরকম্।
নানাব্জকান্ত্যুচ্ছলিতং নিরন্তরং
গুণৈর্জিতক্ষীরসমুদ্রমদ্ভুতম্ ॥ ২৯২ ॥
(গোবি০ ৭।২৫)

স্বসদৃক্তীরনীরেণ কৃষ্ণপাদাব্জ-জন্মনা।
নিজপার্শ্বোপবিষ্টেনারিষ্টকুণ্ডেন সঙ্গতম্ ॥ ২৯৩ ॥
(গোবি০ ৭।২৬)

কর্ণরসায়ন কলরব করিয়া উঠিল। (২৯০) অসংখ্য পূর্ণচন্দ্রবিনিন্দি শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্রমার সুধা পান করিতেই বুঝি চকোর-সকল চন্দ্রমণ্ডল ত্যাগ করত গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল!! (২৯১-২৯২) অহো! শ্রীহরির বিলাসে সম্মানিত শ্রীকুণ্ডের তীর ও নীর—পক্ক, ঈষৎ পক্ক ও অপক্ক ফল, কিশলয়, কুসুম; মুকুল ও মঞ্জরীভরে অবনত বৃক্ষ ও লতারাজিদ্বারা নিরন্তর আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। বহু বহু পদ্মাকর (পদ্মবন) মধ্যে বর্ত্তমান থাকায় ও নানাবিধ পদ্মের কান্তিতে বিচিত্রবর্ণ ধারণ করায় সেই কুণ্ডের জল হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন উহা ক্ষীরসমুদ্রের প্রতি উপহাস করিতেছে। (২৯৩) যাহার তীর ও নীর স্বসদৃশ—সেই কৃষ্ণপাদপদ্মোদ্ভব ও নিজপার্শ্বে (অর্থাৎ পূর্ব ও অগ্নিকোণ-

তীরে কুঞ্জা যস্য ভান্ত্যষ্টদিক্ষু
প্রেষ্ঠালীনাং স্বস্বনাম্না প্রসিদ্ধাঃ।
তাভিঃ প্রেম্ণা স্বীয়হস্তেন যত্নাৎ
ক্রীড়াতুষ্ট্যৈ প্রেষ্ঠয়োঃ সংস্কৃতা যে ॥ ২৯৪ ॥
(গোবি০ ৭।২৭)

তত্তৎকাষ্ঠাপ্রান্তবিচ্ছিন্নসীমা,-রামোদ্যানাবেশনাংশান্বিতাশ্চ।
তত্তৎসীমাভ্যন্তরোৎপন্নবৃক্ষ,-শ্রেণীযুগ্মাচ্ছন্নবর্ত্মালিযুক্তাঃ ॥২৯৫॥
(গোবি০ ৭।২৮)

উপরিতনুতরঙ্গাকার-চিত্রাঞ্চিশুদ্ধ-
স্ফটিকমণিচিতান্যস্ফারবর্ত্মানি তানি।
মরকতমণিবৃন্দৈরাচিতাভ্যন্তরাণি
প্রতনুলহরিকুল্যা-ভ্রান্তিমুৎপাদয়ন্তি ॥ ২৯৬ ॥
(গোবি০ ৭।২৯)

মধ্যস্থ) শ্রীশ্যামকুণ্ডের সহিত মিলিত রহিয়াছে। (২৯৪) সেই রাধাকুণ্ডের তীরে উত্তরদিক্ হইতে বায়ুকোণ-পর্য্যন্ত শ্রীললিতাদি অষ্ট প্রিয়তমা সখীদের স্বস্বনামে বিখ্যাত কুঞ্জসমূহ শোভা পাইতেছে। ঐ সকল কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণ কেলি করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের ক্রীড়াতুষ্টির নিমিত্ত সখীগণ স্বয়ং সেই সেই কুঞ্জের সংস্কারাদি যাবতীয় কার্য্য স্বহস্তে সযত্নে সম্পাদন করিয়া থাকেন। (২৯৫) সখীগণের ঐ সকল কুঞ্জের প্রান্তে বিভিন্ন সীমান্তে উপবন, উদ্যান ও শিল্পশালাসকল বিরাজিত, সেই সীমা-সকলের মধ্যস্থলে যে সকল বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা দুইদিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকাতে পথসকল আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। (২৯৬) ক্ষুদ্র তরঙ্গাকার চিত্ররচনাযুক্ত বিশুদ্ধ স্ফটিকময় সেই সমস্ত অপ্রশস্ত আশ্চর্য্য পথের মধ্যভাগ মরকতমণিদ্বারা ব্যাপ্ত থাকায় তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র-

মণিচয়-রচনাভিঃ স্বেষু ভিত্তিভ্রমং দ্রাক্
স্বনিকটমণিভিত্তৌ চাত্মবুদ্ধিং দধদ্ভিঃ।
উপবনযুগমধ্যে দ্বারবৃন্দৈর্যুতানি
প্রবিশদিতরলোকে দর্শনাদেব ভান্তি ॥ ২৯৭ ॥

(গোবি০ ৭।৩০)

চকাস্ত্যুদীচ্যাং দিশি তীর্থ-সন্নিধা,-বনঙ্গরঙ্গাম্বুজনাম-চত্বরম্।
পদ্মাভ-কুঞ্জাষ্টদলৈর্বিরাজিতং, সুহেমরম্ভাবলি-কেশরান্বিতম্ ॥২৯৮

(গোবি০ ৭।৩১)

সহস্রপত্রাম্বুজ-সন্নিভং স্ফুরৎ
সুবর্ণসংকুট্টিমমঞ্জুকর্ণিকম্।
লীলানুকূল্যোচিত-সন্ততোল্লসদ্-
বিস্তীর্ণতালাঘবমুন্নতপ্রভম্ ॥ ২৯৯ ॥

(গোবি০ ৭।৩২)

তরঙ্গযুক্ত সরোবর বলিয়া প্রতীতি হয়। (২৯৭) ঐ সকল পথ দুই দুই উপবনের মধ্যে দ্বারসকলের দ্বারা সংযুক্ত আছে, দ্বারদেশে যে সকল মণি-রচনা বিন্যস্ত আছে, তাহা দেখিলে জনসাধারণের দ্বারে ভিত্তিভ্রম ও ভিত্তিতে দ্বারভ্রম হইয়া থাকে।

শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরে (১) ললিতানন্দদ-কুঞ্জ-বর্ণনাদি

(২৯৮) শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তিঘাটের নিকট অষ্টদলপদ্মের আকার অষ্টকুঞ্জে বিরাজিত, **'অনঙ্গরঙ্গাম্বুজ'** নামক একটি চত্বর বিরাজ করিতেছে; সুন্দর হেমরম্ভাবলি উহার কেশর। (২৯৯) সহস্র-দলকমলাকার হেম-নির্মিত কুট্টিমসকল উহার কর্ণিকা, লীলানুকূল কখনও বিস্তীর্ণ এবং কখনও বা সঙ্কুচিত স্বভাববিশিষ্ট; উহা অতি সমুজ্জ্বলপ্রভাযুক্তও বটে।

ললিতা-শিষ্যয়া নিত্যং কলাবত্যা সুসংস্কৃতম্।
সর্বর্ত্তু সুখসম্পন্নং নানাকেলিরসাকরম্॥ ৩০০ ॥
(গোবি০ ৭।৩৩)

ললিতানন্দদং রাধাকৃষ্ণয়োঃ সবয়স্যয়োঃ।
নিকুঞ্জরাজয়োঃ পট্টমন্দিরং স্ফুরদিন্দিরম্॥ ৩০১ ॥
(গোবি০ ৭।৩৪)

মাণিক্যকেশরশ্রেণী-বেষ্টিতস্বর্ণকর্ণিকম্।
বহির্বহিঃ ক্রমাদ্বর্দ্ধমান-সংখ্যা-প্রমাণকৈঃ॥ ৩০২ ॥
(গোবি০ ৭।৩৫)

ঐকৈকবর্ণ-সদ্রত্ন-কদম্বেনাচিতৈঃ পৃথক্।
রচিতং বহুভিশ্চারু সমপত্রালি-মণ্ডলৈঃ॥ ৩০৩ ॥
(গোবি০ (৭।৩৬)

পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদকরৈঃ শৈত্যাদ্যজগুণৈর্যুতম্।
তদ্বহিঃ ক্রমশঃ স্বর্ণৈ র্বৈদুর্যৈরিন্দ্রনীলকৈঃ॥ ৩০৪ ॥
(গোবি০ ৭।৩৭)

---

(৩০০) ললিতার শিষ্যা কলাবতী উহার সংস্কার-বিষয়ে সতত যত্নবতী, সকল ঋতুর সকল সুখ উহাতে অনুভূত হয় এবং উহা বিবিধ কেলিবিনোদের আকরস্বরূপ। (৩০১) এই 'ললিতানন্দদ' কুঞ্জ বয়স্যাগণ-সহিত নিকুঞ্জরাজ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পট্টমন্দিররূপে বিরাজ করিতেছে; উহাতে লক্ষ্মী (শোভা-সম্পত্তি) সতত বর্ত্তমান রহিয়াছে। (৩০২-৩০৩) ঐ কুঞ্জটি পদ্মাকারে বিরচিত—উহার কেশরসমূহ মাণিক্যরচিত, কর্ণিকাগুলি সুবর্ণরচিত, এবং এক-এক বর্ণের রত্ননির্মিত সমানপত্রবিশিষ্ট অনেক মণ্ডল-বিভাগে প্রস্তুত। কর্ণিকার বাহিরে কেশর ও কেশরের বাহিরে পত্র থাকায় উহাদের মান ও সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। (৩০৪-৩০৭) ঐগুলি কমলসদৃশ পঞ্চেন্দ্রিয়ের আহ্লাদকর শৈত্যাদিগুণযুক্ত, সেই কর্ণিকার বাহিরে বাহিরে

স্ফটিকৈঃ পদ্মরাগৈশ্চ চিতৈর্ম্মণ্ডপ-পঞ্চকৈঃ।
শোভিতং মণ্ডপেষ্বন্তর্নানারত্ন-বিনির্ম্মিতৈঃ ॥ ৩০৫ ॥
(গোবি০ ৭।৩৮)

কেবলৈর্ম্মিথুনীভাব-সঙ্গৈর্মৃগপক্ষিভিঃ।
দেবৈর্নৃভির্যুতঞ্চান্যৈশ্চিত্রিতৈ রসদীপনৈঃ ॥ ৩০৬ ॥
(গোবি০ ৭।৩৯)

পঞ্চবর্ণ-ভূরিচিত্রপুষ্পপত্র-বিস্ফুরৎ
কেশরাদিশাখি-শাখিকালি-সদ্বিতানকম্।
অন্তরস্য ভাতি জানুদঘ্নরত্নকুট্টিমা-
গার-মধ্যকর্ণিকাসহস্রপত্র-সারসম্ ॥ ৩০৭ ॥
(গোবি০ ৭।৪০)

আমূলপুষ্পিতাশোকবল্লীমণ্ডল-সঞ্চয়ৈঃ।
সিতারুণ-হরিৎ-পীত-শ্যামপুষ্পৈঃ প্রকল্পিতৈঃ ॥ ৩০৮ ॥
(গোবি০ ৭।৪১)

যথাক্রমে স্বর্ণ, বৈদূর্য্য, ইন্দ্রনীল, স্ফটিক ও পদ্মরাগ প্রভৃতিদ্বারা খচিত পাঁচটি মণ্ডপ বিরাজিত থাকিয়া তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। মণ্ডপের মধ্যদেশে বিবিধরত্ননির্ম্মিত মিথুনীভাবাপন্ন মৃগ, পক্ষী, দেবতা, মনুষ্য, অন্যান্য প্রাণীদের এবং গন্ধর্বকিন্নরাদির বিচিত্র প্রতিমূর্ত্তি বর্ত্তমান থাকায় ঐ মণ্ডপ অনির্বাচ্য রসের উদ্দীপন করিতেছে। শুক্ল, রক্ত, হরিৎ, পীত ও শ্যাম—এই পঞ্চবর্ণ পত্র, পুষ্পদ্বারা শোভমান কেশরাদি বৃক্ষশাখা-সমূহ যাহার উত্তম চন্দ্রাতপরূপে পরিশোভিত, সেই মণ্ডপের মধ্যভাগে সহস্রদলপদ্মের আকার জানুপরিমিত রত্নময়-কুট্টিম কর্ণিকার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে। (৩০৮) 'অনঙ্গরঙ্গাম্বুজ'-চত্বরের **বায়ুকোণে 'বসন্ত-সুখদ' কুঞ্জ**—মূল-অবধি অগ্রভাগ-পর্য্যন্ত কুসুম-সমাকীর্ণ অশোকলতা-

পদ্মপুষ্পদলাকারৈরুপকুঞ্জাষ্টকৈর্বৃতম্।
প্রবীণতাদৃশাশোকতরুকুঞ্জবরাটকৈঃ ॥ ৩০৯ ॥
(গোবি০ ৭।৪২)

বসন্তসুখদং যস্ত ভৃঙ্গকোকিল-নাদিতম্।
বায়ব্যাং দিশি ভাত্যষ্টদলকুঞ্জাম্বুজং দলম্ ॥ ৩১০ ॥
(গোবি০ ৭।৪৩)

শ্রীপদ্মমন্দিরং নাম নৈঋর্ত্যাং রাজতে দলম্।
চতুর্দ্বারং চতুষ্পার্শ্বে বাতায়ন-সমন্বিতম্ ॥ ৩১১ ॥
(গোবি০ ৭।৪৪)

নানামণিচিতানেক-চিত্রভিত্তি-চতুষ্টয়ম্।
অন্তঃ সকৃষ্ণগোপীনাং পূর্বরাগাদি-চেষ্টিতৈঃ ॥ ৩১২ ॥
(গোবি০ ৭।৪৫)

রাসকুঞ্জবিলাসৈশ্চ ললিতাচিত্রিতৈর্যুতম্।
পূতনারিষ্টসংহারাদ্যন্ত-তচ্চরিতৈর্বহিঃ ॥ ৩১৩ ॥
(গোবি০ ৭।৪৬)

সমূহে এবং শ্বেত, অরুণ, হরিৎ, পীত ও শ্যামবর্ণ পুষ্পচয়ে বিভূষিত বিবিধ লতারাজিতে পরিকল্পিত (৩০৯) প্রশস্ত, উচ্চ ও বিস্তীর্ণ ঐপ্রকার আমূল পুষ্পযুক্ত অশোক-তরুকুঞ্জপুঞ্জই যাহার কর্ণিকা—এবম্বিধ পদ্মপুষ্পদলাকার অষ্ট উপকুঞ্জে পরিবেষ্টিত (৩১০) 'বসন্তসুখদ' নামক ঐ কুঞ্জটি ললিতানন্দদ কুঞ্জের বায়ুকোণে বিরাজ করিতেছে ; উহাও অষ্টদলপদ্মাকৃতি এবং ভ্রমর ও কোকিলকুলে নিরন্তর শব্দায়মান। (৩১১) ললিতাকুঞ্জের **নৈঋর্ত-কোণে 'শ্রীপদ্মমন্দির'** নামক চতুষ্পার্শ্বে চতুর্দ্বারযুক্ত ও গবাক্ষসমন্বিত দল আছে। (৩১২) নানাবিধ মণিসমূহে খচিত ও বহুবিধ চিত্রে বিচিত্র ভিত্তি-চতুষ্টয়ে সুশোভিত সেই মন্দির-ভিত্তিতে (৩১৩) শ্রীকৃষ্ণসহিত গোপীদের

রত্নালিদ্যুতি-কিঞ্জল্কং সদ্গর্ভাগার-কর্ণিকম্।
বহিরব্জদলাকারৈর্বৃতং ষোড়শ-কোষ্ঠকৈঃ ॥ ৩১৪ ॥

(গোবি০ ৭।৪৭)

তত্তদ্‌যুগান্তরালস্থৈর্দ্ব্যষ্টোপকোষ্ঠকৈরপি।
ঊর্দ্ধে তাদৃক্‌সন্নিবেশ-স্ফুরদট্টালিকান্বিতম্ ॥ ৩১৫ ॥

(গোবি০ ৭।৪৮)

অন্তরন্তঃ ক্রমাদুচ্চনির্ভিত্তি-স্তম্ভপঙ্‌ক্তিষু।
স্ফাটিকীষু সুবিন্যস্ত-প্রবালবলভীকুলে ॥ ৩১৬ ॥

(গোবি০ ৭।৪৯)

ছাদিতেন মহারত্ন-পটলৈস্তির্য্যগূর্দ্ধগৈঃ।
ভ্রাজিতেন সুকুম্ভেন শিখরেণ বিরাজিতম্ ॥ ৩১৭ ॥

(গোবি০ ৭।৫০)

পূর্বরাগাদি চেষ্টা ও রাস, কুঞ্জাদিবিলাস এবং বহির্দেশে পূতনাবধ হইতে আরম্ভ করিয়া অরিষ্টবধান্ত শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় লীলাচরিত্র শ্রীললিতাদেবী প্রতিমূর্ত্তিরূপে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। (৩১৪) রত্নসমূহের কান্তিই উহার কিঞ্জল্ক এবং অভ্যন্তরস্থ গৃহগুলিই তাহার কর্ণিকা, বাহিরে পদ্মদলাকারে ষোলটি কোষ্ঠে বিদ্যমান। (৩১৫) ঐ ষোল কোষ্ঠের মধ্যে মধ্যে আবার ষোলটি উপকোষ্ঠও রহিয়াছে, মন্দিরের উর্দ্ধভাগেও ঠিক এইরূপ ষোলটি কোষ্ঠে ও ষোলটি উপকোষ্ঠে সুসজ্জিত অট্টালিকাসমূহ বর্ত্তমান। (৩১৬) উপর্যুপরি সন্নিবেশিত ভিত্তিশূন্য স্ফটিকনির্মিত স্তম্ভপংক্তির উপর বিন্যস্ত প্রবাল-রচিত বলভীসমুদয়, (৩১৭) তদুপরি ক্রমাগত বক্রভাবে উর্দ্ধগামী মহারত্নসমূহকৃত জলাদিনিবারক গৃহাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত ও সুশোভন কলসরাজি উহাতে শিখর- (চূড়া) রূপে বিরাজিত থাকিয়া অসীম সুষমা-

অত্যুচ্চেন বনালোক-সুখদেন নিজেশয়োঃ।
মুক্তপার্শ্বতৃতীয়োচ্চখণ্ডেন চ সুমণ্ডিতম্॥ ৩১৮ ॥
(গোবি০ ৭।৫১)

অধোরত্নাচিতানেকচিত্রচিত্রেণ ভাস্বতা।
উপকুট্টিমযুগ্মান্তর্দিক্ষু সোপান-শোভিনা॥ ৩১৯ ॥
(গোবি০ ৭।৫২)

কণ্ঠদঘ্নাতিবিস্তীর্ণ-কুট্টিমেনাভিতো বৃতম্।
পরিতস্তাবদুচ্চানাং প্রান্তোৎপন্নমহীরুহাম্॥ ৩২০ ॥
(গোবি০ ৭।৫৩)

ফলৈঃ পুষ্পৈশ্চ সংশ্লিষ্ট-কুট্টিমপ্রান্তদেশকম্।
কেলিরত্নাকরং রাধাকৃষ্ণয়োঃ সবয়স্যয়োঃ॥ ৩২১ ॥
(গোবি০ ৭।৫৪)

আগ্নেয্যাং ভাতি পদ্মাভ-রত্নহিন্দোল-কুট্টিমম্।
পূর্বাপরদিগুৎপন্ন-প্রবীণবকুলাগয়োঃ॥ ৩২২ ॥
(গোবি০ ৭।৫৫)

মণ্ডিত করিয়াছে। (৩১৮) সেই মন্দিরের তৃতীয় উচ্চখণ্ডের পার্শ্বত্রয় অনাবৃত এবং উহা নানারত্নমণ্ডলে মণ্ডিত। সেই অত্যুচ্চ অট্টালিকায় অবস্থানপূর্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণ বনশোভা দেখিয়া থাকেন। (৩১৯) উহার নিম্নভাগে রত্নসমূহে খচিত, বহু বহু মনোমোহন চিত্রে দেদীপ্যমান যে উপকুট্টিমসকল আছে, তাহাদের দুই দুইটির মধ্যে সোপানশ্রেণী-শোভিত (৩২০) কণ্ঠপর্য্যন্ত উন্নত অতিবিস্তীর্ণ কুট্টিম ঐ সোপানের চতুর্দিকে আকণ্ঠ-বিস্তীর্ণ প্রান্তদেশ-সমুৎপন্ন বৃক্ষরাজির (৩২১) ফল ও পুষ্পসমূহে সংশ্লিষ্ট হইয়া কুট্টিমের প্রান্তদেশটিও শোভা বিস্তার করিতেছে। উহা বয়স্যাগণ-সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলিরত্নাকর। (৩২২) ললিতানন্দদ-কুঞ্জের **অগ্নি-কোণে** পদ্মাকার রত্নময় **হিন্দোলকুট্টিম** শোভা পাইতেছে ; পূর্ব ও

সাচি কিঞ্চিদ্‌বিনির্গত্য গত্যা বক্রোর্দ্ধ্বয়োপরি।
মিলিতাভ্যাং সুশাখাভ্যাং ছাদিতং মণ্ডপাকৃতি ॥৩২৩॥
(গোবি০ ৭।৫৬)

তচ্ছাখামূল-সংনদ্ধৈঃ পট্টরজ্জু-চতুষ্টয়ৈঃ।
দৃঢ়ৈর্বদ্ধচতুষ্কোণং নাভিমাত্রোচ্চ-সংস্থিতি ॥ ৩২৪ ॥
(গোবি০ ৭।৫৭)

পদ্মরাগাষ্টপট্টীভিঃ প্রবালজ-পদাষ্টকৈঃ।
ঘটিতং হস্তমাত্রোচ্চপট্টীবেষ্টন-কেশরম্ ॥ ৩২৫ ॥
(গোবি০ ৭।৫৮)

দ্ব্যষ্টপত্রাম্বুজাকার-রত্নালিচিত্রকর্ণিকম্।
দ্বিদ্বিপাদান্বিতাম্ভোজ-দলাভাষ্টদলৈর্বৃতম্ ॥ ৩২৬ ॥
(গোবি০ ৭।৫৯)

রত্নপট্টীকেশরান্তর্দ্বারাষ্টক-সুসংযুতম্।
দক্ষিণে দলপার্শ্বস্থারোহদ্বারদ্বয়ান্বিতম্ ॥ ৩২৭ ॥
(গোবি০ ৭।৬০)

পশ্চিমদিকে সমুৎপন্ন দুইটি বকুলবৃক্ষের (৩২৩) সুন্দর শাখা পরস্পর মিলিত হইয়া ঊর্দ্ধদেশে বক্রগতিতে মণ্ডপের ন্যায় উহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। (৩২৪) সেই বকুলবৃক্ষদ্বয়ের শাখা-দুইটির মূলদেশে একটি দোলা আছে, দৃঢ় পট্টরজ্জুদ্বারা চতুষ্কোণ আবদ্ধ থাকায় ঐ দোলা নাভিমাত্র উচ্চপ্রদেশে দোলায়মান আছে। (৩২৫) ঐ হিন্দোলাতে পদ্মরাগমণি-নির্মিত আটখানি পট্টী ও প্রবালখচিত আটটি পদ্ম আছে; এক হস্ত উচ্চ বেষ্টনপট্টীই উহার কেশর। (৩২৬) ষোড়শদলাকার পদ্মশ্রেণীই উহার বিচিত্র কর্ণিকা, হিন্দোলা দুই দুই পাদে অন্বিত পদ্মদলাকার অষ্টদলে পরিবৃত হইয়াছে। (৩২৭) রত্নপট্টীর কেশরসমূহ-মধ্যে আটটি দ্বার আছে, উহার দক্ষিণ-দলের পার্শ্বে আরোহণার্থ দুইটি দ্বার সংযুক্ত

লঘুস্তম্ভদ্বয়াসক্তপট্টীপৃষ্ঠাবলম্বকম্।
পট্টতূলীলসন্মধ্যং পার্শ্বপৃষ্ঠোপধানকম্॥ ৩২৮॥
(গোবি০ ৭।৬১)

নানাচিত্রাংশুকৈশ্ছন্নং স্বর্ণসূত্রাম্বরৈরপি।
লসচ্চন্দ্রাবলীমুক্তাদামগুচ্ছবিতানকম্॥ ৩২৯॥
(গোবি০ ৭।৬২)

যত্রাষ্টদলগালীনাং মধ্যগৌ রাধিকাচ্যুতৌ।
গায়দন্যবয়স্যাভির্বৃন্দা দোলয়তীশ্বরৌ॥ ৩৩০॥
(গোবি০ ৭।৬৩)

স্বারূঢ়-রাধাচ্যুতয়োঃ সর্বাভিমুখতাকরম্।
হিন্দোলাম্বুজমাভাতি মদনান্দোলনাভিধম্॥ ৩৩১॥
(গোবি০ ৭।৬৪)

ঐশান্যাং ভাত্যষ্টপদ্মং মাধবীকুঞ্জ-সারসম্।
মাধবানন্দদং নাম নানালীলোপহারযুক্॥ ৩৩২॥
(গোবি০ ৭।৬৫)

আছে। (৩২৮) ক্ষুদ্র স্তম্ভদ্বয়ে সংসক্ত, শ্রীরাধাকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশের অবলম্বন-স্বরূপ, হিন্দোলার মধ্যস্থলে বসিবার জন্য পট্টবস্ত্রের তুলী (তোষক) এবং পার্শ্ব ও পৃষ্ঠের উপধান (বালিশ) রহিয়াছে। (৩২৯) উহার উপরিদেশে নানাবিধ চিত্র-বিচিত্র বসন ও স্বর্ণসূত্রজড়িত বসনে আচ্ছাদিত কৃত্রিম চন্দ্রশ্রেণী, মুক্তামালা ও গুচ্ছমণ্ডিত চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে। (৩৩০) ঐ হিন্দোলাম্বুজের অষ্টদলস্থ সখীগণের মধ্যে সমাসীন স্বেশ্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বৃন্দাদেবী দোলানিম্নস্থ অন্যান্য গায়িকা সখীদের সহিত দোলাইয়া থাকেন। (৩৩১) যখন শ্রীরাধাকৃষ্ণ 'মদনান্দোলন'-নামক হিন্দোলায় আরোহণ করেন, তখন মনে হয়, যেন ঐ যুগল—সকলের সম্মুখেই অবস্থান করিতেছেন। (৩৩২) ললিতানন্দদ-কুঞ্জের **ঈশানকোণে** নানালীলার উপহার সামগ্রীতে

ফুল্লমল্লীভিরাশ্লিষ্টনম্রশাখাভুজব্রজৈঃ।
ছাদিতং ফুল্লপুন্নাগৈশ্চন্দ্রকান্তচিতান্তরম্ ॥ ৩৩৩ ॥
(গোবি০ ৭।৬৬)

পদ্মপত্রাকারকুঞ্জৈর্বেষ্টিতং স্বর্ণকর্ণিকম্।
উদীচ্যাং মণিকিঞ্জল্কং ভাতি কুঞ্জং সিতাম্বুজম্ ॥৩৩৪॥
(গোবি০ ৭।৬৭)

নম্রশাখাভুজাশ্লিষ্ট-ফুল্লহেমলতাচয়ৈঃ।
তমালৈঃ কল্পিতং জিষ্ণু-নীলরত্নাবলিচিতম্ ॥ ৩৩৫ ॥
(গোবি০ ৭।৬৮)

নীলপদ্মদলাকারৈরুপকুঞ্জাষ্টকৈর্বৃতম্।
সুবর্ণকর্ণিকং প্রাচ্যাং ভাতি কুঞ্জাসিতাম্বুজম্ ॥ ৩৩৬ ॥
(গোবি০ ৭।৬৯)

অবাচ্যাং পদ্মরাগাদি-চিতান্তর্বাহ্যমণ্ডলম্।
লবঙ্গৈশ্ছাদিতং ফুল্লৈর্ভাতি কুঞ্জারুণাম্বুজম্ ॥ ৩৩৭ ॥
(গোবি০ ৭।৭০)

পরিপূর্ণ অষ্টদল-পদ্মাকৃতি **'মাধবানন্দদ'**-নামক মাধবীকুঞ্জপদ্ম অবস্থিত। (৩৩৩) প্রফুল্ল মল্লিকাদ্বারা আশ্লিষ্ট অবনত শাখারূপ-ভুজসকলে ও প্রস্ফুটিত নাগকেশরসমূহে সমাচ্ছন্ন **'সিতাম্বুজ'**-নামক কুঞ্জ ললিতানন্দদকুঞ্জের **উত্তরদিকে** বিরাজমান, উহার মধ্যদেশটি চন্দ্রকান্তমণি-খচিত ; (৩৩৪) কর্ণিকাগুলি সুবর্ণময়, কিঞ্জল্কগুলি মণিময় ; পদ্মপত্রাকৃতি কুঞ্জাবলি ঐ কুঞ্জকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। (৩৩৫—৩৩৬) নীলপদ্মের আবার আর একটি কুঞ্জ ঐ ললিতাকুঞ্জের **পূর্ব দিকে** পূর্ববৎ শোভা পাইতেছে ; উহা নম্রশাখারূপ ভুজদ্বারা আলিঙ্গিত প্রফুল্ল হেমলতাসমূহে পরিবেষ্টিত, তমালাদিবৃক্ষসমূহে সুসজ্জিত এবং অত্যুৎকৃষ্ট নীলরত্নরাজি-খচিত, উহার নাম—**অসিতাম্বুজ কুঞ্জ,** নীলপদ্মদলাকার আটটি উপকুঞ্জে উহা বেষ্টিত এবং উহার কর্ণিকা সুবর্ণ-নির্মিত। (৩৩৭) ঐ ললিতাকুঞ্জের **দক্ষিণদিকে**

কুঞ্জং হেমাম্বুজং ভাতি প্রতীচ্যাং ফুল্লচম্পকৈঃ।
বল্লীভিশ্ছাদিতং হেমচিতবাহ্যান্তরালকম্॥ ৩৩৮॥
(গোবি০ ৭।৭১)

এবমুত্তরাদিকুঞ্জা ভান্তি রাধাহরি-প্রিয়াঃ।
নানাবর্ণাকারভেদাদ্ দৃশাং বিস্ময়কারিণঃ॥ ৩৩৯॥
(গোবি০ ৭।৭২)

প্রতিবিদিশমুদঞ্চচ্চম্পকানাঞ্চতুর্ণা-
মরুণহরিতপীতশ্যামপুষ্পোচ্চয়ানাম্।
বরপরিমলধারাক্ষিপ্তগন্ধান্তরাণাং
প্রতিদিশমধিরোহন্ মাধবী-বেষ্টিতানাম্॥ ৩৪০॥
(গোবি০ ৭।৭৩)

'অরুণাম্বুজ'-নামক কুঞ্জ শোভিত, উহার মধ্যমণ্ডল ও বাহিরমণ্ডল পদ্মরাগাদি মণিমালায় খচিত, এবং প্রফুল্ল লবঙ্গলতাসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। (৩৩৮) ঐ ললিতাকুঞ্জের **পশ্চিমদিকে 'হেমাম্বুজ'**-নামক কুঞ্জ বিরাজিত, উহা প্রফুল্লচম্পকবৃক্ষে ও হেমচম্পকলতাসমূহে আচ্ছন্ন এবং উহার মধ্য ও বাহ্যদেশ স্বর্ণমণ্ডিত রহিয়াছে। (৩৩৯) এই প্রকারে ললিতানন্দদ-কুঞ্জের উত্তরাদি অষ্টদিকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয়তম-কুঞ্জসকল নানাবর্ণ ও নানা আকারভেদে নয়নের বিস্ময়কারী হইয়া শোভা পাইতেছে।

(২) শ্রীরাধাকুণ্ডের ঈশানকোণে মদনসুখদ-নামক বিশাখানন্দদ-কুঞ্জের বর্ণনাদি

(৩৪০) ঐ কুণ্ডের **ঈশানকোণে** সুপ্রসিদ্ধ **'মদনসুখদ'** নামক **বিশাখানন্দদ**-কুঞ্জরাজ বিরাজমান, উহার চারিকোণে চারিটি চম্পকতরু বিদ্যমান আছে; উহাদের অরুণ, হরিৎ, পীত ও শ্যামবর্ণ কুসুমের সৌগন্ধ্য

ব্যতিস্থমিলিত-তির্য্যঙ্‌নির্গতৈঃ কৈশ্চিদন্যৈ-
রুপরিঘটিতসঙ্গৈঃ স্নিগ্ধশাখাসমূহৈঃ।
শুকপিকমধুপানাং নীলপীতারুণানাং
মধুরনিনদরম্যৈশ্ছাদিতঃ সৌধতুল্যঃ ॥ ৩৪১ ॥

(গোবি০ ৭।৭৪)

স্থলজলজনি-পুষ্পৈঃ পল্লবৈঃ ক্‌ৢপ্তনানা-
ভরণ-বসন-শয্যা-সদ্বিতানাদি-পূর্ণঃ।
অরুণ-বিশদ-পীত-শ্যাম-পদ্মোৎপলাদ্যৈ-
র্দিশি বিদিশি সনালৈঃ কল্পিতানেকচিত্রঃ ॥ ৩৪২ ॥

(গোবি০ ৭।৭৫)

জঠরশর-শলাকৈঃ পল্লবৈশ্চিত্রপুষ্পৈ-
র্ঘটিত-মৃদুকবাটী-প্রাবৃতদ্বাশ্চতুষ্কঃ।
মদকলচলভৃঙ্গানীকিনী-দ্বারপালো
মণিচয়চিতভূমিদ্ব্যষ্টপত্রাব্জমধ্যঃ ॥ ৩৪৩ ॥

(গোবি০ ৭।৭৬)

অন্য গন্ধ নিবারণ করত কুঞ্জের চতুর্দিক আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। (৩৪১) অধিকন্তু নীল, পীত ও হরিৎ বর্ণ, সুমধুর সঙ্গীতকারী শুক, পিক ও অলিসমূহে রমণীয় এবং মাধবীলতা চম্পকশাখা সকলও পরস্পর মিলিত, বক্রভাবে নির্গত এবং উপরিভাগে প্রাপ্তসঙ্গ অন্য কোনও স্নিগ্ধশাখাসমূহে আচ্ছাদিত হওয়ায় ঐ বিশাখানন্দদ কুঞ্জটীকে রাজভবনতুল্য দেখাইতেছে। (৩৪২) স্থলজপুষ্প, জলপুষ্প ও পল্লবরচিত আভরণ, বসন, শয্যা ও চন্দ্রাতপাদিদ্বারা পূর্ণ এবং মৃণালসহ অরুণ, শুক্ল, পীত ও শ্যামবর্ণের পদ্ম-উৎপলাদি কুসুমচয়দ্বারা দিগ্‌বিদিকে নানাপ্রকার চিত্র চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। (৩৪৩) মধ্যদেশে শরশলাকাতে পরিগ্রথিত পল্লব ও বিচিত্র

বহিরপি ততশাখাচ্ছাদিতাভিঃ সমন্তা-
চ্চতসৃভিরতিভাভির্বেষ্টিতো দেহলীভিঃ।
অনিশমিহ বিশাখা-শিষ্যয়া মঞ্জুমুখ্যা
রচননিপুণমত্যা সংস্কৃতোঽধ্যক্ষয়াস্য ॥ ৩৪৪ ॥

(গোবি০ ৭।৭৭)

শিবহরিতি তটস্থোঽপ্যেষ রাধাবকারে-
র্বিহরণ-রসবন্যা-প্লাবিতাত্মা সমন্তাৎ।
মদনসুখদনামা লোচনানন্দধামা
বিলসতি স বিশাখানন্দদঃ কুঞ্জরাজঃ ॥ ৩৪৫ ॥

(গোবি০ ৭।৭৮)

বিচিত্রবৃক্ষবল্লীভিশ্চিত্ররত্নৈশ্চিতান্তরঃ।
চিত্রবর্ণৈঃ খগৈর্ভৃঙ্গৈঃ কুট্টিমৈঃ প্রাঙ্গণৈর্বৃতঃ ॥ ৩৪৬ ॥

(গোবি০ ৭।৭৯)

কুসুমসমূহে নির্মিত ক্ষুদ্রকবাটচতুষ্টয় কুঞ্জের দ্বারচতুষ্কের আবরণ-রূপে সুসজ্জিত আছে। মদমত্ত চঞ্চল ভ্রমরাবলী দ্বারপালের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে; কুঞ্জের মধ্যদেশ মণিসমূহে খচিত ও ষোড়শদল পদ্মাকার। (৩৪৪) বাহিরে চতুর্দিকে বিস্তৃত শাখাসমূহে আচ্ছাদিত এবং মহাকান্তিবিশিষ্ট দেহলী-চতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত—এই কুঞ্জের অধ্যক্ষা, নানা-চিত্ররচনা-সুদক্ষা শ্রীবিশাখাশিষ্যা মঞ্জুমুখী নিয়ত এই কুঞ্জের সংস্কারে নিযুক্তা আছেন। (৩৪৫) ইহা প্রেমরসস্বরূপ রাধাকুণ্ডের ঈশান-কোণে অবস্থিত হইয়াও নিরন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহার-রসবন্যায় আপ্লাবিত হইতেছে। এই মদনসুখদনামক বিশাখানন্দদ কুঞ্জরাজ নয়নানন্দপ্রদ হইয়া বিরাজ করিতেছে।

চিত্র-মণ্ডপসংযুক্তশ্চিত্রহিন্দোলিকান্বিতঃ।
প্রাচ্যাং চিত্রানন্দদাখ্যশ্চিত্রকুঞ্জো বিরাজতে ॥ ৩৪৭ ॥
(গোবি০ ৭।৮০)

স্ফটিকৈরিন্দুকান্তৈশ্চ চিতকুট্টিমচত্বরঃ।
চিত্রিতঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ কৈরবৈর্মল্লিকাদিভিঃ ॥৩৪৮॥
(গোবি০ ৭।৮১)

শুভ্রপুষ্পদলৈর্বৃক্ষৈর্বল্লীভিশ্চ সমন্বিতঃ।
শুভ্রালিপিককীরাদ্যৈঃ শব্দজ্ঞৈর্য়ৈর্নিনাদিতঃ ॥ ৩৪৯ ॥
(গোবি০ ৭।৮২)

শুভ্রবেশৌ তু রাকায়াং রাধাকৃষ্ণৌ সহালীভিঃ।
ক্রীড়ন্তাবপি নেক্ষ্যেতে কৈশ্চিদ্‌যত্রাগতৈরপি ॥ ৩৫০ ॥
(গোবি০ ৭।৮৩)

---

(৩) শ্রীকুণ্ডের পূর্বদিকে চিত্রানন্দদ কুঞ্জ-বর্ণনা

(৩৪৬-৪৭) শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্বদিকে **চিত্রানন্দদ**-নামক বিচিত্র কুঞ্জ বিচিত্রভাবে বিরাজমান আছে। বিচিত্র আকার ও বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট বিচিত্র বৃক্ষ ও লতাসকলে এবং বিচিত্র মনোহর রত্নে উহার মধ্যদেশ পরিমণ্ডিত। বিচিত্রবর্ণের পক্ষী, ভৃঙ্গ, কুট্টিম ও প্রাঙ্গণদ্বারা উহা পরিবৃত। চিত্রিত মণ্ডপ ও চিত্রিত হিন্দোলান্বিত হইয়া এই কুঞ্জ শোভা পাইতেছে।

(৪) শ্রীকুণ্ডের অগ্নিকোণে ইন্দুলেখাসুখপ্রদ-কুঞ্জ-বর্ণনা

(৩৪৮-৫১) শ্রীরাধাকুণ্ডের **অগ্নিকোণে পূর্ণেন্দু**-নামক ইন্দুলেখা-সুখপ্রদ কুঞ্জ বিরাজমান। উহার কুট্টিম ও প্রাঙ্গণ স্ফটিক ও চন্দ্রকান্ত-মণিদ্বারা নিবদ্ধ; উহাতে শ্বেতপদ্ম, কুমুদ ও মল্লিকাদি শুভ্র পুষ্পসমূহ চিত্রিত আছে। উহা শুভ্রবর্ণ পুষ্পপত্রাদিযুক্ত বৃক্ষলতায় শোভিত এবং শুভ্র ভ্রমর, কোকিল ও শুকাদিতে পরিব্যাপ্ত হইলেও কেবল নিরন্তর কণ্ঠ-

পূর্ণেন্দুনামা কুঞ্জোঽয়মিন্দুলেখা-সুখপ্রদঃ।
সুশুভ্রকেলিতল্পাদিরাগ্নেয্যাং দিশি রাজতে ॥ ৩৫১ ॥
(গোবি০ ৭।৮৪)

হেমবল্লীবৃতৈর্হেম-পুষ্পকৈশ্ছাদিতোঽভিতঃ।
হেমপদ্মাবলীচিত্রো হেম-প্রাঙ্গণ-কুট্টিমঃ ॥ ৩৫২ ॥
(গোবি০ ৭।৮৫)

হেম-মণ্ডপিকাযুক্তো হেম-হিন্দোলিকান্বিতঃ।
হেমাভালিখগৈর্যুক্তো হেম-লীলাপরিচ্ছদঃ ॥ ৩৫৩ ॥
(গোবি০ ৭।৮৬)

লীলয়া পীতবসনা পীতালেপ-বিভূষণা।
যত্র প্রবিষ্টা শ্রীরাধা কৃষ্ণেনাপি ন লক্ষ্যতে ॥ ৩৫৪ ॥
(গোবি০ ৭।৮৭)

গৌরাঙ্গীবেশধৃক্ কৃষ্ণঃ স্বপ্রেয়স্যা সহালিভিঃ।
শৃণোতি প্রেমসংলাপং যত্রৈতাভিরলক্ষিতঃ ॥ ৩৫৫ ॥
(গোবি০ ৭।৮৮)

ধ্বনিতেই তাহাদের জাতিজ্ঞান হয়, বর্ণদ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে। পূর্ণিমারাত্রিতে শ্বেতবেশ ধারণ করিয়া সখীবৃন্দ-সহিত রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতে থাকিলেও অকস্মাৎ কেহ আসিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। ইহাতে অতিশুভ্র কেলি-শয্যাদিও বিদ্যমান আছে।

(৫) শ্রীকুণ্ডের দক্ষিণে চম্পকলতানন্দদ-কুঞ্জবর্ণনা

(৩৫২-৩৫৭) শ্রীরাধাকুণ্ডের **দক্ষিণে চম্পকলতানন্দদ হেমকুঞ্জ** বিরাজ করিতেছে। উহা হেমলতা ও হেমবৃক্ষসকলে সর্বতোভাবে সমাচ্ছন্ন, হেমপদ্মাবলীদ্বারা চিত্রিত, উহার প্রাঙ্গণ ও কুট্টিম হেমময়, উহাতে অবস্থিত লতা, পুষ্প, বৃক্ষ, প্রাঙ্গণ, কুট্টিম, মণ্ডপ, হিন্দোলা, অলিকুল ও লীলা-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু সুবর্ণবর্ণ। তথায় লীলাক্রমে পীতবসন, পীত

কদাচিৎ পদ্ময়া যত্র প্রেরিতা জটিলা গতা।
দদর্শ কৃষ্ণং নো রাধাং তেনৈকাসনগামপি ॥ ৩৫৬ ॥

(গোবি০ ৭।৮৯)

স্ববর্ণকৃৎস্বস্থিতানাং ভাতি কাঞ্চনভূরিব।
দক্ষিণে চম্পকলতানন্দদো হেমকুঞ্জকঃ ॥ ৩৫৭ ॥

(গোবি০ ৭।৯০)

যত্র চম্পকবল্ল্যাঃ সা নিকুঞ্জপাকশালিকা।
আস্তে তদীশয়োশ্চিত্রজঙ্ঘিবেদিকয়ান্বিতা ॥ ৩৫৮ ॥

(গোবি০ ৭।৯১)

যস্যাং পাকক্রিয়াচার্য্যা সবৃন্দা সা নিজেশয়োঃ।
সম্পাদয়তি সংমোদাৎ কদাচিৎ কুঞ্জভোজনম্ ॥ ৩৫৯ ॥

(গোবি০ ৭।৯২)

অঙ্গলেপন ও পীতভূষণে শ্রীরাধা প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে দেখিতে পান না। অহো! তথায় গৌরাঙ্গীবেশে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপনে স্বপ্রেয়সীর স্বীয়সখীগণসহ পরস্পর প্রেমালাপ শুনিতে থাকেন, তখন উঁহারা কেহই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পান না। (৩৫৭-৩৫৯) ঐ হেমকুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণ একাসনে উপবিষ্ট থাকিলেও পদ্মাকর্ত্তৃক সময়বিশেষে প্রেরিতা জটিলা কৃষ্ণব্যতীত রাধাকে দেখিতে পান না। অহো! ঐ কুঞ্জটি তত্রত্য সকল বস্তুকে কাঞ্চনভূমিতে অবস্থিত বস্তুরাজির ন্যায় হেমবর্ণ করিয়াছে। উহাতে শ্রীচম্পকলতার প্রসিদ্ধ পাকশালা আছে, উহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহভোজন-বেদিকা বর্ত্তমান। ঐ রন্ধনশালায় সময়বিশেষে পাকক্রিয়ার আচার্য্য-স্বরূপা চম্পকলতা বৃন্দার সহিত আনন্দে শ্রীরাধাকৃষ্ণের একত্র কুঞ্জভোজন-লীলা সম্পাদন করাইয়া থাকেন।

তমালৈঃ শ্যামবল্লীভিঃ শ্লিষ্টশাখৈর্বৃতান্তরঃ।
ইন্দ্রনীলচিতাভ্যন্তর্ভূমি-কুট্টিমচত্বরঃ ॥ ৩৬০ ॥
(গোবি০ ৭।৯৩)

রাধয়া যুগলীভাবং গতোঽপি মুখরাদিভিঃ।
নেক্ষ্যতে হরিরেকৈব রাধিকা যত্র দৃশ্যতে ॥ ৩৬১ ॥
(গোবি০ ৭।৯৪)

রাজতে দিশি নৈর্ঋত্যাং রঙ্গদেবী-সুখপ্রদঃ।
সর্বশ্রেষ্ঠঃ শ্যামকুঞ্জো রাধিকা-রতিবর্দ্ধনঃ ॥ ৩৬২ ॥
(গোবি০ ৭।৯৫)

রক্তবল্লীবৃতো রক্তপুষ্পপত্রৈর্দ্রুমৈর্বৃতঃ।
শোণরত্ন-চিতাভ্যন্তঃকুট্টিমাঙ্গন-মণ্ডপঃ ॥ ৩৬৩ ॥
(গোবি০ ৭।৯৬)

---

(৬) শ্রীকুণ্ডের নৈর্ঋতে রঙ্গদেবী-সুখপ্রদকুঞ্জ-বর্ণনা

(৩৬০-৩৬১) শ্রীরাধাকুণ্ডের **নৈর্ঋতকোণে রঙ্গদেবীসুখপ্রদ** সর্বত্র শ্যামবর্ণ **শ্যামকুঞ্জ** বিরাজ করিতেছে ; উহা সর্বশ্রেষ্ঠ ও শ্রীরাধিকার রতি-বর্দ্ধক। উহার অভ্যন্তর-ভূমি ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা খচিত, শ্যামলতা-পরি-বেষ্টিত হইয়া উহা তমালশাখাসমূহে সমাচ্ছন্ন থাকায় এবং কুট্টিমচত্বরাদি কুঞ্জস্থিত সকল পদার্থই ইন্দ্রনীলমণি-চিত্রিত থাকায় কখন কখন মুখরাদি বৃদ্ধাগণ তথায় আগমন করিলেও শ্রীরাধিকার সহিত যুগলিত শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিয়া কেবল শ্রীরাধাকেই দর্শন করেন।

(৭) শ্রীকুণ্ডের পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যানন্দদকুঞ্জ-বর্ণনা

(৩৬৩-৩৬৪) শ্রীরাধাকুণ্ডের **পশ্চিমদিকে তুঙ্গবিদ্যানন্দদ অরুণ কুঞ্জ** বিরাজমান—উহা শ্রীকৃষ্ণ-বাঞ্ছিত ; রক্তবর্ণলতা এবং রক্তবর্ণ পুষ্প ও

রক্তহিন্দোলিকা-যুক্তঃ কৃষ্ণেষ্টঃ সর্বলোহিতঃ।
তুঙ্গবিদ্যানন্দদোঽস্তি পশ্চিমেঽরুণকুঞ্জকঃ॥ ৩৬৪॥
(গোবি০ ৭।৯৭)

হরিদ্বল্লীবৃক্ষচিত্রো হরিৎপক্ষ্যলিসংযুতঃ।
হরিন্মণিচিতাভ্যন্তর্বাহ্যকুট্টিমচত্বরঃ॥ ৩৬৫॥
(গোবি০ ৭।৯৮)

বায়ব্যাং সর্বহরিতো রাধাকৃষ্ণাক্ষকেলিভূঃ।
সুদেবীসুখদাভিখ্যো হরিৎকুঞ্জো বিরাজতে॥ ৩৬৬॥
(গোবি০ ৭।৯৯)

উপরি লহরিতুল্যাকারচিত্রৈঃ স্ফুরদ্ভি-
র্মরকতচয়গর্ভৈঃ পদ্মরাগেন্দুকান্তৈঃ।
ঘটিতমিতরলোকে তোয়বদ্ভাসমানং
মণিচয়কুসুমাম্ভোজালিহংসাদিযুক্তম্॥ ৩৬৭॥
(গোবি০ ৭।১০০)

পত্রযুক্ত রক্তবর্ণ বৃক্ষে পরিবেষ্টিত এবং কুট্টিম, অঙ্গন ও মণ্ডপের অভ্যন্তর-দেশ রক্তবর্ণ রত্নে পরিশোভিত, রক্তবর্ণ হিন্দোলাও তথায় বিদ্যমান আছে। তথাকার সকল বস্তুই লোহিতবর্ণ।

(৮) শ্রীকুণ্ডের বায়ুকোণে সুদেবী-সুখদকুঞ্জ-বর্ণনা

(৩৬৫-৩৬৬) শ্রীরাধাকুণ্ডের **বায়ুকোণে সুদেবী-সুখদ হরিৎকুঞ্জ** বিদ্যমান। উহা হরিদ্বর্ণ লতা, হরিদ্বর্ণ বৃক্ষ এবং হরিদ্বর্ণ পক্ষি-সমন্বিত—হরিদ্বর্ণ মণিতে উহার অন্তর-বহির্দেশস্থ কুট্টিম চত্বর প্রভৃতি চিত্রিত থাকায় সকল পদার্থই হরিদ্বর্ণে শোভমান হইয়াছে। ঐ-কুঞ্জে যুগলকিশোর অক্ষক্রীড়া করিয়া থাকেন।

ধনপতিদিশি তাদৃক্ সেতুবন্ধানুযুক্তং
ষড়ধিকদশপত্রাম্ভোজবৎ সন্নিবেশম্।
'সলিলকমল'-সদ্মানঙ্গযুঙ্ মঞ্জরীশং-
প্রদমতুল-সুলাবণ্যোল্লসল্লালসীতি ॥ ৩৬৮ ॥

(গোবি০ ৭।১০১

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়-সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ-
র্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং প্রেম্ণা তয়া ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎস্নানকৃৎ
তত্তস্যা মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ॥৩৬৯॥

(গোবি০ ৭।১০২)

---

(৯) শ্রীকুণ্ডমধ্যে অনঙ্গমঞ্জরীকুঞ্জ-বর্ণনা

(৩৬৭-৩৬৮) শ্রীরাধাকুণ্ডে মরকতমণি-জড়িত, পদ্মরাগ ও চন্দ্রকান্তমণি-দ্বারা সংঘটিত হইয়া দর্শকগণের নিকট জলবদ্ ভাসমান বলিয়া প্রতীত **অনঙ্গমঞ্জরীসুখদ** কুঞ্জ বিরাজমান। উহার ষোড়শদল পদ্মের ন্যায় আকার, উত্তরদিকে সেতুবন্ধ-শোভিত এব মণিনির্মিত কুমুদ, পদ্ম ও হংসাদির প্রতিমূর্ত্তিতে সুসজ্জিত এই মনোহর কুঞ্জ দর্শনে মনে হয়, যেন উহার উপরিভাগে তরঙ্গমালা খেলিয়া বেড়াইতেছে। উহা জলের মধ্যে কমলবৎ বিরাজ করে বলিয়া 'সলিলকমল' নামক কুঞ্জগৃহ বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

শ্রীকুণ্ডের শোভাদর্শনে বিরহাকুল কৃষ্ণের রাধা-উদ্দীপনাদি

(৩৬৯) শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, তৎকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়তমা। ব্রজচন্দ্রমা মাধব উহার অদ্ভুত গুণে বশীভূত হইয়া উহাতে নিরন্তর প্রেমভরে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি উহাতে একবার মাত্র স্নান করেন, তিনি শ্রীরাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে ভাব-সাজাত্য লাভ করিতে

প্রিয়াকুণ্ডং দৃষ্ট্বা মুদিতহৃদয়োঽপ্যস্য বিবিধৈ-
র্গুণৈস্তৈস্তৈরুদ্দীপিত-বিরহভাবঃ স্মরবশঃ।
প্রিয়াপ্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠা-কবলিতমনা নাগরগুরু-
র্ভমান্নানোৎপ্রেক্ষাং বকরিপুরমুষ্মিন্ স বিদধে ॥৩৭০॥

(গোবি০ ৭।১০৩)

খেলচ্চক্রযুগোরোজং ফেনমুক্তাস্রগুজ্জ্বলম্।
রসোর্ম্যুচ্ছলিতং মেনে প্রিয়াবক্ষঃসমং সরঃ ॥ ৩৭১ ॥

(গোবি০ ৭।১০৪)

মধুররসতরঙ্গা বিভ্রতী পঙ্কজাস্যং
ভ্রমরক-পরিবীতং প্রোল্লসৎখঞ্জনাক্ষম্।
প্রমুদিত-হরিণোচ্চৈ র্হংসকারাবরম্যা
প্রিয়তম-সরসী সা প্রেয়সীব ব্যলোকি ॥ ৩৭২ ॥

(গোবি০ ৭।১০৫)

পারেন। অতএব এই পৃথিবীতে এমন কে আছে, যে উহার মহিমা ও মধুরিমা বর্ণনা করিতে সমর্থ হইবে? (৩৭০) নাগরগুরু শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেয়সীকুণ্ড দেখিয়া হৃষ্টমনাঃ হইলেও ঐ কুণ্ডের বিবিধ গুণরাজিতে শ্রীরাধার বিরহভাব উদ্দীপিত হওয়ায় কামবশ হইলেন এবং প্রিয়তমার প্রাপ্তিবিষয়ক উৎকণ্ঠাগ্রস্ত হইয়া বকারি কৃষ্ণ ঐ কুণ্ডে নানাবিধ উৎপ্রেক্ষা করিতে লাগিলেন। (৩৭১) রাধাকুণ্ডে খেলাপরায়ণ চক্রবাক্‌যুগলে প্রেয়সীর স্তনদ্বয়, ফেনে মুক্তামালা এবং তরঙ্গে রসোচ্ছ্বলন মনে করিয়া কুণ্ডকে তাঁহার বক্ষঃস্থলই বোধ করিলেন। (৩৭২) প্রেয়সী শ্রীরাধা যেরূপ মধুররস-তরঙ্গে আকুল, ঐ কুণ্ডও মধুর জলতরঙ্গে ব্যাপ্ত, প্রেয়সীর বদন যেমন কমলসদৃশ, সরসীতেও তদ্রূপ পঙ্কজরূপ বদন প্রকাশ হইতেছে, প্রেয়সীর কপোল যেমন চূর্ণকুন্তলে পরিবৃত, কুণ্ডও তেমন ভ্রমরসমূহে

স্বপ্রেষ্ঠারিষ্টকুণ্ডোর্মি-চলদ্‌বাহূপগৃহিতা।
স্বকোকনদ-পাণিভ্যাং ক্ষিপ্তচলতৎকরা ॥৩৭৩॥
(গোবি০ ৭।১০৬)

সমীর-চঞ্চদম্ভোজ-চলাস্যেন বলাদিব।
চুম্বিতালিকটাক্ষৈর্যত্তির্য্যগম্বুজ-সম্মুখী ॥ ৩৭৪ ॥
(গোবি০ ৭।১০৭)

ভৃঙ্গীঝঙ্কার-শীৎকারা বিকলস্বর-গদ্‌গদা।
প্রোদ্যৎকুট্টমিতা তেন রাধিকেব ব্যলোকি সা ॥৩৭৫॥
(গোবি০ ৭।১০৮)

আবৃত, প্রেয়সীর নয়ন খঞ্জনবৎ নৃত্যপরায়ণ, সরসীরও তদ্রূপ খঞ্জনরূপ নয়ন খেলিয়া বেড়াইতেছে, প্রেয়সী যেমন হংসক- (পাদভূষণের) রবে রমণীয়া, তদ্রূপ সরসীও হংসকুলের রবে মুখরিত। এইভাবে প্রমুদিত শ্রীকৃষ্ণ রাধাকুণ্ডকে প্রেয়সীর ন্যায় বোধ করিলেন। (৩৭৩) শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গনার্থ শ্রীরাধাকে বাহুদ্বয়ে গ্রহণ করিলে শ্রীরাধা যেমন স্বীয় কোকনদ-রূপ হস্তদ্বারা তাঁহাকে নিষেধ করেন, তদ্রূপ শ্রীরাধাকুণ্ডও তরঙ্গ-কম্পিত কোকনদরূপ হস্তদ্বারা শ্যামকুণ্ডের তরঙ্গকম্পিত কোকনদকে নিষেধ করিতেছেন। (৩০৪) শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক শ্রীরাধাবদন-পদ্মে চুম্বন করিতে থাকিলে তিনি যেমন ঈষৎ কটাক্ষনিক্ষেপে বদন বক্র করেন, তদ্রূপ শ্যাম-কুণ্ডের কমলগুলিও বায়ুবেগে চঞ্চল হইয়া বেগে শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ ভ্রমর-চুম্বিত পদ্মের উপরে পড়িতেছে ! (৩৭৫) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা-স্তনাধরাদি গ্রহণ করিলে শ্রীমতী যেমন হৃদয়ে প্রীতিসত্ত্বেও বাহ্যে সংভ্রমপ্রযুক্ত ব্যথিতের ন্যায় ক্রোধ-প্রকাশপূর্বক কুট্টমিতাখ্য অলঙ্কারে ভূষিতা হয়েন, তদ্রূপ ভ্রমরের ঝঙ্কার-জনিত শীৎকার ও পক্ষিগণের কলরবরূপ গদ্‌গদস্বরে অলীক কোপপ্রকাশ করিতে দেখিয়া তিনি ঐ সরসীকেও কুট্টমিতভাববতী বলিয়াই বোধ

সমুদ্‌ভ্রাম্যল্লীলাম্বুজমনিলজাতোর্মি-বলিতং
সরোযুগ্মং বীক্ষ্যানতশিরসি গোবর্দ্ধনগিরেঃ।
নিজ-প্রেমোদ্‌ঘূর্ণাস্খলিতবপুষস্তস্য স হরি-
র্ভ্রমত্তারং বাষ্পোচ্ছলিতমিব মেনেঽক্ষিযুগলম্ ॥৩৭৬॥
(গোবি০ ৭।১০৯)

ইত্থং প্রিয়ায়াঃ স সরঃ সমীক্ষ্য তৎ-
প্রত্যঙ্গ-সংস্মারকমাত্মনো গুণৈঃ।
বিন্দংস্তদানন্দমমন্দমপ্যভূ-
ত্তদাগমৌৎসুক্য-বিভিন্নধৈর্য্যকঃ ॥ ৩৭৭ ॥
(গোবি০ ৭।১১০)

প্রায়ঃ স এবম্বিধ-সন্নিবেশকং
দদর্শ তৎপার্শ্বগমাত্মনঃ সরঃ।
কুঞ্জৈঃ স্বকান্তাগ্রহতোঽতিসংস্কৃতৈ-
র্বিরাজিতং নর্মসখালি-নির্মিতৈঃ ॥ ৩৭৮ ॥
(গোবি০ ৭।১১১)

করিলেন। (৩৭৬) প্রকম্পিত লীলাকমল ও বায়ুবেগে জাত উর্মি- (তরঙ্গ) সঙ্কুল সেই কুণ্ডদ্বয়কে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন যে, স্বীয়প্রেমঘূর্ণায় স্খলিত-দেহ (ময়ূরসদৃশ) গোবর্দ্ধনপর্বতের অবনতমস্তকস্থিত বাষ্পভরে উচ্ছলিত ও ভ্রাম্যমাণ তারকাযুক্ত অক্ষিদ্বয়ই হইবে। (৩৭৭) এইভাবে শ্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্মারক অসীমগুণবিশিষ্ট সেই রাধাকুণ্ড-দর্শনে তিনি মনে অতুলনীয় আনন্দানুভব করিয়াও বাহ্যতঃ তাঁহার আগমনোৎকণ্ঠায় একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন।

শ্রীশ্যামকুণ্ড, সখাদের কুঞ্জাদি ও মানসপাবনতীর্থবর্ণনা

(৩৭৮) অনন্তর প্রিয়নর্মসখা সুবল-মধুমঙ্গলাদি-কর্ত্তৃক নির্মিত এবং নিজ কান্তার (কান্তাগণের) আগ্রহে তাঁহাদের দ্বারা সুসংস্কৃত কুঞ্জসমূহে

প্রিয়নর্মবয়স্যা যে সুবলো মধুমঙ্গলঃ।
উজ্জ্বলার্জুনগন্ধর্বা বিদগ্ধভৃঙ্গকোকিলাঃ ॥ ৩৭৯ ॥
(গোবি০ ৭।১১২)

দক্ষ-সনন্দনাদ্যাশ্চ তেষাং স্বস্বাভিধান্বিতাঃ।
তৈর্বিভজ্যার্পিতাঃ কুঞ্জাস্তে রাধাললিতাদিষু ॥ ৩৮০ ॥
(গোবি০ ৭।১১৩)

বায়োর্দিশ্যস্তি সুবলানন্দদা কুঞ্জশালিকা।
রাধয়াঙ্গীকৃতা যস্যাস্তীর্থং মানসপাবনম্ ॥ ৩৮১ ॥
(গোবি০ ৭।১১৪)

নিত্যং স্নাত্যত্র সালীভিঃ কুণ্ডেঽস্মিন্ বিপুলাগ্রহা।
কৃষ্ণপাদাব্জ-মাধ্বীক-পানীয়ে কৃষ্ণবৎ প্রিয়ে ॥ ৩৮২ ॥
(গোবি০ ৭।১১৫)

ললিতাঙ্গীকৃতোদীচ্যাং কুঞ্জশালাতিচিত্রিতা।
মধুমঙ্গলশব্দাখ্যা ভাতি শ্রীরাধিকা-প্রিয়া ॥ ৩৮৩ ॥
(গোবি০ ৭।১১৬)

পরিশোভিত নিজসরোবরকে দেখিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড-সদৃশ রমণীয় বোধ করিলেন। (৩৭৯) সুবল, মধুমঙ্গল, উজ্জ্বল, অর্জুন, গন্ধর্ব, বিদগ্ধ, ভৃঙ্গ, কোকিল, (৩৮০) দক্ষ এবং সনন্দন প্রভৃতি প্রিয়নর্মসখাগণের মধ্যে যাঁহার কুঞ্জ যেদিকে অবস্থিত, তাঁহারা ঐ সকল কুঞ্জ বিভাগ করিয়া শ্রীরাধা-ললিতাদিকে সমর্পণ করিয়াছেন। (৩৮১) শ্যামকুণ্ডের বায়ুকোণে **সুবলানন্দদ**-নামক কুঞ্জশালাটীকে শ্রীরাধা অঙ্গীকার করিয়াছেন, উহার ঘাটই মানসপাবন। (৩৮২) শ্রীরাধা সখীগণের সহিত প্রত্যহ ঐ ঘাটে স্নান করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহার বিপুল আগ্রহ দেখা যায়; কারণ, উহার জল কৃষ্ণপাদ-কমলের মধুসদৃশ এবং উহা কৃষ্ণবৎ প্রিয়। (৩৮৩) শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডের উত্তরে **মধুমঙ্গলশব্দ**-নামক কুঞ্জশালা বিরাজমান, উহা অতিবিচিত্র, শ্রীরাধার অত্যন্ত

বিশাখাঙ্গীকৃতৈশান্যামুজ্জ্বলানন্দদাপরা।
এবমন্যাসু দিক্ষ্বন্যা ভান্ত্যন্যাভিঃ কৃতাশ্রয়াঃ ॥ ৩৮৪ ॥
(গোবি০ ৭।১১৭)

পূর্বপশ্চিমদিঙ্‌মার্গাবীশেশা-কুণ্ডয়োঃ ক্রমাৎ।
বিস্তীর্ণে ৗ নৃ-পশূনাং স্তঃ স্নানপানার্থ-তীর্থগৌ ॥ ৩৮৫ ॥
(গোবি০ ৭।১১৮)

লীলানুকূলেষু জনেষু চিত্তে,-ষূৎপন্নভাবেষু চ সাধকানাম্।
এবম্বিধং সর্বমিদং চকাস্তি, স্বরূপতঃ প্রাকৃতবৎ পরেষু ॥ ৩৮৬ ॥
(গোবি০ ৭।১১৯)

অথ বৃন্দাগতং বীক্ষ্যানন্দিতা নন্দনন্দনম্।
কর্ণিকারাবতংসৌ দ্বাবভ্যেত্যোপজহার সা ॥ ৩৮৭ ॥
(গোবি০ ৭।১২০)

প্রিয় এবং ললিতা-কর্তৃক অঙ্গীকৃত। (৩৮৪) ঈশানকোণে **উজ্জ্বলানন্দদ-**নামক কুঞ্জকে বিশাখা অঙ্গীকার করিয়াছেন। এইরূপে পূর্বাদি অন্যদিকে যে সকল অর্জুনাদি সখার কুঞ্জ আছে, তাহা তাহাও চিত্রাদি-সখীগণকর্তৃক অঙ্গীকৃত হইয়াছে। (৩৮৫) শ্যামকুণ্ডের পূর্বদিকে ও রাধাকুণ্ডের পশ্চিম-দিকের ঘাটে মানব ও পশুগণের স্নান-পানাদির জন্য দুইটি বিস্তীর্ণ পথ আছে। (৩৮৬) লীলার অনুকূল নিত্যসিদ্ধগণ এবং সাধকভক্তগণের উৎপন্ন ভাবময় চিত্তে এই কুণ্ডদ্বয় অপ্রাকৃতরূপেই প্রকাশ পায়, কিন্তু তদ্ভিন্ন লোকের নিকট উহারা প্রাকৃতবৎ প্রতীয়মান হয়েন।

বৃন্দা-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণসমাদর ও রাধা-দর্শন-জন্য শ্রীকৃষ্ণের তীব্রোৎকণ্ঠা

(৩৮৭) অনন্তর বৃন্দাদেবী শ্রীনন্দনন্দনকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে গিয়া দুইটি কর্ণিকার পুষ্পময় কর্ণভূষণ

বৃন্দা তত্তন্নিজ-নিপুণতাসংস্কৃতং দর্শয়ন্তী
তত্তৎকুঞ্জাদিকমনুতটং স্বেশ্বরীং স্মারয়ন্তী ।
রাধাকান্তং ককুভি সহজৈর্ভ্রাজমানং গুণৈঃ স্বৈঃ
কুণ্ডেশান্যাং মদনসুখদাভিখ্যকুঞ্জং নিনায় ॥ ৩৮৮ ॥
(গোবি০ ৭।১২১)

স তদ্দৃষ্ট্বাতিহৃষ্টোঽভূত্তত্তৎস্থানেষু রাধয়া ।
কৃত-কর্ত্তব্যলীলানাং স্মৃতি-সংকল্প-তৎপরঃ ॥ ৩৮৯ ॥
(গোবি০ ৭।১২২)

বিশাখয়া মঞ্জুমুখ্যা বৃন্দয়া চ সুমণ্ডিতম্ ।
কুঞ্জং বিলোক্য তং প্রীতস্তামাহোৎকলিকাকুলঃ ॥ ৩৯০ ॥
(গোবি০ ৭।১২৩)

দিষ্ট্যা বৃন্দে ! যদি তব সখী সাগতা স্যাদকস্মা-
ন্নিপ্রত্যূহং যদি মম তয়া স্যুশ্চ তে তে বিলাসাঃ ।
কুণ্ডারণ্যং মধুসুমধুরং কুঞ্জগেহং তদাস্মিন্
বৈচিত্রী চ ত্বদুপরচিতা কল্পতে সৎফলায় ॥ ৩৯১ ॥
(গোবি০ ৭।১২৪)

উপহার প্রদান করিলেন। (৩৮৮) নিজের শিল্পনৈপুণ্য-সমলঙ্কৃত এবং স্বস্ব-সহজগুণে দেদীপ্যমান সেই সেই কুঞ্জাদির তটসমূহ দেখাইতে দেখাইতে শ্রীরাধাকে স্মরণ করাইয়া শ্রীরাধাকান্তকে শ্রীকুণ্ডের ঈশানকোণে অবস্থিত মদনসুখদ-নামক কুঞ্জে লইয়া গেলেন। (৩৮৯) তখন শ্রীকৃষ্ণ ঐ কুঞ্জশোভা-দর্শনে হৃষ্ট হইলেন এবং সেই সেই স্থানে কৃতলীলাস্মরণে ও কর্ত্তব্য কার্য্যের সংকল্পে তৎপর হইলেন। (৩৯০) তৎপরে বিশাখা ও তাঁহার শিষ্যা মঞ্জুমুখী এবং বৃন্দা-কর্ত্তৃক সুসজ্জিত সেই কুঞ্জ দেখিয়া তিনি অতিশয়

সঙ্কেতকুঞ্জমগতং তুলসী-সকাশাৎ
শৈব্যান্বিতঞ্চ পথি মাং নু নিশম্য রাধা।
নৈষ্যত্যসৌ তত ইতঃ কিল কাপি গত্বা
তামানয়েদিহ নিবেদ্য মম প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩৯২ ॥
(গোবি০ ৭।১২৫)

শ্রীরাধায়াঃ সবিধ উভয়ীং মাধবীয়ামবস্থাং
শংসন্ত্যচ্চৈর্মদন-বিষমাং লালসোদ্দীপনীঞ্চ।
কুর্বাণৈনাং প্রণয়-বিকলাং ব্যাকুলাং তৃষ্ণয়াদ্ধা
তামানেতুং ত্বরয় ললিতাং মদ্‌গিরা ত্বং ধনিষ্ঠে !!৩৯৩॥
(গোবি০ ৭।১২৬)

প্রীত হইলেন এবং উৎকণ্ঠাগ্রস্ত হইয়া বৃন্দাকে বলিলেন—(৩৯১) 'হে বৃন্দে ! আমার সৌভাগ্যক্রমে যদি তোমার সখী সম্প্রতি এস্থানে অকস্মাৎ আগমন করেন এবং নির্বিরোধে যদি তাঁহার সহিত আমার সেই সেই (মনঃকল্পিত) বিলাসাবলি সুসম্পন্ন হয়, তবেই এই কুঞ্জারণ্য, বসন্ত-কর্ত্তৃক মনোহর এই কুঞ্জ এবং তোমার রচিত ইহার বৈচিত্রীও সফলতা লাভ করে ! (৩৯২) হে বৃন্দে ! আমি কুঞ্জে না আসিয়া পথে শৈব্যার সহিত মিলিতেছিলাম, তুলসীর মুখে এই কথা শুনিয়া হয়ত শ্রীরাধা আসিতে নাও পারেন। অতএব তোমাদের মধ্যে কেহ গিয়া আমার বার্ত্তা (আমি শঠতা করিয়া শৈব্যাকে গৌরীতীর্থে পাঠাইয়া সঙ্কেতকুঞ্জে অসিয়া উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি) বিজ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে আনয়ন কর।' (৩৯৩) শ্রীকৃষ্ণ ধনিষ্ঠাকে কহিলেন—'হে ধনিষ্ঠে ! শ্রীরাধার নিকটে গমনপূর্বক মাধবের (আমার ও বসন্তকালীন) দ্বিবিধ অবস্থা (আমার মদনশরে ব্যাকুলতা এবং বসন্তের লালসা-উদ্দীপন-কারিতা) জানাইয়া

স্থাপয়ৈকাং সখীং বৃন্দে ! গোদিগধ্বন্যসৌ যথা ।
মামন্বেষ্টুং সখা কশ্চিদাগচ্ছেত্তং প্রতারয়েৎ ॥ ৩৯৪ ॥
(গোবি০ ৭।১২৭)

গৌরীতীর্থাধ্বনি পরাং দক্ষাং স্থাপয় সা যথা ।
পুনরায়াতি শৈব্যা চেদন্যা বা তাঞ্চ বঞ্চয়েৎ ॥ ৩৯৫ ॥
(গোবি০ ৭।১২৮)

পক্করম্ভাফলে মগ্নদৃষ্টিং লোলং বটুং হরিঃ ।
বীক্ষ্যাহ বৃন্দামনয়োঃ ফলৈস্ত্বং পূরয়োদরম্ ॥ ৩৯৬ ॥
(গোবি০ ৭।১২৯)

বটুরাহানয়া কিং মে ত্বমাজ্ঞাপয় মাং সখে !
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা যথাবাঞ্ছং খাদংস্তৃপ্যামি লোলুপঃ ॥ ৩৯৭ ॥
(গোবি০ ৭।১৩০)

তাঁহাকে প্রণয়-বিহ্বলা ও তৃষ্ণাব্যাকুলা করিয়া শীঘ্র আনিবার জন্য ললিতাকে ত্বরান্বিতা কর। (৩৯৪) 'হে বৃন্দে ! তুমি গোষ্ঠপথে একজন সখীকে নিযুক্ত করিয়া দাও, যেন আমার অন্বেষণে কোনও সখা এইদিকে আসিলে তাহাকে প্রতারণা-বাক্যে নিবর্ত্তন করে। (৩৯৫) 'অপর কথা —গৌরীতীর্থের পথে অন্য একজন সুচতুরা সখীকে স্থাপন কর, যাহাতে শৈব্যা বা অন্য কেহ পুনরায় এদিকে আসিলে তাহাদিগকে বঞ্চনা করিতে পারে।' (৩৯৬) মধুমঙ্গলকে পক্ক রম্ভাফলের প্রতি নিমগ্নদৃষ্টি দেখিয়া পরিহাসচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাকে বলিলেন—'এই বটু কদলীফলের জন্য লোলুপ হইয়াছে, একবৃক্ষের ফলে ইহার উদরপূর্ত্তি হইবেনা, অতএব ইহাকে দুইটি বৃক্ষের ফল দিয়া উদরপূর্ণ করাও।' (৩৯৭) বটু বলিলেন —'হে সখে ! আমি লোলুপ, একথা সত্য, কিন্তু বৃন্দার প্রতীক্ষায় আমার

তত্র তত্র প্রহিতয়োঃ সখ্যোর্নিপুণয়োস্তয়া।
কৃষ্ণোঽপ্যুৎকণ্ঠিতোঽতিষ্ঠৎ প্রিয়াধ্ব-নিহিতেক্ষণঃ ॥৩৯৮॥
(গোবি০ ৭।১৩১)

স্মিতকমলমুখী সা যাবদায়াতি তাবজ্
জলধিশতগভীরোঽপ্যস্তধৈর্য্যঃ স মেনে।
ক্ষণমপি যুগলক্ষং হন্ত ! যত্তন্ন চিত্রং
প্রণয়িনি সহজেয়ং প্রেমভাজাং হি চেষ্টা ॥ ৩৯৯ ॥
(গোবি০ ৭।১৩২)

ইতি শ্রীশ্রীভাবনাসার-সংগ্রহে পূর্বাহ্ণলীলাস্বাদনানুমোদনো নাম তৃতীয়ঃ সংগ্রহঃ ॥ ৩ ॥



কি লাভ? তুমি আজ্ঞা করিলেই আমি বাঞ্ছানুরূপ দেখিয়া দেখিয়া ফল ভোজন করিয়াই তৃপ্ত হইতে পারি।' (৩৯৮) বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে গোষ্ঠপথে ও গৌরীতীর্থপথে দুইজন সুচতুরা সখী নিযুক্ত করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রিয়তমার আগমন-পথে নয়ন নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন। (৩৯৯) অহো! যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রফুল্লকমলবদনা রাধা আগমন না করিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ শতসমুদ্রগম্ভীরাশয় হইলেও কিন্তু ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া ক্ষণকালকেও লক্ষযুগের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে আশ্চর্য্যকর কিছু নাই, যেহেতু প্রেমিকজনসকলের প্রিয়জনবিষয়ে এরূপ চেষ্টাই স্বাভাবিক।

ইতি পূর্বাহ্ণলীলা নামক তৃতীয় সংগ্রহ ॥৩॥



চতুর্থ-সংগ্রহঃ

অথ মধ্যাহ্ন-লীলা

সহালি-শ্রীরাধাসহিত-হরিলীলাং বহুবিধাং
স্মরন্ মধ্যাহ্নীয়াং পুলকিততনুর্গদ্‌গদবচাঃ।
ব্রুবন্ ব্যক্তং তাঞ্চ স্বজনগণমধ্যেঽনুকুরুতে
শচীসূনুর্যস্তং ভজ মম মনস্ত্বং বত সদা ॥ ১ ॥

মধ্যাহ্নেঽন্যোন্যসঙ্গোদিত-বিবিধবিকারাদি-ভূষাপ্রমুগ্ধৌ
বাম্যোৎকণ্ঠাতিলোলৌ স্মরমখ-ললিতাদ্যালি-নর্মাপ্তশাতৌ।
দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতি-রতি-মধুপানার্কপূজাদিলীলৌ
রাধাকৃষ্ণৌ সুতৃপ্তৌ পরিজন-ঘটয়া সেব্যমানৌ স্মরামি ॥২॥

(গোবি০ ৮।১)

---

(৪) শ্রীগৌরচন্দ্র

(১) সখীসহ শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণের যে লীলা।
স্মরণ করিয়া মধ্যাহ্নের নানা খেলা।
ব্যক্ত কহে, করে সেই অনুকরণ।
ভক্তগণমধ্যে নানা ভাব-বিভূষণ॥
মহাভাব-রসময়-মূর্ত্তি অদভুত।
হেন শচীসুত প্রভু ভজহ ত্বরিত॥

(২) **মূলসূত্র**—মধ্যাহ্নসময়ে যাঁহারা পরস্পর সঙ্গজনিত বিবিধ বিকার (অষ্টসাত্ত্বিক ও তেত্রিশ ব্যভিচারী) প্রভৃতি ভাবরূপ ভূষণ-সমূদয়ে অতি-

অথাত্র ঘোষেশ্বর-নন্দনপ্রিয়া
পৃথক্‌পৃথক্ সা যুগপন্নিজেন্দ্রিয়ৈঃ ।
আকৃষ্টচিত্তা প্রিয়সঙ্গমোৎসুকৈঃ
স্বং সান্ত্বয়ন্তীমবদদ্‌বিশাখিকাম্ ॥ ৩ ॥

(গোবি০ ৮।২)

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দি-সনর্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎপীযূষ-রম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥৪॥

(গোবি০ ৮।৩)

মনোহর, বাম্য ও উৎকণ্ঠায় অতিশয় লোল (সতৃষ্ণ), কন্দর্পযজ্ঞে ললিতাদি-সখীগণের পরিহাস-বাক্যে প্রাপ্তসুখ এবং দোলা, বনবিহার, জলকেলি, বংশীহরণ, রতিক্রীড়া, মধুপান, ও সূর্য্যপূজাদি বিবিধ লীলায় তৎপর হইয়া যাঁহারা পরিজনগণ-কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন—সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে স্মরণ করি ।

বিশাখার নিকট শ্রীরাধার পঞ্চেন্দ্রিয়াকর্ষণাদিবর্ণনা

(৩) অনন্তর স্বগৃহাভ্যন্তরে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন-প্রেয়সী শ্রীরাধা প্রিয়তমের সঙ্গ-বিষয়ে এককালেই সমুৎসুক পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়গণদ্বারা আকৃষ্টচিত্তা হইয়া স্বসান্ত্বনাকারিণী বিশাখাকে বলিলেন—(৪) 'হে সখি ! যিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য-রূপ অমৃতসমুদ্রের তরঙ্গদ্বারা ব্রজরমণীদের চিত্তরূপ পর্বতকে সংপ্লাবিত করেন,—যাঁহার সপরিহাস বাগ্‌ভঙ্গী কর্ণদ্বয়ের আনন্দ প্রদান করে, যাঁহার অঙ্গ কোটিচন্দ্র হইতেও সুশীতল, যাঁহার অধর অমৃততুল্য রমণীয় এবং যিনি স্বীয় সৌরভামৃতদ্বারা জগৎকে আপ্লাবিত করিতেছেন—সেই শ্রীব্রজ-

নবাম্বুদ-লসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
ত্রিভঙ্গমধুরাকৃতির্মধুরবন্যবেশোজ্জ্বলঃ।
সুধাংশু-মধুরাননঃ কমলকান্তিজিল্লোচনঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি! তনোতি নেত্রস্পৃহাম্ ॥৫॥
(গোবি০ ৮।৪)

নদজ্জলদনিঃস্বনঃ শ্রবণকর্ষি-সৎসিঞ্জিতঃ
সনর্মরসসূচকাক্ষর-পদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।
(সনর্ম-বচনামৃতৈঃ স্নপিত-কামিনীমানসঃ।)
রমাদিক-বরাঙ্গনা-হৃদয়হারি-বংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি! তনোতি কর্ণস্পৃহাম্ ॥৬॥
(গোবি০ ৮।৫)

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জ-গন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধচর্চার্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি! তনোতি নাসাস্পৃহাম্ ॥৭॥
(গোবি০ ৮।৬)

রাজনন্দন বলপূর্বক আমার পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ করিতেছে !! (৫) হে সখি! নবজলধর অপেক্ষাও যাঁহার সুন্দরতর কান্তি, নবীন-সৌদামিনী হইতেও মনোজ্ঞতর যাঁহার বসন, সুবিচিত্র মুরলীদ্বারা শোভমান ও শারদচন্দ্রবিনিন্দী সমুজ্জ্বল যাঁহার বদনচন্দ্র, যিনি ময়ূরপিঞ্ছে বিভূষিত, যাঁহার গলদেশে সুন্দরনক্ষত্রতুল্য 'তারামণি' নামক হার দোদুল্যমান—সেই মদনমোহন আমার চক্ষুর্দ্বয়ের তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতেছেন। (৬) যাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘগর্জনের ন্যায় সুগভীর, যাঁহার ভূষণধ্বনি কর্ণকে আকর্ষণ করে, যাঁহার সপরিহাস সরস বাক্য-পদ-পদার্থভঙ্গিসম্বলিত বচন-বিন্যাস, যাঁহার বংশীধ্বনি লক্ষ্মী-

হরিন্মণিকবাটিকাপ্রততহারি-বক্ষঃস্থলঃ
স্মরার্ত্ত-তরুণীমনঃকলুষহন্তৃদোরর্গলঃ ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপল-সিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি ! তানোতি বক্ষঃস্পৃহাম্ ॥৮॥
(গোবি০ ৮।৭)

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতর-রসালিতৃষ্ণাহরঃ
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ ।
সুধাজিদহিবল্লিকা-সুদলবীটিকাচর্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি ! তনোতি জিহ্বা-স্পৃহাম্॥৯॥
(গোবি০ ৮।৮)

প্রভৃতি বরাঙ্গনাদেরও হৃদয় হরণ করে, সেই মদনমোহন আমার কর্ণদ্বয়ের স্পৃহা বর্দ্ধিত করিতেছেন। (৭) যাঁহার মৃগমদবিজয়ি শ্রীঅঙ্গের সৌরভ-তরঙ্গে উত্তমা নারীগণও আকৃষ্ট হয়েন, যিনি স্বকীয় অঙ্গাষ্টকে (পদদ্বয়, করদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাভি ও মুখরূপ অষ্ট কমলে) কর্পূরযুক্ত পদ্মের গন্ধ বিস্তার করিতেছেন, এবং যিনি মৃগমদ, কর্পূর, উৎকৃষ্ট চন্দন ও কৃষ্ণাগুরু প্রভৃতি দ্রব্যে প্রস্তুত অঙ্গচর্চ্চায় অঙ্গবিলেপন করিয়াছেন—সেই মদনমোহন আমার নাসিকার স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন। (৮) যাঁহার বক্ষঃস্থল ইন্দ্রনীলমণি-কবাটের ন্যায় বিস্তীর্ণ ও মনোহর, যাঁহার বাহুদ্বয়রূপ অর্গল কামার্ত্ত-তরুণীদের মনস্তাপনাশক এবং চন্দ্র, হরিচন্দন, উৎপল ও কর্পূরাদি হইতে সুশীতল যাঁহার অঙ্গ—সেই মদনমোহন আমার বক্ষঃস্থলের স্পৃহা বাড়াইতেছেন !! (৯) যাঁহার সুমধুর অধরামৃত অতুলনীয়া ব্রজনারীদের অন্যান্য রসসমূহের স্পৃহা হরণ করে, পুঞ্জীভূত সুকৃতি (শুদ্ধা ভক্তি) না থাকিলে যাঁহার বিন্দুমাত্রও লাভ করিতে পারা যায় না, যাঁহার চর্বিত তাম্বূল-বীটিকা সুধাকেও পরাজয় করিয়াছে—সেই মদনমোহন আমার জিহ্বার

এবং গদন্ত্যাং স্বমনোভিলাষং, স্বেদাশ্রুকম্পাদিকরং মহান্তম্।
কৃষ্ণে গতায়া হি তথা তুলস্যা, বীথীঞ্চ তস্যামবলোকয়ন্ত্যাম্॥১০॥
[সংগ্রহকর্ত্তুঃ]

প্রাহিণোন্মুরলিকাং স্বদূতিকা,-মচ্যুতঃ শ্রুতিযুগে বিধৃত্য যা।
প্রেয়সীং নিজকলেন লম্ভয়েৎ, কণ্ঠমস্য কনকস্রজং যথা ॥ ১১ ॥
(কৃ০ ভা০ ৮।৩৪)

মধুরিম-রসবাপী-মত্তহংসী-প্রজল্পঃ
প্রণয়কুসুমবাটী-ভৃঙ্গসঙ্গীতঘোষঃ।
সুরতসমরভেরীভাঙ্কৃতিঃ পূতনারে-
র্জয়তি হৃদয়দংশী কোঽপি বংশীনিনাদঃ ॥ ১২ ॥
(চন্দ্রো০ ৩।৩৩)

স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন। (১০) এইরূপে বিশাখার নিকট শ্রীরাধা অশ্রুকম্পস্বেদাদি সাত্ত্বিক বিকার-সহকারে নিজ প্রবল মনোঽভিলাষ ব্যক্ত করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে গমনকারিণী তুলসীর আগমন-পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই রহিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মুরলীতানে গোপীদের মদন-বৈকল্যাদি ও স্থাবরজঙ্গমের উন্মাদনাদি

(১১) এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মুরলীরূপ-দূতিকাকে প্রেয়সী শ্রীরাধার (বশীকরণে) আনয়নে নিয়োগ করিলেন—এই মুরলী নিজ কলতান তাঁহার কর্ণতটে প্রবেশ করাইয়া কনকমালার ন্যায় ঐ প্রেয়সীকে স্বকণ্ঠ-তটাবলম্বিনী করাইবার সামর্থ্য ধরে। (১২) তখন মাধুর্য্যরসের দীর্ঘিকাতে মদমত্ত হংসীদের ধ্বনির ন্যায়, প্রণয়রূপ কুসুমবাটিকায় ভৃঙ্গগণের সঙ্গীত-ধ্বনির ন্যায়, সুরত-সমরে ভেরী-ঝঙ্কারের তুল্য পূতনারি শ্রীহরির সেই

স হরিমুরলিকায়া নিঃস্বনোঽভূদ্বধূনাং
শ্রবণসবিধচারী মন্মথোন্মাথকারী।
অবিকলকুলশীলাচারচর্য্যাভিচারো
ধৃতিবিঘটনতন্ত্রঃ কোঽপি মন্ত্রঃ স্বতন্ত্রঃ ॥ ১৩ ॥
(আ০ ১৭।৫০) [চতুর্ভিঃ কুলকম্]

বিষায়মাণং মধুরং তথোগ্রং, বাঞ্ছাপকং সা চ নিশম্য বংশ্যাঃ।
নাদং বিনিন্দ্যাপি প্রশস্য তাং তং, সখীসমূহং পুনরাহ রাধা ॥১৪॥

অজড়ঃ কম্পসম্পাদী শস্ত্রাদন্যো নিকৃন্তনঃ।
তাপনোঽনুষ্ণতাধারঃ কো বায়ং মুরলীরবঃ ॥ ১৫ ॥
(বি০ :।৭০)

সৃতিস্তে ধনুষশ্চ বংশবরতো বন্দে তয়োরন্তিমং
বিদ্ধো যেন জনস্তনুং বিরহয়ন্নান্তশ্চিরং তাম্যতি।
বিদ্ধানাং হৃদি মারপত্রি-বিষমৈর্ধ্বানেষুভির্নস্ত্বয়া
ক্রূরে বংশি ! ন জীবনং ন চ মৃতির্ঘোরাবিরাসীদ্দশা ॥১৬॥
(বি০ ৬।১২)

হৃদয়দংশী অনির্বাচ্য (অপূর্ব) বংশীনাদ জয়যুক্ত হইতে লাগিল। (১৩) শ্রীকৃষ্ণের ঐ মুরলীধ্বনি ব্রজবালাদের শ্রবণসন্নিধানে প্রচারিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে কন্দর্পক্ষোভ আনয়ন করিল। ঐ ধ্বনি ধৈর্য্যচ্যুতিকারক এবং সম্পূর্ণ কুল, শীল, আচার ও অন্যান্য কর্ম্মনাশ-বিষয়ে অভিচারবিষয়ক কোনও স্বতন্ত্র মন্ত্ররূপে উপস্থিত হইল। (১৪) বিষবৎ উগ্র হইলেও সুমধুর এবং নিজবাঞ্ছাপ্রাপক ঐ বংশীধ্বনি-শ্রবণে শ্রীরাধা উহার নিন্দা করিলেও পুনরায় প্রশংসা করত সখীগণকে বলিলেন—(১৫) 'হে সখি ! কি আশ্চর্য্য মুরলীরব ! এই ধ্বনি হিম না হইলেও কম্পসম্পাদক, শস্ত্র না হইলেও কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর মর্ম্মচ্ছেদকারী, এবং উষ্ণ না হইলেও কিন্তু সন্তাপক !!

সরন্ধ্রা নীরন্ধ্রা ভবতি মুখরাগৈর্মধুপতেঃ
কঠোরা সারস্যং গময়তি কঠোরান্তরমপি ।
অতূষ্ণীকা তূষ্ণীকয়তি মৃগপক্ষিপ্রভৃতিকং
স্বয়ং বংশে জাতা বিকলয়তি সদ্বংশজবধূঃ ॥ ১৭ ॥
(আ০ ১১।২৬২)

স্বয়ং শূন্যাপ্যন্তর্বহু বহতি রাগ-ব্যতিকরং
দধাত্যেকং পর্ব প্রকটয়তি পর্বাণি শতশঃ ।
কলান্ ধত্তে রম্যান্ বিকলয়তি সর্বং জগদহো
মুরারের্বংশীয়ং জড়য়তি সমুল্লাসয়তি চ ॥ ১৮ ॥
(আ০ ১১।২৬৩)

---

(১৬) হে ক্রূরে বংশি ! তোমার ও ধনুর একই বংশবর হইতে জন্ম, কিন্তু তথাপি আমি ধনুকেই বন্দনা করি, যেহেতু ঐ ধনুতে যাহাদের শরীর বিদ্ধ হয়, তাহারা শরীরপরিত্যাগের সময় অন্তরে দীর্ঘতর জ্বালা ভোগ করেনা ; কিন্তু তোমার ধ্বনিরূপ-কন্দর্পবাণে বিদ্ধহৃদয় হইয়া আমাদের যে বিষম দশা উপস্থিত হইয়াছে, ইহাকে মরণ বা জীবন কোনটাই বলিতে পারি না !! (১৭) এই মুরলী সরন্ধ্রা (ছিদ্রযুক্তা) হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের মুখরাগে নীরন্ধ্রা (নিশ্ছিদ্রা) হইয়া থাকে, কঠোরা (কঠিনা) হইলেও কঠোরচিত্ত জীবজগৎকেও সরসতা প্রাপ্ত করায়, অতূষ্ণীকা (শব্দশালিনী) হইলেও মৃগপক্ষিপ্রভৃতিকে নিঃশব্দ করিয়া থাকে, এবং স্বয়ং বংশে (উত্তমবংশে) জাত হইয়াও সদ্বংশজা (সংকুলজা) কুলবধূদিগকে ব্যাকুল করে। (১৮) এই মুরলী স্বয়ং শূন্য হইয়াও অন্তরে বহু রাগশ্রেণী বহন করে, একটিমাত্র পর্ব (পাব) ধারণ করিয়াও শত শত পর্ব (উৎসব) প্রকট করে, মনোহর কল (অব্যক্ত মধুর শব্দ) ধারণ করিয়াও সমস্ত জগৎ বিকল (বিহ্বল) করিয়া থাকে। অহো ! মুরারির এই বংশী যুগপৎ জড়তা ও উল্লাসপ্রদ

কলোঽপ্যস্যাঃ সূক্ষ্মো বিলসতি বিসারী ত্রিভুবনে
বিশত্যন্তঃ শ্রোত্রং সকলতনুপীড়াং রচয়তি।
রসং নানাকারং সহজমধুরোঽপ্যেষ তনুতে
কদাচিৎ পীযূষং বিতরতি কদাচিদ্‌বিষমপি ॥ ১৯ ॥
(আ০ ১১।২৬৪)

ন জানে সা বংশ্যুদ্গিরতি গরলং বামৃতরসং
ন জানে তন্নাদোঽপ্যশনিপরুষো বাম্বুমৃদুলঃ।
ন জানে চাত্যুষ্ণো জ্বলিতদহনাদ্বেন্দুশিশিরো
যতো জাতোন্মাদা মুমুহুরখিলাস্তে ব্রজজনাঃ ॥ ২০ ॥
(ভাগ০ ২।৬।৪৮)

বিম্বাধরারুণকরাঙ্গুলিকান্তিপূরৈঃ
পূর্ণোদরান্তবিবরেণ বহিঃ সরদ্ভিঃ।
সা মালবশ্রিয়মিব প্রতিলভ্য কামং
রাগাবলীং তনুমতীং বমতীব বংশী ॥ ২১ ॥
(আ০ ১১।২৬০)

হইতেছে !! (১৯) অধিকন্তু এই মুরলীর মধুর অস্ফুট ধ্বনি সূক্ষ্ম হইলেও ত্রিভুবনে বিস্তারশীল হইয়া বিরাজ করে ; ইহা কর্ণবিবরে প্রবেশ করিলেও সকল শরীরেই পীড়া জন্মায়। এই কলনাদ স্বভাবতঃ মধুর হইলেও কান্তা-প্রভৃতির স্থায়িভাবানুগত নানাবিধ রস বিস্তার করে। ইহা কখনও (সংযোগে) অমৃত, আবার কখনও বা (বিয়োগে) বিষ উদ্‌গিরণ করে। (২০) আমি জানিনা যে সেই বংশী গরল কিম্বা অমৃত উদ্‌গিরণ করিতেছে ; সেই বংশী বজ্র হইতেও কঠিন কিম্বা জল হইতেও কোমল কিনা—উহা জলিতাগ্নি হইতেও উষ্ণতর কিম্বা সুধাংশু হইতেও শিশির (শীতল) কিনা —তাহাও জানিনা, কারণ, এই নাদ শ্রবণেই অখিল ব্রজবাসী উন্মাদগ্রস্ত

স্ফুরতাধরপল্লবেন মন্দং, বিকসদ্ভির্দশনাংশুভিঃ স্মিতেন।
রমণীমুখসৌভগং প্রপেদে, মুরলীরন্ধ্রমনেন চুম্ব্যমানম্ ॥ ২২ ॥
(আ০ ১১।২৬১)

অন্তঃ স্তম্ভয়তি দ্রুতং দ্রবয়তি দ্রাগদ্রিমদ্রিং দ্রবন্
শুষ্কানপ্যবনীরুহঃ কিসলয়ত্যামূলমুন্মূলিতান্।
ব্রহ্মানন্দলয়ং গতানপি মুনীনুচ্চৈঃ সমুচ্চাটয়-
ত্যাশ্চর্য্যস্য নিধানমেষ জয়তি শ্রীকৃষ্ণবেণুধ্বনিঃ ॥ ২৩ ॥
(আ০ ১১।২৬৫)

ধন্যা ধয়ন্তি মুখপঙ্কজমস্য দৃগ্ভ্যাং
চুম্বন্তি তৎ কিমপি ধন্যতরাস্ত একে।
তে নাম কে মুরলিকা-পরিপীতশেষং
যেঽস্যাধরং সুমুখি! ধন্যতমাঃ পিবন্তি ॥ ২৪ ॥
(আ০ ১১।২৬৯)

হইয়াছেন !! (২১) শ্রীকৃষ্ণের বিম্বাধর ও অরুণবর্ণ করাঙ্গুলিসমূহের কান্তি-প্রবাহে ঐ বংশী পূর্ণোদর হইলেও কিন্তু ঐ কান্তিপ্রবাহ উহার উদর-মধ্যে স্থান না পাইয়া তদন্তর্গত ছিদ্রসকলের সাহায্যে বাহিরে নিঃসৃত হইতেছে ; তাহাতে মনে হয়, যেন সেই বংশী মালবশ্রী নামক একটিমাত্র রাগকে লঙ্ঘন করত যথেচ্ছ মূর্ত্তিমতী রাগশ্রেণীকেই প্রকট করিতেছে !! (২২) শোভমান অধরপল্লব ও মন্দহাস্যভরে বিকাশশীল দশনকিরণমালাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ মুরলী-রন্ধ্র চুম্বন করায়, উহা রমণীগণের মুখ-সৌভাগ্য লাভ করিল। (২৩) আশ্চর্য্যের নিধান—শ্রীকৃষ্ণের এই বেণুধ্বনি জয়যুক্ত হইতেছে ; ইহা জলকে স্তম্ভিত (নিশ্চল) করে, প্রতিপর্বতে সঞ্চারিত হইয়া তাহাদিগকে দ্রবীভূত করিতেছে, মূলসমেত উৎপাটিত শুষ্কবৃক্ষসমূহকেও নবপল্লবযুক্ত করিতেছে ; আর ব্রহ্মানন্দে প্রাপ্তলয় মুনিবৃন্দকেও সম্যক্ উচ্চাটন করিতেছে !!

ধন্যাসি ভো মুরলি যৎপরিপীয়মানা
শ্যামেন তদ্দশনচন্দ্রিকয়াঽসি দিগ্ধা।
স্নিগ্ধা সতী মণিতবৎ কল-কূজিতানি
সন্তন্বতী ভুবনমুত্তরলীকরোষি ॥ ২৫ ॥
(আ০ ১১।২৭০)

আপচ্যমান-দরদাড়িমবীজরাজি-
রাজীব-মধ্যমপি চেদুররীকরোতি।
ইন্দূদরং বিশতি চেৎ কুরুবিন্দ-পঙ্‌ক্তি-
র্দন্তাবলিঃ কিল তদস্য তুলাং বিভর্ত্তি ॥ ২৬ ॥
(আ০ ১১।২৭২)

অত্যন্তসাহসবতী মুরলী যদেষা
কৃষ্ণাধরং পিবতি যঃ পরকীয়পেয়ঃ।
কিং সৌভগং তদনয়াঽতনি যেন রত্নং
যত্নং বিনাপি পুরতঃ স্বয়মেতি যস্যাঃ ॥ ২৭ ॥
(আ০ ১১।২৭৩)

---

(২৪) হে সুমুখি! সখি! যাহারা দূর হইতে নয়ন-যুগলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল পান করিতে পারে, তাহারা ধন্যা; যাহারা নিজবদনদ্বারা কোনও প্রকারে উহা চুম্বন করে, তাহারা ধন্যতরা, আর যাহারা মুরলিকা-কর্তৃক পীতাবশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণাধর (রস) পান করিতে পারে, তাহারাই ধন্যতমা ও সর্বশ্রেষ্ঠা! তাহাদের সৌভাগ্য বর্ণনার অতীত!! (২৫) হে মুরলি! তুমিই ধন্যা, যেহেতু শ্যামসুন্দর যখন তোমাকে চুম্বন করিতে থাকেন, তখন তুমি তাঁহার দশনচন্দ্রিকায় বিলিপ্তা ও স্নিগ্ধা হইয়া রমণীগণের সুরতধ্বনির ন্যায় কলকূজন (অব্যক্তমধুরধ্বনি) বিস্তার করত এই ভুবনকেই চঞ্চল করিয়া থাক। (২৬) ঈষৎপক্ক দাড়িম্ববীজগুলি যদি কমলের মধ্যভাগ অঙ্গীকার

যৎপীতশেষরস-শীকর-সংপ্রয়োগা-
ন্নদ্যঃ প্রফুল্লকমলাবলিলোমহর্ষাঃ।
স্তভ্নন্তি রুদ্ধতরসস্তরবঃ প্রসূন-
মাধ্বীকলোচনজলাঃ পরিতো রুবন্তি ॥ ২৮ ॥

(আ০ ১১।২৭৪)

ধন্যা জয়ত্যপি মহী মহিতা মহিম্না
কৃষ্ণস্য যচ্চরণচিহ্ন-বিচিত্রবক্ষাঃ।
বংশীরবামৃতরসৈঃ সরসান্তরেব
যাঽজস্রমেব যবসাঙ্কুর-রোমহর্ষা ॥ ২৯ ॥

(আ০ ১১।২৭৫)

করে, অথবা যদি কুরুবিন্দ-(পদ্মরাগ) মালা চন্দ্র-মধ্যে প্রবেশ করে, তবেই উহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দন্তপংক্তির তুলনা হইতে পারে। (২৭) মুরলী অত্যন্ত সাহসবতী, যেহেতু, অন্যরমণী-(সজাতীয়তাহেতু কেবল গোপী) গণেরই পানার্হ শ্রীকৃষ্ণাধর—উহা পান করিতেছে! অতএব, না জানি, এই মুরলী কি সৌভাগ্যই করিয়াছিল, যাহাতে বিনা যত্নেই উহার নিকটে রত্ন আসিয়া স্বয়ং উপস্থিত হইল? (২৮) মুরলীর পানাবশিষ্ট রসকণার সহিত সংযোগহেতু (মুরলীবাদনানন্তর স্নান পান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অধরে জল-প্রবাহের সংযোগ হওয়ায় নদীসকল প্রফুল্লকমলশ্রেণীরূপ রোমহর্ষযুক্ত ও রুদ্ধবেগ হইয়া স্তব্ধতা ধারণ করিয়া আছে। তরুগণ মূলদ্বারা ঐ রস আকর্ষণ-পূর্বক পরম্পরা-ক্রমে তৎপ্রাপ্তির অভিমানে পুষ্পমধুরূপ অশ্রুযুক্ত হইয়া রোদন করিতেছে!! (২৯) অহো! শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নদ্বারা বিচিত্রিত-বক্ষা বলিয়া মহিমমণ্ডিত এই ধরণীও ধন্যা, যেহেতু, বংশীরবামৃতরসে ইহার অন্তর সরস হওয়ায় এই মহী নিরন্তরই তৃণাঙ্কুররূপে রোমহর্ষ ধারণ

বৃন্দাবনস্য মহিমা ন হি মাদৃশীনাং
গম্যো যদত্র মুরভিন্মুরলী-রবেণ।
স্বান্তং বিলাস্য মৃদুলাস্যমযুর্ময়ূরাঃ
স্পন্দং জহুস্তরুলতা মরুতাহহতাশ্চ ॥ ৩০ ॥
(আ০ ১১।২৭৬)

কিং দুশ্চরং চরিতমালি ! তপো মৃগীভিঃ
পশ্যন্তি যাঃ সুমুরলীকলমাস্যমস্য।
অক্ষোঃ প্রকাম-কমনীয়গুণত্বমাসাং
নাসাম্প্রতং ভবতি সম্প্রতি সম্প্রতীহি ॥ ৩১ ॥
(আ০ ১১।২৭৭)

সৌভাগ্যভাগিয়মহো সখি ! কৃষ্ণসারী
সারীকরোতি নয়নে সহ-কৃষ্ণসারা।
বংশীনিনাদ-মকরন্দভরং দধানং
কৃষ্ণাস্যপঙ্কজমশঙ্কিতমাপিবন্তী ॥ ৩২ ॥
(আ০ ১১।২৭৮)

করিয়া আছে !! (৩০) বৃন্দাবনের মহিমা মাদৃশ ললনাদিগের অগম্য (জ্ঞানের অগোচর), যেহেতু এই বৃন্দাবনে ময়ূরগণও মেঘবর্ণ শ্যামসুন্দরের মুরলী-নাদরূপ গর্জনে নিজ নিজ অন্তর বিলসিত (স্ফূর্ত্তিযুক্ত) করত মন্দ মন্দ নৃত্য করিতেছে এবং তত্রত্য-তরুলতাদি বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইলেও স্পন্দভাব ত্যাগ করিয়াছে। (৩১) হে সখি ! না জানি এই মৃগীগণ কি দুষ্কর (কঠোর) তপস্যাই করিয়াছিল, যাহাতে তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর-মুরলীধ্বনিযুক্ত বদন দর্শন করিয়া থাকে ; ইহাদের নয়নদ্বয়ের যে মহা-কমনীয়তাগুণ আছে তাহা অযোগ্য নহে বলিয়া সম্প্রতি সম্যক্ বিশ্বাস করিও। (৩২) অহো ! সখি ! এই কৃষ্ণসারী মৃগীই পরমসৌভাগ্যবতী ;

ধন্যা বিমান-বনিতা জনিতানুরাগা
দ্রাগাত্তগাঢ়রতিভিঃ পতিভিঃ পরীতাঃ।
লীলাকল-ক্বণিতবেণুমবেক্ষ্য কৃষ্ণং
ধৈর্য্যাদথাবরুরুহুর্মুহুর্মুহুশ্চ ॥ ৩৩ ॥
(আ০ ১১।২৭৯)

বিস্রংসমান-চিকুরাঃ শ্লথমাননীব্যো
দেব্যো ধৃতিব্যসনতো নিখিলা দিবীব।
আরিপ্‌স্যমানমমরদ্রুমপুষ্পবর্ষং
বিস্মৃত্য হন্ত ববৃষুর্নয়নাম্ভ এব ॥ ৩৪ ॥
(আ০ ১১।২৮০)

অর্দ্ধাবলীঢ়-যবসাঙ্কুরশোভিদন্তাঃ
সোৎকণ্ঠমুন্মিষিতনেত্রমুদীর্ণকর্ণম্।
চিত্রার্পিতা ইব পতন্তমিবামৃতৌঘং
বেণুধ্বনিং শ্রুতিপুটে গময়ন্তি গাবঃ ॥ ৩৫ ॥
(আ০ ১১।২৮১)

কেননা, এই হরিণী কৃষ্ণসারমৃগসহ শ্রীকৃষ্ণের বংশীনিনাদরূপ প্রচুরতর মকরন্দবাহী মুখকমল নিঃশঙ্কচিত্তে সম্যক্ প্রকারে পান করিয়া নিজ নেত্রদ্বয়কে সার্থক করিয়াছে !! (৩৩) শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবতী বিমানচারিণী দেবাঙ্গনাগণই ধন্য ; যেহেতু তাঁহারা সহসা গাঢ়রতিপ্রাপ্ত নিজনিজ পতিদের সহিত মিলিত হইয়া লীলাভরে সুমধুর বেণুবাদনকারী শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকনপূর্বক ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পুনঃ পুনঃ মোহপ্রাপ্ত হইতেছেন !! (৩৪) অহো ! নিখিল দেবীগণ আকাশে বর্ত্তমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণদর্শনে ধৈর্য্যচ্যুতিবশতঃ তাঁহাদের কেশপাশ বিস্রস্ত ও নীবীবন্ধন শিথিল হওয়ায় তাঁহারা কল্পবৃক্ষের কুসুমবর্ষণ করিবেন বলিয়া যে সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহাও

চূষন্তি চূচুকমহো ন ন সন্ত্যজন্তি
বৎসা নয়ন্তি ন পয়ঃকবলং গলাধঃ।
বংশীকলাহৃতহৃদাং সখি ! নৈচিকীনাং
স্নেহস্নুতস্তনরসো ধরয়ৈব পীতঃ ॥ ৩৬ ॥

(আ০ ১১।২৮২)

বংশীকলং কলয়তোঽস্য নিপীয় দৃগ্‌ভ্যাং
রূপামৃতং পুনরমুষ্য রসানুভূত্যা।
ধ্যায়ন্তি মীলিতদৃশঃ সখি ! বদ্ধমৌনং
বদ্ধাসনং মুনয় এব পতত্রিণোঽমী ॥ ৩৭ ॥

(আ০ ১১।২৮৩)

ন স্পন্দতে সখি ! ন রৌতি ন বীক্ষতেঽন্য-
ন্নান্যচ্ছৃণোতি ন জিঘৎসতি পক্ষিসংঘঃ।
রোমাঞ্চবানিব মুদা গরুতং ধুনানো
বংশীকলাস্বদনমেব পরং করোতি ॥ ৩৮ ॥

(আ০ ১১।২৮৪)

বিস্মৃত হইয়া নয়নজলই বর্ষণ করিতেছেন !! (৩৫) ধেনুগণ উৎকণ্ঠাভরে অর্দ্ধচর্বিত-তৃণাঙ্কুর-শোভিত দন্তে উৎফুল্লনেত্রে এবং উচ্চকর্ণে চিত্রার্পিতবৎ অবস্থান করত শ্রীকৃষ্ণের ঐ বেণুধ্বনিকে শ্রবণপুটে পতনশীল অমৃত প্রবাহের ন্যায় ধারণ করিতেছে !! (৩৬) অহো ! বৎসগণ স্তনাগ্র চূষণও করিতেছে না, ত্যাগও করিতেছে না, দুগ্ধকবলও গলাধঃকরণ করিতেছে না !! হে সখি ! গাভীগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদে আকৃষ্ট হওয়ায় তাহাদের স্তন হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে থাকিলে তাহা পৃথিবীই পান করিতেছে ! (৩৭) হে সখি ! এই পক্ষিসকল বংশীবাদনপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের রূপামৃত নয়নযুগলে পান করিয়া পুনরায় সেই রূপামৃতরসের অনুভবহেতু

স্রস্তে রথাঙ্গ-কলহংসবিচিত্রচেলে
প্রব্যক্তসৈকত-নিতম্বমুদীর্ণফেনম্।
আবর্ত্তবর্ত্তিত-ঘনভ্রমিভিঃ সমীয়ে-
ঽপস্মার এব মুরলী-নিনদৈর্নদীভিঃ ॥ ৩৯ ॥

(আ০ ১১।২৮৫)

বীচীকরৈঃ সরসিজাঞ্জলিমর্পয়ন্ত্যঃ
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজযুগং বহু মানয়ন্ত্যঃ।
সচ্ছীকরৈঃ শিশিরয়ন্তি রসেন বংশী-
নাদপ্রহৃষ্টমনসঃ সখি ! শৈবলিন্যঃ ॥ ৪০ ॥

(আ০ ১১।২৮৬)

মুনিগণের ন্যায় বদ্ধাসনে মৌন হইয়া নিমীলিতনেত্রে ধ্যান করিতেছে ! (৩৮) হে সখি ! এই পক্ষিগণ জড় হইয়া স্পন্দিত হইতেছে না, শব্দ করিতেছে না, অন্য কিছুই দেখিতেছে না, অন্য কোনও শব্দ শুনিতেছে না এবং ভোজন করিতেও ইচ্ছা করিতেছে না ! উহারা আনন্দে রোমাঞ্চিত-কলেবরে পক্ষ কম্পন করিতে করিতে কেবলমাত্র বংশীর কলধ্বনিই আস্বাদন করিতেছে ! (৩৯) মুরলীনিনাদ-শ্রবণে নদীসকলের চক্রবাক ও কলহংসরূপ বিচিত্র বসন স্খলিত হওয়ায় তাহাদের সৈকতরূপ নিতম্ব ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে ; জল হইতে ফেন উদ্গত হইতেছে ; এই অবস্থায় ঐ নদীসমূহ আবর্ত্তজনিত ঘনঘূর্ণাবিশিষ্ট হইয়া যেন অপস্মার (কামশরাঘাত-জনিত ব্যাধিবিশেষই) প্রাপ্তি করিয়াছে !! (৪০) হে সখি ! নদীসমূহ বংশীনাদ-শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া তরঙ্গরূপ করসমূহ দ্বারা পদ্মাঞ্জলি সমর্পণ-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলদ্বয়ই সম্মানযোগ্য মনে করিয়া অর্চনা করিতে করিতে অনুরাগভরে নিজ সুশীতল জলকণা-সমূহ দ্বারা তাঁহাকে শীতল

আচ্ছাদয়ন্ শরদশীতকরস্য তাপং
ছত্রায়িতঃ স্ববপুষা যমচেতনোঽপি।
সংসর্পতি প্রতিপথং পরিতঃ প্রসর্পন্
মৈত্রীং বিভাবয়তি মেঘরুচীহ মেঘঃ ॥ ৪১ ॥

(আ০ ১১।২৮৭)

কর্পূরপূর-পরমাণু-সমেন বারাং
শীতেন শীকরভরেণ বিসারিণা যঃ।
গোচারণশ্রমমপাকুরুতেঽনুগায়ন্
বংশীমমুষ্য ঘন এব নিসর্গবন্ধুঃ ॥ ৪২ ॥

(আ০ ১১।২৮৮)

স্নিগ্ধেষু শাদ্বলতলেষু পদারবিন্দ-
স্যন্দীনি বল্লভতমা-কুচকুঙ্কুমানি।
বক্ষোরুহেষু চ মুখেষু চ রুষয়ন্ত্যো
ধন্যাঃ পুলিন্দসুদৃশঃ সুরসা ভবন্তি ॥ ৪৩ ॥

(আ০ ১১।২৮৯)

করিতেছে !! (৪১) হে সখি ! এই অচেতন মেঘও মেঘশ্যামল শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে মিত্রতাই প্রকাশ করিতেছে ; যেহেতু উহা সখ্যাভিমানে কৃষ্ণের নভস্তলগত তাপ দূর করত সেবা করিবার জন্য নিজ শরীরকে ছত্রাকারে চতুর্দিকে বিস্তৃত করিয়া শরৎকালীন সূর্য্যের তাপ আচ্ছাদনপূর্বক পথে পথে তাঁহার সহিত গমন করিতেছে !! (৪২) মেঘই শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক বন্ধু ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ বংশীতে গান করিতে করিতে শ্রান্ত হইলে ঐ মেঘ হইতে ক্ষরিত কর্পূরপুঞ্জের পরমাণুতুল্য বিসরণশীল সুশীতল জলকণা-সমূহ-দ্বারা নিজের গোচারণশ্রম দূর করিয়া থাকেন। (৪৩) পুলিন্দরমণী-

হন্তাধিকার্য্যনধিকারিতয়া ন ভেদঃ
সর্বাভিলাষ-সদনে মধুরিম্ণি তস্য।
যুক্তং পুলিন্দ-সুদৃশো যদি হানুরক্তা
রাগস্য চ প্রকটনে হ্যয়মেব মার্গঃ ॥ ৪৪ ॥

(আ০ ১১।২৯০)

যঃ কন্দ-কন্দর-পয়ঃ-ফল-ধাতুরাগৈঃ
ক্রীড়োপযোগিভিরসৌ ভজতেঽনুবেলম্।
গোবর্দ্ধনো গিরিবরঃ স হি মাধবস্য
লীলাসখশ্চ সখি! ভাগবতোত্তমশ্চ ॥ ৪৫ ॥

(আ০ ১১।২৯১)

গণও ধন্য, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে সংলগ্ন তদীয় প্রিয়তমার [সেই প্রিয়তমা শ্রীরাধা স্বয়ং হইলেও কিন্তু অনুরাগাতিশয্যে তিনি নিজেকে সেরূপ ভাবনা করিতে না পারিয়া অন্য নায়িকাকে কৃষ্ণপ্রিয়তমা বলিয়া ভাবিতেছেন।] কুচকুঙ্কুম তাঁহার পদারবিন্দ হইতে বিচ্যুত হইয়া স্নিগ্ধ হরিদ্বর্ণ নবীন তৃণোপরি পতিত হইলে তাহারা উহা উঠাইয়া নিজ নিজ স্তনে ও মুখে লেপন করত সুরসা (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে পরমানুরাগবতী) হইয়া থাকে!! (৪৪) শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য সকলেরই অভিলাষের বিষয়! সুতরাং এই বিষয়ে অধিকারিতা বা অনধিকারিতার কোনও ভেদ নাই, সুতরাং ইহাই যুক্তিযুক্ত যে, যদি হীনা পুলিন্দকামিণীগণও তাহাতে অনুরক্ত হইতে পারে, তবে রাগের প্রকটনে ইহাই (লোভই) একমাত্র পথ। (৪৫) যে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন—কন্দ, কন্দর, জল, ফল ও ধাতুরাগ প্রভৃতি ক্রীড়োপযোগি-বস্তুসমূহ দ্বারা নিরন্তরই শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতেছেন—সেই গিরিবরই ভাগবতোত্তম এবং মাধবের লীলার সহায়।

যস্যাশ্রয়ং কৃতবতাং সখি ! বদ্ধতৃষ্ণঃ
কৃষ্ণস্তনোত্যভিমতং মতমেতদেব ।
শ্রেয়ঃ সিসাধয়িষবো ন বিনা সহায়ং
যোগ্যাশ্চ তদ্‌ঘটয়িতুং কুশলা ভবন্তি ॥ ৪৬ ॥
(আ০ ১১।২৯২)

ইত্থমেব মুরলীস্বনামৃতং, বর্ণনেন সুরভীকৃতং মুহুঃ ।
কর্ণচারুচষকান্তরাহিতং, তা মিথোঽপি পরিবেশিতং পপুঃ ॥৪৭॥

অথাগতা সা তুলসী সভাং তাং, গুঞ্জাবলীং গন্ধফলীযুগঞ্চ ।
নিবেদয়ন্তী ললিতা-করাব্জে, বৃত্তং সমস্তং মুদিতা শশংসে ॥৪৮॥
(গোবি০ ৮।৯)

---

(৪৬) হে সখি ! যাহারা সেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ (উৎসুক) হইয়া তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া থাকেন—ইহাই সমস্ত শাস্ত্রসম্মত বলিয়া মনে হয়। কেন না, যাহারা শ্রেয়ঃসাধন করিতে ইচ্ছুক, তাহারা যোগ্য হইলেও সহায়-ব্যতীত তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না। (৪৭) এই প্রকারে শ্রীরাধিকা-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ বর্ণনে সুরভীকৃত (সুগন্ধীকৃত) এবং সখীগণের পরস্পরের নিকট পরিবেশিত সেই মুরলীরবামৃত সখীগণ নিজ নিজ কর্ণরূপ চারুচষকমধ্যে ধারণ করত পান করিতে লাগিলেন।

তুলসীর আগমন, শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তাশ্রবণে শ্রীরাধার উৎকণ্ঠাদি

(৪৮) শ্রীরাধা যখন উৎকণ্ঠিতা হইয়া এইভাবে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি-বিষয়ে উৎকট লালসা প্রকাশ করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে তুলসী তথায় আসিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত গুঞ্জামালা ও চম্পক-কলিকাদ্বয় ললিতার হস্তে সমর্পণ

শ্রবসোরবতংসকদ্বয়ীং, হৃদি গুঞ্জাস্রজমপ্যমূং শুভাম্।
হরিসঙ্গ-সমৃদ্ধসৌরভাং, প্রিয়সখ্যা ললিতা মুদা দধে ॥৪৯॥
(গোবি০ ৮।১০)

তৎস্পর্শতঃ ফুল্লসরোজনেত্রা, কৃষ্ণাঙ্গসংস্পর্শমিবানুভূয়।
কম্পাকুলা কণ্টকিতাঙ্গযষ্টি,-রুৎকাপি গন্তুং স্থগিতা তদাসীৎ ॥৫০
(গোবি০ ৮।১১)

ধীরতা-বামতা-সূক্ষ্মমেধালীভিঃ প্রবোধিতা।
ত্বরয়ন্তী সখীর্যানে ভঙ্গ্যা পরিজহাস সা ॥ ৫১ ॥
(গোবি০ ৮।১২)

পশ্যতাগ্রে দিদৃক্ষা চেদ্গত্বালং মদপেক্ষয়া।
শৈব্যা বাগ্বাগুরাবদ্ধং কৃষ্ণসারং মৃগেক্ষণাঃ ॥ ৫২ ॥
(গোবি০ ৮।১৩)

করত যাবতীয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। (৪৯) তৎপরে ললিতা হর্ষভরে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অনুকূল এবং কৃষ্ণসঙ্গহেতু সমৃদ্ধসৌরভযুক্ত সেই চম্পক-কলিকাদ্বয়কে তাঁহার কর্ণে ও গুঞ্জামালাটি হৃদয়ে পরাইয়া দিলেন। (৫০) প্রফুল্ল-পদ্মনয়না শ্রীরাধা সেই গুঞ্জাহার ও চম্পককলিকার স্পর্শমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শসুখবৎ অনুভব করিয়া কম্প ও পুলকযুক্ত কলেবরে গমনার্থ উৎকণ্ঠিতা হইলেও স্থগিত হইলেন। (৫১) শ্রীরাধা আপন ধীরতা, বামতা ও সূক্ষ্মবুদ্ধিরূপা সখীগণকর্তৃক প্রবোধিতা অর্থাৎ ধৈর্য্যাদি অবলম্বনে বিবেক-বতী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসারার্থ ত্বরাকারিণী ললিতাদি সখীগণকে ভঙ্গীক্রমে পরিহাসবাক্যে বলিলেন—(৫২) "ওহে মৃগাক্ষীগণ! যদি তোমাদের তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা হয়, তবে আমার অপেক্ষায় আর প্রয়োজন নাই, অগ্রেই গমন করিয়া দেখ যে, শৈব্যার বাক্যরূপ বাগুরা (মৃগবন্ধনী) দ্বারা কৃষ্ণসার বদ্ধ হইয়াছেন, (শৈব্যার বাগ্ভঙ্গীতে কৃষ্ণ

বিধেয়ঃ পদ্মিনীনাং বঃ প্রযত্নঃ কৃষ্ণপদ্মিনঃ ।
চন্দ্রাবলীসখীবারী-পতিতস্য সমুদ্ধৃতৌ ॥ ৫৩ ॥
(গোবি০ ৮।১৪)

ন হঠাৎ ক্রিয়তে সুপণ্ডিতৈ,-রবিচারাৎ কৃতমপ্যনর্থকম্ ।
সুবিচার্য্য কৃতং হি কল্পতে, সুধিয়াং সাধুফলোপপত্তয়ে ॥৫৪॥
(গোবি০ ৮।১৫)

ললিতাহ সত্যমেতদ্যন্ন সঙ্কেতগো হরিঃ ।
কিন্তু শৈব্যাদিভির্বীতস্তদ্যানং মানহানয়ে ॥ ৫৫ ॥
(গোবি০ ৮।১৬)

অথেশা কৃষ্ণসঙ্গাশোৎকলিকা-ব্যাকুলান্তরা ।
তস্য দুর্লভতা-স্ফূর্ত্ত্যা মনস্যেতদচিন্তয়ৎ ॥ ৫৬ ॥
(গোবি০ ৮।১৭)

ধৈর্য্য হারাইয়াছেন !) । (৫৩) চন্দ্রাবলীর সখীরূপ বারীতে (গজবন্ধনীতে) কৃষ্ণরূপ পদ্মী (হস্তী) পতিত হইয়াছে ; তোমরা ত পদ্মিনী, অতএব সেই পদ্মীর উদ্ধারে যত্ন করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য । (৫৪) হে সখীবৃন্দ ! সুপণ্ডিতগণ কর্ত্তব্যকার্য্যও সহসা করেন না, অবিচারপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে কৃত কর্ম্মও ব্যর্থ হয়, এইজন্য তাঁহারা সুবিচার করিয়া কার্য্য করেন ; সুতরাং তাঁহাদিগের সেই কার্য্যে সুফলই হয় ।” (৫৫) শ্রীরাধার এই শ্লেষবাক্যশ্রবণে ললিতা কহিলেন—‘সখি । তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কেতস্থলে গমন করেন নাই, কিন্তু শৈব্যাদি সখীগণ-সমন্বিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, অতএব ঐ স্থানে গেলে মানহানিরই সম্ভাবনা ।’ (৫৬) ললিতার বাক্য শুনিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ-বিষয়ে উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল হইয়া তাঁহার দুর্লভতাস্ফূর্ত্তি-হেতু মনে মনে এইরূপ

ননন্দা বিদ্বেষ্ট্রী পতিরতিকটুঃ সাপি কুটিলা
ধবাম্বা মে পদ্মাপ্রভৃতি-রিপুপক্ষশ্চ বলবান্ ।
বনং ব্যাপ্তং সর্বং ব্রজধনজনৈরহ্নি সখিভি-
র্বৃতঃ কৃষ্ণো লভ্যঃ কথমিহ ভবেদ্‌বিঘ্নবহুলে ॥৫৭॥
(গোবি০ ৮।১৮)

নিষ্প্রত্যূহং হরেঃ সঙ্গো দুর্লভো মেঽস্ত দুর্বিধেঃ ।
ইত্যাকুলধিয়স্তস্যাঃ শুভাসীচ্ছকুনোন্নতিঃ ॥ ৫৮ ॥
(গোবি০ ৮।১৯)

সুলভো বৃষভঃ স গিরৌ কমপি প্রসভং গণকো বহিরিত্যবদৎ ।
নিজবামকুচোরুভুজানয়নং, প্রিয়সঙ্গতয়েঽস্ফুরদাশু সমম্ ॥ ৫৯ ॥
(গোবি০ ৮।২০)

ভবিক-শকুনজাতামোদপূর্ণাপি গাঢ়-
প্রণয়-বিসরজাসম্ভাবনা-লীনচিত্তা ।
হৃদয়দয়িত-বার্ত্তাপ্রাপ্তিতৃষ্ণা-স্রবন্ত্যা
সমমহহ ! ধনিষ্ঠামাগতাং সা দদর্শ ॥ ৬০ ॥
(গোবি০ ৮।২১)

চিন্তা করিতে লাগিলেন। (৫৭) 'হায় ! ননন্দা সর্বদা আমার দ্বেষ করে, পতি অতি কটুভাষী, শ্বশ্রূও কুটিলস্বভাবা, পদ্মাদি শত্রুপক্ষও সাতিশয় বলবান্, দিবসে বনপ্রদেশ গোধনে ও জনে পরিবৃত থাকে, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা সখাগণে বেষ্টিত আছেন—এতাদৃশ বিঘ্নবাহুল্যে কি প্রকারে আমার শ্রীকৃষ্ণলাভ হইবে ? (৫৮) হায় ! হতভাগ্য আমার অদ্য নির্বিঘ্নে শ্রীকৃষ্ণসহ মিলন দুর্লভই হইল।'—এই ভাবিয়া তিনি ব্যাকুলা হইলে তখন একটি শুভ শকুন (মঙ্গলচিহ্ন) দেখা দিল। (৫৯) বহির্দেশে জনৈক গণক একজনকে বলিতেছে—'পর্বতে (গিরিরাজে) বৃষভ (সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ) হঠাৎ সুলভ

স্বমিলন-মুদিতাং তাং বীক্ষ্য রাধা ধনিষ্ঠাং
হৃদয়দয়িতপাদৈঃ প্রেরিতাং মন্যমানা ।
উদিতবিবিধভাব-ব্যাকুলাপ্যস্য বার্ত্তা-
শ্রবণকুতুকদিগ্ধা ব্যাজতস্তামপৃচ্ছৎ ॥ ৬১ ॥

(গোবি০ ৮।২২)

কুত ইহ সখি ! বৃন্দারণ্যতো মাধবশ্রীঃ
কথয় কিমনুভূতা লোকিতা গোত্রবর্য্যঃ ।
ব্রজধনজনপাত্রা সঙ্গতশ্চেক্ষিতোঽসৌ
কথয়তু ভবতী সা কীদৃশী বা স কীদৃক্ ॥ ৬২ ॥

(গোবি০ ৮।২৩

হইবে'—এই শুভসূচনার সঙ্গেসঙ্গেই আবার প্রিয়সঙ্গ সূচনা করত স্বীয় বামকুচ, বাম ঊরু, বামভুজ ও বামনয়ন নৃত্য করিতে লাগিল। (৬০) শ্রীরাধা গণকমুখে মঙ্গলবাক্য শ্রবণ এবং নিজের বামাঙ্গনৃত্য প্রভৃতি শুভ-লক্ষণহেতু মহানন্দে পরিপূর্ণা হইলেও প্রণয়াতিশয্যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি-বিষয়ে সন্দিহান হইয়া লীনচিত্ত হইলে ধনিষ্ঠা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন শ্রীরাধা মনে করিলেন যে, ধনিষ্ঠাই প্রাণবল্লভের বার্ত্তাপ্রাপ্তিজন্য উৎপন্না তৃষ্ণানদীর সহিত আগমন করিল, অতএব ইহার নিকটেই প্রাণবল্লভের বার্ত্তা পাইব।'

ধনিষ্ঠার মুখে মাধব-শ্রীবর্ণনাদি কথোপকথন

(৬১) তখন শ্রীরাধা নিজের মিলনহেতু হাস্যমুখী ধনিষ্ঠাকে দেখিয়া প্রাণনাথ ইহাকে প্রেরণ করিয়াছেন, মনে করিলেন। তন্নিবন্ধন উদিত ভাবাবলিতে ব্যাকুলা হইয়াও তিনি শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা শ্রবণের জন্য কুতূহলে ছলক্রমে ধনিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—(৬২) 'সখি ! কোথা হইতে এখানে আসিয়াছ হে ?' ধনিষ্ঠা—'বৃন্দাবন হইতে।' শ্রীরাধা—'তথায় মাধবের

বিকসিত-বনমালাকৃষ্টপুষ্টালিবৃন্দা
বিকচ-তিলক-লক্ষ্মীঃ কোকিলালাপ-রম্যা।
হৃদি যুবতিজনানাং কামমুদ্দীপয়ন্তী
স্ফুরতি সখি বিশালা মাধুরী মাধবস্য ॥ ৬৩ ॥
(গোবি০ ৮।২৪)

বিবিধোৎকলিকা-কীর্ণাং দর্শনাৎ স্মরবর্দ্ধিনীম্।
মাধবীয়ামবস্থাং কঃ সখি! বর্ণয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৬৪ ॥
(গোবি০ ৮।২৫)

(বসন্তের) শ্রী (সৌন্দর্য) দেখিয়াছ কি?' ধনিষ্ঠা—'হাঁ, দেখিয়াছি।' শ্রীরাধা—'ব্রজমণ্ডলের গোধন ও জনগণের রক্ষক সেই গোত্রবর্যকে (গিরিরাজকে বা কুলশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে) দেখিয়াছ কি?' ধনিষ্ঠা—'হাঁ দেখিয়াছি।' শ্রীরাধা—'তবে বল দেখি, মাধবশ্রী কিপ্রকার এবং সেই গোত্রবর্য্যই বা কিরূপ?' (৬৩) ধনিষ্ঠা [শ্লিষ্ট বাক্যে] উত্তর দিলেন—'হে সখি! বসন্তের বিশাল মাধুরীর কথা আর কি বলিব? মাধবশ্রী বিকসিত বনমালাদ্বারা ভ্রমর-শ্রেণীকে আকৃষ্ট ও তিলকপুষ্প প্রস্ফুটিত করিয়া কোকিলের মনোরম আলাপদ্বারা যুবতিদের হৃদয়ে কাম উদ্দীপন করত স্ফুরিত হইতেছে। পক্ষান্তরে—সখি হে! শ্রীকৃষ্ণের মাধুরীর কথা কি আর বর্ণনা করা যায়? উহার বিশাল মাধুরী বিকসিত বনমালাদ্বারা ভ্রমরকুলকে আকৃষ্ট ও পরিপুষ্ট করিয়া তিলকরচনায় মুখশোভাবর্দ্ধনপূর্বক কোকিলবৎ সুমিষ্ট বচনভঙ্গীতে যুবতিদের হৃদয়ে বিবিধ স্বাভিলাষ উদ্দীপন করিয়া শোভা পাইতেছে। (৬৪) 'হে সখি! মাধবীর অবস্থা কেই বা বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? মাধবীয় (বসন্তকালীন) বনশোভা উৎকৃষ্ট কলিকাসমূহে ব্যাপ্ত; পক্ষান্তরে মাধবের (শ্রীকৃষ্ণের) অবস্থা বলিতেছি—তিনি উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়াছেন এবং এই উভয়েরই দর্শন করিলে হৃদয়ে মদনোন্মাদ হইয়া থাকে।

ঘনশ্যামো (ধরোদ্ধর্ত্তা) ধাতূচ্চয়-রচিতচিত্রাবয়ববান্
ধ্বনদ্‌বেণুর্ধেন্বুব্রজ-জলদভীতিব্রজহরঃ।
বয়ঃ ক্রীড়োন্মীলঃ সকলস্থ রভীবর্দ্ধমকৃতী
বিরাবোচ্চৈঃ শৃঙ্গো লসতি সখি ! গোবর্দ্ধনধরঃ ॥৬৫॥
(গোবি০ ৮।২৬)

তদ্‌বাগ্‌ভঙ্গীমধুলীনাং পানোন্মত্তহৃদপ্যসৌ।
কান্তোদন্তং স্ফুটং শ্রোতুং সংবাদমনয়াকরোৎ ॥৬৬॥
(গোবি০ ৮।২৭)

যানং ক্ব তে সংপ্রতি ? তে সমীপে
কিমর্থমাবেদয়িতুং প্রবৃত্তিম্।
কস্য ? ব্রজেন্দোঃ সখি ! কীদৃশী সা ?
স্বশক্রকন্দর্পতমোহভিভূতিঃ ॥ ৬৭ ॥
(গোবি০ ৮।২৮)

(৬৫) হে সখি ! যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গৈরিকাদি ধাতুসমূহে চিত্রবিচিত্র, যাহাতে নিরন্তর বেণুর (বংশের) শব্দ হইতেছে, যিনি কুপিত ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত জলদভীত ধেনুসমূহের ভয়হারী, যাহাতে পক্ষিচয় উপবেশন করিয়া থাকে, যিনি গোসকলের বর্দ্ধনবিষয়ে কুশল এবং যাহার উচ্চ শৃঙ্গসমূহ পক্ষিসকলের কলধ্বনিতে পরিপূর্ণ—সেই ধরাধর গোবর্দ্ধন বিলাস করিতেছেন। কৃষ্ণ-পক্ষে—যাঁহার অঙ্গসমুদয় গৈরিকাদি ধাতুসমূহে বিচিত্রিত, যিনি বেণুবাদ্য-পরায়ণ, যিনি মেঘভীত গোধনের ভয়নাশন এবং যাঁহার শৃঙ্গ উচ্চৈঃস্বরে অপূর্ব রব করিতেছে, সেই ধরার উদ্ধারকারী গোবর্দ্ধনধর শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন।' (৬৬) তখন শ্রীরাধা ধনিষ্ঠার ঐরূপ বাগ্‌ভঙ্গীরূপ মধুপানে উন্মত্ত হইয়া প্রাণনাথের বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে শুনিবার জন্য কথোপকথন আরম্ভ করিলেন—(৬৭) শ্রীরাধা—'হে সখি ! সম্প্রতি কোথায় গমন করিতেছ ?'

ছায়াদ্বিতীয়োঽয়মসৌ সহায়ী, নিরায়ুধোঽয়ং স চ শস্ত্রপূর্ণঃ।
স্বরূপসম্পজ্জয়জাতরোষ,-স্তং রাধতেঽসৌ স্বমধৌ সমৃদ্ধঃ ॥৬৮॥
(গোবি০ ৮।২৯)

সমাচ্ছন্নং কুর্বন্নুপরি কুসুমৈঃ স্বৈরিব শরৈঃ
সমন্তাৎ সামন্তৈরলিপিক-বসন্তানিলমুখৈঃ।
ভবৎকুণ্ডারণ্যং ন্যরুণদিহ কৃষ্ণং রতিপতি-
র্বহিঃস্থানীকিন্যা ইব স তব সঙ্গং স্পৃহয়তি ॥ ৬৯ ॥
(গোবি০ ৮।৩০)

বহুধা কৃতরক্ষণং প্রিয়ং, পতিতং দৈববলেন সঙ্কটে।
তব সঙ্গতিমাত্র-তারণে, ত্বরিতং ত্রাহি ন চেৎ কৃতঘ্নতা ॥৭০॥
(গোবি০ ৮।৩১)

ধনিষ্ঠা—'তোমার নিকট', শ্রীরাধা—'কি জন্য ?', ধনিষ্ঠা—'প্রবৃত্তি (বার্ত্তা) বিজ্ঞাপনার্থ !' শ্রীরাধা—'কাহার বার্ত্তা ?' ধনিষ্ঠা—'ব্রজবিধুর'। রাধা—'সে বৃত্তান্ত কি ?' ধনিষ্ঠা—"কন্দর্পরূপ স্বশত্রু রাহুর ভয়ে তিনি অভিভূত হইয়াছেন।" (৬৮) কন্দর্পকর্ত্তৃক তাঁহার পরাজয়ের এই কারণ—শ্রীকৃষ্ণ অসহায় ও একাকী, কন্দর্প স্বপরিকরযুক্ত ; কৃষ্ণ অস্ত্রহীন, কন্দর্প অস্ত্রসমূহে পরিপূর্ণ, অধিকন্তু কন্দর্প শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক স্বীয় সৌন্দর্য্যসম্পদের পরাভবে রোষান্বিত হইয়া নিজের অধিকৃত কাল বসন্তে সমৃদ্ধিশালী হইয়া তাঁহাকে পীড়া দিতেছে। (৬৯) ঐ কামদেব স্বীয় শরসদৃশ বিবিধ কুসুমদ্বারা উপরিভাগে এবং ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত ও দক্ষিণ পবনরূপ সামন্তসকলদ্বারা চতুর্দিকে শ্রীকৃষ্ণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তোমার কুণ্ডারণ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ; এজন্যই তিনি বহিঃস্থিত সেনার ন্যায় তোমার সঙ্গ প্রার্থনা করিতেছেন। যেহেতু, তোমার সঙ্গলাভ করিলেই ঐ অলি-পিকাদি সামন্তগণ স্বয়ংই পরাজিত হইয়া অনুকূলভাবে অবস্থিতি করিবে। (৭০) হে সখি ! অদ্য দৈবক্রমে প্রিয়তম সঙ্কটে পড়িয়াছেন, তুমি বহুবার তাঁহাকে এই-

ত্বৎসঙ্গত্যা যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ ।
অন্যত্র বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ ॥ ৭১ ॥
(গোবি০ ৮।৩২)

ধৃতানল্পকল্পঃ কৃতকুসুমতল্পো হৃদি বলদ্-
বিকল্পঃ সঙ্কল্পান্ বিদধদিহ জল্পংস্তব কথাম্ ।
স শূরোঽপি ক্রূরাতনুকদন-দূরোজ্ঝিতধৃতি-
র্হরিঃ কুঞ্জে গুঞ্জন্মধুপ-পিকপুঞ্জে নিবসতি ॥ ৭২ ॥
(গোবি০ ৮।৩৩।

নবীনজলদদ্যুতিঃ কনকপীত-পট্টাম্বরঃ
স্ফুরন্মকর-কুণ্ডলো ঘুসৃণ-চারুচর্চ্চাঞ্চিতঃ ।
প্রফুল্লকমলেক্ষণঃ কনকযূথিকামাল্যবান্
শিখণ্ডকৃতশেখরঃ স্ফুরতি সাধ্বি ! কুঞ্জে হরিঃ ॥৭৩॥
(গোবি০ ৮।৩৪)

প্রকার সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিয়াছ অথবা তিনি তোমাকে বহুশঃ সঙ্কট হইতে ত্রাণ করিয়াছেন ; তোমার সঙ্গ পাইলেই তিনি অনায়াসে মুক্ত হইবেন, অতএব শীঘ্রই ত্রাণ কর, নচেৎ তোমার কৃতঘ্নতা দোষ হইবে। (৭১) হে সখি ! তুমি ত জানই যে, তোমার সঙ্গে থাকিলেই তিনি মদন-মোহন, অন্যথা স্থাবরজঙ্গমাত্ম-বিশ্বমোহনকারী হইয়াও তিনি স্বয়ং মদন-কর্তৃক মোহিতই হইয়া থাকেন। (৭২) শ্রীকৃষ্ণ বহুবিধ বেশভূষা ধারণ করিয়া কুসুমশয্যা রচনাপূর্বক হৃদয়ে নানাবিধ বিকল্পের উদ্ভব হওয়ায় নানাবিধ সঙ্কল্পও করিতেছেন, তোমার কথাই আলাপ করিতেছেন ; হে সুমুখি ! তিনি স্বয়ং বীর হইলেও ক্রূর কন্দর্পের পীড়নে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া কেবল ভ্রমর ও কোকিল-গুঞ্জিত কুঞ্জমধ্যে অবস্থান করিতেছেন !! (৭৩) অহো ! নবীনজলধরসদৃশ তাঁহার অঙ্গকান্তি, কনকতুল্য পীতপট্টবস্ত্র পরিধান

শ্রীতারুণ্য-মহামৃতাব্ধিবিলসৎসৌন্দর্য্যপাথঃস্ফুর-
ল্লাবণ্যোচ্চ-তরঙ্গভঙ্গি-বিকসৎকন্দর্পভাবভ্রমে।
শ্রীবংশীধ্বনিবাত্যয়োত্থিত-পতদ্‌যোষাক্ষিচেতস্তৃণ-
স্তম্বানাশু নিমজ্জয়ন্নপি হরিস্তদ্বীথিমুদ্বীক্ষতে ॥৭৪॥

(গোবি০ ৮।৩৫)

বকভিদি সুবিদগ্ধে স্বাং সুবৈদগ্ধ্যধারাং
নবতরুণিমপূর্ণে নব্যতারুণ্য-লক্ষ্মীম্।
শশিমুখি ! রতিতৃষ্ণামপ্যমুষ্মিন্ সতৃষ্ণে
সফলয় বরবেশে বেশভঙ্গীং সমর্প্য ॥ ৭৫ ॥

(গোবি০ ৮।৩৬)

প্রেমোদ্‌ভ্রান্তং দ্রুতস্বান্তং স্মরক্রান্তং ত্বদাশ্রিতম্।
মূর্চ্ছান্তাং ক্লান্তিমায়ান্তং কান্তং কান্তে ! দ্রুতং ব্রজ ॥৭৬॥

(গোবি০ ৮।৩৭)

করিয়াছেন, কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, সর্বাঙ্গ কুঙ্কুমাদি সুচারু লেপনে চর্চিত, প্রফুল্ল কমলের ন্যায় তাঁহার লোচনদ্বয়, গলদেশে স্বর্ণযূথিকার ন্যায় মালা এবং মস্তকে শিখিপুচ্ছের চূড়া শোভা পাইতেছে। (৭৪) তাঁহার তারুণ্যরূপ মহাসমুদ্রে প্রকাশমান সৌন্দর্য্যরূপ সলিলে স্ফূর্ত্তিশীল লাবণ্যরূপ উচ্চতরঙ্গের সহিত বিলাসযুক্ত কন্দর্পভাবরূপ ঘূর্ণা এবং বংশীনাদরূপ বাত্যা উহাতে পতিত স্ত্রীগণের চক্ষু ও চিত্তরূপ তৃণগুচ্ছ-সমূহকে শীঘ্র নিমগ্ন করিলেও সেই হরি তোমারই পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন। (৭৫) হে শশিমুখি ! সেই সুবিদগ্ধ বকারিতে নিজের সুবৈদগ্ধীধারা, নবতারুণ্যে পরিপূরিত তাঁহাতে নিজ তারুণ্যলক্ষ্মী, সতৃষ্ণ তাঁহাতে তোমার রতিতৃষ্ণা এবং উত্তমবেশভূষায় ভূষিত-কলেবর তাঁহাতে নিজ বেশবিন্যাসাদি সমর্পণে তাহাদের সফলতা আনয়ন কর।

ইতি সখী-বচনামৃতপানজ,-প্রকটভাবচয়াচিতবিগ্রহা।
অতিশয়োৎসুকতা-জড়তাকুলা, দ্রুতবিলম্বিতযানমতির্বভৌ ॥৭৭॥
(গোবি০ ৮।৩৮)

কাননাভিসরণোচিতাংশুকা,-কল্পবেষ-পরিধাপনোন্মুখীঃ।
সা সখীরপি বিলম্বশঙ্কয়া,-ক্ষিপ্য বেষমকৃত স্বয়ং তনোঃ ॥ ৭৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ৮।৩৭)

অধাৎ কাঞ্চীং কণ্ঠে জঘনভুবি হারং চরণয়োঃ
কৃশাঙ্গী কেয়ূরে ভুজলতিকয়োর্নূপুরযুগম্।
কিমঙ্গৈরন্যোন্যং মধুমথন-সঙ্গোৎসববিধৌ
প্রসাদো ব্যাতেনে প্রণয়পিশুনঃ স্বস্ববিভবৈঃ ॥ ৭৯ ॥
(অ০ ৫।৫৬)

---

(৭৬) হে কান্তে! তিনি প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত, আর্দ্রচিত্ত, কন্দর্পশরাক্রান্ত, তোমার আশ্রিত এবং (এক্ষণে) মূর্চ্ছাপর্য্যন্ত যত ক্লান্তির আধারস্বরূপ হইয়াছেন; অতএব হে সখি! অবিলম্বে তৎসমীপে গমন কর।" (৭৭) ধনিষ্ঠার এই বাক্যামৃত পান করার দরুণ শ্রীরাধার শরীরে স্পষ্টতঃই ভাব-সমুদয় প্রকাশিত হইল, তাহাতে তিনি অত্যৌৎসুক্য ও জড়তায় ব্যাকুল হইয়া দ্রুত অথচ বিলম্বিত গমনে ইচ্ছা করিয়া শোভা পাইলেন। (৭৮) পরে কাননাভিসারোচিত বসনভূষণ-পরিধাপনে উন্মুখী সখীসকলকে বিলম্ব-শঙ্কায় তিরস্কার করিয়া স্বয়ং নিজ তনুর বেশরচনা করিতে লাগিলেন।

অভিসার, বনশোভাদর্শনাদি এবং শ্রীরাধার উৎকট দিব্যোন্মাদ

(৭৯) কৃশাঙ্গী শ্রীরাধা কণ্ঠে কাঞ্চী, জঘনস্থলে হার, চরণদ্বয়ে কেয়ূর-যুগল, ভুজলতায় নূপুরদ্বয় ধারণ করিলেন। মধুমথনের সঙ্গরূপ উৎসব-ব্যাপারে শ্রীমতীর অঙ্গসকল নিজ নিজ বিভব প্রকট করিয়া যেন প্রণয়-

গোস্তনাখ্য-মণিহারবেষ্টনৈ,-র্দ্রাঙ্ নিতম্বমকরোদলঙ্কৃতম্ ।
কণ্ঠমন্বধিত কিঙ্কিণীং স্রজং, মূর্দ্ধ্নি বেণিশিখরে ললাটিকাম্ ॥৮০॥
(কৃ০ ভা০ ৮।৩৮)

লোচনে মৃগমদদ্রবাঞ্জিতে, ভালমঞ্জন-বিশেষকার্চিতম্ ।
হন্ত ! যাবকরসেন নির্মমে, স্থাসকং তনুমনূদিতত্বরা ॥৮১॥
(কৃ০ ভা০ ৮।৩৯)

নীলমঞ্জুল-নিচোলসংবৃতা
মাধুরীব নিরগাৎ পুরাদ্বহিঃ ।
কৌমুদীব ঘনতাং গতা ক্ষিতৌ
কিং ঘনেন নিহিতাত্মনোঽন্তরে ॥ ৮২ ॥
(কৃ০ ভা০ ৮।৪০)

ততস্তদৈবাগত-কুন্দবল্ল্যাঃ, স্বস্থ প্রয়াণায় কৃতত্বরায়াঃ ।
সা সব্যহস্তেন করং দধানা, পরেণ লীলাকমলং চচাল ॥ ৮৩ ॥
(গোবি০ ৮।৩৯)

সূচক প্রসন্নতারই বিস্তার করিল। (৮০-৮২) ভ্রমবশতঃ তিনি কিঙ্কিণী-জ্ঞানে গোস্তনাখ্যহারদ্বারা নিজ নিতম্ব বেষ্টন করিলেন, কণ্ঠে কিঙ্কিণী ধারণ করিলেন ; বেণীর অগ্রভাগে ললাটিকা, নয়নদ্বয়ে মৃগমদ, ললাটে অঞ্জন-দ্বারা তিলক রচনা করিলেন, যাবকের রসে দেহের স্থাসক (থোর) নির্মাণ করত তাড়াতাড়ি মঞ্জুল নীল নিচোল পরিধানপূর্বক নিজভবন হইতে মূর্তিমতী মাধুরীর ন্যায় তিনি বাহির হইলেন। মনে হইল যেন শ্রীরাধারূপা ঘন কৌমুদীকে নিচোলরূপ ঘন (মেঘ) নিজ অন্তরে রখিয়াছে। (৮৩) এমন সময়ে কুন্দলতা আসিয়া সূর্য্যপূজায় গমন করিবার জন্য ত্বরা করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীরাধা স্বীয় বামকরে কুন্দলতার হস্তধারণ করিয়া দক্ষিণ-

পুরতস্তুলসী ধনিষ্ঠয়া, সবিশাখা ললিতা চ পার্শ্বতঃ।
পরিতশ্চ সখীততিঃ পরা, স্বসখীং তাং পরিবার্য্য সান্বয়াৎ ॥৮৪
(গোবি০ ৮।৪০)

স্বসম-সহচরীভিঃ কৃষ্ণরাধাঙ্ঘ্রিসেবো-
পকরণবলিতাভির্দাসিকাভ্যাঞ্চ যুক্তা।
অনুসরতি যুতাভ্যাং সূর্য্যপূজোপচারৈঃ
প্রণয়সহচরী তাং মঞ্জরী রূপপূর্বা ॥ ৮৫ ॥
(গোবি০ ৮।৪১)

আলীভিঃ সহ পুরোপকানন,-প্রান্তবর্ত্ম-নিহিতাঙ্ঘ্রিপল্লবা।
হ্রীক্ষপা-ক্ষয়বশাদবগুণ্ঠনো,-ন্মুক্তমাস্যকমলং দধে স্ফুটম্ ॥ ৮৬ ॥
(কৃ০ ভা০ ৮।৪১)

ব্রজাদ্বিনিষ্ক্রম্য দদর্শ সা পুরঃ, সুমঙ্গলাং স্ত্রীং দধিপাত্র-ধারিণীম্।
চাষং দ্বিজাতিং নকুলং মৃগাবলীং, ধেনুং সবৎসাং বৃষভঞ্চ দক্ষিণে ॥৮৭
(গোবি০ ৮।৪২)

করে লীলাকমল ঘুরাইতে ঘুরাইতে যাত্রা করিলেন। (৮৪) তাঁহার অগ্রে ধনিষ্ঠার সহিত তুলসী, পার্শ্বদ্বয়ে ললিতা ও বিশাখা এবং চতুর্দিকে অন্য সখীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শ্যাম-অভিসারে চলিলেন। (৮৫) প্রণয়-সহচরী রূপমঞ্জরী শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণসেবার উপকরণাদি-সহিত আত্মতুল্য সখীগণ-সমভিব্যাহারে এবং সূর্য্যপূজার উপকরণযুক্ত দাসীদ্বয়ে মিলিত হইয়া শ্রীরাধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাত্রা করিলেন। (৮৬) তখন শ্রীরাধা সখীগণের সহিত পুরীর উপবনপ্রান্তবর্ত্তি-পথে চরণচালন করিতেই লজ্জারূপা রাত্রির নাশে অবগুণ্ঠন হইতে মুখকমল পরিস্ফূটরূপে বাহির করিয়া ধরিলেন। (৮৭) শ্রীরাধা ব্রজসীমা অতিক্রম করিয়াই সম্মুখে দধিপাত্রধারিণী সুমঙ্গলা

সরসি বিকচপদ্মে বেষ্টিতে ভৃঙ্গপঙ্‌ক্ত্যা
মদিরযুগলমুত্থল্লাস্তমালোক্য বালা।
প্রচলদলকপালীসঙ্গিরিঙ্গৎস্বনেত্র-
স্বরমণ-মুখবিম্বভ্রান্তিভাক্ স্তম্ভিতাসীৎ ॥ ৮৮ ॥

(গোবি০ ৮।৪৩)

ইতি শুভশকুনেক্ষোদ্ভুতমুন্মন্থরাণাং
বিবিধকুটিলহাস্যোল্লাসমাতন্বতীনাম্।
প্রণয়সহচরীণাং শ্রেণিভিঃ পূর্ণপার্শ্বা
মদগজগুরুযানা কাননাভ্যর্ণমাপ ॥ ৮৯ ॥

(গোবি০ ৮।৪৪)

কেলীবিপিনং প্রবিশতি রাধা। প্রতিপদ-সমুদিত-মনসিজবাধা ॥
কলয়তি নয়নং দিশি দিশি বলিতম্। পঙ্কজমিব মৃদুমারুত-চলিতম্ ॥
বিনিদধতী মৃদুমন্থর-পাদম্। রচয়তি কুঞ্জরগতিমনুবাদম্ ॥ ৯০ ॥

(জ০ ১।৩৭)

(সধবা) স্ত্রীকে এবং দক্ষিণ দিকে নীলকণ্ঠপক্ষী, ব্রাহ্মণ, নকুল, মৃগশ্রেণী, সবৎসা ধেনু এবং একটি বৃষভ দেখিতে পাইলেন। (৮৮) তৎপরে তিনি সরোবরস্থ প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে ভ্রমরপঙ্‌ক্তিবেষ্টিত নর্ত্তনশীল খঞ্জনদ্বয় দেখিয়া স্বরমণ শ্রীকৃষ্ণের অলকাবলি ও নয়নদ্বয়-সমন্বিত মুখবিম্বের ভ্রান্তিতে স্তম্ভিত হইলেন। (৮৯) ঐসকল শুভলক্ষণ দর্শন জন্য হর্ষে গর্ববতী ও নানা-বিধ কুটিল হাস্যোল্লাসবিস্তারকারিণী প্রিয়সহচরীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া তিনি মদমত্তগজেন্দ্রগমনে কানন-সমীপে উপস্থিত হইলেন। (৯০) প্রতিপদে (প্রতিক্ষণে) কন্দর্পবাধায় আক্রান্ত হইয়া শ্রীমতী মৃদুপবন-চঞ্চলিত পঙ্কজের

ইয়মথ তরুবল্লীবৃন্দমুৎফুল্লয়ন্তী
মদকল-কলকণ্ঠীকাকলী-কণ্ঠনাদা।
মধুকর-কলবিঙ্কী-ঝঙ্কৃতোচ্ছিঞ্জিতোর্মি-
র্বনমনু বনজাক্ষী মাধবশ্রীর্বিবেশ ॥ ৯১ ॥

(গোবি০ ৮।৪৫)

ফুল্লশ্যামলতোজ্জ্বলং স্তিলকশ্রীযুগ্বিশালার্জুন-
প্রোৎফুল্লোচ্চ-হলিপ্রিয়ং শিখিদলশ্রেণীভিরাভূষিতম্।
পুন্নাগামলচম্পকালিকৃতমালালঙ্কৃতং পল্লবৈ-
র্দীব্যৎকাঞ্চনবিদ্রুমাদি-বলিতং তাপিঞ্ছকান্ত্যল্লসৎ ॥ ৯২ ॥

(গোবি০ ৮।৪৬)

ন্যায় দিকে দিকে দৃষ্টিপাত এবং মত্তকরিরাজতুল্য মন্থর চরণ-চালনে কেলিবনে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। (৯১) ঐ কমলনয়না শ্রীরাধা মদমত্ত কোকিলের মধুরাস্ফুট সূক্ষ্মধ্বনিতুল্য কণ্ঠস্বর এবং ভ্রমর ও চটক-পক্ষিগণের ঝঙ্কার অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ভূষণ-ধ্বনির তরঙ্গ বিস্তার করত তরুলতা-সমূহকে প্রফুল্লিত করিতে করিতে বসন্তশ্রীর তুল্য বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (৯২) ঐ বন শ্রীকৃষ্ণকলেবরবৎ শোভাবিস্তার করিতেছে বলিয়া তিনি দেখিলেন—বন প্রফুল্ল শ্যামলতায় উজ্জ্বল, শ্রীকৃষ্ণের দেহলতাও শ্যামল উজ্জ্বল। বনে তিলকপুষ্পের শোভা, শ্রীকৃষ্ণেরও ললাটে তিলক-রচনা; বন উৎকৃষ্ট অর্জুন ও প্রফুল্লকেলিকদম্বাদি বৃক্ষগণে পরিব্যাপ্ত, শ্রীকৃষ্ণও বিশাল, অর্জুন প্রভৃতি সখা এবং আনন্দিতমনা বলদেব-কর্তৃক মণ্ডিত; বনে ময়ূরশ্রেণীর শোভা, শ্রীকৃষ্ণের শিরেও ময়ূরপিঞ্ছের চূড়া; বন পুন্নাগ, অমল (আমলকী) ও চম্পকরাজিতে সুশোভিত, শ্রীকৃষ্ণও পুন্নাগ ও নির্মল চম্পকমালায় সমলঙ্কৃত; বন পল্লবযুক্ত কাঞ্চন ও বিদ্রুমাদি বৃক্ষে

গুঞ্জাপুঞ্জবিরাজিতং শ্রমহরচ্ছায়া-কদম্বাশ্রয়ং
বেণুধ্বান-মনোহরং প্রবিলসচ্ছ্রীপীতনা-চর্চিতম্।
স্ফোটন্মন্মথ-সঙ্কুলং বরবয়ঃশোভাবিলাসাস্পদং
সাপশ্যৎ পুরতো বনং বপুরিব প্রেষ্ঠস্য সর্বেষ্টদম্ ॥৯৩॥

[যুগ্মকম্] (গোবি০ ৮।৪৭)

পততি নয়নমস্যা যত্র যত্রাত্র বস্ত-
ন্যখিলমিদমঘারেস্তত্তদঙ্গায়মানম্।
মদয়দপি হৃদন্তঃশস্ত্রতামেত্য সদ্যঃ
প্রহরতি বিষমেষোশ্চিত্রমেতচ্চ তচ্চ ॥ ৯৪ ॥

(গোবি০ ৮।৪৮)

পরিবৃত, শ্রীকৃষ্ণও কাঞ্চন (স্বর্ণ) ও প্রবালাদি মণিভূষণে বিভূষিত ; বন তমালবৃক্ষে শোভিত, শ্রীকৃষ্ণও তমালবর্ণ শ্যামকান্তি। (৯৩) বন—গুঞ্জাপুঞ্জে বিরাজিত, শ্রীকৃষ্ণও গুঞ্জামালায় সমলঙ্কৃত ; বন শ্রমনাশন ছায়াবহুল কদম্ব-বৃক্ষসমূহের আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণও ঐরূপ নিবিড় ছায়াযুক্ত কদম্বতরুতলাশ্রয় করিয়াছেন ; বন বেণু (বংশ)-শব্দে মনোহর, শ্রীকৃষ্ণও বেণুবাদ্যে রমণীয় ; বন সুন্দর সুন্দর আম্রাতকে পূরিত, শ্রীকৃষ্ণও কুঙ্কুমদ্বারা লিপ্তদেহ ; বন —প্রফুল্ল মদনবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত, শ্রীকৃষ্ণও কামময় চেষ্টাদিতে পরিশোভিত ; বন উত্তম উত্তম পক্ষিগণের শোভা ও বিলাসের আস্পদ, শ্রীকৃষ্ণও কৈশোর-বয়সোচিত বিবিধ শোভাবিলাসাদির আধার—এবম্বিধ সম্মুখস্থিত বন দেখিয়া শ্রীরাধা প্রিয়তমের সর্বাভীষ্টপ্রদ বপু বলিয়াই মনে করিলেন। (৯৪) ঐ বনের যে যে বস্তুতে তাঁহার নেত্রপাত হইতেছে, তাহা তাহাই তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ বলিয়া প্রতিভাত হইল এবং কন্দর্প-শরবৎ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়কে জর্জরিত করিতে লাগিল।

বনস্থ কান্ত-সাদৃশ্যং পশ্যন্তীং বিহস্তাং তাং বয়স্যাহ—

হসন্তী বাসন্তী বলিত-মুকুলো বালবকুলো
বিশোকশ্চাশোকঃ সুলভবিচয়শ্চম্পকচয়ঃ।
অনাগঃ পুন্নাগস্তবককমনঃ পশ্য সুমনঃ-
কুটীরঃ পাটীর-শ্বসন-সুরভির্ভাতি সুরভিঃ ॥ ৯৫ ॥

(চন্দ্রো০ ৩।৩৬)

অথ কান্তস্য চরণচিহ্নৈরঙ্কিতাং বনস্থলীং পশ্যন্তী সা বিশাখামাহ

(দা০ ৩৪)

পদততিভিরলঙ্কৃতোজ্জ্বলেয়ং
ধ্বজ-কুলিশাঙ্কুশ-পঙ্কজাঙ্কিতাভিঃ।
নখরলুঠিতকুড্মলা বনালী
কিমপি ধিনোতি ধুনোতি চান্তরং মে ॥৯৬॥

(উ০ ১০।৭২)

---

(৯৫) বনের শোভায় কান্ত-সাদৃশ্য দেখিয়া শ্রীরাধা ব্যাকুলা হইয়াছেন দেখিয়া সখীগণ বলিলেন—'অহো সখি! বৃন্দাবনের কি অপূর্ব শোভা দেখ দেখি। মাধবীলতা প্রফুল্লিত হইয়াছে, তরুণ বকুলটি মুকুলিত হইয়াছে, অশোক-তরু বিশোক (কুসুমিত), চম্পকবৃক্ষগুলিও পক্ষিগণ-ব্যাপ্ত, মনোহর পুন্নাগ পুষ্পস্তবকে সমাকীর্ণ, ঐ পুষ্পকুটীরটিও মলয়জ-চন্দনতরুর পবনে চতুর্দিক সুরভিত করিয়া বিরাজমান আছে।' (৯৬) অনন্তর প্রাণকান্তের চরণ-চিহ্নাঙ্কিত বনভূমি দর্শন করিয়া তিনি বিশাখাকে বলিলেন—'বিশাখে! এই বনশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পঙ্কজাদিচিহ্নসমন্বিত চরণ-চিহ্নে উজ্জ্বল ও অলঙ্কৃত হইয়া আপন আপন অগ্রদেশ নত করত স্বীয় কলিকাসমূহ দ্বারা আমার নখরপ্রান্তে বিলুঠিত হইতেছে; এই বনশ্রেণীর দর্শনে আমার অন্তঃকরণে আনন্দধারা প্রবাহিত হইতেছে!!'

যূথেশ্বরীভিঃ সসখীকুলাভি-
রন্বিষ্যমাণো বন-গহ্বরেষু।
কথং ন লভ্যো নিপুণাভিরেতাঃ
প্রাপ্তাঃ কথং হাস্যতি বা স লুব্ধঃ ॥ ৯৭ ॥

(গোবি০ ৮।৫২)

ইতি নিজহৃদি রাধা সন্দিহানাপসব্যে
বনমনু বিলসন্তং কৃষ্ণসারং মৃগীভিঃ।
শিখিবরমপি সব্যে কেকিনীভিঃ সমীক্ষ্য
প্রিয়মৃগশিখিবুদ্ধ্যা ভ্রান্তিতঃ শঙ্কিতাসীৎ ॥ ৯৮ ॥

[যুগ্মকম্]　(গোবি০ ৮।৫৩)

তমালমষ্টাপদ-বদ্ধমূলং, সা বেষ্টিতং ফুল্লসুবর্ণযূথ্যা।
শাখাগ্রনৃত্যচ্ছিখিনং সমীক্ষ্য, নির্ণীতচেতা বিচিকিৎসিতাভূৎ ॥৯৯॥

(গোবি০ ৮।৫৪)

---

(৯৭) বনের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে তিনি ভাবিলেন—'এই নিপুণা যূথেশ্বরীগণ স্বস্ব সখীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে বনে ও গহ্বরাদিতে অন্বেষণ করিয়া কেনই বা না পাইবে? এবং সেই লুব্ধ কৃষ্ণ ইহাদিগকে দেখিলে ছাড়িয়াই দিবেন কেন?' (৯৮) শ্রীরাধা নিজহৃদয়ে এইরূপ সন্দেহ করিতেছেন, এমন সময়ে দক্ষিণদিকের এক বনে মৃগীগণের সহিত বিলাসী কৃষ্ণসার মৃগ এবং বামদিকে ময়ূরীগণের সহিত বিলাসশীল ময়ূরকে দেখিয়া প্রিয়তমের মৃগও ময়ূর মনে করত ভ্রমে শঙ্কিতা হইলেন। (৯৯) তৎপরে স্বর্ণবদ্ধমূল প্রফুল্ল স্বর্ণযূথী-পরিবেষ্টিত ও শাখাগ্রে নৃত্যপরায়ণ ময়ূরযুক্ত তমালবৃক্ষ দেখিয়া তিনি মনে করিলেন 'এই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ',—এইরূপ অবধারণ

প্রেমের্ষ্যাভুজগী-দষ্টা নষ্টপণ্ডা প্রচণ্ডধীঃ।
চণ্ডীশ-চণ্ডকোদণ্ড-ভ্রূদণ্ডাহ ধনিষ্ঠিকাম্॥ ১০০ ॥
(গোবি০ ৮।৫৫)

কিমিদময়ি ধনিষ্ঠে ! কুত্র কিং লোকয়াগ্রে
বনমিদমিহ কিন্তৎ বন্যজাতং ন চান্যৎ।
নটনমিদমপূর্বং যচ্ছঠেন্দোঃ পুরস্তাৎ
কলয়সি নহি ধূর্ত্তে ! মুদ্রিতাক্ষী কিমাসীঃ ? ১০১ ॥
(গোবি০ ৮।৫৬)

ললিতাপ্রভৃতীরথাবদৎ, প্রিয়সখ্যোঽদ্ভুতমত্র শর্মদম্।
যুগপন্নটনং শঠেশয়ো,-র্নটনট্যোরনয়োর্নু পশ্যত ॥ ১০২॥
(গোবি০ ৮।৫৭)

নিজবাঙ্মধুনা বিমোহিতা, স্ববশীকৃত্য ভৃশং ধনিষ্ঠিকা।
হরিণা নিজধার্ষ্ট্য-নর্ত্তনে, বিহিতাসৌ বত কূটনর্ত্তকী ॥ ১০৩ ॥
(গোবি০ ৮।৫৮)

করিয়াও কিন্তু সংশয়ান্বিতাই রহিলেন। (১০০) অহো ! তখন প্রেমের্ষ্যারূপা ভুজগী-কর্ত্তৃক দষ্টা হইয়া শ্রীরাধা সদসদ্বিবেচনাশক্তি হারাইলেন, তাহাতে তিনি প্রচণ্ডা (উগ্রমূর্ত্তি) হইয়া হরধনুর ন্যায় ভ্রূদণ্ড ঘূর্ণন করত ধনিষ্ঠাকে বলিলেন—(১০১) 'অয়ি ধনিষ্ঠে! এ কি ?' ধনিষ্ঠা বলিলেন—'কোথায় কি ?' শ্রীরাধা—'সম্মুখে দেখ।' ধনিষ্ঠা—'এ ত বন'; শ্রীরাধা—'এই বনে ইহা কি ?' ধনিষ্ঠা—'এ সকল বন্যবস্তু, অপর কিছু নহে'; শ্রীরাধা—'সম্মুখে যে ধূর্ত্ত-শিরোমণি অপূর্ব নৃত্য করিতেছেন—তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না ? হে ধূর্ত্তে ! তুমি কি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছ ?' (১০২) তৎপর তিনি ললিতাদি সখীগণকে কহিলেন—"ওহে সখীগণ ! এস্থানে শঠরাজ নটনটীযুগলের যুগপৎ সুখপ্রদ অদ্ভুত নৃত্য দেখত ! (১০৩) ওহে সখীগণ ! স্বীয়বাক্যরূপ

রতহিণ্ডকহিণ্ডিতাসকৌ, ছলদূত্যাভিধ-নৃত্যপণ্ডিতা।
নয়তীহ বিধাতুমুৎসুকা, শঠনৃত্যে ভবতীঃ সভাসদঃ ॥১০৪॥
(গোবি০ ৮।৫৯)

কলয়ত স সুরঙ্গাখ্যোঽপি জাত্যা কুরঙ্গঃ
প্রণয়সহচরীং স্বাং রঙ্গিণীং বঞ্চয়িত্বা।
বিলসতি হরিণীভির্মাং বিলোক্যাপ্যমুঞ্চন্
ননু হরি-শঠতাস্মিন্ সঙ্গতঃ সংসসর্জ ॥ ১০৫ ॥
(গোবি০ ৮।৬০)

মৎসঙ্গিনীং প্রণয়িনীং দয়িতাং ময়ূরীং
বীক্ষ্যাপি সম্মুখগতাং বত কেকিনীভিঃ।
নিঃশঙ্কমুল্লসতি তাণ্ডবিকঃ কলাপী
সঙ্গেন ধার্ষ্ট্যমিহ সংক্রমিতং বকারেঃ ॥ ১০৬ ॥
(গোবি০ ৮।৬১)

মধুদ্বারা এই ধনিষ্ঠাকে বিমোহিত ও আত্মবশীভূত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজের ধৃষ্টতারূপ কূটনর্ত্তনে ইঁহাকেও নর্ত্তকী করিয়াছেন !! (১০৪) হে বয়স্যাগণ ! রতহিণ্ডক শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক প্রেরিতা এই ধনিষ্ঠা ছলদূত্যনামক নৃত্য বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছে। অতএব সেই শঠনৃত্যে তোমাদিগকে সভাসদ করিবার জন্য এস্থলে লইয়া আসিয়াছে। (১০৫) ঐ দেখ—এই 'সুরঙ্গ' নামক কুরঙ্গ (হরিণ) শঠতাচরণে স্বীয় প্রণয়-সহচরী রঙ্গিণীকে বঞ্চনা করত আমাদিগকে দেখিয়াও অন্য হরিণীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে ! অতএব কৃষ্ণসঙ্গবশতঃ এই হরিণেও হরির শঠতা সংস্পৃষ্ট হইয়াছে !! (১০৬) হে সখীগণ ! ঐ দেখ—তাণ্ডবিক ময়ূরটিও আমার সঙ্গিনী সম্মুখস্থা নিজ-প্রণয়িনী প্রিয়তমা ময়ূরীকে দেখিয়াও নিঃশঙ্কচিত্তে অন্যান্য ময়ূরীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। কি আশ্চর্য্য ! বকারির সঙ্গবশতঃ ইহাতেও কি

অথাবদৎ স্মেরমুখী ধনিষ্ঠা, ত্বয়ৈব সর্বা নিজচিত্রনৃত্যে ।
বয়ং কৃতাঃ সাধ্বি ! সভাসদোঽস্মিন্, প্রীতাঃ স্ম দৃষ্ট্বা যদদৃষ্টপূর্বম্ ॥১০৭

(গোবি০ ৮।৬২)

আগচ্ছতাল্যোঽদ্ভুতনৃত্যমেতৎ, কৃষ্ণায় তূর্ণং বিনিবেদয়ামঃ ।
স্নিহ্যত্যমুষ্যাং স যথা বিলাসী, গুণিন্যলং রজ্যতি যজ্‌গুণজ্ঞঃ ॥১০৮

(গোবি০ ৮।৬৪)

দুর্লভে সুলভে বার্থে যত্রাসক্তিস্তু রাগজা ।
তত্র নিত্যরাগভাজাং প্রত্যূহাশঙ্কিনী মতিঃ ॥ ১০৯ ॥

(গোবি০ ৮।৬৩)

অথ সা স্মিতসংবৃতাননং, স্বসখীবৃন্দমবেক্ষ্য বিস্মিতা ।
পুনরপ্যবলোকনাল্লতা,-তরুসঙ্গং ত্ববধার্য্য লজ্জিতা ॥ ১১০ ॥

(গোবি০ ৮।৬৫)

ধৃষ্টতা সংক্রমিত হইয়াছে ?” (১০৭) তখন ধনিষ্ঠা হাস্যবদনে শ্রীরাধাকে বলিলেন—‘হে সাধ্বি ! তুমিই স্বীয় আশ্চর্য্যজনক নৃত্যে আমাদিগকে সভাসদ করিয়াছ ! যাহা হউক, আমরা এই অদৃষ্টপূর্ব নৃত্যকৌশল দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলাম ।’ (১০৮) তৎপর ধনিষ্ঠা সখীগণকে বলিলেন—‘ওহে সখীগণ—এস, আমরা সকলে শ্রীরাধার এই অদ্ভুত নৃত্য শ্রীকৃষ্ণকে অবিলম্বে নিবেদন করিব, তিনি যেরূপ বিলাস-পরতন্ত্র, তাহাতে আবার এই ব্যাপার শ্রবণ করিলে ইঁহার প্রতি অতিশয় প্রীতিমান্ হইবেন, যেহেতু, গুণজ্ঞ ব্যক্তিই গুণিলোকের আদর করিয়া থাকেন ।’ (১০৯)’ “হে রাধে ! যে বস্তুর প্রতি অনুরাগ হয়, তাহা সুলভই হউক বা দুর্লভই হউক, অনুরাগিজন সেই বস্তুতে সর্বদা বিঘ্ন সম্ভাবনা করিয়া শঙ্কাযুক্ত হইয়া থাকেন ।” (১১০) এই কথা শ্রবণে সখীগণ হাসিতেছেন দেখিয়া শ্রীরাধা বিস্মিত হইয়া সেই দিকে পুনর্বার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, লতাসকল

ইত্থং মাধবসঙ্গরঙ্গবিকসদ্বৃন্দাবনালোকনাৎ
তাং কৃষ্ণাদ্ভুত-মাধুরীবরসুধাপানাতিতৃষ্ণাকুলাম্।
প্রেমোন্মাদ-বিঘূর্ণিতান্তরতয়া নানাভ্রম-ব্যাকুলাং
তৎকৃষ্ণাপ্তি-সমুৎসুকা বিজহসুঃ সখ্যশ্চলন্ত্যো দ্রুতম্ ॥১১১॥
(গোবি০ ৮।৬৬)

মদনরণ-বাটিকাখ্য,-প্রিয়কেলিকুসুমবনস্য মধ্যে সা।
কুঞ্জস্থিত-রবিমূর্ত্তেঃ, সবিধং সমুপস্থিতাকস্মাৎ ॥ ১১২ ॥
(গোবি০ ৮।৬৭)

প্রণম্য তাং ভক্তিভরেণ তন্বী, বদ্ধাঞ্জলীর্বল্লভবরং যযাচে।
নির্বিঘ্ন-গোবিন্দপদারবিন্দ,-সঙ্গোঽস্তু মে দেব ! ভবৎপ্রসাদাৎ ॥১১৩
(গোবি০ ৮।৬৮)

প্রতিমা-ফুল্লদৃগ্বক্ত্র-প্রসাদোৎফুল্লমানসা।
পুনস্তাং প্রণিপত্যেয়ং সখীভিঃ সহ নির্গতা ॥ ১১৪ ॥
(গোবি০ ৮।৬৯)

তরুগণকে বেষ্টন করিয়া আছে—দেখিয়া তিনি লজ্জিতা হইলেন। (১১১) তখন সখীগণ শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিবিষয়ে সমুৎসুকা হইয়া তাঁহাকে মাধবের (বসন্তের) সঙ্গে রঙ্গভরে উৎফুল্ল বৃন্দাবনদর্শনবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মাধুরীরূপ অত্যুৎকৃষ্ট সুধাপাননিমিত্ত অতিতৃষাকুলা এবং প্রেমোন্মাদে বিঘূর্ণিতান্তঃকরণপ্রযুক্ত নানাভ্রমে ব্যাকুলা দেখিয়া দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে শ্রীরাধাকে পরিহাস করিতে লাগিলেন। (১১২) পরে শ্রীরাধা প্রিয়তমের 'মদনরণবাটিকা'-নামক কেলিকুসুমকাননের কুঞ্জস্থিত সূর্য্য-প্রতিমার নিকট সহসা উপস্থিত হইলেন। (১১৩) তখন তিনি ভক্তিভরে ঐ প্রতিমাকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে মনোজ্ঞ বর প্রার্থনা করিলেন—'হে দেব ! তোমার প্রসাদে নির্বিঘ্নে গোবিন্দ-পাদপদ্মসঙ্গলাভ হউক।' (১১৪) তখন শ্রীরাধা ঐ প্রতিমার নেত্র ও বদন প্রফুল্ল দেখিয়া প্রসন্নতা অনুমান

শ্রীসূর্য্যপূজাসম্ভার-সহিতে পরিচারিকে।
স্থিতে তত্রৈব তদ্‌বাটীদেবীভির্লিতাজ্ঞয়া ॥ ১১৫ ॥
(গোবি০ ৮।৭০)

দিশি দিশি বিসরন্তীং শ্রীমদঙ্গান্মুরারে-
র্মৃগমদ-পরিলিপ্তেন্দীবরাণামিবোচ্চৈঃ।
পথি পরিমলধারাং প্রাপ্য রাধোন্মদিষ্ণুঃ
সপদি তমনু ভৃঙ্গীবোৎপতিষ্ণুস্তদাসীৎ ॥ ১১৬ ॥
(গোবি০ ৮।৭১)

কান্তাঙ্গগন্ধং প্রাপ্যোল্লাসেন সাহ—

মিলতি পরিমলশ্রীঃ কস্য রোমশ্রিয়াসৌ
মম তনু-লতিকায়াং কুর্বতী কুট্মলানি।
সখি! বিদিতমিহাগ্রে মাধবঃ প্রাদুরাসীদ্‌-
ভুবি সুরভিতয়া যঃ খ্যাতিমঙ্গীকরোতি ॥ ১১৭ ॥
(উ০ ১০।৬৮)

করত পুনরায় প্রণামপূর্বক সখীগণের সহিত সেই কুঞ্জ হইতে নির্গতা হইলেন। (১১৫) শ্রীললিতার আদেশে দুইজন দাসী সূর্য্যপূজার উপকরণাদি-সহিত বনদেবীগণে পরিবৃত হইয়া সেই বাটিকায় অবস্থান করিলেন। (১১৬) তখন দিগ্‌বিদিকে প্রসরণশীল মৃগমদমিশ্রিত ইন্দীবরগন্ধের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অত্যুৎকৃষ্ট পরিমলধারা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধা অতি উন্মত্তা হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ভ্রমরীর ন্যায় উড্ডীয়মান হইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন। (১১৭) শ্রীরাধা কান্তাঙ্গগন্ধ পাইয়া উল্লাসভরে ললিতাসখীকে বলিলেন—হে সখি! এই নিবিড় বনমধ্যে কাহার অঙ্গপরিমল আমার তনুলতিকায় লাগিয়া রোমোদ্‌গম-সুষমা ধারণ করাইল? হাঁ জানিয়াছি —এই অরণ্যে নিশ্চয়ই মাধব সমাগত হইয়াছেন, যেহেতু, ত্রিভুবনমধ্যে

কিংবা তপঃ কৃতমহো নন্থু গন্ধবাহ
ভ্রাতস্ত্বয়া ক্ব বসতা বরতীর্থরাজে।
যদ্‌গোকুলেন্দুপদয়োঃ সততং স্থুখেন
স্পর্শং নিজাঙ্গনিকরৈঃ কুরুষে মনোজ্ঞৈঃ ॥ ১১৮ ॥

কৃষ্ণঃ কান্তাতনু-স্থুরধুনী-সৌরভাচ্ছামৃতোর্ম্মী-
ধারামারাদ্ বিপিন-বলয়ং প্লাবয়ন্তীমকস্মাৎ।
কাশ্মীরাক্তাম্বুজ-পরিমলোল্লঙ্ঘিনীং ঘ্রাণপূর্ণা-
মাঘ্রায়াসীৎ পুলক-জটিলো ভৃঙ্গবৎ প্রোৎপতিষ্ণুঃ ॥১১৯
(গোবি০ ৮।৭২)

পরিমল-মিলিতান্মিলিতাং, বনমনু দয়িতাং দবীয়সীং মত্বা।
হরিণা প্রহিতা বৃন্দা, তামানেতুং সমুৎস্থকেন ॥ ১২০ ॥
(গোবি০ ৮।৭৩)

একা তিনিই মহাসৌরভশালী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। (১১৮) 'হে ভ্রাতঃ! পবন! তুমি কোন্ উত্তম তীর্থরাজে বাস করিয়া কি তপস্যাই করিয়াছিলে? যাহার ফলে তুমি তোমার মনোজ্ঞ অঙ্গসকলের দ্বারা নিরন্তর গোকুলচন্দ্রের চরণদ্বয় স্থখে স্পর্শ করিতেছ !!

শ্রীরাধাঙ্গগন্ধপ্রাপ্তিতে শ্রীকৃষ্ণের ব্যাকুলতাদি, বৃন্দাপ্রেরণাদিব্যাপার

(১১৯) সমীপবর্ত্তী বনভূমির আপ্লাবনকারিণী এবং কেশরলিপ্ত পদ্ম-গন্ধের তিরস্কারকারিণী শ্রীরাধার তনুরূপা-স্থুরধুনীর স্থগন্ধ অমৃতময় নির্মল তরঙ্গধারা আঘ্রাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পুলকমণ্ডিত হইলেন এবং ভ্রমরের ন্যায় লম্ফ দিয়া তৎসমীপে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। (১২০) শ্রীরাধার অঙ্গ-পরিমলে বন আমোদিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দূরবর্ত্তিনী মনে করিয়া সমুৎস্থক-

পথি ব্রজন্ত্যা বৃন্দায়া মানস-বিচারোঽয়ম্—

রাধায়া মুখমণ্ডলেন বলিনা চন্দ্রস্য পদ্মস্য চ
ব্যাক্ষিপ্তা সুষমেতি কেয়মবুধৈঃ শ্লাঘা বিনির্মীয়তে।
যদ্দূরেঽপ্যনুভূয় ভূয়সি সুধাশুদ্ধাপি চন্দ্রাবলী
পদ্মালী চ বিসৃজ্য শীর্যতি নিজাং সৌন্দর্য্যদর্পশ্রিয়ম্ ॥১২১
(ল০ ১২)

কুঞ্জে নবাখ্যমথ কুঞ্জনৃপস্য ধাম
প্রাপ্তা দদর্শ মিলিতাং স্বগতি-প্রবৃত্ত্যৈ।
রাধোৎসুকেন হরিণা প্রহিতাং হি বৃন্দাং
স্বাভীষ্টসিদ্ধিমিব মূর্ত্তিমতীং পুরঃ সা ॥ ১২২ ॥
(গোবি০ ৮।২৩)

কৃষ্ণোত্তংসচরং তস্যৈ বৃন্দাপীন্দীবরদ্বয়ম্।
তদঙ্গসঙ্গগন্ধান্ধীকৃত-পুষ্পন্ধয়ং দদৌ ॥ ১২৩ ॥
(গোবি০ ৮।৭৫)

চিত্তে তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য বৃন্দাকে প্রেরণ করিলেন। (১২১) পথে গমনকালে বৃন্দা মনে মনে বিচার করিতেছেন—শ্রীরাধার মুখমণ্ডল এরূপ বলবান্ যে তদ্দ্বারা চন্দ্র বা পদ্মের শোভা অতিমাত্র তিরস্কৃত হইতেছে—এইরূপ শ্লাঘা অবুধগণই কি করিয়াছে? কেননা, ঐ মুখমণ্ডলকে বহুদূর হইতে অনুভব করত বিশুদ্ধ সুধাশালী চন্দ্রশ্রেণী বা পদ্মশ্রেণীও স্বীয় সৌন্দর্য্যদর্পশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে? (১২২) অতঃপর কুঞ্জরাজ শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জরা-নামক কুঞ্জেনবাখ্য স্থানে আসিয়া সম্মুখেই বৃন্দাকে দর্শন করত ভাবিলেন—'শ্রীকৃষ্ণ উৎসুকচিত্তে আমার আগমনবার্ত্তা জানিবার জন্য ইহাকে পাঠাইয়াছেন' এবং তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী অভীষ্টসিদ্ধির ন্যায় দেখিতে পাইলেন। (১২৩) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গগন্ধে যাহা ভ্রমরগণকে অন্ধীভূত করিতেছিল—

তৎস্পর্শ-সৌরভ্যমবাপ্য কৃষ্ণো,-পস্পর্শ-গন্ধানুভবেন মত্তা।
সমুদ্ভবদ্ভাব-পিধানযত্তা, সম্বাদমুৎকাশু তয়া ব্যধত্ত ॥ ১২৪ ॥
(গোবি০ ৮।৭৬)

কস্মাদ্‌বৃন্দে ? প্রিয়সখি ! হরেঃ পাদমূলাৎ, কুতোঽসৌ ?
কুণ্ডারণ্যে, কিমিহ কুরুতে ? নৃত্যশিক্ষাং, গুরুঃ কঃ ?
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতং দিগ্‌বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ ॥ ১২৫ ॥
(গোবি০ ৮।৭৭)

মৃষাভাষিণি ! এবং মা বদেতি রাধা-বাক্যানন্তরং বৃন্দাহ—
বৈদগ্ধী-নিকুরম্ব-চুম্বিতধিয়ঃ সৌন্দর্য্যসারোজ্জ্বলাঃ
কামিন্যঃ কতি নাত্র বল্লবপতের্দীব্যন্তি গোষ্ঠান্তরে।
রাধে ! পুণ্যবতী-শিখামণিরসি ক্ষামোদরি ! ত্বাং বিনা
প্রেঙ্খন্তী ন পরাসু যন্মুররিপোর্দৃষ্টাত্র দৃষ্টির্ময়া ॥ ১২৬ ॥
(উ০ নায়ক০ ১।২৭)

শ্রীকৃষ্ণের সেই কর্ণভূষণ নীলপদ্মদ্বয় শ্রীবৃন্দা শ্রীমতীর করে সমর্পণ করিলেন। (১২৪) নীলকমলদ্বয়ের স্পর্শ ও সৌরভ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণাঙ্গগন্ধ ও তৎস্পর্শ-অনুভবে শ্রীরাধা অতিশয় উন্মত্তা হইলে, বিবিধ ভাববিকার দেখা দিল, তথাপি তাহা সঙ্গোপন করিতে যত্নবতী হইয়া তিনি বৃন্দার সহিত কথোপ-কথনে প্রবৃত্ত হইলেন। (১২৫) শ্রীরাধা—'বৃন্দে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ হে? বৃন্দা—শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল হইতে। শ্রীরাধা—তিনি কোথায়? বৃন্দা—তোমার কুণ্ডতীরবর্ত্তী কাননে। শ্রীরাধা—কি করিতেছেন? বৃন্দা—নৃত্যশিক্ষা। শ্রীরাধা—নৃত্যশিক্ষার গুরু কে? বৃন্দা—তোমার মূর্ত্তি প্রতিতরু-লতায় উত্তমনটীর ন্যায় দিগ্‌বিদিকে স্ফূর্ত্তিশীলা হইয়া আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নৃত্য করাইতেছে। (১২৬) শ্রীরাধা—'মিথ্যাবাদিনি! এরূপ

তদ্বার্ত্তয়া নঃ কিমিহাস্ত্যরিষ্ট,-কুণ্ডোত্থপাতালজ-গাঙ্গবারি।
স্নাত্বা যথার্য্যাচরণানুশাসনং, মিত্রং সমভ্যর্চ্চ্য গৃহং প্রযামঃ ॥১২৭॥
(গোবি০ ৮।৮০)

ক্ব যানং তে বৃন্দে ? তব চরণ-রাজীব-সবিধে
কিমর্থং ? তে রাজ্যাদ্ভুত-ভবিক-বিজ্ঞাপনকৃতে।
বদৈতৎ কিং ? শ্রীমাধব-সুবিভবালঙ্কৃতমিদং
মুহুর্বৃন্দারণ্যং লষতি ভবদালোকন-কৃপাম্ ॥ ১২৮ ॥
(গোবি০ ৮।৮১)

অথাবদৎ কুন্দলতা প্রগল্‌ভা, বিমুঞ্চ বৃন্দে ! নিজকূটদূত্যম্।
ময্যর্পিতা সূর্য্য-সমর্চনার্থং, নিজার্য্যয়া কৃষ্ণ-সুশঙ্কয়েয়ম্ ॥ ১২৯ ॥
(গোবি০ ৮।৮২)

কথা বলিওনা।' বৃন্দা—'হে রাধে ! যাহাদের বুদ্ধি রসিকতাসমূহে পরিপূর্ণ এবং যাহারা সৌন্দর্য্যসারে সতত উজ্জ্বল—এমন কত শত কামিনী গোপরাজ নন্দবাবার গোকুলমধ্যে ক্রীড়া করিতেছে। কিন্তু হে কৃশোদরি ! তুমিই অতিপুণ্যবতী গোপাঙ্গনাদের শীর্ষস্থানীয়া, আমি স্বয়ং দেখিয়াই বলিতেছি যে, তোমার বিরহে মুরারির দৃষ্টি অন্য কোনও নারীতেই পতিত হয় না।' (১২৭) তখন শ্রীরাধা স্বাভিপ্রায় গোপনপূর্বক বলিলেন—'বৃন্দে ! আমাদের সে কথায় প্রয়োজন কি ? শ্বশ্রূ জটিলার নির্দেশমত শ্যামকুণ্ডের পাতালস্থ গঙ্গাজলে স্নান করিয়া আমরা মিত্র-(সূর্য্য)পূজা করত গৃহে যাইব।' (১২৮) আবার শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৃন্দে ! তুমি কোথায় যাইতেছ ?' বৃন্দা—'তোমার চরণ-পদ্ম-নিকটে'; শ্রীরাধা—'কি জন্য ?' বৃন্দা—'তোমার রাজ্যের অদ্ভুত মঙ্গল বলিবার জন্য।' শ্রীরাধা—'তাহা কিরূপ ?' বৃন্দা—'শ্রীমাধব (কৃষ্ণ, বসন্ত)-রূপ সুবিভব-কর্ত্তৃক এই বৃন্দাবন অলঙ্কৃত হইয়া তোমার অবলোকনরূপ কৃপা বাঞ্ছা করিতেছে।'

পাতালগঙ্গাজলজেঽরিষ্টমর্দিসরস্থমূম্ ।
সংস্নাপ্য নিভৃতং নেষ্যে পূজায়ৈ সূর্য্যবেদিকাম্ ॥১৩০॥
(গোবি০ ৮।৮৩)

ন যামস্তত্র চেৎ কৃষ্ণো মনোগঙ্গাময়ামহে ।
কৃষ্ণগন্ধিদিশ্যসৌ যন্ন নেয়া জটিলাজ্ঞয়া ॥ ১৩১ ॥
(গোবি০ ৮।৮৪)

বৃন্দাব্রবীৎ কুন্দলতে কিমর্থং
হরের্ভিয়া হিণ্ডসি চিত্তগঙ্গাম্ ?
উপায়মেকং শৃণু যেন তত্র
গতা অপি দ্রক্ষ্যতি বঃ স নৈব ॥ ১৩২ ॥
(গোবি০ ৮।৮৫)

কুন্দলতা, বৃন্দা ও রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি ; শ্রীকৃষ্ণের প্রবল উৎকণ্ঠাজ্ঞাপনাদি

(১২৯) অনন্তর প্রগল্ভা কুন্দলতা বৃন্দাকে বলিলেন—"বৃন্দে! তুমি নিজের কপটদৌত্য পরিত্যাগ কর, ইঁহার শ্বশ্রূ জটিলা শ্রীকৃষ্ণ হইতে মহা আশঙ্কা করিয়া সূর্য্যপূজার জন্য ইহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। (১৩০) অতএব আমি শ্যামকুণ্ডস্থ পাতালগঙ্গার জলে স্নান করাইয়া ইঁহাকে সঙ্গোপনে পূজা করিবার জন্য সূর্য্যবেদিকায় লইয়া যাইব। (১৩১) হে বৃন্দে ! যদি শ্রীকৃষ্ণ শ্যামকুণ্ডে থাকেন, তাহা হইলে আমরা সেখানে না গিয়া শ্রীরাধাকে মানসগঙ্গায় লইয়া যাইব ; জটিলার আজ্ঞানুযায়ী যেদিকে শ্রীকৃষ্ণের গন্ধও আছে, সেইদিকেও তাঁহাকে লইয়া যাইবনা।" (১৩২) তখন বৃন্দা কহিলেন—"কুন্দলতে ! শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে মানসগঙ্গায় যাইবে কেন ? যেরূপে শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে দেখিতে না পান, তাহার এক উপায়

কৃষ্ণঃ কান্তা-সরসি মদনোদ্‌ঘূর্ণিতাত্মাস্তি কুঞ্জে
যূয়ং বাসন্তিক-বনপথা পূর্বতঃ সুষ্ঠু গত্বা।
তীর্থে পাদাম্বুজ-রসময়েঽরিষ্টহন্তঃ প্রশস্তে
স্নাত্বা কামং ব্রজত নিভৃতং সাধ্বি! কেনাপ্যদৃষ্টাঃ ॥১৩৩॥
(গোবি০ ৮।৮৬)

অবদল্ললিতা কুন্দলতে! কিং নিজদেবরাৎ।
হরের্বিভেষি মুগ্ধেব প্রগল্‌ভাপ্যপ্রগল্‌ভতঃ ॥ ১৩৪ ॥
(গোবি০ ৮।৮৭)

যামঃ স্বকুণ্ডং পশ্যামো মাধবীয়াং শ্রিয়ং বনে।
স্নাত্বা পুনঃ সমেষ্যামঃ কিং নঃ কৃষ্ণঃ করিষ্যতি ? ১৩৫ ॥
(গোবি০ ৮।৮৮)

স্ত্রীণাং স্বৈরং ক্রীড়নস্থানতো নঃ
পুংভির্দ্রষ্টুং স্থাতুমপ্যত্যযোগ্যাৎ।
তূর্ণং বৃন্দে! যাহি নিঃসারয়ামুং
গোপাতুর্বা তত্র কিং কার্য্যমস্ত ॥ ১৩৬ ॥
(গোবি০ ৮।৮৯)

বলিতেছি, শ্রবণ কর। (১৩৩) হে সাধ্বি! সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ মদনপীড়নে উদ্‌ঘূর্ণিতচিত্ত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতীরস্থ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন; তোমরা পূর্বদিকে বাসন্তীবনের পথে স্বচ্ছন্দে গমন করত বৃষমর্দন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের রসময় তীর্থে স্নান করিয়া নিভৃতে যথেচ্ছ গমন কর, কেহই তোমা-দিগকে দেখিতে পাইবেনা!" (১৩৪) এইবাক্য শ্রবণ করত ললিতা বলিলেন —'কুন্দলতে! তুমি প্রগল্‌ভা হইয়াও কেন তোমার দেবর অপ্রগল্‌ভ কৃষ্ণকে ভয় করিয়া মুগ্ধা নারীর ন্যায় আচরণ করিতেছ?' (১৩৫) শ্রীরাধা কহিলেন—'সখি! আমার কুণ্ডে আমরা যাইব, বনে মাধবীয় (বাসন্ত পক্ষে কৃষ্ণসম্বন্ধীয়) শোভা দেখিয়া স্নান করত পুনরায় আগমন করিব; কৃষ্ণ

অহমতিমৃদ্বী হরিরতিচণ্ডঃ
স্থকরঃ কথমিহ বর্জনদণ্ডঃ।
অপসার্য্যস্তে সখি ! স শিখণ্ডী
যদসি প্রখরা গুরুরতিচণ্ডী ॥ ১৩৭ ॥

(গোবি০ ৮।৯০)

কুন্দবল্ল্যাহ বৃন্দে ! ত্বং ভ্রান্তা চণ্ড্যানয়া কথম্।
নিষ্কাস্যোহসৌ পশুপতির্ব্যাপ্যমর্দ্ধাঙ্গমস্য তু ? ১৩৮ ॥

(গোবি০ ৮।৯১)

বৃন্দাহাপ্তসুভদ্রশ্রীঃ কুন্দবল্ল্যেব দৃশ্যতে।
মধুসূদন-সম্ভোগ্যা পুন্নাগাঙ্গাশ্রয়োন্মুখী ॥ ১৩৯ ॥

(গোবি০ ৮।৯২)

আমাদের কি করিবেন ?' (১৩৬) 'বৃন্দে ! তুমি শীঘ্র যাও ; আমরা স্ত্রীজাতি, আমাদের যথেপ্সিত ক্রীড়াস্থান হইতে তাঁহাকে বাহির করিয়া দাও ; পুরুষদিগের ঐস্থান দর্শন বা তথায় অবস্থান করা অতি অযোগ্য। গো-চারণকারীর ওস্থানে থাকিবার কি প্রয়োজন ?' (১৩৭) বৃন্দা কহিলেন—'রাধে ! আমি অতিমৃদুস্বভাবা, শ্রীকৃষ্ণ অতিপ্রচণ্ড ; অতএব আমি কিরূপে তাঁহাকে স্থানত্যাগরূপ দণ্ড করিতে পারি ? হে সখি ! তুমি ত প্রখরা ও অতিপ্রচণ্ডা, অতএব শিখিপিঞ্ছধারীকে নিষ্কাসিত করা তোমারই কর্ত্তব্য।' (১৩৮) কুন্দবল্লী কহিলেন—'বৃন্দে ! তুমি ভুল বুঝিয়াছ, চণ্ডী (রাধা) কি প্রকারে পশুপতিকে (শ্রীকৃষ্ণকে) নিষ্কাসিত করিবেন ? যেহেতু এই চণ্ডী পশুপতির অর্দ্ধাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।' (১৩৯) এই কথাশ্রবণে বৃন্দা শ্লেষবাক্যে বলিলেন—'ওহে সখীগণ ! এই সুভদ্রশ্রী (শোভনরূপবতী) কুন্দলতাকেই দেখিতেছি—ইনি মধুসূদন-(ভ্রমর, পক্ষে কৃষ্ণ) কর্ত্তৃক

স্মেরাস্থ্ সর্বাস্ববদদ্‌বিলোক্য, শ্রীরাধিকামুৎকলিকান্বিতাং সা।
তাং ভাবগাম্ভীর্য্যস্থমন্থরাঙ্গীং, কৃষ্ণস্য তৃষ্ণাং বিনিবেদয়ন্তী ॥১৪০॥
(গোবি০ ৮।৯৩)

মৎপ্রশ্নমেকং ললিতে ! বদ দ্রুতং
কাদম্বিনীং বীক্ষ্য দিগন্ত উদ্‌গতাম্।
পিপাসয়া মুহ্যতি চাতকেশ্বরে
সমীরণাল্যাঃ করণীয়মাশু কিম্ ? ১৪১ ॥
(গোবি০ ৮।৯৪)

দিশি দিশি নিশি চাহ্নি প্রস্ফুরন্তি প্রচণ্ডা
অবিরতগতিকালী-প্রের্য্যমাণাঃ পুরোঽমুম্।
নবনবরসপূরৈঃ কালিকাঃ সেচয়ন্ত্যো
ন ভবতি পরমেকাপেক্ষণীয়াস্য সৈব ॥ ১৪২ ॥
(গোবি০ ৮।৯৫)

সন্তোগ্যা হইয়া পুন্নাগ (বৃক্ষকে, পক্ষে পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে) আশ্রয় করিতে উন্মুখী (অভিলাষবতী) হইয়াছেন !!' (১৪০) এই বাক্যশ্রবণে সকল সখী হাস্য করিতে লাগিলে বৃন্দা শ্রীরাধাকে উৎকণ্ঠিতা ও ভাব-গাম্ভীর্য্যে অলসাঙ্গী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য কহিলেন—(১৪১) 'হে ললিতে ! আমার একটি প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র বল ত—চাতকেশ্বর (শ্রীকৃষ্ণ) দিগন্তে উদিতা কাদম্বিনীকে (শ্রীরাধা) দেখিয়া পিপাসায় কাতর হইলে বায়ুগণ (সখীগণ) তৎকালে কি করিলে যুক্তিযুক্ত হয় ? এস্থলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তোমরা বিধান কর। (১৪২) সখীগণ বলিলেন—'বৃন্দে ! তখন বায়ুশ্রেণীকর্ত্তৃক নিশিতে বা দিবসে প্রচণ্ডা মেঘমালা প্রেরিতা হইয়া সম্মুখবর্ত্তী চাতকেশ্বরকে নব নব রসসমূহ সেচন করিয়া স্ফূর্ত্তিশীলা হয়।

স চেত্তদেকনিষ্ঠঃ স্যাৎ সাপি তাং ত্বরিতং তদা।
সমানায্য পুরোঽস্যামুং পায়য়েদমৃতং মুদা ॥ ১৪৩ ॥
(গোবি০ ৮।৯৬)

নীরসা অপি তাঃ শশ্বদাশুগালী-বিচালিতাঃ।
চপলা কালিকাঃ ক্বাপি ভবন্ত্যেতা ন তন্মুদে ॥ ১৪৪ ॥
(গোবি০ ৮।৯৭)

তদ্ যাত যূয়ং স্বচ্ছন্দং স্নাত্বারিষ্টারিতীর্থকে।
কুরুতাল্যো মিত্রপূজাং তিষ্ঠাম্যত্রাস্তি মে কৃতিঃ ॥১৪৫॥
(গোবি০ ৮।৯৮)

যাতাসু তাসু লঘু সূক্ষ্মধিয়ং শুভাঞ্চ
সা শারিকে সুচতুরা ন্যদিশৎ প্রবৃত্ত্যৈ।
আদ্যাং ব্রজায় সুজবামভিমন্যুমাতু-
শ্চন্দ্রাবলেরথ পরাং গিরিজালয়ায় ॥ ১৪৬ ॥
(গোবি০ ৮।৯৯)

যেহেতু চাতকের এক মেঘমালা ভিন্ন আর গতি নাই।' (১৪৩) ইহা শুনিয়া বৃন্দা কহিলেন —'হে বয়স্যাগণ! সেই চাতক যদি কেবল মেঘমালানিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে বায়ুশ্রেণী সত্বর মেঘমালাকে আনয়ন করিয়া আনন্দে চাতকেশ্বরকে অমৃত পান করাইতে পারে।' (১৪৪) হে সখীগণ! চঞ্চলা মেঘমালা নীরসা হইলেও যদি পুনঃ পুনঃ পবনশ্রেণী-কর্তৃক বিচালিত হয়, তবে সে কি চাতকের সুখপ্রদা হয়না? (১৪৫) অতএব হে সখীগণ! তোমরা স্বচ্ছন্দে কৃষ্ণকুণ্ডে গিয়া পাবনঘাটে স্নানকরত মিত্র (সূর্য্য, গোবিন্দ) পূজা কর, আমার কিছু কৃত্য আছে, এস্থানে কিছুক্ষণ থাকিব। (১৪৬) সখীগণ তথা হইতে চলিয়া গেলে সুচতুরা বৃন্দা বেগবতী দুইটি শারীকে বৃত্তান্ত জানিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন—তাহার মধ্যে সূক্ষ্মবুদ্ধি

সেবাসম্ভার-সংস্কারাগারমাগত্য বীক্ষ্য তান্।
সম্ভারান্ প্রশশংসোচ্চৈঃ সা মুদা তৎকৃতো জনান্॥১৪৭॥
(গোবি০ ৮।১০০)

বসন্তকেলি-হিন্দোললীলা-মাধ্বীকপানয়োঃ।
বনরত্যম্বুকেলীনাং মিথো বেশকৃতে তয়োঃ॥ ১৪৮ ॥
(গোবি০ ৮।১০১)

বন্যাশন-স্বাপয়োশ্চ শুকপাঠাক্ষলীলয়োঃ।
তত্তৎস্থানেষু সা তত্তৎসামগ্রীস্তৈরযোজয়ৎ ॥ ১৪৯॥
(গোবি০ ৮।১০২)

তত্তল্লীলা-পরিকরান্ সর্বান্ স্থাবর-জঙ্গমান্।
নন্দিতাংস্ত্বরিতাংশ্চক্রে তয়োরাগতি-বার্ত্তয়া ॥ ১৫০ ॥
(গোবি০ ৮।১০৩)

তয়োর্মিথো দর্শনলব্ধি-রাকা,-সমুচ্ছলদ্ভাবচয়ামৃতাব্ধৌ।
সা সংপ্লবেচ্ছাত্বরিতান্তরাসীৎ, স্থিতা হরেঃ সন্নিধিকুঞ্জলীনা॥১৫১
(গোবি০ ৮।১০৪)

শারীকে জটিলার চেষ্টা জানিতে ব্রজধামে এবং শুভা শারীকে চন্দ্রাবলীর কার্য্য জানিতে গৌরীতীর্থে পাঠাইলেন। (১৪৭) তারপরে তিনি সেবা-সম্ভার-সংস্কারগৃহে আগমন করিয়া যুগলের সেবোপযোগী বস্তুসকল দেখিয়া আনন্দে সম্ভারকারিণী বনদেবীগণকে উচ্চ প্রশংসা করিলেন। (১৪৮) তৎপরে বৃন্দা—পরিচারিকাগণদ্বারা যুগলের বসন্তকেলি, হিন্দোলনলীলা, মধুপান, বনকেলি, রতিকেলি ও জলবিহার এবং পরস্পরের বেশরচনার দ্রব্যাদি, (১৪৯) বন্যভোজন, শয়ন, শুকশারীর পাঠ ও অক্ষক্রীড়াদি বিবিধ লীলার সামগ্রীসমূহ যথাস্থানে সংরক্ষিত করিলেন। (১৫০) তৎপরে বৃন্দা শ্রীরাধাকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা জানাইয়া লীলাপরিকর স্থাবর-জঙ্গমাদিকে

তাবন্নান্দীমুখী তাসাং পশ্চাদাগত্য সোৎসুকা।
তয়োর্লীলাবলোকায় স্থিতা সা বৃন্দয়া সহ ॥ ১৫২ ॥
(গোবি০ ৮।১০৫)

কৃষ্ণোঽপ্যারাদ্বকুলবিটপিশ্রেণীযুগ্মান্তরাধ্ব-
ন্যাগচ্ছন্তী প্রিয়সহচরীবেষ্টিতাং বল্লভাং তাম্।
দৃষ্ট্বা সাক্ষাদুদিতমদনোঽপি প্রতীয়ায় নায়ং
স্ফূর্ত্ত্যা তস্যা তদভিগমনে যন্মুহুর্বঞ্চিতোঽস্তি ॥ ১৫৩ ॥
(গোবি০ ৮।১০৬)

কান্তাপি কান্তমবলোক্য চমৎকৃতাত্মা
তং ভূরিভাব-বিবশা ন হি নিশ্চিকায়।
যৎ প্রাক্ তমালমনু তদ্‌ভ্রমতঃ প্রলাপা-
দালীকুলস্য হসিতৈরতিলজ্জিতাসীৎ ॥ ১৫৪ ॥
(গোবি০ ৮।১০৭)

আনন্দিত ও ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। (১৫১) অনন্তর যুগলকিশোরের পরস্পর সন্দর্শনলাভরূপ পূর্ণচন্দ্রকর্ত্তৃক যে ভাবসমূহরূপ সুধাসাগর উচ্ছলিত হইবে, তাহাতে স্নান করিবার ইচ্ছায় ত্বরান্বিত হইয়া তিনি শ্রীহরির নিকটবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িতা রহিলেন। (১৫২) ইত্যবসরে নান্দীমুখীও তাঁহাদের লীলা সন্দর্শন করিবার জন্য উৎসুকচিত্তে সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া বৃন্দার সহিত একত্র অবস্থান করিলেন।

দূর হইতে পরস্পরের দর্শনে আনন্দোন্মত্ততাদি

(১৫৩) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণও বকুলবৃক্ষশ্রেণীদ্বয়ের মধ্যপথ দিয়া সখীগণ-পরিবেষ্টিতা প্রাণবল্লভাকে সাক্ষাদ্‌ভাবে আগমন করিতে দেখিয়াও মদনমদ উদিত হওয়ায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, যেহেতু, এইভাবে তিনি বহুবার প্রতারিত হইয়াছেন। (১৫৪) এদিকে শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া চমৎ-

মিথস্তত্তদ্গুণানন্ত্যানুভবাক্রান্তমানসৌ।
দর্শনানন্দ-মত্তৌ তৌ সবিতর্কং তদোচতুঃ ॥ ১৫৫ ॥
(গোবি০ ৮।১০৮)

কিং কান্তেঃ কুলদেবতা ? কিমুত বা তারুণ্যলক্ষ্মীরিয়ং ?
সম্পদ্ বা কিমু মাধুরী তনুমতী ? লাবণ্যবন্যা নু কিম্ ?
কিংবানন্দ-তরঙ্গিণী ? কিমথবা পীযূষধারাস্রুতিঃ
কান্তাসাবুত বা মমেন্দ্রিয়গণানাহ্লাদয়ন্ত্যাগতা ॥ ১৫৬ ॥
(গোবি০ ৮।১০৯)

উৎকীর্ণা কিমু চারুকারুপতিনা কামেন কিং চিত্রিতা
প্রেম্ণা চিত্রকরেণ কিং লবণিমত্বষ্ট্রৈব কুন্দে ধৃতা !
সৌন্দর্য্যাম্বুধি-মন্থনাৎ কিমুদিতা মাধুর্য্যলক্ষ্মীরিয়ং
বৈচিত্ত্যং জনয়ত্যহো অহরহর্দৃষ্টাপ্যদৃষ্টেব মে ॥ ১৫৭ ॥
(চন্দ্রো০ ৩।৫৩)

কৃত ও বিবিধভাববিকারে বিবশা হইয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, যেহেতু ইতিপূর্বে কৃষ্ণভ্রমে তমালবৃক্ষ দেখিয়া যে প্রলাপ করিয়াছিলেন, এবং তাহা শুনিয়া সখীগণ যে হাস্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সাতিশয় লজ্জিতা হইয়াছেন। (১৫৫) তখন শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পরের স্বভাবসিদ্ধ গুণরাজির অনন্ত অনুভবে আক্রান্তচিত্ত হইয়া উভয়ে দর্শনানন্দে মত্ত হইলেন এবং পরস্পর বিতর্কসহকারে বলিতেছেন—(১৫৬) [শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে দেখিয়া ভাবিতেছেন—] ইনি কি কান্তির কুলদেবতা ? অথবা ইনি কি তারুণ্যলক্ষ্মী ? কিংবা ইনি শরীরধারিণী মাধুরী-সম্পদ ? অথবা ইনি কি লাবণ্যবন্যা ? কিংবা আনন্দ-তরঙ্গিণী ? অথবা অমৃতধারার ক্ষরণ অথবা আমার সর্বেন্দ্রিয়ের

উৎকীর্ণৈরিব চিত্রিতৈরিব নবোদ্ভিন্নৈরিবোত্থদ্‌বয়ঃ
কুন্দে বিভ্রমিতৈরিব স্মরকলাশানে নিশাতৈরিব।
মগ্নোন্মগ্নতয়ালসৈরিব ভৃশং লাবণ্যবাপীজলে
কেয়ং কেলি-কলানিধিঃ সুবল মে চেতো হরত্যঙ্গকৈঃ ॥১৫৮

(অ০ ২।১৭)

যা মন্নেত্র-চকোরচন্দ্রবদনা নাসালিনী-পদ্মিনী
জিহ্বাকোকিলিকা-রসালদধরা কর্ণেণ-হৃচ্ছিঞ্জিতা।
দেহানঙ্গদবার্ত্তবারণসুধা-স্রোতস্বতীমূর্ত্তিকা
সৈবেয়ং দয়িতোদিতা ফলিতবান্ মদ্ভাগ্য-কল্পদ্রুমঃ ॥ ১৫৯ ॥

(গোবি০ ৮।১১০)

আহ্লাদ প্রদান করিতে করিতে সেই কান্তাই আগমন করিলেন ? (১৫৭) অতঃপর তিনি সুবলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'সখে ! কি আশ্চর্য্য ? সুচারু কারুপতি কামদেব কি এই কামিনীর কলেবর ক্ষোদিত করিয়াছে ? প্রেম-চিত্রকর কি চিত্রিত করিয়াছে ? লাবণ্য-বিশ্বকর্মা কি ইঁহাকে কুন্দোপরি স্থাপন করত সুনির্মল করিয়াছে ? সৌন্দর্য্য-সমুদ্রমন্থনেই কি এই মাধুর্য্যলক্ষ্মী প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন ? অহো ! ইঁহাকে প্রত্যহ দর্শন করিলেও সতত অদৃষ্টপূর্বার ন্যায় ইনি আমাকে বিমোহিতই করিতেছেন !! (১৫৮) সখে সুবল ! কেলিকলানিধান এই নারী কে, যিনি সুকুমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখাইয়া আমার চিত্তহরণ করিতেছেন ? অহো ! ইঁহার অঙ্গসমূহ আমার নয়নে উৎকীর্ণের ন্যায়, চিত্রিতের ন্যায়, নবোদ্ভিন্নের ন্যায়, উদীয়মান বয়ঃ (নবযৌবন) রূপ কুন্দে বিভ্রমিতের ন্যায়, কামদেবের কলারূপ শানাস্ত্রে নিশাতের ন্যায়, এবং লাবণ্যরূপ সরোবরের জলে গাঢ়ভাবে মগ্নতা ও উন্মগ্নতা-হেতু অলসের ন্যায় বিরাজ করিতেছে !! (১৫৯) অহো ! যিনি আমার নেত্রচকোরের চন্দ্রসদৃশ-বদনযুক্তা, যিনি নাসারূপ ভ্রমরীর

অঞ্জনী মৃগদৃশো দৃগঞ্চলঃ, পঞ্জরস্থ ইব ভাতি খঞ্জনঃ।
লেশ এব হসিতস্য দৃশ্যতে, বস্ত্রপূত ইব চন্দ্রমোদ্রবঃ ॥ ১৬০ ॥

(চন্দ্রো০ ৩।৬৪)

রচিতশিখরশোভারম্ভমম্ভোরুহাক্ষী
শ্বসিতপবনদোলান্দোলিনা মৌক্তিকেন।
পুটযুগমতিফুল্লং বিভ্রতী নাসিকায়াং
মম মনসি বিলগ্না দর্শনাদেব রাধা ॥ ১৬১ ॥

(উ০ অনুভাব০ ৭৬)

তাপিঞ্ছঃ কিং কিমু জলধরঃ কন্দলো বৈন্দ্রনীলঃ
সানুঃ কিংবাঞ্জনশিখরিণঃ ক্ষীবভৃঙ্গব্রজো নু।
কৃষ্ণাপূরঃ কিমুত নিচয়ঃ কিংস্বিদিন্দীবরাণাং
পুঞ্জীভূতো ব্রজমৃগদৃশাং কিং স্বপাঙ্গাবলোকঃ ॥ ১৬২ ॥

(গোবি০ ৮।১১১)

পদ্মিনী, যিনি জিহ্বারূপ কোকিলার আম্রমুকুলবৎ আস্বাদনযোগ্য অধর-বিশিষ্টা, যাঁহার ভূষণধ্বনিতে কর্ণরূপ হরিণদ্বয়কে আকর্ষণ করে, এবং যিনি অনঙ্গদাবানলে দগ্ধদেহরূপ মত্তহস্তীর অমৃতনদীস্বরূপা, সেই প্রিয়তমা আগমন করিয়াছেন! আমার ভাগ্যরূপ কল্পবৃক্ষই বুঝি ফলিত হইল। (১৬০) অহো! এই রমণীর অঞ্জনশোভিত নেত্রপ্রান্ত, পঞ্জরস্থিত খঞ্জন-পক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ইঁহার মৃদুমধুর হাস্যও বস্ত্রপূত কর্পূরদ্রবের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে!! (১৬১) ওহে বন্ধো! সুবল! এই কমলনেত্রা রাধা আপনার ফুল্লিত নাসাপুটে যে গজমৌক্তিকদ্বারা শিখর-(পক্কদাড়িম্ববীজাভ মাণিক্য) শোভা ধারণ করিয়াছেন, তাহা নিঃশ্বাস-বায়ুতে আন্দোলিত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে, অতএব

অয়ং কিং কন্দর্পঃ ? স খলু বিতনুঃ, কিং নু রসরাট্ ?
স নো ধর্মী, কিংবামৃতরসনিধিঃ ? সোঽতিবিততঃ ।
কিমুৎফুল্লপ্রেমামরতরুবরঃ ? সোঽপি ন চরঃ
স বাসৌ মৎপ্রেয়ান্ জয়তি মম ভাগ্যং ক্ব নু তথা ॥ ১৬৩ ॥

(গোবি০ ৮।১১২)

কান্তঃ সোঽয়ং স্ফুরতি পুরতো নেত্রভৃঙ্গারবিন্দং
কিংবা ভ্রান্তাস্ম্যহমিতি সখি ! ব্রূহি সত্যং বিশাখে !
ইত্থং পৃষ্টা পুলকিত-তনুঃ গদ্‌গদারুদ্ধকণ্ঠী-
মালীহাসৈশ্চপলনয়নাং তামবাদীন্মুদাসৌ ॥ ১৬৪ ॥

(গোবি০ ৮।১১৩)

হে সখে ! দর্শনমাত্রই এই রাধা আমার মনোমধ্যে বিলগ্না হইয়া রহিয়াছেন !! (১৬২) অনন্তর শ্রীরাধা মনোমধ্যে বিচার করিতেছেন— অহো ! ইনি কি তমালতরু অথবা নবজলধর ? ইন্দ্রনীলমণির অঙ্কুর কিংবা অঞ্জনময় পর্বতের শিখর ? মত্ত ভ্রমরসমূহ কিংবা যমুনার প্রবাহ ? নীলপদ্ম-রাশি অথবা ব্রজনারীদের পুঞ্জীভূত অপাঙ্গের অবলোকন ? (১৬৩) অহো ইনি কি সেই কন্দর্প ? না, তাহার ত শরীর নাই ; তবে কি রসরাজ ? না তাহাও ত ধর্মী নহে, বরং ধর্মই বটে ; তবে কি অমৃতরসসমুদ্র ? না, সে যে মহাবিস্তীর্ণ ; তবে কি ইনি উৎফুল্ল প্রেমকল্পবৃক্ষ ? না, তাহাও চলেনা ; তবে কি ইনি আমার সেই প্রিয়তমই বিরাজ করিতেছেন ? হায় ! আমি কি এইরূপ ভাগ্যবতী ? (১৬৪) অনন্তর তিনি বিশাখাকে বলিলেন—'হে সখি বিশাখে ! সম্মুখে নেত্ররূপভ্রমরের পদ্মস্বরূপ যিনি বিরাজ করিতেছেন, ইনি কি আমার সেই কান্ত ? অথবা আমি ভ্রান্তা হইয়াছি, সত্য বল দেখি ।' জিজ্ঞাসিতা হইয়া বিশাখাও তখন পুলকিতদেহা, গদ্‌গদস্বরে রুদ্ধকণ্ঠী ও

কস্তূর্য্যাঃ সত্তিলকমলিকে যস্তবোরোজ-যুগ্মে
চিত্রং বিন্দুঃ সুমুখি ! চিবুকে নেত্রযুগ্মেঽঞ্জনশ্রীঃ ।
শ্রুত্যোরিন্দীবর-বিরচিতঃ কুন্তলে চাবতংসঃ
সোঽয়ং কান্তঃ স্ফুরতি সখি তে ভাগ্যরাশির্ব্রজামুম্ ॥১৬৫॥
(গোবি০ ৮।১১৪)

অতিক্রম্যাপাঙ্গং শ্রবণপথ-পর্য্যন্তগমন-
প্রয়াসেনৈবাক্ষ্ণোস্তরলতরতারং পতিতয়োঃ ।
তদানীং রাধায়াঃ প্রিয়তম-সমালোকসময়ে
পপাত স্বেদাম্ভঃ প্রসর ইব হর্ষাশ্রুনিকরঃ ॥ ১৬৬ ॥
(গী০ ১১।৩২)

নিজ-মধুরিমমুদ্রা-গ্লাপিতেন্দীবরশ্রী-
র্জয়তি পরমজৈত্রঃ কোঽপি রাধা-কটাক্ষঃ ।
ত্রিভুবনজয়লক্ষ্মীবর্য্যয়া দত্তদামা
মধুরিপুরপি যেন ক্রীড়য়া নির্জিতোঽভূৎ ॥ ১৬৭ ॥
(ল০ ৪।১২)

সখীগণের পরিহাসে চঞ্চলনয়না শ্রীরাধাকে বলিলেন—(১৬৫) "হে সুমুখি ! তুমি সম্মুখে যাঁহাকে দর্শন করিতেছ, তিনি তোমার ললাটের উৎকৃষ্ট কস্তূরীতিলক, স্তনযুগলের চিত্র, চিবুকের বিন্দু, নেত্রদ্বয়ের অঞ্জনশোভা, কর্ণদ্বয়ের নীলকমলরচিত ভূষণ, কেশকলাপের অবতংস, এবং উনিই তোমার সৌভাগ্যরাশিরূপ কান্ত বিরাজমান, হে সখি ! তুমি উঁহারই নিকট গমন কর।" (১৬৬) শ্রীরাধা অকস্মাৎ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া এমন আনন্দভরে নিমগ্না হইলেন যে, তাহাতেই তাঁহার নয়নদ্বয়ের তারকাদ্বয় তরলিত হইয়া অপাঙ্গদেশ অতিক্রম করত শ্রবণপথপর্য্যন্ত গমন করিল ; অতএব সেই শ্রমেই বুঝি স্বেদাম্বুক্ষরণের ন্যায় তদীয় নেত্রযুগল হইতে

তুলসীবাক্যস্মরণেন বিবর্ত্তিতমুখীং তাং সখ্যাহ—

চিত্রং গৌরি ! বিবর্ত্ততে ভ্রমিকরী বিশ্রম্য বিশ্রম্য তে
দৃক্‌তারাভ্রমরী গতাগতিমিয়ং কর্ণোৎপলে কুর্বতী।
যস্যাঃ কেলিভিরাকুলীকৃতমতেঃ পদ্মালিবার্ত্তা ক্ব সা
গান্ধর্বে ! মধুসূদনস্য নিতরাং স্বস্যাপ্যভূদ্‌বিস্মৃতিঃ॥১৬৮॥
(উ০ ৭।৫১)

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গি-দক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্‌বিভুগ্নত্রিকং
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি ! তিরঃসঞ্চারি-নেত্রাঞ্চলম্।
বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলী-সঙ্গতাং
রিঙ্গদ্‌ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি ! পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু ॥১৬৯॥
(ল০ ৪।২৭)

আনন্দাশ্রু পাত হইতেছিল !! (১৬৭) [তখন তুলসী শ্রীমতীর নয়নদ্বয়ে দৃষ্টিপাত করত কহিলেন—] যাঁহার স্বীয়মাধুর্য্যদ্বারা কুবলয়শ্রেণী বিশ্রী হইতেছে, সেই পরমজয়শীল শ্রীরাধাকটাক্ষ সর্বোৎকর্ষ আবিষ্কার করুক। ঐ কটাক্ষের প্রভাব আর অধিক কি বলিব ? ত্রিভুবনের জয়রূপা লক্ষ্মীও পতিংবরা হইয়া যাঁহাকে স্বয়ং মাল্য প্রদান করিয়াছেন, সেই মুরারিও ঐ কটাক্ষলীলায় নির্জিত হইয়াছেন !! (১৬৮) তুলসীর বাক্যস্মরণে শ্রীরাধা মুখ ফিরাইলে তখন কোনও সখী বলিতেছেন—'হে গৌরি ! তোমার নেত্রতারকার কি বিচিত্র শক্তি যে সে সকলেরই বুদ্ধিভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে ! হে গান্ধর্বিকে ! ঐ নেত্রতারকা-ভ্রমরী শ্রীকৃষ্ণের কর্ণোৎপলের প্রতি আশ্চর্য্যরূপে গতাগতি করিতেছে ; যাহার কেলি-অবলোকনে মধুসূদনের (পক্ষে ভ্রমরের) আত্মবিস্মৃতি হইয়াছে, অতএব উঁহার পদ্মালি (চন্দ্রাবলী, পক্ষে পদ্মশ্রেণী)-স্মরণের কথা কি উঠিতেই পারে ? (১৬৯) অনন্তর ললিতা কহিলেন—'হে সখি ! যাঁহার বামজঙ্ঘার অধস্তটে দক্ষিণ চরণ সঙ্গত,

নবজলধরধামা কোটিকামাভিরামঃ
পরিণত-শরদিন্দুস্নিগ্ধমুগ্ধাননশ্রীঃ।
নবকমলপলাশদ্রোণিদীর্ঘারুণাক্ষো
দশন-কুসুমকান্তিক্রান্ত-বিম্বাধরৌষ্ঠঃ ॥ ১৭০ ॥
(চন্দ্রো০ ৩।৪০)

বিভ্রন্নীলচ্ছবিমবিষমামগ্রহস্তেন যষ্টিং
জুষ্টশ্রোণীতটরুচিরসৌ পীতপট্টাংশুকেন।
নিন্দন্নিন্দীবর-পরিমলোৎসর্পিভিঃ কান্তিপূরৈ-
রাভীরীণামিহ বিহরতি প্রেমলক্ষ্মী-বিবর্ত্তঃ ॥ ১৭১ ॥
(ল০ ১।২৭)

সরোজানাং পুঞ্জে মদকলমমুং পশ্যত পুরঃ
পরাগৈরাপিঙ্গৈঃ স্ফুরদধরকায়ং মধুকরম্।
মুহুর্ভ্রামং ভ্রামং ভ্রমর-রমণীর্যঃ সরভসং
নিরুন্ধানো ধ্বানোদ্ধতিবিধুতমূর্দ্ধা বিহরতি ॥ ১৭২ ॥
(দা০ ১৯)

যাঁহার তিনটি স্থান (গ্রীবা, কোমর ও চরণ) কিঞ্চিৎ বক্র, যাঁহার নেত্রাঞ্চল তির্য্যগ্‌ভাবে সঞ্চারিত, যাঁহার সঙ্কুচিত অধরে চঞ্চল অঙ্গুলী-সঙ্গত বংশী বিন্যস্ত, এবং যাঁহার ভ্রূদেশ নৃত্য করিতেছে, হে বরাঙ্গি! অগ্রবর্ত্তী সেই পরমানন্দকে অঙ্গীকার কর। (১৭০) তাঁহার কলেবর নবমেঘের ন্যায় বিচিত্রশোভা-সম্পন্ন, কোটি কোটি কন্দর্প হইতেও তিনি অতিসুন্দর, শারদীয় পূর্ণ শশধরের ন্যায় স্নিগ্ধ ও সুন্দর তাঁহার বদনকান্তি, নবীনকমল-সদৃশ তাঁহার নেত্র দীর্ঘ ও অরুণিত, এবং বিম্বাধরে তাঁহার দন্তরূপ কুসুমাবলির কান্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। (১৭১) অহো! নীলবর্ণ কান্তি ও হস্তাগ্রে সরল যষ্টি ধারণ করিয়া পীতপট্ট-বস্ত্রবেষ্টিত কটিতটের শোভাসম্পাদন-পূর্ব্বক সর্বদিগ্‌ব্যাপি-কান্তিসমূহে

করৌ শরদিজাম্বুজক্রমবিলাসশিক্ষাগুরূ
পদৌ বিবুধপাদপ-প্রথমপল্লবোল্লঙ্ঘিনৌ।
দৃশৌ দলিত-দুর্মদত্রিভুবনোপমানশ্রিয়ৌ
বিলোকয় বিলোচনামৃতমহো ! মহঃ শৈশবম্ ॥১৭৩॥

(কর্ণা০ ১।৮৬)

শ্যামীকরোতি ভুবনং বপুষা দিগন্তান্
পূর্ণেন্দুমণ্ডলময়ীকুরুতে মুখেন।
বাচা সুধারসভৃতো বিদধাতি কর্ণান্
দৃষ্ট্যা নভোঽম্বুজময়ীকুরুতে কিমেতৎ ॥ ১৭৪ ॥

(চন্দ্রো০ ৩।৬৩)

ইন্দীবরকেও নিন্দা করত গোপিকাদের প্রেমলক্ষ্মীর পরিপাকরূপে সেই হরি বিহার করিতেছেন। (১৭২) অহে সুন্দরি ! সম্মুখে কমলপুঞ্জের মধ্যে এই মত্ত মধুকরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আহা ! ইহার কি আশ্চর্য্য শোভা ! পুষ্পপরাগদ্বারা উহার শরীরের পশ্চাতের অংশ পীতবর্ণ হইয়াছে এবং বারংবার ভ্রমণ করিতে করিতে সকৌতুকে মধুকরী-সমূহকে নিরোধন-পূর্বক ধ্বনির ধৃষ্টতায় মস্তক কম্পন করিয়া বিহার করিতেছে !! (১৭৩) যাঁহার হস্তদ্বয় শরৎকালজ পদ্মের পরিপাটীযুক্ত বিলাসবিষয়ের শিক্ষাগুরু, চরণদ্বয় কল্পবৃক্ষের নবপল্লব-রক্তিমাকেও উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, যাঁহার নেত্রদ্বয় ত্রিভুবনের পদ্মাদি উপমানচয়ের দুষ্ট অহঙ্কার নাশ করত স্বশোভা বিস্তার করিতেছে—সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর-সম্বন্ধীয় এই দৃশ্যমান নয়নরসায়ন কান্তিপুঞ্জকেই দর্শন কর। (১৭৪) আহা ! কি আশ্চর্য্য ! যাঁহার অঙ্গপ্রভায় ভুবন শ্যামবর্ণ হইতেছে, বদনকান্তিতে চতুর্দিক্‌কে পূর্ণচন্দ্রময় করিতেছে, বাণী শ্রবণকুহরে সুধারাশি বর্ষণ করিতেছে ও দৃষ্টিপাতে পুরোবর্ত্তি গগনমণ্ডলকেও অম্বুজময় করিতেছে—সেই শ্রীকৃষ্ণের রূপ কি

সখী-বচনাৎ শান্তচিত্তা সস্পৃহং পশ্যন্তী সা আহ—

তত্তুচ্ছ্বসিত-যৌবনং তরলশৈশবালঙ্কৃতং
মদচ্ছুরিতলোচনং মদনমুগ্ধহাসামৃতম্।
প্রতিক্ষণ-বিলোভনং প্রণয়পীত-বংশীমুখং
জগত্রয়মনোহরং জয়তি মামকং জীবিতম্॥ ১৭৫ ॥
(কর্ণা০ ১।৮৮)

নবমুরলি-মরালীহারিহস্তারবিন্দঃ
কবলিত-কুরুবিন্দচ্ছায়গুঞ্জাদ্ভুতশ্রীঃ।
মৃদুল-পবনচঞ্চৎপিঞ্ছচূড়াঞ্চলোঽয়ং
মদয়তি হৃদয়ং মে শ্যামিকানাং বিলাসঃ॥ ১৭৬ ॥
(ল০ ৪।১৮)

সমস্তজগতীভুবাং মৃগদৃশামভীষ্টাশিষঃ
সমর্থমভিপূরণে কিমপি দোলয়ন্ দোর্যুগম্।
অসৌ কুলজবল্লবী-মদনবেদনোন্মাদন-
ব্রতপ্রণয়িনোরসা রসিকমৌলিরুদ্ভাসতে॥ ১৭৭ ॥
(দা০ ২৭)

মনোহর !! (১৭৫) সখীর এইপ্রকার বাক্যশ্রবণে শ্রীরাধা শান্তচিত্তে সস্পৃহভাবে শ্রীকৃষ্ণের রূপ নিরীক্ষণপূর্বক বলিতে লাগিলেন—"যাঁহার যৌবন উচ্ছলিত, যিনি নব কিশোর, কন্দর্পমদে যাঁহার লোচনদ্বয় বিকসিত, যাঁহার হাস্যামৃতে মদনও বিমোহিত হয়েন, এবং যাঁহার প্রণয়ভরে পীত-বংশী বদন ক্ষণে ক্ষণে লোভ জন্মাইতেছে, সেই ত্রিজগন্মনোহর মদীয় জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। (১৭৬) নব মুরলীরূপ মরালীদ্বারা যাঁহার করকমল সুশোভিত, কুরুবিন্দ- (পদ্মরাগমণি) কান্তিগ্রাসি-গুঞ্জামালায় যাঁহার অদ্ভুত সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইতেছে, যাঁহার মস্তকস্থ ময়ূরপুচ্ছচূড়া মৃদুমন্দ-পবনে আন্দোলিত হইতেছে, সেই শ্যামসুন্দরের শ্যাম অঙ্গ-সকলের

প্রপন্নঃ পন্থানং হরিরসকৃদস্মন্নয়নয়ো-
রপূর্ব্বোঽয়ং পূর্বং ক্বচিদপি ন দৃষ্টো মধুরিমা।
প্রতীকেঽপ্যেকস্য স্ফুরতি মুহুরঙ্গস্য সখি! যা
শ্রিয়স্তস্যাঃ পাতুং লবমপি সমর্থা ন দৃগিয়ম্ ॥ ১৭৮ ॥
(দা০ ২৮)

যদা যদা পশ্যসি মাধবং পুর,-স্তদা তদৈবাস্য বদস্যপূর্বতাম্।
নবঃ সদা স্যাৎ কিময়ং তবাথ বা, রাগোন্মদে বিস্ময়তঃ কিমক্ষিণী ॥১৭৯
(দা০ ২৯)

ইত্থং মিথো দর্শনতো বিশুদ্ধ,-প্রেমস্বভাবোদ্গতভাববৃন্দৈঃ।
বিক্ষুব্ধসোল্লাসমনস্তনূ তৌ, ক্ষণং ন কাঞ্চিদ্যযতুঃ প্রবৃত্তিম্ ॥১৮০॥
(গোবি০ ৮।১১৫)

বিলাস আমার হৃদয় উন্মাদিত করিতেছে!! (১৭৭) ত্রিভুবনস্থ মৃগ-নয়নাদের কোনও অনির্বাচ্য বাঞ্ছিত বাসনার পরিপূরণে সমর্থ ভুজদ্বয় আন্দোলনপূর্বক কুলবালাদের মদনবেদনার উন্মাদনব্রতবিষয়ে প্রীতিমান্ বক্ষঃস্থলে শোভিত রসিকমৌলি শ্রীকৃষ্ণ উদিত হইলেন। (১৭৮) হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ অনেকবার আমার নেত্রপথের পথিক হইয়াছেন, কিন্তু পূর্বে কখনও এরূপ মধুরিমা দৃষ্ট হয় নাই ত! যাঁহার এক অঙ্গের কিঞ্চিন্মাত্র শোভাও পান করিতে আমার যে নয়ন সমর্থ হয় নাই, সেই নয়ন এক্ষণে কিরূপে সর্বাঙ্গের মাধুরী পান করিবে হে?" (১৭৯) শ্রীবৃন্দা বলিলেন—'সখি রাধে! তুমি যখন যখনই মাধবকে সম্মুখে দেখ, তখন তখনই ইঁহার অপূর্বতাবিষয়ে বলিয়া থাক, ইনি কি তোমার সম্বন্ধে নিত্যই নূতন হয়েন অথবা অনুরাগ ও উন্মাদে কি তোমার চক্ষুর্দ্বয় বিস্ময়ান্বিত হইয়াছে?' (১৮০) এইভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর দর্শন-জনিত বিশুদ্ধ প্রেমের স্বভাবে উদ্গত ভাববিকারে বিক্ষুব্ধ ও উল্লাসযুক্ত হইয়া একেবারে চেষ্টারহিত হইলেন।

ভাবাক্রান্ততয়া তৌ তু বহির্বৃত্তি-পরাঙ্‌মুখৌ।
জিজল্পিষা দিদৃক্ষা চ স্রস্তচিত্তৌ ব্যধান্ মিথঃ ॥ ১৮১ ॥

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি।
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্য-স্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে ॥ ১৮২ ॥
(গোবি০ ৯।১১)

আকৃষ্টা পুরতস্তদোৎসুকতয়া সখ্যেব সা লজ্জয়া
পশ্চাদ্‌বামতয়ানৃজুপ্রণয়তঃ সব্যে স্বগেহাধ্বনি।
সা সব্যেঽপ্যবহিত্থয়া প্রবলয়া পুষ্পাবচিত্যৈ বলা-
দিত্থং ভাবচয়োদ্‌গতি-প্রচলিতা সাসীন্মুদে শ্রীহরেঃ ॥১৮৩
(গোবি০ ৯।১২)

বিলাসললিতাদি-অলঙ্কারভূষিত-রাধাদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাদি

(১৮১) শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর ভাববিহ্বল হইয়া বাহ্যবৃত্তিবিরহিত হইলেও তখন পরস্পরের দর্শনাকাঙ্ক্ষা এবং বাক্যালাপের বাসনা পরস্পরকে চঞ্চলচিত্ত করিয়াছিল। (১৮২) সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণদর্শন করত শ্রীরাধার গতি কুটিল ও স্থগিত হইল, বক্র শ্রীমুখমণ্ডল নীল বসনে কিঞ্চিৎ আবৃত হইল, এবং চঞ্চলতারাবিশিষ্ট নয়নদ্বয় ঈষদ্ বক্র হওয়ায় তাঁহাতে বিলাসাখ্যালঙ্কার দেখা দিয়া প্রিয়তমের আনন্দজনক হইল। (১৮৩) শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ-বিষয়ে অভিলাষবতী হইলেও শ্রীরাধাকে তখন যেন উৎসুকতারূপা সখী অগ্রদিকে এবং লজ্জারূপাসখী পশ্চাদ্দিকে টানিতে লাগিল; বামতারূপা সখীও যেন কুটিলপ্রণয়-বশতঃ বলপূর্বক তাঁহাকে বামদিকে স্বগৃহাভিমুখে লইয়া

ইত্থং কৃষ্টা প্রিয়াগ্রে সা বলিষ্ঠাভিঃ সমন্ততঃ।
মনোবৃত্তি-বয়স্যাভির্ন নির্যাতা ন চ স্থিতা ॥ ১৮৪ ॥
(গোবি০ ৯।১৩)

হ্রিয়া তির্যগ্‌গ্রীবাচরণকটিভঙ্গী-সুমধুরা
চলচ্চিল্লীবল্লীদলিত-রতিনাথোর্জিতধনুঃ।
প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিত-ললিতালালিততনুঃ
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীদুদিত-ললিতালঙ্কৃতিযুতা ॥ ১৮৫ ॥
(গোবি০ ৯।১৪)

হরিমানস-নটবর্য্যে, রাধাতনুনর্ত্তকীগুণৈস্তোষাৎ।
গতবতি তাং পরিরব্ধুং, তত্তনুনট্যপি তদনুগতা জাতা ॥১৮৬
(গোবি০ ৯।১৫)

চলিল—অন্যদিকে আবার বলবতী অবহিত্থারূপা সখী যেন দক্ষিণদিকে পুষ্পচয়ননিমিত্ত বলপূর্ব্বক টানিতে লাগিল—এইপ্রকারে বিরুদ্ধ ভাবের যুগপৎ উদয়ে চঞ্চলচিত্তা হইলেও তিনি তখন শ্রীহরির আনন্দপ্রদই হইলেন। (১৮৪) এইভাবে তিনি বলিষ্ঠা মনোবৃত্তিরূপা সখীগণ-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া যাইতেও পারিতেছেন না, আবার থাকিতেও পারিতেছেন না। (১৮৫) এইভাবে লজ্জায় তাঁহার গ্রীবাদেশ বক্র হইল, পদ ও কটির মনোহর ভঙ্গী হইল, ভ্রূচাঞ্চল্যদর্শনে মদনের উর্জ্জিত ধনুর গর্ব্বও খর্ব্ব হইল, এবং প্রিয়তমের প্রেমোল্লাসে উল্লসিতা ও ললিতা-কর্ত্তৃক লালিতাঙ্গী হইয়া তিনি প্রিয়তমের প্রীতিবিধানজন্য ললিতাখ্য অলঙ্কারে ভূষিতা হইলেন। (১৮৬) তখন শ্রীরাধার তনুরূপা নর্ত্তকীর গুণসমূহে শ্রীকৃষ্ণের মানস-নট পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীরাধার তনু-নর্ত্তকীকে আলিঙ্গন করিতে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণের তনুনটীও মানসনটের অনুগামিনী হইল (অর্থাৎ শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা উদিত হইলেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাসম্মুখে উপস্থিত

ব্যত্যস্তাকল্পগাত্রী দ্রুতমভিসরণাবেশতস্ত্বং প্রিয়ে ! ত-
চ্চাপল্যং বেশ এষ প্রথয়তি মনসোঽপ্যেহ্যমুং সংস্করোমি।
ইত্থং স্পর্শোৎসুক-স্বপ্রিয়পরিহসিতাবাঙ্মুখী সঙ্কুচন্তী
লোলাক্ষী বিভ্রমালঙ্কৃতি-রুচিরতনুস্তস্য তুষ্টিং ব্যতানীৎ ॥১৮৭॥

(গোবি০ ৯।১৬)

হ্রিয়া ভিয়া বামতয়াবহিত্থয়া
কৃতাবকর্ষা কুসুমগ্রহায় সা।
তিরশ্চলন্তী হরিণোৎকচেতসা
পুরো নিরুদ্ধা মুমুদে চুকোপ চ ॥ ১৮৮ ॥

(গোবি০ ৯।১৭)

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চল-চলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাস-চলাধরং কুটিলিত-ভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্।
কান্তায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ ॥১৮৯

(গোবি০ ৯।১৮)

হইলেন)। (১৮৭) তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিলেন—'হে প্রিয়ে! তাড়াতাড়ি অভিসারাবেশে তোমার অঙ্গের ভূষণসমূহ বিপর্য্যস্ত হওয়ায় আমার মন ও হস্তাদি অঙ্গসকলকে চঞ্চল করিতেছে; অতএব এস, আমি বেশ-সংস্কার করিয়া দিতেছি'; এই বলিয়া শ্রীরাধাঙ্গস্পর্শনে উৎসুক হইলে শ্রীরাধা অধোমুখে সঙ্কুচিতা ও চঞ্চলাক্ষী হওয়ায় বিভ্রম-নামক অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া প্রিয়তমের তুষ্টিবিধান করিলেন। (১৮৮) তখন লজ্জা, ভয়, বাম্য ও অবহিত্থা-কর্ত্তৃক বলপূর্বক আকৃষ্টা হওয়ায় কুসুম-চয়নের জন্য বক্রভাবে যাইতে থাকিলে উৎকণ্ঠিতচিত্ত হরি পথরোধ করিলেন, তাহাতে তিনি অন্তরে আনন্দ ও বাহিরে কোপপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অথ সা সবিধস্থ-কেশর,-দ্রুমশাখাং মুকুলাকুলামনু।
অতিসংভ্রমতঃ স্বদোর্লতাং, কুসুমাদান-মিষাদুদক্ষিপৎ ॥ ১৯০
(গোবি০ ৯।১৯)

প্রিয়ালোকে রাধা কুসুমচয়নে কৌতুকবতী
ধুনীতে সত্রাসং করতলমদষ্টাপি মধুপৈঃ।
অখিন্নাপি শ্রান্ত্যাশ্রয়তি ভুজয়ালীভুজশিরঃ
পরাবৃত্তা পশ্যত্যধৃতবসনাপি ব্রততিভিঃ ॥ ১৯১ ॥
(অ০ ৮।২২)

অয়ি জ্ঞাতং জ্ঞাতং হরসি হরিণাক্ষি ! প্রতিদিনং
ত্বমেব প্রচ্ছন্নং মম সুমনসাং মঞ্জরিমিতঃ।
চিরাদ্দিষ্ট্যা চৌরি ! ত্বমসি বিধৃতাত্ত স্বয়মতো
গুহাকারামারাৎ প্রবিশ বসতিং প্রৌঢ়িভিরলম্ ॥ ১৯২ ॥
(উ০ শৃঙ্গার০ ৪০)

---

(১৮৯) শ্রীমতীর তখন বাষ্পাকুল নেত্র অরুণ বর্ণ, চঞ্চল ও রসভরে উল্লসিত হইল, ব্যক্তশৃঙ্গারসূচক ভাববিশেষে অধর কম্পিত হইল, ভ্রূদ্বয় কুটিল হইল এবং মুখে মৃদুমন্দ হাস্যরেখা দেখা দিল। এবম্বিধ শ্রীরাধার কিলকিঞ্চিত ভাবযুক্ত বদন দেখিয়া মাধব যে সঙ্গম হইতেও কোটিগুণিত আনন্দ উপভোগ করিলেন, তাহা বাক্যের অগোচর ! (১৯০) অনন্তর শ্রীরাধা পুষ্পগ্রহণচ্ছলে নিকটস্থ পুন্নাগবৃক্ষের মুকুলমণ্ডিত শাখায় সম্ভ্রম-সহকারে স্বীয় বাহুলতা উৎক্ষেপণ করিলেন (অর্থাৎ প্রিয়তমকে আলিঙ্গন করিবার স্বাভিলাষ প্রকাশ করিলেন)। (১৯১) প্রিয়সন্দর্শনে শ্রীরাধা কুসুমচয়নে কৌতুকবতী হইয়া মধুকরকর্ত্তৃক অদষ্টা হইলেও সত্রাসে করকম্পন করিতে লাগিলেন ; অখিন্না হইয়াও শ্রমাপনোদনজন্য বাহুদ্বারা সখীর স্কন্ধ অবলম্বন করিলেন এবং লতাজালে বস্ত্র সংলগ্ন না হইলেও মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

সা পৃথুবেপথু-দোলিতহস্তা, প্রেম-সমুত্থিতভাব-বিহস্তা।
ফুল্লমহীরুহ-মণ্ডলকান্তে, তত্র পুরঃ প্রসসার বনান্তে ॥ ১৯৩ ॥
(স্তু০ স্বয়মুৎ০ ৬)

সখ্যৈকয়া মূর্ধ্নি কৃতাংশুকাঞ্চলা, সংবীজ্যমানা দলমালয়ান্যয়া।
অবেক্ষমাণা দয়িতং বিদূরত,-শ্চিনোতি মন্দং কুসুমানি রাধিকা॥১৯৪
(অ০ ৫।৫২)

এতদীয়-কুসুমং সখি ! হেয়ং, কৃষ্ণপক্ষ-সরসা লতিকেয়ম্।
যা রুণদ্ধি বসনং তব শাখা,-পাণিনেত্যুপজহাস বিশাখা ॥১৯৫॥
(কৃষ্ণা০ ৪।৫২)

পুষ্পচয়ন, পরস্পর হাস-পরিহাস-কথোপকথনাদি

(১৯২) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'অহে হরিণাক্ষি ! এক্ষণই জানিলাম যে তুমিই প্রতিদিন প্রচ্ছন্নভাবে এস্থান হইতে কুসুমমঞ্জরী চুরি কর ; হে চৌরি ! আজ সৌভাগ্যবলে তুমি ধরা পড়িয়াছ। এক্ষণে প্রৌঢ়ি না করিয়াই স্বয়ংই গুহাকারাগারে প্রবেশ কর।' (১৯৩) তখন মহাকম্পভরে তাঁহার হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল, প্রেমজ ভাবে ব্যাকুল হইয়া তিনি প্রস্ফুটিত তরুগণমণ্ডিত সম্মুখবর্ত্তিবনমধ্যে যাইতে লাগিলেন। (১৯৪) কোনও সখী তাঁহার মস্তকোপরি বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়াছেন, কেহ পল্লব-সমূহদ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতেছেন, শ্রীমতী অনন্য মনে দূর হইতে দয়িতের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করত ধীরে ধীরে কুসুমচয়ন করিতেছেন। (১৯৫) তখন **বিশাখা** উপহাস করিয়া শ্রীমতীকে বলিলেন—"সখি ! এই লতার কুসুমচয় হেয় (অগ্রাহ্য), যেহেতু এই লতাটি কৃষ্ণপক্ষ-সরসা (কৃষ্ণাশ্রিতা ও তজ্জন্য রসালা) হইয়া নিজ শাখারূপ হস্তদ্বারা তোমার বস্ত্ররোধ করিতেছে।" [পক্ষান্তরে—'সখি ! এই বনের কুসুমচয়ন করা ত তোমার উচিত নহে, ঐ দেখ না কেন, এই লতাটি কৃষ্ণাশ্রয়ে রসময়ী

শুক্লপক্ষনিভ-পুষ্পবিশেষা, কৃষ্ণপক্ষ-সরসা কথমেষা ?
মদ্বিয়োগমসহিষ্ণুরিয়ং মা,-মারুণদ্ধি মম কৌতুককামা ॥১৯৬॥
(কৃষ্ণা০ ৪।৪৩)

মুগ্ধ এতি মধুপো মুখচন্দ্রং, স্বাদিতুং কমলধীস্তব সান্দ্রম্।
তত্ত্বয়াঽবহিতয়া ভবিতব্যং, শ্যামলস্য চরিতং নহি ভব্যম্ ॥১৯৭॥
(কৃষ্ণা০ ৪।৪৪)

ত্বাদৃশাং মুখসরোজ-সমাজে, সুস্মিতে সতি কথং দ্বিজরাজে।
হন্ত ! গন্ধরহিতে কথমস্য, স্বাদ এষ ভবিতা মধুপস্য ॥ ১৯৮ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।৪৫)

হইয়া (দূতীবৎ) নিজ হস্ত-সঙ্কেতে তোমাকে প্রিয়তমের হৃদয়-কুসুম অবচয়ন করিতেই কি ইঙ্গিত করিতেছে না ?] (১৯৬) **শ্রীরাধা** উত্তর দিতেছেন—'এই লতাটি শুক্লপক্ষে বিকসনীয় পুষ্পবিশেষই ত ধারণ করিতেছে হে ! তবে কেন ইহাকে কৃষ্ণপক্ষে রসবতী বলিতেছ ? এই লতাটি আমার বিরহ সহ্য করিতে পারে না বলিয়া আমারই কৌতুকজন্য আমাকে অবরোধ করিতেছে মাত্র। [পক্ষান্তরে—কৃষ্ণপক্ষীয়া ও সরসা এই লতাটি শুক্লপক্ষের ন্যায় শুভ্রপুষ্প বিকাশ করিয়া হাস্যই ত করিতেছে হে ; তবে কি প্রকারে উহা আমার বিরহ অসহ্যবোধে আমার কৌতুক বাঞ্ছা করিয়া অবরোধ করিতেছে ?] (১৯৭) **বিশাখা**—'হে মুগ্ধে ! তোমার মনোজ্ঞ মুখচন্দ্র দেখিয়া কমলজ্ঞান করত আস্বাদন করিবার অভিপ্রায়ে ঐ দেখ ভ্রমর (ভৃঙ্গ, বিট্‌নায়ক) আসিতেছে, অতএব তোমাকে সাবধান হইতে হইবে। কেননা, শ্যামলের (কৃষ্ণবর্ণ বস্তুর, শ্যামসুন্দরের) চরিত্র ভাল নহে !' (১৯৮) **শ্রীরাধা**—হায় ! তোমাদের মত কামিনীদের মুখপদ্মরাজি যখন প্রস্ফুটিতই রহিয়াছে, তখন কিপ্রকারে

পুষ্পিতাং স্পৃশতি কোঽপি ন লোকে
জহ্যমুং সখি ! লতাং সুবিলোকে ।
জাতিরেব মধুমাসি পবিত্রা
স্পৃশ্যতাং বহতি কোমলপত্রা ॥ ১৯৯ ॥

(কৃষ্ণা০ ৪।৪৬)

পুষ্পবত্যপি পবিত্রতমৈষা, কাননেঽত্র লতিকালিরশেষা ।
যাং স্পৃশন্ননিল এব পুনীতে, বিশ্বমেব দুরিতং চ ধুনীতে ॥২০০॥

(কৃষ্ণা০ ৪।৪৭)

আলি ! পুষ্পিতমশোকমুদারং, পশ্য যাহি ভজ তং চ মুদাঽরম্ ।
যং সমেত্য সুমনো গুরুরাগং, বিভ্রতি ব্রজজনাঃ পরভাগম্ ॥২০১

(কৃষ্ণা০ ৪।৪৮)

মদীয় গন্ধশূন্য দ্বিজরাজে (চন্দ্রে) ঐ মধুকরের ঐ জাতীয় আস্বাদন সম্ভবপর হইবে ? (১৯৯) **বিশাখা**—হে সুনয়নে ! এই পৃথিবীতে দেখা যায় যে, কোনও পুরুষই পুষ্পিতা (পুষ্পবতী, রজস্বলা) নারীকে স্পর্শ করেনা ; সখি ! ঐ লতাটি ত্যাগ কর, দেখ, এই মধু- (চৈত্র) মাসে জাতিলতাই পবিত্রা ও কোমলপত্রা হইয়া মধুকর-কর্ত্তৃক স্পর্শনযোগ্য হয় । [পক্ষান্তরে —হে রাধে ! সকল পুষ্পলতা হইতেও যেমন জাতিলতারই শ্রেষ্ঠতমত্ব, সেইরূপ আমাদের গোপীসমাজে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠা, তুমি ত ব্রজমণ্ডলে পরমপবিত্রা বলিয়া খ্যাতি-লাভই করিয়াছ ; বিশেষতঃ এই মধুমাসে তুমি মনোজ্ঞ পত্রভঙ্গ বা পত্রপাশ্যাদি ধারণ করিয়া মধুসূদনের স্পর্শযোগ্যা ও ধর্ষণযোগ্যা হইয়াছ !!] (২০০) **শ্রীরাধা**—এই বনের সকল লতিকাই পুষ্পবতী হইলেও পবিত্রতমাই ; দেখনা কেন, ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়া এই বায়ু বিশ্ব পবিত্র করিতেছে এবং সকল তাপ নাশ করিতেছে । [পক্ষান্তরে—এই বৃন্দাবনের সকল গোপিকাই রজোমতী (কৃষ্ণসঙ্গজন্য

নামতোঽপি সখি! বিদ্ধি পুমাংসং, ন স্পৃশামি পুরুষত্ব-কৃতাংশম্।
বঞ্জুলোঽয়মপি তিষ্ঠতু দূরে, ত্বং প্রযাহি তদমুং মতিশূরে ॥২০২॥
(কৃষ্ণা০ ৪।৪৯)

আলি ! পশ্য পুরুষোত্তমমেতং, স্নিগ্ধমুগ্ধ-সুমনঃসমুপেতম্।
পশ্য যৎপরিমলো বিসরাত্ত্ব,-দৃষ্টিমোহনগুণোঽপ্যাতি চাত্তঃ ॥২০৩॥
(কৃষ্ণা০ ৪।৫০)

বাসনাবতী) হইলেও পবিত্রতমাই, ইহাদিগকে স্পর্শ করিয়াই সেই চঞ্চল-চূড়ামণি বিশ্বপাবন ও সকল তাপনাশন হইয়াছেন !!] (২০১) **বিশাখা**—হে সখি ! ঐ উদার (মনোহর) পুষ্পিত (পুষ্পযুক্ত) অশোকবৃক্ষটি দেখ—শীঘ্র উহার নিকট যাও এবং সেবা কর। দেখ, ব্রজবাসিরা উহার নিকট অত্যুত্তম রক্তবর্ণ পুষ্পরাশি প্রাপ্ত হয়। [পক্ষান্তরে—ঐ দাতা-শিরোমণি, অশোক (নিশ্চিন্ত অতএব ধীরললিত নাগরেন্দ্রকে) দর্শন কর, তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে সেবা কর, ব্রজজন উঁহার নিকট হইতে মহানুরাগময় ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।] (২০২) **শ্রীরাধা**—হে সখি ! জানিও যে, আমি মহাকামময়-দেহধারী পুরুষের নামও স্পর্শ (শ্রবণ) করিনা, এই বঞ্জুল (অশোক) দূরেই থাকুক, হে মতিশূরে ! তুমিই উহার নিকট যাও। [পক্ষান্তরে—হে সখি ! জানিও যে, আমি ঐ রতহিণ্ডকের নাম-পর্য্যন্তও কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করাই না ; এই মহাপ্রতারক দূরেই থাকুন, তোমার বুদ্ধি খুবই বিশাল কিনা, তবে তুমিই উঁহার নিকট গিয়া সেবায় আত্মোৎসর্গ কর।] (২০৩) **বিশাখা**—হে আলি ! ঐ দেখ, এই পুরুষোত্তম (পুন্নাগবৃক্ষ) সুকোমল ও মনোজ্ঞ পুষ্পযুক্ত হইয়া কেমন শোভা পাইতেছে ! [পক্ষান্তরে—এই পুরুষ-প্রবর শ্যাম স্নেহসিক্ত মুগ্ধ (মনোহর) ভাবের কেমন সুন্দর অভিব্যক্তি করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন, দেখ দেখি !!] ইহার পরিমল বিস্তৃত হইয়া তোমার নয়নমোহন

পূর্বজল্পিত ইহাপি স দোষ,-স্তং ভজৈনমপি চেত্তব তোষঃ।
উচ্ছ্রিতাসি স চ তে করলভ্য,-শ্চারুবেশ-পুরুষস্তব লোভ্যঃ॥২০৪
(কৃষ্ণা০ ৪।৫১)

ইত্যতিপ্রিয়সখীজনবাক্যং, সুভ্রুবশ্চ সরসং প্রতিবাক্যম্।
তন্নিশম্য রসিকঃ স সুবোধঃ, প্রেয়সী জিতবতীতি বুবোধ ॥২০৫॥
(কৃষ্ণা০ ৪।৫২)

মন্দমন্দমথ সা বিহরন্তী, নূপুরে মৃদুকলং ক্বণয়ন্তী।
আবৃতা সহ সখীভিরুদারা, শোভতে স্ম কুচয়োশ্চলহারা॥২০৬॥
(কৃষ্ণা০ ৪।৭১)

যত্র তদ্বদন-পঙ্কজগন্ধ,-স্তত্র ভৃঙ্গনিকরোঽভবদন্ধঃ।
অন্ধকারমভিতো বিদধানঃ, প্রত্যুপৈতি গরুতো বিধুনানঃ ॥২০৭॥
(কৃষ্ণা০ ৪।৭২)

গুণরাজিও ত অতিমাত্রায় প্রকট করিয়াছে !! (২০৪) **শ্রীরাধা**—পূর্ববাক্যে ও এই বাক্যে সমান দোষই বর্তমান—তোমার যদি চিত্ত-সন্তোষ হয়, তবে তুমিই এই পুন্নাগকেও ভজনা কর। তুমি ত উচ্ছ্রিতা (উচ্চা, গর্বিতা) হইয়াই আছ, ঐ পুন্নাগও তোমার হস্তলভ্যই বটে; আমার মনে হয় যে, সুচারু বেশভূষাযুক্ত পুরুষই তোমার লোভের বস্তু (২০৫) এইভাবে প্রিয়সখী বিশাখার বাক্য এবং সুন্দরী শ্রীরাধার রসময় সেই প্রত্যুত্তর শুনিয়া সেই সুবোধ রসিক বুঝিলেন যে, প্রেয়সীই জয়লাভ করিলেন। (২০৬) অনন্তর মৃদুমন্দভাবে বিহার করিতে করিতে নূপুরের মৃদুকলধ্বনি সম্পাদন করিয়া করিয়া সহচরীগণ-বেষ্টিতা শ্রীরাধা কুচযুগলের চঞ্চলহারে ভূষিতা হইয়া শোভাবিস্তার করিলেন। (২০৭) যে যে স্থানে তাঁহার বদন-পদ্মের গন্ধ যাইতেছিল, সেই সেই স্থানেই ভৃঙ্গসমূহ অন্ধ হইয়াছে ; এবং পক্ষকম্পন-সহকারে চতুর্দিক অন্ধকার করত

যত্র পক্ষ্মলদৃশশ্চলদৃষ্টি,-র্দ্যোততে বিহিতনীলিমসৃষ্টিঃ।
উল্লসন্মধুকরোৎকরতুষ্টি,-স্তত্র সা কুবলয়চ্ছদবৃষ্টিঃ ॥ ২০৮॥

(কৃষ্ণা০ ৪।৭৩)

যত্র তত্তনুরুচঃ কৃতঝম্পা, নিষ্পতন্তি জিত-নির্ঘনশম্পাঃ।
তত্র গাঢ়তিমিরেঽপি নিতান্তং, চন্দ্রিকা ইব চরন্তি দিগন্তম্ ॥২০৯

(কৃষ্ণা০ ৪।৭৪)

যত্র তৎপদনখেন্দুমরীচিঃ, সিঞ্চতি ক্ষিতিমুদঞ্চিতবীচিঃ।
তত্র সঞ্চরিতচঞ্চুকিশোরা, বাসরেঽপি বিলুঠন্তি চকোরাঃ ॥২১০॥

(কৃষ্ণা০ ৪।৭৫)

রাধাসৌন্দর্য্য-মাধ্বীকপানমত্তো ভৃশং যদা।
বিস্মিতপূর্ববৃত্তান্ত আদাবাসীন্মিলন্নিব ॥ ২১১ ॥

(সংগ্রহকর্ত্তুঃ)

তাঁহার উপরিভাগে উড়িতে লাগিল। (২০৮) যে যে স্থানে পক্ষ্মলনয়না রাধা নীলিমার সৃষ্টি করিয়া চঞ্চল দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছেন, সেই সেই স্থানেই যেন উল্লসিত ভ্রমরগণের তুষ্টিবিধায়ক কুবলয়দলরাজির বর্ষা হইতে লাগিল। (২০৯) যে স্থানে তাঁহার মেঘহীন-বিদ্যুৎপুঞ্জবিজয়ী অঙ্গ-কান্তিরাশি ঝলক দিতেছিল—সেই নিবিড় অন্ধকারময় স্থানেও জ্যোৎস্নার ন্যায় উহা যেন দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িল ! (২১০) যে স্থানে তাঁহার পদনখচন্দ্রমার কিরণমালা তরঙ্গবৎ খেলিয়া খেলিয়া ধরাবক্ষ অভিষিক্ত করিতেছিল, সেই স্থানে দিবসেও চকোরকিশোরগণ চঞ্চুপ্রসারণ-পূর্ব্বক লুণ্ঠন করিতে লাগিল। (২১১) শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সৌন্দর্য্যমধুপানে অতিশয় মত্ত হইলেন, তখন তাঁহার (শ্রীরাধার) সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রথমতঃ তিনি যেন সমস্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ভুলিয়া

মাধবস্তাং তদালোকয়ন্ রাধিকাং
বল্লবীবর্গতঃ সদ্গুণেনাধিকাম্।
কেয়মুদ্বাধতে মদ্বনং রাগত-
স্তূর্ণমিত্যুল্লপন্ ফুল্লধীরাগতঃ ॥ ২১২ ॥

(স্তু০ স্বয়মু৽০ ৭)

ভালবিদ্যোতিতস্ফীতগোরোচনং
পার্শ্বতঃ প্রেক্ষ্য তং বিভ্রমল্লোচনম্।
সা পটেনাবৃতা কৈতবাদ্ভামিনী
বক্রিতভ্রূরভূদ্দূরভূগামিনী ॥ ২১৩ ॥

(স্তু০ স্বয়মু৽০ ৮)

লীলোদ্ভ্রান্তং মুহুরথ নুদতী, নেত্রদ্বন্দ্বং দিশি দিশি সুদতী।
বীক্ষাং চক্রে দলভরবিকটাং, মল্লীবল্লীং তটভুবি নিকটাম্ ॥২১৪॥

(স্তু০ স্বয়মু৽০ ৯)

গেলেন। (২১২) ব্রজরমণীর শিরোমণি শ্রীরাধিকা পুষ্পচয়ন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"কে তুমি? আপন ইচ্ছায় আমার নিকুঞ্জবনের উপদ্রব করিতেছ"—এই কথা বলিতে বলিতে তিনি আনন্দমনে শ্রীরাধিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। (২১৩) সুন্দর গোরোচনায় বিভূষিত-ললাট, চপল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণকে নিজপার্শ্বে দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকা ভ্রূভঙ্গীপূর্ব্বক কহিলেন—"আমি সূর্য্যপূজার নিমিত্ত কুসুম চয়ন করিতেছি; তুমি এসময়ে কেন বিরক্ত করিতেছ?" এই বলিয়া বস্ত্রদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবরণপূর্ব্বক অন্যস্থানের কুসুমচয়নচ্ছলে কিছুদূরে গমন করিলেন। (২১৪) অনন্তর শ্রীরাধিকা চপলনয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অনতিদূরে সরসী যমুনা-তটে নিবিড় পত্র-সুশোভিত মল্লিকাবল্লী দর্শন

তামুন্মীলদ্ভ্রমরবিলসিতাং, লব্ধা পুষ্পৈরুপরি কিল সিতাম্।
লীনেবাভূদ্বিকসিতমদনা, তস্যাঃ প্রান্তে সরসিজবদনা ॥২১৫॥
(স্তু০ স্বয়০ ১০)

ভঙ্গুরানঙ্কুরান্ নির্দয়ং ছিন্দতী
বীরুধঃ কোমলোদ্ভেদিনীর্ভিন্দতী।
আঃ কথং লুণ্ঠসি ত্বং মৃগাঙ্কাননে
পুষ্পরাজীমসৌ হন্ত! মৎকাননে ॥ ২১৬ ॥
(স্তু০ স্বয়০ ১২)

সদাত্র চিনুমঃ প্রসূনমজনে, বয়ং হি নিরতাঃ সুরাভিভজনে।
ন কোঽপি কুরুতে নিষেধ-বচনং, কিমদ্য তনুষে প্রগল্ভবচনম্॥২১৭
(স্তু০ স্বয়০ ১৩)

প্রসীদ কুসুমং বিচিত্য সরসা, প্রযামি সরসীরুহাক্ষ! তরসা।
ক্রিয়াদ্য মহতী মমাস্তি ভবনে, বিলম্বমধিকং তনুষ্ব ন বনে ॥২১৮
(স্তু০ স্বয়০ ১৪)

করিলেন। (২১৫) সরোজবদনা শ্রীরাধা কন্দর্পপ্রভাবে উল্লসিতা হইয়া ভ্রমরমালায় আকীর্ণ ও অশেষ কুসুম-শোভিত সেই মল্লিকা-বৃক্ষের দর্শনে তাহার অন্তরালে যেন লুক্কায়িত-প্রায় হইলেন। (২১৬) হে চন্দ্রবদনে! আমার উদ্যানে আসিয়া ফুল তুলিতেছ কেন? তুমি নির্দ্দয়রূপে আমার উদ্যানস্থ বৃক্ষের অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া কোমল কোমল লতাসকল উন্মূলিত করিলে! কিজন্য এত উপদ্রব করিতেছ? (২১৭) শ্রীমতী কহিলেন,—"আমরা প্রত্যহ দেবপূজার নিমিত্ত এই নির্জন বনে পুষ্পচয়ন করিয়া থাকি। কৈ? এতদিন কেহই ত আমাদিগকে নিষেধ করে না, অদ্য তুমি কেন উগ্র হইয়া আমাদিগকে রূঢ় কথা বলিতেছ? (২১৮) হে সরোজনয়ন! অদ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হও, ক্ষমা কর। আমি তোমার মত রুক্ষ কথা

নিযুক্তঃ ক্ষিতীন্দ্রেণ তেনাস্মি কামং
বনং পালয়ামি ক্রমেণাভিরামম্ ।
জনঃ শীর্ণমপ্যুদ্ধরেদ্‌যো দলার্দ্ধং
হরাম্যম্বরং তস্য বিত্তেন সার্দ্ধম্ ॥ ২১৯ ॥
(স্তু০ স্ব০ ১৫)

পরিজ্ঞাতমদ্য প্রসূনালিমেতাং
লুনীষে ত্বমেবং প্রবালৈঃ সমেতাম্ ।
ধৃতাসৌ ময়া কাঞ্চনশ্রেণিগৌরি
প্রবিষ্টাসি গেহং কথং পুষ্পচৌরি ॥ ২২০ ॥
(স্তু০ স্ব০ ১৬)

স পতিঃ পিশুনঃ কুপিতঃ পিশুনঃ, সদনে সুখরা জরতী মুখরা।
চতুরা গুরবো ভবিতা কুরবো, ব্যসনং পুরুষেশ্বর! কিং কুরুষে ॥২২১
(স্তু০ স্ব০ ১৭)

বলিতে জানি না। অদ্য আমার ভবনে একটী বৃহৎ কার্য্য আছে, তদনুরোধে পুষ্পচয়ন করিয়া আমাকে শীঘ্রই বাটী যাইতে হইবে। অতএব কথাবার্ত্তায় অধিক বিলম্ব বা আমার কার্য্যক্ষতি করিও না।" (২১৯) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"মহারাজ কন্দর্পকর্ত্তৃক বহুদিন যাবৎ নিযুক্ত হইয়া তদীয় এই রমণীয় উদ্যান যথেচ্ছ আমি পালন করিতেছি। যদি কোন জন এই উদ্যানস্থ বৃক্ষের শীর্ণ পত্রার্দ্ধও অপহরণ করে, তাহা হইলে আমি তাহার বস্ত্র-অলঙ্কারাদি সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লই। (২২০) হে কাঞ্চনগৌরি! হে পুষ্পচৌরি! আমি অদ্য জানিলাম, তুমিই আমার উদ্যানের পুষ্প ও নব পল্লব ছিন্ন করিয়া থাক, তোমায় ধরিয়াছি, তুমি কেমন করিয়া ঘরে যাইবে।" (২২১) শ্রীমতী কহিলেন,—"হে পুরুষেশ্বর! দেখ আমার পতি সর্ব্বদা আমার দোষানুসন্ধান করিয়া আমাকে বিশেষ যন্ত্রণা দেন! আর আমার

জলজেক্ষণ হে কুলজামবলাং, ন হি দুর্যশসা রচয়াধবলাম্।
তরসা বিরমৎকিরণং তরণিং, দিবি পশ্য ততস্ত্যজ মে সরণিম্ ॥২২২
(স্তু০ স্বয়০ ১৮)

জানে তব কচপক্ষং, সংভৃতবর-মল্লিকালক্ষম্।
উরসি চ কঞ্চুকরাজং, ধ্রুবমর্বুদ-মাধবীভাজম্ ॥ ২২৩ ॥
(স্তু০ স্বয়০ ১৯)

এহি তব ক্ষণমাত্রং, বিচারয়ামি ক্রমাদ্গাত্রম্।
তত্ত্বে কিল নির্ণীতে, প্রযাহি ভবনং তড়িৎপীতে ॥২২৪॥
(স্তু০ স্বয়০ ২০)

ন মুধা মাধব রচয় বিবাদং, বিদধে তব মুহুরহমভিবাদম্।
গোকুল-বসতৌ স্মরমিব মূর্ত্তং, ন কিমু ভবন্তং জানে ধূর্ত্তম্ ॥২২৫॥
(স্তু০ স্বয়০ ২১)

মাতামহী মুখরাও অতি রুক্ষভাষিণী, শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনেরাও আমাকে কটু বাক্য বলে। অতএব আমার প্রতি এইরূপ উপদ্রব করিও না। এই নির্জ্জনস্থানে কোনরূপে বিলম্ব হইলে তোমার ও আমার বড়ই নিন্দা হইবে। (২২২) হে জলজনয়ন! এই অবলা কুলবতীকে দুর্যশে কলঙ্কিত করিও না। ঐ দেখ, সূর্য্য ক্রমেই কিরণ সঙ্কোচ করিতেছেন। অতএব পথরোধ করিও না। অদ্য আমাকে ছাড়িয়া দাও।" (২২৩-২২৪) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—"অয়ি বিদ্যুদ্গৌরি! তুমি অনঙ্গরাজের অনেক বস্তু অপহরণ করিয়াছ। নিশ্চয়ই তোমার কবরীমধ্যে লক্ষ লক্ষ মল্লিকা ও বক্ষঃস্থলস্থ কঞ্চুকমধ্যে অর্ব্বুদ পরিমিত মাধবীকুসুম রহিয়াছে। তুমি আমার নিকটে আইস, তোমার অঙ্গ-প্রতঙ্গ অনুসন্ধান করিয়া দেখি, কত বস্তু লইয়াছ, তাহা দেখাইয়া তবে ভবনে গমন কর।" (২২৫) **শ্রীরাধা**—"হে মাধব! আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি, তুমি আমার

বেত্তি ন গোপীবৃন্দারামং, বৃন্দাবনমপি ভুবি কঃ কামম্।
অহমিহ তদিদং কিতব রসালং, কথমবচেষ্যে ন কুসুমজালম্ ॥২২৬

(স্তু০ স্বয়০ ২২)

নেদমত্র কলসস্তনি শংস, ক্রোধনো নৃপতিরেষ নৃশংসঃ।
তেন হন্ত ! বিদিতে বনভঙ্গে, যৌবতং পততি ভীতি-তরঙ্গে ॥২২৭

(স্তু০ স্বয়০ ২৩)

তন্বি ! গেহগমনব্যবসায়ং, চেৎ করোষি শৃণু রম্যমুপায়ম্।
অত্র মত্তবহুষট্পদবীরে, লীলয়া প্রবিশ কুঞ্জকুটীরে ॥ ২২৮ ॥

(স্তু০ স্বয়০ ২৪)

সহিত মিছামিছি কলহ করিও না। তুমি বলিতেছ, আমি কন্দর্পের কিঙ্কর, এ তোমার কপট বাক্য। এই গোকুলমধ্যে তুমিই মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, তোমার ধূর্ত্ততা কি আমার অজ্ঞাত? (২২৬) হে ধূর্ত্ত ! তুমি ধূর্ত্ততা করিও না, ইহা সকলেই জানে যে, বৃন্দা নামক আমাদের এক সখী আছে, তাহারই এই উদ্যান, এজন্য ইহার নাম বৃন্দাবন। এস্থানে কন্দর্পের কোন অধিকার নাই, আমাদেরই সম্পূর্ণ অধিকার ; সুতরাং আমরা এই বৃন্দাবনের রসময় ফুল তুলিব। তোমার বারণ করিবার কি ক্ষমতা আছে?" (২২৭) শ্রীকৃষ্ণ—"হে কলসস্তনি ! তুমি এস্থানে এরূপ কথা বলিও না, এই কন্দর্পনৃপতি অতি নৃশংস ও ক্রোধী ; অতএব যুবতীজন-কর্ত্তৃক এইরূপ নিজ কাননের অত্যাচার জানিতে পারিলে তিনি যুবতীদিগকে মহাভীতি-তরঙ্গে নিপাতিত করিবেন। অর্থাৎ নিজবাণদ্বারা মর্ম্ম ভেদ ও তদীয় ভৃত্য আমার দ্বারা ওষ্ঠাধর-খণ্ডনাদি উপদ্রব করিবেন। (২২৮) হে তন্বি ! যদি নিতান্তই গৃহগমনে ব্যস্ত হইয়া থাক, তবে এক সদুপায় বলি শ্রবণ কর ; এস্থানে মত্তভ্রমররূপ বহুসংখ্যক বীর পুরুষ-কর্ত্তৃক প্রতিপালিত মদীয় কুঞ্জকুটীরে অনায়াসে প্রবেশ কর, সেস্থানে কোন ভয় থাকিবে না।

গোকুলে কুলবধূভিরর্চিতা, শীলচন্দনরসেন চর্চিতা।
রাধিকাহমধিকারিতামতঃ, কিং করোষি ময়ি ধূর্ত্ত! কামতঃ ॥২২৯
(স্তু০ স্বয়০ ২৫)

ভ্রূলেখাং কিমরালাং ত্বং নির্মাসি করালাং
কিংবা পশ্যসি বামং সংরম্ভাদভিরামম্।
দিষ্ট্যা কাননলোলা হেলোৎফুল্লকপোলা
বৃত্তা ত্বং হরিহস্তে ত্রাতান্যো ভুবি কস্তে ॥ ২৩০ ॥
(স্তু০ স্বয়০ ২৭)

আরুহ্য দ্রুমবাটীং মুঞ্চেমাং পরিপাটীং
গেহান্তস্তব সর্বং জানে ভামিনি গর্বম্।
নেদিষ্ঠঃ কিল ভূপঃ সোঽয়ং ভৈরবরূপ-
স্তস্যাগ্রে চল বামে চোলীমর্পয় বা মে ॥ ২৩১ ॥
(স্তু০ স্বয়০ ২৮)

---

(২২৯) **শ্রীরাধা**—"হে ধূর্ত্ত ! আমার নাম রাধিকা, সচ্চরিত্রতারূপ চন্দনানুলেপনে আমি অনুলিপ্ত অর্থাৎ এই গোকুলমধ্যে আমিই সৎস্বভাবা, এই জন্য গোকুলবাসি-কুলবধূগণ আমাকেই সম্মান করিয়া থাকেন ; অতএব তুমি নিজ ইচ্ছামত কি করিতেছ ? আমাকে অধিকার করিয়া কি কলঙ্কিত করিবে ?" (২৩০) কৃষ্ণ—"অয়ি প্রিয়ে ! তুমি আমার প্রতি ভয়ানক ভ্রূভঙ্গি করিতেছ কেন ? আর সর্ব্বজনপ্রিয় আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বক্রভাবেই বা কেন পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতেছ ? আবার পরমানন্দে কাননে আগমন ও হাব-ভাব-প্রকাশক সুন্দর গণ্ডস্থল দর্শনে আমার প্রতি যে তোমার প্রীতি হইয়াছে, তাহাও অনুভূত হইতেছে ; যাহা হউক, তুমি এক্ষণে হরিহস্তে পতিত হইয়াছ, পৃথিবীতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, তোমাকে হরি (সিংহ) হইতে পরিত্রাণ করিবে ? (২৩১) হে ভামিনি !

ইতি তদুদিতনর্মাশ্রুত্য কর্ণামৃতং সা-
ভ্যুদিত-তনুবিকারান্ শশ্বদাবৃত্য যত্নাৎ।
লপনমিদমসহ্যং কামিনঃ কাঃ স্বকর্ণে
বিদধতি তদিতো যামীতি নীচৈর্বদন্তী ॥ ২৩২ ॥
(গোবি০ ৯।৩৯)

দয়িতমপি মনাক্ তং বীক্ষ্য সাবজ্ঞদৃষ্ট্যা
দ্রুতগতিচলিতাগ্রে মুগ্ধবিব্বোকদিগ্ধা।
ক্ব চলসি ননু ধূর্ত্তে ! মামনাদৃত্য ভঙ্গ্যা
হরিরিতি স বদংস্তামংশুকান্তে দধার ॥ ২৩৩ ॥
(গোবি০ ৯।৪০)

তুমি বৃক্ষবাটিকায় আগমন করিয়াছ। অতএব এক্ষণে গৃহ-গমন-প্রত্যাশা পরিত্যাগ কর। হে সুন্দরি ! তুমি যে ললিতাদি সখীর বলে গর্ব্ব করিয়া থাক, তাহা কেবল স্বগৃহ মধ্যে, এ-স্থানে কি করিবে ? এক্ষণে সেই ভয়ানক কন্দর্প-ভূপতি সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন, তাঁহার নিকট চল। যদি তাঁহার কাছে যাইতে ভয় হয়, তবে তোমার কাঁচুলীমাত্র আমাকে অর্পণ কর, আমি সন্তুষ্ট থাকিলে কন্দর্প কোন যন্ত্রণা দিতে পারিবে না।" (২৩২-২৩৩) এইরূপে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ঐ চৌর্য্যাদি-কথনরূপ হাস্য-পরিহাস-বাক্য তথা ব্যাজ-স্তুতিদ্বারা নিজাঙ্গ-সমুদয়ের সমস্ত সর্ব্বোত্তম সৌন্দর্য্যকথনরূপ কর্ণামৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরন্তর তাঁহার শরীরে যে সকল সাত্ত্বিকাদি ভাবসমূহ উদিত হইতেছিল, লজ্জাবশতঃ তৎসমুদয় আবরণ-পূর্ব্বক নীচস্বরে কহিলেন,— "অহে ! কোন রমণীগণ আপনকর্ণে কামিপুরুষের এই সকল অসত্যকথন ধারণ করে, অতএব আমি এস্থান হইতে চলিয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া শ্রীরাধা যখন প্রিয়তমের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ব্বক ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিয়া মুগ্ধবিব্বোক নামক স্বভাবজাত অলঙ্কারযুক্ত হইয়া অগ্রে দ্রুত পদসঞ্চারে গমন করিতে

অনুভূয়ৈব তৎস্পর্শমানন্দোত্থৈর্বিচালিতা।
নানাভাবৈঃ প্রিয়ং রাধা তির্য্যগ্‌গ্রীবং ব্যলোকয়ৎ ॥ ২৩৪ ॥
(গোবি০ ৯।৪১)

তারা-নর্ত্তনসূচিতাত্যবমতিঃ স্মেরাপ্রিয়াস্যাম্বুজং
ধাবন্তী তৃষিতালিনীব কুটিলপ্রান্তা নিবৃত্তা ততঃ।
কিঞ্চিদ্‌বাষ্পকলাকুলারুণতয়া স্পৃষ্টাঞ্চলোল্লাসিনী
রাধাদৃষ্টিরমজ্জয়ৎ প্রিয়মপারানন্দবারাং নিধৌ ॥ ২৩৫ ॥
(গোবি০ ৯।৪২)

আকৃষ্য তৎকরধৃতং বসনাঞ্চলং সা
তির্য্যগ্‌দৃগঞ্চলকলাস্মরবাণবৃষ্ট্যা।
বিদ্ধং মুহুর্বিদধতী প্রিয়মুন্মদান্ধা
প্রত্যাহ তং স্মিতসুধা-সুভগাননাব্জম্ ॥ ২৩৬ ॥
(গোবি০ ৯।৪৩)

লাগিলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ, "হে ধূর্ত্তে ! ভঙ্গীদ্বারা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া কোথা যাইতেছ ?" এই বলিতে বলিতে গিয়া শ্রীরাধার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলেন। (২৩৪) তখন শ্রীরাধা প্রিয়তম কৃষ্ণের করস্পর্শসুখ অনুভব-পূর্ব্বক আনন্দোৎপন্ন নানাবিধ ভাবসমূহে বিচালিত হইয়া বক্রগ্রীবায় তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। (২৩৫) আহা ! তৎকালীন শ্রীরাধার দৃষ্টির মাধুর্য্য আর কি বর্ণন করিব, ঐ দৃষ্টিতারার নর্ত্তনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা-প্রকাশকারিণী ভ্রমরীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মের প্রতি ধাবিতা হইয়া কুটিলগতিতে প্রান্তভাগ হইতে প্রতিনিবৃত্তা, কিঞ্চিৎ বাষ্পজলের কলায় ব্যাকুলা এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বসনাঞ্চল ধৃত হওয়ায় অরুণবর্ণে উল্লাসবতী হইয়া প্রিয়তমকে পরম আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিতে লাগিলেন। (২৩৬) অনন্তর শ্রীরাধা উন্মাদান্ধা হইয়া সহাস্যবদন শ্রীকৃষ্ণের

মধুর-সরসরম্যং বস্তুজাতং হি যদ্‌যন্
নিবসতি কিল লোকে প্রাকৃতেঽপ্রাকৃতে বা।
শ্রিয়মুরুতনুচৌর্য্যা ত্বং হরন্নস্য সাধুঃ
স্বয়মসি তদিহান্যত্রাপি চৌর্য্যাপবাদী ॥ ২৩৭ ॥
(গোবি০ ৯।৪৪)

সাধুত্বে ধার্ম্মিকত্বে চ যস্য তে ভাতি সাক্ষিণী।
কুমারীণাং কোটবীনাং মূর্দ্ধ্নি বদ্ধাঞ্জলি-স্তুতিঃ ॥ ২৩৮ ॥
(গোবি০ ৯।৪৫)

ব্রজভুবি যুবরাজঃ সর্বসাদ্‌গুণ্যপূজ্যঃ
পরিণয়বিধিযোগ্যানন্তকন্যাযুতায়াম্।
অভিনব-তরুণোঽপ্যপ্রাপ্তপাণিগ্রহো য-
স্তুহ ধৃত-নিয়মোঽসি ব্রহ্মচারীতি সত্যম্ ॥ ২৩৯ ॥
(গোবি০ ৯।৪৬)

করধৃত বসনাঞ্চল আকর্ষণ-পূর্ব্বক কটাক্ষবাণবৃষ্টিদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া কহিলেন।—(২৩৭) "হে কৃষ্ণ! প্রাকৃত কিম্বা অপ্রাকৃত লোকে মধুর, সরস ও রমণীয় যত যত বস্তু আছে, তৎসমুদয়ের শোভা তুমি আপনার মহতী তনুরূপা চৌরীদ্বারা অপহরণ করিয়া এই জগতে সাধু হইয়াছ এবং অপরকে চৌরাপবাদ প্রদান করিতেছ। (২৩৮) হে কৃষ্ণ! অধিক আর কি বলিব? বস্ত্রহরণদিন কুমারিকা সকল তোমা-কর্ত্তৃক হৃতবসনা হইয়া নগ্নবেশে বস্ত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক তোমাকে যে স্তুতি করিয়াছিল, সেই স্তুতিই তোমার সাধুতা ও ধাম্মিকতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। (২৩৯) অপর হে কৃষ্ণ! বিবাহের যোগ্য পাত্রী বহু বহু কন্যাসমন্বিত এই ব্রজভূমিতে তুমি নিখিল সাদ্‌গুণ্যে পূজ্য রাজপুত্র, তাহাতে অভিনব তরুণবয়স্ক; তথাপি তোমার যখন বিবাহ হয় নাই,

কিংবাসাধারণঃ কশ্চিদ্ভাতি ত্বয়ি গুণো মহান্।
যমাকর্ণ্য ন কাপি ত্বাং কন্যা বৃতবতী ক্বচিৎ ॥ ২৪০ ॥
(গোবি০ ৯।৪৭)

তত্তাপাদ্ভবতা মন্যে তুরঙ্গ-ব্রহ্মচর্য্যকম্।
অঙ্গীকৃত্য ব্রজে স্বস্য খ্যাপিতা বটুতা মৃষা ॥ ২৪১ ॥
(গোবি০ ৯।৪৮)

বটুশ্চেৎ পররামাস্যালোকনে কুতুকী কুতঃ ?
বংশীচৌরীহৃতাভির্বা পরস্ত্রীভিঃ কুতো রতিঃ ॥ ২৪২ ॥
(গোবি০ ৯।৪৯)

তদ্ভবান্ বর্ণিতাখ্যাতিচ্ছলেন স্বার্থসাধকঃ।
কন্যানাঞ্চ সতীনাঞ্চ ধর্ম-ধ্বংসায় দীক্ষিতঃ ॥ ২৪৩ ॥
(গোবি০ ৯।৫০)

তখনই স্পষ্টই জানা যায়, তুমি ধৃতনিয়ম ব্রহ্মচারী হও, ইহা সত্য, অর্থাৎ বিবাহ-কারণ-সত্ত্বেও যে বিবাহের অভাব, ইহাই তোমাতে পরলাম্পট্য প্রকাশ করিতেছে। (২৪০) অথবা তোমাতে কোন অসাধারণ মহৎ গুণ প্রতিভাত হইতেছে, যে গুণ শ্রবণ করিয়া কোনও কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করে নাই। (২৪১) সেই বিবাহ না হওয়ার জন্য দুঃখেই তুমি তুরঙ্গ-ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়াছ অর্থাৎ ঘোটক যেমন ঘোটকী দেখিয়া স্বীয় চাঞ্চল্য প্রকাশ করে তাহার ন্যায় তুমি চাঞ্চল্য অঙ্গীকার করিয়া ব্রজমধ্যে মিথ্যা বটুতা বিখ্যাপিত করিতেছ। (২৪২) হে কৃষ্ণ! যদি তুমি বটু অর্থাৎ ব্রহ্মচারী হও, তাহা হইলে পরস্ত্রীমুখাবলোকনে কুতুকী কেন ? এবং চৌরী বংশী-কর্ত্তৃক আকৃষ্টা পরস্ত্রীর সহিত রতিই বা কেন ? (২৪৩) অতএব বুঝিলাম, তুমি আপনার ব্রহ্মচর্য্যখ্যাতিচ্ছলে অর্থাৎ কপট ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক স্বার্থসাধক হইয়া কুমারী ও সাধ্বীসকলের

বটো ! ন তে কৃত্যমিহাস্তি পুষ্পা,-রামেঽবলা-স্বৈরবিহার-ধাম্নি।
পশূনবংস্ত্বং পশুপালসঙ্গী, তচ্চারণায় ব্রজ শাদ্বলেষু ॥ ২৪৪ ॥
(গোবি০ ৯।৫৬)

কদাপ্যনারোপিত-পুষ্পবল্লী-
দ্রুমৈকপোতোঽপি বনাধিকারী।
অসংখ্যগোচারণ-লূনতত্ত-
ন্মূলোঽপি সত্যং বিপিনাবকস্ত্বম্ ॥ ২৪৫ ॥
(গোবি০ ৯।৫১)

সখ্যাস্মাকং বৃন্দয়া বর্দ্ধিতং
যদ্‌বৃন্দারণ্যং খ্যাতমেতদ্‌বিধাত্রা।
মহ্যং দত্তং তৎ সরত্নাভিষেকং
রাজানঙ্গস্ত্বঞ্চ পাতেতি সত্যম্ ॥ ২৪৬ ॥
(গোবি০ ৯।৫২)

ধর্ম্মনাশের নিমিত্ত দীক্ষিত হইয়াছ। (২৪৪) হে ব্রহ্মচারিন্ ! স্ত্রীগণের যথেষ্ট বিহারস্থান এই পুষ্পবাটিকায় তোমার কোন কার্য্য নাই, তুমি পশুপাল-সঙ্গে পশুচারণ করিয়া থাক, অতএব পশুচারণ-নিমিত্ত নবীন তৃণযুক্ত স্থানে চলিয়া যাও। (২৪৫) (শ্রীরাধা শ্লেষ করিয়া বলিলেন) কি আশ্চর্য্য ! তুমি কখনও এই বনে পুষ্পাদি বৃক্ষ সকলের একটীমাত্র অঙ্কুরও রোপণ কর নাই, অথচ বনের অধিকারী, অধিকন্তু অসংখ্য গোচারণদ্বারা বনের তরুসকল নির্ম্মূল করিলে, তথাপি তুমি বনের রক্ষক, ইহা সত্য বটে ! (২৪৬) অপর আমাদের সখী বৃন্দাকর্ত্তৃক এই বন পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় ইহা বৃন্দাবন বলিয়া বিখ্যাত, বিধাতা রত্নসমূহের সহিত আমার রাজ্যাভিষেক করিয়া এই বন আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, ইহা সুপ্রসিদ্ধ আছে। হা কষ্ট ! তাহাতে কন্দর্পরাজ ও তুমি রক্ষক ইহা

ইতি রাধায়াঃ সযুক্তিক-বাক্‌পীযূষমত্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সস্মিতমাহ—

ইয়ং লক্ষ্মীবৃন্দাদপি মধুরবৃন্দা মম বধূ-
র্ভবেন্নোচেদারাৎ সশপথমিমাং পৃচ্ছত সতীম্।
শ্রুতৌ যদ্দম্পত্যোর্ন হি ভবতি ভেদস্তটিরতো
দ্বয়োর্নৈ নাম্নৈব ত্রিজগতি জনো গায়তি বনম্॥ ২৪৭॥

(স্তবা০ কুসুম০ ৮)

ইতি শ্রীকৃষ্ণস্য বাগমৃতমাপীয় রাধা বৃন্দাং প্রতি নীচৈরাহ—

ইদং বৃন্দে সত্যং ভবতি নহি কিংবা কথয় নঃ
পুরো লজ্জাং হা হা কথমিব তনোষি প্রিয়গণে।
ঋতং চেত্তদ্রোষচ্ছলত ইব গচ্ছ ক্ষণমিতো
যথা নানাবাদৈর্বয়মিহ জয়ামঃ শঠগুরুম্॥ ২৪৮॥

(স্তবা০ কুসুম০ ৯)

সত্য বটে!” (২৪৭) এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার সযুক্তিক বাক্যামৃতপানে মত্ত হইয়া স্মিতবদনে বলিতে লাগিলেন—“অহে! শত শত লক্ষ্মী অপেক্ষাও মধুর হাব-ভাবময়ী এই বৃন্দা আমারই পত্নী, যদি ইহা তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তবে তোমরা শপথপূর্ব্বক এই পতিব্রতাকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা কর। যদি বল বৃন্দা তোমাদেরই পত্নী, তাহাতে কি হইল? তাহাও শ্রবণ কর। বেদে স্ত্রী-পুরুষের কিঞ্চিন্মাত্র ভেদ নাই। পরন্তু অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়াই কীর্ত্তিত আছে। অতএব আমাদের দুইজনের নামেই ত এই বন—ত্রিভুবনের জনসকল কীর্ত্তন করিয়া থাকে।” (২৪৮) শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্যামৃত পান করিয়া নীচস্বরে বৃন্দাকে মন্দ মন্দ কহিতেছেন,—“হে বৃন্দে! ইহা সত্য বটে কিনা? আমার নিকট বল, কি আশ্চর্য্য! তুমি প্রিয়গণের সমীপেও বলিতে লজ্জা পাইতেছ! যদি সত্য

ইদং কর্ণে তস্যা নিগদিতবতীম্বাস্থ সহসং
মৃষারোষাদেষা চলকুটিল-চিল্লীক্ষণতটৈঃ।
অলং শোণৈরেণীদৃগতিকুটিলাঃ প্রেক্ষ্য সখি তাঃ
সগর্বে গোবিন্দে পরিষদি দদাবুত্তরমিদম্ ॥ ২৪৯ ॥

(স্তবা০ কুসুম০ ১০)

অয়ে ! পদ্মাষণ্ড ব্রজনগরভণ্ড ব্রজবনা-
দিতস্ত্বঞ্চেদিচ্ছে রুচিরবনরাজত্বমচিরাৎ।
সখীস্থল্যাঃ ষষ্ঠীং ভজ নিজবধূং তাং কিল তদা
যথা সা তুষ্ট্যা তে বদরবনরাজ্যং বিতরতি ॥ ২৫০ ॥

(স্তবা০ কুসুম০ ১১)

হয়, তবে তুমি ক্রোধচ্ছলে এস্থান হইতে গমন কর। আমরা নানা বাক্যদ্বারা শঠগুরু শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিব।" (২৪৯) শ্রীরাধিকা হাস্যোল্লাসে বৃন্দার কর্ণে এইরূপ বলিলে মৃগলোচনা বৃন্দাদেবী অলীক কোপ প্রকাশ করত সমধিক রক্তবর্ণ চঞ্চল ও কুটিল ভ্রূভঙ্গিপূর্ব্বক সেই অতি কুটিলস্বভাবা সখীদিগকে কটাক্ষে অবলোকন করিয়া সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ গর্ব করিতে থাকিলে তাঁহাকে এই উত্তর প্রদান করিলেন। (২৫০) অয়ে ব্রজনাগরভণ্ড ! কৃষ্ণ ! তুমি পদ্মানাম্নী চন্দ্রাবলী-সখীর ষণ্ড (গোপতি), তুমি যদি এই মনোহর কাননের আধিপত্যপ্রাপ্ত হইতে অভিলাষ কর, তবে শীঘ্র এই ব্রজ হইতে গমন করত সখীস্থলীর অর্থাৎ তন্নামক গ্রামের ষষ্ঠীরূপা চন্দ্রাবলীনাম্নী নিজবধূকে ভজনা কর, তাহাতে তিনি সন্তুষ্টা হইয়া অবশ্য তোমাকে বদর-বনরাজ্যের অর্থাৎ বিলাসবনের আধিপত্য বিতরণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

তত ইত্থং তৎসৌন্দর্য্যাদিস্তবনারভট্যা শ্রীগান্ধর্বায়া বৃন্দাটব্যাং স্বতামর্পয়ন্তী তমুপালভ্য সোল্লাসং পুনরাহ—

যদেতদ্বিম্বত্বাল্লসতি মুখমস্যাঃ কমলতো
দৃশোর্দ্বন্দ্বং চঞ্চৎকুবলয়মৃগাণামিব চয়াৎ।
উদঞ্চন্নাসাশ্রীঃ শুকনবযুবাত্রোটিবলনা-
ল্লসদ্বন্ধূকেভ্যোঽপি চ রুচিঘটারজ্যদধরঃ ॥ ২৫১ ॥

(স্তবা০ কুসুম০ ১২)

অয়ে ! দন্তাঃ কুন্দাবলি-করকবীজাদি-রচনা-
দপি স্ফীতা গীতাঃ কুমুদবনতোঽপি স্মিতলবঃ।
শ্রুতিদ্বন্দ্বং মুগ্ধালিলিতগুণপুঞ্জাদপি পুন-
র্লাটোদ্যল্লক্ষ্মীঃ সুভগ-বকপুষ্পাদতিতরাম্ ॥ ২৫২ ॥

(স্তবা০ কুসুম০ ১৩)

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধার আত্মীয়তা-খ্যাপন

(২৫১) তৎপরে বৃন্দা রাধিকার সৌন্দর্য্যাদির প্রশংসাপূর্ব্বক বর্ণনা করত বৃন্দাবনে শ্রীগান্ধর্ব্বা রাধিকারই অধিকার খ্যাপন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে উপালম্ভন (তিরস্কার) করিয়া উল্লাসভরে পুনরায় কহিতেছেন—"শ্রীরাধার এই মুখ, কমল অপেক্ষা যে অধিক শোভা পাইতেছে, ইহার কারণ এই, কমল মুখের প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ছায়াস্বরূপ এবং নেত্রদ্বয়ও চঞ্চল নীলোৎপল ও মৃগগণ হইতে সমধিক শোভিত হইতেছে এবং নাসিকাও স্বীয় শোভা-দ্বারা অভিনব যুবক শুকপক্ষীর চঞ্চুপুটকে, তথা রক্তবর্ণ অধরও নিজ কান্তিঘটাদ্বারা বিকসিত বন্ধূক অর্থাৎ বাঁধুলী ফুলকে ন্যক্কার করত অধিক শোভা পাইতেছে। (২৫২) আহা! দন্তপঙ্‌ক্তিটী কুন্দাবলী ও করকবীজ অর্থাৎ দাড়িম্ববীজের রচনা হইতেও পরিপুষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইতেছে।

চলচ্চিল্লীবল্লী ভ্রমরবরপঙ্‌ক্তেরপি ততঃ
স্ফুরজ্জম্বূপক্ব-প্রচুরফলতোঽপ্যোতদলকঃ ।
কচোল্লাসঃ স্ফূর্জন্মদশিখি-শিখণ্ডাদপি মধৌ
পিকোত্তান-ধ্বানাদপি পরমুদারং মৃদুবচঃ ॥ ২৫৩ ॥
(স্তবা০ কুসুম০ ১৪)

নিতম্বঃ শৈলানামপি বিপুলভারাদতিগুরুঃ
কুচৌ তুঙ্গৌ বিল্বাদিক-ফলকুলাদপ্যতিঘনৌ ।
ভুজাযুগ্মং ভ্রাজদ্‌ব্রততি-ততিতোঽপীহ ললিতং
ললামশ্রীলোমাবলিরপি ভুজঙ্গীততিরুচেঃ ॥ ২৫৪ ॥
(স্তবা০ কুসুম০ ১৫)

বরোরূ রম্ভালীক্রমরচনজৃম্ভাদপি গতি-
র্মরালীপালীনামপি চলনরঙ্গান্মৃদুতরা ।
পদদ্বন্দ্বং ফুল্লস্থল-কমলবৃন্দাদপি সদা
বদান্যত্বং কল্পদ্রুম-নিকরতোঽপি ব্রজপুরে ॥ ২৫৫ ॥
(স্তবা০ কুসুম০ ১৬)

হাস্যলেশও ধাবল্যগুণে কুমুদকানন হইতেও সুন্দর এবং মুঞ্জা অর্থাৎ মুঞ্জানামক তৃণনির্ম্মিত রজ্জুকে কুণ্ডলাকার অর্থাৎ গোলাকৃতি করিলে যেমন হয়, তাহা হইতেও কর্ণযুগল অতিশয় বক্ররেখাবিশিষ্ট এবং ললাট-দেশও স্বীয় শোভাগুণে মনোহর বকপুষ্প হইতে সুন্দর। (২৫৩) চঞ্চল ভ্রূলতা উৎকৃষ্ট ভ্রমরমালা হইতেও সুদৃশ্য, আর এই অলক অর্থাৎ চূর্ণ কুন্তল প্রকাশমান সুপক্ব প্রচুর জম্বুফল হইতেও কৃষ্ণবর্ণ, উল্লসিত কেশ-কলাপ প্রকাশমান মদমত্ত ময়ূরগণের শিখণ্ড হইতেও শোভাশালী এবং সুন্দর কোমল বাক্যও বসন্তকালীন কোকিলকুলের প্রচুরতর শব্দ হইতেও সুমধুর। (২৫৪) নিতম্বদেশ শৈলমালার বিপুলভার হইতেও গুরুতর,

দৃশোঃ প্রেম্ণা শশ্বৎক্ষরদমৃত-নিঃস্যন্দবিততি-
স্তথা স্বেদস্তোমঃ কনকজয়িবর্ষ্ম প্রপতিতঃ।
মনোগঙ্গা-কৃষ্ণা-বিবিধসরসীবৃন্দ-বিচলৎ-
প্রবাহাদপ্যুচ্চৈঃ পুলক উত নীপ-স্তবকতঃ ॥ ২৫৬ ॥

(স্তবা০ কুসুম০ ১৭)

অলং গন্ধস্নিগ্ধা কনকগিরিবন্দ্যা দ্যুতিরপি
স্ফুটৎফুল্লচ্চম্পাবলি-কনকযূথীনিবহতঃ।
অপি ভ্রাজদ্বক্ষঃস্থলমতুল-সিংহাসনকুলা-
দপি ভ্রাম্যন্নেত্রক্রমণনটনং খঞ্জনগণাৎ ॥ ২৫৭ ॥

(স্তবা০ কুসুম০ ১৮)

কুচদ্বয় উন্নত অথচ বিল্বাদি ফল হইতেও নিবিড়, বাহুযুগল প্রফুল্ল লতাসমূহ হইতেও সুকুমার এবং শোভাযুক্ত, লোমাবলীও ভুজঙ্গীগণের কান্তি অপেক্ষা সুন্দর। (২৫৫) উত্তম উরুযুগল উৎকৃষ্ট কদলীতরুর পঙ্‌ক্তিক্রমে যে রচনা, তাহার শোভা হইতেও মনোহর, গমনও রাজহংসীগণের গমনভঙ্গি হইতে মন্থর, চরণদ্বয় প্রফুল্ল স্থলকমলসমূহ অপেক্ষাও মধু মৃদুতর এবং রাজপুরে যে-সকল কল্পবৃক্ষ আছে, তৎসমুদয় হইতেও ঐ চরণদ্বয়ের বদান্যতা অর্থাৎ বহুদাতৃত্বগুণ বিরাজ করিতেছে। (২৫৬) প্রেমবশতঃ নিরন্তর বিগলিত অমৃততুল্য নেত্রদ্বয়ের যে অশ্রুসমূহ তথা স্বর্ণবিজয়ী শরীর হইতে প্রপতিত যে স্বেদবিন্দুসকল—উহারা মানসগঙ্গা, যমুনা ও বিবিধ সরোবর সকলের বহমান প্রবাহ হইতে শোভাসম্পন্ন এবং এই অঙ্গের পুলক অর্থাৎ লোমাঞ্চও কদম্বপুষ্পের কেশর অপেক্ষাও শোভাশালী। (২৫৭) প্রফুল্ল চম্পকাবলীও স্বর্ণ যূথীসমুদায় হইতেও সৌগন্ধ্যযুক্ত অথচ স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট, এবং সুদীপ্ত বক্ষঃস্থল নিরুপম সিংহাসনসমূহ অপেক্ষাও শোভমান তথা চঞ্চল নেত্রদ্বয়ের মনোজ্ঞ বিক্ষেপ, খঞ্জনপক্ষী হইতেও শোভাবিশিষ্ট

পরঞ্চাস্যাদীনাং বিকসন-ভরাদেষু কিল স
ক্বচিন্মানান্ ম্লানির্বত ভবতি সৈবেষ্বিহ যতঃ।
অতোঽস্যাশ্ছায়ৈব স্ফুটমটবিরিত্থং খলু ভবেৎ
কথঙ্কারং স্বামিন্ ভবতু ভবতঃ সাম্প্রতমিয়ম্ ॥২৫৮॥
(স্তবা০ কুসুম০ ১৯)

অপি চ—মুখাদীনাং পদ্মাদিক-গুরুপদার্থাঃ সমরুচঃ
প্রপন্নাঃ সারূপ্যং যদতি বিলসন্তি স্ফুটমতঃ।
অজাণ্ডে বিখ্যাতা প্রকৃতিমধুরেয়ং সমগুণা
ততঃ শ্রীরাধায়াঃ প্রকটমটবীয়ং প্রিয়সখী ॥ ২৫৯ ॥
(স্তবা০ কুসুম০ ২০)

বিরাজচ্ছায়াত্বে প্রকটতর-সারূপ্যবলনাৎ
সখীত্বেঽপি ক্রীড়াস্পদমটবিরেষা রসময়ী।
সদৈতস্যা এব ব্রজভুবি ভবত্যেব সুতরাং
যতশ্ছায়া সখ্যোঃ স্ফুরতি নহি ভেদঃ ক্বচিদপি ॥ ২৬০ ॥
(স্তবা০ কুসুম০ ২১)

হইয়াছে। অঙ্গকান্তিও কনকাচলেরও বন্দনীয় এবং সুশোভিত। (২৫৮) অপর হে কৃষ্ণ! শ্রীরাধার মুখাদির বিম্বত্ব-বিষয়ে আরও বলিতেছি শ্রবণ কর। কোন সময়ে মানবশতঃ মুখাদি অবয়ব-সমূহ ম্লান হইলে যে সৌন্দর্য্য হইয়া থাকে, তাহাই কমলাদি উপমান বস্তুসকলে সম্ভাবিত হয়, যেহেতু এই বনে উক্ত ম্লানি কেবল এই কমলাদিতেই রহিয়াছে সুতরাং এই কানন শ্রীরাধিকার ছায়া বলিয়াই স্পষ্টরূপে কীর্ত্তিত হইতেছে। অতএব হে স্বামিন্! এখন এই কানন কিপ্রকারে তোমার হইবে? (২৫৯) অপিচ যখন পদ্ম প্রভৃতি পদার্থ সকল তুল্যকান্তি হইয়া মুখাদি অবয়বের সাদৃশ্যলাভ করিয়া বিলাস করিতেছে, তখন ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে এই শ্রীরাধাই প্রকৃতিমধুরা অর্থাৎ নৈসর্গিক মাধুর্য্যশালিনী বলিয়া বিখ্যাত হইতেছেন।

অদোবৃন্দানান্দীস্তবরসভরৈঃ পোষিতবপুঃ
শ্রিয়া পূর্ণে ঘূর্ণৎস্মর-নটনতৃষ্ণা-তরলিতে।
অহো রাধোন্মীলন্মনসিজ-মহানাটকনটী-
নটাচার্য্যে তস্মিন্ নটিতুমিব দৃষ্টিং সমতনোৎ ॥ ২৬১ ॥
(স্তবা০ কুসুম০ ২২)

বিশাখা তু স্নেহস্নপনকৃত-রোমাঞ্চবিলসদ্-
বপুস্তমালিঙ্গ্য স্তবরচিত-হ্রী-শ্রীস্মিতবৃতাম্।
সহাসং দৃগ্ভঙ্গ্যা গিরিধরমুপালভ্য সহসং
বিনোদৈর্বৃন্দায়াঃ শিরসি সুমনোবৃষ্টিমকরোৎ ॥ ২৬২ ॥
(স্তবা০ কুসুম০ ২৩)

অতএব এই অটবী শ্রীরাধার তুল্য গুণশালিনী হইয়া প্রিয়সখী-স্বরূপা হইল। (২৬০) অপর, এই রসময়ী বৃন্দাটবী যখন শ্রীরাধার রাজমান ছায়াস্বরূপ ও সুপ্রকটরূপে তুল্যরূপিণী এবং সখীভাবে ক্রীড়াস্থান, তখন ব্রজভূমিতে এই বৃন্দাটবী নিয়তকালের জন্য শ্রীরাধারই হইতেছে, কারণ, ছায়া ও সখীর সহিত কোন ক্রমেই ভেদ সম্ভবে না। (২৬১) আহা কি আশ্চর্য্য! এই বৃন্দাদেবীর নান্দীপাঠরূপ স্তবরসভরে পোষিতাঙ্গী ও প্রকাশিত কামনাটকের মহানটী শ্রীরাধা যেন নৃত্য করিবার মানসেই যাঁহার অঙ্গশোভা সম্পূর্ণ এবং যিনি ঘূর্ণমান কামনৃত্যের দর্শনতৃষ্ণায় চঞ্চল, সেই নটাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। (২৬২) কিন্তু শ্রীবিশাখা প্রীতি-স্নপনজনিত রোমাঞ্চদ্বারা বিকসিতাঙ্গী হইয়া স্তুতিবাক্য-শ্রবণে লজ্জাবতী ও ঈষৎ হাস্যযুক্তা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করত উপহাস ও দৃগ্ভঙ্গিবিস্তার-পুরঃসর গিরিধর শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া নিরতিশয় আনন্দভরে হাস্য করিতে করিতে বৃন্দাদেবীর মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন।

এতন্মধুর-বর্ণনাকর্ণনেন স্বান্তস্তোষং বহির্বিহস্য সোৎপ্রাসং কৃষ্ণঃ পুনরাহ—

ত্বদালেরঙ্গালী মম কমনবৃন্দাবনতনোঃ
সদঙ্গানাং কুঞ্জাদিক-রুচিরনাম্নাং রুচিধনম্।
ধ্রুবং হৃত্বা ম্লানাং প্রকটমকরোত্তাং কথমিমা-
মিদানীং সারূপ্যস্তবনমিষতো রক্ষসি শঠে ॥ ২৬৩ ॥

(স্তবা০ কুসুম০ ২৪)

তবাল্যা এবঞ্চেদতিগুণগণা মৎপ্রিয়বনা-
দপি শ্রেষ্ঠাঃ সুষ্ঠু ধ্রুবমিহ ভবন্তি স্ফুটমমী।
তদা তুচ্ছং পুষ্পং কথমপহরেৎ সেয়মথবা
স্বভাবশ্চৌরাণাং পরধন-জিঘৃক্ষুর্ন হি চলেৎ ॥ ২৬৪ ॥

(স্তবা০ কুসুম০ ২৫)

পরস্পর নর্মোক্তিপ্রভৃতি

(২৬৩) শ্রীকৃষ্ণ এইপ্রকার মধুর বর্ণন শ্রবণে অন্তঃকরণে সন্তোষ ও বাহ্যে হাস্যবিস্তারপূর্ব্বক উপহাস করত কহিতেছেন,—"হে শঠতাশালিনি! ত্বদীয় **সখী** শ্রীরাধার অঙ্গশ্রেণী, আমার এই মনোহর বৃন্দাবনরূপ শরীরের কুঞ্জ প্রভৃতি উত্তম অঙ্গ সকলের কান্তি-সম্পত্তি হরণ করত ইহাকে স্পষ্টরূপে মলিন করিয়াছে, সম্প্রতি সারূপ্যস্তুতিচ্ছলে এই শ্রীরাধিকাকে তুমি কিরূপে রক্ষা করিবে? (২৬৪) ত্বদীয় বয়স্যা রাধিকার গুণগ্রাম যদি আমার প্রিয় বৃন্দাবন হইতেও সুন্দর অথচ শ্রেষ্ঠরূপে পরিস্ফুট হইল, তবে রাধা এই বনের তুচ্ছ পুষ্প কেন অপহরণ করেন? অথবা চৌরীদিগের স্বভাব এই যে, তাহারা পরধনগ্রহণে রত হইয়া কখনই তাহা হইতে বিরত হইতে পারে না।

প্রকারৈশ্ছায়াতো যদতি-বরবিম্বস্থ মহিমা-
নমুচ্চৈর্বিস্ফার্য্য স্মরসি ময়ি রাধাং বিতরিতুম্।
কথং তৎ স্যাদ্ যস্মাৎ পতিপরবশেয়ং তত ইমাং
স চেদারাদ্ দদ্যাদ্ ভবতি মম তর্হ্যেব মমতা ॥ ২৬৫ ॥

(স্তবা০ কুসুম০ ২৬)

এতদ্বিচিত্ররঙ্গোচ্ছলিত-বাগ্ভঙ্গীবিলাসসুধা-স্বর্ধুনীতরঙ্গৈ-র্গোত্তরলীকৃত-হৃদ্বৃত্তিদৃঢ়নৌকাং শ্রীরাধাং সস্মিতমালোকয়ন্তীষু সর্বাসু সস্মিতং ললিতাললাপ—

পিপাসার্ত্তঃ কশ্চিৎ ক্ষুদতিবিবশো বর্ত্মনি চল-
ন্মরুক্ষেত্রে ক্ষারোদকমলভমানোঽপি বিরসম্।
স্বয়ম্ভূ-সংস্তব্যাং হরিপুর-বরস্থামপি সুধাং
প্রপাতুং দ্রাগিচ্ছন্ জগতি কিল হাস্যাস্পদমভূৎ ॥ ২৬৬ ॥

(স্তবা০ কুসুম০ ২৭)

---

(২৬৫) অপর হে বিশাখে! নানাপ্রকারে ছায়া অপেক্ষা অতিশ্রেষ্ঠ বিম্বের মহিমাতিশয় উদ্‌ঘোষিত করিয়া তুমি যে শ্রীরাধাকে আমায় প্রদান করিবে মনে করিতেছ, তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? যেহেতু ইনি পতীর অধীনা। সেই পতি যদি স্বয়ং আমার নিকট রাধাকে অর্পণ করেন, তাহা হইলে ইহার প্রতি আমার মমতা হইবে অর্থাৎ এই রাধার প্রতি আমার স্বত্ব জন্মিবে। (২৬৬) এইরূপ বিচিত্র রঙ্গদ্বারা উচ্ছলিত বাক্যভঙ্গী অর্থাৎ বাক্‌চাতুরীরূপ বিলাসামৃতের মন্দাকিনীতে যাঁহার মনোবৃত্তি-রূপ সুদৃঢ় নৌকা তরঙ্গমালায় চঞ্চল হইতেছে, সেই শ্রীরাধাকে সখীগণ তদবস্থায় দর্শন করিলে পর ললিতা হাস্যপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—'কোন পথিক ব্যক্তি পিপাসাপীড়িত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মরুভূমিতে চলিতে চলিতে

ততো রসিকশেখরং ব্রজরাজকুমারং সা দৃগঞ্চলবিভ্রমেণ পশ্যন্তী সখীঃ প্রতি শ্রীরাধা ব্যাজহার—

স্ফুটং কালী শৈব্যা চরমবনিতা মধ্যমবধূ-
র্মহাপদ্মা পদ্মা পরমরুচিকৃৎ কামদকুচা।
বরা ষষ্ঠী চন্দ্রাবলিরপি লসেদ্ যস্য মহিষী
কথং তস্যাপ্যন্যা ভবতু ভুবি যোগ্যা নববধূঃ ॥ ২৬৭ ॥

(স্তবা০ কুসুম০ ২৮)

স্মিতরুচি-শিশিরাত্তদ্বক্ত্র-পীযূষরশ্মে-
শ্চল-নয়নকুরঙ্গোৎপ্লাবরম্যাং স্রবন্তীম্।
পিবতি হরিচকোরে নর্মপীযূষধারা-
মতৃপদিহ সখীনাং দৃক্‌চকোরীচয়োঽপি ॥ ২৬৮ ॥

(গোবি০ ৯।৫৭)

তথায় ক্ষার বারিও না পাইয়া যদি ঝটিতি হরিপুর অর্থাৎ অমরাবতীস্থিত এবং স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মারও স্তবনীয় সুধাপান করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে এই জগতীতলে সে অবশ্যই হাস্যাস্পদ হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।' (২৬৭) অনন্তর শ্রীরাধিকা রসিকশেখর ব্রজরাজকুমার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ-পাত-বিস্তারপূর্ব্বক দর্শন করিয়া সখীগণকে বলিতে লাগিলেন,—'কালী, শৈব্যা প্রভৃতি যাঁহার চরম অর্থাৎ কনিষ্ঠ বনিতা এবং যাঁহার কুচ-মণ্ডল-সন্দর্শনেই কাম আসিয়া হৃদয়ক্ষেত্রকে অধিকার করে, সেই মহানিধি-স্বরূপা পরমসুন্দরী সুস্তনী পদ্মা যাঁহার মধ্যম বধূ এবং উৎকৃষ্ট ষষ্ঠী চন্দ্রাবলী যাঁহার রাজ-মহিষীরূপে শোভা পান, সে ব্যক্তির নিকট এই ভূমণ্ডলে আর অন্য নববধূ কিরূপে যোগ্য হইবে?' (২৬৮) তখন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যরুচিরূপ সুশীতল ও চঞ্চল নয়নকুরঙ্গের উল্লম্ফনে রম্য শ্রীরাধার

তৎস্পর্শভীত্যেব বিবৃত্য কন্ধরাং, কটাক্ষনীলোৎপলমালয়া প্রিয়ম্।
সা ভূষয়ন্ত্যস্ফুটভর্ৎসনোক্তিকা, সাবজ্ঞমগ্রেঽপসসার লীলয়া॥২৬৯
(গোবি০ ৯।৫৮)

কৃষ্ণোঽথ কান্তা-তনুচিত্রনর্ত্তকী-
লাস্যাবলোকোচ্ছলিতাতিলালসঃ।
দ্রুতং সমেত্যোচ্চলিতেন পাণিনা
দধার চাস্যাশ্চল-কঞ্চুকাঞ্চলম্॥ ২৭০ ॥
(গোবি০ ৯।৫৯)

কান্তা বিভুগ্নীকৃত-চিল্লিকার্ম্মুকা, শোণাক্ষিকোণেক্ষণবাণ-সঞ্চয়ৈঃ।
বিখণ্ড্য তূর্ণং প্রিয়ধৈর্য্য-কঞ্চুকং, লীলারবিন্দেন ততাড় তং মুহুঃ॥২৭১
(গোবি০ ৯।৬০)

তস্যারবিন্দাহতিজাতশাতং, বিশ্বাশ্রয়েঽস্যাপি মর্ম্মৌ ন দেহে।
ততঃ সকম্পাৎ প্রসসার বাহ্যে, প্রস্বেদবাষ্পোৎপুলকচ্ছলেন॥২৭২
(গোবি০ ৯।৬১)

বদনসুধাকর-বিগলিত পরিহাসামৃত পান করিতে লাগিলে তদ্দর্শনে সখীগণের নয়নচকোরী-সকলও পরিতৃপ্ত হইল। (২৬৯) অনন্তর শ্রীরাধা কৃষ্ণস্পর্শে ভীতার ন্যায় হইয়া কন্ধরদেশ বক্র করত কটাক্ষরূপ নীলকমল-সমূহে প্রিয়তমকে ভূষিত করিতে লাগিলেন এবং অস্ফুট ভর্ৎসন-গর্ভিত বাক্যে অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক লীলায় প্রিয়তমের নিকট হইতে অগ্রে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। (২৭০) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার তনুরূপা আশ্চর্য্য নর্ত্তকীর নৃত্য অবলোকনে অতিশয় লালসায় উচ্ছলিত হইয়া দ্রুতপদে গমন করিয়া চঞ্চল হস্তদ্বারা প্রিয়তমার চঞ্চল কঞ্চুকাঞ্চল ধারণ করিলেন। (২৭১) তখন শ্রীরাধা ভ্রূধনু বক্র করিয়া আরক্তলোচনে কটাক্ষবাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক শীঘ্র প্রিয়তমের ধৈর্য্যরূপ কঞ্চুক (কবচ) ছিন্ন করিয়া লীলাকমল-দ্বারা

তৎস্পর্শ-সংফুল্লতনোর্নতভ্রুব,-শ্ছিন্না স্বয়ং কঞ্চুকবন্ধবীটিকা।
নীবী চ চীনং স্খলদন্তরীয়কং, রুন্ধে পরং স্বেদজলং নিতম্বে॥২৭৩

(গোবি০ ৯।৬২)

অথালিবর্গস্মিতলোলনেত্রা, তৎপাণিরোধাদ্ বসনং বিমোচ্য।
ততোঽপস্থত্য দ্রুতনীবিবন্ধে, সা দক্ষহস্তাপ্যভবদ্বিহস্তা॥ ২৭৪॥

(গোবি০ ৯।৬৩)

কৃষ্ণোঽপি তাবদ্বরভাজি পূর্ণে, স্বেদাম্বুভিস্তৎস্তনহেমকুম্ভে।
স্মরোৎসবারম্ভমিষেণ পাণি,-মাধাতুমুৎকোঽন্তিকমাপ তস্যাঃ॥২৭৫

(গোবি০ ৯।৬৪)

শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার তাড়না করিতে লাগিলেন। (২৭২) তখন শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি যদিও বিশ্বাশ্রয়, তথাপি শ্রীরাধার ক্রীড়াকমলের প্রহারজন্য সুখ তাহাতে আর স্থানপ্রাপ্ত না হইয়া ঐ দেহ হইতে কম্প, স্বেদ, বাষ্প ও পুলকচ্ছলে বাহে নির্গত হইয়া পড়িল অর্থাৎ তৎকালীন প্রিয়তমার ক্রীড়াকমল প্রহার জন্য সুখে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব প্রকটিত হইতে লাগিল। (২৭৩) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে নমিতভ্রূ শ্রীরাধার তনু প্রফুল্ল হওয়ায় আপনা আপনি তাহার কঞ্চুকবন্ধ-বীটিকা অর্থাৎ কঞ্চুলিকা-বন্ধনরজ্জু ও নীবি চ্ছিন্ন হইয়া গেল। তখন কেবলমাত্র স্বেদজল তদীয় নিতম্বদেশে তাঁহার সূক্ষ্ম অন্তরীয় বসনকে রোধ করিয়া রহিল। (২৭৪) তখন সখীগণ তাঁহার এই অবস্থা সন্দর্শন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলে তদ্দর্শনে শ্রীরাধা চঞ্চলনয়নে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে বসনাঞ্চল বিমোচনপূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিয়া স্খলিত-নীবীবন্ধনে দক্ষহস্তা হইলেও অতিশয় ব্যাকুলা হইয়া পিড়লেন। (২৭৫) তৎপর শ্রীকৃষ্ণও সমুৎসুক হইয়া কন্দর্পোৎসবের আরম্ভে ঘটস্থাপন ছল করিয়া শ্রীরাধার কুঙ্কুমলিপ্ত ঘর্ম্মাম্বুপূর্ণ স্তনযুগলে হস্ত আধান

কান্তা কথঞ্চিদ্‌বিনিবধ্য নীবীং
নেত্রেণ পশ্যন্ত্যরুণাঞ্চলেন ।
বামেন তং স্মেরসখীঃ পরেণ
তৎপাণিরোধং প্রতি সত্বরাসীৎ ॥ ২৭৬ ॥

(গোবি০ ৯।৬৫)

স্মিত-রুদিতবিমিশ্রং গদ্‌গদাস্পষ্টবর্ণং
রমণমনৃজুনেত্রা ভর্ৎসয়ন্ত্যুৎসুকাপি ।
প্রণয়সুখজবাম্যোচ্চালিতা সাস্য বাঞ্ছা-
প্রতিহতিরহিতং তৎপাণিরোধং ব্যতানীৎ ॥ ২৭৭ ॥

(গোবি০ ৯।৬৬)

সংঘট্ট আসীৎ করয়োর্নিরুদ্ধয়ো,-র্মিথশ্চলৎকঙ্কণনাদ-মঞ্জুলঃ ।
সমীরগত্যা চলয়োঃ সমন্ততঃ, কূজন্মদালিব্রজয়োরিবাব্জয়োঃ॥২৭৮

(গোবি০ ৯।৬৭)

করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। (২৭৬) তখন শ্রীরাধা কোনও প্রকারে নীবীবন্ধনপূর্বক অরুণবর্ণ বামনেত্রপ্রান্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এবং দক্ষিণ নেত্রপ্রান্তে হাস্যমুখী সখীগণের প্রতি অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত-নিবারণে ত্বরাযুক্তা হইলেন। (২৭৭) শ্রীরাধা প্রণয়সুখ জন্য বাম্যদ্বারা উদ্‌ভ্রমিতা ও উৎসুকা হইলেও ঈষৎ হাস্য ও রোদন-মিশ্রিত গদ্‌গদহেতু অস্পষ্টাক্ষরে বক্রনেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসন করিতে করিতে তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির প্রতিঘাত করিয়া তদীয় হস্তাবরোধ করিলেন। (২৭৮) তখন পবনবেগে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত শব্দায়মান ভ্রমরশ্রেণী-পরিশোভিত কমল-যুগলের যেরূপ পরস্পর মিলন হয়, তাহার ন্যায় মনোহর কঙ্কণধ্বনি-সমন্বিত পরস্পর শ্রীরাধাকৃষ্ণের করযুগলের সংযোগ হইল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের করকমলে

সগদ্‌গদং ভর্ৎসয়ন্তী সেয়ং সস্মিতরোদনম্‌।
তস্মাৎ কথঞ্চিদ্‌বিশ্লিষ্য সের্ষ্যং তস্থৌ তদগ্রতঃ ॥ ২৭৯ ॥
(গোবি০ ১০।৭)

মুখপরিমল-লুব্ধস্যালিবৃন্দস্য কর্ণা-
ন্তিকমনুপততঃ সা ঝঙ্কৃতিত্রস্তচেতাঃ।
তদনুচকিত-চঞ্চদ্‌দৃষ্টিভঙ্গীর্দ্দধানা
স্বয়মপগত-ধৈর্য্যা সস্বজে প্রাণনাথম্‌ ॥ ২৮০ ॥
(গোবি০ ১০।৮)

ততঃ সখীনাং স্মিতজাতলজ্জা, কৃতপ্রযত্নাপি ততোঽপসর্ত্তুম্‌।
তেনাতিগাঢ়ং হসতা গৃহীতা, বভৌ পয়োদে স্থিরচঞ্চলেব ॥২৮১॥
(গোবি০ ১০।৯)

শ্রীরাধিকার করকমল মিলিত হইল। (২৭৯) তখন শ্রীরাধা ঈষদ্ধাস্য ও রোদন-সমন্বিত সগদ্‌গদ বচনে শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে তাঁহার হস্ত হইতে কোনরূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া ঈর্ষা-সহকারে তাঁহার অগ্রে গিয়া অবস্থিত হইলেন।

ভ্রমর-ঝঙ্কারে ত্রস্তা শ্রীরাধাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গনাদি

(২৮০) তৎকালীন ভ্রমরসমূহ শ্রীরাধার বদনের দূরগামী সৌরভে লুব্ধ হইয়া তদীয় কর্ণমূলে আসিয়া ঝঙ্কৃতি শব্দ করিতে লাগিলে তাহাতে তিনি ত্রস্তচিত্ত হইয়া অলিশ্রেণীর প্রতি চকিত ও চঞ্চল দৃষ্টিভঙ্গীবিধান-পূর্ব্বক স্বয়ং অধৈর্য্য হইয়া প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। (২৮১) অনন্তর শ্রীরাধা সখীগণকে হাস্য করিতে দর্শন করিয়া লজ্জা-বিনম্রবদনে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে যত্ন করিলেও হাস্যকারী শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক প্রগাঢ়ভাবে গৃহীত হওয়াতে বিমুক্ত হইতে পারিলেন না। তখন বোধ হইল, যেন নব জলধর-জড়িত সৌদামিনী শোভা পাইতেছে।

ঈর্ষ্যাত্রপানির্বৃতিবামতাভি,-র্দ্রাগ্দেবতাভির্ললনাগ্রহৈঃ সা।
আবিষ্টবাঙ্মানস-বিগ্রহাসীৎ, স্বচেষ্টয়া লোকয়তাং সুখায় ॥২৮২॥

(গোবি০ ১০।১০)

সশপথ-নুতিনিন্দাতর্জনাক্ষেপদৈন্যং
স্মিতরুদিত-বিমিশ্রং শ্লিষ্টমেষা লপন্তী।
প্রিয়দৃঢ়ভুজবন্ধং মোচয়ন্তী করাভ্যাং
ভৃশমতনুত সালীবৃন্দ-কৃষ্ণস্য তুষ্টিম্ ॥ ২৮৩ ॥

(গোবি০ ১০।১১)

তয়োর্দৃঢ়ালিঙ্গনতঃ সুতৃপ্তাঃ
কম্পাদি-সম্পন্নিচিতাঃ সমীক্ষ্য।
সখীর্মুদোৎফুল্লমুখীর্নিকুঞ্জে
নান্দীমুখীং তাং বদতি স্ম বৃন্দা ॥ ২৮৪ ॥

(গোবি০ ১০।১২)

---

(২৮২) বালকে গ্রহাবেশ হইলে যেমন তাহার নানা চেষ্টা হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীরাধার বাক্য, মন ও তনু ঈর্ষা, লজ্জা-তুষ্টি ও বামতারূপা দেবস্ত্রী-গ্রহগণকর্তৃক শীঘ্র আবিষ্ট হওয়ায় তিনি আপনার স্বীয় চেষ্টাদ্বারা দর্শক জনগণের সুখের নিমিত্ত-স্বরূপ হইলেন। (২৮৩) শ্রীরাধার চেষ্টাসকল এই যে, তিনি শপথ, স্তব, নিন্দা, তর্জ্জন, আক্ষেপ ও দৈন্যের সহিত হাস্য এবং রোদন-বিমিশ্রিত শ্লেষবাক্যে আলাপ করিতে করিতে হস্তদ্বয়ে প্রিয়তমের দৃঢ় বাহুবন্ধন বিমোচন-পূর্ব্বক সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত আনন্দবিস্তার করিতে লাগিলেন। (২৮৪) তৎপরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দৃঢ় আলিঙ্গনহেতু সখীগণকে সুতৃপ্তা, কম্পাদি সম্পত্তিদ্বারা ব্যাপ্তা ও

আশ্চর্য্যং হরিণা রাধা গাঢ়মালিঙ্গিতা চিরম্।
তদসঙ্গতিযুক্তাপি নির্বৃতাসীৎ সখীততিঃ ॥ ২৮৫ ॥

(গোবি০ ১০।১৩)

অদৃষ্টে দর্শনোৎকণ্ঠা দৃষ্টেঽস্মিন্ স্পর্শলালসা।
স্পর্শেঽস্ত সের্ষ্যবাম্যং তচ্চিত্রমাসাং বিচেষ্টিতম্ ॥২৮৬॥

(গোবি০ ১০।১৪)

নান্দীমুখী তামবদদ্বনেশ্বরীং
লোকোত্তরাণাং ব্রজসুভ্রুবাং সদা।
কৃষ্ণৈকসৌখ্যার্থ-শরীরচেতসাং
তত্তন্ন চিত্রং কিল চেষ্টিতং যতঃ ॥ ২৮৭ ॥

(গোবি০ ১০।১৫)

হর্ষাতিশয়ে প্রফুল্লমুখী অবলোকন করিয়া বৃন্দাদেবী নিকুঞ্জমধ্যে নান্দীমুখীকে কহিলেন—(২৮৫) 'হে নান্দীমুখি! শ্রীরাধার সুখেই সখীগণের সুখানুভব হইয়া থাকে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! কারণ, ঐ দেখ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বহুক্ষণ দৃঢ়তরভাবে আলিঙ্গিতা হইলে সখীসকল তাঁহার সঙ্গরহিতা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ জন্য সুখযুক্তা হইয়াছেন। (২৮৬) আরও দেখ, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইলে তদ্দর্শনবিষয়ে উৎকণ্ঠা এবং দর্শন পাইলে তাঁহাকে স্পর্শ করিবার লালসা হইয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক স্পৃষ্টা হইলে ঈর্ষ্যার সহিত বাম্য প্রকাশ করেন। অতএব এই সকল ব্রজসুন্দরীগণের চেষ্টা অতিশয় অদ্ভুত। (২৮৭) তখন নান্দীমুখী বনদেবী বৃন্দার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—ব্রজাঙ্গনাগণের এরূপ চেষ্টা আশ্চর্য্য নহে। কেননা তাঁহারা লোকাতীতা। অতএব তাঁহাদের শরীর ও চিত্ত সর্ব্বক্ষণের

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোহ্লাদিনীনামশক্তেঃ
সারাংশ-প্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্ ॥২৮৮
(গোবি০ ১০।১৬)

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্‌বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥ ২৮৯ ॥
(গোবি০ ১০।১৭)

রাধা কাঞ্চনবল্লী, ফুল্লা কৃষ্ণস্তু ফুল্ল-তাপিঞ্ছঃ।
অনয়োঃ সঙ্গম-লক্ষ্মীঃ, সুখয়তি ন হি কং সচেতনং লোকম্ ॥২৯০
(গোবি০ ১০।১৮)

জন্য শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্ত হইয়া থাকে। (২৮৮) আর দেখ, শ্রীরাধার সুখে সখীগণের যে সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে শ্রীরাধার সহিত তাঁহাদিগের অভেদই কারণ, কেননা, ব্রজরূপ কুমুদসকলের চন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী নামে যে শক্তি, তাঁহার সারাংশরূপ প্রেম, সেই প্রেমই শ্রীরাধাস্বরূপ লতা, সখীগণ তাঁহার পত্র-পুষ্প ও নবপল্লব-স্বরূপ হওয়াতে তাঁহারা শ্রীরাধার তুল্য, অতএব শ্রীরাধারূপ লতা শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত-রসসমূহে অভিষিক্ত হইয়া উল্লাসিতা হইলে সেই সমস্ত পত্র-পুষ্পাদি-স্বরূপ সখীগণ আপনাদিগের সেচন অপেক্ষা যে শতগুণ উল্লাসবতী হইয়া থাকেন, ইহা অত্যাশ্চর্য্য নহে। (২৮৯) হে বৃন্দে! সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর যেরূপ চিচ্ছক্তি ব্যতীত পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়েন না, তেমন অতি মহান্ স্বপ্রকাশ ও সুখস্বরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে ভাব, তাহা সখী-সঙ্গতি ব্যতিরেকে ক্ষণকালের

আসাং বিশুদ্ধপ্রণয়ার্দ্রচেতসাং
তাৎপর্য্যমস্যৈব সুখেন চাত্মনঃ।
বাম্যং হি কান্তস্য সুখায় সুভ্রুবা-
মতস্তদুন্মীলতি তস্য সঙ্গমে ॥ ২৯১ ॥
(গোবি০ ১০।১৯)

অথেপ্সিতৈতদ্ দৃঢ়বাহুবক্ষঃ-
স্পর্শোত্থিতানন্দভরাপি রাধা।
বাম্যোত্থ-বৈমত্যমিবাচরন্তী
সা ভর্ৎসয়ন্তী ললিতামবাদীৎ॥ ২৯২ ॥
(গোবি০ ১০।২০)

স-কুস্মিতি-হরিদূত্যা কুন্দবল্ল্যা মিলন্তী
কপটিনি ! ললিতে ! ত্বং মামিহানীয় ধৃষ্টে !
শঠকুলগুরুহস্তে নেত্রভঙ্গ্যা নিধায়
কলয়সি খলভর্ত্তুর্ধার্ষ্ট্যনৃত্যং তটস্থা ॥ ২৯৩ ॥
(গোবি০ ১০।২১)

নিমিত্তও রসপরিপুষ্ট থাকেনা। অতএব এই সকল সখীর পদ কোন্ রসজ্ঞ-ভক্ত আশ্রয় না করে ? (২৯০) শ্রীরাধা—প্রফুল্ল কাঞ্চনলতা, কৃষ্ণ—কুসুমিত তমালতরু-স্বরূপ, ইঁহাদের সঙ্গমশোভা কোন্ সচেতন ব্যক্তিকে সুখী না করিয়া থাকে ? (২৯১) সে যাহা হউক, বিশুদ্ধ প্রেমে আর্দ্রচিত্তা এই ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণসুখই তাৎপর্য্য, পরন্তু আত্মসুখার্থ নহে। ইঁহাদের যে বামতা প্রকাশ পায়, তাহা কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত হইয়া থাকে অতএব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গমে এই সকল ব্রজাঙ্গনাদিগের বামতার উদয় হইয়া থাকে। (২৯২-২৯৪) অনন্তর শ্রীরাধা বাঞ্ছিত শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ় বাহু ও বক্ষঃস্থলের স্পর্শহেতু উত্থিত আনন্দভরে বিহ্বল হইয়া বাম্যজনিত

প্রখরা যদভূন্মৃদ্বী মৃদুনালিঙ্গিতামুনা।
ন তচ্চিত্রং যদাসীদ্‌বাং গুণয়োঃ পরিবর্ত্তনম্ ॥২৯৪॥
(গোবি০ ১০।২২)

রুষ্টেব তুষ্টা ললিতাঽমুনা ব্যধাৎ, সংলাপমুদ্যৎস্মিতগর্বতর্জ্জনম্।
সতীব্রতধ্বংসনধৃষ্টভূপতে! বিধাতুমারব্ধমিদং নু কিং ত্বয়া ॥২৯৫॥
(গোবি০ ১০।২৩)

স্বসখীং পৃচ্ছ ললিতে! কিমিয়ং কর্ত্তুমুদ্যতা।
বলাৎ স্বাঙ্গেন সংবেষ্ট্য মদঙ্গং যাত্মসাদ্ব্যধাৎ ॥ ২৯৬ ॥
(গোবি০ ১০।২৪)

অসম্মতি আচরণের ন্যায় ললিতাকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন—'হে কপটিনি! হে ধৃষ্টে! ললিতে! তুমি শাঠ্যমিশ্রিতা হরিদূতী কুন্দবল্লীর সহিত মিলিত হইয়া আমাকে এইস্থানে আনয়নপূর্ব্বক নেত্রভঙ্গীদ্বারা শঠ-কুলগুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়া উদাসীন ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক খল ভর্ত্তার ধার্ষ্ট্যরূপ নৃত্য সন্দর্শন করিতেছ। হে ললিতে! তুমি প্রখরা হইয়াও এই মৃদুভাবসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক মিলিতা হইয়া যে মৃদ্বী হইয়াছ, তাহা আশ্চর্য্য নহে, যেহেতু, তোমাদের 'প্রাখর্য্য ও মার্দব' এই উভয়গুণের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ প্রখরা তোমাতে মৃদুত্ব এবং মৃদুস্বভাব শ্রীকৃষ্ণে প্রাখর্য্য হইয়াছে। (২৯৫) তখন ললিতা শ্রীরাধার ঐ বচন শ্রবণ-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শহেতু অন্তরে সন্তুষ্টা হইলেও বাহ্যে রুষ্টার ন্যায় হইয়া উদ্‌গত হাস্যগর্ভিত তর্জ্জনবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ললিতা বলিলেন,—'হে সতীব্রতনাশক ধৃষ্ট ভূপতে! (অর্থাৎ তুমি সতীদিগের পাতিব্রত্যব্রত ধ্বংসন নিমিত্ত ভূপতি-স্বরূপ হইয়া) তুমি একি করিতে আরম্ভ করিয়াছ?' (২৯৬) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'ললিতে! তোমার নিজসখী শ্রীরাধাকে জিজ্ঞাসা কর, ইনি

পুন্নাগং ত্বাং মাধবীয়ং স্বয়ং যৎ
ফুল্লা সাঙ্গৈর্বেষ্টতে যুক্তমেতৎ।
ত্বং যত্ত্বাং তৈর্বেষ্টসে তন্ন যুক্তং
বল্ল্যা বৃক্ষো বেষ্ট্যতে নামুনাসৌ ॥ ২৯৭ ॥

(গোবি০ ১০।২৫)

ময়াপ্যস্যৈ দত্তমঙ্গমনয়াপ্যাত্মসাৎকৃতম্।
কা তে হানিঃ পুনর্নৈতদাদাতুং শক্যতে ময়া ॥২৯৮॥

(গোবি০ ১০।২৬)

কি করিতে উদ্যতা হইয়াছেন ? এই তোমার সখীই ত বলপূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গদ্বারা মদীয় অঙ্গ সংবেষ্টন করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে।'

শ্রীললিতা ও শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস, মুরলী-হরণাদি

(২৯৭) তচ্ছ্রবণে ললিতা কহিলেন,—'হে কৃষ্ণ ! এই মাধবীলতারূপা শ্রীরাধা ফুল্লা হইয়া স্বয়ং স্বীয় অঙ্গদ্বারা পুন্নাগ তরুস্বরূপ পুরুষশ্রেষ্ঠ তোমাকে যে বেষ্টন করিয়াছেন, উহা উপযুক্ত ; পরন্তু তুমি পুন্নাগতরুস্বরূপ হইয়া আপনার অঙ্গদ্বারা যে মাধবীলতাকে বেষ্টন করিয়াছ, ইহা কখনও উপযুক্ত হইতে পারে না। কেননা, লতাই বৃক্ষকে বেষ্টন করে, বৃক্ষ কখনও লতাকে বেষ্টন করে না। অতএব আমার সখী যাহা করিয়াছে, তাহা কখনও অন্যায্য নহে। বরঞ্চ তাহার কর্ত্তব্যকার্য্যই তিনি করিয়াছেন।' (২৯৮) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"ললিতে ! আমি রাধাকে আমার অঙ্গ দান করিয়াছি, ইনিও আমার অঙ্গ আত্মসাৎ করিয়াছেন। যদি বল, ইহাতে তোমার কি হানি হইয়াছে ? তদুত্তর এই যে—শাস্ত্রে শ্রুত আছে 'দত্তবস্তু অপহরণ করিতে নাই', তাহাতে বিশেষ দোষ হইয়া থাকে। এজন্য আমি পুনরায় স্বীয় অঙ্গ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব না।"

ইয়ং শূরা ক্রূরা জয়তি ললিতা ক্রোধবলিতা
যশঃশ্বেতামেতাং বিসৃজ শঠতাং স্বাঞ্চ শঠতাম্।
নিজাভিধ্যামিদ্ধামলিপক ! সুসিদ্ধাং স্বপুরতঃ
প্রজাবত্যাং সত্যাং ত্বয়ি চ রতিমত্যাং বিরচয় ॥২৯৯॥
(গোবি০ ১০।২৭)

ললিতায়াঃ পুরো রাধাং বাতোঽপি স্প্রষ্টুমক্ষমঃ।
তত্ত্যজামুং নচেদস্মদ্ধাটীশাটীং নিচোলয় ॥ ৩০০ ॥
(গোবি০ ১০।২৮)

ইত্যালপন্ত্যাং ত্বরিতং রুষাস্যা-
মগ্রে সরন্ত্যাং সসখীকুলায়াম্।
কম্পাশ্রুরোমাঞ্চমুখৈশ্চ ভাবৈ-
রানন্দজৈঃ সোঽপ্যভবদ্বিহস্তঃ ॥ ৩০১ ॥
(গোবি০ ১০।২৯)

---

(২৯৯) এই কথা শ্রবণ করিয়া ললিতা আপনার বক্ষঃস্থলে অঙ্গুলি ধারণ-পূর্ব্বক তর্জন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—'কৃষ্ণ ! আমার নাম ললিতা, আমি ক্রোধান্বিতা ক্রূরা ও শৌর্য্যশালিনী বর্ত্তমান রহিয়াছি। অতএব হে শঠ ! আপনার প্রসিদ্ধ স্বীয় শঠতার সহিত এই পবিত্র যশস্বিনী প্রসিদ্ধা শ্রীরাধাকে পরিত্যাগ কর এবং তোমার নিজ শঠতা ত্যাগ কর। হে ভ্রমরতুল্য কামুক ! তোমার সম্মুখে বিদ্যমানা এবং তোমাতে রতিমতী ভ্রাতৃজায়া এই কুন্দবল্লীকে আপনার দীপ্তিশালিনী পরধন-স্পৃহাকে সুসিদ্ধরূপে বিধান কর অর্থাৎ যদি তোমার কোন বাসনা থাকে, তাহা এই কুন্দবল্লীতে সম্পন্ন কর।' (৩০০) ললিতা আরও কহিলেন—'কৃষ্ণ ! আমার সাক্ষাতে বায়ুও শ্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। অতএব ইহাকে পরিত্যাগ কর। নতুবা আমার আক্রমণের অগ্রবর্ত্তী

কান্তাঙ্গসঙ্গজসুখেন বিমোহিতেঽস্মিন্
ভীতোঽয়মিত্যবগতে ললিতাভিয়ান্যৈঃ।
আদায় কম্পিতকরান্মুরলীং স্খলন্তীং
সা নির্গতা ঝটিতি বিশ্লথবাহুবন্ধাৎ ॥ ৩০২ ॥
(গোবি০ ১০।৩০)

অথ সখীনাং পরস্পরবাক্যম্—

নিদ্রাগমেঽপি সখি ! নন্দসুতস্য হর্ত্তুং
যাং শক্নুবন্তি ন পরাঃ পশুপালবালাঃ।
ধন্যা কটাক্ষকলয়া কিল মোহয়ন্তী
তাং রাধিকাস্য পুরতো মুরলীং জহার ॥ ৩০৩ ॥
(বি০ ৪।৩৪)

হও অর্থাৎ আমার শৌর্য্য সহন কর।' (৩০১) এই কথা কলিতে বলিতে ললিতা তৎক্ষণাৎ সরোষবদনে অন্যান্য সখীগণের সহিত অগ্রে আগমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তদ্দর্শনে আনন্দজনিত কম্প, অশ্রু ও রোমাঞ্চ ভাবসমূহে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

মুরলী-বিষয়ক বাদানুবাদ

(৩০২) কান্তার অঙ্গসঙ্গসুখে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ অবশ হওয়াতে কম্পিত করযুগল হইতে যেমন মুরলী স্খলিত হইয়া পড়িল, অমনি শ্রীরাধা মুরলী গ্রহণপূর্ব্বক তদীয় বিশ্লথ বাহুবন্ধ হইতে তৎক্ষণাৎ নির্গতা হইলেন। তখন অন্যান্য সখীগণ মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় ললিতার ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীরাধাকে পরিত্যাগ করিলেন। (৩০৩) অনন্তর সখীদিগের পরস্পর বাক্য—'সখি ! অন্য গোপকুমারীসকল নন্দতনয়ের নিদ্রিতাবস্থাতেও যে মুরলী হরণ করিতে সমর্থ হয় না, ধন্য ! রাধিকা কটাক্ষবাণে কৃষ্ণকে বিমোহিত করিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতেই সেই মুরলী হরণ করিয়া লইলেন।

রাধা স্বগতম্—

যা নির্মাতি নিকেতকর্মরচনারম্ভে করস্তম্ভনং
রাত্রৌ হন্ত ! করোতি কর্ষণবিধিং যা পত্যুরঙ্কাদপি।
গৌরীণাং কুরুতে গুরোরপি পুরঃ যা নীবি-বিধ্বংসনং
ধূর্ত্তা গোকুলমঙ্গলস্থ মুরলী সেয়ং মমাভূদ্বশা ॥ ৩০৪ ॥
(বি০ ৪।৩৫)

অথ বংশীং প্রত্যাহ—

অচ্ছিদ্রমস্তু হৃদয়ং পরিপূর্ণমস্তু
মৌখর্য্যমস্তু মিতমস্তু গুরুত্বমস্তু।
কৃষ্ণপ্রিয়ে সখি ! দিশামি সদাশিষস্তে
যদ্বাসরে মুরলি ! মে করুণাং করোষি ॥ ৩০৫ ॥
(প০ ২৫৪)

শূন্যং ত্বং হৃদয়ে সলাঘবমিদং শুষ্কত্বমঙ্গেষু মে
মৌখর্য্যং ব্রজনাথ-নামকথনে দত্তং ভবত্যা নিজম্।
তৎ কিং নো মুরলি ! প্রযচ্ছসি পুনর্গোবিন্দবক্ত্রাসবং
যং পীত্বা ভুবনং বশে বিদধতী নির্লজ্জমুদ্গায়সি ॥ ৩০৬॥
(প০ ২৫৫)

---

(৩০৪) শ্রীরাধা মনে মনে বলিলেন—সখি ! গৃহকর্ম করিতে আরম্ভ করিলে যে কর স্তম্ভ করিয়া দেয়, রাত্রিতে পতিক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকিলে যে তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আইসে এবং যে গুরুজন-সমক্ষে গৌরাঙ্গীদিগের নীবি মোচন করিয়া দেয়, সেই গোকুলানন্দের ধূর্ত্তা মুরলী আজ আমার বশতাপন্ন হইয়াছে। (৩০৫) হে মুরলি ! তোমার হৃদয় অচ্ছিদ্র হউক, তোমার হৃদয় পরিপূর্ণ হউক, তোমার মুখরতা পরিমিত হউক, তোমার গুরুত্ব হউক, হে কৃষ্ণপ্রিয়সখি ! তোমাকে আমরা সর্ব্বদা এই আশীর্ব্বাদ করি যে, তুমি যেন দিবসে আমাকে দয়া করিও। (৩০৬) তোমার হৃদয় যেমন শূন্য, তদ্রূপ আমারও হৃদয়

নির্গত্য তস্যাং স্বপটাঞ্চলেন, সঙ্গোপয়ন্ত্যাং মুরলীং প্রযত্নাৎ।
আগত্য তস্যাঃ পুরতো বিশাখা, কৃষ্ণেন সংলাপমসৌ ব্যধত্ত ॥৩০৭
(গোবি০ ১০।৩১)

হে কৃষ্ণ ! দোর্বিম্ববিধুন্তুদ ! ত্বং
ভ্রান্তোঽসি যা তে প্রসভং গৃহীতা।
চন্দ্রাবলীয়ং ন হি পশ্য তারা
রাধাভিধান্যোঽপি চ তাদৃশোঽস্যাঃ ॥ ৩০৮ ॥
(গোবি০ ১০।৩২)

অদ্বৈতাস্যা বিশাখাহমনুরাধা ত্বিয়ং পরা।
ইয়ং জ্যেষ্ঠা ধনিষ্ঠেয়ং চিত্রেয়ং ভরণী ত্বিয়ম্ ॥ ৩০৯ ॥
গোবি০ ১০।৩৩)

লঘুতার সহিত শূন্য, তোমার অঙ্গ যেমন শুষ্ক, তদ্রূপ আমারও অঙ্গ শুষ্ক এবং তুমি যেমন ব্রজনাথের নাম-কথনে মুখরতা প্রকাশ কর, তদ্রূপ তুমি আপনার মুখরতা আমাকে প্রদান করিয়াছ, তবে কেন হে মুরলি ! আমাকে গোবিন্দের বদনসুধা প্রদান করিতেছ না ? যাহা পান করিয়া তুমি জগৎকে বশীভূত করতঃ নির্লজ্জ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছ। (৩০৭) অনন্তর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বাহুবন্ধ হইতে নির্গতা হইয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা সযত্নে মুরলী সঙ্গোপন করিতে থাকিলে বিশাখা শ্রীরাধার অগ্রে আগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংলাপ অর্থাৎ পরস্পর আলাপ করিতে লাগিলেন। (৩০৮) বিশাখা কহিলেন—'হে কৃষ্ণ ! হে দোর্বিম্ববিধুন্তুদ ! অর্থাৎ হস্তমণ্ডলদ্বারা রাহুস্বরূপ তুমি ভ্রান্ত হইয়াছ, কারণ যাহাকে হঠাৎ গ্রহণ করিলে ইনি চন্দ্রাবলী (অর্থাৎ চন্দ্রসমূহ) নহেন। দেখিতেছ না, ইনি যে রাধানামক তারা বিরাজ করিতেছেন, ইহাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ইনি তোমার আলিঙ্গনের যোগ্যা নহেন। এবং ইঁহার সখীসকলও তারারূপ, সুতরাং তাঁহারাও তোমার আলিঙ্গনের অযোগ্যা। (৩০৯)

অন্যা বা কতি মে গণ্যা যা চৈকাস্তীন্দুলেখিকা।
সাপি ত্বদ্গ্রহণায়োগ্যা তত্ত্বং চন্দ্রাবলীং ব্রজ ॥ ৩১০ ॥
(গোবি০ ১০।৩৪)

বিশাখে ! সর্বসুখদা সত্যং ত্বং শাঙ্করী তনুঃ।
বাগ্‌বজ্র্‌ভীষণা মূর্ত্তির্ললিতা শাতমন্যবী ॥ ৩১১ ॥
(গোবি০ ১০।৩৫)

অসৌ বিশাখে ! সুলভাং বিহায়
চন্দ্রাবলীং তাং বহুধোপভুক্তাম্।
সুদুর্লভাং বাঞ্ছতি ভানবীয়াং
শ্রিয়ং রসাস্বাদ-বিশেষলিপ্সুঃ ॥ ৩১২ ॥
(গোবি০ ১০।৩৬)

আমি বিশাখা, এই শ্রীরাধার অদ্বিতীয়া অপর এই ললিতা অনুরাধা, এই ধনিষ্ঠা, এই জ্যেষ্ঠা, এই চিত্রা এবং এই ভরণী ; (৩১০) আমি আর অন্য কতই বা গণনা করিব ? যে একমাত্র ইন্দুলেখা আছেন, তিনিও তোমার গ্রহণের অযোগ্যা। পূর্ণচন্দ্রই রাহুর গ্রহণীয়, অতএব তুমি চন্দ্রাবলীর নিকট গমন কর।' (৩১১) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'হে বিশাখে ! তুমি সর্ব্বপ্রকার সুখদায়িনী ; অতএব তুমি শাঙ্করী তনু অর্থাৎ কল্যাণকর শিবমূর্ত্তিস্বরূপা এবং ললিতা শাতমন্যবী (ইন্দ্রমূর্ত্তি), যেহেতু ইনি বাক্যরূপ বজ্রদ্বারা ভয়ঙ্করী হইয়াছেন। (৩১২) সে যাহা হউক, বিশাখে ! এই রসাস্বাদ-বিশেষ-লিপ্সু রাহু অনায়াসলভ্যা ও বহুপ্রকারে উপভুক্তা চন্দ্রাবলীকে (চন্দ্রশ্রেণীকে) পরিত্যাগ করিয়া সুদুর্লভ ভানুর শ্রী অর্থাৎ সূর্য্যসম্পত্তিকেই অভিলাষ করিতেছে, শ্লেষার্থে এই রাহুরূপ মাদৃশ জন অনায়াসলভ্যা বহুপ্রকারে উপভুক্তা চন্দ্রাবলীকে ত্যাগ করিয়া বৃষভানুর

ভোগঃ ক্রমেণ তারাসু সদা রাহোর্বিরাজতে।
কৌতুকাদিন্দুলেখামপ্যপূর্বাং স জিঘৃক্ষতি ॥ ৩১৩ ॥
(গোবি০ ১০।৩৭)

ইত্যালপন্ শ্রীহরিরিন্দুলেখা,-মালিঙ্গিতুং তৎ-সবিধং জগাম।
দৃষ্ট্বান্তিকে তং চকিতাপযান্তী, সাপ্যুচ্চলদ্‌ভ্রূঃ স্মিতপূর্ব্বমাহ ॥ ৩১৪
(গোবি০ ১০।৩৮)

ধৃষ্টাপগচ্ছ হে রাহো! ন তে যোগ্যেন্দুলেখিকা।
পূর্ণাং চন্দ্রাবলীং যাহি ভুঙ্ক্ষ্ব তারাঃ ক্রমেণ বা ॥ ৩১৫ ॥
(গোবি০ ১০।৩৯)

তেনালক্ষিতমাগত্য গৃহীতা ললিতাব্রবীৎ।
অনুরাধা ন তে লভ্যা বিশাখাভোগমন্তরা ॥ ৩১৬ ॥
(গোবি০ ১০।৪০)

সম্পত্তি শ্রীরাধাকেই বাসনা করিতেছে। (৩১৩) অপর হে বিশাখে! যদ্যপি রাহুর ভোগ যথাক্রমে সমস্ত তারাতেই সর্ব্বদা শোভা পায় বটে, তথাপি সেই কৌতুক-বশতঃ অপূর্ব্ব ইন্দুলেখাকেও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে।' (৩১৪) শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া ইন্দুলেখাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিলেন, পরন্তু তখন ইন্দুলেখা শ্রীকৃষ্ণকে নিকটাগত দর্শনে চকিতা হইয়া পলায়ন করিতে করিতে ভ্রূভঙ্গী-সহকারে হাস্যপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—(৩১৫) 'অহে ধৃষ্ট! হে রাহো! তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। ইন্দুলেখা তোমার যোগ্যা নহে। পূর্ণচন্দ্রাবলীর নিকটে যাও, অথবা যথাক্রমে তারাসকলকে ভোগ কর।' (৩১৬) শ্রীকৃষ্ণ ইন্দুলেখার বাক্যে অলক্ষিতভাবে আগমন-পূর্ব্বক ললিতাকে গ্রহণ করিলে ললিতা কহিলেন—'ক্রমপ্রাপ্ত বিশাখার ভোগ ব্যতিরেকে

স্পৃষ্টা বিশাখাপ্যথ সাব্রবীত্তং
রাধোপভোগাদ্ ভবতা বিশাখা।
ভুক্তৈব তৎ কিং পুনরেধি ধৃষ্ট !
জ্যেষ্ঠাং বিহায় ক্রমলভ্যভোগাম্॥ ৩১৭ ॥

(গোবি০ ১০।৪১)

জ্যেষ্ঠাপ্যলক্ষিতং স্পৃষ্টা ম্লিষ্টং রুষ্টা তমব্রবীৎ।
চিত্রাভোগং বিনা ধৃষ্ট ! ক্লিষ্টোঽন্যাসাং তবাক্রমঃ ॥৩১৮॥

(গোবি০ ১০।৪২)

সহসা বিধৃতা চিত্রা তমাহাপেহি লম্পট !
গ্রহাণাং ক্রমতো ভোগস্তারাস্যুৎক্রমতো নহি ॥ ৩১৯ ॥

(গোবি০ ১০।৪৩)

তুঙ্গবিদ্যাব্রবীচ্চিত্রে ! রাহোর্নাত্র ব্যতিক্রমঃ।
বক্রাতিচারগত্যাপি গ্রহাণাং ক্বচিদাক্রমঃ ॥ ৩২০ ॥

(গোবি০ ১০।৪৪)

কখন তোমার অনুরাধা-লাভ হইতে পারিবে না।' (৩১৭) তদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ বিশাখাকে স্পর্শ করিলে বিশাখা কহিলেন—'রাধার ভোগে বিশাখাও ভুক্ত হইয়াছে, যেহেতু রাধা ও আমি পরস্পর অভেদ, যাহা হউক, হে ধৃষ্ট! ক্রমলভ্যভোগ জ্যেষ্ঠাকে ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার কেন আসিতেছ ?' (৩১৮) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতে জ্যেষ্ঠাকে স্পর্শ করিলে জ্যেষ্ঠা রুষ্ট হইয়া অবিস্পষ্টভাবে কহিলেন—'হে ধৃষ্ট! চিত্রার ভোগ ব্যতিরেকে অন্যান্য সকলের প্রতি তোমার আক্রমণ তোমার কেবল ক্লেশকর মাত্র হইবে।' (৩১৯) তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ সহসা চিত্রাকে ধারণ করিলে চিত্রা কহিলেন—'হে লম্পট! তুমি প্রস্থান কর। গ্রহগণের তারা সকলের যথাক্রমে অর্থাৎ ক্রমপূর্বকই ভোগ হইয়া থাকে কিন্তু ব্যতিক্রম-পূর্বক ভোগ হয় না।' (৩২০) তখন তুঙ্গবিদ্যা কহিলেন—'হে

সাপ্যাহ তুঙ্গবিদ্যে ! ত্বং তুলারাশিস্ততোঽমুনা ।
আক্রান্তায়াং তু চিত্রায়াং পীড়িতাশু ভবিষ্যসি ॥ ৩২১ ॥
(গোবি০ ১০।৪৫)

তুঙ্গবিদ্যাহ তং স্পৃষ্টা ধৃষ্ট ! কিং রঙ্গদেবিকাম্ ।
আদৌ পীড্যাং তুলারাশিং হিত্বা মাং ত্বং জিঘৃক্ষসি ॥ ৩২২ ॥
(গোবি০ ১০।৪৬)

সাপি স্পৃষ্টাহ তং রাহো ! ত্বং কন্যারাশিভোগকৃৎ ।
পূর্ণদৃষ্টাং মীনরাশিং চম্পবল্লীং প্রপীড়য় ॥ ৩২৩ ॥
(গোবি০ ১০।৪৭)

সাপ্যাশু বিধৃতাপ্যাহ ধূর্ত্তেমাং কুম্ভরাশিকাম্ ।
সুদেবীং ত্বরিতং যাহি যতস্তে ব্যুৎক্রমা গতিঃ ॥ ৩২৪ ॥
(গোবি০ ১০।১৮)

চিত্রে ! এস্থলে রাহুর ব্যতিক্রম নয়, বক্র ও অতিচার-গতিদ্বারা গ্রহগণের কখন কখনও আক্রমণ হইয়া থাকে ।' (৩২১) চিত্রা কহিলেন—'তুঙ্গবিদ্যে ! তুমি তুলারাশি, অতএব এই রাহু-কর্ত্তৃক চিত্রা আক্রান্তা হইলে তুমিও শীঘ্র পীড়িতা হইবে ।' (৩২২) শ্রীকৃষ্ণ তুঙ্গবিদ্যাকে স্পর্শ করিলে তুঙ্গবিদ্যা কহিলেন,—'হে ধৃষ্ট ! প্রথমতঃ পীড়নযোগ্য তুলারাশি রঙ্গদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমাকে কেন গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ ?' (৩২৩) তৎপর শ্রীকৃষ্ণ রঙ্গদেবীকে স্পর্শ করিলে রঙ্গদেবী কহিলেন—'হে রাহো ! তুমি কন্যারাশিতে ভোগ করিয়া থাক, অতএব পূর্ণদৃষ্টা মীনরাশি চম্পকলতাকেই গিয়া উত্তমরূপে পীড়িত কর ।' (৩২৪) তখন শ্রীকৃষ্ণ সহসা চম্পকলতাকে ধারণ করিলে চম্পকলতাও শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—'হে ধূর্ত্ত ! এই কুম্ভরাশিস্বরূপা সুদেবীর সমীপে সত্বর গমন কর, কেন না

স্পৃষ্টা সুদেবী তং প্রাহ মধুসূদন ! তে স্পৃহাম্ ।
সর্বাং কাঞ্চনবল্লীয়ং প্রফুল্লা পূরয়িষ্যতি ॥ ৩২৫ ॥
(গোবি০ ১০।৪৯)

সা গৃহীতাবদৎ কৃষ্ণ ! চকোরাত্র কিমাগতঃ ?
স্ফুরচ্চন্দ্রমুখীমাসাং স্বতৃষ্ণাশান্তয়ে ব্রজ ॥ ৩২৬ ॥
(গোবি০ ১০।৫০)

অলক্ষিতং সাপ্যমুনা গৃহীতা
চুচুম্বিষুং তং বিমুখী জগাদ ।
ত্যজান্যজায়াং শঠ ! বংশিকাং তাং
নিজপ্রিয়াং চুম্ব চুচুম্বিষা চেৎ ॥ ৩২৭ ॥
(গোবি০ ১০।৫১)

স চিরাৎ স্বকরাদপচ্যুতাং, মুরলীং তামবধার্য্য তদ্গিরা ।
ক্ব গতেতি বিলক্ষিতঃ ক্ষণং, স্বদৃশং কুন্দলতাননে ন্যধাৎ ॥ ৩২৮ ॥
(গোবি০ ১০।৫২)

তোমার গতির ব্যতিক্রম হইয়া থাকে ।' (৩২৫) শ্রীকৃষ্ণ সুদেবীকে স্পর্শ করিলে সুদেবীও শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—'হে মধুসূদন ! এই প্রফুল্লা কাঞ্চনলতা তোমার সমস্ত স্পৃহা পূর্ণ করিবে ।' (৩২৬) তখন শ্রীকৃষ্ণ কাঞ্চনলতাকে স্পর্শ করিলে কাঞ্চনলতা কহিলেন—'অহে কৃষ্ণচকোর ! তুমি এখানে কেন আসিলে ? আপনার তৃষ্ণাশান্তির নিমিত্ত এই সকলের মধ্যে প্রফুল্ল চন্দ্রমুখীর নিকট গমন কর ।' (৩২৭) শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতে চন্দ্রমুখীকে ধারণপূর্বক তদীয় মুখচুম্বনের ইচ্ছা করিলে চন্দ্রমুখী বিমুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—'হে শঠ ! যদি তোমার চুম্বন করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে পরস্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া নিজপ্রিয়া বংশীকে গিয়া চুম্বন কর ।' (৩২৮) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রমুখীর ঐ বাক্যে মুরলীর স্মরণ হওয়ায় 'হায় আমার হস্ত

সাপি তং চলদৃগ্‌ভঙ্গ্যা রাধিকাং তামদর্শয়ৎ।
তদ্বিজ্ঞায় তয়া বংশী তুলস্যাং গুপ্তমর্পিতা ॥ ৩২৯ ॥
(গোবি০ ১০।৫৩)

সা তাং প্রযত্নাৎ পিহিতাং বিধায়
স্থিতা বিশাখা-ললিতাদি-পশ্চাৎ।
কৃষ্ণোঽপি রাধাং সমুপেত্য তাবদ্-
দিধীর্ষুরেনমিদমাললাপ ॥ ৩৩০ ॥
(গোবি০ ১০।৫৪)

মনো বিশুদ্ধং চলমপ্যদৃশ্যং, কটাক্ষ-কামাঙ্কুশ-শৃঙ্গবিদ্ধম্।
বিধায় পাটচ্চরি ! মে হরন্ত্যা, ন দৃশ্য-বংশীহৃতিরদ্ভুতা তে ॥৩৩১॥
(গোবি০ ১০।৫৫)

বধ্নামি বাহুপাশৈস্ত্বাং লুঠাম্যংশুকভূষণম্।
নয়ামি কুঞ্জকারায়াং স্মররাজেঽর্পয়ামি চ ॥ ৩৩২ ॥
(গোবি০ ১০।৫৬)

হইতে মুরলী চ্যুত হইয়া কোথায় গেল ?' এই বলিয়া ক্ষণকাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া কুন্দলতার মুখের প্রতি স্বীয় নয়ন নিক্ষেপ করিলেন। (৩২৯) তখন কুন্দলতাও শ্রীকৃষ্ণকে চঞ্চল নেত্রভঙ্গী দ্বারা শ্রীরাধিকাকেই দেখাইয়া দিলেন। শ্রীরাধা তাহা জানিতে পারিয়া বংশীটি গোপনভাবে তুলসীকে সমর্পণ করিলেন। (৩৩০) অনন্তর তুলসী সেই বংশী যত্নসহকারে আচ্ছাদিত করিয়া বিশাখা ও ললিতার পশ্চাদ্দেশে গিয়া অবস্থিতা রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তখন শ্রীরাধার নিকটে আগমন-পূর্বক তাঁহাকে ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া এই কথা বলিলেন।' (৩৩১)—'হে চৌরি ! আমার কামাদিক্ষোভরহিত-সুতরাং নির্মল এবং সখা ও গোসকলে অনুক্ষণ বিলাস করে বলিয়া চঞ্চল ও অদৃশ্য (আকার-রহিত) মনকে তুমি কটাক্ষরূপ অঙ্কুশাস্ত্র-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া আমার দৃশ্যা অর্থাৎ মূর্তিমতী বংশীকে যে হরণ করিবে, ইহা তোমার আশ্চর্য্য নহে, অতএব তুমিই আমার বংশী হরণ করিয়াছ। (৩৩২) অতএব আমি

রাধাপ্যসাধারণভাববিদ্ধা, সাবজ্ঞমালোক্য হরিং চলন্তী।
বংশীবিচারচ্ছলতো নিরুদ্ধা, নিবারিতেনাপ্যমুনা গৃহীতা ॥ ৩৩৩॥
(গোবি০ ১০।৫৭)

হরিস্তামাহ চৌরি! ত্বং বৃথা কিং চেষ্টসে তব।
ত্যাগো বংশ্যা ন মে যাবত্তাবদ্দোর্বন্ধনান্ন সঃ ॥ ৩৩৪ ॥
(গোবি০ ১০।৫৮)

মৃষা রুষারালচলাক্ষিচিল্লী,-লতং সমুদ্যৎস্মিতগর্বিতাস্যম্।
হরেঃ পুরস্তাবদুপেত্য তূর্ণং, সাটোপতর্জং ললিতাবদত্তম্ ॥ ৩৩৫ ॥
(গোবি০ ১০।৫৯)

পরাঙ্গনাসঙ্গমপূতমূর্ত্তে!
সতীব্রত-ধ্বংসন! যাহি যাহি।
স্নাতাং পবিত্রাং রবিপূজনার্থং,
স্পৃষ্ট্বা ছলোক্ত্যা কুরু মাপবিত্রাম্ ॥ ৩৩৬ ॥
(গোবি০ ১০।৬০)

তোমাকে বাহুরূপ পাশ-দ্বারা বন্ধন করিব। তোমার বসন-ভূষণ কাড়িয়া লইব এবং তোমাকে কুঞ্জরূপ কারাগারে লইয়া যাইব ও মহারাজ কন্দর্পের সমীপে সমর্পণও করিব।' (৩৩৩) তখন শ্রীরাধা অসাধারণ ভাবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসজন্য উৎকৃষ্ট ভাবে বিদ্ধ হইয়া অবজ্ঞা-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবলোকন-পূর্বক 'আমাকে স্পর্শ করিও না, আমাকে স্পর্শ করিও না' এইরূপ বলিয়া গমন করিতে লাগিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকর্ত্তৃক এইরূপে নিবারিত হইয়াও বংশীবিচারচ্ছলে তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিলেন। (৩৩৪) এবং শ্রীরাধাকে বলিলেন—'হে চৌরি! তুমি আমার বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত বৃথা কেন আয়াস করিতেছ? যে পর্য্যন্ত আমার বংশী পরিতাগ না করিবে তাবৎ আমার বাহুবন্ধন হইতে তোমাকে ত্যাগ করিব না।' (৩৩৫) অনন্তর ললিতা মিথ্যা ক্রোধে চঞ্চল ভ্রূলতা বক্র করিয়া সমুদিত ঈষৎ হাস্যান্বিত গর্বিত বদনে সদর্পে তর্জন-গর্জন করিতে

উন্মাদিতঃ স্বাধর-পায়নৈর্যয়া
ত্বং ধৃষ্ট যাসীঃ স্থমনঃসরোবরে।
বংশী তয়া তে শঠ! শৈব্যয়া হৃতা
ন মন্যসে চেত্তুলসীহ সাক্ষিণী ॥ ৩৩৭ ॥
(গোবি০ ১০।৬১)

খলঃ করোতি দুর্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু।
শৈব্যয়া হ্রিয়তে বংশী সাধ্বী রাধা তু দুষ্যতে ॥ ৩৩৮ ॥
(গোবি০ ১০।৬২)

তয়া দিশঃ প্রেরণয়া নিদিষ্টাং
কৃষ্ণে যিযাসৌ তুলসীমভীষ্টাম্।
রাধাপযাতা দয়িতোপরোধাৎ
সৌধাকরী মূর্ত্তিরিবাম্বুবাহাৎ ॥ ৩৩৯ ॥
(গোবি০ ১০।৬৩)

করিতে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন— (৩৩৬) 'হে পরাঙ্গনাসঙ্গম-পূতমূর্ত্তে! হে সতীব্রতধ্বংসন্! যাও যাও সূর্য্য-পূজার নিমিত্ত স্নাতা ও পবিত্রা শ্রীরাধাকে ছলে স্পর্শ করিয়া অপবিত্র করিও না; (শ্লেষে) হে সতীব্রতধ্বংসকারি! তুমি যাইও না যাইও না, তুমি রবিসদৃশ নয়নযুগলের প্রকাশক ও আনন্দপ্রদ। সুতরাং রবিরূপ তোমার পূজার নিমিত্ত স্নাতা ও পরম পবিত্রা শ্রীরাধাকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র কর। যদ্যপি ইনি স্নান করিয়া পবিত্রা, তথাপি তোমার স্পর্শে অতীব পবিত্রা হইবেন সন্দেহ নাই। (৩৩৭) হে শঠ! তুমি যে ধৃষ্টা শৈব্যার অধরপানে উন্মাদিত হইয়াছ, সেই শৈব্যাই কুসুমসরোবরে তোমার বংশী হরণ করিয়াছে, যদি তাহা তুমি বিশ্বাস না কর, তবে এই বিষয়ে তুলসী সাক্ষিণী আছে, সত্য কি মিথ্যা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। (৩৩৮) খল ব্যক্তি যে দুর্বৃত্ত করে, তাহা নিশ্চয়ই সাধুগণে ফলিত হয়। কি আশ্চর্য্য, শৈব্যা বংশী চুরি করিল, সাধুস্বভাবা শ্রীরাধাই দূষিতা হইলেন। (৩৩৯) অনন্তর

সাপীঙ্গিতজ্ঞা লঘু রূপমঞ্জরী-
করেঽর্পয়িত্বা মুরলীমতর্কিতম্ ।
ততোঽপসর্ত্তুং বিহিতোত্তমামুনা
বলাদ্ গৃহীতোৎপুলকাস কম্পিতা ॥ ৩৪০ ॥
(গোবি০ ১০।৬৪)

নিধায় কুব্জীকৃত-পাণিশাখা
নিজাননে সাব্রুবতাতিদীনা ।
হা হা কৃপালো ! ত্যজ মামযোগ্যাং
নির্ম্মঞ্ছনং যামি তবাস্মি দাসী ॥ ৩৪১ ॥
(গোবি০ ১০।৬৫)

বংশী ন ময্যস্তি যদর্থমাগ্রহঃ
শৈব্যাকরে সাত্ত্ব ময়ৈব লোকিতা ।
ইত্যালপন্তী চলদৃষ্টি-সংজ্ঞয়া
সাসূচয়ত্তং প্রতি রূপমঞ্জরীম্ ॥ ৩৪২ ॥
(গোবি০ ১০।৬৬)

ললিতা 'নেত্রসঞ্চালন দ্বারা তুলসীর নিকট বংশী আছে' ইঙ্গিতদ্বারা তুলসীকে নির্দেশ করিয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণ বংশীলাভার্থ যেমন নিজাভীষ্ট তুলসীসমীপে গমন করিতে বাসনা করিলেন, তৎক্ষণাৎ মেঘ হইতে সৌদা-করী মূর্তি অর্থাৎ চন্দ্রের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়দেশ হইতে শ্রীরাধা বহির্গতা হইলেন। (৩৪০) তখন তুলসীও ইঙ্গিত জানিয়া শ্রীরূপমঞ্জরীর হস্তে অলক্ষিতভাবে বংশী দিয়া তথা হইতে গমন করিবার নিমিত্ত উদ্যতা হইলেও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বলপূর্বক গৃহীতা হইয়া উৎপুলকিতা ও কম্পিতাঙ্গী হইলেন। (৩৪১) তখন তুলসী স্বীয় হস্তাঙ্গুলীকে বক্র করিয়া নিজ বদনে অর্পণ-পূর্ব্বক অতি দীনভাবে বলিলেন—'হে কৃপালো ! হা ! হা ! অযোগ্যা আমাকে পরিত্যাগ কর। তোমার বালাই যাই, তোমার বালাই যাই, আমি তোমার দাসী। (৩৪২) যে নিমিত্ত তোমার এত আগ্রহ, সে

যাবদ্বিহায় তুলসীং মধুসূদনোঽসৌ
তাং মঞ্জরীং বিদিতবেণু-মরন্দগন্ধাম্ ।
আয়াতি তাবদিয়মিঙ্গিতপণ্ডিতাশু
বংশীং নিধায় ললিতামনু সাধু তস্থৌ ॥ ৩৪৩ ॥

(গোবি০ ১০।৬৭)

কৃষ্ণোঽপি তাং তূর্ণমলক্ষিতাগতিঃ
স্ববাহুপাশেন নিবধ্য সত্বরঃ ।
বংশীং বিচিন্বন্ কুচপট্টিকান্তরে
তামাহ সা তস্করি ! তে ক্ব গোপিতা ॥ ৩৪৪ ॥

(গোবি০ ১০।৬৮)

সাপ্যব্রবীত্তং বিনিবারয়ন্তী, লব্ধেব চৌর্য্যাং ময়ি সাস্ত বংশী ।
দিষ্ট্যা ভবান্ পূর্ণমনোরথোঽভূদ্,-গত্বানয়েবাহ্বয় গোপনারীঃ॥৩৪৫

(গোবি০ ১০।৬৯)

বংশী আমার নিকটে নাই। আমি অদ্যই তাহা শৈব্যার হস্তে দেখিয়াছি।' এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নেত্রভঙ্গীতে শ্রীরূপমঞ্জরীকে সূচনা করিয়া দিলেন। (৩৪৩) তখন শ্রীকৃষ্ণ তুলসীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বেণুরূপ মকরন্দের সৌরভে পরিচিতা রূপমঞ্জরী-সমীপে যেমন আসিলেন, তৎক্ষণাৎ ইঙ্গিত-পণ্ডিতা রূপমঞ্জরী ললিতার নিকট বংশী রাখিয়া সাধুব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করিয়া রহিলেন। (৩৪৪) তখন শ্রীকৃষ্ণও অলক্ষিত-গতিতে শীঘ্র আসিয়া রূপমঞ্জরীকে ভুজপাশে নিবদ্ধ করত সত্বর তদীয় কুচপট্টিকার মধ্যে বংশী অন্বেষণ-পূর্বক তাঁহাকে কহিলেন—'হে তস্করি ! বংশী কোথায় গোপন করিলে ?' (৩৪৫) অনন্তর রূপমঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করিতে করিতে কহিলেন—'আমি চৌরী। আমার নিকট বংশী ত বেশ লাভ হইল ?

নিজাভিমর্শেন পরাঙ্গনাততেঃ
সতীব্রতং দূষয়িতুং ত্বমুৎসুকঃ।
স্বয়ং বিনিহ্নুত্য কুতোঽপি বংশিকাং
তন্মার্গণব্যাজমুপাশ্রিতোঽধুনা ॥ ৩৪৬ ॥
(গোবি০ ১০।৭০)

ততো দৃশাস্মৈ ললিতাং প্রদর্শ্য সা
তদ্বাহুবন্ধাচ্ছিথিলাদ্‌বিনির্গতা।
কৃষ্ণোঽপি স স্বাগতি-শঙ্কয়া রহ-
স্তাং কুন্দবল্ল্যর্পিতবংশিকাং যযৌ ॥ ৩৪৭ ॥
(গোবি০ ১০।৭১)

উপাগতং তং ললিতাহ কোপনা
হুং দূরতস্তিষ্ঠ কিমর্থমাগতঃ।
বংশী যদীয়ং ময়ি নৈব বিদ্যতে
ধার্ষ্ট্যেন চেত্তৎফলমাশ্ববাপ্স্যসি ॥ ৩৪৮ ॥
(গোবি০ ১০।৭২)

অর্থাৎ পাইলে ! যাহা হউক, তোমার পরমসৌভাগ্য এই যে বংশী-অন্বেষণ ছলে আমার কুচপট্টিকায় হস্তপ্রদান ও আলিঙ্গনদ্বারা পূর্ণমনোরথ হইলে ! এখন প্রস্থান করিয়া এই বংশীদ্বারা পরাঙ্গনা সকলকে আহ্বান কর দেখি ! (৩৪৬) অপর তুমি আপনার আলিঙ্গনে পররমণীগণের সতীব্রত দূষিত করিবার নিমিত্তও সমুৎসুক হইয়াছ, যেহেতু স্বয়ং কোনস্থানে বংশী লুকাইয়া রাখিয়া তাহার অন্বেষণচ্ছলে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে !' (৩৪৭) তৎপর শ্রীরূপমঞ্জরী নয়নভঙ্গী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ললিতা দেবীকে দেখাইয়া দিয়া তদীয় শিথিল ভুজবন্ধন হইতে বহির্গতা হইলেন এবং ললিতা শ্রীকৃষ্ণের আগমন-শঙ্কায় কুন্দবল্লীর নিকট বংশী অর্পণ করিলে সেই শ্রীকৃষ্ণও ললিতার প্রতি গমন করিলেন। (৩৪৮) তখন

চিন্তামণীনাং চয়মন্তিকে স্থিতং
পদাপি যা নাভিমৃশন্ত্যবজ্ঞয়া।
রাধাসখীভিস্তব বংশনালিকা
কিমর্থমাভির্বত সা হৃতা শঠ !! ৩৪৯ ॥
(গোবি০ ১০।৭৩)

সচ্ছিদ্রয়া নীরসয়া কঠোরয়া
যয়ানিশং ব্যাকুলিতং জগত্রয়ম্।
সা স্বামিনো যন্মুরলী করাদ্গতা
বৃত্তং বহূনাং তদিদং সুমঙ্গলম্ ॥ ৩৫০ ॥
(গোবি০ ১০।৭৪)

স্বস্থান-সন্দানিত-নীবিকুন্তলাঃ
কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি সুখং গৃহেঽবলাঃ।
স্বৈরং হরিণ্যোঽপি চরন্তু সপ্রিয়াঃ
সরন্তু শাতং সরিতঃ সরিৎপতিম্ ॥ ৩৫১ ॥
(গোবি০ ১০।৭৫)

কোপিতা ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় সমীপে আসিতে দেখিয়া হুঙ্কার-পূর্ব্বক কহিলেন—'দূরে থাক ! কি নিমিত্ত আমার নিকটবর্ত্তী হইলে ? যে জন্য আমার নিকট আসিলে সেই বংশী যদি আমার না থাকে এবং যদি ধৃষ্টতা-পূর্বক আসিয়া থাক, তবে শীঘ্র ইহার ফল পাইবে। (৩৪৯) শঠ ! যাঁহারা নিকটস্থিত চিন্তামণিসমূহ অবজ্ঞা করিয়া পদদ্বারাও স্পর্শ করে না, সেই শ্রীরাধার সখীগণ কি নিমিত্ত তোমার বংশী-নালিকা (বাঁশের পাব) হরণ করিবেন ? (৩৫০) সে সচ্ছিদ্র (বহুদোষযুক্ত) নীরস ও কাষ্ঠের মুরলীরবে ত্রিভুবন নিরন্তর ব্যাকুলিত হইয়া থাকে, তুমি সেই মুরলীর স্বামী হইয়াছ, অতএব তোমার হস্ত হইতে যে, সে মুরলী বিচ্যুত হইল, ইহাতে বহু লোকের সুমঙ্গল হইল জানিতে হইবে। (৩৫১) যাহা হউক, এখন রমণীগণ

শীতার্ত্তনগ্নাম্বুনিমগ্নকন্যকা-
গণস্য বাসাংসি হৃতানি যত্ত্বয়া।
তেনাচিরাত্তে মুরলী করাদ্গতা
প্রাপ্নোতি দুঃখং পরদুঃখদো হি যঃ ॥ ৩৫২ ॥
(গোবি০ ১০।৭৬)

হস্তমাত্রায়াতা শুষ্কা সরন্ধ্রা বংশকাষ্ঠিকা।
হা হন্ত গোকুলেশস্য সর্বস্বং কেন বা হৃতম্ ॥ ৩৫৩ ॥
(গোবি০ ১০।৭৭)

ব্যাজাদ্ বিষণ্ণমিব তং প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণং
সাবজ্ঞহাস-ললিতাবচনাবরুদ্ধম্।
শ্রীরাধিকামনু নিধায় রহোঽস্য বংশীং
সাকূতমব্রুবত কুন্দলতাভুপেত্য ॥ ৩৫৪ ॥
(গোবি০ ১০।৭৮)

নীবি ও কুন্তলচয় স্ব-স্ব স্থানে বন্ধন করিয়া সুখে গৃহকর্ম করিতে থাকুক। হরিণীগণ নিজ নিজ প্রিয়তমের সহিত যথেষ্ট তৃণ ভোজন করুক এবং নদী-সকলও শীঘ্র সরিৎপতি সমুদ্রে গমন করুক। যেহেতু এখন মুরলীধ্বনিতে আর ইহাদের স্তম্ভ হইবে না। (৩৫২) হে কৃষ্ণ! তুমি শীতপীড়িতা বিবস্ত্রা ও জলনিমগ্না কন্যাগণের বসন হরণ করিয়াছিলে, সেই কারণে তোমার মুরলী গিয়াছে, ইহা উচিতই হইয়াছে। কারণ, যে জন পরদুঃখপ্রদ হয়, সে নিশ্চয় দুঃখপ্রাপ্ত হয়। (৩৫৩) আহা! কি দুঃখের বিষয়, হস্ত পরিমিত দীর্ঘ, তাহাতে আবার শুষ্ক ও সচ্ছিদ্র একখণ্ড বংশকাষ্ঠ, যাহা গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বসম্পত্তিস্বরূপ, হায়! হায়! তাহা কে হরণ করিয়া লইল?' (৩৫৪) অনন্তর কুন্দলতা, অবজ্ঞা এবং হাস্যসমন্বিত ললিতার বাক্যে

সচ্ছিদ্রৈক-বরাটিকার্দ্ধমপি যন্মূল্যং ন সা জর্জরা
যাতা মস্কর-পর্বিকা তব করাদ্যাত্বস্তু তে মঙ্গলম্।
কা বা হানিরিয়ং বিষীদসি কথং পুত্রোঽসি গোপেশিতু-
স্ত্বামেতা বিহসন্তি হন্ত! মুদিতাঃ শ্রুত্বা ম্রিয়েঽহং হ্রিয়া ॥৩৫৫॥

(গোবি০ ১০।৭৯)

সোঽপ্যাহ তাং কুন্দলতেঽনভিজ্ঞা
বংশীগুণানাং যদিদং ব্রবীষি।
চিত্রং ন তদ্ যৎ স্বগুণঃ প্রকাশ্যতে
যথানয়াসু ত্বয়ি ন কচিত্তথা ॥ ৩৫৬ ॥

(গোবি০ ১০।৮০)

নির্মুক্তীকৃত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া নির্জনে শ্রীরাধার সমীপে বংশীস্থাপন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণনিকট আসিলেন, তাঁহাকে ছলপূর্ব্বক বিষণ্ণ দেখিয়া সকপটে কহিলেন—'হায়! হায়! কে কৃষ্ণের বংশী হরণ করিল?' এইরূপ সৌহার্দ্দ দেখাইয়া স্বীয় অভিপ্রায়ের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন,—(৩৫৫) 'হে কৃষ্ণ! অধিক আর কি বলিব, যাহার এক কপর্দকের অর্দ্ধ অর্থাৎ আধকড়াও মূল্য হয় না, সেই সচ্ছিদ্রা অথচ জীর্ণা বংশপর্ব্বিকা যদি তোমার হস্ত হইতে গিয়াছে, যাউক, তোমার মঙ্গল হউক, ইহাতে তোমার হানিই বা কি? বিষণ্ণ হইতেছ কেন? তুমি গোপরাজনন্দন। হা কষ্ট! এই সকল ব্রজাঙ্গনাগণ সহর্ষে তোমাকে পরিহাস করিতেছে। আমি শুনিয়া যে লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়াছি!!' (৩৫৬) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'কুন্দলতে! তুমি বংশীর গুণবিষয়ে অনভিজ্ঞা বলিয়া এইরূপ বলিতেছ। ইহা আশ্চর্য্য নহে; কারণ, এইসকল ব্রজসুন্দরীতে বংশী যেমন গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ

যা যা যদেচ্ছা মম জায়তেঽন্ত-
র্ময়াপ্যসাধ্যা কিল হেলয়াসৌ।
তদৈব তাং তাং কুরুতে সুসিদ্ধাং
নারায়ণস্যেব চিদাখ্যশক্তিঃ ॥ ৩৫৭ ॥
(গোবি০ ১০।৮১)

সর্বশক্তিযুতা সেয়ং মম সর্বার্থসাধিকা।
অলৌকিকীং শক্তিমস্যা বিদন্তি রাধিকাদয়ঃ ॥ ৩৫৮ ॥
(গোবি০ ১০।৮২)

ললিতাহ কথং বংশীং ন বিদ্মঃ কুট্টনী-নৃপাম্।
ইমাং তন্নীতি-কুশলাং ষিড়্গস্য তব বল্লভাম্ ॥ ৩৫৯ ॥
(গোবি০ ১০।৮৩)

সুধাপারীনারীহৃদয়করি-বারীয়মনিশং
জগদ্যোষাদোষামলসুকৃতমোষাতিনিপুণা।
রমা-গৌরী-সৌরী-মুখযুবতিচৌরী ত্রিজগতি
প্রসিদ্ধা সিদ্ধা তেঽদ্ভুতগুণ-সমৃদ্ধা মুরলিকা ॥ ৩৬০ ॥
(গোবি০ ১০।৮৪)

তোমার প্রতি কখনও গুণপ্রকাশ করে নাই। (৩৫৭) কুন্দলতে! বংশীর গুণের কথা অধিক আর কি বলিব? আমারও অসাধ্য যে যে বাসনা যখন যখন আমার মনে উৎপন্ন হয়, এই বংশী নারায়ণের চিচ্ছক্তির ন্যায় সেই সেই বাসনা তখনই অবহেলায় সুসিদ্ধ করিয়া থাকে। (৩৫৮) অতএব সকল শক্তিযুক্তা সেই বংশী আমার সর্ব্বার্থসাধিকা, শ্রীরাধাপ্রভৃতি ইহার অলৌকিকী শক্তি অবগত আছেন। (৩৫৯) শ্রীললিতা কহিলেন—হে কৃষ্ণ! তোমার বংশী কুটনীদিগের নীতিবিষয়ে অতি কুশলা, অতএব কামুক যে তুমি তোমার বল্লভা বংশীকে না জানিবে কেন? অর্থাৎ তাহাকে আমরা উত্তমরূপে জানি। (৩৬০) এই মুরলী অমৃতপ্রবাহরূপা

অবদদথ স ললিতা খলু চণ্ডী
কুটিলবচন-দৃঢ়-কণ্টকদুর্গা।
অপহরতি চ মুরলীং মম শাঠ্যাদ্-
বত পরিবদতি চ তামুত মাঞ্চ ॥ ৩৬১ ॥
(গোবি০ ১০।৮৫)

ইত্যাভাষ্য হরৌ তস্যাঃ সংব্যানান্তং জিঘৃক্ষতি।
সাপসৃত্যাব্রবীদ্ভুগ্নভ্রূলতং সস্মিতাননম্ ॥ ৩৬২ ॥
(গোবি০ ১০।৮৬)

সৈবাস্মি ললিতা কৃষ্ণ! বহুধাকলিতা ত্বয়া।
চলিতা বলিতালীভিঃ শঠতা ফলিতা ন তে ॥ ৩৬৩ ॥
(গোবি০ ১০।৮৭)

অর্থাৎ অমৃতোদ্গারিণী গোপরমণীসকলের হৃদয়রূপ হস্তীর বন্ধনকারিণী এবং জগতীস্থ নারীগণের দোষরহিত সুনির্মল পুণ্যরাশির চৌর্য্যবিষয়ে অত্যন্ত নিপুণা, অন্য স্ত্রীগণের কথা আর কি বলিব? রমা, গৌরী এবং সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা-প্রমুখা যুবতিদিগকে আকর্ষণ অর্থাৎ মনোহরণ করিতে তৎপর। অতএব হে কৃষ্ণ! তোমার সিদ্ধা মুরলী অদ্ভুতগুণে সমৃদ্ধা অর্থাৎ বিপরীত লক্ষণায় অশেষ দোষে পরিপূর্ণা। (৩৬১) শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—অতি প্রখরস্বভাবা ও কুটিলবাক্যরূপ সুদৃঢ় কণ্টকে দুর্গমস্বরূপা এই ললিতা, শঠতাপ্রযুক্ত আমার মুরলী চুরি করিয়াছে, অথচ সেই মুরলীকে ও আমাকে নিন্দা করিতেছে। (৩৬২) যখন শ্রীকৃষ্ণ এইকথা বলিয়া ললিতার উত্তরীয় বসনের প্রান্তভাগ ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তৎক্ষণাৎ ললিতা ঈষৎ দূরবর্ত্তিনী হওত ভ্রূলতা বক্র করিয়া সহাস্যবদনে কহিতে লাগিলেন,—(৩৬৩) 'কৃষ্ণ! আমি সেই ললিতা, তুমি আমাকে বহুপ্রকারে অবগত হইয়াছ। এই আমি সখীগণের সহিত চলিলাম,

ইত্যুদীর্য্য ললিতামপযান্তীং, তাং নিগৃহ্য বসনে স জগাদ।
বংশিকা-বিতরণং ন বিনা তে, যানমদ্য সুলভং স্বগৃহায় ॥ ৩৬৪ ॥
(গোবি০ ১০।৮৮)

ত্বয়া চেন্ন হৃতা বংশী কথং ভীত্যা পলায্যতে।
শোধয়িত্বা নিজাঙ্গানি যথেষ্টং গচ্ছ তিষ্ঠ বা ॥ ৩৬৫ ॥
(গোবি০ ১০।৮৯)

ততঃ সাংশুকমাকৃষ্য বক্রদৃষ্ট্যাহ বীক্ষ্য তম্।
অঙ্গানি স্বপ্রজাবত্যাঃ কামমত্ত! বিচারয় ॥ ৩৬৬ ॥
(গোবি০ ১০।৯০)

বংশ্যস্মাভির্নৈব নীতা ন দৃষ্টা
নোজ্ঝস্ত্যৌগ্র্যাচ্চেত্তথাপি ত্বমস্মান্।
দাস্যে মূল্যং কুন্দবল্লীপ্রদিষ্টং
তচ্চেন্নেষ্টং তৎসদৃক্ষাং ততোহন্যাম্ ॥ ৩৬৭ ॥
(গোবি০ ১০।৯১)

তোমার শঠতা আর ফলবতী হইবে না, (৩৬৪) এই কথা বলিয়া ললিতা গমনোদ্যতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বসনে ধরিয়া কহিলেন,—'আমার বংশী প্রদান না করিলে আজ তোমার স্বভবনে গমন সুলভ হইবে না। (৩৬৫) হাঁ ললিতে! যদি তুমি বংশী চুরি না করিবে, তবে ভয়ে পলায়ন করিতেছ কেন? মৎকর্তৃক অঙ্গ শোধন করিয়া অর্থাৎ আমাকে স্বীয় অঙ্গসমূহ দেখাইয়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমন কর, অথবা এই স্থানে অবস্থিতি কর।' (৩৬৬) তখন ললিতা শ্রীকৃষ্ণহস্ত হইতে বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া বক্র-দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—'হে কামমত্ত! তুমি স্বীয় ভ্রাতৃজায়া কুন্দলতার অঙ্গগুলি দেখগে। (৩৬৭) আমরা বংশী লই নাই ও দেখিও নাই, তথাপি

মল্লীভৃঙ্গ্যৌ শ্রীপুলিন্দাত্মজে নঃ
সখ্যৌ শৈলেন্দ্রালয়ে মদ্‌গিরা তে।
দাস্যেতে তে জর্জরাং ছিদ্রমুক্তা-
মানীয়ৈকাং পর্ব্বিকাং কীচকস্য ॥ ৩৬৮ ॥

(গোবি০ ১০।৯২)

পুলিন্দানাং কন্যা ময়ি পরমধন্যা রতিযুষ-
স্তৃণাপ্তাস্মৎপাদাম্বুজ-ঘুসৃণলেপ-ক্ষতরুজঃ।
গিরের্গুঞ্জাধাতূন্ ভৃশমুপহরন্তি স্বসহিতান্
মদীয়াস্তা দাস্যঃ কথমু তব সখ্যঃ সমভবন্ ॥ ৩৬৯ ॥

(গোবি০ ১০।৯৩)

যদি তুমি উগ্রতাপ্রযুক্ত আমাদিগকে ছাড়িয়া না দাও তাহা হইলে কুন্দলতা যেরূপ মূল্য দিতে বলিবে, আমরা সেইরূপ মূল্য প্রদান করিব। সেই মূল্য যদি তোমার বাঞ্ছিত না হয়, তবে বংশীসদৃশী অপর একটা বংশপর্ব্বিকা তোমাকে দিব। (৩৬৮) হে কৃষ্ণ! গিরিবর গোবর্দ্ধন-নিবাসিনী মল্লী ও ভৃঙ্গী নামে দুইটি পুলিন্দকন্যা আমাদিগের সখী আছে, আমরা বলিলে তাহারা নূতন ও ছিদ্ররহিত একটা বংশপর্বিকা আনিয়া তোমাকে প্রদান করিবে।' (৩৬৯) তখন 'মল্লী ও ভৃঙ্গী এই দুইটি আমার সখী' ললিতার মুখে এই কথা শুনিয়া অহো! ইহারা আমার মুরলী অপহরণ করিয়া বনদাসীসকলকে স্ব স্ব অধীন করিয়াছে, এই মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কাতর-ভাবে কহিলেন,—'পুলিন্দকন্যাগণ পরমধন্যা, কারণ, তাহারা আমার প্রতি অতিশয় অনুরক্তা এবং মদীয় চরণকমলের কুঙ্কুম, তৃণোপরি লিপ্ত হইলে তাহাই তাহারা যখন নিজ আনন ও কুচমণ্ডলে লেপন করিয়া কন্দর্পপীড়ার শান্তি করিয়া থাকে এবং গোবর্দ্ধনের গুঞ্জা ও নানাবিধ ধাতু সযত্নে, আনয়ন-পূর্ব্বক আমাকে প্রদান করে, তখন ইহারাই ত আমারই দাসী, হে ললিতে!

বংশীং হরসি মে মামপ্যবজানাসি যত্ততঃ।
নিবধ্য দণ্ডয়ামি ত্বাং কোঽসৌ রক্ষতি রক্ষতু ॥ ৩৭০ ॥
(গোবি০ ১০।৯৪)

ললিতাং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বিশাখা তৎপুরঃ স্থিতা।
নীচৈরুপদিশন্তীব সস্মিতং সা তমব্রবীৎ ॥ ৩৭১ ॥
(গোবি০ ১০।৯৫)

প্রগতার্থানামর্থো নষ্টোদ্দেশক-সহায়তো লভ্যঃ।
যুক্ত্যা মার্গয় তত্ত্বং ন হ্যোগ্রেণ ক্রিয়াসিদ্ধিঃ ॥ ৩৭২ ॥
(গোবি০ ১০।৯৬)

অবদচ্চম্পকবল্লী নষ্টোদ্দেশ্যর্থ-লোলুপঃ সুতরাম্।
বংশৈক-পর্বিকায়ৈ বহুধনহানিঃ কথমমুনা ক্রিয়তাম্ ॥ ৩৭৩ ॥
(গোবি০ ১০।৯৭)

বল দেখি, কিরূপে ইহারা তোমার সখী হইল? (৩৭০) সে যাহা হউক, ললিতে! তুমি যখন আমার মুরলী চুরি করিয়া আমাকেই অবজ্ঞা করিতেছ, তখন তোমাকে বন্ধন করিয়া দণ্ড দিব। কে তোমাকে রক্ষা করে, করুক।' (৩৭১) তখন বিশাখা ললিতাকে পশ্চাৎ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া অবস্থিতা হইলেন এবং ধীরস্বরে উপদেশ দিয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন,—(৩৭২) 'হে কৃষ্ণ! যাহাদের কোন বস্তু অপহৃত হয়, যাহারা অপহৃত বস্তুর সন্ধান জানে, তাহাদের সাহায্যে উহাদের অপহৃতবস্তু লাভ হইতে পারে, অতএব তুমি এই যুক্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে উদ্দেশকারী কোন ব্যক্তিকে সহায় করিয়া অন্বেষণ কর, তাহা হইলে তুমি অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে, নতুবা উগ্রতায় কার্য্যসিদ্ধি হইবে না অর্থাৎ বংশীপ্রাপ্ত হইতে পারিবে না।' (৩৭৩) চম্পকলতা বলিলেন—'যে জন নষ্টবস্তুর উদ্দেশকারী হয়, সে অত্যন্ত অর্থলোলুপ হইয়া থাকে, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ একাকী বংশপর্ব্বিকার নিমিত্ত কেন বহু ধনহানি

তুঙ্গবিদ্যাহ মুগ্ধে ত্বং মর্ম্মজ্ঞা নাসি তচ্ছৃণু।
বংশ্যেব যস্য সর্বস্বং কিং ন দদ্যাৎ স তৎকৃতে ॥ ৩৭৪ ॥
(গোবি০ ১০।৯৮)

চৌরে নষ্টোদ্দেশকস্য প্রসাদাৎ
লব্ধে গ্রাহ্যং বিত্তমাত্মীয়মাদৌ।
পশ্চান্নষ্টোদ্দেশিনেঽপি প্রদাতুং
দণ্ড্যাদস্মাদ্ ভূরিকৃত্বেতি নীতিঃ ॥ ৩৭৫ ॥
(গোবি০ ১০।৯৯)

বিশাখাহ বদ স্বামিন্ যন্নষ্টোদ্দেশিনে ত্বয়া।
দেয়শ্চৌরে তু যো দণ্ডস্তজ্ জ্ঞাত্বাখ্যামি তে হিতম্ ॥ ৩৭৬ ॥
(গোবি০ ১০।১০০)

অঙ্কস্রঙ্মণিমালে করমর্দফলঞ্চ চুম্বকং রত্নম্ ।
পরমপি দাস্যাম্যস্মৈ যো মে বংশীং সমুদ্দিশতি ॥ ৩৭৭ ॥
(গোবি০ ১০।১০১)

করিবেন ?' (৩৭৪) অনন্তর তুঙ্গবিদ্যা কহিলেন—'হে মূঢ়ে চম্পকলতে ! তুমি মর্ম্মজ্ঞা নহ। আমি বলি শ্রবণ কর, ইহার বংশীই সর্ব্বস্ব ধন, অতএব-এই শ্রীকৃষ্ণ বংশীর নিমিত্ত কি না দান করিতে পারেন ? অর্থাৎ যথেষ্ট দান করিবেন। (৩৭৫) নষ্টোদ্দেশকের অনুগ্রহে চোর ধৃত হইলে দণ্ডযোগ্য চোরের নিকট হইতে প্রথমতঃ স্বীয় ধন গ্রহণ করিবে, পশ্চাৎ নষ্টোদ্দেশ-কারীকে দিবার নিমিত্ত চোরের নিকট হইতে প্রভূত ধন গ্রহণ করিবে, এইরূপ নীতি আছে।' (৩৭৬) বিশাখা কহিলেন—'হে দ্রব্যস্বামিন্ কৃষ্ণ! তুমি নষ্টো-দ্দেশকারীকে যাহা প্রদান করিবে এবং চোরকে যে দণ্ডবিধান করিবে, প্রথমতঃ আমার নিকট তাহা বর্ণন কর, আমি বিশেষরূপে জানিয়া তোমার হিত বলিতেছি।' (৩৭৭) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'যে আমার বংশী উদ্দেশ করিয়া

হর্ত্তুর্হরাম্যম্বর-রত্নভূষণে, তারুণ্যরত্নঞ্চ ঘটদ্বয়স্থিতম্।
দোঃপাশবদ্ধং স্মরদণ্ডনায় তং, নিকুঞ্জকারামনু বেশয়ামি চ ॥৩৭৮॥
(গোবি০ ১০।১০২)

সাপ্যাহ যোগ্যমেবৈতদ্‌গোপেন্দ্রতনয়স্য তে।
বংশীঞ্চ হস্তগাং বিদ্ধি যত্ত্বং ন কৃপণায়সে ॥ ৩৭৯ ॥
(গোবি০ ১০।১০৩)

বংশ্যুদ্দেশং কুন্দবল্ল্যেব সাক্ষাজ্
জানাত্যেকাহঞ্চ তস্যাঃ সকাশাৎ।
ময্যুদ্দেশঃ ক্লেশকারী কৃতঃ স্যাদ্-
দত্ত্বোৎকোচং তাং ততঃ পৃচ্ছ যত্নাৎ ॥ ৩৮০ ॥
(গোবি০ ১০।১০৪)

দিতে পারিবে, আমি তাহাকে আমার অঙ্গের পুষ্পমালা, মণিমালা, কামরঙ্গনামক ফল, চুম্বকনামক রত্ন এবং অন্যান্য দ্রব্য প্রদান করিব। (৩৭৮) আর যে ব্যক্তি মদীয় বংশী অপহরণ করিয়াছে, আমি তাহার বসন, রত্নভূষণ এবং ঘটদ্বয়ে অবস্থিত যৌবনরত্ন হরণ করিব এবং কন্দর্পকর্ত্তৃক দণ্ড করাইবার নিমিত্ত ভুজপাশে বন্ধন করিয়া তাহাকে নিকুঞ্জ-কারাগারে প্রবেশ করাইব।' (৩৭৯) শ্রীবিশাখা কহিলেন—'তুমি যখন গোপেন্দ্রনন্দন, তখন তোমার ইহাই উপযুক্ত বটে, তুমি যখন নিজমুখে ধনদানবিষয়ে কৃপণতুল্য আচরণ করিতেছ না, তখন ঐ বংশী তোমারই হস্তগতই হইয়াছে জানিবে। (৩৮০) একা কুন্দবল্লীই সাক্ষাৎ বংশীর উদ্দেশ জানে, আমিও তাহার নিকট হইতে জানিয়াছি, পরন্তু প্রত্যক্ষরূপে জানিনা, অতএব মৎকথিত উদ্দেশ আমাতেই কষ্টকর হইবে, যেহেতু আমি তাহা সাক্ষাৎ দেখি নাই, কিন্তু কুন্দলতাকে কিছু উৎকোচ অর্পণ করিয়া 'জিজ্ঞাসা কর।'

অথাহ সা কুন্দলতাং চ হৃষ্টা
দিষ্ট্যাগতস্তে সখি ! লাভদিষ্টঃ ।
উদ্দিশ্য বংশীং নিজদেবরায়
সুদুর্লভোৎকোচমিমাং গৃহাণ ॥ ৩৮১ ॥

(গোবি০ ১০।১০৫)

কুন্দবল্ল্যা বিশাখায়াং লগ্নায়াং শ্রবসীশ্বরী ।
ইঙ্গিতজ্ঞা ন্যধাদ্ বংশীং নিভৃতং তুলসীকরে ॥ ৩৮২ ॥

(গোবি০ ১০।১০৬)

সাকূতং পশ্যতি ততঃ কুন্দবল্ল্যা মুখং হরৌ ।
সাব্রবীত্তাং বিশাখেঽহং ন চৌরং বেদ্মি তে শপে ॥ ৩৮৩ ॥

(গোবি০ ১০।১০৭)

জানীয়াং চেদ্‌বিনোৎকোচমুদ্দিশামি স্বয়ং হি তম্ ।
দেবৃস্বং যন্মমৈব স্বং নাহং যূয়ং যথাপরাঃ ॥ ৩৮৪ ॥

(গোবি০ ১০।১০৮)

---

(৩৮১) তৎপর বিশাখা হৃষ্টান্তঃকরণে কুন্দলতাকে বলিলেন—'সখি কুন্দলতে ! তোমার সৌভাগ্যক্রমে লাভ উপস্থিত হইয়াছে, আপনার দেবরকে বংশীর উদ্দেশ করিয়া দিয়া এই সুদুর্লভ উৎকোচ গ্রহণ কর।' (৩৮২) ইত্যাদিরূপে পরিহাস করিয়া অনন্তর বিশাখা কুন্দলতার কর্ণে সংলগ্না হইলে ইঙ্গিতজ্ঞা শ্রীরাধা গোপনভাবে তুলসীর হস্তে বংশী সমর্পণ করিলেন। (৩৮৩) অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ সাভিপ্রায়ে কুন্দলতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলে, কুন্দলতা বিশাখাকে বলিলেন,—'সখি বিশাখে ! তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, কে চোর আমি জানি না। (৩৮৪) তোমরা যেমন ইহার পর, আমি সেরূপ পর নহি, সুতরাং দেবরের যে ধন, তাহা আমারই ধন বলিতে হইবে। অতত্রব আমি যদি বংশীর অনুসন্ধান জানিতাম,

বেৎসি হি চৌরং ত্বমিহ মুরল্যাঃ
স্বীকুরু রত্নানি চ দিশ তত্ত্বাম্।
যদ্যনুকূলা ত্বমিহ সখি! স্যা-
স্তর্হি চ সা স্বপ্রভুকরগা স্যাৎ ॥ ৩৮৫ ॥

(গোবি ১০।১০৯)

গৃহাণ পূর্বমুৎকোচং বংশিকাং বা সমুদ্দিশ।
বংশিকোৎকোচয়োর্লাভে যুবয়োঃ প্রতিভূরহম্ ॥ ৩৮৬ ॥

(গোবি০ ১০।১১০)

কৃষ্ণোঽপি কুন্দলতিকা-নয়নেঙ্গিতজ্ঞঃ
স্বৌৎসুক্যমুৎপ্রকটয়ন্নিজবংশিকাপ্ত্যৈ।
পার্শ্বাগতঃ শিত-কটাক্ষশরৈঃ প্রিয়ায়াঃ
স্তব্ধো ভবন্ননুগয়া স তয়া বভাষে ॥ ৩৮৭ ॥

(গোবি০ ১০।১১১)

তাহা হইলে উৎকোচ ব্যতিরেকেও শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া দিতাম। (৩৮৫) সখি বিশাখে! এস্থলে মুরলীচোর যে কে তুমি তাহা নিশ্চয়রূপে অবগত আছ, অতএব কাহার নিকট বংশী রহিয়াছে বলিয়া দাও এবং এইসকল রত্ননিচয় গ্রহণ কর, যদি তুমি অনুকূল হও, তবে নিশ্চয়ই মুরলী নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের হস্তগত হইবে। (৩৮৬) হয় তুমি অগ্রে উৎকোচ গ্রহণ কর কিংবা পূর্ব্বেই বংশীর অনুসন্ধান করিয়া দাও, শ্রীকৃষ্ণ এবং তোমার এই উভয়ের বংশী ও উৎকোচ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বংশী এবং তোমার উৎকোচ (ঘুষ) লাভ-বিষয়ে আমি মধ্যস্থ রহিলাম।' (৩৮৭) তখন শ্রীকৃষ্ণও কুন্দলতার নয়নের ইঙ্গিত বুঝিয়া স্বীয় বংশীলাভে স্বব্যগ্রতা প্রকটন-পূর্বক প্রিয়তমার পার্শ্বে আগমন করিয়া যখন তদীয় তীক্ষ্ণ কটাক্ষশরে স্তব্ধ হইলেন,

নিজশ্যামরসো বংশ্যাং যস্ত্বয়া ন্যস্ততেঽত্র সঃ।
বিশ্বং কৃষ্ণরুচিং কুর্বন্ ভাতি বিন্দুতয়া স্থিতঃ ॥ ৩৮৮ ॥
(গোবি০ ১০।১১২)

হৃত্বা তে রাধয়া বংশী বিন্দুচ্যাবাদ্বশীকৃতা।
বিন্দুঃ স্বচিবুকে লগ্নোঽপ্যজ্ঞাতত্বান্ন গোপিতঃ ॥ ৩৮৯ ॥
(গোবি০ ১০।১১৩)

বংশ্যাশ্চিহ্নবিন্দুমেনং ত্বয়াদৌ
দিষ্ট্যা দৃষ্টং স্বাধরেণাহরাশু।
পশ্চাজ্জিত্বা ন্যায়তস্তাং গৃহীত্বা
দণ্ডোৎকোচাবপ্যমূং দণ্ডয়োক্তৌ ॥ ৩৯০ ॥
(গোবি০ ১০।১১৪)

তখনই পশ্চাদ্বর্ত্তিনী কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন,—(৩৮৮) "কৃষ্ণ! তুমি যে এই বংশীতে শ্যামরস বিন্যাস করিয়াছ, সেই শ্যামরসই এই বিশ্বকে শ্যামরুচি করিতেছে, অথবা বিশ্বকে শ্যামকান্তি করায় এই শ্যামরস শ্রীরাধার চিবুকে বিন্দুরূপে অবস্থিত হইয়া শোভা পাইতেছে। (৩৮৯) বংশীর বিন্দু না থাকাতে শ্রীরাধা ত্বদীয় বংশীকে হরণপূর্বক নিজায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ যেরূপ মণি ও ঔষধাদিযুক্ত ব্যক্তি কাহারও বশবর্ত্তী হয় না, কিন্তু মণি ও ঔষধাদিযুক্ত না হইলে তেজঃপ্রভাবাদি পরিত্যাগ করিয়া পরবশ হয় এবং মণি হৃত হওয়ায় অশ্বত্থামা যেরূপ বশীভূত হইয়াছিল, তদ্রূপ পরম ঔষধিস্বরূপ সেই বিন্দু অপগত হওয়ায় বংশী অপহৃত হইয়াছে; কিন্তু অজ্ঞানপ্রযুক্ত শ্রীরাধা বিন্দুকে সংগোপন করেন নাই, কেবল বংশীকেই গোপন করিয়াছেন। (৩৯০) হে শ্রীকৃষ্ণ! বড় সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তুমি প্রথমেই বংশীর চিহ্ন এই বিন্দু দেখিতে পাইলে। যাহা হউক, শীঘ্র স্বীয় অধর দ্বারা ঐ বিন্দু আহরণ কর। পশ্চাৎ ন্যায়সঙ্গতভাবে জয়পূর্ব্বক বংশী গ্রহণ করিয়া পূর্বে কথিত বংশীর উদ্দেশকারীকে উৎকোচ ও বংশীচোরকে দণ্ড

সিদ্ধৈব সা মুরলিকা তব রাধিকায়াং
তাং ত্বং গৃহাণ নহি বা মম নাত্র হানিঃ।
উৎকোচমর্থয়তি মাং ত্বরিতং বিশাখা-
মুষ্যৈ প্রতিশ্রুতধনং বিতরাগ্রতো মে ॥ ৩৯১ ॥
(গোবি০ ১০।১১৫)

মুদ্রামাদৌ বংশিকায়া গৃহীত্বা, দাস্যাম্যস্মৈ ত্বৎকৃতোৎকোচমাশু।
পশ্চাদ্বংশীং দণ্ডমুৎকোচমেতাং, কারাকুঞ্জে দণ্ডয়াম্যত্র রুদ্ধা ॥৩৯২
(গোবি০ ১০।১১৬)

ইতি ব্রুবাণং দয়িতান্তিকাগতং
কৃষ্ণং সমীক্ষ্যাধরদংশনোদ্যতম্।
তং বারয়ন্তী ললিতা মৃষারুষা
মধ্যং তয়োরেত্য জগাদ সস্মিতম্ ॥ ৩৯৩ ॥
(গোবি০ ১০।১১৭)

প্রদান কর।' এক্ষণে এই শ্রীরাধাকে দণ্ড দিয়া উদ্দেশকারীকে দানার্হ উৎকোচ-স্বরূপ ইহার নিকট হইতে অঙ্গমালা ও মণিমালা প্রভৃতি গ্রহণ কর। (৩৯১) তোমার সেই মুরলী শ্রীরাধার সমীপেই নিশ্চিত রহিয়াছে, তাহা তুমি গ্রহণ কর বা না কর, তাহাতে আমার কোন হানি নাই। পরন্তু এই বংশীর উদ্দেশ-কারিণী বিশাখা মৎসকাশে উৎকোচ চাহিতেছেন। অতএব আমার সম্মুখেই বিশাখাকে সেই প্রতিশ্রুত উৎকোচ ধন অর্পণ কর।' (৩৯২) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—'আমি প্রথমতঃ বংশীর মুদ্রা অর্থাৎ চিবুকে সংলগ্ন বিন্দুকে গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ এই বিশাখাকে তোমার কৃত উৎকোচ সত্বরই প্রদান করিব, পরে এই শ্রীরাধাকে নিকুঞ্জ-কারাভবনে রোধ করিয়া বংশী এবং বিশাখার প্রতি প্রদত্ত উৎকোচ দণ্ড করিব অর্থাৎ ইহাঁকে দণ্ড দিয়া বংশী গ্রহণ করিব।' (৩৯৩) শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া প্রিয়তমার নিকট আগমন-পূর্ব্বক

মিত্রার্চনা নাদ্য কৃতানয়াস্যাঃ
ক্ষতেন মালিন্যমহো বিধাতুম্।
হঠাৎ প্রবৃত্তোঽস্যপযাহি কিন্তে
ভীতি র্ন দেবান্ন চ লোকধর্মাৎ ? ৩৯৪ ॥
(গোবি০ ১০।১১৮)

হরিস্তামাহ হে রাধে ! মদ্দন্তানাং মমাপি ন।
দোষোঽয়ং কিন্তু তে বিন্দুর্যদ্বহিঃ প্রকটং ধৃতঃ ॥ ৩৯৫ ॥
(গোবি০ ১০।১১৯)

চিবুকমনুবসন্নপ্যেষ বিন্দুর্ভয়াত্তে
পরিচিত-নিজমিত্রং মাং সমীপে সমীক্ষ্য।
সপদি দশনদুর্গে সংপ্রবিষ্টোঽস্য সঙ্গা-
চ্ছশিমুখি ! দশনা মে দংশনাস্তে বভূবুঃ ॥ ৩৯৬ ॥
(গোবি০ ১০।১২০)

অধর-দংশনে উদ্যত হইলে তদ্দর্শনে ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করিবার জন্য শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের মধ্যে আগমন করিয়া মিথ্যা ক্রোধে ও সুস্মিতবদনে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—(৩৯৪) 'কি আশ্চর্য্য ! শ্রীরাধা অদ্য শ্রীসূর্য্যের পূজা করেন নাই ; তুমি কিনা ইহাঁর দন্তাঘাতজন্য ক্ষত দ্বারা মালিন্য বিধান করিতে হঠাৎ প্রবৃত্ত হইলে ! শীঘ্র পলায়ন কর, দেবতা ও লোকধর্ম হইতে তোমার ভয় নাই কি ?' (৩৯৫) শ্রীকৃষ্ণ ললিতার এই নিবারণবাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধাকে বলিলেন—'রাধে ! এ বিষয়ে আমার দন্তসমূহের অথবা আমার কোন অপরাধ নাই ; পরন্তু তুমি যখন সুস্পষ্টরূপে বাহিরে বিন্দু ধারণ করিয়াছ, তখন এদোষ তোমারই জানিবে।' (৩৯৬) শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া বলপূর্ব্বক অধরপান ও চিবুকের বিন্দু বিলুপ্ত করিয়া শ্রীরাধাকে কাহিলেন—'হে শশিমুখি ! এই বিন্দু ত্বদীয়

তাং কুন্দবল্ল্যাহ সুচিত্রকাব্যে, ব্যদর্শি বিন্দুচ্যুতকে স্বশক্তিঃ।
ত্বয়ের্ষয়া সাভ্যধিকামুনাপি, বিন্দ্বাগমে তত্র কবীশ্বরেণ ॥ ৩৯৭ ॥
(গোবি০ ১০।২১)

বিবৃত-স্বগুণোৎকর্ষে গুণিনি গুণজ্ঞা ন দোষমায়ান্তি।
প্রীণন্ত্যস্মিংস্তস্মান্ মণ্ডয় মণিমালয়া ত্বমমুম্ ॥ ৩৯৮ ॥
(গোবি০ ১০।২২)

দেবর-শিশিরগুণৈর্যৎ সম্প্রতি সখি ! কুন্দবল্লি ফুল্লাসি।
স্বদশন-কুসুমৈঃ পূজয় তদধরমরুণং ত্বমেবাস্য ॥ ৩৯৯ ॥
(গোবি০ ১০।২৩)

চিবুকে সুন্দররূপে বাস করিলেও বর্ণসাম্যপ্রযুক্ত পরিচিত নিজমিত্র আমাকে স্বসন্নিধানে সন্দর্শন করিয়া তোমার ভয়ে অকস্মাৎ আমার দশনরূপ দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ স্বীয় মাধুর্য্যদ্বারা আমার দন্তশ্রেণীকে চুম্বন করিতে বাসনা করিয়াছে। অতএব এই বিন্দুর গুণ হইতেই আমার দশন (দন্ত) দংশন হইয়াছে অর্থাৎ দশনই বিন্দুসহযোগে দংশন হইয়াছে।' (৩৯৭) অনন্তর কুন্দলতা শ্রীরাধাকে বলিলেন—'রাধে ! তুমি কবিগণের মধ্যে প্রধানা, সুতরাং বিন্দুচ্যুতক অর্থাৎ বিন্দু যাহাতে চ্যুত হয় তন্নামক সুন্দর চিত্রকাব্যে স্বীয় কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছ: একারণ কবিবর শ্রীকৃষ্ণও ঈর্ষাপ্রযুক্ত বিন্দ্বাগম (বিন্দুর আগম) নামক চিত্রকাব্যে দশনস্থানে দংশন-করণরূপ ততোধিক স্বীয় কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকৃতার্থ এই যে, তুমি চিবুকের কস্তুরীবিন্দু চুম্বন করিতে দিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণও চুম্বন করিয়াছেন। (৩৯৮) অপর যদি গুণিজন স্বীয় গুণের উৎকর্ষ প্রকাশ করেন, গুণজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে দোষস্বীকার করেন না, প্রত্যুত গুণিজনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। সুতরাং তুমি মণিমালায় (দন্তাঘাতে)এই শ্রীকৃষ্ণকে

রুষ্টেব কুন্দলতিকাবদদচ্যুতং সা
সেয়ং হরেঽতিমুখরা মুখরা-সুনপ্ত্রী।
এষা সদৈব ললিতা প্রখরা ত্বয়া সা
লভ্যা কথং নু মুরলী মৃদুভীরুণাত্র ॥ ৪০০ ॥
(গোবি০ ১০।১২৪)

এতাঃ প্রগল্‌ভাঃ কুটিলা বহ্ব্যস্ত্বং মৃদুরেকলঃ।
সংরক্ষ্য বস্ত্রালঙ্কারং তদিতঃ স্বসখীন্ ব্রজ ॥ ৪০১ ॥
(গোবি০ ১০।১২৫)

পরপুরুষ-গৃধ্নুচিত্তা ধর্মাধর্মগ-বিচার-রহিতাশ্চ।
মামপি তন্নিজসঙ্গে কৃতার্থয়িতুমুদ্যতা এতাঃ ॥ ৪০২ ॥
(গোবি০ ১০।১২৬)

বিভূষিত কর।' (৩৯৯) শ্রীরাধা কহিলেন—'হে সখি কুন্দলতে! সম্প্রতি তুমি যখন দেবরের সুস্নিগ্ধগুণে প্রফুল্ল হইয়াছ, তখন তুমি শ্রীকৃষ্ণের অধররূপ সূর্য্য স্বীয় দশনকুসুম দ্বারা পূজা কর।' (৪০০) তখন কুন্দলতা যেন ক্রোধ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—'কৃষ্ণ! এই শ্রীরাধা মুখরার সুন্দরী দৌহিত্রী, সুতরাং নিজেও অতিশয় মুখরা এবং ললিতাও সর্বদাই প্রখরা, কিন্তু তুমি মৃদুস্বভাবসম্পন্ন ও ভীরু; অতএব এক্ষণে কিরূপে সেই মুরলী লাভ করিবে অর্থাৎ তুমি যদি প্রগল্‌ভ হইতে পার, তাহা হইলেই মুরলী পাওয়া যাইবে নতুবা পাওয়া সুকঠিন হইবে। (৪০১) আর দেখ, এই গোপীসকল প্রগল্‌ভা, তাহাতে আবার কুটিলা ও বহুসংখ্যক, তুমি মৃদুস্বভাব অথচ একাকী, অধিকন্তু তোমার যে মুরলী সম্বল ছিল, তাহাও গিয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি বস্ত্র ও অলঙ্কার রক্ষা করিয়া এখান হইতে গোচারণনিমিত্ত স্বীয় সখাগণের নিকট প্রস্থান কর। (৪০২) পরপুরুষে লুব্ধচিত্তা এবং ধর্মাধর্ম-বিচারহীনা এই গোপাঙ্গনাসকল আমাকেও আপনাদের সঙ্গে সমান করিতে

যাসাং স্বধর্মনিষ্ঠানাং সাধ্বীনামমলাত্মনাম্।
বালেন দেবরেণাপি সম্ভাষণমসাম্প্রতম্ ॥৪০৩॥
(গোবি০ ১০।১২৭)

তা নঃ সংদূষয়ন্ত্যেতা দুরুক্ত্যা যামি তদ্ গৃহম্।
দত্ত্বা মোচয় মাং বন্ধাদ্ বিশাখায়ৈ প্রতিশ্রুতম্ ॥৪০৪॥
(গোবি০ ১০।১২৮)

ততো হসন্নাহ হরির্বিশাখা,-মেহ্যেহি রত্নানি গৃহাণ সাধ্বি !
ইতীরয়ংস্তাং পরিষস্বজেঽসৌ, সখ্যো হসন্ত্যঃ পরিবব্রুরেনম্ ॥৪০৫
(গোবি০ ১০।১২৯)

তাভিস্তদাস্মিন্ কলহায়মানে, কোলাহলে প্রোচ্ছলিতে চ রাধা।
প্রযত্ন-সংমূকিত-ভূষণালী, প্রবিশ্য কুঞ্জান্তরভূন্নিলীনা ॥ ৪০৬ ॥
(গোবি০ ১০।১৩০)

উদ্যত হইয়াছে। (৪০৩-৪০৪) দেবর বালক হইলেও তাহার সহিত মাদৃশ স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও অমলস্বভাবা পতিব্রতাগণের সম্ভাষণ করা উপযুক্ত নহে। ইহারা আমাদিগকে আবার দুর্বাক্য বলিয়া দূষিত করিতেছে, অতএব আমি গৃহে যাইতেছি। বিশাখাকে তুমি যে উৎকোচ-প্রদানে প্রতিশ্রুত ছিলে, তাহা প্রদান করিয়া আমাকে বন্ধন হইতে মোচন কর।' (৪০৫) তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে বিশাখাকে বলিলেন— "সাধ্বি ! এস এস রত্নসকল গ্রহণ কর" এই কথা বলিতে বলিতে বিশাখাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন সখীগণও হাস্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গিয়া সংবেষ্টন করিলেন। (৪০৬) ঐসময়ে সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইলে উচ্চ কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। শ্রীরাধা তখন সযত্নে ভূষণগুলিকে নিঃশব্দ করিয়া কুঞ্জমধ্যে প্রবেশপূর্বক লুক্কায়িত হইয়া

তাবৎ সশঙ্কা তুলসী তু বংশীং
বৃন্দান্বিতং কুঞ্জমগাদ্ গৃহীত্বা ।
বৃন্দাপ্যুপাদায় করাত্ততোঽস্যা
নিধায় বংশীং হৃদি তামবাদীৎ ॥ ৪০৭ ॥

(গোবি০ ১০।১৩১)

বংশোত্তংসা বংশিকেঽসি ত্বমেকা
সদ্বংশানাং ক্ষুদ্রবংশোদ্ভবাপি ।
যা লীলানাং হেতুরেতাদৃশীনা-
মাসীদ্রাধাকৃষ্ণয়োরদ্ভুতানাম্ ॥ ৪০৮ ॥

(গোবি০ ১০।১৩২)

ততঃ সখীহাস-বিলোলনেত্রা
সগদ্গদং কৃষ্ণমধিক্ষিপন্তী ।
তদ্বাহুবন্ধান্নিবিড়াৎ প্রযত্নান্
নির্গত্য রোষাদবদদ্ বিশাখা ॥ ৪০৯ ॥

(গোবি০ ১০।১৩৩)

রহিলেন। (৪০৭) তখন তুলসী শঙ্কিতা হইয়া বংশী গ্রহণ-পূর্বক যে কুঞ্জে বৃন্দাদেবী অবস্থান করিতেছেন, সেই কুঞ্জে প্রস্থান করিলেন এবং বৃন্দাদেবীও তুলসীর হস্ত হইতে বংশী গ্রহণ করত নিজের বক্ষঃস্থলে সংস্থাপন করিয়া বংশীকে কহিলেন,—(৪০৮) 'হে বংশিকে ! সদ্বংশগণের মধ্যে তুমি ক্ষুদ্রবংশোদ্ভবা হইয়াও বংশশ্রেষ্ঠা হইলে, কেননা তুমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের এতাদৃশ অদ্ভুত লীলাসমূহের কারণ হইয়াছ।' (৪০৯) অনন্তর বিশাখা সখীগণের হাস্যজন্য চঞ্চললোচনা হইয়া গদ্গদস্বরে শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করত অতি কষ্টে তাঁহার গাঢ় ভুজবন্ধন হইতে নির্গত হইয়া রোষভরে বলিতে লাগিলেন,—

ন স্মঃ স্বীয়াস্তৎকৃতৌ বা সহায়া
গ্রাহ্যং বিত্তং তে কথং নঃ পরস্থ।
তস্মাদর্থোদ্দেশিকায়ৈ নিজায়ৈ
দেহ্যেতত্ত্বং ভ্রাতৃপত্ন্যৈ শঠেশ !! ॥ ৪১০ ॥
(গোবি০ ১০।১৩৪)

কুন্দালি ! ত্বং কিং প্রগল্‌ভাপি মুগ্ধা
জাতা কস্মাদ্ যৎ স্বদেবৃধনং স্বম্।
হিত্বা মৌগ্ধ্যাদন্যদীয়ং চিকীর্ষু-
র্মালিন্যং নস্তেন কিংবা করোষি ॥ ৪১১ ॥
(গোবি০ ১০।১৩৫)

তামব্রবীৎ কুন্দলতা বিশাখে !
দদাত্যসৌ বো বরসুদ্বিজাভ্যঃ।
ধনং বদান্যো নিজধর্মবৃদ্ধ্যৈ
নিষিধ্য পাপং কিমহং বিদধ্যাম্ ? ॥ ৪১২ ॥
(গোবি০ ১০।১৩৬)

---

(৪১০) 'হে শঠরাজ ! আমরা তোমার আত্মীয় নহি এবং তোমার কার্য্যে সহায়ও নহি, তুমি পর, তোমার ধন কিরূপে আমাদের গ্রহণযোগ্য হইবে? অতএব তুমি অর্থের উদ্দেশকারিণী স্বীয় ভ্রাতৃজায়া কুন্দলতাকে গিয়া এই আলিঙ্গনরূপ ধন দান কর। (৪১১) অনন্তর বিশাখা কুন্দলতাকে কহিলেন— সখি কুন্দলতে ! তুমি প্রগল্‌ভা হইয়াও কেন মুগ্ধা হইলে ? যেহেতু স্বীয় দেবরের ধন পরিত্যাগ করিয়া মুগ্ধতাবশতঃ সেই ধনকে অপরের করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, সেই ধনে আমাদের কেন মালিন্যবিধান করিতেছ ?' (৪১২) তচ্ছ্রবণে কুন্দলতা বিশাখাকে কহিলেন—'বিশাখে ! এই দাতা কৃষ্ণ বরসুদ্বিজা (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট দন্তশালিনী, শ্লেষে উৎকৃষ্টা ব্রাহ্মণী) তোমাদিগকে

চেৎ প্রীতিদানমস্ত্বেদং কিং ভীতাঃ স্থঃ প্রতিগ্রহাৎ ?
গৃহীত্বা দ্বিগুণং কৃত্বা যূয়ং বিতরতাচিরাৎ ॥ ৪১৩ ॥
(গোবি০ ১০।১৩৭)

চিত্রাব্রবীদ্ধনমিদং নিজবেতনত্বাৎ
স্বীয়ং সখি ! ত্যজসি কিং পরকীয়বুদ্ধ্যা ?
আঢ্যাস্থনেন ন কৃতিস্তব চেৎ স্বসখ্যৈ
স্বস্যাগ্রতঃ সপদি দাপয় কুন্দবল্ল্যৈ ॥ ৪১৪ ॥
(গোবি০ ১০।১৩৮)

পুনঃ কৌন্দ্যব্রবীচ্চিত্রে ! স্বরত্নং দীয়তেঽমুনা।
নাঙ্গীকুরুত চেৎ কাস্য হানিস্তৎ স্বগৃহে স্থিতম্ ॥ ৪১৫ ॥
(গোবি০ ১০।১৩৯)

কৃষ্ণাদানং প্রদানন্তে ক্ষুদ্রাস্বেতাসু নোচিতম্।
সুকলঃ সুকলায়াং ত্বং রাধায়াং তত্তদাচর ॥ ৪১৬ ॥
(গোবি০ ১০।১৪০)

ধন দান করিতেছেন, আমি নিষেধ করিয়া কেন পাপ করিব ? (৪১৩) আর ইহা যদি 'শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসহকারে দান' এই জ্ঞান কর, তাহা হইলে কেন প্রতিগ্রহ হইতে ভীতা হইতেছ ? দান গ্রহণ করিয়া তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিগুণ বিতরণ কর।' (৪১৪) তখন চিত্রা বিশাখাকে কহিলেন—'সখি বিশাখে! স্বীয়বেতন হেতু এই ধন তোমার নিজের, পরকীয়-বুদ্ধিদ্বারা তাহা ত্যাগ করিতেছ কেন ? এই ধনে তুমি আঢ্যা অর্থাৎ পূর্ণা হইয়াছ। যদি এধনে তোমার কোন কার্য্য না থাকে, তাহা হইলে নিজের অগ্রবর্ত্তিনী স্বীয় কুন্দবল্লীকে উহা সত্বর প্রদান কর।' (৪১৫) কুন্দলতা কহিলেন—'চিত্রে ! এই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ধন প্রদান করিতেছেন, যদি তোমরা তাহা গ্রহণ না কর, তাহাতে ইঁহার হানি কি ? শ্রীকৃষ্ণের ধন

অন্বিষ্য তামথ দৃশা হরিরপ্যপশ্যন্
কুত্রাপ্যুবাচ ললিতাং ক্ব নু গোপিতাসৌ।
চৌরী ত্বয়া কুটিলয়া স্বসখী পুরো মে
আনীয়তামিতরথা ত্বমিহাসি দণ্ড্যা ॥ ৪১৭ ॥
(গোবি০ ১০।১৪১)

সাপ্যাহ প্রতিভূর্নাহং কা জানাতি ক্ব সা গতা।
কুরু রাজ্যং তয়াত্র ত্বং যোগ্যয়া যাম্যহং গৃহম্ ॥ ৪১৮ ॥
(গোবি০ ১০।১৪২)

একাব্রবীৎ সা স্বগৃহং প্রযাতা, পরাব্রবীৎ সূর্য্যসমর্চনায়ৈ।
অন্যাব্রবীন্মানসজাহ্নবীং তে, স্পৃষ্টাঽপবিত্রা পুনরাপ্লবায় ॥৪১৯॥
(গোবি০ ১০।১৪৩)

শ্রীকৃষ্ণের ঘরেই থাকুক।' (৪১৬) কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—'কৃষ্ণ! এই সকল ক্ষুদ্রজনে তোমার আদান-প্রদান করা সঙ্গত নহে, কেন না তুমি যখন সুকল (দাতা ভোক্তা), তখন সুকলা (দাত্রী ভোক্ত্রী) শ্রীরাধাতেই সেই সকল আদান-প্রদান আচরণ কর অর্থাৎ শ্রীরাধার দান তুমি ভোগ কর এবং তোমার দান তাঁহাকে ভোগ করাও।' (৪১৭) তচ্ছ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে অন্বেষণপূর্ব্বক দেখিতে না পাইয়া ললিতাকে কহিলেন—'ললিতে! তুমি অত্যন্ত কুটিলা, তোমার সখী চৌরী শ্রীরাধাকে কোথায় গোপন করিয়া রাখিলে? তাঁহাকে আমার সম্মুখে লইয়া আইস। যদি না আনয়ন কর, তাহা হইলে তোমার প্রতি যথোচিত দণ্ডবিধান করিব।' (৪১৮) তচ্ছ্রবণে ললিতা কহিলেন—'আমি তাহাতে সাক্ষিণী নহি, কে জানে তিনি কোথায় গিয়াছেন, তোমার রাজ্যকরণযোগ্যা শ্রীরাধার সহিত তুমি এস্থানে রাজ্য কর, আমি গৃহে চলিলাম।' (৪১৯) তখন কোন এক

ইত্যালীভিঃ প্রলব্ধোঽসৌ পশ্যন্ কুন্দলতাননম্।
তয়া দৃশা নিকুঞ্জায় প্রেরিতস্তং প্রবিষ্টবান্॥ ৪২০ ॥
(গোবি০ ১০।১৪৪)

তস্মিন্ প্রবিষ্টেঽথ নিকুঞ্জ-গহ্বরং
চতুর্ষু সখ্যোঽথ স-কুন্দবল্লিকাঃ।
বদ্ধা লতাপাশচয়ৈঃ কবাটিকা-
দ্বারেষু কুঞ্জাঙ্গন এব তাঃ স্থিতাঃ ॥ ৪২১ ॥
(গোবি০ ১০।১৪৫)

কান্তং বীক্ষ্যান্তিকায়াতং সাপসর্ত্তুং কৃতোদ্যমা।
অলব্ধনির্গমা দ্বার্ষু তল্পং নীতামুনা বলাৎ ॥ ৪২২ ॥
(গোবি০ ১০।১৬৬)

সখী কহিলেন—'শ্রীরাধা গৃহে প্রস্থান করিয়াছেন।' অন্য একজন সখী কহিলেন—'শ্রীসূর্য্যদেবের পূজার নিমিত্ত গিয়াছেন' এবং অন্য এক সখী কহিলেন, 'তুমি শ্রীরাধাকে স্পর্শ করিয়াছ বলিয়া তিনি অপবিত্রা হইয়া পুনর্ব্বার স্নান করিবার নিমিত্ত মানসগঙ্গায় গমন করিয়াছেন।'

শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জে প্রবেশ ও বিবিধ বিলাসাদি

(৪২০) শ্রীকৃষ্ণ এইপ্রকার সখীগণকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া কুন্দলতার মুখের প্রতি অবলোকন করিতে লাগিলে তিনি নিকুঞ্জগৃহ-গমনে ইঙ্গিত করায় শ্রীকৃষ্ণ তথায় গিয়া প্রবেশ করিলেন। (৪২১) তৎপর শ্রীকৃষ্ণ নিকুঞ্জগহ্বরে প্রবিষ্ট হইলে কুন্দলতার সহিত সখীগণ লতাপাশসমূহে চারিদিকের কবাট বন্ধ করিয়া কুঞ্জ-প্রাঙ্গণে অবস্থিত রহিলেন। (৪২২) তখন শ্রীরাধা স্বকান্তকে নিকটে সমাগত সন্দর্শন করিয়া পলায়ন করিতে কৃতোদ্যমা হইয়াও যখন দ্বার প্রাপ্ত হইলেন না, তখন শ্রীকৃষ্ণ

স্মরদাব-প্রতপ্তোঽসৌ রাধাং সুরতরঙ্গিণীম্।
রহোলব্ধ্বা যথাবাঞ্ছং রেমে কৃষ্ণমতঙ্গজঃ ॥ ৪২৩ ॥
(গোবি০ ১০।১৪৭)

ভ্রূভেদঃ স্মিতসংবৃতো নহি নহীত্যুক্তির্মদেনাকুলা
বিশ্রান্তোদ্ধতি-পাণিরোধরচনং শুষ্কং তথা ক্রন্দনম্।
স্পষ্টো যঃ সখি ! রাধয়া মুহুরয়ং সঙ্গোপনোপক্রমো
ভাবস্তেন হৃদি স্থিতো মুরভিদি ব্যক্তঃ সমন্তাদভূৎ ॥ ৪২৪ ॥
(বি০ ৭।৩৯)

প্রাতিকূল্যমিব যদ্ বিবৃণ্বতী, রাধিকা রদনখার্পণোদ্ধুরা।
কেলিকর্ম্মণি গতা প্রবীণতাং, তেন তুষ্টিমতুলাং হরির্যযৌ ॥৪২৫॥
(বি০ ৭।৪০)

বলপূর্ব্বক তাঁহাকে শয্যায় লইয়া গেলেন। (৪২৩) অনন্তর উন্মত্ত মতঙ্গজ যেমন দাবানলে সন্তপ্ত হইয়া স্বেচ্ছানুসারে জলবিহার করিয়া থাকে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণরূপ মতঙ্গজ কন্দর্পরূপ দাবানলে প্রতপ্ত হইয়া নির্জনে রাধারূপ সুরতরঙ্গিণীকে লাভ করিয়া যথেচ্ছ রমণ করিতে লাগিলেন। (৪২৪) শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বীয় হৃদয়স্থ ভাব বারম্বার গোপন করিতে যতই উপক্রম করিতেছিলেন, ততই তাহাতে গোপন না হইয়া বরং ঐভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল অর্থাৎ শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি অসম্মতিসূচক ভ্রূর বক্রিমা করিতেছিলেন, তাহা ঈষৎ হাস্য-সম্মিলিত হওয়াতে পরম-সম্মতি প্রকাশ করিতেছিল, 'না না' এই নিষেধোক্তি মদেতে আকুলতা-প্রযুক্ত স্বরভঙ্গ হওয়ায় সম্মতি প্রকাশ করিতেছিল, হস্তরোধরচনা অনভি-প্রায়-প্রকাশকারিণী হইলেও করস্পর্শজাত হর্ষ অর্থাৎ পুলকিত হস্তদ্বয়ের ঔদ্ধত্য শক্তির অভাব নিমিত্ত পরম অভীষ্ট প্রকাশ করিতেছিল, ক্রন্দন

তদা তামুদ্ধৃত্যোরসি ভুজবলাদুচ্ছলদুরু-
স্ফুরজ্জঙ্ঘাগ্রীবাপদমতি-ননোক্ত্যা কুটিলিতাম্ ।
স্মরশ্চাপং স্বং চাম্পকমিব সকম্পং সরসয়ন্
নটদ্বিদ্যুদ্‌বল্লীমিব নবঘনস্তল্পমবিশৎ ॥ ৪২৬ ॥
(কৃ০ ভা০ ৯।৬৪)

নীবীকঞ্চুকমুক্তিরোধ-বিচলদ্দোরুৎস্বনৎকঙ্কণা
বংশীং মে দদ দেহ্যলং মম-মমামেত্যুল্লসদ্‌গদ্‌গদাঃ ।
তারুণ্যাদিধনাত্মসাৎকৃতি-সুসংরক্ষোদ্‌গত-ব্যগ্রতা
উদ্যদ্ধার্ষ্ট্যভটাপসারিতধৃতিহ্রীবামতাস্থালয়ঃ ॥ ৪২৭ ॥
(গোবি০ ১০।৪৮)

দুঃখসূচক হইলেও শুষ্কত্ব-প্রযুক্ত দুঃখাভাব প্রকাশ করিতেছিল। (৪২৫) শ্রীরাধা কেলিকর্মে প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করত দন্ত ও নখাঘাতে উদ্ধতা হইয়া প্রতিকূলতার ন্যায় যাহা কিছু বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় তুষ্টি লাভ করিলেন। (৪২৬) অনন্তর শ্যামসুন্দর শ্রীরাধিকাকে বলপূর্ব্বক নিজ বক্ষঃস্থলের উপর ধারণ করিয়া সুরত-শয্যায় প্রবেশ করিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ বক্ষঃস্থলস্থিতা শ্রীরাধার বাম্যবশতঃ জঙ্ঘা, গ্রীবা ও পদ মুহুর্মুহুঃ উচ্ছলিত হইতে লাগিল এবং তিনি 'না, না, না' বলিয়া অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাদৃশ উচ্ছলন দেখিয়া বোধ হইল যেন নবঘনে বিদ্যুল্লতা নাচিতেছে। আরও বোধ হইল যেন কন্দর্প নিজ চম্পক-কুসুম-ধনু কাঁপাইয়া শব্দযুক্ত করিতেছে। (৪২৭) বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নীবি ও কঞ্চুলিকা মোচন করিতে লাগিলে শ্রীরাধাও হস্তদ্বারা তাহা অবরোধ করায় তখন বাহুসকলে বিচলিত করভূষণ-কঙ্কণাদি উচ্চ ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ "বংশীং মে দেহি" এই কথা বলিতে গিয়া কন্দর্পাবেশবশতঃ তাঁহার স্বরভঙ্গ হওয়ায় "দদ

আবির্ভূত-মিথোঽতিপৌরুষলসদ্ গাঢ়প্রয়োগোৎসবাঃ
সীৎকারাঞ্চিত-কণ্ঠকূজিত-সরৎপীযূষধারোৎকরাঃ।
অন্যোন্যাগ্রহ-নর্মপূর্বক-কৃতাকল্পাদিশোভা দ্বয়ো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরাঃ কুঞ্জে রহঃ-কেলয়ঃ ॥ ৪২৮ ॥

(গোবি০ ১০।১৪৯)

ক্রীড়াবসানমবধার্য্য ততঃ সমন্তাদ্
দ্রষ্টুং তয়োর্নিধুবনান্তবিলাসমুৎকাঃ।
আগত্য কুঞ্জমনু মুক্তকবাটবন্ধা-
শ্ছিদ্রেষু দত্তনয়নাঃ পরিতঃ স্থিতাস্তাঃ ॥ ৪২৯ ॥

(গোবি০ ১১।৪)

দেহি” এইরূপ দকারাধিক্যে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ; তদুত্তরে শ্রীরাধা “বংশী ময়ি নাস্তি” এই কথা বলিতে গেলে তাঁহার মুখারবিন্দ হইতে “মম মমা মা” এইপ্রকার মকারাধিক্যে উল্লাসবিশিষ্ট গদ্‌গদ বাক্যসকল উচ্চারিত হইতে লাগিল, তথা—শ্রীরাধাসম্বন্ধি তারুণ্যাদি ধনসমূহের শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আত্মসাৎকরণ-বিষয়ে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকৃত স্বীকারে এবং শ্রীরাধার তৎসুরক্ষণে অর্থাৎ শ্রীরাধাকর্ত্তৃক স্বকীয় তৎসমুদয়ের সংরক্ষণ-বিষয়ে ব্যগ্রতা-সকল উদ্‌গত হইতেছিল এবং ঐ কেলিতে সমুন্নত ধৃষ্টতারূপ সেনাপতি-কর্ত্তৃক ধৃতি, লজ্জা ও বামতাদিরূপ সখীসমূহ অপসারিত হইল। (৪২৮) এবং যে বিলাসে পরস্পরের অতিশয় পৌরুষে শোভমান প্রগাঢ় প্রয়োগসকলে মহান্ উৎসব আবির্ভূত হইতেছে, যে বিলাসে নায়িকার সীৎকার অর্থাৎ জিহ্বা ও দন্তধ্বনিযুক্ত কণ্ঠকূজনরূপ বহমান সুধাধারাসমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যে কেলিতে পরস্পর আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত পরস্পরকে গ্রহণ করায় পরিহাসপূর্ব্বক যে-সকল নখচিহ্নাদি সম্ভোগ-চিহ্নরূপ ভূষণ সম্পাদিত হইতেছে, নিকুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের এতাদৃশ গুপ্ত

আম্রেড়িতঃ স্বাঙ্গবিভূষণায় তৎ, কর্ত্তুং প্রবৃত্তোঽপ্যনয়া নিবারিতঃ।
সমুচ্ছলদ্‌বিভ্রময়া তদপ্যমুং, বিভূষয়ন্নাস তয়া স ভূষিতঃ ॥ ৪৩০ ॥
(গোবি০ ১১।৫)

সখীত্রপাকুণ্ঠিতনির্গমেচ্ছাং, চৌরীমিব ন্যায়জিতাং গৃহীত্বা।
করে বলাৎ ফুল্লবিলোচনোঽসৌ, কুঞ্জালয়াৎ প্রাঙ্গণমাসসাদ ॥৪৩১॥
(গোবি০ ১১।৭)

সঙ্কুচৎফুল্লনয়নৌ প্রাণপ্রেষ্ঠৌ পুরঃস্থিতৌ।
হৃষ্যন্ত্যঃ পরিবার্য্যাল্যঃ সখীমাহুঃ সসম্ভ্রমম্ ॥ ৪৩২ ॥
(গোবি০ ১১।৮)

ও মধুর বিলাসসমূহ জয়যুক্ত হউক। (৪২৯) তৎপরে সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ক্রীড়া-সমাপ্তি জানিতে পারিয়া রহস্যলীলার অবসানবিলাস দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া কুঞ্জে উপস্থিত হওত কুঞ্জের কবাটবন্ধন উন্মুক্ত করিলেন এবং কুঞ্জগৃহের ছিদ্রসকলের মধ্যে নয়ন অর্পণ করিয়া চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রহিলেন। (৪৩০) তখন শ্রীরাধা নিজাঙ্গসকল বিভূষিত করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে দুই তিনবার বলায় শ্রীকৃষ্ণ তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও শ্রীরাধা সমুচ্ছলিত বিভ্রমযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বেশরচনায় নিবারণ করিতে লাগিলেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিভূষিত করত নিজেও শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক বিভূষিত হইলেন। (৪৩১) তখন সখীগণের নিকট গমন-বিষয়ে লজ্জাবশতঃ যদিও শ্রীরাধার গমনেচ্ছা কুণ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্ল-লোচনে বিচার-পরাজিতা চৌরীর ন্যায় শ্রীরাধার কর ধারণ করিয়া নিকুঞ্জগৃহ হইতে প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (৪৩২) তখন সঙ্কুচিত-নেত্রা প্রাণ-প্রিয়তমা শ্রীরাধা ও প্রফুল্ল-নয়ন প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে সখীগণ হৃষ্ট হইয়া উভয়কে সংবেষ্টন করিয়া

মুঞ্চন্ত্যা নঃ কুত্র যাতং ভবত্যা
নাস্মাভিশ্চান্বিষ্য লব্ধা কুতোঽপি।
ধৃষ্টেনাসীৎ কামুনা বা প্রসঙ্গো
জাতাস্মাত্তে ভাগ্যতো নাভিভূতিঃ ॥ ৪৩৩ ॥
(গোবি০ ১১।৯)

নিশম্য তাসাং পরিহাসভঙ্গীং
নিশাম্য চাসৌ রতি-লক্ষণানি।
কান্তং নিজালীঃ প্রতি সূচয়ন্তং
হ্রিয়েৰ্য্যয়া চোচ্চলিতা তদাসীৎ ॥ ৪৩৪ ॥
(গোবি০ ১১।১০)

কান্তং হসন্তং কুটিলীকৃতভ্রূ,-শ্চলাধরা গদ্‌গদ-রুদ্ধকণ্ঠী।
সা তর্জনীচালনয়া ততর্জ, স্বালীর্হসন্তীরবদচ্চ ভঙ্গ্যা ॥ ৪৩৫ ॥
(গোবি০ ১১।১১)

সসম্ভ্রমে শ্রীরাধাকে কহিলেন—(৪৩৩) 'হে সখি! আমাদিগকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তুমি কোথায় গিয়াছিলে? তোমাকে অন্বেষণ করিয়া কোথাও পাইলাম না। এই ধৃষ্ট কৃষ্ণের সহিত কোথায় তোমার মিলন হইল? যাহা হউক, সৌভাগ্যবশতঃ এই শ্রীকৃষ্ণ হইতে তোমার পরাভব হয় নাই।' (৪৩৪) তখন শ্রীরাধা সখীগণের পরিহাসভঙ্গী শ্রবণ করিয়া এবং নিজসখী-বৃন্দের প্রতি রতিচিহ্ন-সূচনাকারী কান্তকে দেখিয়া সখীদিগের পরিহাসজন্য লজ্জা ও শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক রতিচিহ্ন-সূচনা-জন্য ঈর্ষাবশতঃ উচ্চলিতা হইলেন অর্থাৎ লজ্জা ও ঈর্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। (৪৩৫) অনন্তর কান্তকে হাসিতে দেখিয়া ভ্রূলতা কুটিল করত কম্পিতাধরে ও গদ্‌গদস্বরে রুদ্ধকণ্ঠী হইয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুলী সঞ্চালন-পূর্ব্বক কান্তকে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং নিজ-সখীগণকে হাসিতে দেখিয়া ভঙ্গীসহকারে তাঁহাগিকেও কহিতে

গৃহোন্মুখীং কর্ষথ বস্ত্রকর্ষং
লীনাং ক্বচিৎ সূচয়থাশ্বমুষ্মৈ।
সঙ্গে স্থিতাং খেদয়থামুনা মাং
সঙ্গঃ কথং বোঽথ ময়া বিধেয়ঃ ॥ ৪৩৬ ॥

(গোবি০ ১১।১২)

যুষ্মাভিরীরিত-সুমত্তভুজঙ্গবর্য্যা-
ন্মাং চঞ্চলাৎ সপদি কণ্টকবল্লিসখ্যঃ।
স্পর্শোৎসুকাদপসৃতাং চকিতাং ররক্ষুঃ
কুঞ্জাশ্চ রক্তসিত-সচ্ছতপত্রিকাশ্চ ॥ ৪৩৭ ॥

(গোবি০ ১১।১৩)

কুন্দবল্ল্যবদৎ সত্যং রাধে! তে নানৃতং বচঃ।
যত্তন্নিরোধজং চিহ্নং কৃষ্ণাঙ্গে দৃশ্যতে স্ফুটম্ ॥ ৪৩৮ ॥

(গোবি০ ১১।১৪)

লাগিলেন—(৪৩৬) 'হে সখীগণ! আমি গৃহগমনোদ্যতা হইলে তোমরা আমার বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ কর। আর যদি গুপ্তভাবে থাকি, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে সূচনা করিয়া দাও এবং তোমাদের সঙ্গে থাকিলেও তোমরা আমাকে এই শ্রীকৃষ্ণদ্বারা খেদান্বিত কর; অতএব কিরূপে আমি তোমাদিগের সঙ্গ বিধান করিব? (৪৩৭) তোমাদিগের প্রেরিত সুমত্ত, চঞ্চল ও স্পর্শোৎসুক এই কামুকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ হইতে আমি ভীতা হইয়া পলায়নপরা ও চকিতা হইলে কুঞ্জ, রক্তবর্ণ ও শুক্লবর্ণ প্রশস্ত পদ্ম এবং কণ্টকলতা ইহারা সকলে সখীরূপে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল।' (৪৩৮) তখন কুন্দলতা কহিলেন—'রাধে! তোমার এই বাক্য সত্য; মিথ্যা নহে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে সেই নিরোধজনিত

তীক্ষ্ণৈঃ স্বকণ্টকনখৈশ্চটুলাভিরাভি-
স্ত্বদ্গোপনায় বপুরস্য লতাসখীভিঃ।
আচোটিতং সখি ! তদৌপয়িকং তদেত-
চ্চিত্রং ত্বিদং তদধিকং যদিদং তবাপি ॥ ৪৩৯ ॥
(গোবি০ ১১।১৫)

গোপাঙ্গনাগণরতে রতিলম্পটস্য
চন্দ্রাবলের্ধৃতিরুরস্থলমস্য যুক্তা।
যত্ত্বং বিভর্ষি হৃদি তা মহিতামপীদং
চিত্রং পরং সখি ! বদাত্র চ তত্র হেতুম্ ॥ ৪৪০ ॥
(গোবি০ ১১।১৬)

তামাললাপ ললিতা কুরু মাঽত্র শঙ্কাং
পুংসঃ পরাদতিচলাদ্ভয়বিক্রতানাম্।
স্পর্শোৎসুকাদ্বপুষি সাধ্বি ! কথং সতীনাং
দারিদ্র্যমস্তু বনকণ্টকজ-ক্ষতানাম্ ॥ ৪৪১ ॥
(গোবি০ ১১।১৭)

চিহ্ন সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। (৪৩৯) আরও বলি, সখি রাধে ! এই চঞ্চললতারূপিণী সখীগণ তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিজের কণ্টকরূপ সুতীক্ষ্ণ নখদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ যে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে, তাহা উচিত, কিন্তু ঐ লতাসকল তোমার রক্ষাকারিণী হইয়াও কৃষ্ণাঙ্গ-অপেক্ষায় ত্বদীয় শরীর যে সমধিকরূপে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে, ইহাই অতি আশ্চর্য্য। (৪৪০) অপর—যিনি গোপাঙ্গনাগণে রতিবিধান করেন এবং যিনি অত্যন্ত লম্পট, সেই শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে চন্দ্রাবলীর (নখচিহ্নরূপ চন্দ্রশ্রেণীর, শ্লেষে চন্দ্রাবলী নাম্নী যে ব্রজাঙ্গনা, তাঁহার) ধারণ, ইহা উপযুক্ত।

তৃপ্ত্যৈ মুরারেরথ রাধিকায়া
মাধুর্য্যকর্পূর-সুবাসিতাং স্বাম্।
বিধাতুকামাঃ কবিতা-রসালাং
তয়া নিষিদ্ধাঃ কুটিলভ্রুবাপি ॥ ৪৪২ ॥

(গোবি0 ১১।১৯)

সংফুল্লগোবিন্দ-মুখারবিন্দ-
মন্দস্মিতামন্দ-মরন্দসিক্তাঃ।
তদিঙ্গিতজ্ঞাঃ ক্রমতশ্চলাক্ষীং
তাং বর্ণয়ন্ত্যো জহসুর্বয়স্যাঃ ॥ ৪৪৩ ॥

(গোবি0 ১১।২০)

কিন্তু তুমি যে দ্বেষকারিণী সেই চন্দ্রাবলীকে স্বীয় হৃদয়ে ধারণ করিতেছ, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য। যাহা হউক সখি রাধে! তুমি আপনার হৃদয়ে চন্দ্রাবলীকে বহন করিতেছ এবং কণ্টকনিচয়ে তোমার দেহ যে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, ইহার কারণ কি, বল।' (৪৪১) ললিতা কুন্দলতাকে কহিলেন—'সাধ্বি কুন্দলতে! অতিচঞ্চল স্পর্শোৎসুক পরপুরুষের ভয়ে পলায়নপরা সতী নারীগণের বনকণ্টকজন্য ক্ষত-চিহ্নসমূহের অভাব কেন হইবে? তাঁহাদিগের শরীরে অবশ্য কণ্টকজন্য ক্ষত হইয়াই থাকে।' (৪৪২-৪৪৩) অতঃপর সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত স্বীয় কবিতারূপ রসালা অর্থাৎ শিখরিণীকে শ্রীরাধার মাধুর্য্যরূপ কর্পূর-দ্বারা সুবাসিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীরাধার কুটিল দৃষ্টিতে নিবারিত হইয়াও শ্রীগোবিন্দের প্রফুল্ল মুখপদ্মের সুমধুর হাস্যরূপ মকরন্দে অভিষিক্ত হওত তদীয় ইঙ্গিত বিদিত হইয়া যথাক্রমে চঞ্চলাক্ষী শ্রীরাধাকে বর্ণন করত হাস্য করিতে লাগিলেন।

ক্ষয়িষ্ণুং তং হিত্বা শশজঠরমিন্দুং মিতকলং
সদাপূর্ণানঙ্কাবিগণিতকলানামঘভিদঃ।
কলাভির্বহ্বীভিঃ করনখ-বিধূনাং নিজতনূ-
মলঞ্চক্রেঽস্যাঃ কিং স্তনগিরিশ-লিঙ্গদ্বয়মিদম্ ॥৪৪৪॥
(গোবি০ ১১।২৫)

নাভির্লোমাবলিরুরসিজদ্বন্দ্বমাস্যং বিভাতি
শ্রীরাধায়ামিতি বিধিকৃতা পশ্যতাং ভ্রান্তিরেষা।
সত্যং সান্দ্রামৃতময়সরস্যেকনালোত্থমজ্জ-
দ্বন্দ্বং শশ্বৎ করপরিচয়ৈর্মীলয়ন্ দীব্যতীন্দুঃ ॥ ৪৪৫ ॥
(গোবি০ ১১।৪৩)

শ্রীরাধাঙ্গ-বর্ণনাদি

(৪৪৪) তৎপরে হাস্যবিকাশে যাঁহার দন্তপংক্তির শোভা প্রকাশ পাইতেছে, সেই বিশাখা শ্রীকৃষ্ণের হর্ষনিমিত্ত কহিলেন—'শ্রীরাধার এই স্তনরূপ শিবলিঙ্গদ্বয় পরিমিতকলাশালী, ক্ষয়শীল ও সকলঙ্ক শশাঙ্ককে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বদা পূর্ণ অকলঙ্ক অক্ষয়-কলাযুক্ত কর-নখচন্দ্রের বহুতর কলাদ্বারাই কি স্বীয় কলেবরকে ভূষিত করিয়াছেন?' (৪৪৫) তখন কাঞ্চনলতা নামে সখী শ্রীরাধাকর্ত্তৃক নয়নেঙ্গিতে নিবারিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক ভ্রূভঙ্গীতে প্রেরিত হইয়া স্পষ্টাক্ষরে রাধানাম গ্রহণ করিয়া বর্ণন করিতে লাগিলেন—'অহো! শ্রীরাধাতে নাভিহ্রদ ও তদুপরি রোমাবলী, তদুপরি স্তনদ্বয় ও তাহার উপর মুখমণ্ডল শোভা পাইতেছে। এই নাভি প্রভৃতি দর্শন করিয়া জনগণের সত্যসত্যই বিধিকৃত ভ্রান্তি হইয়া থাকে এই যে, নিবিড়তর সুধাসরোবরে একটী মৃণালে সমুদ্ভূত দুইটি কমলকে চন্দ্র যেন পুনঃ পুনঃ স্বীয় হস্তস্পর্শে মুদ্রিত করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন।'

নাভিঃ কুণ্ডং ত্রিবলিবিততির্মেখলা চাবলগ্নং
বেদির্লোমাবলিরপি জুহূঃ শ্রীকুচৌ ভদ্রকুম্ভৌ।
কামো যজ্বা সুজঘন-গলৌ পীঠশঙ্খৌ বকারে-
শ্চিত্তাকৃষ্টিঃ ফলমিহ বভৌ যজ্ঞশালাস্য রাধা ॥ ৪৪৬ ॥
(গোবি০ ১১।৪৫)

ভ্রূরোমাল্যৌ ধনুরসিলতে শ্রীকটাক্ষাঃ পৃষৎকা
বাহূ পাশৌ গল ইহ দরঃ শ্রীনিতম্বো রথাঙ্গম্।
দীব্যদ্গণ্ডৌ কনকফলকে শ্রীনখাশ্চাঙ্কুশাঃ শ্রী-
রাধা ভাতি স্মরনরপতেঃ শস্ত্রশালা বিশালা ॥ ৪৪৭ ॥
(গোবি০ ১১।৪৭)

রাধায়াঃ সুতনুঃ সুধা-সুরধুনী বাহূ বিসে সংস্তনৌ
কোকৌ শ্রীমুখ-নাভি-পাণিচরণাঃ পদ্মানি বক্রালকাঃ।
রোলম্বা মধুরস্মিতঞ্চ কুমুদং নেত্রে তথেন্দীবরে
রোমালী জলনীলিকেহ লসতি শ্রীকৃষ্ণহৃৎ-কুঞ্জরঃ ॥ ৪৪৮॥
(গোবি০ ১১।৪৯)

---

(৪৪৬) মৃগলোচনা মাধবী বলিলেন—'যাঁহার নাভিই হোমকুণ্ড, তদুপরি ত্রিবলীবিস্তারই মেখলা, মধ্যদেশই বেদী, রোমাবলীই জুহূ (স্রুব), কুচদ্বয়ই মঙ্গলময় কুম্ভযুগল, কন্দর্পই যজ্ঞকর্ত্তা, নিতম্বই পীঠ অর্থাৎ আসন, কণ্ঠই শঙ্খ এবং শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ করাই ফলস্বরূপ, সেই শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞশালা-স্বরূপ হইয়াছেন।' (৪৪৭) বাসন্তী-নাম্নী সখী সেই ধন্যতমা বৃষভানুকন্যা শ্রীরাধার প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিতেছেন—'যাঁহার ভ্রূযুগল ধনু, রোমাবলী খড়্গ, শোভন কটাক্ষ বাণ, ভুজদ্বয় নাগপাশ, গলদেশ শঙ্খ, মনোহর নিতম্ব চক্র, গণ্ডযুগল সুবর্ণফলক ও সুন্দর নখশ্রেণী অঙ্কুশস্বরূপ সেই শ্রীরাধিকা, কন্দর্পের সুবিশাল অস্ত্রশালার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।

যো বালার্কবিকাশি-সুপ্তমধুপ-স্বর্ণাম্বুজৈকচ্ছদো
বিশ্রাম্যৎপিকহেমমন্দির-গবাক্ষাধোবিটঙ্কোঽপি যঃ।
তৌ রাধামদবিন্দুচারু চিবুকং দৃষ্ট্বা স্বসাম্যোৎসুকৌ
শ্রীকৃষ্ণাঙ্গুলি-সঙ্গসৌভগগুণৈর্ন্যক্কৃত্য বিভ্রাজতে ॥৪৪৯॥
(গোবি০ ১১।৭৭)

রাধায়াঃ কুঙ্কুমানাং পরিমলবিততির্নির্জিহীতেঽখিলাঙ্গা-
ন্নাভিভ্রূকেশনেত্রাদগুরুমৃগমদালিপ্তনীলোৎপলানাম্।
বক্ষঃশ্রোত্রাস্যনাসাকরপদযুগলাদিন্দুলিপ্তাম্বুজানাং
কক্ষশ্রোণীনখেভ্যো মলয়জরস-সংসিক্তসৎকেতকীনাম্ ॥৪৫০॥
(গোবি০ ১১।১১৭)

---

(৪৪৮) তখন শ্রীবৃন্দা বলিতে লাগিলেন—'শ্রীরাধার সুন্দর শরীর অমৃতময় গঙ্গা; ভুজযুগল মৃণাল, উত্তম স্তনদ্বয় চক্রবাক, শোভন মুখ, নাভি, হস্ত ও চরণ কমল, কুটিল অলককুল ভ্রমর, সুমধুর হাস্যই কুমুদ-পুষ্প, নয়ন-যুগলই ইন্দীবর, রোমাবলী শৈবালস্বরূপ এবং তাঁহার শরীরে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়রূপ কুঞ্জররাজ বিরাজ করিতেছেন। (৪৪৯) প্রভাতকালীন সূর্য্যকিরণে বিকাশশীল সুবর্ণকমলের একটী দলে ভ্রমর শয়ন করিয়াছে এবং হেমমন্দিরস্থ গবাক্ষের অধোদেশে কুলায়মধ্যে কোকিল বিশ্রাম করিতেছে, এই দুইই শ্রীরাধিকার কস্তুরীবিন্দুযুক্ত সুচারু চিবুক সন্দর্শন পূর্ব্বক স্বীয় সাদৃশ্য-বিষয়ে সমুৎসুক হইলে শ্রীরাধার চিবুক নিজাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুলী সম্মিলনরূপ সৌভাগ্যগুণে ঐ উভয় কমলদল ও স্বর্ণ-গবাক্ষকে তিরস্কার করিয়া শোভা পাইতেছে। (৪৫০) শ্রীরাধার অঙ্গসকল হইতে পরিমলশ্রেণী নির্গত হইতেছে অর্থাৎ নাভি, ভ্রূ, কেশ ও নয়ন হইতে অগুরু ও মৃগমদলিপ্ত নীলোৎপলশ্রেণীর পরিমল—বক্ষঃ, কর্ণ, বদন, নাসিকা ও চরণযুগল হইতে কর্পূরলিপ্ত পদ্মসকলের পরিমল এবং কক্ষ, নিতম্ব ও নখসকল হইতে

কয়াত্মমূর্ত্তির্লিখিতা নখেন, বামস্তনোর্দ্ধে তব পঙ্কজাক্ষ !
ন যাতি ন ম্লায়তি দিব্যরূপাং, যামুদ্বহন্ হন্ত! ন লজ্জসে ত্বম্ ॥৪৫১
(অ০ ৫।৫৮)

শ্রীবৎসস্য চ কৌস্তুভস্য চ রমাদেব্যাশ্চ গর্হাকরো
রাধাপাদসরোজযাবকরসো বক্ষঃস্থলস্থো হরেঃ।
বালার্কদ্যুতিমণ্ডলীব তিমিরৈশ্ছন্দেন বন্দীকৃতা
কালিন্দ্যাঃ পয়সীব পীব-বিকচং রক্তোৎপলং পাতু বঃ ॥৪৫২
(অ০ ৮।১২)

মিথস্তাসাং প্রেমাম্বুধি-মথনজাং বাঙ্ময়সুধাং
ধয়ন্ কৃষ্ণস্তৃষ্ণামধিকমুপলেভে শ্রুতিভৃতাম্।
তদাস্যাক্তেনাপি প্রবর-পরিহাসামৃতমধু-
দ্রবাসারৈর্বর্ষৈরতুলমুদমাছন্ত মহিলাঃ ॥ ॥৪৫৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ১০।৭০)

চন্দনসিক্ত কেতকীর পরিমলশ্রেণী নির্গত হইতেছে। (৪৫১) হে কমল-লোচন ! কে তোমার বামস্তনের ঊর্দ্ধভাগে নখদ্বারা আত্মমূর্ত্তি লিখিয়া দিয়াছে ? দেখ, ঐ মূর্ত্তি অপগতও হইতেছে না, ম্লানও হইতেছে না। হায় ! তুমিও ত উহাকে বহন করিয়া গর্ব্বিত হইতেছ না। (৪৫২) হরির বক্ষঃস্থলস্থিত রাধা-পাদ-সরোজ-শোভী যাবকরস (অলক্তক) যাহা সমীপস্থ শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও কমলা-দেবীরও পরাভবকর, যাহাকে নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয়, তিমিররাশিই যেন চতুরতা-পূর্ব্বক অরুণকিরণপুঞ্জকে বন্দীকৃত করিয়াছে অথবা কালিন্দীর কৃষ্ণবর্ণ সলিলে রক্তোৎপল যেন পরিণত ও প্রফুল্ল হইয়াছে, তাহা তোমাদিগের বিঘ্নান্ধকার বিদূরিত করুক।' (৪৫৩) এইপ্রকার সখীদিগের প্রেমাম্বুধি-মথনজাত বাঙ্ময়সুধা, শ্রবণদ্বারা পান করত

অথাহ বৃন্দা ব্রজকাননেশৌ
পদাম্বুজে বামৃতুকারুমুখ্যৈঃ।
নিবেদিতং ষড়্ভিরিহাস্তি যত্তৎ
সার্দ্ধং সমাকর্ণয়তং সখীভিঃ ॥ ৪৫৪ ॥

(গোবি০ ১২।১)

প্রীত্যর্থং যুবয়োঃ সুচিত্রিতমিদং বৃন্দাবনং কিঙ্করৈ-
রস্মাভির্বহুযত্নতো নিপুণতা-সর্বস্ব-প্রত্যর্পণৈঃ।
তন্নাথৌ কৃপয়া সমীক্ষ্য সফলং কর্ত্তুং যুবামর্হতং
ভৃত্যানাং হি বিশেষকৌশলকৃতেরীশাবলোকঃ ফলম্ ॥৪৫৫॥

(গোবি০ ১২।২)

শ্রীকৃষ্ণ অধিকতর তৃষ্ণাতুর হইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল হইতে যে প্রবল পরিহাসামৃত মধু প্রবর্ষণ হইতে লাগিল, তাহা পান করিয়া মহিলাগণ অতুল উন্মত্তা হইলেন।

ষড়্ঋতুর সেবাবর্ণনাদি

(৪৫৪) অনন্তর বৃন্দাদেবী কহিলেন—হে ব্রজকাননেশ্বর ! রাধাকৃষ্ণ ! আপনাদের উভয়ের চরণকমলে "গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত" এই ছয় ঋতুরূপ প্রধান শিল্পিগণের যে একটি নিবেদন আছে, সখীসকলের সহিত তাহা অবধান করুন। (৪৫৫) ঋতুগণ কহিয়াছেন—আমরা কিঙ্কর, আপনাদের প্রীতিনিমিত্ত অত্যন্ত যত্ন ও নিপুণতারূপ সর্ব্বস্ব প্রত্যর্পণ করিয়া এই বৃন্দাবনকে সুন্দররূপে বিচিত্রিত করিয়াছি ; অতএব হে বৃন্দাবনেশ্বর, বৃন্দাবনেশ্বরি ! আপনারা উভয়ে এই বৃন্দাবনকে সন্দর্শন করিয়া সফল করিতে যোগ্য হউন, যেহেতু, প্রভু যদি অনুগত কিঙ্করের বিশেষ কৌশল-জনিত কার্য্যকে অবলোকন করেন, তাহাতেই কার্য্য সফল হইয়া থাকে।

নির্যন্ কুঞ্জাদালিপালী-পরীতঃ
কৃষ্ণঃ কান্তাপাঙ্গভৃঙ্গী-বিলীঢ়ঃ।
পঞ্চেষূণাং সঞ্চয়ং প্রাঞ্চয়ন্ কিং
পাদাগ্রৈকত্বিট্কণং স্বং বিরেজে ॥ ৪৫৬ ॥

(কৃ০ ভা০ ১১।১)

বীক্ষ্যাকস্মাৎ প্রেয়সঃ সব্যদোষ্ণা
রাধাস্কন্ধং সন্দিতং স্বং চকম্পে।
মাধুর্য্যাব্ধেরুত্তরঙ্গেণ কেনা-
প্যভ্যামৃষ্টা কানকাম্ভোজিনীব ॥ ৪৫৭ ॥

(কৃ০ ভা০ ১১।২)

পার্শ্বদ্বন্দ্বে দীয়মানে সখীভ্যাং, রাধাকৃষ্ণৌ চারু-তাম্বূলবীট্যৌ।
নীত্বা সব্যাসব্যপাণ্যঙ্গুলীভি,-র্বক্ত্রদ্বন্দ্বেঽন্যোন্যমেবাদধাতে ॥৪৫৮॥

(কৃ০ ভা০ ১১।৩)

(৪৫৬-৪৫৭) অনন্তর সখীগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ হইতে বাহির হইলেন। শ্রীরাধার অপাঙ্গরূপ মধুকর তদীয় মাধুরী আস্বাদন করিতে লাগিল। তৎকালীন শোভা দেখিয়া পরাভূত হইয়াই যেন কোটি কোটি মদন, শ্রীমন্মদনমোহনের শ্রীচরণাগ্রের কান্তিকণার পূজা করিতে লাগিল। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ বাম বাহু শ্রীরাধার স্কন্ধে অর্পণ করিলেন। তন্নিমিত্ত সাত্ত্বিকোদয়ে শ্রীরাধিকা কম্পিত হইতে লাগিলেন। তাহাতে যে শোভা হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তবে যদি কোন স্থানে একটি মাধুর্য্যের সাগর থাকে, তাহার একটি তরঙ্গদ্বারা তত্রত্য হেমকমলিনী যদি কম্পিতা হয়, তবে সেই শোভার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য হইতে পারে। (৪৫৮) দুই পার্শ্ব হইতে দুই সখী সুন্দর তাম্বূলবীটিকা শ্রীরাধাকৃষ্ণের হস্তে প্রদান করিতেছেন।

বামা প্রেয়োবামপাণিং নিরাস্থদ্,-বক্ষোজং স্বং স্প্রষ্টুকামং করেণ।
চিত্রং মন্যেঽরুন্ধ লাবণ্যবাপী,-পদ্মং চক্রাস্বাদিরক্তোৎপলেন ॥৪৫৯
(কৃ০ ভা০ ১১।৪)

শাখিব্রাতৈরাবৃতেঽপ্যন্তরন্তঃ
সূর্য্যদ্যোতি-প্রস্ফুরত্যাকুলাত্মা।
সদ্যঃ-স্বেদি শ্রীমুখং স্বপ্রিয়ায়া-
স্তির্য্যঙ্ মৌলিচ্ছায়য়াচ্ছাদয়ৎ সঃ ॥ ৪৬০ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৫)

কিঞ্চিদ্‌বিবক্ষৌ পুরতঃ সরন্ত্যাং, চলৎকরায়াং বনপালিকায়াম্।
দৈবাৎ সমীরাভিমুখী যদাসীদ্,-বংশী তদাস্যা ধ্বনিরুচ্চচার ॥ ৪৬১
(গোবি০ ১২।৩৪)

তাহা শ্রীরাধা বামহস্তের অঙ্গুলিদ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণমুখে ও শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণ-হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরাধা-বদনে অর্পণ করিতেছেন। (৪৫৯) ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যে নিজ বাম বাহু শ্রীরাধার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন, তাহাদ্বারা শ্রীরাধার বক্ষোজ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে, বামা শ্রীরাধা প্রিয়তমের সেই বামবাহু নিজ করে ঠেলিয়া নিক্ষেপ করিলেন; তাহা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যবোধ হইতে লাগিল। যেন লাবণ্যবাপীর পদ্ম, চক্রবাকে আস্বাদন করিতে যাইতেছে। রক্তোৎপল তাহাকে রোধ করিল; ইহার অর্থ এই যে, শ্রীরাধার স্তনরূপ চক্রবাকে শ্রীকৃষ্ণের কররূপ পদ্ম আস্বাদন করে এবং শ্রীরাধার কররূপ রক্তোৎপল ঐ পদ্মকে রোধ করে। ইহা এক আশ্চর্য্য; দ্বিতীয় আশ্চর্য্য এই যে, চক্রবাক ও পদ্ম এই উভয়েরই এক সূর্য্য মিত্র, এই কারণে উভয়েরই প্রণয় হওয়া উচিত, তাহা না হওয়ায় পরস্পরের হিংসা হওয়ায় এবং চক্রবাকের বিপক্ষ চন্দ্রের মিত্র উৎপল চক্রবাকের সাহায্য করায় তৃতীয় আশ্চর্য্য !! (৪৬০) তরুচ্ছায়া-যুক্ত-পথে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যাইতেছেন; পত্রের ছিদ্রদ্বারা মধ্যে মধ্যে যে সূর্য্যকর নিঃসৃত

তৎকাকলি-শ্রবণতশ্চকিতাসু সর্বা-
স্বাসাদ্য তাং সপদি কুন্দলতা সখীভিঃ।
আদায় তৎকরতলান্মুরলীমথৈনাং
চৌরীয়মিত্যুপনিনায় হরেঃ সমীপম্ ॥ ৪৬২ ॥
(গোবি০ ১২।৩৫)

রাধাব্রবীন্মুরলিকাং বিনিধায় বৃন্দা-
পাণৌ কদর্থয়তি তে সখি ! দেবরোঽস্মান্।
তন্মন্যসে ন যদি পৃচ্ছ কুতোঽনয়েয়ং
প্রাপ্তা ন চেদ্বদতি সত্যমিয়ং হি দণ্ড্যা ॥ ৪৬৩ ॥
(গোবি০ ১২।৩৬)

বৃন্দাহ কক্খটিকয়া বংশী শৈব্যাকরাদ্বলাৎ।
আচ্ছিদ্যানীয় মে দত্তা কুঞ্জে নান্দীমুখী-পুরঃ ॥ ৪৬৪ ॥
(গোবি০ ১২।৩৭)

হইতেছে, তাহা স্পর্শমাত্র শ্রীরাধাবদন স্বেদান্বিত হইতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুলিত-হৃদয়ে তির্য্যক্ মুকুটদ্বারা ছায়া করিয়া আচ্ছাদন করিলেন। (৪৬১) তৎপরে বনপালিকা শ্রীবৃন্দাদেবী কিছু বলিতে অভিলাষিণী হইয়া হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে যেমন অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি দৈবাৎ গুপ্ত বংশী বায়ুমুখী হওয়ায় ধ্বনি উদ্গত হইল। (৪৬২) অনন্তর বংশীধ্বনি শ্রবণ করত সখীগণ চকিত হইলে কুন্দলতা বৃন্দার নিকট হইতে মুরলী গ্রহণপূর্ব্বক "এই বৃন্দা চৌরী" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণনিকট লইয়া গেলেন। (৪৬৩) শ্রীরাধা কহিলেন—সখি কুন্দলতে ! তোমার দেবর বৃন্দার হস্তে বংশী রাখিয়া আমাদিগকে বৃথা কষ্ট দিয়াছেন। যদি বল ইহা নয়, তবে জিজ্ঞাসা কর—এই বৃন্দা বংশী কোথায় পাইলেন ? এবং ইহাতেও যদি বৃন্দা সত্য না বলেন, তাহা হইলে ইনি নিশ্চয়ই দণ্ডনীয়া হইবেন। (৪৬৪) বৃন্দা

অথ কুন্দলতা বংশীং কৃষ্ণপাণৌ সমর্পয়ৎ।
সোঽপ্যাদায় চিরাল্লব্ধাং প্রহৃষ্টস্তামবাদয়ৎ ॥ ৪৬৫ ॥
(গোবি০ ১২।৩৮)

মনোবংশান্ কুর্ব্বংস্ত্রিজগদবলানাং মদনরুগ্-
ঘুণোৎকীর্ণান্ জীর্ণান্ স্থিরচরগধর্মান্ বিনিময়ন্।
ঋতূনাং সম্পত্তীর্যুগপদিহ ষণ্ণাং সমুদয়ন্
সুধাসারৈঃ সিঞ্চন্ জগদুদলসদ্বেণুনিনদঃ ॥ ৪৬৬ ॥
(গোবি০ ১২।৩৯)

শ্রীকৃষ্ণস্যাবিকলমুরলীধ্বানবাণৈর্ব্বিদূরা-
ন্নারীণাং যদ্বরধৃতিযুজাং দর্পকোন্মত্ততাসীৎ।
অস্ত্রীলোকোঽপ্যভবদতনূচ্চণ্ডপীড়াবিহস্ত-
স্তন্নাশ্চর্য্যং জগতি যদয়ং মারমূর্ত্তি-স্বরূপঃ ॥ ৪৬৭ ॥
(গোবি০ ১২।৪০)

কহিলেন—কক্খটী বানরী শৈব্যার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক বংশী কাড়িয়া লইয়া নান্দীমুখীর সমক্ষে কুঞ্জমধ্যে আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছে। (৪৬৫) পরে কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণহস্তে বংশী অর্পণ করিলে তিনি বহুকালের পর বংশী পাইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হওত বাজাইতে লাগিলেন। (৪৬৬) বংশীধ্বনি ত্রিভুবনস্থ অবলাসকলরূপ বংশদিগকে মদন-জন্য রোগরূপ ঘুণাখ্য কীট-বিশেষদ্বারা ভক্ষিত করত জীর্ণ করিয়া স্থাবরে চরধর্ম্ম এবং চরে স্থাবরধর্ম্ম স্থাপনপূর্ব্বক এই বৃন্দাবনে ছয় ঋতুর ধর্ম্ম এককালীন উপস্থাপিত করত ত্রিজগৎকে অমৃতধারায় সেচনপূর্ব্বক উল্লাসান্বিত করিলেন। (৪৬৭) শ্রীকৃষ্ণের অবিকল মুরলীধ্বনিরূপ বাণসমূহদ্বারা অত্যন্ত ধৈর্য্যশালিনী নারী-গণের দূর হইতে কন্দর্পজন্য যে উন্মত্ততা হইয়াছিল এবং পুরুষ লোকও যে অনঙ্গের উচ্চণ্ড পীড়ায় ব্যগ্র হইয়াছিল ; ইহা আশ্চর্য্য নহে,—যেহেতু,

দ্রবতি শিখরিবৃন্দেঽচঞ্চলে বেণুনাদৈ-
র্দিশি দিশি বিসরন্তী নির্ঝরাপঃ সমীক্ষ্য।
তৃষিতখগমৃগালী গন্তুমুৎকা জড়া তৈঃ
স্বয়মপি সবিধাপ্তা নৈব পাতুং সমর্থা ॥ ৪৬৮ ॥

(গোবি০ ১২।৪১)

বংশীনাদৈঃ সরসি পয়সি প্রাপিতে গ্রাবধর্ম্মং
হংসীঃ সন্দানিতপদযুগাঃ স্তম্ভিতাঙ্গী রিরংসূঃ।
আসন্নীশাঃ স্বয়মপি জড়া বদ্ধপাদা ন গন্তুং
তাভ্যো দাতুং ন বিষশকলং নাপি ভোক্তুং মরালাঃ॥ ৪৬৯ ॥

(গোবি০ ১২।৪২)

ততো বৃন্দাটবীং বৃন্দা স্ফীতাং তত্তদৃতুশ্রিয়া।
দর্শয়ন্তী স্বনাথৌ তাবভাষত পুরোগতা ॥ ৪৭০ ॥

(গোবি০ ১২।৪৩)

শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পস্বরূপ। (৪৬৮) অনন্তর বংশী-ধ্বনি-শ্রবণে যে স্থাবর-জঙ্গমাদিরও স্বভাব-বৈপরীত্য হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতেছেন। বেণুনাদে পাষাণ বিগলিত হওয়ায় স্থির পর্ব্বতবৃন্দ দ্রবীভূত হইলে প্রবল জলরাশি সন্দর্শন করিয়া জলপানার্থ তৃষ্ণাতুর মৃগ-পক্ষিগণ গমন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াও বংশীনাদে জড় হইয়া সমীপে উপস্থিত হইলেও নির্ঝরজলপান করিতে কোনরূপেই সমর্থ হয় নাই। (৪৬৯) এবং বংশীনাদে সরোবরের জলপ্রবাহ পাষাণতুল্য হইলে রমণাভিলাষিণী হংসীগণের পদদ্বয় বদ্ধ ও অঙ্গ নিশ্চল হওয়ায় হংসগণ প্রস্তররূপে পরিণত জলদ্বারা বদ্ধপাদ হইয়া গমন করিতে এবং প্রিয়তমা হংসীগণকে মৃণালখণ্ড প্রদান বা নিজে ভোজন করিতেও সক্ষম হয় নাই।

স্ফুরৎস্তম্ভা স্তম্ভৈর্বিলসতি চরৈঃ কম্পবলিতা
স্থিরৈঃ কম্প্রৈঃ স্বিন্না স্রবদুপলকৈর্গদ্গদযুতা।
বিরাবৈরস্পষ্টৈঃ পুলকবলিতাঙ্গ্যঙ্কুরচয়ৈঃ
সখীশ্রেণীবেশৌ প্রণয়বিবশা সেয়মটবী ॥ ৪৭১ ॥

(গোবি০ ১২।৪৪)

বাসন্তী-বকুলাদিকৈর্বিচকিলামোঘাশিরীষাদিকৈ-
র্যূথীনীপ-সুকেতকীপ্রভৃতিভির্জাত্যব্জবাণাদিভিঃ।
লোধ্রাম্লানমুখৈশ্চ চারুকুসুমৈর্বন্ধূক-কুন্দাদিভিঃ
ক্লৃপ্তাকল্পবিভূষণার্চিততনুস্তৈর্ভাতি সৈষাটবী ॥ ৪৭২

(গোবি০ ১২।৪৫)

শ্রীবৃন্দাবন-শোভা-বর্ণনাদি

(৪৭০) অনন্তর বৃন্দাদেবী নিজনাথ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া সেই সেই পূর্ব্বোক্ত ঋতু-শোভান্বিত বিস্তৃত বৃন্দাবনকে অবলোকন করাইয়া বলিতে লাগিলেন। (৪৭১) হে রাধাকৃষ্ণ! এই অটবী সখীদিগের ন্যায় প্রণয়ে বিবশা হইয়া শোভা পাইতেছে। যেমন সখীসকল শোভমান স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাবে বিবশ হইয়া বিলাস করে, তাহার ন্যায় এই অটবী স্তম্ভিত জঙ্গমগণ-দ্বারা স্তম্ভযুক্তা, কম্পান্বিত স্থাবরদ্বারা কম্পিতাঙ্গী, গলিত প্রস্তরদ্বারা স্বেদযুক্তা, অস্ফুট পক্ষিধ্বনিতে গদ্গদযুতা এবং অঙ্কুরসমূহে পুলকিতাঙ্গী হইয়া বিলাস করিতেছে। (৪৭২) বসন্ত-ঋতুজাত মাধবী ও বকুলাদি, গ্রীষ্ম-ঋতুজাত মল্লিকা অমোঘ (পাটল) ও শিরীষ, বর্ষা-ঋতুজাত যূথিকা, কদম্ব ও কেতকী, শরৎ ঋতুজাত জাতি, পদ্ম ও বাণ (নীলঝিন্টী), হেমন্ত-ঋতুজাত লোধ ও অম্লান এবং শিশির-ঋতুজাত বন্ধূক প্রভৃতি সুচারু পুষ্পসমূহে বিরচিত বেশ-রচনাই যাঁহার অঙ্গভূষণ হইয়াছে, সেই এই বৃন্দাটবী

ফুল্লাভির্মাধবীভির্বকহর বিলসন্ত্যত্র ফুল্লা রসালাঃ
সন্মল্লীভিঃ শিরীষাস্ত্বিহ বরগণিকা-বীথিভিশ্চাত্র নীপাঃ।
জাতীভিঃ সপ্তপর্ণা ইহ চ কুসুমিতাম্লানপালীভিরস্মিন্
লোধ্রাস্তে বাং সপর্য্যার্থিন ইহ ফলিনীশ্রেণিভিঃ কুন্দভেদাঃ॥৪৭৩

(গোবি০ ১২।৪৬)

ভৃঙ্গৈঃ ক্বাপি বনপ্রিয়াঃ ক্বচিদিমে চাষৈশ্চ ধূম্যাটকা
দাত্যূহৈঃ শিখিচাতকাস্তত ইতো হংসাদয়ঃ সারসৈঃ।
কীরাঃ ক্বাপি কিকীকুলৈরিহ ভরদ্বাজৈশ্চ হারীতকাঃ
গায়ন্তীব মুদাত্র বাং গুণযশঃ প্রেম্ণা রুবন্তঃ সদা ॥ ৪৭৪ ॥

(গোবি০ ১২।৪৭)

ক্বচিন্মরকতস্থলী কনকগুল্মবীরুদ্দ্রুমাঃ
ক্বচিৎ কনকবীথিকা মরকতস্য বন্যাদয়ঃ (বল্ল্যাদয়ঃ)।
ক্বচিৎ কমলরাগভূস্ফটিকগুল্মবীরদ্দ্রুমাঃ
ক্বচিৎ স্ফটিকবাটিকা কমলরাগবল্ল্যাদয়ঃ ॥ ৪৭৫ ॥

(আ০ ১।২৫)

শোভা পাইতেছে। (৪৭৩) হে শ্রীকৃষ্ণ! এই বৃন্দাটবীতে বিকশিত মাধবীলতার সহিত প্রফুল্ল রসাল- (আম্র) সকল, প্রশস্ত মল্লিকাগণের সহিত শিরীষসকল, বরগণিকা অর্থাৎ যূথিকাদিগের সহিত কদম্বসকল, জাতির সহিত সপ্তপর্ণ (ছাতিম গাছ), বিকশিত ও অম্লান শ্রেণীর সহিত লোধ্রগণ এবং প্রিয়ঙ্গুলতার সহিত কুন্দগণ তোমাদের উভয়ের পূজানিমিত্ত বিশেষরূপে শোভা পাইতেছে। (৪৭৪) এই বৃন্দাটবীতে কোন স্থানে ভ্রমরকুলের সহিত কোকিলগণ, কোথাও বা চাষ পক্ষী অর্থাৎ স্বর্ণচাতকের সহিত ধূম্যাটক (ফিঙ্গরাজ), কোথাও কোথাও

ক্বচিন্মরকতদ্রুমাঃ কনকবল্লিভির্বেল্লিতাঃ
ক্বচিৎ কনকপাদপা মরকতস্থ বল্লীজুষঃ।
ক্বচিৎ স্ফটিকভূরুহাঃ কমলরাগবল্লীভৃতো
দ্রুমাঃ কমলরাগজাঃ স্ফটিকবল্লিভাজঃ ক্বচিৎ ॥৪৭৬॥
(আ০ ১।২৬)

ন সোঽস্তি মণিভূরুহো বিবিধরত্নশাখো ন যঃ
সুচিত্রমণিপল্লবা ন খলু যা ন শাখাশ্চ তাঃ।
ন তেঽপি মণিপল্লবা বিবিধরত্নপুষ্পা ন যে
ন পুষ্পনিকরোঽপ্যসৌ বিবিধগন্ধবন্ধুর্ন যঃ ॥ ৪৭৭॥
(আ০ ১।২৭)

দাত্যূহ অর্থাৎ ডাহুক পক্ষীর সহিত ময়ূর ও চাতকগণ, কোন স্থানে সারসগণের সহিত হংসগণ, কোথাও স্বর্ণচাতক পক্ষীর সহিত শুকগণ এবং কোথাও বা ভরদ্বাজ পক্ষিসকলের সহিত হারীত পক্ষিগণ যেন আনন্দসহকারে প্রেমপরবশ হইয়াই আপনাদিগের উভয়ের গুণ ও যশঃ কীর্ত্তন করিতেছে। (৪৭৫) বৃন্দাবনের কোন স্থানে মরকত মণিময় অকৃত্রিম ভূমি, তথায় কনকময় তরুলতা ও গুল্মসকল বিগুমান রহিয়াছে। কোন স্থানে কনকময় পথভূমি অথবা কোন বনভূমিতে কেবল স্বর্ণশ্রেণী কিন্তু মৃত্তিকাপুঞ্জ নাই এবং তাহাতেই মরকতের তরুলতা ও গুল্মসকল বিরাজমান, কোন স্থানে পদ্মরাগমণিময় ভূমি এবং তাহাতে স্ফটিকমণির গুল্মলতা ও বৃক্ষসকল শোভমান, কোনস্থানে স্ফটিকের বাটিকা এবং তাহাতে পদ্মরাগমণির তরু, লতা ও গুল্মসকল বিরাজিত আছে। (৪৭৬) অপিচ কোনও স্থানে মরকতময় তরুসকল কনকলতাদ্বারা ব্যাপ্ত, কোনও স্থানে স্বর্ণময় বৃক্ষসকল মরকতময়ী লতার বেষ্টন প্রাপ্ত হইয়াছে। কোথাও বা স্ফটিকময় বৃক্ষসকল পদ্মরাগমণিময়ী লতাকে ধারণ করিয়াছে এবং কোথায়ও বা পদ্মরাগ-

বিহারমণিপর্বত-প্রকরতঃ পতদ্ভির্মণি-
দ্রবৈরিব সুনির্ঝরৈঃ স্বয়মিতস্ততঃ পূরিতা।
স্থলস্থলরুহাং মণীত-রমণীভিরাকল্পিতা
তথা মণিপতত্রিভির্বিলসিতালবালাবলী ॥ ৪৭৮ ॥

(আ০ ১।২৮)

কেঽপ্যালবালকুরুবিন্দ-ময়ূখবৃন্দৈ-
র্লাক্ষারসৈর্নিরবধীব কৃতাভিষেকাঃ।
অন্তর্ন মান্তমিব সন্ততমেধমানং
কৃষ্ণানুরাগরসমেব সমুদ্বমন্তি ॥ ৪৭৯ ॥

(আ০ ১।৩৫)

মণিপ্রভ বৃক্ষসকল স্ফটিকময়ী লতার সংযোগ হইয়া রহিয়াছে। (৪৭৭) বৃন্দাবনে তাদৃশ মণিময় বৃক্ষ নাই, যাহার শাখাসকল বিবিধ রত্নময় নহে, তাদৃশ শাখাসকলও বিদ্যমান নাই, যে সকল শাখার বহুবর্ণ মণিময় পল্লব-সকল দেখা যায় না। তাদৃশ মণিপল্লবসকলও বিদ্যমান নাই যে, যাহাতে বিবিধ রত্নময় পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত নহে, এবং তাদৃশ পুষ্পসমূহও বিদ্যমান নাই যে, যে সকল পুষ্প বিবিধ গন্ধের বন্ধু অর্থাৎ আশ্রয় নহে। (৪৭৮) বৃন্দাবনস্থিত বৃক্ষসমূহের যে সকল আলবাল আছে, তাহা বিহারসম্বন্ধীয় মণিময়পর্ব্বতসমূহ হইতে দ্রবীভূত মণিপুঞ্জের ন্যায় চারিদিকে স্বয়ং গলিত সুন্দর প্রস্রবণশ্রেণীর দ্বারা পরিপূর্ণ, তথা স্থল এবং স্থলজাত বৃক্ষশ্রেণীর মণিভিন্ন অন্য মণিসমূহদ্বারা নির্ম্মিত এবং তাহা মণিময় বিহঙ্গকুল-দ্বারা পরিশোভিত। (৪৭৯) অন্যান্য কতিপয় বৃক্ষ, যাহারা আলবালরূপ পদ্মমণির কিরণমালা দ্বারা নিরন্তর লাক্ষারসসমূহে অভিষিক্তের ন্যায় হইয়াছে, তাহারা যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সর্বদা বর্দ্ধমান অনুরাগরস, অন্তরে স্থান না

চত্বারস্তরবশ্চতুর্ষু সরুচঃ কোণেষু তেষামধো
দ্বে দ্বে চোভয়তঃ প্রিয়ে ইব লতে বিশ্বক্ তথাঽবর্দ্ধতাম্।
তানাক্রম্য পরস্পরাত্তবপুষঃ পুষ্পৈঃ ফলৈঃ পল্লবৈঃ
সাঙ্গোপাঙ্গমণীন্দ্রমণ্ডপরুচং কুর্বন্তি সর্ব্বা যথা ॥ ৪৮০ ॥
(আ০ ১।১২৫)

স্তম্ভাস্তেঽমী বড়ভ্যো নিয়তকুসুমিতাঃ স্কন্ধশাখাস্তদীয়া
বল্লীনাং পুষ্পিতানামপি বিটপকুলৈঃ কল্পিতানি চ্ছদীংষি।
কৈশ্চিদ্দ্বারোঽপি ভঙ্গীবিরচন-রুচিরা ভিত্তয়ঃ কৈশ্চিদন্যৈঃ
পুষ্পৈঃ প্রালম্বচূড়াকলসবিরচনা-চামরাদীনি কৈশ্চিৎ ॥৪৮১॥
(আ০ ১।১২৬)

পাওয়ায়, মূল দিয়া উদ্গিরণ করিতেছে। (৪৮০) বৃন্দাবনে ঘাটসকলের উপরিভাগে যে সকল লতামন্দির আছে—তাহাদের চারিকোণে চারিটী বৃক্ষ বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল বৃক্ষ স্থূলতায়, দৈর্ঘ্যে, বিস্তারে এবং সৌন্দর্য্যে পরস্পর সমান। সেই সকল বৃক্ষের মধ্যে এক একটী বৃক্ষের অধোদেশে এবং উভয়পার্শ্বে (অর্থাৎ একটী দক্ষিণপার্শ্বে ও একটী বামপার্শ্বে) এইরূপ দুই দুই লতা প্রিয়াদ্বয়ের ন্যায় উপরে এবং চারিদিকে সমুচিতভাবে সেইরূপে ব্যাপ্ত করিয়াছে, যাহাতে সেইসকল তরুদিগকে আক্রমণ করিয়া পরস্পর শরীর ধারণ করিয়া ঐ আটটী লতা, পল্লব, পুষ্প এবং ফলসমূহদ্বারা অঙ্গ এবং উপাঙ্গ সহিত মণিময় মণ্ডপদিগের যেন শোভা ধারণ করিয়া আছে। (৪৮১) ঐ পূর্বোক্ত চারিটী বৃক্ষ ভূমি হইতে সরলভাবে উত্থিত হওয়াতে যেন চারিটী স্তম্ভ হইয়াছে। উহাদের স্কন্ধ ও শাখাসকল নিয়ত বক্র হইয়া পরস্পর মিলিত হওয়ায় যেন চারিটি বড়ভী হইয়াছে। পুষ্পিত লতাসকলের শাখাসমূহদ্বারা যেন ছদি (ছাউনী) সকল কল্পিত হইয়াছে। কোন কোন বল্লীর শাখাসমূহ-দ্বারা সন্নিবেশ কৌশলে নির্ম্মাণ করাতে অতি সুন্দর

তয়েত্থং দর্শিতং সর্ব্বং বিলোক্য পারিতোষিকম্।
দদতুর্হারযুগ্মঞ্চ শ্লাঘাং চক্রতুরীশ্বরৌ ॥ ৪৮২ ॥

অর্ঘ্যং কুট্মলকৈর্ম্মরন্দপটলৈঃ পাদ্যং পরাগৈর্ম্মধু-
স্যন্দার্দ্রৈরনুলেপনং কিসলয়ৈঃ পুষ্পৈশ্চ ভূষাং ফলৈঃ।
নৈবেদ্যং পবনাহতৈরবয়বৈর্নৃত্যং মদালিস্বনৈ-
র্গীতং কল্পয়তা হরির্বনগতো বল্লীচয়েনার্চিতঃ ॥ ৪৮৩ ॥
(অ০ ৫।১৬)

একেনানিলচপলেন পত্রহস্তে-
নারৌৎসীৎ স্তবকপয়োধরং পরেণ।
আক্ষেপং ন ন ন ন নেতি চঞ্চলালি-
ভ্রূভঙ্গ্যা ব্যধিত হরিং বিলোক্য বল্লী ॥ ৪৮৪ ॥
(অ০ ৫।১৬)

চারিটী দ্বার এবং ঐরূপ প্রণালীদ্বারা ভিত্তিসকল নির্ম্মিত হইয়াছে। তথা ঐরূপ পুষ্পরাশিদ্বারা লম্বমান চূড়াকলসও লম্বমান ত্রিবিধ পত্রাবল্যাদি রচনা এবং কোন কোন পুষ্পসমূহদ্বারা চামরাদি কল্পিত হইয়াছে। (৪৮২) শ্রীবৃন্দা-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত বৃন্দাবনের এই প্রকার শোভাসকল দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর ও শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী তাঁহাকে হারযুগল পারিতোষিক প্রদান-পূর্ব্বক বৃন্দাবনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

লতাগণের শ্রীকৃষ্ণসেবাদি

(৪৮৩) বল্লীগণ মুকুল-দ্বারা অর্ঘ্য, মকরন্দ-দ্বারা পাদ্য, মধুধারাসিক্ত পরাগ-দ্বারা অনুলেপন, পুষ্প ও পল্লব-দ্বারা ভূষণ, ফল-দ্বারা নৈবেদ্য, পবনাহত অবয়ব-দ্বারা নৃত্য, মদমত্ত ভ্রমরধ্বনি-দ্বারা সঙ্গীত, কল্পনাপূর্ব্বক বন-মধ্যগত শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিয়াছিল। (৪৮৪) কোন লতা পবনান্দোলিত

সন্ত্রাসং কিসলয়-পাণিকম্পনেন
প্রোৎসাহং কুসুমময়েন সুস্মিতেন।
রোষঞ্চ ভ্রমরঘটা-কটাক্ষপাতৈ-
রাসন্নে মধুভিদি বীরুধোঽভ্যনৈষুঃ ॥ ৪৮৫ ॥

(অ০ ৫।১৬)

নানাপুষ্পাণি দৃষ্ট্বা সলালসঃ কৃষ্ণো রাধাং প্রসাধয়তি—
সীমন্তোপরি বন্ধুজীবকুসুমং সিন্দূরবিন্দূকৃতং
চিত্রৈর্নব্যদলৈর্ব্যধায়ি মকরী গণ্ডে নখাগ্রক্ষতৈঃ।
চক্রে কঞ্চুলিকা পয়োধরভরে নানাপ্রসূনচ্ছদৈঃ
কৃষ্ণেন প্রণয়াতিরেকরভসস্তস্যামভিব্যঞ্জিতঃ ॥ ৪৮৬ ॥

(অ০ ৫।১৬)

বিপিনলতাদলকুসুমৈর্বিভূষ্য রাধাং হরিঃ প্রাহ।
ত্বং সুমুখি ! কৃষ্ণপক্ষ-প্রণয়বতী কুঞ্জদেবতা কাপি ॥৪৮৭॥

(অ০ ৫।৩৩)

একটী পল্লবরূপ হস্তদ্বারা স্তবকরূপ পয়োধর নিরোধ করিয়াছিল এবং সুচঞ্চল ভ্রমরাবলীরূপ ভ্রূভঙ্গীদ্বারা শ্রীহরিকে অবলোকন করিয়া অপর হস্ত-দ্বারা 'না না না না এইরূপ সাভিনয় ভঙ্গিসহকারে তদীয় আলিঙ্গনাদি নিবারণ করিয়াছিল। (৪৮৫) শ্রীমধুসূদন সমীপবর্ত্তী হইলে লতামণ্ডলী পল্লবরূপ পাণির কম্পনদ্বারা সন্ত্রাস, কুসুমরূপ হাস্যদ্বারা উৎসাহ ও ভ্রমর-পঙ্ক্তিরূপ কটাক্ষপাত-দ্বারা রোষভাব প্রকাশ করিয়াছিল। (৪৮৬) নানাপুষ্প দর্শন করত শ্রীকৃষ্ণ লালসার সহিত শ্রীরাধাকে ভূষিত করিয়া-ছিলেন। তিনি তাঁহার সীমন্তের উপরিভাগে বন্ধূকপুষ্প সিন্দুরবিন্দুরূপে অর্পণ করিয়াছিলেন। নখাগ্র-ছিন্ন বিচিত্র কিশলয়-দ্বারা গণ্ডস্থলে মকরাবল

রাধে ! মুখং তব বিধুর্ন্নু সরোরুহং নু
নেত্রে চ খঞ্জনযুগং নু চকোরকৌ নু ।
মূর্ত্তিশ্চ কাঞ্চনলতৈব নু চন্দ্রিকা নু
ধাতা নু পঞ্চবিশিখো নু রসো নু বাদ্যঃ ॥ ৪৮৮ ॥

(অ০ ৮।৮)

উদঞ্চদ্বক্ষোজস্তবকনমিতা বাহুবিটপ-
দ্বয়ী-দোলে রম্যা স্মিতকুসুমসৌরভ্য-সুভগা ।
ইয়ং সন্ধ্যারাগচ্ছবিলমৃদুপাণ্যঙ্গুলিদলা
নবীনা তে রাধে ! বিলসতি তনূরত্নলতিকা ॥৪৮৯॥

(অ০ ৮।১৪)

পূর্ণো যদি স্যাদনিশং সুধাংশুঃ
স চেৎ কলঙ্কেন ভবেদ্বিহীনঃ ।
চকোরপেয়োঽপি ন চেদয়ং স্যাৎ
ত্বদাস্যদাস্যায় তদৈষ রাধে !! ৪৯০ ॥

(অ০ ৮।১৫)

এবং নানা পুষ্প-পল্লব-দ্বারা নিবিড় পয়োধর-যুগলে কঞ্চুলিকা রচনা করিয়াছিলেন। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার প্রতি স্বকীয় অসীম প্রণয়বেগ এইরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন'। (৪৮৭) শ্রীহরি বন্য-লতা-পুষ্পপল্লবে শ্রীরাধাকে বিভূষিত করিয়া কহিলেন—অয়ি ! সুমুখি ! তুমি কৃষ্ণপক্ষে প্রণয়শালিনী অপূর্ব্ব একটী কুঞ্জদেবতা। (৪৮৮) অয়ি রাধে! তোমার মুখমণ্ডল কি পূর্ণচন্দ্র অথবা প্রফুল্ল অরবিন্দ ? নেত্রদ্বয় কি খঞ্জনযুগল অথবা চকোরযুগ্ম ? এই মূর্ত্তি কি কাঞ্চনলতিকা অথবা শারদ-চন্দ্রিকা ? আর তোমার বিধাতা কি পঞ্চশর বা শৃঙ্গার রস ? (৪৮৯) হে রাধে ! উন্নত বক্ষোজরূপ স্তবকভরে৽

স্বতশ্চপললোহিতে সুমুখি রাধিকে ! তে দৃশৌ
গতং সহজলালসং প্রকৃতিমন্দমন্দস্মিতম্।
স্বভাবমৃত্বক্রতা-ললিতমর্দ্ধমর্দ্ধং বচো
মদশ্চ মদনশ্চ বা মধুমদশ্চ কৈর্লক্ষ্যতাম্ ॥৪৯১ ॥
(অ০ ৮।৫০)

স্তনৌ স্তবকবিভ্রমৌ বিহসিতং প্রসূনোদ্গতি-
র্বচো মধুরসো দৃশাবভিমুখস্থিতী খঞ্জনৌ।
ভ্রুবৌ ভ্রমর-মণ্ডলী করপদং নবাঃ পল্লবা-
স্ত্বমেব সখি ! রাধিকে ! মদনকল্পবল্লী ভুবি ॥৪৯২ ॥
(অ০ ৫।৩৬)

নম্রা, বাহুরূপ শাখাদ্বয়ের দোলনে রমণীয়া, মৃদু হাস্যরূপ কুসুমের সৌরভে সুখদা, সন্ধ্যারাগের ন্যায় কান্তিযুক্তা ও কোমল করাঙ্গুলিরূপ দলবিশিষ্টা তোমার এই নবীনা তনুরূপ রত্নলতিকা অতিশয় শোভা পাইতেছে। (৪৯০) হে রাধে ! চন্দ্রমা যদি নিরন্তর পূর্ণ থাকে এবং সে যদি কলঙ্কবিহীন এবং কখনও চকোর-কর্তৃক পেয় না হয়, তাহা হইলে ঐ চন্দ্র তোমার বদনের দাস্যলাভে উপযুক্ত হইতে পারে। (৪৯১) হে সুমুখি রাধিকে ! তোমার নয়নযুগল স্বভাবতঃ চপল এবং লোহিতবর্ণ, গতি স্বাভাবিক লালসাময়ী, (আলিঙ্গনেচ্ছাময়ী), স্বভাবতঃ মৃদুমন্দ হাস্য, তোমার অর্দ্ধ অর্দ্ধ বাক্য স্বভাবতঃ মৃদু এবং বক্রতাহেতু মনোহর, অতএব তোমার মদ অথবা মদন কিংবা মধুমদ (মধুপান জন্য মত্ততা) ইহা কে লক্ষ্য করিতে পারে ? (৪৯২) হে সখি রাধিকে ! এ জগতে তুমিই একমাত্র কামকল্পলতিকা,—যেহেতু, তোমার স্তনযুগল স্তবক-শোভা, হাস্য কুসুমোদ্গম, বাক্য মধুরস, নয়নযুগল পরস্পর অভিমুখে অবস্থিত খঞ্জনদ্বয়, ভ্রূযুগল ভ্রমরমণ্ডলী এবং কর ও পদ নবীন পল্লব।

এবং বর্ণয়তস্তস্য মুখং দৃষ্ট্বা সা মানং চকারেতি বর্ণয়তি—

গণ্ডে কুণ্ডলপদ্মরাগমহসো বিম্বং প্রতি প্রেয়সঃ
পারক্যোঽধররাগ ইত্যরুণিতাপাঙ্গী চলং বীক্ষ্য তম্।
স্নিগ্ধাক্ষী দয়িতো রুষং বিদিতবান্নো বেতি দোলায়িতা
ন্যঞ্চদ্বক্ত্রতয়া বিচার্য্য চ মৃষা মানং দধে রাধিকা ॥ ৪৯৩ ॥

(অ০ ৫।৭৬)

কোপে যথাতিললিতং ন তথা প্রসাদে
বক্ত্রং বিধিস্তব তনোতু সদৈব কোপম্।
ইত্যাকলয্য দয়িতস্য বচোবিভঙ্গীং
রাধা জহাস বিহসৎসু সখীজনেষু ॥ ৪৯৪ ॥

(অ০ ৪।৩)

শ্রীরাধার কপট মান

এইরূপ বর্ণনরত তাঁহার বদনদর্শনে শ্রীরাধা মান অবলম্বন করিলেন, ইহা বর্ণন করিতেছেন—

(৪৯৩) প্রিয়তমের গণ্ডস্থলে কুণ্ডলস্থিত পদ্মরাগমণির কান্তির প্রতিবিম্ব পড়ায় উহা অপর কোনও নায়িকার অধররাগ মনে করিয়া শ্রীরাধিকা অরুণিত অপাঙ্গে তৎপ্রতি চঞ্চল দৃষ্টিনিক্ষেপ-পূর্বক স্নিগ্ধনেত্রা হইলেন এবং 'প্রিয়তম আমার ক্রোধ জানিতে পারিয়াছে কিনা' ইহা দোলায়িত চিত্তে অবনত বদনে বিচার করত মিথ্যা মান ধারণ করিলেন। (৪৯৪) "হে প্রিয়ে! তোমার বদনমণ্ডল কোপে যেরূপ অত্যন্ত সুন্দর হয়, প্রসন্নতায় সেরূপ হয় না? অতএব বিধাতা সর্বদা তোমার কোপবিস্তার করুন।"—প্রিয়তমের এই প্রকার বাক্যভঙ্গী শ্রবণ করিয়া সখীগণ হাস্য করিতে লাগিলে শ্রীরাধিকা

প্রিয়ালোকে দৃষ্টিং নময়তি তমন্যাং প্রতি লসদ্-
দৃশং স্নিগ্ধারক্তপ্রচলনয়না পশ্যতি বধূঃ।
পুনঃ পশ্যত্যস্মিন্ স্মিত-পুলকসঙ্গোপন-পরা
হঠাত্তেন শ্লিষ্টা সপদি গতবাম্যা সমভবৎ ॥ ৪৯৫ ॥
(অ০ ৫।৭৭)

কান্তভুজ-বন্ধনাৎ বিশ্লিষ্টা চলন্তী অগ্রে ভ্রমরং দৃষ্ট্বা পরাবৃত্য কান্তমাহ—

অপি করধুতিভির্ময়াপনুন্নো
মুখময়মঞ্চতি চঞ্চলো দ্বিরেফঃ।
অঘদমন! ময়ি প্রসীদ বন্দে
কুরু করুণামবরুন্ধি দুষ্টমেনম্ ॥ ৪৯৬ ॥
(উ০ ১৩।১৪)

হাসিয়া ফেলিলেন। (৪৯৫) প্রিয়তমের অবলোকনকালে বধূ শ্রীরাধিকা দৃষ্টি নমিত করেন। প্রিয়তম অন্য সখীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তিনি স্নিগ্ধ, আরক্ত ও চঞ্চল নয়নে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিলে, তিনি মৃদুহাস্য ও পুলক-সঙ্গোপনে যত্নবতী হয়েন। অনন্তর প্রিয়তম-কর্ত্তৃক হঠাৎ আলিঙ্গিতা হইয়া তিনি বাম্য ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কান্ত-ভুজবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া চলিতে চলিতে শ্রীরাধা অগ্রে ভ্রমর দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্বক প্রিয়তমকে কহিতে লাগিলেন—

(৪৯৬) হে অঘনাশন! আমি কর-কম্পন-দ্বারা এই চঞ্চল মধুকরকে নিরস্ত করিলেও, এ আমার মুখে আসিয়া পড়িতেছে, কোনক্রমে নিবারণ মানিতেছে না, অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমার চরণে প্রণাম করি। করুণাপুরঃসর তুমি এই দুষ্ট মধুকরকে অবরোধ কর।

রক্ষ রক্ষ মুহুরেষ ভীষণো, ধাবতি শ্রবণ-চম্পকং মম।
ইত্যুদীর্য্য মধুপাদ্ বিশঙ্কিতা, সস্বজে হরিলোচনা হরিম্ ॥৪৯৭
(উ০ ১১।৬৮)

রাধাভাসো মরকতময়ীং কুর্বতে কৃষ্ণকান্তিং
কৃষ্ণস্যাভা অপি চ হরিতীকুর্বতে ধাম তস্যাঃ।
স্থানে স্থানে যদি নিবসতস্তৌ তদা গৌরনীলা-
বেকস্থানে যদি বত তদা তুল্যভাসৌ বিভাতঃ ॥ ৪৯৮ ॥

কেশবাংসতটরাজিভুজায়া, মন্থরালসগতেঃ সহ-যান্ত্যাঃ।
তন্নিতম্বভুবি লগ্ন-বিলগ্নো, বীচিবৎ কিল ররাজ নিতম্বঃ ॥৪৯৯॥
(চৈ০ ৯।১৯)

উল্লসন্মদন-মন্থরপাদ,-ন্যাসভাজি গমনে রমণীনাম্।
শ্রোণিবিম্বকুচয়োঃ পরিণাহঃ, খেদয়ন্নপি বভূব সুখায় ॥৫০০॥
(চৈ০ ৯।১৩)

---

(৪৯৭) এই ভয়ঙ্কর ভ্রমর গুন্ গুন্ রব করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ আমার কর্ণস্থিত চম্পকের প্রতি ধাবিত হইতেছে, অতএব "রক্ষা কর রক্ষা কর"— এই বলিয়া মধুকর হইতে শঙ্কিতা মৃগলোচনা শ্রীরাধিকা শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। (৪৯৮) শ্রীরাধার কান্তি শ্রীকৃষ্ণকান্তিকে মরকতময়ী করে এবং শ্রীকৃষ্ণের কান্তিও শ্রীরাধার কান্তিকে হরিদ্বর্ণ করে। যদি শ্রীরাধাকৃষ্ণ পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থান করেন, তবে তাঁহারা গৌরনীলরূপে প্রতিভাত হন। কিন্তু যদি তাঁহারা একস্থানে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তুল্যকান্তি প্রাপ্ত হইয়া শোভা পাইয়া থাকেন। (৪৯৯) অনন্তর কেশবের স্কন্ধদেশে যাঁহার ভুজদেশ শোভমান এবং যাঁহার অলসান্বিত গতি মন্থর, শ্রীকৃষ্ণসহগামিনী সেই ব্রজসুন্দরী শ্রীরাধিকার নিতম্বদেশের মধ্যভাগ শ্রীকৃষ্ণের নিতম্বদেশে সংলগ্ন হইয়া তরঙ্গ যেমন পরস্পর মিলিত হইয়া শোভা ধারণ করে, তাদৃশ

বীচিভঙ্গ ইব কাঞ্চনকাঞ্চী,-কামডিণ্ডিম-রবেণ নিতম্বঃ ।
সুভ্রুবাং গমনবিভ্রমভূষো, মন্দমন্দমলসেন ননর্ত্ত ॥ ৫০১ ॥
(চৈ০ ৯।১৪)

কোমলশ্চরণপদ্মমশক্তং, মা স্ম গা দ্রুততরং মদিরাক্ষি !
ইত্যতীব বিকলৌ রুদতঃ কিং, নূপুরৌ প্রণয়তো রমণীনাম॥৫০২॥
(চৈ০ ৯।১৫)

তত্তদঙ্ঘ্রিকমলস্য বিলাসে, সস্পৃহং কথয়তীব মহান্তম্ ।
স্বানুরাগমনুরাগবতীনাং, যাবকৈররুণিতা বনভূমিঃ ॥ ৫০৩ ॥
(চৈ০ ৯।১৬)

ঈশাবিমং পশ্যতমাত্মনোঽগ্রে, বসন্তকান্তাখ্যমরণ্যভাগম্ ।
যস্মিন্নৃতূনামধিপো মুদা বাং, সেবোৎসুকঃ স্বৈর্বিভবৈশ্চকাস্তি॥৫০৪
(গোবি০ ১২।৬৮)

শোভা ধারণ করিল। (৫০০) আহা! যে মন্থরগমনে মদনরাজও উল্লসিত হয়েন, সেই পদবিন্যাসযুক্ত গমনে রমণীগণের সুবিশাল নিতম্ব ও কুচদেশ তাঁহাদিগকে খেদযুক্ত করিলেও তাহা সুখের নিমিত্ত হইয়াছিল। (৫০১) অপর, ব্রজরমণীগণের তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় সুবর্ণকাঞ্চীরূপ কন্দর্পের ডিণ্ডিম-শব্দে নিতম্বদেশ গমনভঙ্গীতে বিভূষিত হইয়া অলসভরে মন্দ মন্দ নৃত্য করিয়াছিল। (৫০২) কি আশ্চর্য্য! "কোমল চরণ-কমলপদ্ম অশক্ত হইয়াছে; অতএব হে মদিরাক্ষি! আর দ্রুততর গমন করিও না"—এই বলিয়াই কি নূপুরযুগল ব্রজরমণীগণের প্রতি প্রণয়হেতু রোদন করিতেছিল। (৫০৩) অহো! অনুরাগবতী রমণীগণেরসেই সেই পদকমলের বিলাসে যাবক-(অর্থাৎ অলক্তক) দ্বারা বনভূমি রঞ্জিত হইয়া সাভিলাষভাবে যেন নিজের অনুরাগই ব্যক্ত করিতেছিল। (৫০৪) অনন্তর বৃন্দাদেবী নিজনাথ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাদিগকে বসন্তঋতু-শোভান্বিত বৃন্দাবন দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন

যস্মিন্ পুঞ্জিত-মঞ্জুগুঞ্জদলয়ো বাসন্তিকা মণ্ডপাঃ
কূজৎকোকিলকেলিকৌতুকরহঃকোলাহলাঃ পাদপাঃ।
চঞ্চচ্চন্দনশৈলনন্দন-মরুল্লোলল্লতাবান্ধবং
লীলাচংক্রমণক্রমেণ স যযৌ দেশং বসন্তোৎসবম্ ॥ ৫০৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৩।৫৮)

অথ তদ্বিলোক-মুদিতেন, স্ব-মধুরিম-দর্শনোদ্গতা সা।
হৃদয়দয়িতাং প্রতি তাং, প্রমদাদবর্ণি হরিণা বনদ্যুতিঃ ॥৫০৬॥
(গোবি০ ১২।৬৯)

পুন্নাগৈরবতংসনং বিদধতী বাসন্তিকাভিঃ স্রজং
গুচ্ছার্দ্ধং বকুলৈর্ললাটফলকে সিন্দূরকং কিংশুকৈঃ।
চাম্পেয়ৈঃ কুচকঞ্চুকং কটিতটে শোণাম্বরং বঞ্জুলৈ-
র্নিত্যং মূর্ত্তিমতী সতী বিজয়তে শ্রীর্যত্র পৌষ্পাকরী॥৫০৭॥
(আ০ ১।১০২)

—হে প্রভুযুগল! স্বস্ব অগ্রভাগে এই বসন্তকান্ত-নামক অরণ্যভাগকে অবলোকন করুন। যাহাতে ঋতুরাজ বসন্ত আনন্দসহকারে আপনাদিগের সেবা করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া স্বীয় বিভবদ্বারা শোভা পাইতেছে। (৫০৫) যে স্থানের বাসন্তী নিকুঞ্জ-গৃহাবলিতে পুষ্পে পুষ্পে মনোজ্ঞ গুঞ্জন-পরায়ণ ভ্রমরগণ বাস করিতেছে, যে স্থানের বৃক্ষরাজিতে কূজনপরায়ণ কোকিলদিগের কেলিকৌতুকাদি রহঃকোলাহল সম্পাদিত হইতেছে—যে দেশ চঞ্চল মলয়বায়ু-দ্বারা আন্দোলায়মান লতাসমূহের সহিত বন্ধুতা-স্থাপন করিতেছে—সেই বসন্তোৎসব-নামক দেশেই তখন শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিনোদ করিতে করিতে উপনীত হইলেন। (৫০৬) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেইসকল বন-শোভা সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রাণপ্রিয়া শ্রীরাধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বীয় মাধুর্য্য অবলোকনে সমুদ্গত বনকান্তি বর্ণনপূর্বক কহিতে লাগিলেন।

কুন্দে মরন্দাশন-তুন্দিলাস্তে, মন্দাদরাঃ সংপ্রতি কুন্দদন্তি !
ইন্দিন্দিরাঃ পশ্য মরন্দলুব্ধা, মাকন্দমুচ্ছ্রনশিখং প্রযান্তি ॥৫০৮॥
(গোবি০ ১২।৭০)

মৌনব্রতং ত্যক্তুমিবান্যপুষ্টাঃ, কণ্ঠং কষায়েণ বিশোধয়ন্তঃ।
সার্দ্ধং পিকীভিঃ কলকণ্ঠি! পশ্য, মাকন্দমুত্থমুকুলং প্রযান্তি ॥৫০৯॥
(গোবি০ ১২।৭১)

বাসন্তী-স্বর্ণযূথী-মুখহসিত-লতালীভিরালিঙ্গিতাঙ্গী
ফুল্লেয়ং চম্পকালী বকুলততিরিয়ং সাপি তাপিঞ্ছমালা।
সেয়ং পুন্নাগবীথী স্তিলকবিততিঃ সা ত্বিয়ং চূতপালী
শ্রেণীয়ং বঞ্জুলানাং বিলসতি পুরতশ্চাবলিঃ কেশরাণাম্ ॥৫১০॥
(গোবি০ ১২।৭২)

---

(৫০৭) বাসন্তী-শোভা যেন শরীর ধারণ করিয়া বিশেষরূপে নিত্য উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। ঐ শোভা পুন্নাগপুষ্পসমূহ-দ্বারা কর্ণভূষণ, মাধবীপুষ্পসমূহ-দ্বারা মালা, বকুলপুষ্প দিয়া গুচ্ছার্দ্ধ অর্থাৎ হারবিশেষ, পলাশ-পুষ্পদ্বারা ললাটদেশে সিন্দূর, চম্পকপুষ্প-দ্বারা স্তনাচ্ছাদন এবং অশোকপুষ্প দিয়া কটিদেশে রক্তবর্ণ বসন রচনা করিয়াছে। (৫০৮) হে কুন্দদন্তি ! ঐ দেখ— সম্প্রতি মধুপানে পরিতৃপ্ত হইয়াই মকরন্দলুব্ধ ভ্রমরবৃন্দ কুন্দপুষ্পে সমাদর পরিত্যাগ-পূর্বক উচ্চ-শিরস্ক আম্রের প্রতি গমন করিতেছে। (৫০৯) হে কলকণ্ঠি ! আম্রমুকুল ভক্ষণ করিলে কোকিলের কণ্ঠধ্বনি হইয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ আছে ; তাই আজ দেখ, কোকিলাদিগের সহিত কোকিলগণ মৌনব্রত পরিত্যাগ করিবার নিমিত্তই যেন আম্রমুকুলের কষায়-রস-দ্বারা কণ্ঠ বিশোধন-করণার্থ উদ্‌গতমুকুল আম্রবৃক্ষের প্রতি গমন করিতেছে। (৫১০) মাধবী ও স্বর্ণযূথিকা প্রভৃতি বিকসিত লতাশ্রেণীদ্বারা আলিঙ্গিতা প্রফুল্লা এই চম্পকশ্রেণী এবং বক্ষ্যমাণ নবমালিকাদি-দ্বারা আলিঙ্গিতা

পুন্নাগাঃ সপ্তলাভির্বিধুমুখি! বকুলাঃ সল্লবঙ্গাবলীভিঃ
কুব্জাভিঃ কোবিদারাঃ সুদতি! রুরুচিরে চম্পকাঃ কেতকীভিঃ।
তেঽশোকাঃ স্বর্ণযূথীততিভিরিহ লসৎকিংশুকাঃ পাটলীভি-
র্বাসন্তীভী রসালাঃ সিতশতদলিকাশ্রেণিভিঃ কেশরাশ্চ ॥৫১১॥
(গোবি০ ১২।৭৩)

অতিমুক্তৈরতিমুক্তৈরতিমুক্তৈশ্চান্বিতং বনং যদিদম্।
রথকৃন্মালিকমোক্ষাকাঙ্ক্ষৈরপি সেবিতং তস্মাৎ ॥৫১২॥
(গোবি০ ১২।৭৪)

শরোৎপত্তিস্থানায়ত ইদমরণ্যং রতিপতে-
র্লতাবৃক্ষব্রাতঃ কুসুমশরকারায়ত ইহ।
পতন্ ভৃঙ্গব্যূহঃ প্রতিকুসুমমুচ্চৈর্ধ্ব নিমিষাদ্-
দিশন্ ভদ্রাভদ্রং গণয়তি পরীক্ষাকর ইব ॥৫১৩॥
(গোবি০ ১২।৭৫)

বকুলশ্রেণী, তমালপংক্তি, পুন্নাগ-বীথি (দেববল্লভ), সুন্দর তিলক-বৃক্ষশ্রেণী, আম্রপঙ্ক্তি বঞ্জুলশ্রেণী ও নাগকেশরশ্রেণী অগ্রভাগে শোভা পাইতেছে। (৫১১) অপর হে বিধুমুখি! হে সুদতি! নবমালিকার সহিত পুন্নাগবৃক্ষ, উত্তম লবঙ্গমালার সহিত বকুলবৃক্ষ, কুব্জালতার সহিত কোবিদার (কাঞ্চন-বৃক্ষ), কেতকীর সহিত চম্পক, স্বর্ণযূথীর সহিত অশোক বৃক্ষ, পাটলীর সহিত শোভমান কিংশুক বৃক্ষ, মাধবীর সহিত আম্র এবং শুভ্রবর্ণ শতপত্রিকার সহিত নাগকেশর-সকল শোভা পাইতেছে। (৫১২) অতিমুক্ত অর্থাৎ রথজনক বৃক্ষদ্বারা এই বন যুক্ত, সুতরাং রথকৃৎ সূত্রকার এই বনকে আশ্রয় করিয়াছে, অতিমুক্ত অর্থাৎ মাধবীলতা-দ্বারা যুক্ত হওয়ায় এই বন মালিক অর্থাৎ মালাকার-কর্তৃক সেবিত এবং অতিমুক্ত অর্থাৎ নির্বাণ-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ-কর্তৃক সমাশ্রিত বলিয়া এই বন মোক্ষাকাঙ্ক্ষিব্যক্তিরও সেবিত

মধুপী মধুপং বিষ্টং, স্বপ্রতিবিম্বাঙ্কি পুষ্পমনু দৃষ্ট্বা।
মিলিতাং মধুপীমন্যাং, মত্বা তৃষিতাপি নিববৃতে রোষাৎ ॥৫১৪॥
(গোবি০ ১২।৭৬)

অজনি মদনো রাজা মন্ত্রী মধুর্মলয়ানিলো
নিখিলবিজয়ী সেনানীন্দ্রশ্চরা ভ্রমরা ইহ।
পিকপরিষদঃ প্রাপুর্দণ্ডেঽধিকারমদক্ষিণা
ব্রজকুলভুবো দণ্ড্যাঃ কারাঃ কৃতা গিরিগহ্বরাঃ ॥ ৫১৫ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৩।১৯)

মাকন্দানাং কলিতকলিকাস্বাদনঃ কোকিলোঽয়ং
চঞ্চচ্চঞ্চুর্যদয়মনদৎ কণ্ঠমূলং ধুনানঃ।
গ্রাসীভূতঃ সহ কলিকয়া যত্র লব্ধাবকাশো
মূর্ত্তো নাদঃ কুহুরিতি বহির্যাতি যত্র দ্বিরেকঃ ॥৫১৬॥
(আ০ ১।১০০)

অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনাগণের সাযুজ্য-সালোক্য-সারূপ্য ও সার্ষ্টিরূপ মুক্তিলাভার্থ মুনিগণ বৃক্ষরূপে বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছেন! (৫১৩) এই অরণ্য রতিপতি কন্দর্পের বাণোৎপত্তির স্থানের ন্যায় আচরণ করিতেছে। কারণ, লতা ও বৃক্ষসকল পুষ্পবাণকারীর ন্যায় আচরণ করিতেছে এবং ভ্রমরগণ প্রত্যেক পুষ্পে পতিত হইয়া উচ্চতম ধ্বনিচ্ছলে আদেশ করত পরীক্ষকের ন্যায় ভদ্র ও অভদ্র অর্থাৎ "এই কুসুমবাণ ভদ্র (উত্তম) ও এইটি অভদ্র (মন্দ)" এইরূপ গণনা করিতেছে। (৫১৪) প্রিয়ে! ঐ দেখ, কাননে ভ্রমরী ভ্রমরকে নিজ প্রতিবিম্বযুক্ত পুষ্পমধ্যে প্রবিষ্ট দর্শন করিয়া ভ্রমর অন্য ভ্রমরীর সহিত মিলিত হইয়াছে,—এই জ্ঞানে নিজে তৃষ্ণাতুর হইলেও রোষাবেশে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছে। (৫১৫) হে রাধে! এই ভূমির রাজা মদন, মন্ত্রী মধু এবং নিখিলবিজয়ী সেনাপতি মলয়ানিল, ভ্রমরগণ

মদকলকলকণ্ঠ-কণ্ঠঘণ্টা,-ধ্বনি-নিকরানুমিত-স্বতন্ত্রচারঃ।
প্রতিসরতি স বত্র মত্তবামা,-কলকলদঃ স্মরগন্ধসিন্ধুরেন্দ্রঃ॥৫১৭॥
(আ০ ১।১০২)

অথ কান্তবাক্যমসহমানানামিব সখীনাং পরস্পরমুৎ-প্রেক্ষোক্তিঃ—

আমন্দচন্দন-সমীরগুরূপদেশাৎ
প্রত্যগ্রপল্লবকরাভিনয়ং দধত্যঃ।
গীতেন ভৃঙ্গমিথুনপ্রকরস্য বন্যঃ
কৃষ্ণাবলোকনমুদা সরসং নটন্তি ॥ ৫১৮ ॥
(আ০ ১৪।১৪৭)

গুপ্তচর, পিকরূপ সভাসদ্‌গণ দণ্ডাধিকারী, অদক্ষিণা ব্রজকুলললনাগণ দণ্ডনীয়া এবং গিরিগহ্বর কারাগৃহ। (৫১৬) এই কোকিল আম্রবৃক্ষসমূহের কলিকা-সকল আস্বাদন করিয়া, চঞ্চুবিস্তার এবং কণ্ঠমূল কম্পিত করত নিজের প্রতিবাদী কোকিলের শব্দ শুনিয়া যে কূজন করিয়াছিল, তাহাতে একটি মত্ত ভ্রমর কলিকার সহিত কোকিলের গ্রাসত্ব প্রাপ্ত হয় এবং শেষে সে অবকাশ পাইয়া মূর্ত্তিমান্ 'কুহু' অর্থাৎ কোকিলের শব্দের ন্যায় বহির্গত হইয়াছে। (৫১৭) মত্ততা-হেতু কলধ্বনিকারী কোকিলগণের কণ্ঠদেশের ঘণ্টাশব্দসমূহ-দ্বারা যাহার স্বচ্ছন্দগমন অনুমিত হইয়া থাকে, সেই স্বচ্ছন্দ-গামী কন্দর্পরূপ মহামত্ত দুর্দ্দান্ত হস্তিশ্রেষ্ঠ, মত্ত রমণীদিগের কোলাহল-শব্দ উৎপাদন করিয়া প্রতি দিকে গমন করিতেছে।

অনন্তর প্রিয়তমের বাক্য যেন সহ্য করিতে না পারিয়া সখীগণ পরস্পর উৎপ্রেক্ষা বাক্য বলিতে লাগিলেন—

(৫১৮) কোনও সখী বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অবলোকন-হেতু হর্ষভরে লতাসকল মৃদুমন্দ মলয়-পবনরূপ গুরুর উপদেশে নবীন পল্লবরূপ কর-দ্বারা

সন্ত্রাসং নবদল[1]পাণি-কম্পনেন
প্রোৎসাহং কুসুমময়েন সুস্মিতেন।
রোষঞ্চ ভ্রমরঘটা-কটাক্ষপাতৈ-
রাসন্নে মধুভিদি বীরুধোঽভ্যনৈষুঃ ॥ ৫১৯ ॥
(অ০ ৫।১৬)

একেনানিলচপলেন পত্রহস্তে-
নারৌৎসীৎ স্তবক-পয়োধরং পরেণ।
আক্ষেপং ন ন ন ন নেতি চঞ্চলালি-
ভ্রূভঙ্গ্যা ব্যধিত হরিং বিলোক্য বল্লী ॥
(অ০ ৫।১৬)

এহীত্যাহ্বয়ত ইবাপরেণ কাঞ্চিৎ
সব্রীড়া কুসুমময়ং স্মিতং প্যধত্ত॥ ৫২০ ॥

অভিনয় করিতে করিতে ভৃঙ্গমিথুনসমূহের গীতসহকারে রসভরে নৃত্য করিতেছে। (৫১৯) অপর কোনও সখী কহিলেন—মধুমথন শ্রীকৃষ্ণ স্তবক-গ্রহণের নিমিত্ত নিকটবর্ত্তী হইলে কুট্মলিত ভাববতী কোন কোন লতিকা নবদলরূপ হস্তের কম্পন-দ্বারা সম্যক্ ভয়, কুসুমরূপ মৃদুমধুর হাস্য-দ্বারা প্রোৎসাহ এবং ভ্রমরশ্রেণীরূপ কটাক্ষপাত-দ্বারা রোষ প্রকাশ করিতেছে। (৫২০) অন্য কোন সখী বলিলেন—শ্রীহরিকে অবলোকন করিয়া বল্লরী বায়ুভার-চঞ্চল পত্ররূপ এক অর্থাৎ বামহস্ত দ্বারা স্তবকরূপ স্তনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়াছে, পত্ররূপ অন্য হস্ত দ্বারা 'না, না, না, না,' বলিয়া আক্ষেপ অর্থাৎ ভর্ৎসনা করিতেছে, চঞ্চল ভ্রমররূপ ভ্রূভঙ্গী করিতেছে, অপর অর্থাৎ দক্ষিণ পত্রহস্তে কৃষ্ণচাঞ্চল্যাদর্শনে নিজ সাহায্যার্থ যেন কোন সখীকে আহ্বান করিতেছে এবং লজ্জিতা হইয়া কুসুমরূপ মৃদুহাস্য আবরণ করিতেছে।

১। 'কিসলয়' ইত্যপি পাঠঃ।

অথারণ্যশ্রান্তৈঃ শ্রিতবিটপিমূলা মুরভিদঃ
প্রসূনৈর্বাসন্তৈরকৃত বিবিধাকল্পরচনাম্।
যদা রাধাং সালীং রচয়িতুমসৌ ভূষিততনুঃ
সমারব্ধহ্রীতোঽস্থিত নহি তদা তস্য সবিধে ॥ ৫২১ ॥

কচৌঘে পুন্নাগং বকুলমুকুলানি ভ্রমরকে-
ষ্বশোকং সীমন্তে শ্রবসি সহকারস্য কলিকাঃ।
স্তনাগ্রে বাসন্তীকুসুমদলমালেতি কুসুমৈঃ
স্বয়ং বৃন্দা রাধাং সপদি মুমুদেঽলঙ্কৃতবতী ॥ ৫২২ ॥
(আ০ ১৪।৯৬)

বৃন্দাদিভিঃ সরভসং বনদেবতাভিঃ
প্রীত্যাদরেণ মহতাভ্যুপগম্যমানাঃ।
কামং বসন্তমহমঙ্গলবেষবাসো
ভূষাদিভির্বিদধিরে পরিভূষিতাস্তাঃ ॥ ৫২৩ ॥
(আ০ ১৪।৯৭)

---

(৫২১) অনন্তর অরণ্যভ্রমণহেতু শ্রান্তিভরে বৃক্ষমূলে বসিয়া শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে বসন্তঋতূৎপন্ন পুষ্পসমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ বেশ রচনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিভূষিত হইয়া যখন শ্রীরাধার বেশরচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি লজ্জাবশতঃ প্রিয়তমের নিকট অবস্থান করিতে পারিলেন না। (৫২২) তখন বৃন্দাদেবী শ্রীরাধার কেশপাশে পুন্নাগ পুষ্প, ললাটস্থ চূর্ণকুন্তলে বকুলমুকুল, সীমন্তে অশোক পুষ্প, কর্ণে আম্রকলিকা এবং স্তনাগ্রে বাসন্তী কুসুমদলের মালা—এইরূপে কুসুমসমূহের দ্বারা স্বয়ং শ্রীরাধিকাকে বিভূষিত করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। (৫২৩) অনন্তর বৃন্দাদি-বনদেবীগণ পরম প্রীতি ও আদর-সহকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহগামিনী সখীগণকে বসন্তোৎসবোচিত মঙ্গল বেশ বসন-ভূষণাদি-দ্বারা বিশেষরূপে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

অথাহ বৃন্দা ব্রজমঙ্গলাকরা-
বালেপ-চিত্রৈ রুচিরাং সুবিস্তৃতাম্।
বসন্তলীলোৎসব-রঙ্গবেদিকা-
স্থলীমিমাং পশ্যতমগ্রতঃ স্থিতাম্ ॥ ৫২৪ ॥
(গোবি০ ১৪।২৭)

অগুরু-ঘুসৃণ-কস্তূরীন্দু-সচ্চন্দনানাং
পৃথগপৃথগুদঞ্চৎকর্দমান্তঃপ্রপূর্ণৈঃ।
বিবিধমণিচিতাম্বুক্ষেপযন্ত্রৈর্বিরাজদ্-
বিতত-বদনকুম্ভৈরন্বিতাং শাতকুম্ভৈঃ ॥ ৫২৫ ॥
(গোবি০ ১৪।২৮)

সৈন্দূর-কার্পূরক-পৌষ্পকন্দুকৈঃ, শরাসনৈর্বাণচয়ৈশ্চ কৌসুমৈঃ।
তাম্বূলমাল্যৈঃ কুসুমাম্বুচন্দনৈ,-রাপূর্ণ-সৌবর্ণকভাজনৈর্যুতম্॥৫২৬
(গোবি০ ১৪।২৯)

সখীগণকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীবনদেবীগণকর্ত্তৃক শ্রীরাধাদি গোপীগণের বেশ-রচনা ও বাসন্তলীলোৎসবাদি (হোরী)

(৫২৪-৫২৭) তৎপর বৃন্দা কহিলেন—হে ব্রজমঙ্গলাকর রাধাকৃষ্ণ! আপনারা নিকটবর্ত্তী অগুরু আদি আলেপ সকলের নানাবিধ চিত্র-দ্বারা মনোহর এই বসন্ত-লীলোৎসবের রঙ্গবেদিকা দর্শন করুন। এই বেদিকা অগুরু কুঙ্কুম, কস্তূরী, কর্পূর ও চন্দন প্রভৃতির পৃথক্ ও মিশ্রিত উদ্গত কর্দমের জল-দ্বারা পরিপূর্ণ যে সকল পূর্ণ কলস, যাহাদের বিস্তৃতমুখ বিবিধ মণিনির্মিত জলক্ষেপ-যন্ত্রসকলে শোভমান স্বর্ণকুম্ভ-সমুদয়-দ্বারা শোভিত, আর সিন্দূর কর্পূর ও পুষ্পনির্মিত কন্দুক তথা পুষ্পকৃত ধনুর্বাণ এবং তাম্বূলমাল্য, কুসুম-বাসিত জল ও চন্দন প্রভৃতি ভোগযোগ্য দ্রব্যসকলে পূর্ণ স্বর্ণপাত্রযুক্ত এবং কর্পূর, কুঙ্কুম, মৃগমদ, অগুরু ও চন্দন এই পঞ্চদ্রব্যের পঙ্ক ও চূর্ণসকল-দ্বারা

কর্পূর-কুঙ্কুম-মদাগুরুচন্দনানাং
পঙ্কৈশ্চ চূর্ণনিকরৈরতিপূরিতাভিঃ।
শ্বাসাভিলব্য-মৃদুজাতুষ-কূপিকাভি-
রাপূর্ণ হৈমতত-ভাজনবৃন্দযুক্তাম্ ॥ ৫২৭ ॥
(গোবি০ ১৪।৩০)

তৎসামগ্রীণামপরিমিততাহেতুমাহ—

বাষ্পচ্ছেদ্য-সদচ্ছজাতুষ-পুটীগর্ভেষু সংপূরিতা
নানাবর্ণ-বিলাসচূর্ণপটলী পঙ্কশ্চ কাস্তূরিকঃ।
পৌষ্পং কার্মুকমায়ুধং চ বিবিধং নানাবিধান্ কন্দুকান্
রত্নানাং জলযন্ত্রকাণি সুষুবুঃ কল্পদ্রুমাণাং গণাঃ ॥ ৫২৮ ॥
(আ০ ১৪।৯৯)

আরুহ্য তাং শ্রীরমণীচয়ো ভবং,-স্তদৈকতঃ শ্রীরমণোঽপ্যথৈকতঃ।
গৃহীত-তদুজ্জলযন্ত্রকাদিকঃ, পরস্পরং প্রেমভরাদরীরমৎ ॥৫২৯॥
(গোবি০ ১৪।৩১)

সমধিক পরিপূরিত এবং নিশ্বাসবায়ু-দ্বারাও যাহারা ভগ্ন হয়, এমন জাতুষ অর্থাৎ জতু-(লাক্ষা) নির্মিত কূপিকা-সমূহ দ্বারা স্বর্ণনির্মিত পাত্রসকলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। (৫২৮) সেই সকল সামগ্রীর অপরিমেয়তার কারণ বলিতেছেন —সেই সময়, বাষ্পচ্ছেদ্য অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম আবরণবিশিষ্ট সুন্দর স্বচ্ছ জতু-(লাক্ষা) নির্মিত পুটিকার মধ্যে পরিপূর্ণ কেলিবিলাসোচিত, নানাবর্ণের চূর্ণ-সমূহ, পঙ্কসকল ও কস্তূরিকা, পুষ্পময় ধনু এবং বিবিধ আয়ুধ, নানাবিধ কন্দুক এবং রত্নময় জলযন্ত্র (পিচকারী) সকল—কল্পতরুগণ উৎপাদন করিয়াছিলেন। (৫২৯) অনন্তর পরমসুন্দরী রমণীগণ এবং শোভমান রমণ শ্রীকৃষ্ণ সেই বেদিকাস্থলীতে আরোহণপূর্বক উভয়েই তাহার এক এক পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া ক্রীড়াযোগ্য পূর্বোক্ত জলযন্ত্রাদি গ্রহণ করত প্রেমাতিশয্যে পরস্পর

কাশ্চিৎ কৌঙ্কুমধূলিধোরণীভৃতাং বাসোঽঞ্চলীং লীলয়া
তির্য্যক্‌কাঞ্চনকাঞ্চিসীম্নি জঘনে বদ্ধাং দধত্যো বভুঃ।
যাভির্যচ্চিরসঞ্চিতং রতিকলাবৈদগ্ধ্যবিদ্যাধনং
ক্রেতুং কৃষ্ণমনোমণিং তদিব তা গ্রন্থৌ নিধায়াগতাঃ ॥৫৩০॥

(আ০ ২২।২২)

শ্চ্যোতৈরাগুরবৈর্মহাসুরভিভিঃ কস্তূরিকা-কর্দমৈঃ
কার্পূরৈরপি রেণুভির্মলয়জ-ক্ষোদৈশ্চ সংপূরিতাঃ।
বাষ্পচ্ছেদ্যতমা মহামণিময়স্থাল্যন্তর-স্থাপিতাঃ
কাশ্চিজ্জাতুষ-কূপিকাঃ করতলেনাদায় তত্রাযযুঃ ॥ ৫৩১ ॥

(আ০ ২২।২৩)

বল্গদ্‌বল্লমণীন্দ্রকুণ্ডলধুরা-দীর্ঘীকৃতচ্ছিদ্রয়ো-
র্বিভ্রত্তৎক্ষণভুগ্নচূতমুকুলং শ্রীকর্ণয়োরেকতঃ।
গণ্ডে তৎপ্রতিবিম্বভাজি মধুরাং কাঞ্চিত্ত্বিষো মঞ্জরীং
গ্রীবাসীম্নি বিলাসবদ্ধচিকুর-স্তোমেঽতিমুক্তস্রজম্ ॥৫৩২॥

(আ০ ১৪।১৩৩)

ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। (৫৩০) কতিপয় ব্রজসুন্দরী স্বর্ণকাঞ্চীশোভিত জঘনদেশে বক্রভাবে বদ্ধ, কুঙ্কুমধূলিশ্রেণী-সমন্বিত বস্ত্রাঞ্চল লীলাক্রমে ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মনোরূপ মণিকে ক্রয় করিবার জন্য যাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া যে রতিকলা-বৈদগ্ধী-বিদ্যারূপ ধন সঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ গ্রন্থিতে ঐ ধনই যেন ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। (৫৩১) অন্য কতিপয় ব্রজাঙ্গনা, মহাসুগন্ধি অগুরুদ্রব, কস্তূরীপঙ্ক, কর্পূররেণু ও চন্দনচূর্ণদ্বারা সম্পূরিত অতিশয়রূপে বাষ্পচ্ছেদ্য

উদ্ধূনিতৈস্তত ইতঃ পটবাসপূরৈ-
র্বালারুণাকৃতিভিরুদ্ভটগন্ধবদ্ভিঃ।
অত্যন্তলাঘবতয়া নভসি ভ্রমদ্ভি-
রপ্রাপ্তমৌলিতিলকালকপক্ষ্মলক্ষ্মীঃ ॥ ৫৩৩ ॥

(আ০ ১৪।১৫৩)

কৃষ্ণঃ কলেন মুরলী-নিনদেন তাসাং
বৃন্দাবনং সুচির-সঞ্চিতগানগর্বম্।
কাশ্মীর-রেণুনিকরেণ সমং সমন্তা-
ত্তাভিঃ প্রমোদরভসেন বিকীর্য্যতে স্ম ॥ ৫৩৪ ॥

(আ০ ২১।১০)

অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম, মহামণিময়ী স্থালীর মধ্যে স্থাপিত জতু- (লাক্ষা) নির্মিত কূপিকাসকল করতলে ধারণ করিয়া তথায় আগমন করিয়াছিলেন। (৫৩২) এদিকে শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চল ও মণিময় কুণ্ডলভারে দীর্ঘীকৃত, সুশোভন কর্ণদ্বয়ের একটীতে তৎক্ষণে ভগ্ন আম্রমুকুল ধারণ করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডলের প্রতিবিম্ব-সমন্বিত গণ্ডস্থলে কোন অনির্ব্বচনীয় কান্তিমঞ্জরী এবং বিলাসক্রমে বদ্ধ চিকুরপুঞ্জশোভিত গ্রীবাদেশে মাধবীপুষ্পের মালা ধারণ করিয়াছিলেন। (৫৩৩) ইতস্ততঃ উপরিসঞ্চালিত, উদীয়মান সূর্য্যবৎ রক্তবর্ণ, অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত, অতিশয় লঘুতাহেতু আকাশে ভ্রমণকারী পটবাস-সমূহ অর্থাৎ বসন্তখেলার উপযুক্ত চূর্ণসকল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ, মস্তক তিলক, অলক ও নেত্ররোমের শোভা প্রাপ্ত হন নাই অর্থাৎ তখনও ঐ চূর্ণসমূহ-দ্বারা তাঁহার মস্তক তিলকাদি রঞ্জিত হয় নাই। (৫৩৪) শ্রীকৃষ্ণ সুমধুর বংশীনিনাদে ব্রজসুন্দরীগণের সুচির-সঞ্চিত গানের গর্ব দূর করিয়া দিলে, তাঁহারা তখন আনন্দভরে যুগপৎ চতুর্দিক হইতে তাঁহার উপর কুঙ্কুমরেণুসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

নানাযন্ত্রমবাদয়ন্ত কতিচিৎ কেচিদ্ বসন্তং জগুঃ
কেচিদ্ গন্ধরজাংসি কন্দুকচয়ানন্যোন্যমাচিক্ষিপুঃ।
শ্রীকৃষ্ণানুচরোৎকরেষু সুবলশ্রেষ্ঠেষু হৃষ্টান্তরো
হাস্যৈকপ্রণয়ী বটুঃ পটুরটন্নুল্লাসনৃত্যং ব্যধাৎ ॥ ৫৩৫ ॥
(আ০ ১৪।২২৮)

অন্যোন্যহাসপরিহাস-বিলাসপূর্বং
সৈন্দূরকুঙ্কুমরজোনিকরং কিরন্ত্যঃ।
বীণাদিবাদন-বিধানরসেন মুক্ত-
কণ্ঠং জগুর্দ্বিপদিকাং মদিরায়তাক্ষ্যঃ ॥ ৫৩৬ ॥
(আ০ ২১।৯)

কাশ্চিৎ কুঙ্কুমবারিভির্মলয়জাম্ভোভিশ্চ কস্তূরিকা-
পাথোভিঃ কুঙ্কুমদ্রবৈরপি পৃথক্ সংপূরিতং পৌরটম্।
বিভ্রত্যো জলযন্ত্রজালমতুলং শিল্পেন নানাত্মনা
রেজুর্মন্মথযুদ্ধযান্ত্রিকততের্মূর্ত্তা ইবৌজঃশ্রিয়ঃ ॥ ৫৩৭ ॥
(আ০ ২২।২৪)

---

(৫৩৫) সুবল-প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণের অনুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে লাগিলেন, কেহ কেহ বসন্তরাগে গান করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা পরস্পর গন্ধচূর্ণ ও কন্দুকসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কেবল হৃষ্টচিত্ত হাস্যরসিক বটু মধুমঙ্গল নিপুণভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে উল্লাসভরে নৃত্য করিতেছিলেন। (৫৩৬) সুলোচনা ব্রজরামাগণ পরস্পর হাসপরিহাসময় বিলাসপূর্বক সিন্দূর ও কুঙ্কুমচূর্ণসমূহ ক্ষেপণ করিতে করিতে বীণাদি বাদ্যযন্ত্র-বাদনসহকারে আনন্দভরে মুক্তকণ্ঠে দ্বিপদিকা (রাগবিশেষ) গান করিতে লাগিলেন। (৫৩৭) কতিপয় ব্রজসুন্দরী, কুঙ্কুমবারি, চন্দনজল, কস্তূরিকাজল এবং পুষ্পবাসিত সলিল-দ্বারা পরিপূরিত পৃথক্ পৃথক্

কৃষ্ণে গায়তি চর্চরীমতিকলাং কণ্ঠেন বীণা-জিতা
স্তভ্‌াতি স্ম কলিন্দজা তরুলতাশ্রেণ্যোঽশ্রুবর্ষং দধুঃ ।
শৃণ্বন্তঃ শ্রবণোপকণ্ঠগলিতং স্বেদাম্বু তন্মাধুরী-
ধারা-স্যন্দধিয়া লিহন্তি রভসাদন্যোন্যমেণীগণাঃ ॥ ৫৩৮ ॥
(আ০ ২১।৩৩)

গান্ধারগ্রাম-সন্ধাপিতগরিমধুরাধৃতগান্ধর্ববিদ্যা
গন্ধর্বীগর্বখর্বীকরণপটু নটদ্‌ভ্রূলতং রক্তকণ্ঠী ।
ত্রিস্থানস্পর্শিনানাবিধগমকগমং সাহসোৎসাহ-নশ্যদ্-
ব্রীড়া ক্রীড়ারসেনালপদিতি ললিতোদারকেদার-রাগম্ ॥৫৩৯
(আ০ ২১।৩৯)

নানাপ্রকার শিল্পকলায় অতুলনীয় স্বর্ণময় জলযন্ত্র (পিচকারী) সকল ধারণ করিয়া কন্দর্পযুদ্ধে যন্ত্রধারিসমূহের মূর্ত্তিমতী তেজঃ সম্পত্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। (৫৩৮) শ্রীকৃষ্ণ বীণাবিনিন্দিতকণ্ঠে অতি সুমধুর চর্চ্চরীরাগ গান করিতে লাগিলে যমুনা (গোবর্দ্ধন-নিকটস্থ যমুনাসংজ্ঞক গ্রামস্থিত যমুনাধারা অথবা উপলক্ষণে সমস্তজলপ্রবাহ) স্তব্ধতা অর্থাৎ নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল । তরুলতাশ্রেণী অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল । ঐ সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া হরিণীগণ পরস্পর আনন্দভরে কর্ণনিকটে গলিত স্বেদজল— "ঐ গানের মাধুরীধারা শ্রবণযুগল পূর্ণ করিয়া তথায় স্থান না পাইয়া বাহিরে ক্ষরিত হইতেছে, অতএব ইহা আমরা আস্বাদন করি।"—এই প্রকার বুদ্ধিতে লেহন করিতে লাগিল । (৫৩৯) অনন্তর ললিতা, ক্রীড়ানন্দে সাহস ও উৎসাহবশতঃ লজ্জা ত্যাগ করিয়া ভ্রূলতার নর্ত্তনসহকারে সুস্বরকণ্ঠে, আরোহণাবরোহণ সমনামক ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য এই ত্রিবিধস্থানস্পর্শি নানাবিধ গমকব্যঞ্জক উৎকৃষ্ট কেদার রাগ আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি সঙ্গীতপটুতায় গন্ধর্বীগণের গর্ব খর্ব করিতেছিলেন এবং গান্ধার-গ্রামে তিনি

অশ্মানো য ইমে মণীন্দ্রবপুষো বৃক্ষালবালাত্মকাঃ
সর্বে বিদ্রুতিমাগতা যদবমন্নম্ভস্তদেতৎ পুনঃ।
জাতস্তম্ভমলম্ভয়ৎ কঠিনতাং যেয়ং তয়া সর্বতো
বৃক্ষাণাং প্রতিমূলমেব নিবিড়া ব্যাতেনিরে বেদয়ঃ ॥৫৪০॥

(আ০ ২১।৪৬)

আলীনাং কুটিলকটাক্ষবাণলক্ষৈ-
রাবিদ্ধো হরিরসৃজৎ কটাক্ষবাণম্।
রাধায়া উরসি নিপত্য হী কথঞ্চিৎ
স ব্রীড়া-কবচ-বিভেদমেব তেনে ॥ ৫৪১ ॥

(আ০ ১৪।২১২)

ব্যতনুত বৃষভানু-নন্দিনী যং, তনুতর-কজ্জলকালকূটদিগ্ধম্।
স হসিত-নিশিতঃ কটাক্ষবাণো, হরি-হৃদয়ং বিদয়ং বিনির্বিভেদ ॥৫৪২

(আ০ ১৪।২১৩)

যে সম্যক্ গৌরবাধিক্য ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা গন্ধর্বগণের গানবিদ্যাও খণ্ডিত হইয়াছিল। (৫৪০) ঐ সঙ্গীতমাধুর্য্যে বৃক্ষসকলের আলবালরূপী যে সকল মহামণিময় প্রস্তরসমূহ ছিল, সেই সমস্ত প্রস্তর দ্রবীভাব প্রাপ্ত হইয়া যে জল উদ্গিরণ করিতে লাগিল, ললিতা ঐ গানে ঐ জলকে পুনরায় স্তম্ভিত করত কঠিনতা লাভ করাইলে তদ্দ্বারাই সর্বতোভাবে বৃক্ষসকলের প্রতি মূলেই নিবিড় বেদি নির্মিত হইয়াছিল। (৫৪১) সখীগণের লক্ষ লক্ষ কুটিল কটাক্ষবাণে সম্যক্ বিদ্ধ হইয়া শ্রীহরি যে কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আহা ঐ বাণ শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে কোনপ্রকারে পতিত হইয়া তাঁহার লজ্জারূপ কবচকেই ভেদ করিয়াছিল। (৫৪২) তদনন্তর বৃষভানুনন্দিনী অত্যল্প কজ্জলরূপ কালকূটমিশ্রিত হাস্যদ্বারা শাণিত অর্থাৎ তীক্ষ্ণ যে কটাক্ষরূপ বাণ

লীলালসং মুকুলিতাক্ষ-মরালিতভ্রূ-
ঝঙ্কারি-কঙ্কণমুদস্য করাব্জকোশম্।
কেনাপ্যলক্ষিতমথো বৃষভানুপুত্রী
সিন্দূর-কন্দুকমুরস্যকিরন্মুরারেঃ ॥ ৫৪৩ ॥
(আ০ ১৪।২১৬)

সহচর-করদত্তৈঃ কন্দুকৈঃ কৈঙ্কিরাতৈঃ
সকলকুলবধূনামেব বিক্ষোভি বক্ষঃ।
যদকৃত কৃতহস্তো যৌগপদ্যেন সদ্য-
স্তদমরবরনার্য্যঃ সাধুবাদৈঃ পুপূজুঃ ॥ ৫৪৪ ॥
(আ০ ১৪।১৮৯)

শোণশ্লক্ষ্ণারুণসুরভিভির্ধূলিভির্ধূলিভিশ্চ
ক্রীড়াযুদ্ধং সমজনি মহৎ কন্দুকৈঃ কন্দুকৈশ্চ।
শৃঙ্গোন্মুক্তৈঃ কুসুমধনুষো বারুণাস্ত্রৈরিবারাৎ
কাশ্মীরীয়ৈরতিসুরভিভির্বারিভির্বারিভিশ্চ ॥৫৪৫॥
(আ০ ১৪।১৯১)

বিস্তার (ত্যাগ) করিয়াছিলেন, ঐ বাণ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়কে নির্দয়রূপে বিদ্ধ করিয়াছিল। (৫৪৩) অতঃপর শ্রীরাধিকা, লীলালসভরে মুদ্রিতনয়নে ভ্রূ-যুগল কুটিল করিয়া কঙ্কণ ঝণৎকার-পূর্বক করকমল উত্তোলন করত শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্যের অলক্ষিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে প্রথমেই সিন্দূর কন্দুক নিক্ষেপ করিলেন। (৫৪৪) তৎক্ষণাৎ যুদ্ধকুশল শ্রীকৃষ্ণ, সহচরগণ-কর্তৃক নিজকরে প্রদত্ত অশোকপুষ্পরচিত কন্দুকসমূহের দ্বারা যুগপৎ সমস্ত ব্রজবধূ-গণের বক্ষঃ যে অত্যন্ত ক্ষোভযুক্ত করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে দেবাঙ্গনাগণ সাধুবাদ-দ্বারা তাঁহার ঐ কার্য্যের পূজা করিয়াছিলেন। (৫৪৫) তখন শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে শোণ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ শ্যামতামিশ্র রক্তবর্ণ, স্নিগ্ধ,

অংসালম্বিত-পৌষ্পকার্মুকলতং বাণাবলীং কৌসুমীং
বংশীঞ্চাতুলতুন্দবন্ধনিহিতাং রত্নাম্বুযন্ত্রং করে।
বিভ্রচ্ছ্রীধটিকাঞ্চলঞ্চ নিভৃতং পিষ্টাতকৈঃ শ্রীহরিঃ
কান্তা যন্ত্রবিমুক্ত-গন্ধসলিলৈঃ সিঞ্চন্নিমা দীব্যতি॥৫৪৬॥

(গোবি০ ১৪।৩৭)

একাম্ব নিঃসরতি যা জলযন্ত্রধারা
ব্যোমাধ্বনীহ শতধা চ সহস্রধা চ।
আসন্নপাত-সময়ে কিল লক্ষধাসৌ
লক্ষ্যেষু পাতসময়ে বত কোটিধা স্যাৎ ॥৫৪৭॥

(গোবি০ ১৪।৩৮)

জাতুষ্যো যা গন্ধচূর্ণৈঃ প্রপূর্ণাঃ, ক্ষিপ্তাস্তাভিস্তেন বা কূপিকাস্তাঃ।
ভূমৌ পেতুঃ ক্ষেপবেগৈর্বিশীর্ণা,-স্তন্মধ্যস্থা গোলিকালক্ষমাপুঃ ॥৫৪৮

(গোবি০ ১৪।৩৯)

অরুণ অর্থাৎ শুদ্ধ রক্তবর্ণ ও সুগন্ধি ধূলিতে ধূলিতে, শ্রেষ্ঠ কন্দুকে কন্দুকে কন্দর্পের বারুণাস্ত্রের ন্যায় জলযন্ত্র-(পিচকারী)-মুক্ত, অতি সুরভি কুঙ্কুম জলে জলে পরস্পর ক্রীড়াযুদ্ধ উপস্থিত হইল। (৫৪৬) অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ স্কন্ধে আলম্বিত পুষ্পধনু, মনোজ্ঞ উদরবন্ধনবসন-মধ্যে কুসুমরচিত বাণশ্রেণী ও বংশী, হস্তে রত্ননির্মিত জলযন্ত্র (পিচকারী) এবং সুগন্ধ চূর্ণসমূহে পরিপূর্ণ ধড়ার আঁচল ধারণপূর্বক যন্ত্রবিমুক্ত সুগন্ধ সলিল দ্বারা কান্তাগণকে সেচন করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। (৫৪৭) শ্রীকৃষ্ণের জলযন্ত্র হইতে একটি জলধারা নির্গত হইয়া গমনপথে প্রথমতঃ শতধারায় ও তৎপরে সহস্রধারায় বিভক্ত হইয়া আসন্নপাতসময়ে অর্থাৎ পতনের পূর্বক্ষণে লক্ষ ধারা হয়; তাহার পর শ্রীব্রজসুন্দরীগণের অঙ্গসকলে নিপতিত হইবার সময় ঐ ধারা কোটি ধারায় বিভক্ত হইতে লাগিল। (৫৪৮) ব্রজসুন্দরীগণ ও শ্রীকৃষ্ণ

তাসাং তনৌ কুঙ্কুমবিন্দুজাল,-মধ্যে বিরাজন্মদবিন্দবস্তে।
স্বর্ণবল্লীততিপুষ্পবৃন্দ,-সুপ্তালিসংঘ-ভ্রমমুন্নয়ন্তি ॥ ৫৪৯ ॥

(গোবি০ ১৪।৪০)

শ্রীরাধিকা-প্রথমকীর্ণসুসূক্ষ্মরন্ধ্র-
সদ্‌যন্ত্র-কুঙ্কুমজলামলবিন্দুজালৈঃ।
ব্যাপ্তং পরিস্ফুরতি সংহননং বকারে-
রুড্ডৎসুধাকিরণবিম্বশতৈর্নভো বা ॥ ৫৫০ ॥

(গোবি০ ১৪।৪১)

তাঃ ক্ষেপবেগ-গলিতাবৃতিকূপিকানাং
কর্পূরনাগজ-পরাগজ-গোলিকাভিঃ।
লগ্নাভিরঙ্গবসনেঽথ সুগন্ধিতোয়ৈঃ
পঙ্কত্বমেত্য বিহিতাঃ শবলাঙ্গভাসঃ ॥ ৫৫১ ॥

(গোবি০ ১৪।৪২)

পরস্পর কর্ত্তৃক সুগন্ধিচূর্ণে পরিপূরিত জাতুষ্য অর্থাৎ জতু-নির্মিত কূপিকা নিক্ষিপ্ত হইলে সেই কূপিকাগুলি নিক্ষেপবেগে বিশীর্ণ হইয়া ক্ষিতিতলে পতিত হইল এবং তাহাদের মধ্যস্থিত সিন্দূরাদি গোলিকা লক্ষ্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের ও ব্রজসুন্দরীগণের অঙ্গে সংলগ্ন হইয়া গেল। (৫৪৯) শ্রীকৃষ্ণ-নিক্ষিপ্ত কুঙ্কুমবিন্দুসকল ব্রজসুন্দরীদিগের অঙ্গে সংলগ্ন হইলে ঐ সকলের মধ্যগত মৃগমদের বিন্দুনিচয় স্বর্ণলতায় কুসুমবৃন্দমধ্যে সুপ্ত ভ্রমরশ্রেণীর ভ্রম উৎপাদন করিতে লাগিল অর্থাৎ স্বর্ণলতায় স্বর্ণবর্ণ কুসুমমধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর যেমন শোভা পায়, তদ্রূপ ব্রজাঙ্গনাদিগের গৌরবর্ণ-দেহস্থিত কুঙ্কুমবিন্দুতে মৃগমদবিন্দু সংলগ্ন হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। (৫৫০) শ্রীরাধা প্রথমতঃ সুন্দর সূক্ষ্মরন্ধ্রবিশিষ্ট জলযন্ত্র দ্বারা কুঙ্কুমজল নিক্ষেপ করিলে ঐ জলের

নানাবর্ণৈর্গন্ধচূর্ণৈর্বিকীর্ণৈ-
রাদৌভূর্দ্যৌর্ব্যানশে দিগ্‌বিদিক্ চ।
গন্ধাম্বূনাং বৃষ্টিসংচ্ছিন্নমূলৈ-
র্লেভে পশ্চাচ্চিত্রচন্দ্রাতপত্বম্ ॥ ৫৫২ ॥

(গোবি০ ১৪।৪৩)

কৃষ্ণস্তীক্ষ্ণৈরতনুবিশিখৈর্নর্মমন্ত্রপ্রবীণৈ-
স্তাসামাসীন্মদনবিবশো বিদ্ধমর্মা কটাক্ষৈঃ।
তৎপ্রত্যস্ত্রৈঃ সদরহসিতাপাঙ্গলোকাশুগৈস্তান্
প্রত্যাবর্ত্ত্য ব্যদধদথ তা ব্যাকুলাঃ সোঽপি শশ্বৎ ॥ ৫৫৩ ॥

(গোবি০ ১৪।৪৭)

নির্মল বিন্দুনিচয়ে বকরিপু শ্রীকৃষ্ণের দেহ পরিব্যাপ্ত হইয়া শতশত শশধর-বিম্বে সমাকীর্ণ নীলাকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। (৫৫১) অনন্তর নিক্ষেপবেগে আবরণশূন্য কূপিকাসকলের কর্পূর, সিন্দূর ও পুষ্পধূলি-জন্য গোলিকাসকল সুগন্ধিজলে পঙ্কত্বপ্রাপ্ত হইয়া ব্রজাঙ্গনাগণের অঙ্গে ও বস্ত্রে সংলগ্ন হওয়ায় তৎসমুদয় দ্বারা শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীসকল নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। (৫৫২) অপর প্রথমতঃ নানাবিধ বর্ণের গন্ধচূর্ণ বিক্ষিপ্ত হইলে তদ্দ্বারা পৃথিবী, আকাশ ও দিগ্বিদিক্ পরিব্যাপ্ত হইল, অনন্তর যন্ত্রনির্গত গন্ধজলের বর্ষণে ছিন্নমূল গন্ধচূর্ণ-সমূহ দ্বারা আকাশ যেন বিচিত্র চন্দ্রাতপে পরিণত হইল। (৫৫৩) তৎপরে ঐ সকল ব্রজাঙ্গনাদিগের পরিহাসমন্ত্রে প্রবীণ ও তীক্ষ্ণকটাক্ষরূপ কন্দর্পবাণসমূহে মর্মস্থান বিদ্ধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ মদনে বিবশ হইয়াছিলেন। পরে তিনিও ঈষৎ হাস্যের সহিত প্রতিপক্ষ অস্ত্রস্বরূপ কটাক্ষবাণ-সমূহ-দ্বারা ব্রজসুন্দরীদিগের কটাক্ষবাণকে নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে ব্যাকুল করিলেন এবং আপনিও ব্যাকুল হইয়া

কাচিদ্বংশীমপহৃতবতী কাপি পানীয়যন্ত্রং
কাচিৎ পৌষ্পং ধনুরনুপমং বাণজালং চ কাচিৎ।
অপ্যন্যস্যাং কুতুককলয়া মণ্ডনান্যাহরন্ত্যাং
ভ্রূভঙ্গেন স্মিতসুরুচিনা রাধিকা বাধিকাসীৎ॥৫৫৪॥

(আ০ ১৪।২৩০)

আবেগস্য জবেন মহতা নির্ভজ্য বিভ্রশ্যতো
ভূমৌ জাতুষকোষতোঽতিমৃদুলান্ নিঃসৃত্য দূরং গতৈঃ।
গন্ধৈরাগুরবৈর্ঘনৈর্মলয়জক্ষোদৈশ্চ গোলায়িতৈ-
র্ভিত্ত্বাণ্ডং খগপোতকৈরিব বহির্ভূতৈর্নিপেতেঽভিতঃ॥৫৫৫॥

(আ০ ২২।৪৯)

তেষাং যে ব্রজরাজসূনুনিকটে বেগাৎ সমং সর্বতঃ
ক্ষিপ্তানাং নিপতন্তি তানরহয়ন্ পার্শ্বস্থিতাঃ সুভ্রুবঃ।
যে বা কেঽপি লগন্তি তস্য জলদশ্যামে প্রতীকেঽভিত-
স্তানালুম্পতি রাধিকা স্মিতমুখী স্বেদচ্যুতা পাণিনা॥ ৫৫৬ ॥

(আ০ ২২।৫০)

পড়িলেন। (৫৫৪) অনন্তর কোন ব্রজসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের বংশী অপহরণ করিলেন, কেহ জলযন্ত্র (পিচকারী), কেহ অনুপম পুষ্পময় ধনু এবং কেহ বা বাণসকল অপহরণ করিলেন। অপর কোন ব্রজবধূ কৌতুকভরে শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কার-সকল আহরণ করিতে লাগিলে শ্রীরাধিকা মৃদুহাস্য সহিত মনোহর ভ্রূভঙ্গীদ্বারা তাঁহাকে ঐ কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। (৫৫৫) অতঃপর সুন্দরীগণের প্রত্যেকে যে যুগপৎ তিন চারিটী করিয়া কূপিকা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন—ডিম্বভেদ করিয়া পক্ষিশাবকগণ যেমন বহির্গত হয়, সেইপ্রকার আবেগের প্রবলবেগে ভূমিতলে পতিত ঐ কূপিকা-সকলের অতিকোমল জতু-(লাক্ষা) নির্মিত কোষ (অর্থাৎ আবরণ)

স্বাঞ্চলেন ঘুসৃণাদিক-পঙ্কান্, স্বেদবারি চ শনৈঃ ক্ষপয়ন্ত্যা।
যৎ পপে মধুরিমাস্য দৃশা ত,-দ্বীরপানমিব জাতমমুষ্যাঃ ॥ ৫৫৭॥
(আ০ ১৪।২৩১)

অনু দক্ষিণোত্তরদিশৌ বিশাখয়া
সহ চিত্রয়া ব্যজনচারুচালনৈঃ।
ব্যতিদর্শনোপধিক-ঘর্মবিন্দবঃ
সহসাস্ততাং দধতি বাং সদোদিতাঃ ॥ ৫৫৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ১২।৮৪)

লীলাবিলাস-গমনক্রমমন্দমন্দ-
শব্দায়মান-মণিনূপুর-কিঙ্কিণীকঃ।
ওষ্ঠাধরে ললিতয়া ললিতোপনীতং
তাম্বূলপূরকমদন্মদমত্তমূর্ত্তিঃ ॥ ৫৫৯ ॥

সকল ভগ্ন হইয়া যাওয়ায়, তাহা হইতে গোলাকার ঘন অগুরুগন্ধ ও চন্দন-চূর্ণসমূহ নির্গত হইয়া চতুর্দিকে দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। (৫৫৬) চতুর্দিক হইতে যুগপৎ গোপীগণকর্তৃক নিক্ষিপ্ত গন্ধাদির মধ্যে যে-সকল গন্ধচূর্ণ প্রভৃতি ব্রজরাজনন্দনের নিকটে আসিয়া পড়িতেছিল, পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীগণ সে সকল নিবারণ করিতেছিলেন এবং যেগুলি শ্রীকৃষ্ণের জলদতুল্য শ্যামবর্ণ অঙ্গে আসিয়া লাগিতেছিল, শ্রীরাধিকা সুস্মিতবদনে ঘর্ম্মজলস্রাবি-হস্তে তাহা মুছাইয়া দিতেছিলেন। (৫৫৭) শ্রীরাধা স্বীয় অঞ্চলে ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্থিত কুঙ্কুমাদি পঙ্ক ও স্বেদজল মুছাইয়া দিতে দিতে নিজ নয়নচষকে যে তাঁহার মাধুর্য্য পান করিতেছিলেন, তাহা শ্রীরাধিকার পক্ষে বীরপানের অর্থাৎ যোদ্ধগণের মধ্বাদিপানের ন্যায় হইয়াছিল। (৫৫৮) শ্রীরাধাকৃষ্ণের দক্ষিণদিকে বিশাখা এবং বামদিকে চিত্রা থাকিয়া চামরচালন দ্বারা তাহাদের পরস্পর দর্শনজন্য যে ঘর্মবিন্দুর উদয় হইতেছে, তাহা বিলুপ্ত করিতেছেন। (৫৫৯) শ্রীকৃষ্ণ মদমত্ত কলেবরে এবং লীলাবিলাসভরে

ক্লিন্নাতিসূক্ষ্মবসনান্তরুদীর্ণতত্ত-
দঙ্গাবলী-মধুরিমামৃতসংপ্রবাহৈঃ।
সংসিক্তকান্ত-নয়নাব্জমনস্তটীকা-
স্তস্যাপি তৈরতিনিষিক্ত-বিতৃপ্তনেত্রাঃ ॥ ৫৬০ ॥
(গোবি০ ১৪।৩৩)

তাম্বূলচর্বিতদরোচ্ছ্বসিতৈকগণ্ডাঃ
ক্লিন্নালকালিবৃতঘর্মজলাঞ্চিভালাঃ।
বিস্রস্তকেশবিগলৎকুসুমাবলীকা
লোলৎকচাংসযুগচারুকুচাংশমধ্যাঃ ॥৫৬১॥
(গোবি০ ১৪।৩৪)

মহ্যাং মেঘঃ স চ নরবপুস্তং চ সিঞ্চন্ত্যজস্রং
শম্পাস্তস্মাৎ পৃথগিতলসন্মূর্ত্তয়ো গন্ধবারাম্।
ধারাসারৈঃ সততমমুনা সিচ্যমানা মুদাস্মিন্
বৃন্দাদীনামপিবদমৃতং নেত্রবাপীহ বর্গঃ ॥৫৬২॥
(গোবি০ ১৪।৪৮)

গমনকালে যে পাদবিক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহাতে তাহার মণিময় নূপুর ও কিঙ্কিণী মন্দ মন্দ শব্দ করিতেছিল। এবং ললিতাকর্ত্তৃক তাঁহার ওষ্ঠাধরে সুন্দররূপে প্রদত্ত তাম্বূলবীটিকা তিনি আনন্দে ভক্ষণ করিতেছিলেন। (৫৬০) ব্রজসুন্দরীদিগের আর্দ্র সূক্ষ্মবস্ত্রের মধ্য হইতে উদ্গত অঙ্গসমূহের মাধুর্য্য-রূপ অমৃতপ্রবাহে কান্ত শ্রীকৃষ্ণের নেত্রকমল ও মনোরূপ তট-সমুদয় সংসিক্ত হইল এবং কান্ত শ্রীকৃষ্ণেরও ঐপ্রকারে দেহমাধুর্য্যরূপ অমৃতপ্রবাহ-দ্বারা ব্রজাঙ্গনাগণের নয়নসকল অতিশয় নিষিক্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল। (৫৬১) চর্বিত তাম্বূলে ব্রজরমণীদিগের এক গণ্ড কিঞ্চিৎ উচ্চ, আর্দ্র চূর্ণ-কুন্তলে ও ঘর্মজলে কপোলদেশ শোভমান, স্খলিত কেশকলাপ হইতে

কাঞ্চীকুন্তলহারমৌলিকটকৈঃ শয্যাতপত্রালয়ৈ-
র্বল্লীবৃক্ষমৃগদ্বিজৈর্বহুবিধৈর্নানাকলা-কল্পিতৈঃ।
পৌষ্পৈরেব মুদা ব্যধুঃ পরিজনশ্রেণ্যস্তয়োঃ স্বামিনোঃ
সেবাং স্বাদিতবন্যমূলফলয়োস্তাম্বুলপূর্ণাস্যয়োঃ ॥৫৬৩॥

অটবীং প্রিয়ামথ দর্শয়ন্।
অবদৎ প্রিয়ৌ মধুমঙ্গলঃ ॥৫৬৪ ॥

(গোবি০ ১২।৭৯)

নিচায়তং শ্রীব্রজকাননেশৌ
নিদাঘরম্যং বনভাগমেতম্।
যঃ স্বাগতৌ বীক্ষ্য পুরো ভবন্তৌ
সেবোৎসুকঃ স্বৈর্বিভবৈশ্চকাস্তি ॥ ৫৬৫ ॥

(গোবি০ ১২।৮০)

কুসুমসমূহ বিভ্রষ্ট এবং কেশসকল স্কন্ধদ্বয়ে স্তনযুগলের উপরিভাগে ও দেহমধ্যে দোদুল্যমান হইতেছিল। (৫৬২) প্রথমতঃ পৃথিবীতে মেঘ, ইহা আশ্চর্য্য, তাহাতে আবার সেই মেঘ নরদেহধারী, ইহাও অতি আশ্চর্য্য, সেই মেঘকে আবার বিদ্যুৎসকল সেচন করিতেছে, ইহাও পূর্বাপেক্ষা অত্যাশ্চর্য্য; পুনর্বার ঐ বিদ্যুৎসকল সেই মেঘ হইতে পৃথক্ হইয়া সবিলাসাঙ্গে শোভা পাইতেছে ; এবং ঐ মেঘ সুগন্ধ জলধারা দ্বারা তাহাদিগকে নিরন্তর সেচন করিতেছে, ইহা তদপেক্ষাও অতীব আশ্চর্য্য। ঐ মেঘে আবার বৃন্দাদির নয়নরূপ চাতকগণ আনন্দসহকারে সুধাপান করিতে লাগিল। (৫৬৩) অনন্তর প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বরী বন্য ফলমূল আস্বাদন-পূর্বক তাম্বূলে বদন পূর্ণ করিলে পরিজনবৃন্দ তখন নানাকলা প্রকাশ-পূর্বক বহুবিধ পুষ্পময় কাঞ্চী, কুণ্ডল, হার, শিরোভূষণ, কটক

যত্র নির্ঝরনিহ্রাদ-নিবৃত্তস্বনঝিল্লিকম্ ।
স্বস্বতুচ্ছীকরর্জীষদ্রুমমণ্ডল-মণ্ডিতম্ ॥ ৫৬৬ ॥

সরিৎসরঃ প্রস্রবণোর্ম্মিবায়ুনা, কহ্লারকঞ্জোৎপলরেণুহারিণা ।
ন বিদ্যতে যত্র বনৌকসাংদবো, নিদাঘবহ্ন্যর্কভবোঽতিশাদ্বলে ॥৫৬৭

অগাধতোয়হ্রদিনীতটোর্ম্মিভি,-র্দ্রবৎপুরীষ্যাঃ পুলিনৈঃ সমন্ততঃ ।
ন যত্র চণ্ডাংশুকরা বিষোল্বণা, ভুবো রসং শাদ্বলিতং চ গৃহ্নতে॥৫৬৮

(অর্থাৎ বলয়), শয্যা, ছত্র, গৃহ, লতা, বৃক্ষ, মৃগ এবং পক্ষিসকল রচনা করিয়া তদ্দ্বারা পরমানন্দে তাঁহাদের সেবা করিয়াছিলেন ।

নিদাঘ-বনবিভাগে প্রবেশ ও তত্রত্য লীলাবিলাসাদি

(৫৬৪) অনন্তর মধুমঙ্গল প্রিয় কানন সন্দর্শন করাইতে করাইতে প্রিয়তম শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন—(৫৬৫) হে ব্রজকাননেশ্বর রাধাকৃষ্ণ ! নিদাঘকালীন মনোহর এই বনভাগ দর্শন কর । এই বনভাগ অগ্রে তোমাদিগের শুভাগমন দর্শন করিয়া সেবার্থ উৎসুক হওত স্বকীয় বিভবে শোভা পাইতেছে । (৫৬৬) যে নিদাঘ বনবিভাগে নিরন্তর নির্ঝরের শব্দে ঝিল্লীর (ঝিঁ ঝিঁ পোকার) ধ্বনি নিবৃত্ত হইয়াছে এবং যে বিভাগ নানাপ্রকার বৃক্ষশ্রেণীদ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষগণ, শাখাপল্লবাদি-যুক্ত নিজ নিজ শরীরে দারুণ সূর্য্যতাপ সহ্য করায় সহিষ্ণুতাগুণে যেন ঋজীষকেও (পিষ্টকপাকের পাত্রকেও অথবা ঋজীষ অর্থাৎ নরকবিশেষ, তৎ-সম্বন্ধীয় যন্ত্রণাকেও) তুচ্ছ করিয়া বিরাজ করিতেছে। (৫৬৭) নবনব তৃণদ্বারা হরিদ্বর্ণ এই বিভাগে নদী, সরোবর ও প্রস্রবণের তরঙ্গস্পর্শী এবং কহ্লার, কমল ও উৎপল সকলের রেণুহরণকারী বায়ু দ্বারা বনবাসিগণের গ্রীষ্ম-কালীন অগ্নিতুল্য সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণজনিত সন্তাপ নিবারিত হইয়া থাকে। (৫৬৮) নিদাঘসময়ে ভূমির মলাংশগলিত (অথবা শূন্য) হইয়া যাওয়ায়

বস্ত্রাণি সৎপাটলিপুষ্পবৃন্দৈঃ, শিরীষপুষ্পৈরবতংসকাংশ্চ।
মল্লীভিরঙ্গাভরণানি হর্ষাদ্‌,-বিভর্ত্ত্যসৌ বামিব দাতুমুৎকঃ॥৫৬৯॥

(গোবি০ ১২।৮২)

সুপক্তিমৈঃ পীলু-করীর-ধাত্রী,-রাজাদনৈঃ সৎপনসাম্রবিল্বৈঃ।
বিকঙ্কতৈর্জালক-তালবীজৈঃ, সিষেবিষুর্বাং ধিনুতেঽসকৌ মাম্‌॥৫৭০

(গোবি০ ১২।৮৩)

ইহ রবিমণিবদ্ধপ্রান্তভূম্যুষ্মদীব্যদ্‌-
দিনকর-করজালৈর্ম্লানিমাশঙ্ক্য বাং কিম্‌।
প্রণয়ততনিজাঙ্গৈশ্ছাদয়ন্ত্যো ভবন্তৌ
কলয়তমগবল্ল্যঃ পল্লবৈর্বীজয়ন্তি ॥৫৭১॥

(গোবি০ ১২।৮৪)

বিষবৎ তীক্ষ্ণ এবং প্রখর সূর্য্যকিরণ—অগাধসলিলা নদীর তটবর্ত্তী তরঙ্গ-মালাও ইতস্ততঃ পুলিন-সমূহের দ্বারা নবীন তৃণোদ্‌গমের হরিদ্বর্ণ ভূমির রস গ্রহণ করিতে পারে না। (৫৬৯) তোমাদিগকে প্রশস্ত পাটল পুষ্পদ্বারা বসন, শিরীষ পুষ্পের কর্ণভূষণ এবং মল্লিকাপুষ্পে অঙ্গাভরণ অর্পণ করিবার নিমিত্তই যেন উৎসুক হইয়া এই বনবিভাগ সহর্ষে তাহা ধারণ করিতেছে। (৫৭০) অপর এই বনভাগ সুপক্ব পিলুফল, করীর ফল, আমলকী, পিয়াল, উত্তম পনস, বিল্ব, বৈঁচী, সুকোমল তালবীজ প্রভৃতি ভোজনীয় ফলসমূহে তোমাদের উভয়কে সেবা করিতে অভিলাষী হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছে। (৫৭১) অপিচ এই বনে বৃক্ষ ও লতাসকল, সূর্য্যকান্তমণিদ্বারা বদ্ধভূমির উষ্ণতায় দেদীপ্যমান দিনকরের কিরণসমূহে সম্যক্‌ উদ্দীপ্ত হইলে তোমাদিগের উভয়ের ম্লানি আশঙ্কা করিয়াই কি প্রণয়বশতঃ বিস্তৃত নিজাঙ্গ অর্থাৎ শাখা প্রশাখা দ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিয়া পল্লব দ্বারা

বহুপ্রজেয়ং কদলী নিজাত্মজৈ-
র্বৃতাভিতস্তৈঃ সুতবস্করা যথা।
তান্ লালয়ন্তীচ্ছদপাণিনা বভৌ
ধয়ত্যধোঽঞ্চৎসুমনঃস্নুতস্তনম্ ॥ ৫৭২ ॥
(গোবি০ ১২।৮৫)

সুদীর্ঘনাসেতি সুপক্ক-মাম্রে
বিন্যস্তচঞ্চুং পিকমাকলয্য।
স্মেরাননাঃ প্রেক্ষ্য পুরো নিজালীঃ
প্রিয়াং হরে পশ্য বিনম্রবক্ত্রাম্ ॥ ৫৭৩ ॥
(গোবি০ ১২।৮৬)

মল্লীবল্লীমতল্লীততিভিরিহ লসল্লোললোলালিমালা-
চিল্লীভিশ্চারুতল্লীতটভুবি বিদধৎ সাধু হল্লীশকেলিম্।
ক্রুধ্যৎকন্দর্প-মল্লীকৃত-কুসুমচয়ৈরেষৎস্মিতাভিস্তমালঃ
সোঽয়ং শ্রীগোপপল্লীসুত ইব সদ্বল্লবীভিশ্চকাস্তি ॥৫৭৪॥
(গোবি০ ১২।৮৭)

ব্যজন করিতেছে! (৫৭২) অপর সুতবস্করা অর্থাৎ সপ্ত-পুত্রবতী স্ত্রীলোকের ন্যায় বহু সন্তানবতী কদলী ইতস্ততঃ স্বীয় সন্তানে পরিবৃত হইয়া পত্ররূপ পাণিতল দ্বারা ঐ আত্মজদিগকে লালন করত স্বীয় অধোভাগে পুষ্পমধুরূপে গলিত স্তনপান করাইয়া অত্যন্ত শোভা পাইতেছে। (৫৭৩) হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ সুদীর্ঘ নাসিকারূপ পার্শ্ববিশিষ্ট সুপক্ক আম্রে বিন্যস্তচঞ্চু কোকিলকে দেখিয়া শ্রীরাধার মুখে চুম্বনাসক্ত তোমার মুখসংযোগ জ্ঞান করত স্বীয়সখীগণ সম্মুখে হাস্যমুখী হইলেন, তাহা দেখিয়া প্রিয়তমা শ্রীরাধা নতমুখী হইয়াছেন। (৫৭৪) অতিশয় শোভমান ও চঞ্চল বা সতৃষ্ণ অলিমালাই যাহাদিগের ভ্রূস্বরূপ এবং অতি ক্রুদ্ধ কন্দর্পকর্তৃক ভল্লরূপে সম্পাদিত কুসুমসমূহই

নিশম্য বাচং মধুমঙ্গলস্য, রাধামুকুন্দৌ স্মিতশোভিতাস্যৌ।
বৃন্দাবিতীর্ণান্ শ্রবণে ন্যধত্তাং, শিরীষপুষ্পস্তবকান্ পরস্পরম্ ॥৫৭৫॥
(গোবি০ ১২।৮৮)

করারবিন্দেন পরাগ-পাংশুলান্
কৃষ্ণঃ প্রিয়ায়া অলকান্ ব্যতস্তয়ৎ।
সাপ্যস্য চূড়োপরি কেকিচন্দ্রকান্
বিকাশিদোর্মূলমথালকানপি ॥ ৫৭৬ ॥
(গোবি০ ১২।৮৯)

কৃষ্ণঃ প্রিয়ামাহ হৃদি স্পৃশন্ প্রিয়ে
নিদাঘতাপৈরুপতাপিতোঽভিতঃ।
পলায়মানঃ কুচশৈলদুর্গকং
সমাশ্রিতঃ শৈত্যগুণোঽস্তি কিং তব ? ৫৭৭ ॥
(গোবি০ ১২।৯০)

যাহাদিগের ঈষৎহাস্য, তাদৃশ সুপ্রশস্ত মল্লিকার সহিত এই তমালবৃক্ষ হল্লীশক অর্থাৎ স্ত্রীগণের মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য করত মনোহর ক্ষুদ্র সরোবর-তটপ্রদেশে গোপীপরিবৃত ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শোভ পাইতেছে। (৫৭৫) এইরূপে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ, মধুমঙ্গলের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমধুর হাস্যশোভিত বদনে বৃন্দাদেবীপ্রদত্ত শিরীষপুষ্পের স্তবক পরস্পর কর্ণে ধারণ করিলেন। (৫৭৬) তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চূর্ণকুন্তলসকল পুষ্পপরাগে ধূসরিত করিলেন এবং শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের ময়ূরপিচ্ছের চন্দ্রক (চাঁদ) ও অলকাবলীকে বাহুমূল উত্তোলনপূর্বক পুষ্পরেণুতে ধূসরিত করিলেন। (৫৭৭) শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমার হৃদয় স্পর্শপূর্বক কহিলেন—প্রিয়ে! শীতলতাগুণ নিদাঘতাপে উপতাপিত, সুতরাং ইতস্ততঃ পলায়মান হইয়া তোমার

কান্তে ! সুধাংশুমণিবদ্ধনগালবালে
ত্বদ্বক্ত্র-শুভ্রকিরণোদয়জাম্বুপূরে।
স্নাত্বা নিপীয় সলিলং বিগতোষ্ণতাপা-
স্তৎসেতুমূর্দ্ধ্নি বিলসন্তি খগাঃ সকান্তাঃ ॥৫৭৮॥
(গোবি০ ১২।৯১)

কলয় পুরতঃ কান্তে ! গোবর্দ্ধনোঽখিলভূভৃতাং
নৃপতিরভবচ্ছত্রুং শত্রুং নিরস্য চিরস্য কিম্।
নিজনিজরুচাং তত্যা মের্বাদিভিঃ করভূতয়া
যদয়মধুনোপাসাঞ্চক্রে বিনিহ্নুতবিগ্রহৈঃ ॥৫৭৯॥
(কৃ০ ভা০ ১৩।২০)

ক্বচন কনকপ্রস্থাৎ স্বস্থা প্রসর্পতি জাহ্নবী
ক্বচিদিহ গুহা বিদ্যোতন্তে হিমৈর্বিহিতালয়াঃ।
ক্বচন শিখরৈর্বীথীং রোদ্ধুং রবেরভিলষ্যতে
ক্বচন রজতগ্রাবৈঃ সিংহাসনান্যপি ভান্তি নৌ ॥৫৮০॥
(কৃ০ ভা০ ১৩।২১)

কুচশৈলরূপ দুর্গকে আশ্রয় করিয়াছে কি ? (৫৭৮) অপর হে প্রিয়ে ! বৃক্ষগণের চন্দ্রকান্তমণি-নিবদ্ধ আলবালে (জলাধারে বা বাঁধে) তোমার মুখচন্দ্রের উদয়বশতঃ জলপ্রবাহ বহমান হইলে পক্ষিগণ স্ব স্ব কান্তার সহিত ঐ আলবালের শিরোদেশে বিলাস করিতেছে। (৫৭৯) হে কান্তে ! অগ্রে দেখ, নিখিল পর্বতগণের চিরশত্রু ইন্দ্রকে নিরাস করিয়া এই গোবর্দ্ধন সমস্ত পর্বতের রাজা হইয়াছেন। যেহেতু সুমেরু প্রভৃতি পর্বতগণ মহারাজাধিরাজের অগ্রে নিজ বৃহদ্বপুঃ প্রকটিত করা অনুচিত বিধায় নিহ্নুত-বিগ্রহ অর্থাৎ গুপ্তদেহ হইয়া নিজকান্তিদ্বারা গোবর্দ্ধনের উপাসনা করিতেছেন। (৫৮০) হে রাধে ! এই গোবর্দ্ধনে সুমেরু, হিমালয়, বিন্ধ্য ও কৈলাসপর্বত

ভৃঙ্গারাস্তনুনির্ঝরৈর্বিটপিভিস্তত্রাতপত্রাবলীঃ
পল্যঙ্কা স্ফটিকৈরলঙ্কৃতিকুলং ধৌতোজ্জ্বলৈর্ধাতুভিঃ।
রত্নানাং নিকুরম্বকেণ কিল নৌ যেনার্পিতা দর্পণাঃ
সোঽয়ং রাজতি শেখরঃ শিখরিণাং গোবর্দ্ধনাখ্যো গিরিঃ॥৫৮১॥
(ল০ ৮।২৭)

বিলসতি কিল সোঽয়ং পশ্য মত্তো ময়ূরঃ
শিখরভুবি নিবিষ্টস্তন্বি! গোবর্দ্ধনস্য।
মুহুরমলশিখণ্ডং তাণ্ডব-ব্যাজতস্তে
ব্যকিরদুপহরন্ যঃ কর্ণপূরোৎসবায়॥৫৮২॥
(ল০ ৮।২৮)

অগ্রে চম্পকচক্রমস্য পুরতো পুন্নাগবীথী ততো
জম্বূনাং নিকুরম্বকং তদভিতস্তুঙ্গা কদম্বাটবী।
ইত্যুচ্চৈর্বরশাখিভিঃ পরিচিতৈরেভিঃ ক্রমাদাচিতং
কালিন্দীমুপতিষ্ঠতে গিরিতটাৎ পন্থাঃ প্রথীয়ানসৌ॥ ৫৮৩॥
(ল০ ৮।২৯)

নিজনিজ ধনকর দিয়াছেন। ঐ দেখ গোবর্দ্ধনের স্বর্ণময় প্রস্তর হইতে স্বস্থা জাহ্নবী প্রবাহিত হইতেছেন, ইহা সুমেরুচিহ্ন, এই গোবর্দ্ধনের গুহাগণ হিমসম্বলিত হইয়া বিদ্যোতিত হইতেছে; ইহা হিমালয়ের চিহ্ন এই গোবর্দ্ধনের উচ্চ শিখরগণ রবির পথরোধ করিতে অভিলাষ করিতেছে, ইহা বিন্ধ্যের চিহ্ন এবং এইসকল রজতময় প্রস্তরদ্বারা আমাদের সিংহাসন শোভিত রহিয়াছে; ইহা কৈলাসের চিহ্ন। (৫৮১) যে স্বীয় দেহস্থ নির্ঝরসকল দ্বারা ভৃঙ্গার অর্থাৎ জলপাত্রবিশেষ, বৃক্ষসমূহ-দ্বারা ছত্র, স্ফটিকশিলাসকল দ্বারা পর্য্যঙ্ক, বিশুদ্ধ উজ্জ্বল ধাতু-নিকর দ্বারা আভরণ এবং রত্নসমূহদ্বারা দর্পণ প্রস্তুত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়াছে, এই সেই পর্ব্বতচূড়ামণি গোবর্দ্ধন-নামক গিরি শোভিত হইয়া রহিয়াছেন। (৫৮২) প্রিয়ে কৃশাঙ্গি! যে ময়ূর বারং-

কৃষ্ণেন হর্ষাদুপঢৌকিতানি, নির্মায় পুষ্পাভরণানি যানি।
উচ্চৈরভীষ্টান্যপি তানি রাধা, নৈচ্ছদ্‌গভীরপ্রণয়স্ময়েন॥ ৫৮৪ ॥
(অ০ ৫।৫৩)

অহমিহ বিচিনোমি ত্বদ্‌গিরৈব প্রসূনং
কথয় কথমকাণ্ডে চণ্ডি ! বাচংযমাসি ?
বিদিতমুপধিনালং রাধিকে ! শাধি কেন
প্রিয়সখি ! কুসুমেন শ্রোত্রমুত্তংসয়ানি ॥ ৫৮৫ ॥
(উ০ ১৫।১০৭)

রোষস্তবাভূদ্‌যদি রাধিকেঽধিক,-স্তথাস্তু গণ্ডঃ কথমুচ্ছ্বসিত্যসৌ ?
স্বনর্মণেত্থং স্ফুরপঙ্কবস্মিতাং, প্রিয়ামচুম্বৎ পশুপেন্দ্রনন্দনঃ ॥৫৮৬॥
(উ০ ১৫।১১১)

বার নৃত্যচ্ছলে তোমার কর্ণাগ্রের ভূষণনিমিত্ত পুচ্ছসকল অর্পণ করিয়াছিল, এক্ষণে এই সেই মদমত্ত ময়ূর গোবর্দ্ধনের শিখরভূমিতে ক্রীড়া করিতেছে— অবলোকন কর। (৫৮৩) অগ্রে চম্পক বৃক্ষসকল, তাহার অগ্রে পুন্নাগশ্রেণী, তৎপরে জম্বুবৃক্ষসমূহ, তাহার চতুর্দিকে উচ্চ কদম্ববন ইত্যাদি বৃহৎ বৃহৎ পরিচিত বৃক্ষসকলে ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত বিখ্যাত পথ গোবর্দ্ধন হইতে কালিন্দীতট পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। (৫৮৪) শ্রীকৃষ্ণ যেসকল পুষ্পাভরণ নির্মাণ-পূর্বক হর্ষ-সহকারে শ্রীরাধাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, ঐগুলি অত্যন্ত অভীষ্ট হইলেও শ্রীরাধিকা গভীর প্রণয়গর্বভরে তাহা ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। (৫৮৫) তাহাতে শ্রীরাধা মানবতী হইয়াছেন জানিয়া তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে চণ্ডি ! হে অকারণ-কোপনে তোমার বাক্যানুসারে আমি এই স্থানে পুষ্পচয়ন করিতেছিলাম ; তাহাতে তুমি কেন অকারণ বাচংযমা অর্থাৎ মৌনব্রত অবলম্বন করিলে ? হে রাধে ! হে প্রিয়সখি! তোমার মানের কারণ জানিতে পারিলাম, আর কপটতা করিও না ;

লীলারত্নময়াচলোদর-সরচ্ছীতাম্ভসো নির্ঝরাঃ
প্রচ্ছায়-ক্ষতভানুভানুনিকরা ভূমিরুহাণাং বরাঃ।
বাতাঃ পাটলিবাটিকা-পরিমলৈঃ খঞ্জন্তি যৎ খঞ্জবৎ
স্থানং ফুল্লশিরীষকুঞ্জমগমত্তদ্‌গ্রীষ্মসন্তোষবৎ ॥ ৫৮৭ ॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৫৯)

কিংবা হেমোদ্যোতিনীলাশ্মদিব্য-
চ্ছত্রীভাবং প্রাপ্য ঘর্মাপনুত্যৈ।
বৈবর্ণ্যাস্রে উহতুর্গদ্‌গদোত্থন্
মন্দ্রধ্বানেনাস্তবাতাং মুদেমৌ ॥৫৮৮॥

(কৃ০ ভা০ ১১।১১)

আজ্ঞা কর, কোন্ কুসুম দ্বারা ত্বদীয় কর্ণ বিভূষিত করিব। (৫৮৬) হে রাধে! যদি তোমার রোষ অধিক হইয়া থাকে, হউক; কিন্তু এই গণ্ড কিপ্রকারে প্রফুল্ল হইল; শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পরিহাস দ্বারা প্রিয়তমা হাস্য সম্বরণ করিতে অসমর্থা হইলে পশুপেন্দ্রনন্দন গিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। (৫৮৭) অনন্তর যে স্থানে লীলারত্নময় গোবর্দ্ধনগিরির মধ্যদেশ হইতে ক্ষরিত শীতল জলযুক্ত নির্ঝরসমূহ বিরাজমান; যে স্থানের বৃক্ষবরগণ প্রকৃষ্ট ছায়া দ্বারা সূর্য্যকিরণমালাকেও নিবারণ করিয়া থাকে—যে স্থানের বায়ু গোলাপ উদ্যানের পরিমলে সুবাসিত হইয়া খঞ্জবৎ মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হয়—সেই প্রফুল্ল শিরীষকুঞ্জমণ্ডিত 'গ্রীষ্মসন্তোষবং' স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ কান্তাসহ গিয়া উপস্থিত হইলেন। (৫৮৮) শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপরি বিদ্যুন্মেঘ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, এই বিদ্যুন্মেঘ প্রীতি-বশতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের গ্রীষ্মজন্য তাপ ও ঘর্ম দূর করিবার জন্য সুবর্ণে মণ্ডিত নীলমণির ছত্র হইল, তাহাতে ঐ বিদ্যুন্মেঘ নিজ সৌভাগ্যবিশেষ আলোচনা করিয়া আনন্দবশতঃ বর্ষাচ্ছলে বৈবর্ণ্য ও অশ্রু ধারণ করিতেছে এবং মন্দ্রধ্বনিরূপ গদ্‌গদবাক্যের দ্বারা

কর্পূর-ত্রসরেণুবন্ধুভিরপাং নিঃস্যন্দিভির্বিন্দুভি-
শ্চঞ্চচ্চামর-চারুমারুতধুতৈর্মুক্তাবিতানৈরপি।
আকীর্ণে জলযন্ত্রবেশ্মনি সরোবাপ্যাদি-মধ্যস্থিতে
কৃষ্ণো যত্র মুদা নিদাঘদিবসে শেতে সমং কান্তয়া ॥৫৮৯॥
(আ০ ১।১১০)

ভালপ্রান্ত-নিবদ্ধকুন্তলভরো মুক্তাস্রজা স্থূলয়া
বাসঃ কাঞ্চনবারি হারি পবনস্পন্দানুমেয়ং দধৎ।
মল্লীকোরকমালয়া দ্রুততর-শ্রীখণ্ডপঙ্কেন চ
দ্বিত্রেণ প্রিয়মণ্ডনেন চ কৃতাকল্পো হরিঃ খেলতি॥ ৫৯০ ॥
(আ০ ১।১১১)

সভ্রূভঙ্গমনঙ্গবাণজননীরালোকয়ন্তী লতাঃ
সোল্লাসং পদপঙ্কজে দিশি দিশি প্রেঙ্খোলয়ন্ত্যুজ্জ্বলা।
গন্ধাকৃষ্টধিয়ঃ করেণ মৃদুনা ব্যাধুন্বতী ষট্‌পদান্
রাধা নন্দতি কুঞ্জকন্দরতটে বৃন্দাবনশ্রীরিব॥ ৫৯১ ॥
(উ০ ১১।৫৭)

শ্রীরাধাকৃষ্ণের যেন স্তুতি করিতেছে। (৫৮৯) ঐ বনভাগে সরোবর ও দীর্ঘিকাদির মধ্যে যে জলযন্ত্র (ফোয়ারাযুক্ত) গৃহ, ঐ গৃহ কর্পূরসমূহের সূক্ষ্মকণ সহিত অত্যন্ত ক্ষরণশীল জলবিন্দুসকল দ্বারা এবং চঞ্চল চামরসমূহের মনোজ্ঞ বায়ুকম্পিত মুক্তাময় চন্দ্রাতপ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। তথায় শ্রীকৃষ্ণ নিদাঘদিবসে কান্তার সহিত সহর্ষে শয়ন করিয়া থাকেন। (৫৯০) এই নিদাঘকালে শ্রীকৃষ্ণ স্থূলমুক্তাহার দ্বারা ললাটের প্রান্তভাগে কেশকলাপ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বন্ধন করিয়াছেন, পবন কম্পন দ্বারা অনুমান করিবার যোগ্য অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম এবং স্বর্ণজলের ন্যায় মনোহর বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, মল্লিকা-কোরকের মালা এবং দ্রবীভূত চন্দনলেপ দ্বারা এবং স্বভাবতঃ

রাধাকৃষ্ণৌ প্রাহ ততস্তৌ সুবলোঽপি
প্রাবৃড়্মঞ্জুং পশ্যতমগ্রে বনভাগম্।
বিদ্যুন্মেঘৌ বামিহ মত্বা প্রণয়ান্ধৌ
নৃত্যত্যারান্মত্তময়ূরব্রজ এষঃ ॥ ৫৯২ ॥
(গোবি০ ১২।৯২)

মল্লীমতল্লীকুলপালিকানা-মঙ্কে নিষণ্ণান্ ভ্রমরান্ সুলোলান্।
স্বসৌরভৈঃ পশ্যতমাত্তগর্বাঃ, কর্ষন্ত্যমুষ্মিন্ গণিকা হসন্ত্যঃ ॥৫৯৩॥
(গোবি০ ১২।৯৩)

শৈত্যগুণযুক্ত দুই তিনখানি প্রিয় অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। (৫৯১) শ্রীরাধার বেশরচনা করিবার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতে করিতে শ্রীরাধাকে দূর হইতে অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অহো! শ্রীরাধা লতাসকলকে কন্দর্পের জননী জানিয়া অর্থাৎ কন্দর্প এই সকল লতার পুষ্পসমূহে শর নির্মাণ করত আমার উপরে নির্দয়রূপে প্রহার করে, অতএব ইহারাই আমার বৈরিণী এই ভাবিয়া তদুপরি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। উল্লাস-বশতঃ চরণপঙ্কজ দিকে দিকে চালিত করিয়া গন্ধাকৃষ্ট মধুপবৃন্দকে কোমল করকমল দ্বারা নিরাস করিতেছেন, কি চমৎকার! ইনি যেন বৃন্দাবনীয় লক্ষ্মীর ন্যায় নিকুঞ্জ-কন্দরতটে বিরাজ করিতেছেন।

বর্ষাপ্রহর্ষ-বনবিভাগে প্রবেশ ও তত্রত্য শোভাদর্শনাদি

(৫৯২) অনন্তর সুবল শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কহিলেন—হে রাধাকৃষ্ণ, ঐ দেখ এই অগ্রস্থিত বনভাগ বর্ষাগমে মনোহর হইয়াছে, প্রেমান্ধ তোমাদের যুগলকে বিদ্যুদ্বেষ্টিত মেঘ মনে করিয়া ময়ূর-সকল প্রেমোন্মত্ত হইয়া আনন্দ-সহকারে নৃত্য করিতেছে। (৫৯৩) আরও দেখ, এই বনে গণিকা অর্থাৎ যূথিকাসকল গর্বিত হইয়া হাস্য করিতে করিতে প্রশস্ত মল্লিকরূপ কুলরমণীর

অস্মিন্ ভৃঙ্গালি-ললিতা বর্ষাবর্ষোর্জিতাটবী ।
ঘনমেঘাবৃতা ভাতি যূথী-যূথীকৃতালিকা ॥ ৫৯৪ ॥
(গোবি০ ১২।৯৪)

কদম্বৈঃ প্রালম্বান্ কূটজ-কুসুমৈর্গর্ভকবরান্
কিরীটান্ কেতক্যা দলসমুদয়ৈ রঙ্গণযুতৈঃ।
স্ফুটদ্যূথীপুষ্পৈরপি বিবিধহারান্ সককুভৈ-
রসৌ প্রাবৃড়্ লক্ষ্মীশ্চরণকমলেষর্পয়তি বাম্ ॥ ৫৯৫ ॥
(গোবি০ ১২।৯৯)

অন্তঃস্তম্ভিতবারি জাতি-মুকুলোন্মেষক্ষমং বর্ষতাং
স্ফূর্জৎস্ফূর্জথুমপ্যপোহ্য শিখিনাং লাস্যোচিতং গর্জতাম্ ।
শ্লিষ্ট্বা শীকরবাহিনং জলমুচামোঘঃ কদম্বানিলং
যত্রাস্তে সততং স তৎ প্রতি যযৌ বর্ষাপ্রহর্ষ-স্থলম্ ॥ ৫৯৬॥
(কৃষ্ণ০ ৩।৬০)

ক্রোড়স্থিত অত্যন্ত চঞ্চল ভ্রমরসকলকে স্বীয় সৌরভে আকৃষ্ট করিতেছে ; পক্ষান্তরে, গণিকাসকল প্রশস্ত কুলাঙ্গনার ক্রোড়স্থ লম্পট পুরুষগণকে নিজাঙ্গসৌরভে আকর্ষণ করিতেছে। (৫৯৪) অপর এই বনভাগে অটবী ভ্রমরমালায় মনোহর, বর্ষাকালীন বৃষ্টিধারায় বৃদ্ধিশীল এবং নিবিড়তর ঘনাবলীতে সমাচ্ছন্ন হওত যূথিকা-কুসুম দ্বারা অলিকুলকে একত্র করিয়া শোভা পাইতেছে। (৫৯৫) আরও দেখ এই বর্ষালক্ষ্মী—তোমাদিগের দুই-জনের পাদপদ্মে কদম্ব দ্বারা সরল ও লম্বমান হার, গিরিমল্লিকার (কূটজের) উত্তম গর্ভক (কেশভূষণ) পুষ্প রঙ্গণপুষ্পযুক্ত কেতকীর দলসমূহদ্বারা কিরীট ও অর্জ্জুন-পুষ্পময় প্রফুল্লিত যূথীসমূহ দ্বারা নানাপ্রকার হার সমর্পণ করিতেছে। (৫৯৬) যেস্থানে মেঘমালা অন্তরে জল-স্তম্ভনপূর্বক জাতিকুসুমের মুকুলগুলির বিকাশ-যোগ্য বর্ষণ করে, ভয়ঙ্কর বজ্রনির্ঘোষ ত্যাগ করিয়া

সমুন্মিষিত-মালতীকুসুম-সুস্মিতা মেদিনী
কদম্বতরুকোরকৈঃ পুলকিতা বনানাং ততিঃ।
অজস্রগলদস্রভৃদ্‌ঘনপয়ঃকণানাং গণৈ-
রপি দ্যুরমণীসমং যদনুরাগমাতন্বতে ॥ ৫৯৭ ॥
(আ০ ১।৫৩)

পুরন্দর-ধনুর্লতাতিলকচারুভালস্থলা
তড়িৎকনককেতকীদললসত্তমঃকুন্তলা।
বিলোলবিষকণ্ঠিকা-বিমল-মালভারিণ্যসৌ
নবোন্নত-পয়োধরা হরিমনোহরা দিগ্বধূঃ ॥ ৫৯৮ ॥
(আ০ ১।৫৪)

সারঙ্গীকুলকাকুকর্ষণবিধেরাশ্বাসবাঙ্ মানিনী-
মানক্ষোদনপেষণী-ভ্রমিবলৎসুস্নিগ্ধমন্দ্রধ্বনিঃ।
নৃত্যন্মত্তময়ূরমৌরজরবঃ প্রাণেশ-বিশ্লেষিণী
প্রাণাকর্ষণমন্ত্রপাঠনিনদো মেঘস্বনঃ শ্রূয়তে ॥ ৫৯৯ ॥
(আ০ ১।৫৫)

ময়ূরসকলের নৃত্যোচিত গর্জন মাত্র করে এবং জলকণবাহী কদম্ববায়ু আলিঙ্গনপূর্বক সর্বদা বর্ত্তমান থাকে, সেই "বর্ষাপ্রহর্ষস্থলে" শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তমার সঙ্গে গমন করিলেন। (৫৯৭) বিকসিত মালতী-কুসুমনিচয় দ্বারা শোভন মৃদুমধুর হাস্যশালিনী পৃথিবী কদম্ববৃক্ষের কলিকাসমূহ দ্বারা পুলকিতা বন-শ্রেণী এবং মেঘ সম্বন্ধীয় জলকণ সমূহ দ্বারা অবিরত গলিত অশ্রুজলধারিণী আকাশরূপা রমণী—এই তিন জন এককালে বর্ষাহর্ষবিভাগে সমান অনুরাগ বিস্তার করিতেছে। (৫৯৮) এই বিভাগে দিক্‌রূপা রমণীর ইন্দ্রধনুর্লতারূপ তিলক দ্বারা ললাটস্থল সুন্দর হইয়াছে, বিদ্যুৎসমূহরূপ স্বর্ণকেতকীদলসমূহ দ্বারা অন্ধকাররূপ কেশ সকল সুশোভিত হইয়াছে, চঞ্চল বকপংক্তি দ্বারা

দাত্যূহাঃ পরিতো রুবন্তি গণশঃ কোযষ্টিকাঃ সর্বতো
মণ্ডূকাঃ প্রচলাকিনস্তত ইতো ধারাধরা ব্যোমনি ।
আসারাঃ পয়সাং ঝপজ্ ঝপদিতি স্নিগ্ধাতিমন্দ্রস্বরাঃ
সর্বে মুগ্ধদৃশাং রতান্তসময়ে স্বাপোৎসবং কুর্বতে ॥ ৬০০ ॥
(আ০ ১।৫৬)

মধ্যে গৌরী পরিণতফলৈর্নম্রশালৈ রসালৈ-
রন্তে শ্যামা রুচিভিরভিতঃ পক্কজম্বুফলানাম্ ।
প্রান্তে পাণ্ডুঃ স্ফুটসুরভিভিঃ সূচিভিঃ কেতকানা-
মুত্থানশ্রীঃ স্ফুরতি বিবিধৈর্বর্ণ কৈশ্চিত্রিতেব ॥ ৬০১ ॥
(আ০ ১।৫৭)

যেন বিমল মালাসকল ধারণ করিয়াছে এবং নব উন্নত পয়োধর (মেঘ এবং স্তন) শোভা পাইতেছে—এইরূপে দিক্‌বধূ পরমশোভা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করিতেছে। (৫৯৯) বর্ষাহর্ষ বিভাগে মেঘশব্দ শুনা যাইতেছে। সেই শব্দ শুনিয়া এইরূপ উৎপ্রেক্ষা করা যাইতে পারে যে, যেন চাতকীদিগের কাকু (কষ্টব্যঞ্জক শব্দবিকার) দ্বারা আকর্ষণ বিধানের অর্থাৎ 'আসিয়া আমাদিগকে শীঘ্র জীবন দান কর' এই প্রকার প্রার্থনা বিধানের আশ্বাস-বাক্য অর্থাৎ তোমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া বিষণ্ণ হইও না, এই আমি বর্ষণ করিতেছি—ইত্যাকার প্রবোধবাক্য, মানবতী রমণীদিগের মানভঞ্জন পেষণীযন্ত্রের (চাকীর) ঘূর্ণনহেতু যেন তাহা, সুস্নিগ্ধ ও গম্ভীর ধ্বনি, নৃত্যশীল ময়ূরদিগের মুরজসম্বন্ধীয় শব্দ এবং পতি হইতে বিয়োগিনী রমণীদিগের প্রাণ নিষ্কাসক মন্ত্রপাঠের ধ্বনি। (৬০০) এই বিভাগে চারিদিকে দাত্যূহ (ডাহুক) পক্ষিসকল শব্দ করিতেছে, কোযষ্টিক সকল দলে দলে মিলিত হইয়া শব্দ করিতেছে। ভেকসকল সর্বদিকে ধ্বনি করিতেছে, ময়ূরগণ চরিদিকে কেকারব করিতেছে, আকাশে মেঘসকল গর্জন করিতেছে

উর্দ্ধোর্দ্ধোরুশ্যামশাখা-সহস্রৈঃ
পীতৈঃ পুষ্পৈঃ স্যন্দমানৈর্মরন্দৈঃ।
শম্পাম্ভোদশ্রীজয়িন্যাং বিশন্তৌ
নীপাটব্যাং রেজতুস্তৌ লসন্তৌ ॥ ৬০২ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।১২)

মধ্যে তস্যা যা মণীকুট্টিমাল্যো
দ্রাঘীয়স্যঃ কৃষ্ণমুদ্বপ্রভূতাঃ।
তা বিন্দন্তেঽহর্নিশং শীধুবৃষ্টিং
জাগ্রত্যা সত্যালিপাল্যেব পাল্যাঃ ॥ ৬০৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।১৩)

এবং জলধারাসকল 'ঝপৎ ঝপৎ' এইরূপ শব্দ করিতেছে। এই সকল স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর শব্দসকল, সুরতান্তসময়ে সুন্দরী রমণীগণের নিদ্রার উৎসব বিধান করিতেছে। (৬০১) পক্কফলযুক্ত অতএব নতস্কন্ধশাখা সহিত রসালসমূহ-দ্বারা উদ্যানশোভামধ্যে পীতবর্ণা, অন্তে পক্ক জম্বুফল-সমূহের প্রভাপটল-দ্বারা চারিদিকে শ্যামবর্ণা এবং সর্ব্বপ্রান্তে কেতকদিগের সূচিতুল্য পুষ্পদলসমূহ দ্বারা পাণ্ডুবর্ণা হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে বোধ হইতেছে যেন হরিতাল প্রভৃতি বিবিধ বর্ণসমূহ দ্বারা এই উদ্যানশ্রী চিত্রিত হইয়াছে। (৬০২) এই প্রকার বনশোভা দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ কদম্বকাননে যাইয়া বিরাজিত হইলেন। সেই কদম্বকাননে ক্রমশঃ উর্দ্ধোর্দ্ধে স্থিত শ্যামবর্ণ সহস্র সহস্র শাখার উপরি পীতবর্ণ অসংখ্য বিকশিত কুসুম হইতে মকরন্দ বর্ষণ হওয়ায় দেখিলেই বোধ হয়, যেন ঐ কানন বিদ্যুদ্‌যুক্ত জলধরের শোভাকে জয় করিয়াছে। (৬০৩) সেই কদম্বাটবীতে যে অতি দীর্ঘ কুট্টিমশ্রেণী (সারি সারি বেদি বা ছত্রি) রহিয়াছে, তাহা দেখিবামাত্র সহৃদয়ের হৃদয়ে উদয় হয়—ইহা যেন শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবপ্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের

তৎপ্রান্তোত্থস্তম্ভবদ্ দ্বিদ্বিবৃক্ষো-
দঞ্চচ্ছাখান্যোন্য-সংশ্লেষভঙ্গ্যা।
গোপানস্যেবাঞ্চিতা ভান্তি পুষ্প-
প্রালম্বাঢ্যা মারকত্যো বলভ্যঃ ॥ ৬০৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।১৪)

যচ্ছাখাগ্রবিলম্বিনীভিরনতিস্থূলাভিরান্দোলিনী
বদ্ধা কাঞ্চনরজ্জুভির্বিজয়তে প্রেঙ্খোলখট্টা হরেঃ।
যা প্রাগ্দক্ষিণপশ্চিমোত্তরগতিস্তল্যে সমন্তাৎ কুলে
সর্বাভির্মম সংমুখীতি ককুভাং লক্ষ্মীভিরালোক্যতে ॥ ৬০৫॥
(আ০ ২২।৫)

পুষ্পৈঃ সূক্ষ্ম-শ্লক্ষ্ণ-চেলান্তরস্থৈ-
র্বৃন্তোন্মুক্তৈঃ কিঙ্করীভিঃ কলাভিঃ।
আচ্ছন্নাস্তাঃ সৌরভৈঃ সৌকুমার্য্যৈ-
স্তাবাক্রষ্টুং সাধু শক্তিং তদাধুঃ ॥ ৬০৬ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।১৬)

আনন্দকেই যেন সেই কুট্টিমশ্রেণীরূপে কেয়ারী করিয়া কে রাখিয়াছে, যাহার উপরি অনবরত কদম্বকুসুমগণ, মধুবর্ষণ দ্বারা সেচন করিয়া থাকে এবং পরমসুন্দর ভ্রমরগণ বীতনিদ্র হইয়া অবস্থানপূর্বক রক্ষা করিয়া থাকে। (৬০৪) এক এক বেদীর দুই প্রান্ত হইতে দুই দুই স্তম্ভসদৃশ কুসুমিত কদম্ব-তরু উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের শাখাগণের সম্মিলনে গোপানসী-যুক্ত-মরকত-মণিনির্মিত বলভীশ্রেণীবৎ প্রতীয়মান হয় এবং স্বভাবতঃ বিকসিত কুসুমশ্রেণী পুষ্পের প্রালম্ব- (বন্দনমালা) বৎ শোভা পাইতেছে। (৬০৫) প্রতি বৃক্ষদ্বয়ের শাখার অগ্রভাগে লম্বমান, নাতিস্থূল কাঞ্চনরজ্জু দ্বারা বদ্ধ আন্দোলনযোগ্য শ্রীকৃষ্ণের দোলখট্টা বিরাজিত আছে। পূর্ব

মধ্যে তাসাং কাঞ্চিদঞ্চৎপতাকাং
বীক্ষ্যারুহ্য শ্যামধামা বিরেজে।
শোভাদেব্যা সেব্যমানামিবৈতাং
মন্যে মূর্ত্তানন্দ এবাধ্যতিষ্ঠৎ ॥ ৬০৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।১৭)

কর্ষন্ কান্তাং হর্ষবর্ষাস্থ সম্যক্
তিম্যন্ হস্তালম্বমালম্বমানাম্।
উত্থাপ্যৈতাং স্বাগ্রতো জাগ্রতঃ কিং
প্রেম্ণো বাপীমাপিপৎ স্বাভিমুখ্যাম্ ॥৬০৮॥
(কৃ০ ভা০ ১১।১৮)

দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর দিগ্‌গত সমস্ত অঙ্গন তুল্য হওয়ায় সমস্ত দিক্‌লক্ষ্মী-গণ "ঐ খট্টার মুখ আমারই সম্মুখে" এই প্রকার অবলোকন করিয়া থাকে। (৬০৬) কিঙ্করীগণ কলাপ্রকাশ করিয়া কোমল সুগন্ধি পুষ্পের বৃন্ত উন্মোচন-পূর্বক হিন্দোলিকা-সমূহের উপরি আস্তরণ করিয়া তদুপরি সূক্ষ্ম কোমল চেলদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছেন। সেই হিন্দোলিকাগণ সৌরভ ও সুকুমারতার দ্বারা কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে শক্তিধারণ করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের হিন্দোলন-লীলাদি

(৬০৭) হিন্দোলিকাশ্রেণীর মধ্যে পতাকাযুক্ত একখানি পরমোৎকৃষ্ট হিন্দোলিকা দেখিয়া শ্যামধামা শ্রীকৃষ্ণ তদুপরি আরোহণ করিলেন। তাহাতে বোধ হইতে লাগিল—শোভাদেবী কর্ত্তৃক সেব্যমানা হিন্দোলিকার উপরি মূর্ত্তিমান্ আনন্দ যেন অধিষ্ঠিত হইলেন। (৬০৮) শ্রীকৃষ্ণ হর্ষবর্ষায় সম্যক্ প্রকারে আর্দ্র হইবার জন্য অর্থাৎ ভিজিবার জন্য হস্তাবলম্বনকারিণী কান্তাকে আকর্ষণপূর্বক হিন্দোলিকার উপরি উঠাইয়া আপনার অভিমুখে উপবেশন করাইলেন, তাহা দেখিয়া বোধ হইল যেন, মূর্ত্তানন্দের সম্মুখে বিনিদ্র

পুষ্পাবল্যারাত্রিকেণাস্যপদ্ম-
দ্বন্দ্বং নীরাজ্যালিসংঘঃ সগানম্।
হারোষ্ণীষাদ্যাপয়ন্ সুস্থিতত্বং
স্রক্‌তাম্বূল-স্থাসকৈঃ পর্য্যচারীৎ ॥ ৬০৯ ॥

(কৃ০ ভা০ ১১।১৯)

কাঞ্চ্যামুক্তপ্রাঞ্চিশাট্যঞ্চলান্তে
কিঞ্চিৎপৌর্বাপর্য্যতোঽঙ্ঘ্রী বিলঙ্ঘ্য।
কুব্জীভূয়াদায় দোলাং ক্ষিপন্ত্যা-
বব্স্থাতাং দ্বে দিশৌ প্রাণসখ্যৌ ॥ ৬১০ ॥

(কৃ০ ভা০ ১১।২০)

অন্যে ধন্যে তিষ্ঠতঃ স্মেক্ষমাণে
ধৃত্বা পাণ্যোঃ পুণ্যতাম্বূলবীট্যৌ।
যূনোরাস্যাম্ভোজয়োরর্পয়ন্ত্যৌ
বেগোপান্তে মঙ্‌ক্ষু লব্ধাবকাশে ॥ ৬১১ ॥

(কৃ০ ভা০ ১১।২১)

প্রেমের বাপী উপবেশন করিলেন। (৬০৯) আলীসমূহ গান করিতে করিতে পুষ্পাবলীর আরাত্রিক দ্বারা রসিকযুগলের বদনযুগল নির্মঞ্ছন করিয়া আরোহণ-সময়ে বিপর্য্যস্ত হার উষ্ণীষ প্রভৃতি সুস্থির করিয়া মাল্য, তাম্বূল ও চন্দনাদির চর্চ্চা দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। (৬১০-৬১৫) পরে হিন্দোলিকার দুই দিকে দুই প্রাণসখী কাঞ্চীসহ সাটীর অঞ্চল বাঁধিয়া দোলাইবার জন্য দাঁড়াইলেন। তাঁহারা কুব্জীভূত হইয়া দোলা গ্রহণ-পূর্বক পৌর্বাপর্য্যক্রমে পদযুগ বিবৃত করিয়া দোলা-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অন্য ধন্যতর দুই প্রাণসখী করকমলে পুণ্য তাম্বূলবীটিকা ধারণ-পূর্বক দুইদিকে থাকিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। ইহারা বেগাবসানে

আল্যো মান্যাঃ প্রেমবন্যা ইবান্যাঃ
পর্বশ্রীলাঃ সর্বতঃ সাধুশীলাঃ।
হস্তোদস্তৈঃ শস্তরাগৈঃ পরাগৈ-
শ্চক্রুর্বৃষ্টিং দৃষ্টিমাপয্য হৃষ্টিম্ ॥ ৬১২ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।২২)

দেব্যস্ত্বিষ্টং মানয়ন্ত্যঃ স্বদিষ্টং
তৌ পশ্যন্ত্যঃ শ্যন্ত্য এবাখিলাধিম্।
জাতস্তম্ভা অপ্যসম্ভাবিতাশা
দিব্যাতেনুঃ পুষ্পবর্ষং সতর্ষম্ ॥ ৬১৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।২৩)

অবকাশ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের বদনে তাম্বূল-বীটিকা প্রদান করিতে লাগিলেন। এবং অন্য সাধুশীলা মান্য সখীগণ, হিন্দোলন উৎসবে আনন্দিত হইয়া হস্তযুগল দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপরি প্রশস্ত রাগযুক্ত পরাগবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহাদের নয়ন অতুল হর্ষলাভ করিতে লাগিল। গগনমণ্ডলে দেবীগণ তাদৃশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের হিন্দোলন-লীলা দেখিয়া নিজ ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন অর্থাৎ দেবীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন—"অহো !!! আমাদের কি সৌভাগ্য উদয় হইল, যাহার ফলে শ্রীরাধামাধবের অপরূপ হিন্দোলন-লীলা দেখিতেছি", তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসহ বিহারে অভিলাষ-সত্ত্বেও গোপীদেহ অপ্রাপ্তি-বশতঃ সে আশা সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও শ্রীরাধাকৃষ্ণদর্শনে সকল আধি দূর হইল, তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়াও দিব্য কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যৎকালে দেবীগণ পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন, সেই সময় গগনস্থ মেঘও পরমানন্দযুক্ত হইয়া যে জলকণা বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহা পুষ্পের সহিত মিলিত হইয়া মকরন্দত্ব প্রাপ্ত হইল, পরে শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণের অঙ্গে পতিত

তৎ-সঙ্গিন্যো বিপ্রুষো বৃষ্যমাণা, হৃষ্যন্মেঘৈস্তন্মরন্দত্বমাপুঃ।
রামারাজেরঙ্গসঙ্গাত্তদীয়ৈ,-র্মুক্তাবৃন্দৈরন্ববিন্দন্ত মৈত্রীম্ ॥৬১৪॥
(কৃ০ ভা০ ১১।২৪)

জৃম্ভোদঞ্চৎসৌরভব্রাতমাদ্য-
দ্ভৃঙ্গশ্রেণীস্তোত্রভাজা মুখেন।
গীতৈর্নীতৈর্মাধুরীং সাধুরীতি
দ্যামাচ্ছাদ্য দ্যোততে স্মালিপালী ॥ ৬১৫॥
(কৃ০ ভা০ ১১।২৫)

তয়োর্ভ্রশ্যৎকৈশ্যং মিথ ইহ চলৎকুণ্ডলযুগে
তথা চঞ্চৎকাঞ্চীস্তবকপটলং তৎসমুদয়ে।
পরিম্লায়ন্মাল্যদ্বয়মপি চলৎকঙ্কণবরে
দৃঢ়ং দোলান্দোলে সতি সপদি সন্দানিতমভূৎ ॥৬১৬॥
(গোবি০ ১৪।৫৫)

হইয়া তাঁহাদের মুক্তাভূষণের সহিত মিত্রতা অর্থাৎ সেই জলবিন্দু ব্রজ-রামাদিগের মুক্তাভূষণের নিকটে মুক্তাবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। হিন্দোলের উপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া সখীগণ বীণাদিযন্ত্র ব্যতীত কেবল মুখে যে সুমধুর গান করিতে লাগিলেন, সেই গান সুরলোক অবধি আচ্ছাদন করিল এবং গানকালে মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের যে জৃম্ভা প্রকাশ হইতেছিল, তাহা হইতে শ্রীমুখের অসামান্য সৌরভ নিঃসৃত হওয়ায় তাহা দ্বারা অলিকুল আকুল হইয়া শ্রীমুখের নিকট গুঞ্জন করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোধ হইল—অলিকুল যেন শ্রীব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীমুখের স্তুতি করিতেছে। (৬১৬) অনন্তর হিন্দোলিকা এমন সবেগে সঞ্চালিত হইতে লাগিল যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেশপাশ স্খলিত হইয়া পরস্পরের কম্পিত কুণ্ডল-যুগলে আবদ্ধ হইল, চঞ্চল চন্দ্রহারের স্তবকসমূহ ঐ চন্দ্রহার-সমুদায়ে সংযুক্ত

নৃত্যং ভেজুর্হারতাটঙ্কমাল্যা,-ন্যাতোত্তত্বং কিঙ্কিণী-নূপুরাদ্যাঃ।
বক্ত্রে স্মিত্বা সভ্যতামাদদাতে, যূনোর্দোলানন্দচন্দ্রে বিবৃদ্ধে ॥৬১৭॥
(কৃ০ ভা০ ১১।২৬)

অন্যোন্যাঙ্গপ্রোচ্ছলৎকান্তিসিন্ধো-
বীচীব্রাতামন্দহিন্দোলিকাসু।
প্রাপ্তান্দোলান্যোন্যনেত্রারবিন্দ-
শ্রীসন্দোহৈরাঢ্যতামাপুরাল্যঃ ॥ ৬১৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।২৭)

ইত্থং চেতস্তে্বতয়োর্দোলয়ন্ যৎ
কামো বামোঽন্তরায়ং ন চক্রে।
লীলাশক্তেরেব তত্র প্রভাবঃ
কোঽপ্যোজস্বী হেতুরিত্যাহুরার্য্যাঃ ॥ ৬১৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।২৮)

হইল এবং ম্লানিপ্রাপ্ত মাল্যযুগল চঞ্চল কঙ্কণে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইল। (৬১৭) শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলবিহারজন্য আনন্দচন্দ্র ক্রমশঃ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ইহাদের হার, তাটঙ্ক ও মাল্য নাচিতে লাগিল এবং কিঙ্কিণী ও নূপুর প্রভৃতি নৃত্যোপযোগী বাদ্য করিতে লাগিল এবং ইহাদের বদনের তাৎকালিক মৃদুহাস্য সত্য হইল। (৬১৮) এইপ্রকার শ্রীরাধাকৃষ্ণ যেমন হিন্দোলার উপরি তুলিতেছেন, এইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের তাৎকলিক প্রোচ্ছলিত কান্তিসিন্ধুর তরঙ্গবৃন্দরূপ অমন্দ হিন্দোলিকার উপরি পরস্পরের কান্তিদর্শন জাত আনন্দ-বশতঃ নয়নকমল তুলিতে লাগিল। যাহার শ্রীসমূহ দ্বারা সখীগণ আঢ্যতালাভ করিলেন অর্থাৎ দোলন-সময়ে দোঁহার কান্তিদর্শনে অসীম আনন্দ লাভ করিলেন। (৬১৯) যেরূপ উভয়ের কান্তিসিন্ধুর তরঙ্গরূপ হিন্দোলিকার উপরি পরস্পরের নয়ন পরস্পর দোলাইতে লাগিলেন। এইরূপ লীলার প্রতিকূল কাম উভয়ের মনকেও পুনঃ পুনঃ দোলাইয়াও হিন্দোলনলীলার

দোলারজ্জ্বালম্বশাখে স্বলৌল্যা-
দেতৌ চঞ্চৎপঞ্চশাখাগ্রগাভিঃ।
পুষ্পাঢ্যাভিঃ পল্লবালীভিরিষ্টৈঃ
সেবেতে স্মামোদনৈর্বীজনৈঃ কিম্॥ ৬২০ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।২৯)

তত্তৎপত্রাভ্যন্তরানন্তশিল্প-
প্রোতান্ ধর্ত্তুং চঞ্চলান্ মাল্যখণ্ডান্।
যত্নৈর্ভৃঙ্গা নাশকন্ যদ্ ভ্রমন্ত-
স্তত্রাগুঞ্জন্ কেবলং সাপি শোভা॥ ৬২১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৩০)

দোলাবেগাধিক্যকামৌ স্বপদ্ভ্যা-
মাক্রম্যৈতাং স্বাবনত্যুন্নতিভ্যাম্।
স্বং স্বং সর্বাঃ কৌশলং দর্শয়ন্তৌ
প্রেমানন্দং তুন্দিলং চক্রতুস্তৌ॥ ৬২২ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৩১)

কিছুমাত্র অন্তরায় করিতে পারে নাই। লীলাশক্তির অনির্বচনীয় কোন ওজস্বী প্রভাব তাহার হেতু। (৬২০) যে তরুশাখাযুগলে দোলারজ্জু বাঁধা আছে, তাহারাই দোলাবেগে চপল হইয়া শাখাগ্রবর্ত্তী কুসুমসম্বলিত পত্রশ্রেণীরূপ সুগন্ধি ব্যজন দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিতে লাগিল। (৬২১) সেই সেই শাখাস্থিত পত্রের মধ্যে মধ্যে বহু শিল্পদ্বারা গ্রথিত মাল্যখণ্ড হিন্দোলিকার সহিত দুলিতেছে ; ভৃঙ্গগণ তাহা ধরিবার জন্য প্রযত্নবান্ হইয়াও ধরিতে পারিতেছে না, কেবল চঞ্চল মাল্যখণ্ডের সহিত গুঞ্জন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাতে এক অনির্বচনীয় শোভা হইল। (৬২২) শ্রীরাধাকৃষ্ণ দোলা অধিকবেগে দোলাইতে অভিলাষ

হিন্দোলায়া রংহসী বিন্দমানে
পর্য্যায়েণ দ্বে দিশৌ স্তো যদন্তৌ।
প্রাপ্যোর্দ্ধাধঃস্থায়িনোঃ খেলতোঃ সা
যূনোঃ কান্তিঃ কৌতুকং কাপি তেনে ॥ ৬২৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৩২)

রাধাহারঃ সংস্পৃশন্ কৃষ্ণবক্ষ,-শ্চক্রে নৃত্যান্যেকতো দিশ্যুদারম্।
অন্যত্রাস্যাঃ কঞ্চুকীং শ্লিষ্যতি স্ম, স্রক্ তস্যাপীত্যাযযুর্মোদমাল্যঃ ॥৬২৪
(কৃ০ ভা০ ১১।৩৩)

করিয়া পদ্মযুগল দ্বারা দোলা আক্রমণ করিয়া নিজ অবনতি ও উন্নতির দ্বারা দোলাদোলন কৌশল দেখাইয়া সখীদিগকে প্রেমানন্দে তুন্দিলপূর্ণ করিলেন। (৬২৩) পরে হিন্দোলার বেগ পর্য্যায়ক্রমে দুই দিকে যাইতে লাগিল, বেগের দুই অন্ত প্রাপ্ত হইয়া উপর্য্যধঃস্থিত ক্রীড়াপর যুবক-যুবতীর শোভা বড়ই কৌতুক উৎপাদন করিল অর্থাৎ হিন্দোলোপরি দোঁহে পরস্পরের অভিমুখে বসিয়া আছেন, দোলার বেগ পর্য্যায়ক্রমে দুই দিগে যাওয়ায় যেবার শ্রীরাধা দোলার সহিত উর্দ্ধদিকে যান, তখন শ্রীকৃষ্ণ নীচে থাকিতেছেন ; আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন উর্দ্ধদিকে যান, তখন শ্রীরাধা নীচে থাকিতেছেন, এই রূপ পুনঃ পুনঃ দোলার বেগে দোলা একদিকে উর্দ্ধে ও একদিকে নীচে হওয়ায় একবার শ্রীকৃষ্ণ উর্দ্ধে, শ্রীরাধা নীচে, আবার শ্রীরাধা উর্দ্ধে ও শ্রীকৃষ্ণ নীচে যাইতেছেন। তাহা দেখিয়া কোন রহস্যলীলাবিশেষ মনে হওয়ায় সখীগণের মহাকৌতুক হইতে লাগিল। তাঁহারা ঈষৎ হসিত-বদন বসনে অর্দ্ধাচ্ছাদন করিয়া তর্জনীদ্বারা পরস্পরকে এই ব্যাপার দেখাইতে লাগিলেন। (৬২৪) যেইবার শ্রীকৃষ্ণ নীচে থাকিতেছেন, সেইবার শ্রীরাধার হার শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ স্পর্শ করত একদিকে নাচিতে লাগিল এবং যেবার শ্রীরাধা নীচে থাকিতেছেন, সেবার অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের বৈজয়ন্তীমালা

অন্যোন্যাঙ্গাদর্শ-দৃষ্টস্বভাসো,-রন্যোন্যানালোকজ-কান্তিভাজোঃ ।
তর্হ্যন্যোন্য-শ্বাসভূমাভিমর্শী,-দন্যোন্যং সংদৃশ্য তৌ হৃষ্যতঃ স্ম ॥৬২৫॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৩৪)

ইত্থং লীলাবারিধিঃ কৌতুকিত্বা-দত্যুদ্রেকং রংহসো নির্ম্মিমাণঃ ।
পৃষ্ঠাম্পৃষ্টোত্তুঙ্গপর্য্যন্তশাখা,-পত্রালীকাং তাঞ্চকারেব ভীতাম্ ॥৬২৬॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৩৫)

মৈবং মৈবং মাধিকং হন্ত দোলে-
ত্যুক্তিং তস্যাস্তৎসখীনাঞ্চ শৃণ্বন্ ।
স্মিত্বা স্মিত্বা বর্দ্ধয়ন্নেব দোলা-
জঙ্ঘালত্বং মাধবো ভ্রাজতে স্ম ॥ ৬২৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৩৬)

শ্রীরাধার কঞ্চুক স্পর্শ করিয়া নাচিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সখীগণ অতুল আনন্দলাভ করিতেছেন। (৬২৫) শ্রীকৃষ্ণের মরকত মুকুরসদৃশ অঙ্গে শ্রীরাধা নিজ-প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না; এইরূপ হেমদর্পণসদৃশ শ্রীরাধাতনুতে শ্রীকৃষ্ণ নিজ-প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন কিন্তু শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইলেন না; তন্নিমিত্ত উভয়ে অত্যন্ত দুঃখভোগ করিতে লাগিলেন; পরে দুঃখ-বশতঃ উভয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে উভয়ের দর্পণসদৃশ অঙ্গ মলিন হওয়ায় নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিতে না পাইয়া উভয়কে উভয় দর্শন করত পরমানন্দ লাভ করিলেন। (৬২৬) এই প্রকার লীলাবারিধি শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত অধিক দোলাবেগ বৃদ্ধি করিয়া কৌতুকের সহিত স্বয়ং দোলা দোলাইতে লাগিলেন, তাহাতে দোলা অত্যন্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়ায় শ্রীরাধা পৃষ্ঠে অতি উত্তুঙ্গ কদম্বশাখার পত্র স্পর্শ হওয়ায় পতিত হইব বলিয়া শ্রীরাধা ভীতা হইলেন। (৬২৭) তাহা দেখিয়া শ্রীরাধা ও সখীগণ ভীত

বন্ধাদ্ বেণী বিচ্যুতা নাবগুণ্ঠ-
স্তস্থৌ মূর্দ্ধি ব্যস্ততা ভূষণানাম্।
পাদৌ শাটী নাপ্যধাদিত্যমুষ্যা
বৈয়গ্র্যে হা জাহসীতি স্ম কৃষ্ণঃ ॥ ৬২৮ ॥

(কৃ০ ভা০ ১১।৩৭)

ইত্থং স্বাক্ষোস্তৃপ্যতো রংহসা তাং
বিত্রস্তাক্ষীমাসনাদ্ভ্রংশয়িত্বা।
স্বীয়ং কণ্ঠং গ্রাহয়ামাস মধ্যে-
দোলাখট্টং তাঞ্চ জগ্রাহ দোর্ভ্যাম্ ॥ ৬২৯ ॥

(কৃ০ ভা০ ১১।৩৮)

হওত শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন,—"হে কৃষ্ণ! আর দোলাইও না" তাঁহারা এইরূপ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনিয়াও না শুনার মত হাসিয়া হসিয়া দোলাবেগ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। (৬২৮) তাহাতে ব্যগ্রতা বশতঃ শ্রীরাধার বেণীবন্ধন খুলিয়া গেল, মস্তকে অবগুণ্ঠন থাকিল না এবং ভূষণসকল ব্যস্ত হইয়া গেল এবং পবনে অন্তরীণ বসন উত্তোলন করিবে বলিয়া শ্রীরাধা পদযুগল দ্বারা যে শাটী আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাও আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না, হায়! হায়! শ্রীরাধার এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত হাস্য করিতে লাগিলেন। (৬২৯) শ্রীরাধিকার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নয়নযুগল পরিতৃপ্ত করিতে করিতে দোলাবেগ পূর্ব পূর্ব হইতে অধিকাধিকরূপে বৃদ্ধি করিলে শ্রীরাধা বিত্রস্তনয়না হইয়া নিজাসন ত্যাগ করত শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও দুই বাহুদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করত কেবল পদাবলম্বনে তাদৃশ বেগবতী দোলার উপরি নিজকান্তাকে বক্ষঃস্থলে গ্রহণপূর্ব্বক দুলিতে

একীভূতে চম্পকেন্দীবরাভে
মূর্ত্তী যূনোরুদ্গিরন্ত্যাবভাতাম্।
সম্মর্দ্দোত্থং সৌরভং ব্যাশ্নুবানং
পারেস্বর্গং হন্ত! পদ্মাদিনাসাঃ॥ ৬৩০॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৩৯)

সাম্যদ্বেগা সা সমন্তাদ্ধৃতাভূ,-দ্দোলাপ্যারাদাগতাভিঃ সখীভিঃ।
রাধা দ্রাগেবাবরুহ্যাথ তস্যা,-স্তাভিস্তত্তৎ সংলপন্তী ললাস॥৬৩১॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৪০)

মুখ্যাস্বষ্টাস্বাদ্যভূতামথালী-
মারোহ্যাস্যাং তাং সকৃষ্ণাং স্বয়ং সা।
প্রেম্ণা গায়দ্দোলয়ন্তী স চাপি
প্রেয়ান্ দোলে পূর্ববত্তামজৈষীৎ॥ ৬৩২॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৪১)

লাগিলেন। (৬৩০) চম্পকেন্দীবর-সদৃশ এই যুবকযুবতীর মূর্ত্তি নিবিড় সংযোগ বশতঃ একীভূত হইল এবং সম্মর্দ্দনিবন্ধন—এই দুই মূর্ত্তি হইতে চম্পক ও ইন্দীবর কুসুমসদৃশ সৌরভ নিঃসৃত হইয়া স্বর্গের পারে বৈকুণ্ঠস্থিত পদ্মাদির নাসা অবধি ব্যাপ্ত হইল। (৬৩১) তাহার পরে অবলম্বন বিনা দোলার উপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দেখিয়া সখীগণ দোলা ধরিলেন, পরে ধীরে ধীরে দোলার বেগ-শান্তি হইল। শ্রীরাধা দোলা হইতে অবরোহণ করিয়া সখীগণ-মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যে যে প্রকারে বিড়ম্বনা করিয়াছেন, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। (৬৩২) পরে অষ্টসখীর মধ্যে সর্বপ্রধানা শ্রীললিতাকে শ্রীরাধা কৌশলক্রমে দোলার উপরি শ্রীকৃষ্ণের নিকট আরোহণ করাইয়া স্বয়ং দোলাইতে লাগিলেন ও প্রেমের সহিত গান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দোলাপরি শ্রীরাধার যে অবস্থা করিয়াছিলেন, ললিতাকেও তাহাই

এবং প্রেষ্ঠাস্তা বিশাখাদিকালীঃ
সান্দ্রং দোলান্দোলমাপয্য তস্থাঃ।
হিন্দোলাতঃ সোঽবতীর্য্যৈব সর্বা
স্বৈকৈকস্যামন্যহিন্দোলিকাসু ॥ ৬৩৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৪২)

তাসাং দ্বে দ্বে সুন্দরীণাং স্বদোর্ভ্যাং
তত্রাগৃহ্যারোহ্য মহ্যাঃ প্রসহ্য।
ভ্রাম্যন্নেকো দোলয়ন্তাঃ সমস্তাঃ
প্রেমাম্ভোধেস্তস্য কিং বাস্ত্যকৃত্যম্ ॥ ৬৩৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৪৩)

তাঃ সর্বাস্তু স্বস্বহিন্দোলিকাস্ত-
স্তং চাপশ্যন্ স্বস্ববক্ত্রং ধয়ন্তম্।
নৈতচ্চিত্রং গোকুলাধীশসূনো-
রিচ্ছাশক্তেঃ কিং পুনঃ স্যাদশক্যম্ ? ৬৩৫ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৪৪)

করিলেন। (৬৩৩-৬৩৪) এই প্রকার বিশাখাদি সখীগণকেও দৃঢ় দোলান্দোলন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ হিন্দোলা হইতে অবতরণ করিলেন। পূর্বে যে হিন্দোলা-শ্রেণীর কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার এক এক হিন্দোলোপরি শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই সুন্দরীকে বলপূর্ব্বক ভূমি হইতে নিজ ভুজযুগলে উত্তোলন করিয়া আরোপণ করিলেন এবং একাকী অসংখ্য হিন্দোলা দোলাইতে দোলাইতে তদুপরি ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; যদি কেহ কহেন, বহু প্রয়াসসাধ্য সেই কার্য্যে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রবৃত্তি হইল ? তাহার উত্তর—প্রেমসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণের কি অকরণীয় আছে ? (৬৩৫) শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন,—প্রত্যেক হিন্দোলিকার উপরিস্থিত গোপীযুগলের মধ্যে আমিও থাকিব ; তাহা তাঁহার সিদ্ধি

একং তত্রৈবাস্তি হিন্দোলনাব্জং, বৃন্দোদ্দিষ্টং প্রেয়সীভির্মুকুন্দঃ।
আরুহ্যৈতৎকর্ণিকাস্থোপবর্হা,-লম্বী দোষাশ্লিষ্টরাধোররাজ ॥৬৩৬॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৪৫)

অষ্টাবাল্যোঽপ্যষ্টপত্রান্তরস্থা-
স্তত্তদ্বাহ্যে ষোড়শাল্যো বিভান্ত্যঃ।
বৃন্দা-নীত-স্বাদুখর্জুর-জম্বূ-
দ্রাক্ষাঃ প্রাশ্নন্ কান্তভুক্তাবশিষ্টাঃ ॥ ৬৩৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৪৬)

পীযূষান্তর্গর্ব-সর্বঙ্কষস্থ, প্রাগেবাভূৎ পানকাদেঃ প্রপাণম্।
অন্তে হেমদ্যোতিতাম্বূলবীটী,-বৃন্দান্যোন্যপ্রীতিদানাভিযোগঃ॥৬৩৮॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৪৭)

হইয়াছিল, কারণ হিন্দোলিকার উপরিস্থিত প্রত্যেক গোপী দেখিতে লাগিলেন, শ্রীমধুসূদন আমাদের বদনকমল পান করিতেছেন ; ইহা গোকুলেন্দ্রনন্দনের সম্বন্ধে কিছুই আশ্চর্য্য নহে ; কারণ, তাঁহার ইচ্ছাশক্তির কিছুই অশক্য নাই। (৬৩৬) তথায় একখানি হিন্দোলনাব্জ অর্থাৎ কমলাকৃতি হিন্দোলা আছে, তাহা শ্রীবৃন্দাদেবী দেখাইয়া দিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীগণের সহিত তদুপরি আরোহণ করিলেন। হিন্দোলনাব্জের কর্ণিকায় পূর্ব্ববৎ বৃন্তহীন কুসুমের উপরি দিব্যবস্ত্র আস্তরণ ও ফুলের উপাধান আছে। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণিকার উপরি শ্রীরাধার স্কন্ধে বামবাহু অর্পণ-পূর্ব্বক বিরাজিত হইলেন এবং অষ্টদলে ললিতা-প্রধানা অষ্টসখী উপবেশন করিলেন, তদ্বাহ্যে ষোড়শ দলে আর ষোড়শ সখী উপবেশন করিলেন। (৬৩৭) হিন্দোলনাব্জে সখীসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বিরাজিত দেখিয়া পরমানন্দে বৃন্দাদেবী খর্জ্জুর, জম্বু, দ্রাক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ ফল আনয়নপূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে রাখিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাহা ভোজন করিলে অবশিষ্ট সখীগণ ভোজন করিলেন। (৬৩৮) ইঁহারা খর্জ্জুরাদি ফল ভোজন করিবার পূর্ব্বেই হিন্দোলনাব্জে উপবেশন

নান্দীবৃন্দে বিন্দতঃ স্ম প্রমোদং, নোদং পাণ্যোর্দোলনাব্জে দদত্যৌ।
দাস্যোঽপ্যাস্যোল্লাসমাপত্য সদ্যো, নানাগানারম্ভশম্ভা বভূবুঃ ॥৬৩৯॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৪৮)

দোলান্দোল-ক্রীড়য়া তাঃ সমস্তাঃ, জিত্বা প্রাপ্তাশ্লেষ-চুম্বাদিরত্নঃ।
সার্দ্ধং কান্তামণ্ডলেনাবরুহ্য, প্রাগাৎ প্রেয়ান্ কাননাৎ কাননায় ॥৬৪০
(কৃ০ ভা০ ১১।৪৯)

রাধাস্যোত্থা মুদ্রিতা যা স্মিতশ্রী-
স্তস্যাস্তত্র স্মারকানেব দৃষ্ট্বা।
যূথ্যালীনাং কোরকান্ স ব্যচৈষীৎ
হৃত্যাধাতুং তান্ স্রজঃ সংরচয্য ॥ ৬৪১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১১।৫০)

করিয়াই অমৃতগর্বনাশক পানক (সরবৎ) প্রভৃতি পান করিয়াছিলেন। ভোজনাবসানে স্বর্ণকান্তি তাম্বূলবীটি পরস্পর প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। (৬৩৯) হিন্দোলনাব্জ দোলাইবার জন্য নান্দীমুখী ও বৃন্দা দুই-দিকে থাকিয়া পূর্ববৎ দোলাইতে দোলাইতে পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। দাসীগণেরও তদ্দর্শনে বদনে উল্লাসচিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল ; তাহারা পরমানন্দে নানাবিধ গান করিতে লাগিলেন। (৬৪০) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দোলান্দোলন লীলাদ্বারা সখীবৃন্দকে জয়পূর্ব্বক আশ্লেষ চুম্বন প্রভৃতি রত্ন প্রাপ্ত হইলেন। পরে দোলা হইতে অবতরণ-পূর্বক কান্তামণ্ডলের সহিত কানন হইতে কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। (৬৪১) শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমণসময়ে বর্ষাজাত যূথীকুসুমকোরক দেখিয়া মনে করিলেন—"শ্রীরাধার যেমন অবহিত্থা বশতঃ শ্রীমুখে মৃদুহাসি উত্থিত হইয়া পুনঃ মুদ্রিত হয়, সেই শোভা এই স্বর্ণ-যূথিকা কোরক-সমূহ আমার মনে উদয় করিয়া দিতেছে" এইরূপ মনে করত মালাগ্রন্থন পূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণার্থ যূথীকোরক চয়ন করিলেন।

খেহগাম্মেঘঃ কৃষ্ণগাত্রচ্ছবিত্বং
বিদ্যুত্তাসামঙ্গভাসা-ততিত্বম্।
ভূমে রূঢ়ৈরিন্দ্রগোপৈঃ সমূঢ়ৈঃ
পাদালক্তাভ্যক্ততা ব্যক্তমাসীৎ ॥ ৬৪২ ॥

(কৃ০ ভা০ ১১।৫১)

কৃষ্ণাভ্রেণাতুলঘনরসৈঃ সর্বতো বৃষ্যমাণৈ-
রত্যুৎফুল্লাঃ কিল সুমনসঃ পর্ববত্যো লতাশ্চ।
তৎসস্থাল্যোঽপ্যসমসুষমাঃ শং চিরায়ান্বভূবন্
বর্ষাহর্ষং বনমপি যতো হর্ষবর্ষাস্বমাংক্ষীৎ ॥ ৬৪৩ ॥

(কৃ০ ভা০ ১১।৫২)

তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণ যূথীকুসুম-কোরকের মালার ছলে শ্রীরাধার মৃদুহাসি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিলেন! (৬৪২) গগনের নবজলধর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি এবং মেঘসঙ্গে যে সকল বিদ্যুৎশ্রেণী খেলিতেছে, তাহারা শ্রীগোপিকাদিগের অঙ্গকান্তি, ইন্দ্রগোপনামক রক্তবর্ণ যে বর্ষাকীট ভূমিতলে রহিয়াছে, তাহারাও শ্রীগোপীদিগের শ্রীচরণের অলক্তকরূপে প্রতীত হইতে লাগিল। (৬৪৩) যখন শ্রীকৃষ্ণমেঘ অতুল ঘনরস সর্বত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহা দ্বারা সুমনস (মালতী) ও লতাগণ অত্যুৎফুল্লা ও উৎসববতী হইল এবং তৎ-সস্থালি অর্থাৎ তৎ তৎ বৃক্ষের ফলশ্রেণীও অসম সুষমাযুক্তা হইয়া বহুকাল-স্থায়ী সুখানুভব করিতে লাগিল, অহো! যে ঘনরস বর্ষণে বর্ষাহর্ষবনও হর্ষবর্ষায় ডুবিয়া গেল। (শ্লেষার্থে) শ্রীকৃষ্ণরূপ ঘন যখন অতুল ঘনরস (শৃঙ্গাররসে) সর্ব্বত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত সখীগণ সুমনা অর্থাৎ অনুরাগিণী এবং অত্যুৎফুল্লা ও পর্ববতী (উৎসববতী) হইয়া দীর্ঘকাল সুখানুভব করিতে লাগিলেন। তাহাতে হর্ষবর্ষবন ও হর্ষাবর্ষে মগ্ন হইল।

যত্রোৎফুল্ল-সরোরুহোৎপলচলৎকহ্লার-রক্তোৎপলৈঃ
সৎকারণ্ডব-হংসসারসবকক্রৌঞ্চাদিভিশ্চঞ্চলৈঃ।
বাপ্যো রত্নতটাঃ সরাংস্যপি সুধান্যক্কারি-বারীণ্যথ
প্রায়াদ্দেশময়ং তমেব শরদামোদং নবো মন্মথঃ ॥ ৬৪৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ২৪।৩।৬১)

অথাবদৎ কুন্দলতা নিচায়তং, বৃন্দাবনেশৌ বনভাগমগ্রতঃ।
ইমং শরচ্চারুতয়েহ বিশ্রুতং, বয়স্যয়া বাং শরদা বিভূষিতম্ ॥৬৪৫॥
(গোবি০ ১৩।৬)

চঞ্চৎখঞ্জনলোচনাম্বুজমুখী লোলালিমালালকা
খেলৎকোককুচা সিতাভ্রসিচয়া রক্তোৎপলৌষ্ঠাধরা।
কূজৎসারসপালিরম্যরসনা নীলোৎপলোত্তংসিকা
নাথৌ পশ্যতমত্র বাং শরদিয়ং সেবোৎসুকাস্তে সখী ॥ ৬৪৬ ॥
(গোবি০ ১৩।৭)

শরদামোদ-নামক বনবিভাগে প্রবেশ

(৬৪৪) তদনন্তর যে স্থানে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও উৎপল, চঞ্চল কহ্লার ও রক্তপদ্ম প্রভৃতিদ্বারা সুশোভিত—যে স্থান চঞ্চল কারণ্ডব, হংস, সারস, বক ও ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ দ্বারা নিত্য মুখরিত—যে স্থানে দীর্ঘিকাসমূহের তটদেশ রত্নবদ্ধ এবং সরোবর-সমূহের অমৃতনিন্দি জলরাশি বর্ত্তমান— নবীন মদন শ্রীকৃষ্ণ সখীগণসঙ্গে সেই 'শরদামোদ' নামক দেশে বিজয় করিলেন। (৬৪৫) অনন্তর কুন্দলতা কহিলেন,—হে বৃন্দাবনাধীশ্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণ! তোমরা উভয়ে এই অগ্রবর্ত্তী বনভাগ দর্শন কর। কারণ, তোমাদের বয়স্যা শরৎ ঋতু ইহাকে বিভূষিত করিয়াছে—অতএব মনোজ্ঞ শারদীয় শোভায় বিখ্যাত হইয়াছে। (৬৪৬) হে নাথদ্বয়! এই শরৎসখী —তোমাদের উভয়ের সেবনার্থ উৎসুক হইয়াছে, কারণ, ঐ দেখ চঞ্চল

জ্বাতীভিঃ সহ রঙ্গণাভিরখিলাঙ্গালঙ্কৃতিঃ কৈরবৈ-
রুত্তংসানবতংসকাংশ্চ সুভগৈ রক্তোৎপলেন্দীবরৈঃ।
শয্যাং কুঞ্জগৃহে স্বয়ং নিপতিতৈঃ সেফালিকা-সঞ্চয়ৈ-
র্নির্মায়ার্পয়িতুং শরৎসহচরী বাং বর্ত্ম সংবীক্ষতে ॥ ৬৪৭ ॥
(গোবি০ ১৩।৮)

স্থলকমলবনাস্তঃ কৌসুমং যস্য তল্পং
বিমলবহুলতারং ব্যোম মুক্তাবিতানম্।
বিকশিতচলকাশশ্চামরাণাং সমূহঃ
স ঋতুরতুলকান্তির্যত্র রাজেব রেজে ॥ ৬৪৮ ॥
(আ০ ১।৬৮)

অথ বৃন্দয়োপহৃতমম্বুজং হরিঃ
পরিগৃহ্য হস্তনলিনেন শস্তরুক্।
সমজিঘ্রদপ্যতুলসৌরভৈঃ ক্ষিতৌ
জয়সি ত্বমিত্যলঘু তুষ্টুবে চ তৎ ॥ ৬৪৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ১২।৭)

খঞ্জনই ইহার নয়ন, কমলই বদন, ইতস্ততঃ চঞ্চল অলিকুলই অলক অর্থাৎ চূর্ণকুন্তল, ক্রীড়াপর চক্রবাকই স্তন, ধবলবর্ণ মেঘমণ্ডলই বসন, রক্তোৎপলই ওষ্ঠাধর, শব্দায়মান সারসশ্রেণীই রমণীয় চন্দ্রহার এবং নীলোৎপলই কর্ণভূষণ হইয়াছে। (সখীপক্ষে সখীগণও খঞ্জনলোচনা ও পদ্মমুখী ইত্যাদি)। (৬৪৭) এবং এই শরৎসহচরী রঙ্গণপুষ্পযুক্ত জাতীপুষ্পে অঙ্গনাগণের অলঙ্কারসমূহ, কুমুদপুষ্পে শিরোভূষণসকল, সুন্দর রক্তোৎপল ও ইন্দীবরে কর্ণভূষণচয় এবং কুঞ্জগৃহে স্বয়ং নিপতিত শেফালিকা-পুষ্পনিচয়ে শয্যা রচনা করত তোমাদিগকে অর্পণ করিবার নিমিত্ত পথ নিরীক্ষণ করিতেছে। (৬৪৮) এই বিভাগে অনুপম শোভাযুক্ত শরৎ ঋতু রাজার ন্যায় দীপ্তি

কমলস্তবে সখি! কৃতে ময়া কথং
বদনং তবাভবদরালচিল্লিকম্।
দরশোণিমাং চটুলিতাঙ্গ্যবেদিষং
নিজগৌরব-চ্যবনহেতুকং হি তৎ॥ ৬৫০॥
(কৃ০ ভা০ ১২।৮)

ভবতু ক্রমাদুভয়মেব জিঘ্রতা
যতরদ্ভবেন্মধুর-সৌরভাধিকম্।
তদবেত্য তস্য জয় এব সর্ব্বদা
নিজবেণুনাপ্যলঘু গাস্যতে ময়া॥ ৬৫১॥
(কৃ০ ভা০ ১২।৯)

পাইতেছে। স্থলপদ্মের বনমধ্যে পতিত পুষ্পদলময় যাঁহার শয্যা, নির্ম্মল-বহুসংখ্যক তারাযুক্ত আকাশ যাঁহার মুক্তাময় চন্দ্রাতপ এবং বিকশিত বায়ু-কম্পিত কাশপুষ্প-সকল যাঁহার চামরস্বরূপ হইয়াছে। (৬৪৯-৬৫০) তদনন্তর শ্রীবৃন্দাদেবী অতি সুন্দর একটি কমল আনিয়া ঔৎসুক্য-সহকারে উপহার দিলে শ্রীকৃষ্ণ করনলিন দ্বারা উহা গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরাধার শ্রীমুখে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কমল চুম্বন করিয়া কহিলেন,—হে কমল! অতুল সৌরভে ক্ষিতিতলে সকলকেই তুমি জয় করিয়াছ; ইহা বলিয়া কমলের স্তব করিলে শ্রীরাধা কিঞ্চিৎ কুপিতা হইলেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ অন্য কারণ উদ্ভাবন করিয়া কহিলেন,—হে সখি! রাধে! আমি স্তুতি করিলাম, তাহাতে তোমার কুটিল ভ্রূযুক্ত বদন ঈষৎ অরুণবর্ণ হইল কেন? হে চটুলাপাঙ্গি! আমি তাহার হেতু জানিতে পারিলাম, আমি তোমার বদনের স্তুতি না করিয়া কমলের স্তুতি করায় নিজ গৌরবচ্যুতি নিমিত্তই তোমার বদন ক্রোধে অরুণ হইয়াছে। (৬৫১) যাহা হউক, এখন আমি তোমার বদন ও এই কমল ক্রমে আঘ্রাণ করিয়া যাহাকে মধুর

ইতি তাং নিগত্ত তদলক্ষিতং হরিঃ
পরিচুম্ব্য তন্মুখমুবাচ বিস্মিতঃ।
অহহাতুলঃ পরিমলোঽয়মেব তৎ
সখি ! নানৃতং ত্বমপি মে সমক্রুধঃ ॥ ৬৫২ ॥

[বিশেষকম্] (কৃ০ ভা০ ১২।১০)

ধিগরে! বৃথৈব পরিফুল্ল মূঢ় কিং, ত্রপসে ন জৈত্রবনিতাস্য-সন্নিধৌ।
নিজপঙ্কজত্ব-জলজত্বয়োর্দ্বয়ো,-রনুরূপমেব শঠ! চেষ্টসেঽথবা ॥৬৫৩

(কৃ০ ভা০ ১২।১১)

তরুবল্লি-লাস্যবিধিশিক্ষণং প্রতি-
ক্ষণমেব সক্ষণমিতো বিতন্বতা।
তদুপাহৃত-স্বমকরন্দ-সৌরভো-
চ্চয়-দক্ষিণাভিরপি ন প্রসীদতা ॥ ৬৫৪ ॥

(কৃ০ ভা০ ১২।১২)

সৌরভে অধিক বুঝিব, বেণুর দ্বারা তাহার যশই উচ্চৈঃস্বরে গান করিব। (৬৫২) ইহা বলিয়াই রসিকেন্দ্র অলক্ষিতভাবে পুনঃ পুনঃ শ্রীরাধাবদন চুম্বন করিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—হে সখি ! শ্রীরাধে ! তোমার বদনই অতুল পরিমলশালী। হে সুবদনে ! তুমি আমার প্রতি বৃথা কোপ কর নাই। (৬৫৩) তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ মনে ভাবিলেন,—"আমি যে কমলের স্তুতি করিয়া শ্রীরাধার কোপ উৎপাদন করিয়াছি, এক্ষণে তাহারই নিন্দা করিয়া মানিনীকে প্রসন্ন করি" ইহা স্থির করিয়া কমলকে কহিলেন,—অরে কমল ! তোকে ধিক্। অরে মূঢ় ! তুই কেন বৃথা প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছিস্ ? তোকে যে জয় করিয়াছে, সেই বনিতার মুখসন্নিধানে প্রফুল্ল অবস্থায় থাকিতে লজ্জা হইল না ? অথবা নিজ পঙ্কজত্ব ও জলজত্বের সদৃশ চেষ্টা করিতেছিস্ অর্থাৎ জলজত্ব (জড়জত্ব) অর্থাৎ জড়জাতনিবন্ধন তুই

শৃণু কোপনে ! তবমুখাম্বুজাঞ্চলী-
তটমেব কিং নটয়তা নভস্বতা ।
প্রতিলভ্য তৎপরিমলান্ সুদুর্লভান্
অহমদ্য ধন্য ইতি নাভ্যমন্যত ॥ ৬৫৫ ॥
(কৃ০ ভা০ ১২।১৩)

ললিতাহ যস্য দরগন্ধমাত্রত-
স্ত্বমুদারমুন্মুরহরাভিলক্ষ্যসে ।
মকরন্দমস্য কিমু হাস্যসি ত্বমি-
ত্যতিশঙ্কয়া কবলিতাং করোষি মাম্ ॥ ৬৫৬ ॥
(কৃ০ ভা০ ১২।১৪)

সখি ! মা বিষীদ কতি বা ন মাধুরী-
সরিতঃ স্রবন্তি পরিতো যতোঽনিশম্ ।
সকৃদেব পঞ্চষপৃষন্তি-পানতঃ
সরসোঽস্য কিং নু ভবিতা দরিদ্রতা ? ৬৫৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১২।১৫)

জড়, যেহেতু এখনও প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছিস্ । (৬৫৪-৬৫৫) হে রাধে ! কমল প্রভৃতি কুসুম হইতে তোমার মুখের সৌরভ অধিক, তদ্বিষয়ে এই বায়ুই প্রমাণ ; এই বায়ু তরুলতাদিগকে প্রতিক্ষণ উৎসবের সহিত নৃত্য-শিক্ষা দিয়া থাকে, তরুলতাগণ মকরন্দরূপ দক্ষিণা প্রদান করিলেও তাহাতে প্রসন্ন না হইয়া তোমার বদনাম্বুজের অঞ্চলতটী (ঘোমটা) নাচাইয়া তাহার অতুল পরিমল লাভ করিয়া 'আমি অদ্য পরমধন্য হইলাম' ইহা কি জানিতেছে না ! (৬৫৬) তখন ললিতা কহিলেন,—হে নাগর ! তুমি যাহার গন্ধমাত্র পাইয়া পরমানন্দিত হইলে, এখন কি কারণে সেই মুখ-কমলের মকরন্দ-আস্বাদন পরিত্যাগ করিলে ? এই আশঙ্কা সম্প্রতি আমাকে কবলিত করিল । (৬৫৭-৬৫৮) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—সখি !

ইতি সব্যদোর্ভুজগপাশ-বেষ্টনৈঃ, স্ববলাদ্বশীকৃততনোর্তভ্রুবঃ।
অধরামৃতং যদপিবত্তদুত্থিতা, বদনদ্বয়দ্যুতিরতীতৃপৎ সখীঃ ॥৬৫৮॥
(কৃ০ ভা০ ১২।১৬)

পক্বাম্রাতক-পিঙ্গলামরুণিতাং সৎপক্কনারঙ্গকৈঃ
পীতাং পক্তি্রমকর্মরঙ্গকফলৈঃ শ্যামাঞ্চ ভল্লাতকৈঃ।
আপক্কৈরথ ফুল্ললোধ্রধবলামম্লায়দম্লানকাং
শ্রীকৃষ্ণো বিপিনস্থলীমথ যযৌ হেমন্ত-সন্তোষিকাম্॥ ৬৫৯ ॥
(কৃষ্ণা০ ৩।৬২)

নান্দীমুখী তদনু তাববদদ্বনেশৌ
নিধ্যায়তং স্বপুরতো বনভাগমেতম্।
হেমন্তশন্তমতয়া প্রথিতং নিজৈঃ সৎ-
সম্পাচ্চয়ৈশ্চরণমর্চিতুমুৎসুকং বাম্॥ ৬৬০ ॥
(গোবি০ ১৩।৪৫)

ললিতে! তুমি বিষণ্ণা হইও না, শ্রীরাধার মুখসরোবরের যে মাধুরীরূপা নদীগণ অনবরত দশদিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা হইতে পাঁচ বা ছয় বিন্দু একবারমাত্র নিপানে তাহার কি দরিদ্রতা হয়? ইহা বলিয়া বাম-বাহুরূপ ভুজগপাশ বেষ্টন দ্বারা বলপূর্বক শ্রীরাধাতনু স্বায়ত্ত করিয়া অধরামৃত পান করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে রসিকযুগলের বদনযুগলের দ্যুতি সখীকুলকে পরিতৃপ্ত করিল। (৬৫৯) অতঃপর যে স্থলে পক্ব আম্রতক (আমড়া) দ্বারা পিঙ্গলবর্ণ, সুন্দর সুপক্ক নারঙ্গ (কমলা) সমূহ দ্বারা অরুণবর্ণ, সুপক্ক কামরাঙ্গা ফলে পীতবর্ণ, ঈষৎ পক্ব ভল্লাতক (ভেলা) সমূহ দ্বারা শ্যামবর্ণ হইয়াছে, প্রস্ফুটিত লোধ্রসমূহে ধবলবর্ণ এবং ম্লানিরহিত (সদাসুন্দর) অম্লান (মহাসহা) বৃক্ষরাজিতে সুমণ্ডিত—সেই 'হেমন্ত-সন্তোষ' নামক বনস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণ সখীগণ-সঙ্গে গমন করিলেন।

চিত্রাম্লান-কুরুণ্ডকৈঃ কুরুবকৈঃ ফুল্লৈর্ল সংসৌরভা-
মাদ্যত্তিত্তিরি-লাব-ষট্পদ-কিখী-কীরারবৈর্মঞ্জুলা।
হৃদ্যা পক্তি্রম-নাগরঙ্গরুচকৈঃ শীতা তুষারানীলৈঃ
সেয়ং ভাতি বনস্থলীহ ভবতোঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদিনী ॥ ৬৬১॥
(গোবি০ ১৩।৪৬)

স্ফুরিত-সহচরালীবেষ্টিতোঽম্লানকান্তি-
স্তত-কুসুমধন্বুর্মু চ্ছালিগোপীপ্রগীতঃ।
বিকচকুসুমবাণঃ কৃষ্ণ ! তে দেহতুল্যো
মুখরিত-শুকলীলো ভাতি হেমন্তকালঃ ॥ ৬৬২ ॥
(গোবি০ ১৩।৪৭)

হেমন্তবন-শোভাবর্ণনা

(৬৬০) তদনন্তর নান্দীমুখী রাধাকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে বৃন্দাবনাধীশ্বরি! হে বৃন্দাবনাধীশ্বর! তোমাদের সম্মুখবর্ত্তী এই 'হেমন্তশন্তম'-নামক বনভাগ দর্শন কর। এই বনভাগ সম্পত্তি অর্থাৎ ফল-পুষ্পাদি দ্বারা তোমাদের দুইজনের পাদসম্বাহন করিতে উৎসুক হইয়াছে। (৬৬১) আহা! এই বনস্থলী বিকশিত ঝিন্টীপুষ্পদ্বারা চিত্রিতা, প্রফুল্লিত কুরুবক কুসুমসমূহে সুন্দর সৌরভশালিনী, মদমত্ত তিত্তির (বসন্ত গৌর পক্ষী), লাব (ছাতার), ভ্রমর, কিখী ও শুকপক্ষীর রবে মনোহারিণী, সুপক্ক নাগরঙ্গ ও বীজপূরফল-নিচয়ে হৃদয়গ্রাহিণী এবং তুষার- (হিম) যুক্ত সুশীতল অনিলে শীতলাঙ্গী হইয়া তোমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের আনন্দ-দায়িনী হইয়াছে। (৬৬২) হে কৃষ্ণ! এই হেমন্তকাল তোমার দেহতুল্য শোভা পাইতেছে। দেখ, তোমার দেহ যেমন সহচরশ্রেণীতে পরিবেষ্টিত, তদ্রূপ এই হেমন্তকাল সহচর অর্থাৎ পীতঝিন্টীশ্রেণীদ্বারা পরিবেষ্টিত, তোমার দেহ যেমন অম্লান কান্তিযুক্ত, তদ্রূপ এই হেমন্তকাল অম্লান অর্থাৎ

হিমঋতুলক্ষ্মীমতিমুদিতস্তাম্ ।
হরিরথ কান্তাং প্রতিকুরুতে স্ম ॥ ৬৬৩ ॥

(গোবি০ :৩।৪৮)

রুচির-বিবিধবর্ণাপক্কশাল্যংশুকাঙ্গী
মদকল-শুকপালীনাদ-নান্দীমুখীব ।
সুমুখি ! পরিণতোচ্চৈর্নাগরঙ্গস্তনীয়ং
কলয় বরনটীবাভাতি হেমন্তলক্ষ্মীঃ ॥ ৬৬৪ ॥

(গোবি০ ১৩।৪৯)

ঋতাবিহাগ্নেঃ প্রবলোষ্ণভাবা
ভিয়া হিমান্যাঃ পরিতো দ্রবন্তঃ ।
কূপাপ্সু কেচিদ্ বিনিপত্য লীনাঃ
ক্রোড়ে দ্রুমস্যাদ্রিদরীষু চান্যে ॥ ৬৬৫ ॥

(গোবি০ ১৩।৫১)

আমল পুষ্পসকলে শোভিত। তোমার দেহ দ্বারা কুসুমধনু কন্দর্পের যেমন সমৃদ্ধি, তদ্রূপ এই হেমন্তকালেও কন্দর্প সমৃদ্ধিশালী, তোমার দেহ যেমন হর্ষযুক্ত গোপীগণ-কর্তৃক শোভিত, তদ্রূপ এই হেমন্ত ফুল্লা গোপীনাম্নী লতাসমূহে সুশোভিত, তোমার দেহের লাবণ্যে কন্দর্প যেমন প্রফুল্ল, এই হেমন্তে কুসুমবাণ কন্দর্প তদ্রূপ প্রফুল্ল এবং তোমার লীলা যেমন শ্রীশুকদেব কীর্ত্তন করিতেছেন, তদ্রূপ এই হেমন্তকালেও শুকপক্ষিগণ মহানন্দে কলরব করিতেছে। (৬৬৩) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ হর্ষান্বিত হইয়া প্রিয়তমা শ্রীরাধার প্রতি পূর্বোক্ত হেমন্ত ঋতুর শোভাকে অন্য এক উপমা দ্বারা প্রদর্শন পূর্বক কহিতেছেন। (৬৬৪) হে প্রিয়ে ! মনোহর ও নানাবিধ বর্ণের সুপক্ক ধান্যই যাঁহার অঙ্গের বসন, মদমত্ত শুকসকলের উচ্চ ধ্বনিই যাহার মুখে অর্থাৎ নাটকারম্ভকালে নান্দী,

ক্রমাদ্‌ভানোরুষ্মা হ্রসতি হিমযোগেন মহতা
বলন্তে বক্ষোজদ্বয়পরিসরেষূষ্ম-বিভবাঃ।
ক্রমাদ্‌দৈর্ঘ্যং রাত্রের্ভবতি হ্রসিমা বাম্যরহসো
বধূনাং শীতার্ত্ত-প্রিয়তম-পরিষ্বঞ্জনবিধৌ ॥ ৬৬৬ ॥

(আ০ ১।৭৬)

ইহ সখি! তুষারাংশোরংশো নিশাহতিসমেধতে
হ্রসতি দিবসো ভাগো ভা গোপতেরপি তাম্যতি।
তনুরপি ধৃতোৎকম্পা শম্পাসমাপ্যতনূদ্ধুতা
হিম-মহিমভিঃ কান্তে! কাং তে গমিষ্যতি বা দশাম্ ॥ ৬৬৭ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৩।৩)

(দেবাদির স্তুতিপাঠ) হে সুমুখি! সুপক্ক নারঙ্গ (জম্বীর) ফলই যাহার কুচযুগল হইয়াছে, সেই এই হেমন্ত-শোভা উৎকৃষ্ট নটীর ন্যায় শোভা পাইতেছে, অবলোকন কর। (৬৬৫) হে প্রিয়ে! এই ঋতুতে বহ্নির প্রবল উষ্ণতাসমূহ হিমঋতুর ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়নপর হইয়া কেহ কেহ কূপজলে, কেহ কেহ বৃক্ষক্রোড়ে এবং কেহ কেহ বা গিরিকন্দরে গিয়া লীন হইয়া রহিয়াছে। (৬৬৬) এই বিভাগে মহৎ হিমসম্পর্কে ক্রমে সূর্য্যের উত্তাপ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং স্তনদ্বয়ের পরিসরে তাপাধিক্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, ক্রমে রাত্রির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে এবং শীতার্ত্ত প্রিয়তম-দিগের আলিঙ্গন-কার্য্যে রমণীগণের বাম্যরতিরও দৈর্ঘ্য হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। (৬৬৭) হে সখি! তুষারকিরণের অর্থাৎ চন্দ্রের অংশ রজনী এই হেমন্তকালে বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং সূর্য্যের ভাগ দিন দিন হ্রাস হইতেছে, অতএব সূর্য্যের কিরণ হীনবল হইয়া গিয়াছে এবং তোমার শম্পা-সদৃশ তনু ধৃতোৎকম্পা হইয়া অতনূদ্ধুতা (অত্যন্ত কম্পিতা বা মদনে কম্পিতা) হইতেছে। হে কান্তে! হিম-মহিমদ্বারা পরে যে কি দশা

তদিহ মম হৃদ্‌বেশ্মন্যস্মিংস্তত্বৎকলিকালিভি-
স্ত্বত্বচিত-নিবাসার্থং কোষ্ণীকৃতে নিভৃতেক্ষণম্।
প্রবিশ সহসা জাড্যং দূরে বিহায় বিহারিণী-
ত্যতিজব-ভুজদ্বন্দ্বেনৈনাং চকর্ষ স হর্ষদঃ ॥ ৬৬৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৩।৪)

নহি নহি নহীত্যুক্তেনাপি প্রিয়েণ দৃঢ়ং বলা-
দুরসি রসিকা সা বাহুভ্যাং ন্যবধ্যত বল্লভা।
শিথিল-রসনাবন্ধাদ্বক্ষোস্তদূরুবিমর্দিতা-
দপতদবনৌ বংশী রোষাদিবাদর-লাঘবাৎ ॥ ৬৬৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৩।৫)

ত্বমসি কঠিনে! শীতা গীতাশ্রয়াপ্যুরুদোষভূ
স্তত্বুচিতফলং বিশ্বোদ্বেজিন্যবাপ্নুহি সাম্প্রতম্।
ইতি ললিতয়া সা বেণ্যগ্রে নিবধ্য নিজহ্নুবে
স্মরমধুমদাত্তাং তৎস্বামী চিরাদপি নাস্মরৎ ॥ ৬৭০ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৩।৬)

পাইবে, তাহা বলিতে পারি না। (৬৬৮) হে মনোহারিণি! "তোমার শীতোচিত নিবাসের নিমিত্ত উৎকলিকালি (উৎকণ্ঠারূপা সখী) দ্বারা যাহা ঈষৎ উষ্ণীকৃত হইয়াছে, সেই আমার অতি নিভৃত হৃদয়রূপ ভবনে ক্ষণকাল জাড্য পরিত্যাগ-পূর্বক শীঘ্র প্রবেশ কর।" ইহা বলিয়াই হর্ষদাতা শ্রীকৃষ্ণ অতি বলবৎ ভুজযুগল দ্বারা শ্রীরাধাকে ঈষৎ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। (৬৬৯) তখন বারে বারে 'না' 'না' বলিয়া নিষেধ করিলেও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ নিজ রসিকা বল্লভা শ্রীরাধাকে দৃঢ়রূপে ভুজযুগল দ্বারা ধারণ করিয়া বক্ষঃ-স্থলে নিবদ্ধ করিলেন, সেই সময়ে শ্রীরাধার উরুদেশের আঘাতে শ্রীকৃষ্ণের রসনা-বন্ধ শিথিল হইলে শ্রীরাধার উরুদেশাঘাতরূপ অত্যন্ত লঘুতা প্রাপ্ত

সময়বিদথৈতাভ্যঃ সার্দ্ধং প্রিয়েণ বিহারিণা
সরসমটবীপালী-পালী প্রমোদধুরাধরা।
অরুণকপিশশ্যামান্ শ্লক্ষান্ সুবর্ণরসাঞ্জিতান্
লঘু লঘু লঘূন্নীশারাণাং চয়ান্ সমুপাহরৎ ॥ ৬৭১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৩।৭)

কুরুবক-কুসুমানি কেশপাশে-
ষ্বলককুলেষু বহন্তি লোধ্রধূলীঃ।
স্রজমুরসি মহাসহাপ্রসূনৈ-
র্ব্রজসুদৃশো ন মণীন্দ্রমণ্ডনানি ॥ ৬৭২ ॥
(আ০ ১।৭৭)

কালীয়কালেপনমঙ্গরাগে, লীলাগৃহে কেবলধূপধূমঃ।
তাম্বূলমেলাদিকটুপ্রয়োগং, নোষ্ণেতরো যত্র গুণো গুণায় ॥৬৭৩॥
(আ০ ১।৭৮)

হইয়া যেন তত্রস্থ বংশী রোষ-বশতঃ ভূমিতলে পতিত হইল। (৬৭০) তখন ললিতা-দেবী ভূমিতল হইতে মুরলী গ্রহণ করত কহিলেন—"হে কঠিনে! মুরলি! তুমি নীরস কাষ্ঠজাতি-হেতু শীতকালেও শীতা, কখনও তুমি উষ্ণ নহ। মধুর গান করা মাত্র একটি গুণ থাকিলেও তুমি বহুদোষযুক্ত। হে বিশ্বোদ্বেজিনি! তুমি তদুচিত ফল লাভ কর" ইহা বলিয়া নিজ বেণীর অগ্রে বাঁধিয়া রাখিলেন। এই ঘটনা মুরলী-স্বামী শ্রীকৃষ্ণ স্মরমধুমদে মত্ত থাকায় কিছুই জানিতে পারেন নাই। (৬৭১) শ্রীরাধাকৃষ্ণ হেমন্ত ঋতুতে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে শীতে কাতর হইলে বিপিনপালিকা বৃন্দাদেবী পরমানন্দভরে সকলকেই অরুণ কপিশ শ্যামবর্ণা ও সুবর্ণরসরঞ্জিত নীশার (রাজাই) নামে প্রসিদ্ধা শীতবস্ত্র প্রদান করিলেন। (৬৭২) সেই সময়ে ব্রজসুন্দরীগণ কেশপাশে কুরুবক পুষ্পসকল এবং অলকসমূহে লোধ্রপুষ্পের

৩৬—

প্রালেয়দ্রবশীকরৈর্দিনমুখে কৃষ্ণাগমাকাঙ্ক্ষয়া
যা হর্ষেণ বিরোদিতীব বিকসৎকুন্দৌঘদন্তশ্রিয়া।
উদ্দামদ্যুতিদামভির্দমনকৈস্তাং কীর্ণকেশামিব
প্রীত্যাশ্বাসয়িতুং জগাম শিশিরামোদস্থলীং মাধবঃ ॥৬৭৪॥
(কৃষ্ণা০ ৩।৬৩)

অথালোকয়ন্তৌ পুরোঽরণ্যভাগম্।
সমুৎকৌ নিজেশাববাদীদ্বনেশা ॥ ৬৭৫ ॥
(গোবি০ ১৩।৫৫)

পরাগ এবং বক্ষঃস্থলে মহাসহা অর্থাৎ পীতঝিন্টীপুষ্পের মালা ধারণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু শৈত্যবশতঃ মণিময় আভরণ-সকল ধারণ করিতে ইচ্ছুক হন নাই। (৬৭৩) ইহাদের অঙ্গরাগ-বিষয়ে কালীয়ক অর্থাৎ কম্বস্বক (পীত কাষ্ঠবিশেষ) আলেপন, লীলাগৃহে কেবল ধূপের ধূম, এলা (এলাচ) প্রভৃতি কটু (ঝাল) রসযুক্ত তাম্বূল ব্যবহৃত হইতেছে। কারণ, এই হেমন্তকালে শীতলতা গুণ নহে, অর্থাৎ দোষ বলিয়া বিখ্যাত। (৬৭৪) অতঃপর যে স্থান প্রভাতকালে কৃষ্ণগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া শিশিরপাতরূপ অশ্রুবিন্দুত্যাগ করত কুন্দকুসুমবিকাশনচ্ছলে দন্তসৌন্দর্য্য প্রকাশ-পূর্বকই যেন আনন্দে রোদন করিয়া থাকে,—প্রচুরতর কিরণমালা-মণ্ডিত দমনকরাজি-দ্বারা যে স্থলী (বিরহিণী নারীবৎ) কেশকলাপ বিস্তার করিয়া আছে, উহাকে প্রীতিভরে আশ্বাসদান করিতেই বুঝি মাধব সেই 'শিশিরামোদ' নামক স্থলীতেও গমন করিলেন।

শিশিররুচিরনামক বনবিভাগে প্রবেশাদি

(৬৭৫) অনন্তর বৃন্দাবনের অধীশ্বরী বৃন্দাদেবী শ্রীরাধাকৃষ্ণকে অগ্রবর্ত্তী বনভাগ অবলোকন করিতে সমুৎসুক-চিত্ত দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

প্রবিশদখিলজন্তূৎকম্পরোমাঞ্চকারী
ক্বচিদলঘুনগাধঃকোষ্ণতাশীতহারী।
মৃদুলিত-রবিকান্তির্দক্ষিণাশাগতার্কঃ
শিশির-রুচিরনামা ভাত্যরণ্যৈকদেশঃ ॥ ৬৭৬ ॥
(গোবি০ ১৩।৫৬)

জবা-বন্ধূকাভারুণবরদুকূলং দমনক-
প্রভাচোলীং কুন্দদ্যুতিসিতনিচোলঞ্চ দধতি।
ভরদ্বাজশ্রেণী-বিরুতিযুতহারীতরুতিভিঃ
স্তবন্তীব প্রেম্ণা শিশিরঋতুলক্ষ্মীর্মিলতি বাম্ ॥৬৭৭॥
(গোবি০ ১৩।৫৭)

নিবিড়দল-তরূণাং বাসরাদ্যন্তকালা-
গতরবিকরকোষ্ণে সূর্য্যকান্তাঞ্চিতেঽঙ্কে।
মৃগততিরুপবিষ্টা মন্দরোমন্থরম্যা
প্রকটপুলকবাষ্পা বাং সমীক্ষ্যাভ্যুপৈতি ॥ ৬৭৮ ॥
(গোবি০ ১৩।৫৮)

---

(৬৭৬) হে রাধে! হে কৃষ্ণ! 'শিশিররুচির'-নামক এই বনের এক প্রদেশ শোভা পাইতেছে, আহা! এই বনে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র জন্তুগণকে কম্পিত করিতেছে, কোনস্থানে অত্যুচ্চ বৃক্ষসকলের অধঃস্থিত ঈষৎ উষ্ণতায় শীত হরণ করিতেছে, তথা এই অরণ্যে সূর্য্যকিরণও মৃদুলের ন্যায় আচরণ করিতেছে, এবং ইহাতে শ্রীসূর্য্যদেবও দক্ষিণদিকে গমন করিতেছেন অর্থাৎ দক্ষিণায়ন হইয়াছেন। (৬৭৭) এবং এই শীতঋতুর শোভা অধিক আর কি বর্ণন করিব? এই শীতঋতু বন্ধূক পুষ্পের প্রভায় অরুণবর্ণ, উত্তমবস্ত্র দমনকের অর্থাৎ দোনা পুষ্পের কান্তিতে কঞ্চুলী (কাঁচুলী), কুন্দপুষ্পের দ্যুতিতে শুক্ল-বর্ণ উত্তরীয় ধারণ করিয়া ভরদ্বাজ-নামক পক্ষিশ্রেণীর উচ্চধ্বনির সহিত

ঋতাবস্মিন্ তেজঃক্ষতিরনুদিনং প্রাণসুহৃদাং
সরোজানাং নষ্টিঃ স্বসুখসময়াহ্নোঽপি লঘুতা।
তুষারৈশ্চণ্ডাংশোরপি মৃদুভিরুচ্চৈর্বত কৃতা
বিনৈকং বিশ্বেশং ভবতি নহি কঃ কালবশগঃ ॥ ৬৭৯ ॥
(গোবি০ ১৩।৫৯)

প্রবলশিশিরভীত্যা ভানুরৌষ্ণ্যং স্ববিত্তং
স্তনযুগগিরিদুর্গে বল্লবীনাং ন্যধত্ত।
ত্বরিতমিদমমূভিঃ কৃষ্ণভোগায় ক্৯প্তং
প্রভবতি নহি গাঢ়প্রেম্ণি ধর্মাদ্যপেক্ষা ॥ ৬৮০ ॥
(গোবি০ ১৩।৬০)

হারীত পক্ষীর রবদ্বারা স্তব করিতে করিতেই যেন তোমাদের উভয়ের সহিত প্রেমসহকারে সম্মিলিত হইতেছে। (৬৭৮) আরও দেখ, প্রাতঃকাল ও অপরাহ্নকালীন রবির কিরণে ঈষৎ উষ্ণ এবং সূর্য্যকান্তমণিযুক্ত নিবিড়তর দলশালি-বৃক্ষগণের ক্রোড়প্রদেশে হরিণসকল মন্দ মন্দ রোমন্থে (তৃণচর্ব্বণে) রমণীয়মূর্ত্তি হইয়া এবং তোমাদের উভয়কে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রকটিত-পুলক ও বাষ্পজালে সমাকীর্ণ হইয়া আগমন করিতেছে। (৬৭৯) আহা কি আশ্চর্য্য! এক জগৎপতি ভগবান্ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি কালের বশীভূত না হয়? অন্যের কথা কি, দেখ এই শীতকালে অতিশয় মৃদুতর হিমকণায় প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তেজঃপুঞ্জ প্রতিদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, সূর্য্যদেবের প্রাণসমা সুহৃৎ কমলিনী বিনষ্ট হইতেছে, তথা সূর্য্যদেবের স্বীয় সুখসময় দিবসও ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। (৬৮০) বিশেষতঃ সূর্য্যদেব প্রবল শিশিরের ভয়ে গোপীগণের স্তনযুগলরূপ গিরিদুর্গে উষ্ণতারূপ স্বকীয় ধন নিহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু হে কৃষ্ণ! এই সকল গোপী তোমার উপভোগের নিমিত্ত ঐ উষ্ণতারূপ ধন সত্বর তোমাকে সমর্পণ করিয়াছেন "একের স্থাপিতধন অন্যকে

ইতি তদ্‌গিরা প্রমুদিতোঽত্র, শিশিরঋতুজাং বনশ্রিয়ম্।
বকরিপুরথ কলয়ন্ স, তদা ললিতং জগাদ নিজপ্রিয়াম্॥ ৬৮১॥
(গোবি০ ১৩।৬১)

ভ্রমদিন্দিন্দিরবৃন্দং, সুন্দরি! শিশিরাগমং দিশত্যত্র।
মন্দাদরমরবিন্দে, বিন্দতি কুন্দে যদানন্দম্॥ ৬৮২॥
(গোবি০ ১৩।৬২)

পশ্যেন্দিরেন্দিন্দিরবৃন্দসংযুতা, দন্দহ্যমানং প্রবলৈর্হিমৈর্নিজম্।
বিহায় সংপ্রত্যরবিন্দমন্দিরং, কুন্দাবলৌ সুন্দরি মন্দিরীয়তি॥৬৮৩॥
(গোবি০ ১৩।৬৩)

হিমানী রাহুসেনানীঃ সূর্য্যং নির্জেতুমক্ষমা।
তস্মিন্ প্রণয়িনীং জ্ঞাত্বাজ্বালয়ৎ পদ্মিনীততিম্॥ ৬৮৪॥
(গোবি০ ১৩।৬৪)

দান করিলে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু প্রেম গাঢ়তর হইলে ধর্ম্মাদির অপেক্ষা থাকে না, অথবা নিষেধের প্রকর্ষ কিছুই থাকে না। (৬৮১) বকরিপু শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাদেবীর এই প্রকার বচনে আনন্দিত হইয়া শিশির ঋতুজন্য বনশোভা দর্শন করিয়া প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে সুললিত স্বরে বলিতে লাগিলেন। (৬৮২) হে সুন্দরি! দেখ, এই বনপ্রদেশে ভ্রমণশীল ভ্রমরসকল যখন পদ্মপুষ্পে আদর পরিত্যাগ-পূর্বক কুন্দকুসুমে হর্ষলাভ করিতেছে, তখন জানা যায়, অবশ্যই শীতঋতুর সমাগম হইতেছে। (৬৮৩) হে সুন্দরি! এই দেখ, ভ্রমরসকলদ্বারা সংযুতা স্বীয় লক্ষ্মী স্বীয় মন্দিরস্বরূপ অরবিন্দকে সম্প্রতি প্রবলতর হিমরাশিতে অত্যন্ত দগ্ধপ্রায় দর্শন করিয়া কুন্দবল্লীকে মন্দিরের ন্যায় ব্যাবহার করিতেছেন, অর্থাৎ প্রথমতঃ ভ্রমরদ্বারা কমলে যে শোভা হইয়াছিল, সম্প্রতি কুন্দপুষ্পে সেই শোভা প্রকাশ পাইতেছে। (৬৮৪) হে প্রিয়ে! এই দেখ, রাহুর সেনাপতিরূপ হিমানী (হিমরাশি) সূর্য্যকে

তোয়োত্থিতায়া ব্রজকন্যকাততেঃ, স্তনাবলী যাং স্মৃতিমানিনায় মে।
পাকোন্মুখীয়ং বদরীফলাবলী, তামত্র সা মৎস্মৃতিমানয়ত্যসৌ ॥৬৮৫॥
(গোবি০ ১৩।৬৫)

কচভরমধি বন্ধুজীবমালা, দমনকপল্লববল্লভোঽবতংসঃ।
উবসি চ নবকুন্দকোরকাণাং, স্রগিতি বধূর্ন দধে মণীন্দ্রভূষাম্॥৬৮৬
(আ০ ১।৮৯)

হরিরথ দয়িতায়া বৃন্দয়ানীয় দত্তৌ
সিত-মৃদুলজবান্তর্মঞ্জরী-কর্ণপূরৌ।
সপুলক-করকম্পং কর্ণয়োঃ স ন্যধত্ত
শ্রুতিযুগমনু তস্যৈষাপি কৌন্দাবতংসৌ ॥ ৬৮৭ ॥
(গোবি০ ১৩।৬৬)

পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া পদ্মিনীকে ঐ সূর্য্যদেবে অত্যন্ত প্রণয়যুক্তা জানিতে পারিয়া উহাকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। (৬৮৫) হে প্রিয়তমে! আর দেখ, বস্ত্রহরণের দিনে ব্রজকুমারীগণ জল হইতে উত্থিত হইলে তাঁহাদিগের স্তনাবলী যে পাকোন্মুখ উত্তম বদরীফলশ্রেণীকে মদীয় স্মৃতিপথে আনয়ন করিয়াছিল, সেই এই পাকোন্মুখী বদরীফলাবলী এই বনে আমাকে সেই গুণাবলী স্মরণ করাইয়া দিতেছে। (৬৮৬) ব্রজবধূগণ কেশ-কলাপের উপর বন্ধুজীব-পুষ্পের মালা, কর্ণে দমনক-পুষ্পের পল্লবদ্বারা অত্যন্ত রমণীয় কর্ণাভরণ এবং বক্ষঃস্থলে নবকুন্দপুষ্পের কলিকানির্মিত মালা ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এই সময়ে আর মণিময় ভূষণসকল ধারণ করেন নাই। (৬৮৭) অনন্তর বৃন্দাদেবী যাহার মধ্যভাগে শ্বেত ও মৃদুল জবা সংযুক্ত রহিয়াছে, এতাদৃশ মঞ্জরীনির্মিত কর্ণভূষণ আনয়ন করিয়া সমর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ পুলকিতাঙ্গে ও কম্পিত করে ঐ কর্ণভূষণ শ্রীরাধার কর্ণ-যুগলে পরিধান করাইয়াছিলেন এবং শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের কর্ণযুগলে ঐরূপ

রাধায়াঃ করপঙ্কজেঽথ নিহিতা কৌন্দী মুদা বৃন্দয়া
যা মালা লঘুলোহিতোৎপলকুলস্রগ্‌দীপ্তিমেষা দধে।
সূক্ষ্মেন্দীবরমাল্যরোচিরনয়া কৃষ্ণস্য কণ্ঠেঽর্পিতা
তেনাস্যা হৃদি যোজিতা সপুলকে চাম্পেয়মাল্যদ্যুতিম্॥ ৬৮৮॥

(গোবি০ ১৩।৬৭)

স্মেরা বিশাখাবদদেতদদ্ভুতং
সুকোমলা পশ্যত কুন্দবল্লিকা।
একৈব পুষ্পিণ্যনিশং স্মরোন্মদৈঃ
ক্রমোৎক্রমাভ্যাং ভ্রমরৈঃ প্রপীয়তে ॥ ৬৮৯ ॥

(গোবি০ ১৩।৬৮)

কুন্দপুষ্পের কর্ণভূষণ পরাইয়া দিলেন। (৬৮৮) তৎপরে শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীরাধার করকমলে যে কুন্দরচিত মালা সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই মালা তাঁহার করপদ্মের রক্তিমাদ্বারা ঈষৎ রক্তবর্ণ উৎপলমালার প্রভা ধারণ করিল, তৎপরে শ্রীরাধাকর্তৃক ঐ মালা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে অর্পিতা হইলে পুনর্বার উহা সূক্ষ্মতম নীলোৎপলমালার কান্তি ধারণ করিল ; তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন পুনর্বার ঐ মালা শ্রীরাধার (কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শে) পুলকিত হৃদয়ে সংযোজন করিলেন, তখন উহা আবার শ্রীরাধার অঙ্গকান্তি-দ্বারা চম্পকমালার কান্তি ধারণ করিল ; কি আশ্চর্য্য ! এক কুন্দপুষ্পের মালা সংসর্গজন্য ত্রিবিধ বর্ণে বিশিষ্ট হইল। (৬৮৯) তখন হাস্যমুখী বিশাখা কহিলেন,—হে বৃন্দাবনাধীশ্বর রাধাকৃষ্ণ ! এই আশ্চর্য্য দেখ ! একটী সুকোমল কুন্দলতা পুষ্পিণী অর্থাৎ পুষ্পযুক্তা হইয়াছে, কিন্তু কন্দর্পমত্ত ভ্রমরগুলি ক্রমোৎক্রমে অর্থাৎ ক্রমে ও বিপরীতক্রমে ইহাই পান করিতেছে ; ইহার অর্থান্তর এই যে, কুন্দলতা-নাম্নী গোপী পুষ্পিণী অর্থাৎ ঋতুমতী, কামুক পুরুষ-কর্তৃক অনুলোম-

চিত্রাব্রবীৎ সাধ্বি ! ন চিত্রমেতৎ, সৌভদ্রমেষাং রমণং যদস্যাম্।
বিভাত্যমীষ্বত্যনুরাগবত্যাং, প্রচতেসামাস যথৈব বাক্ষ্যাম্ ॥৬৯০॥

(গোবি০ ১৩।৬৯)

কৌন্দ্যাললাপ কলয়াদ্ভূতমালি ! ফুল্লান্
স্বান্ স্বান্ নিজান্তিকগতানপি বন্ধুজীবান্।
সংত্যজ্য ধৈর্য্যরহিতা নববন্ধুজীব-
মেকং পিবন্তি তমিমং শতশো ভ্রমর্য্যঃ ॥ ৬৯১ ॥

(গোবি০ ১৩।৭০)

বিলোমে (বিপরীতভাবে) উপভুক্তা হইতেছে, ইহাই পরিহাসোক্তি। (৬৯০) বিশাখার এই বাক্যকে চিত্রাসখী সুদৃঢ় করিয়া সমাধানপূর্ব্বক কহিতেছেন,—হে সাধ্বি বিশাখে ! এই ভ্রমরসকলের প্রতি অনুরাগবতী এই কুন্দলতায় ভ্রমরগণের এই রমণ (বিহার) যখন সুখপ্রদরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তখন ইহা বিচিত্র নয়; যেমন প্রচেতোগণের অনুরাগিণী, বাক্ষীনাম্নী কন্যায় প্রচেতাদিগের রমণ সুমঙ্গল হইয়াছিল, তদ্রূপ গোপী-পক্ষে সুভদ্রনামে ইহার পতি, তাঁহার রমণ যখন ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে, তখন এই ভ্রমরগণের অথবা পুরুষগণের এই রমণ সৌভদ্ররমণ, ইহাতে আশ্চর্য্য নহে, যেহেতু সৌভদ্ররমণের পাত্রীতে সৌভদ্ররমণই উচিত হয়। (৬৯১) অতঃপর কুন্দলতা নিখিল সখীগণকে ভর্ৎসনা করিয়া চিত্রাদেবীর সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন,—সখি চিত্রে ! আশ্চর্য্য দেখ, শত শত ভ্রমরীসকল অধৈর্য্য হইয়া স্বীয় নিকটস্থ প্রফুল্লিত বন্ধুজীব- (বাঁধুলী) সমূহকে পরিত্যাগ করিয়া এই একটি নূতন বন্ধুজীবকে চুম্বন করিতেছে (শ্লেষপক্ষে ভ্রমরীস্বরূপ শত শত গোপী স্বসমীপবর্ত্তী ও নিজ গৃহস্থিত স্ব-স্ব বন্ধুজীব অর্থাৎ আপন আপন কুলের জীবনতুল্য পতি- (পাণিগ্রাহক) গণকে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুজীব শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতেছে

চিত্রাহ সারগ্রহিলাতিপূতা, কৃষ্ণত্বিড়ুত্থন্মধুমাত্রবৃত্তিঃ।
ভৃঙ্গীততিঃ পঞ্চমগানগুর্ব্বী, যত্রাতিশুদ্ধং মধু তত্র সক্তা ॥ ৬৯২ ॥
(গোবি০ ১৩।৭১)

অথালিবর্গানন-সৌরভাহৃত,-স্তাভির্মুখাব্জেষু পতন্নিবারিতঃ।
বিন্দন্ স রাধাবদনাম্বুজং রুবং,-স্তদ্গন্ধমত্তঃ পরিতোঽলিরঞ্চতি ॥ ৬৯৩
(গোবি০ ১৪।১)

নেত্রান্তোদ্ধুননৈশ্চ কঙ্কণ-ঝনৎকারোর্মি-সংতর্জনৈ-
স্ত্রাসাদ্দোলিত-পাণিপদ্মধুবনৈঃ ক্ষিপ্তোঽপি ভৃঙ্গো যদা।
লোভান্নাপসসার তর্হ্যপসৃতা শ্রীরাধিকা শ্রীহরেঃ
সংব্যানাঞ্চলসংবৃতাস্যকমলা পার্শ্বে নিলীয় স্থিতা ॥ ৬৯৪ ॥
(গোবি০ ১৪।২)

---

(৬৯২) চিত্রা প্রত্যুত্তর করিলেন—যাহাদের কান্তি কৃষ্ণকান্তিসদৃশ অতএব অন্তঃপবিত্র ও মধুমাত্র যাহাদের জীবনোপায় এবং শ্রীকৃষ্ণের বংশীগানের ন্যায় যাহারা পঞ্চমস্বরে গান করিতে অতি সমর্থা সেই ভ্রমরীসকল যে স্থানে অতি বিশুদ্ধ মধু রহিয়াছে, সেইখানেই গিয়া আসক্ত হয় ; যেহেতু, তাহারা সারগ্রাহিণী। শ্লেষপক্ষে—শ্রীকৃষ্ণের কান্তিসদৃশী অথবা যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণেরও কান্তি হয় কিংবা চন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের কান্তিস্বরূপা অতি পবিত্রা সারগ্রাহিণী অর্থাৎ প্রেমমাত্রই জীবনোপায় ও পঞ্চমগানে নিপুণা ভৃঙ্গীততি (গোপীসকল) যে স্থানে মকরন্দতুল্য আস্বাদ্য ও সর্ব্ববস্তুর সারত্বপ্রযুক্ত প্রেম নিয়ত বর্ত্তমান, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া থাকে।

শ্রীরাধার প্রেমবৈচিত্ত্যাদি

(৬৯৩) অনন্তর সখীবৃন্দের আননসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া একটী ভ্রমর তাঁহাদের বদনকমলে পতিত হইতেছিল, কিন্তু সখীগণ তাহাকে নিবারণ করায় সে শ্রীরাধার মুখপদ্ম লাভ করত তৎসৌরভে উন্মত্ত হইয়া গুন্ গুন্

তস্মিন্ গতে পদ্মবনীমলৌ চলে
তামাহুরাল্যঃ সখি ! মা ভয়ং কুরু ।
নিবারিতোঽস্মাভিরসৌ রুবন্ শঠঃ
পদ্মালিমুৎকো মধুসূদনো গতঃ ॥ ৬৯৫ ॥

(গোবি০ ১৪।৩)

আঢ্যঙ্করণ্যা সুভগঙ্করণ্যা, স্থূলঙ্করণ্যা প্রণয়োচ্চলক্ষ্ম্যা ।
অন্ধঙ্করণ্যা দয়িতং পুরস্থং, নান্ধীকৃতাসাবনুসন্দধে তম্ ॥ ৬৯৬॥

(গোবি০ ১৪।৪)

তাবৎ কৃষ্ণেন তাঃ সখ্য ইঙ্গিতজ্ঞেন বারিতাঃ ।
তৎপক্ষং জগৃহুঃ সখ্যা বিস্মিতাঃ প্রেমচেষ্টিতৈঃ ॥ ৬৯৭ ॥

(গোবি০ ১৪।৫)

স্বরে ধ্বনি করিতে করিতে বদনকমলের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। (৬৯৪) শ্রীরাধা ত্রাসহেতু নয়নপ্রান্ত সঙ্কোচ ও কঙ্কণের ঝণৎকারসহ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া সান্দোলিত করস্থ লীলাকমলের সঞ্চালনে ভ্রমরকে তাড়না করিলেও যখন ঐ ভ্রমর শ্রীরাধার বদনকমলস্থ মধুলোভে গমন করিল না, তখন শ্রীরাধা পলায়নপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয় বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা বদন আবৃত করত তদীয় পার্শ্বে লুক্কায়িতভাবে অবস্থিত রহিলেন। (৬৯৫) অনন্তর ঐ চঞ্চল ভ্রমর পদ্মবনে গমন করিলে সখীসকল শ্রীরাধাকে বলিলেন,—"সখি রাধে ! তুমি ভয় করিও না। আমাদের কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া ঐ শঠ মধুসূদন (কৃষ্ণ) পদ্মালিতে (পদ্মবনে) গমন করিয়াছেন।" (৬৯৬) এতচ্ছ্রবণে শ্রীরাধার বোধ হইল যে, মধুসূদন (কৃষ্ণ) পদ্মালির (চন্দ্রাবলীর) নিকট গমন করিয়াছেন, অতএব আঢ্যঙ্করণী, সুভগঙ্করণী ও অন্ধঙ্করণী উন্নত প্রণয়সম্পত্তি-দ্বারা শ্রীরাধা অন্ধীকৃত হইয়া সমীপস্থ শ্রীকৃষ্ণকেও অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। (৬৯৭) ইঙ্গিত-বিষয়ে সুনিপুণা সখীগণ, শ্রীকৃষ্ণ-ইঙ্গিতে নিবারিত

রাধা স্বগতম্—

সমজনি দবাদ্‌বিত্রস্তানাং কিমার্ত্তরবো গবাং
ময়ি কিমভবদ্‌বৈগুণ্যং বা নিরঙ্কুশমীক্ষিতম্।
ব্যরচি নিভৃতং কিং বা হূতিঃ কয়াচিদভীষ্টয়া
যদিহ সহসা মামত্যাক্ষীদ্‌বনে বনজেক্ষণঃ ॥ ৬৯৮ ॥
(বি০ ৫।৪৬)

প্রেমবৈচিত্ত্যবিভ্রান্তা কান্তা কান্তান্তরং গতম্।
কান্তং মত্বা ততোঽভ্যেত্য রুষ্টা প্রাহ ধনিষ্ঠিকাম্ ॥ ৬৯৯ ॥
(গোবি০ ১৪।৬)

ধনিষ্ঠে ! ধৃষ্টস্তে ক্ব নু কপটনাটীনটি ! নট-
স্ত্বদর্থং স্বপ্রেয়ান্ কুসুমমবচেতুং সখি ! গতঃ।
গতোঽসৌ পদ্মালীং কপটিনি ! স তামানয়তি চেদ্-
ভবিষ্যত্যপ্যেষা তব মুখরুচা নির্জিতরুচিঃ ॥ ৭০০ ॥
(গোবি০ ১৪।৭)

হইলে শ্রীরাধার প্রেমচেষ্টায় বিস্মিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ "এই স্থানে আছেন" এই বলিয়া শ্রীরাধাকে নিবারণ করিলেন না। (৬৯৮) তখন শ্রীরাধা স্বগত বলিতে লাগিলেন, —দাবানলে বিত্রস্ত গোসকলের কি আর্ত্তরব হইয়াছে! অথবা প্রিয়তম আমাতেই কোন নিরঙ্কুশ বৈগুণ্য অবলোকন করিয়াছেন! কিংবা কোন প্রিয়তমাই বা সঙ্কেত করিয়া তাঁহাকে নির্জনে লইয়া গেল! নতুবা পদ্ম-লোচন সহসা এই বনে কেন আমায় পরিত্যাগ করিবেন? (৬৯৯) তখন কান্তা শ্রীরাধা প্রেমবৈচিত্ত্যে বিভ্রান্ত হইয়া কান্ত শ্রীকৃষ্ণ, কান্তান্তর (চন্দ্রাবলী) সমীপে গমন করিয়াছেন—এই বোধে ক্রোধপ্রকাশ-পূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিয়া ধনিষ্ঠার নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।

দোষোঽত্র তে নাস্ত্যহমেব মূঢ়া, শ্রুত্বাপি যা তং গহনে সশৈব্যম্।
বিশ্রভ্য বাণ্যাং তব কূটদূত্যা, যদাগতা তস্য শঠস্য পার্শ্বম্ ॥৭০১॥
(গোবি০ ১৪।৮)

ধনিষ্ঠৈষাপ্যস্মদ্‌হৃদয়সদৃশী বঞ্চয়তি নঃ
স চাপ্যস্মানস্যন্ বিলসতি তয়া মৎপ্রিয়বনে।
ইদঞ্চাপ্যস্মাকং নয়নবিষয়ং সম্প্রতিগতং
চিরঞ্জীবেদ্‌যোঽস্মিন্ জগতি স হি বা পশ্যতি ন কিম্ ॥৭০২॥
(গোবি০ ১৪।৯)

শ্রীরাধার ধনিষ্ঠাসহ বাকোবাক্য ও রোষভরে বিতর্কাদি

(৭০০) ধনিষ্ঠে! কপটনাট্যের নটী চন্দ্রাবলীর নট (কিংবা তুমি যে কপটনটী তোমার সেই নট) ধৃষ্ট (কৃষ্ণ) কোথায় গিয়াছেন? ধনিষ্ঠা কহিলেন,—সখি রাধে! তোমার নিজ প্রিয়তম কৃষ্ণ তোমার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতে গমন করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা কহিলেন,—তিনি পদ্মালীর নিকট গিয়াছেন, হে কপটিনি! তিনি যদি সেই পদ্মালীকে (চন্দ্রাবলী) আনয়ন করেন, তখন কি হইবে? তদুত্তরে ধনিষ্ঠা কহিলেন—সেই পদ্মালী অর্থাৎ পদ্মার সখী চন্দ্রাবলী তোমার বদনকান্তিতে মলিনকান্তি হইবে অর্থাৎ তোমার বদনশোভায় তাহার শোভা-সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যাইবে। (৭০১) শ্রীরাধা কহিলেন,—হে ধনিষ্ঠে! এবিষয়ে তোমার কোন দোষ নাই। আমিই মূঢ়া (জ্ঞানশূন্যা), যেহেতু "শ্রীকৃষ্ণ শৈব্যার সহিত নিবিড় কাননে গমন করিয়াছেন",—ইহা শ্রবণ করিয়াও কপটিনী দূতী যে তুমি, তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই শঠ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আসিয়া ভ্রান্তা হইয়াছি। (৭০২) অনন্তর শ্রীরাধা কাহাকেও দর্শন করিতে না পাইয়া অতিদুঃখে অধোবদনে চিন্তাকুলা হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হা কষ্ট! আমার হৃদয়সদৃশী এই ধনিষ্ঠাও আমাকে

ইদং কিং সোঢ়ব্যং ভবতি যদয়ং মৎপ্রিয়সরো-
নিকুঞ্জে পদ্মালীং ক্বচিদপি নিধায়াত্র নিভৃতম্।
সমানায্যাপ্যস্মান্ ক্ষণমহহ সন্দর্শ্য শঠধী-
র্মৃধালাপারম্ভং ন ইহ স বিহায়াগমদমূম্ ॥ ৭০৩ ॥
(গোবি০ ১৪।১০)

ললিতাহ তস্য ধার্ষ্ট্যং ময়া দৃষ্টং মুহুঃ সখি !
নাবৈষি সরলা তত্ত্বমেহি যামঃ স্বমন্দিরম্ ॥ ৭০৪ ॥
(গোবি০ ১৪।১১)

ইতি তাং ললিতা পাণৌ ধৃত্বা চক্রে গৃহোন্মুখীম্।
সাপি তদ্‌বিরহাদ্‌ভীতা দীনার্ত্তোৎকা জগাদ তাম্ ॥ ৭০৫ ॥
(গোবি০ ১৪।১২)

বঞ্চনা করিতেছে এবং শ্রীকৃষ্ণও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই পদ্মালীর সঙ্গে আমারই প্রিয়বনে বিলাস করিতেছেন। হায়! আমার বিপক্ষার সহিত আমার প্রিয়ের রমণ, তাহাও কিনা আমার নেত্রগোচর হইল! কি দুঃখ! এই জগতে চিরজীবিজন কিই বা না দেখিতে পায়? অর্থাৎ চিরজীবিনী হইলে আমাকে আরও না কত দেখিতে হইবে! (৭০৩) হায়! কি দুঃখের কথা! এই শঠবুদ্ধি-কৃষ্ণ মদীয় কুণ্ডের তীরবর্ত্তিকুঞ্জে কোন নিভৃত স্থানে পদ্মালী চন্দ্রাবলীকে লুক্কায়িত রাখিয়া আমাদিগকে এখানে আনয়ন-পূর্বক মিথ্যালাপ করত আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া এই যে পদ্মালীর (চন্দ্রাবলীর) নিকটে গমন করিয়াছেন, ইহা কি কাহারও সহ্য হয়? (৭০৪) এই কথা শ্রবণ করিয়া ললিতা কহিলেন,—সখি! আমি শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার ধৃষ্টতা অনেকবার দেখিয়াছি, তুমি সরলা, তাহা কিছুই জান না, আইস আমরা স্বগৃহে গমন করি। (৭০৫) ইহা বলিয়া ললিতা শ্রীরাধার হস্ত ধারণ-পূর্বক তাহাকে গৃহগমনে উন্মুখী করিলেন।

দৃষ্টান্ দোষান্ ন গৃহ্লাতি চিন্তয়ত্যসতো গুণান্ ।
দিদৃক্ষতে তাদৃশং তং বামং চেতঃ করোমি কিম্ ॥ ৭০৬ ॥
(গোবি০ ১৪।১৩)

স্ত্রীততের্ন ক্বচিৎ কামজাপ্যূর্জিতা
লালসাবল্লরী দৃশ্যতে বাহ্যগা ।
ষষ্টিকাধান্যজাতেরিবেতীরিতা
সা তয়া তাং সখীং রাধিকা ব্যাহরৎ ॥ ৭০৭ ॥
(গোবি০ ১৪।১৪)

ত্যজ ব্যর্থাং নারীচয়-নয়কথাং কর্ণতুদনীং
বিনির্যান্তি প্রাণাঃ স্ফুটতি মম হৃদ্ঘূর্ণতি বপুঃ ।
ব্রজেন্নাশং মানো ব্রজতু মহিমা হ্রীশ্চ সধৃতিঃ
সখি ! ত্বাং বন্দে হা হৃদয়দয়িতং দর্শয় লঘু ॥ ৭০৮ ॥
(গোবি০ ১৪।১৫)

শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণবিরহে ভীতা, দীনা, আর্ত্তা ও উৎকন্ঠিতা হইয়া ললিতাকে কহিলেন,—(৭০৬) সখি ! ললিতে ! কৃষ্ণ যখন অবিদ্যমান গুণ-সকলকে চিন্তা করিতেছেন এবং দৃষ্ট দোষসকলও গ্রহণ করিতেছেন না, তখন আমার এই বাম, কুটিল চিত্ত উক্ত প্রকার সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাহাতে আমি কি করিব ? (৭০৭) ষষ্টিকাধান্য-(শাটীনামক ধান্য) জাতির পক্বধান্যও যেমন পত্রাবৃত হইয়া থাকে কিন্তু বহির্গত হয় না, তদ্রূপ স্ত্রীগণের কামজন্য বর্দ্ধিতা লালসালতাও বৃদ্ধি পাইলেও বহির্গত হইয়া কখনও দৃশ্য হয় না অর্থাৎ অন্তরে কামোদ্রেক হইলেও বাহ্যে প্রকাশ করে না ; এই প্রকার ললিতা-কর্ত্তৃক প্রেরিতা (অর্থাৎ হে সখি ! স্বীয় চিত্তবৃত্তি-বল এইরূপ ললিতা-কর্ত্তৃক প্রেরিতা) হইয়া শ্রীরাধা ললিতাকে

আভীরেন্দ্রসুতে স্ফুরত্যপি পুরস্তীব্রানুরাগোত্থয়া
বিশ্লেষজ্বর-সম্পদা বিবশধীরত্যন্তমুদ্‌ঘূর্ণিতা।
কান্তং মে সখি! দর্শয়েতি দশনৈরুদ্‌ঘূর্ণশষ্পাঙ্কুরা
রাধা হন্ত! তথা ব্যচেষ্টত যতঃ কৃষ্ণোঽপ্যভূদ্‌বিস্মিতঃ॥৭০৯॥
(উ০ ১৫।১৪৮)

সারল্যং তে বিবিধরমণীলম্পটো ধৃষ্টভূপ-
শ্চাপল্যঞ্চাপ্যনুপমমিদং ক্বাপি রামাস্বদৃষ্টম্।
আলোক্যেতোঽপ্যধিকমহহো বঞ্চয়িষ্যত্যসৌ ত্বাং
ত্বচ্চারিত্রৈর্বয়মিহ হতাঃ কিং পুনর্হংসি বাস্মান্॥ ৭১০ ॥
(গোবি০ ১৪।১৬)

বলিলেন,—(৭০৮) সখি ললিতে! নারীগণের কর্ণব্যথাকারী বিফল নীতিকথা পরিত্যাগ কর। কারণ, এই সকল কথায় আমার প্রাণ বহির্গত, হৃদয় বিদীর্ণ এবং দেহ বিঘূর্ণিত হইতেছে। (যদি বল এই প্রকার হইলে মানাদি থাকিবে না, তদুত্তরে বলি),—মান বিনাশ প্রাপ্ত হউক এবং ধৈর্য্যের সহিত মহত্ত্ব ও লজ্জা দূরে গমন করুক। হায় ললিতে! তোমাকে বন্দনা করি, শীঘ্র প্রাণ-প্রিয়তমকে আনিয়া দেখাও। (৭০৯) শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখবর্ত্তী থাকিলেও শ্রীরাধা অনুরাগ-জনিত বিচ্ছেদজ্বররূপ সন্তাপ-দ্বারা বিবশবুদ্ধি হইয়া অতিশয় ঘূর্ণিতা হইয়াছিলেন, "সখি! কান্ত কোথায় দর্শন করাও" এই কথা বলিয়া দন্তদ্বারা তৃণাঙ্কুর ধারণের উদ্যম করত এইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। (৭১০) ললিতা কহিলেন,—সখি রাধে! শ্রীকৃষ্ণ ধৃষ্টগণের রাজা, তাহাতে আবার বিবিধ রমণী সকলে লাম্পট্যযুক্ত, তোমার সরলতা ও চাপল্য কোনও রমণীগণে লক্ষিত হয় না। অতএব তিনি তোমার এই নিরুপম চাপল্য সন্দর্শন করিয়া ইহা অপেক্ষা আরও তোমাকে বঞ্চনা করিবেন, হায়! তদীয়

ইতোঽপি কা সাস্ত্যধিকাত্র বঞ্চনা
যয়া শঠোঽস্মান্ স কদর্থয়িষ্যতি।
ইত্যালপন্তী প্রিয়মৈক্ষতাগ্রতঃ
সালিঙ্গ্য কাঞ্চিদ্দয়িতাং সমাগতম্॥ ৭১১ ॥
(গোবি০ ১৪।১৭)

তাং বীক্ষ্য পশ্চাদ্দয়িতোপগূঢ়াং, স্বসম্মুখীনাং প্রতিকুর্বতীং স্বম্।
পদ্মা-সখীত্বেন বিনির্ণয়ন্তী, হ্রিয়ের্ষ্যয়া সা বিমুখী চকম্পে॥ ৭১২ ॥
(গোবি০ ১৪।১৮)

বল্লবয়ন্তীং সমীক্ষ্যামূং মন্ত্রয়ন্তীহ রাধিকা।
সা কুন্দলতয়াভাষি কৃষ্ণেনেরিতয়া দৃশা ॥ ৭১৩ ॥
(গোবি০ ১৪।১৯)

চরিত্রে আমরা হত হইয়াছি, আর বিনষ্ট করিও না। (৭১১) এতচ্ছ্রবণে শ্রীরাধা কাতর হইয়া কহিলেন,—"সখি ! ইহা অপেক্ষাও কি আর বঞ্চনা আছে, যদ্দ্বারা তিনি আমাকে অধিক কদর্থনা করিবেন ?" এইরূপে আলাপ করিয়া শ্রীরাধা, কোন কান্তাকে আলিঙ্গন করিয়া সমাগত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। (৭১২) অনন্তর প্রিয়তমের সহিত আলিঙ্গিতা কান্তাকে এমতভাবে দেখিতে পাইলেন যে, সেই কান্তা যেন প্রিয়কর্ত্তৃক পৃষ্ঠদেশে আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছে। যেহেতু, কৃষ্ণাঙ্গে নিজ প্রতিবিম্বের ঐরূপ দর্শন হইয়া থাকে। অতএব আপনার সম্মুখস্থ স্বীয় চেষ্টা-তুল্য চেষ্টাকারিণী প্রতিবিম্বস্বরূপা সেই কান্তাকে সন্দর্শন-পূর্বক শ্রীরাধা পদ্মাসখী চন্দ্রাবলীরূপে নিশ্চয় করত লজ্জা ও ঈর্ষায় বিমুখী হইয়া ক্রোধভরে কম্পিত হইতে লাগিলেন। (৭১৩) অনন্তর শ্রীরাধা যখন আপনার প্রতিবিম্বকে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন দর্শন করিয়া ক্রোধপ্রকাশ করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের নয়নভঙ্গী-দ্বারা প্রেরিত হইয়া কুন্দলতা শ্রীরাধাকে কহিলেন,

কান্তং দ্রষ্টুং সমুৎকা ত্বমাগতং তং সমুৎসুকম্ ।
দ্রুতং মিল কথং জাতাস্ত্বকস্মাদ্‌বিমুখী রুষা ॥৭১৪॥
(গোবি০ ১৪২০)

সাপ্যাহ তাং হরের্বক্ষস্থমূং কিং ত্বং ন পশ্যসি ?
যাং প্রদর্শয়িতুং গেহাদানীতাহং ত্বয়া শঠে ॥ ৭১৫ ॥
(গোবি০ ১৪।২১)

কৃষ্ণোঽব্রবীদ্‌যাং মনুষে ন সৈষা, কাপ্যাগতৈকাত্র ময়ানুযুক্তা ।
রাধা-বয়স্যা বনদেবতাস্মী,-ত্যুক্ত্বা বলান্মাং পরিরভ্য সাস্তে ॥৭১৬॥
(গোবি০ ১৪।২২)

আলিঙ্গ্য সংচুম্ব্য চ মাং স্ববিত্তয়া
পৃষ্ঠে চ লগ্নোরসি মে তয়াসকৌ ।
যথা ন নিঃসারয়িতুং ক্ষমোঽস্ম্যহং
স্বয়ঞ্চ নিঃসর্ত্তুমপি প্রযত্নতঃ ॥ ৭১৭ ॥
(গোবি০ ১৪।২৩)

---

(৭১৪) সখি রাধে ! তুমি কান্তকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিলে, তিনিও তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক-চিত্তে সমাগত হইয়াছেন ; অবিলম্বে তুমি তাঁহার সহিত মিলিত হও ; কি নিমিত্ত ক্রোধে বিমুখী হইতেছ ? (৭১৫) শ্রীরাধা কহিলেন,—হে শঠে ! যাহাকে দেখাইবার নিমিত্ত তুমি আমাকে গৃহ হইতে এস্থানে আনয়ন করিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে এই পদ্মাসখীকে (চন্দ্রাবলীকে) কি দেখিতে পাইতেছ না ? (৭১৬) এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাধে ! তুমি যাহাকে মনে মনে ভাবনা করিতেছ, এ সে পদ্মাসখী চন্দ্রাবলী নহে । এ কোন একটি অনির্ব্বচনীয়া অদৃষ্টচরী সতী আগমন-পূর্বক "আমি রাধাসখী বনদেবতা" এই বলিয়া বলপূর্বক আমাকে আলিঙ্গন করত এই মদীয় বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন। (৭১৭) এবং এই বনদেবতা আমাকে

প্রার্থিতাপি ময়া নৈষা মাং জহাত্যতিকামুকী।
বারয়ৈনাং নিজসখীং বলান্মাং পীড়য়ত্যসৌ ॥ ৭১৮ ॥
(গোবি০ ১৪।২৪)

শৃণু সখি ! তব কর্ণে বর্ণয়াম্যত্র নীচৈ-
র্বিরচয় মুখচন্দ্রং মা বৃথারাদ্বিবর্ণম্।
ইয়মুরসি মুরারেরস্তি নান্যা মৃগাক্ষী
মরকত-মুকুরাভে বিম্বিতাসি ত্বমেব ॥ ৭১৯ ॥
(উ০ ১০।৩০)

লগ্নায়াং ললিতায়াং তচ্ছ্রুতৌ সাসীদধোমুখী।
সকৃষ্ণা জহসুঃ সখ্যঃ কুন্দবল্লী জগাদ তাম্ ॥ ৭২০ ॥
(গোবি০ ১৪।২৫)

আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া স্বীয় বিত্তাদ্বারা মদীয় বক্ষঃস্থলে পৃষ্ঠদেশ দিয়া এরূপে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছেন যে, আমি এই দেবতাকে যত্ন করিয়াও নিঃসারিত করিতে পারিতেছি না এবং ঐ দেবতা নিজেও যত্ন করিয়া বহির্গত হইতে পারিতেছেন না। (৭১৮) হে রাধে ! আমি প্রার্থনা করিলেও এই কামুকী আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না, তুমি আপনার নিজসখীকে নিষেধ কর, এ আমাকে বলপূর্বক পীড়িত করিতেছে। (৭১৯) তখন শ্রীবিশাখা শ্রীরাধাকে কহিলেন,—সখি ! ধীরে ধীরে তোমার কর্ণে কহিতেছি, মনোযোগ-পূর্বক শ্রবণ কর, নতুবা পশ্চাৎ হাস্যাস্পদ হইবা। হে সুন্দরি ! হঠাৎ কেন আপনার বদনচন্দ্র বিবর্ণ করিলে ? এই ব্রজপুরে মুরহরেব মরকত মুকুর- (দর্পণ) তুল্য উরঃস্থলে (বক্ষে) অন্য কোনও মৃগাক্ষী নাই, তোমাকেই ত প্রতিবিম্বিতা দেখিতেছি, অতএব বদন প্রসন্ন কর। (৭২০) অনন্তর ললিতা শ্রীরাধার কর্ণে সংলগ্না হইয়া "কৃষ্ণাঙ্গে তোমারই প্রতিবিম্ব, চন্দ্রাবলী নয়" এই কথা বলায় শ্রীরাধা নিজভ্রম

নৈবাক্ষিলগ্নং দয়িতং বিলোকসে
ছায়াং নিজামন্যজনীং চ মন্যসে।
সর্বত্র চন্দ্রাবলিকাং বিশঙ্কসে
চিত্রং তবেদং প্রণয়াখ্য-নর্ত্তনম্ ॥ ৭২১ ॥

(গোবি০ ১৪।২৬)

জ্যোৎস্নাশীধুং হরিমুখবিধোরপ্যনল্পং পিবন্তৌ
নান্তস্তৃপ্তিং তব কথমপি প্রাপ্নুতো দৃক্‌চকোরৌ।
আঘূর্ণন্তৌ মদকলতয়া সুষ্ঠু মুগ্ধৌ যদেতৌ
ভূয়োভূয়স্তমিহ বমতো বাষ্পপূরচ্ছলেন ॥ ৭২২ ॥

(উ০ ১৪।৮১)

সমারম্ভং পারস্পরিক-বিজয়ায় প্রথয়তো-
রপূর্বা কেয়ং বামঘদমন ! সংরম্ভ-লহরী ?
মনোহস্তী বদ্ধস্তব যদনয়া রাগনিগড়ৈ-
স্ত্বয়াপ্যস্যাঃ প্রেমোৎসবনবগুণৈশ্চিত্তহরিণঃ ॥৭২৩॥

(উ০ ১৪।১৫০)

জানিতে পারিয়া অধোমুখী হইলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য সখীসকলে হাস্য করিতে থাকিলে কুন্দলতা শ্রীরাধাকে কহিলেন,— (৭২১) সখি রাধে ! নয়নসংলগ্ন প্রিয়তমকে দেখিতে পাইতেছ না, স্বীয় ছায়াকে অন্যজন জ্ঞান করিতেছ এবং সর্বত্র চন্দ্রাবলী বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, যাহা হউক, তোমার এই প্রণয়-নর্ত্তন অতি আশ্চর্য্য ! (৭২২) অতঃপর শ্রীবৃন্দা কহিলেন,—রাধে ! হরিমুখবিধুর জ্যোৎস্নাসীধু পান করিয়াও ত্বদীয় অক্ষিযুগলের তৃপ্তি হইতেছে না, পরন্তু মত্ততাপ্রযুক্ত অতিশয় ঘুরিতে ঘুরিতে মুগ্ধভাবে পুনঃপুনঃ বাষ্পমোচনচ্ছলে ঐ জোৎস্না শীধু বমন করিতেছে। (৭২৩) কুন্দলতা সবিস্ময়ানন্দে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কহিলেন,—হে অঘদমন ! তুমি ও

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্-
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে ! নির্ধূতভেদভ্রমম্ ।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগ-হিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী ॥ ৭২৪ ॥
(উ০ ১৪।১৫৫)

ইত্থং দীব্যন্নবিকল-কলাশালি-সীমন্তিনীনাং
নর্মচ্ছদ্মাধর-কুচকরস্পর্শ-পুষ্পার্চনাদ্যৈঃ ।
বল্লীনাং বা কিশলয়-ফলাস্বাদমত্তঃ পিকেশো
ভ্রামং ভ্রামং স কিল ললিতানন্দদং কুঞ্জমাপ ॥ ৭২৫ ॥
(গোবি০ ১৩।১৪)

শ্রীরাধা উভয়ে পরস্পর জয়ের নিমিত্ত যেরূপ আরম্ভলহরী বিস্তার করিতেছ, তাহাতে তোমাদের দর্শন, স্পর্শন, এবং চুম্বনাদিতে কি এই অপূর্ব আবেশলহরী হইয়াছে ? দেখ শ্রীরাধা অনুরাগ-শৃঙ্খল-দ্বারা তোমার মনোরূপ মত্ত হস্তীকে বদ্ধ করিয়াছেন এবং তুমিও প্রেমোৎসবরূপ নূতন গুণ-দ্বারা তাঁহার মনোরূপ হরিণকে বদ্ধ করিয়াছ। (৭২৪) শ্রীবৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—হে কৃষ্ণ ! হে গোবর্দ্ধন-পর্বতের নিকুঞ্জ-সম্বন্ধীয় কুঞ্জররাজ ! শৃঙ্গাররসরূপ স্বকার্য্যকুশল শিল্পী, স্বেদ অর্থাৎ অন্তর্ব্বাহ্য দ্রবরূপ যে সাত্বিক বিশেষ বৃত্তি, তাহার দ্বারা শ্রীরাধার এবং তোমার চিত্তরূপ লাক্ষাকে দ্রবীভূত করত অভিন্নরূপে সংযোজিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপ হর্ম্যমধ্যে চিত্র করিবার নিমিত্ত নবরাগ হিঙ্গুল-দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াছেন।

ললিতানন্দদ-কুঞ্জে মধুপানলীলা

(৭২৫) এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ চতুঃষষ্টিকলাপূর্ণ ব্রজাঙ্গনাদিগের প্রতি পরিহাসচ্ছলে নবপল্লব ও ফলের রসাস্বাদে বসন্তমদে সমুন্মত্ত কোকিলসকলের

অথ তাভিঃ সমং কৃষ্ণো মাধ্বীকপানকুট্টিমে।
নিবিষ্টঃ শীতলচ্ছায়ে বিশ্রামসুখমন্বভূৎ ॥ ৭২৬ ॥
(গোবি০ ১৪।৭৭)

গোপীনামরবিন্দসুন্দরদৃশাং শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বদ্বয়া-
দারভ্যাগ্রত এব মণ্ডলতয়া তত্রোপবেশ-স্থিতিম্।
লব্ধানাং পুরতঃ সা রাজতি ধৃতালঙ্কার-পীতাম্বরো
রত্নালীখচিতো যথা হরিমণিঃ সৌবর্ণহারান্তরে ॥ ৭২৭ ॥
(গোবি০ ১৪।৭৮)

অথালয়ঃ স্বকে করে সরোজসঞ্চয়াদ্বরে
নিধায় পঞ্চচামরং চিতা ভরৈর্মুদামরম্।
নিবিষ্টমত্র কান্তয়া নিতান্ত-কেলিতান্তয়া
ন্যবীজয়ন্নিজং প্রিয়ং রুচা জিতস্মরশ্রিয়ম্ ॥ ৭২৮ ॥
(গোবি০ ১৪।৭৯)

গতশ্রমেঽস্মিন্ সগণে সখীভিঃ, পাদাব্জ-সম্বাহন-বীজনাদ্যৈঃ।
মাধ্বীকপূর্ণং চষকং পুরস্তাৎ, তয়োঃ সমানীয় দধার বৃন্দা ॥৭২৯॥
(গোবি০ ১৪।৮০)

ন্যায় তাঁহাদের অধর চুম্বন, কুচমর্দ্দন ও পুষ্পার্চ্চনাদিরূপ বিবিধ ক্রীড়া করত ইতঃস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে 'ললিতানন্দ'-নামক কুঞ্জে গমন করিলেন। (৭২৬) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত সুশীতল ছায়াযুক্ত মাধ্বীক পানকুট্টিমে অর্থাৎ মধুপান-বেদিকায় প্রবেশ করিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। (৭২৭) স্বর্ণহারের মধ্যে বিবিধ রত্নাবলীখচিত ইন্দ্রনীলমণির যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের বাম দক্ষিণ উভয়পার্শ্ব হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত মণ্ডলাকারে অবস্থিত কমলনয়না ব্রজসুন্দরীসকলের মধ্যে নানালঙ্কার ও পীতাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন।

বিকসিতমনু নৃত্যৎখঞ্জনাভ্যাং বিরাজৎ
কনককমলমেকং নীলরাজীবমন্যৎ।
বরতনু-বকশত্র্বোঃ পশ্যতোঃ প্রাদুরাসীদ্-
দধিচষকমকস্মাৎ পদ্মযুগ্মং বিচিত্রম্॥ ৭৩০ ॥

(গোবি০ ১৪।৮১)

নয়নমধুপযুগ্মং রাধিকায়াঃ প্রলুব্ধং
ঝটিতি পতিতমাসীন্নীলপদ্মেঽথ তস্মাৎ।
দ্যুতিভরমধুপূর্ণান্নালমুত্থাতুমাসীৎ
কনককমলমধ্যে তদ্বদেবাচ্যুতস্য॥ ৭৩১ ॥

(গোবি০ ১৪।৮২)

---

(৭২৮) অনন্তর সখীসকল আনন্দভরে পরিপূর্ণ হইয়া কমলনিচয় হইতেও উৎকৃষ্টতম নিজকরে শীঘ্র পঞ্চ চামর ধারণপূর্ব্বক বেদিকামধ্যে কেলিশ্রান্তা প্রিয়তমা শ্রীরাধিকার সহিত নিবিষ্ট ও স্বশোভায় মদনকান্তিজয়ী শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। (৭২৯) সখীগণ, পাদসম্বাহন ও চামরব্যজন দ্বারা গণসহ শ্রীকৃষ্ণের শ্রম বিদূরিত করিলে বৃন্দাদেবী মধুপূর্ণ পানপাত্র আনিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। (৭৩০) তৎপর বরতনু শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে ঐ পানপাত্রের প্রতি এক সময়ে নেত্রপাত করিলে উভয়ের নয়ন তাহাতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তাহাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন নৃত্যকারী দুইটী খঞ্জনশোভিত বিকসিত একটি কনককমল ও অপরটী নীলকমল ; ঐ পানপাত্রমধ্যে এই দুইটি পদ্ম অকস্মাৎ আবির্ভূত হইল। (৭৩১) ঐ সময়ে শ্রীরাধার নয়নরূপ ভ্রমরদ্বয় প্রলুব্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ নীলপদ্মে পতিত হইলে অতিশয় কান্তিরূপ মধুপূর্ণ ঐ নীলপদ্ম (অর্থাৎ কৃষ্ণবদনরূপ নীলপদ্ম) হইতে উত্থিত হইতে অসমর্থ হইল, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নয়ন ভ্রমরযুগল ও স্বর্ণপদ্মে (অর্থাৎ শ্রীরাধামুখের প্রতিবিম্বে) পতিত হইয়া

সৌন্দর্য্যং মধুতাং মুখং চষকতাং মাধ্বীকমাদর্শতাং
নেত্রদ্বন্দ্বমবাপ সম্মধুপতাং সর্বেন্দ্রিয়ং নেত্রতাম্।
অন্যাঙ্গং জড়তাং তয়োঃ সপুলকং চিত্তং স্মরোন্মত্ততাং
সামগ্র্যেব তদেতরেত্থমভবৎ পানক্রিয়াপ্তোন্নতিম্ ॥ ৭৩২ ॥
(গোবি০ ১৪।৮৩)

অথাব্রবীৎ কুন্দলতাম্বুজাননৌ
পীতং যুবাভ্যাং মধুপেয়মক্ষিভিঃ।
নেত্রোৎপলাস্যাব্জ-সুবাসিতং দ্বয়ো
রসজ্ঞয়া পেয়মিদঞ্চ পীয়তাম্ ॥ ৭৩৩ ॥
(গোবি০ ১৪।৮৪)

আদায় নিন্যে চষকং বলানুজঃ
পিবেতি কান্তাবদনাব্জ-সন্নিধিম্।
তির্য্যঙ্মুখী তদ্দয়িতাপি লজ্জয়া
করেণ জগ্রাহ নিজেন তৎকরাৎ ॥ ৭৩৪ ॥
(গোবি০ ১৪।৮৫)

তথা হইতে উত্থিত হইতে অসমর্থ হইল। (৭৩২) তখন শ্রীরাধাকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যমধুতা অর্থাৎ পেয়ত্ব, মুখ-চষকতা (পানপাত্রত্ব) মধু-আদর্শতা (দর্পণত্ব) নয়নযুগল-সন্মধুপতা (ভ্রমরত্ব) ইন্দ্রিয়সকল নেত্রতা (নেত্রের ধর্ম দর্শনেচ্ছা) অন্যাঙ্গ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভিন্ন অঙ্গ পুলকের সহিত জড়তা এবং চিত্ত মদনোন্মত্ততা প্রাপ্ত হইল ; এই প্রকারে পানের উন্নতিসাধনে পূর্বকথিত ব্যাপারগুলি যেন পৃথক্ পৃথক্ সামগ্রী হইয়া উঠিল। (৭৩৩) তৎপর কুন্দলতা শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে কমলনয়নে শ্রীরাধে ! হে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ ! এই মধু পূর্বে তোমরা নিজ-নিজ-চক্ষুদ্বারা পান করিয়াছ, অধুনা নয়নকমলে ও বদনকমলে সুবাসিত এই মধু তোমরা দুইজনে রসনা-দ্বারা

আবৃত্য বক্ত্রং বসনাঞ্চলেন ত-
ন্মাধ্বীকমাঘ্রায় সকৃৎ সুধামুখী।
নিজাধরস্পর্শ-সুবাসিতীকৃতং
সমর্পয়ামাস করে প্রিয়স্য সা ॥ ৭৩৫ ॥

(গোবি০ ১৪।৮৬)

প্রিয়াটবীবৃক্ষলতোদ্ভবং প্রিয়ং
প্রিয়াধরস্পর্শ-সুসৌরভং মধু।
নিজপ্রিয়ালী-পরিহাস-বাসিতং
প্রিয়ার্পিতং সস্পৃহমাপপৌ প্রিয়ঃ ॥ ৭৩৬ ॥

(গোবি০ ১৪।৮৭)

দয়িতা-গুণমেদুরেণ তদ্,-দয়িতাপাণিতলেঽমুনার্পিতম্।
দয়িতাধর-বাসিতং পপৌ, দয়িতাপ্যংশুকসংবৃতাননা ॥ ৭৩৭ ॥

(গোবি০ ১৪।৮৮)

পান কর। (৭৩৪) রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ চষক অর্থাৎ পানপাত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক "হে প্রিয়ে! পানকর" এই কথা বলিয়া প্রিয়তমার মুখকমলের সন্নিকটে লইয়া গেলে শ্রীরাধা লজ্জায় নতমুখী হইয়া সেই চষক শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। (৭৩৫) অনন্তর সুধামুখী শ্রীরাধা বস্ত্রাঞ্চলে বদন আবৃত করত একবারমাত্র মধু আঘ্রাণ-পূর্বক স্বীয় অধরস্পর্শে সুবাসিত করিয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করিলেন। (৭৩৬) এ মধুপ্রিয়াটবী অর্থাৎ বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষলতোৎপন্ন, এইহেতু প্রিয়, তথা প্রিয়ার অধরস্পর্শে সুরভিত ও নিজপ্রিয়াগণের পরিহাসে সুবাসিত এবং শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক অর্পিত বিধায় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সস্পৃহ হইয়া তাহা পান করিতে লাগিলেন। (৭৩৭) প্রিয়তমা শ্রীরাধার গুণে সাতিশয় স্নিগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ অনন্তর স্বীয়-বদন-সুবাসিত মধু প্রিয়তমার করকমলে সমর্পণ করিলে, শ্রীরাধা বসনে

তদ্বক্ত্রশেষামৃতমিশ্রিতাসবৈঃ, পূর্ণানি কৃত্বা চষকাণি সাদরম্।
বৃন্দা সবৃন্দা সহকুন্দবল্লিকা, ন্যধাদমূষাং পুরতঃ সখীনাম্ ॥ ৭৩৮॥
(গোবি০ ১৪।৮৯)

তাভিঃ সখীনাং চষকেষ্বথাগ্রতো
ন্যস্তেষু কৃষ্ণঃ স্ববিচিত্র-বিদ্যয়া।
পার্শ্বেঽখিলানাং যুগপৎ সদক্ষিণে
নালোকি কেনাপি পরিস্ফুরন্নপি ॥ ৭৩৯ ॥
(গোবি০ ১৪।৯০)

সখ্যস্তাঃ কেবলং স্বস্য স্বস্যৈব পার্শ্বমাগতম্।
পায়য়ন্তং পিবন্তঞ্চ মধু তং দদৃশুঃ প্রিয়ম্ ॥ ৭৪০ ॥
(গোবি০ ১৪।৯১)

কাদম্বরীমদ-বিঘূর্ণিত-শোণকোণ-
প্রোৎফুল্ললোচন-সরোজবিরাজিতানি।
আমোদমোদ-নিমন্ত্রিত-ষট্পদানি
হাসেন্দুকান্তিবলিতাধর-পল্লবানি ॥ ৭৪১ ॥
(গোবি০ ১৪।৯২)

বলনাবৃত করিয়া প্রিয়তমের মুখ-সুবাসিত মধুপান করিলেন। (৭৩৮) অনন্তর বৃন্দাদেবী নিজগণ ও কুন্দলতা-সহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের পানাবশিষ্ট মধুতে অন্য মধু মিশ্রিত করত সেই মধু দ্বারা চষকসকল পরিপূর্ণ করিয়া সাদরে সখীগণের অগ্রে সমর্পণ করিলেন। (৭৩৯) বৃন্দাদি সকলে সখীগণের সম্মুখে চষক অর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বিচিত্র বিদ্যা দ্বারা নিখিল সখীসমূহের দক্ষিণ পার্শ্বে পরিস্ফুরিত হইয়া বর্ত্তমান থাকিলেন, অথচ তাঁহাকে কেহই দর্শন করিতে পাইলেন না। (৭৪০) কিন্তু সেই সমস্ত সখী "আপন আপন পার্শ্বে আগত শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে মধুপান করাইতেছেন এবং তিনি নিজেও পান করিতেছেন" এই মাত্র দর্শন করিতে পাইলেন।

কৃষ্ণস্য নেত্ররসনাস্বদনীয়-ভূরি-
সৌন্দর্য্যসন্মধুরিমাসব-পূরিতানি।
তস্যাতিপানমনুতৃট্‌পরিপূরণায়
বক্তাণ্যমুশ্চষকতাং সুদৃশামমূষাম্॥ ৭৪২ ॥
(গোবি০ ১৪।৯৩)

স্মরযুজাং সরকায় মৃগীদৃশাং, সরকপানমদোন্মদচেতসঃ।
সরকতাময়িতে মুখপঙ্কজে, সরকতাং সমগাদধরো হরেঃ ॥ ৭৪৩ ॥
(গোবি০ ১৪।৯৪)

মাধ্বীকভেদান্ বিবিধান্ সবৃন্দা, বৃন্দাথ বৃন্দাবন-নাথয়োঃ সা।
নানাবিদংশৈঃ সহিতান্ পুরস্তাৎ, সমর্পয়ামাস তথা সখীনাম্॥৭৪৪
(গোবি০ ১৪।৯৫)

(৭৪১-৭৪২) অনন্তর কাদম্বরী- (কদম্বপুষ্পরস) পানজনিত মত্ততা-দ্বারা বিঘূর্ণিত রক্তবর্ণ নেত্রকোণ-বিশিষ্ট প্রফুল্ল নয়নসমূহে বিরাজিত এবং সৌরভদ্বারা অলিকুল যাহাতে আমোদিত ও আহূত হইতেছে, হাস্যচন্দ্রিকায় সম্মিলিত অধরপল্লব যাহাতে সংসক্ত এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল ও জিহ্বাদ্বারা সুন্দর আস্বাদনীয় প্রচুরতর সৌন্দর্য্য এবং প্রশস্ত লাবণ্যরূপ আসব অর্থাৎ মধুদ্বারা পরিপূরিত, সখীগণের সেই সকল বদন শ্রীকৃষ্ণের পানবিষয়ক-তৃষ্ণা পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত পানপাত্র হইয়াছিল। (৭৪৩) সে যাহ হউক, মধুপান-মদে উন্মত্তচিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মধুপান-নিমিত্ত কামোন্মত্তা মৃগীনেত্রা ব্রজসুন্দরীদিগের বদনকমলই পানপাত্ররূপে পরিণত হইল, শ্রীকৃষ্ণের অধরও ঐ মৃগীলোচনাসকলের পানপাত্র হইয়াছিল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াগণের বদনকমল পান করিলে, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের অধর পান করিতে লাগিলেন। (৭৪৪) তৎপর বৃন্দা স্বগণের সহিত বৃন্দাবননাথ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও সখীগণের সম্মুখে নানাবিধ বিদংশ অর্থাৎ মধুপানানন্তর ভোজ্যবস্তু এবং

তাংস্তান্ প্রপিবতাং তেষাং পান-পায়নমাধুরী ।
নেত্রোন্মাদায় বৃন্দাদেশ্চিরায় মদিরায়তে ॥ ৭৪৫ ॥
(গোবি০ ১৪।৯৬)

অবিরত-মধুপানে স্বাদুকান্তাধরৌষ্ঠং
সততমধরপানে মধ্বভূত্তদ্বিদংশঃ ।
মদনমধুমদাভ্যাং তৃষ্ণয়া পানভাজাং
মিথ ইহ মিথুনানাং নিশ্চয়ো নাস পানে ॥ ৭৪৬ ॥
(গোবি০ ১৪।৯৭)

মাধবাগত্যনঙ্গোত্থৈর্মদৈর্মাধবপানজৈঃ ।
মাধবস্পর্শজৈশ্চাসন্ ব্যাকুলাস্তা বরাঙ্গনাঃ ॥ ৭৪৭ ॥
(গোবি০ ১৪।৯৮)

স্খলিত-বসন-ভূষাঙ্গাদ্যসম্ভালনং যৎ
স্ফুটহসিতমকাণ্ডেঽপ্রশ্নপূর্বোত্তরঞ্চ ।
প্রলপিতমনিদানং চোত্থিতং বল্লবীনাং
প্রথয়তি মদমন্তর্বারুণীপানজং তৎ ॥ ৭৪৮ ॥
(গোবি০ ১৪।৯৯)

তাঁহাদের সহিত নানাবিধ মাধ্বীক ভেদ সমস্ত সমর্পণ করিলেন। (৭৪৫) তখন বৃন্দাকর্ত্তৃক আনীত বিদংশ- (মধুপানানন্তর ভোজ্যবস্তু) সহিত মাধ্বীক-সমূহ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ পরস্পর পরস্পরকে পান করাইতে এবং পান করিতে লাগিলে যে একটী মাধুরী উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বৃন্দা প্রভৃতি সখীগণের চিরকালের জন্য নেত্রোন্মত্ততার নিমিত্ত মদিরার ন্যায় হইয়াছিল। (৭৪৬) অনন্তর নিরন্তর মধুপানে কান্তার সুস্বাদু অধরৌষ্ঠ-বিদংশ (মধুপানান্তে ভোজ্যবস্তু) হইল এবং সতত অধরপানে মধুবিদংশ-স্বরূপ হইল ; মদনমদ ও মধুমদহেতু মত্ততা-বশতঃ তৃষ্ণায় পরস্পর পান করিতে

নিধুবনমনুপূর্বং যৎ প্রিয়েণ প্রিয়াণাং
স্খলনময়নবাসঃকেশবাচাং বিধেয়ম্।
মধুমদ ইহ কুর্বংস্তদ্বধূনামমূষা-
মকুরুত মুরশত্রোঃ প্রীতিসাহায্যমস্য ॥ ৭৪৯ ॥
(গোবি০ ১৪।১০০)

উক্তৌ লোহলতাগতৌ স্খলিততা কেশাংশুকে স্রস্ততা
নেত্রান্তেঽরুণতা মুখে সুরভিতা নেত্রে তথোদ্‌ঘূর্ণতা।
নর্মোক্তৌ স্ফুটতা দৃশি ভ্রমিততা তত্তৎকৃতৌ ধৃষ্টতা
যা যাসীৎ সুদৃশাং তদা ত্রিসরকোৎপন্নাধিনোৎ সা প্রিয়ম্॥ ৭৫০ ॥
(গোবি০ ১৪।১০১)

থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীদিগের এই অধর ও মধুপানে কোন নিশ্চয় হয় নাই অর্থাৎ কোন্‌টি মধু কোন্‌টী বিদংশ, কে কান্ত এবং কেই বা কান্তা, ইহার কিছুই বোধ হয় নাই। (৭৪৭) ঐ সময়ে বসন্তের সমাগমে মদনজনিত মদ, মধুপাননিমিত্ত মদ এবং কৃষ্ণস্পর্শসঞ্জাত মদ, এই ত্রিবিধ মদে উত্তমাঙ্গী ব্রজাঙ্গনা-সকল অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। (৭৪৮) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বসন-ভূষণ স্খলিত হইতেছে, তথাপি অজ্ঞান-বশতঃ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করা, হাস্যের কারণ না থাকিলেও অসময়ে উচ্চহাস্য, প্রশ্ন না থাকিলেও উত্তরদান এবং কারণ-ব্যতিরেকে প্রলাপবাক্য, বারুণী-পানজন্য মত্ততায় গোপাঙ্গনাদিগের এই সকল প্রকাশ পইতে লাগিল। (৭৪৯) মধুপানজন্য মত্ততা; রহস্যলীলাতে প্রথমতঃ প্রিয়কর্ত্তৃক প্রিয়াগণের গমন, বসন কেশ ও বচনের যে স্খলন বিহিত হইয়া থাকে, এই মধুপানজন্য মত্ততা গোপসুন্দরী-দিগের উল্লিখিত স্খলনাদি কার্য্যসকল সম্পাদন করত নিজেই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির সাহায্য করিয়াছিল। (৭৫০) অপর বাক্যে গদ্‌গদতা, গমনে স্খলিততা, কেশ ও বসনে শ্রস্ততা, নেত্রপ্রান্তে অরুণতা, বদনে সুগন্ধিতা, নয়নে

কৃষ্ণে ব্রজাম্বুজদৃশাং হৃদি গাঢ়রাগো
নারীস্বভাবজহ্রিয়া বিনিগূহিতো যঃ।
আড়ম্বরং মধুমদস্য ন সোঢ়ুমীশো
নেত্রোৎপলেষু বহিরেত্য চকার বাসম্ ॥ ৭৫১ ॥
(গোবি০ ১৪।১০২)

নবেন মধুপানেন কাচ্চিন্নবকিশোরিকা।
মদোদ্রেকাদ্‌ভ্রান্তনেত্রা প্রললাপাতিবিহ্বলা ॥ ৭৫২ ॥
(গোবি০ ১৪।১০৩)

ল ল ল ললিতে ! প প প পশ্য রাধাচ্যুতৌ
স স স সহ বো ম ম ম মণ্ডলৈর্ভ্রাম্যতঃ।
বি বি বি বিপিনং ম ম ম মহী চ তাভ্যাং সমং
গ গ গ গগনং ল ল ল লম্বতে হা কথম্ ॥ ৭৫৩ ॥
(গোবি০ ১৪।১০৪)

উদ্‌ঘূর্ণতা, পরিহাস-বচনে প্রস্ফুটতা, দৃষ্টিনিক্ষেপে ভ্রমিততা এবং সেই সেই কার্য্যে ধৃষ্টতা, এইরূপে সুলোচনা ব্রজাঙ্গনাসকলের ত্রিসরকোৎপন্না (বৃক্ষজ, গুড়জ ও পুষ্পজ মধু হইতে উৎপন্ন) চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের মনকে সন্তোষ প্রদান করিয়াছিল। (৭৫১) ব্রজস্থ কমলনয়না কান্তাদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে গাঢ় অনুরাগ, তাহা স্ত্রীস্বভাবজনিত লজ্জাপ্রযুক্ত হৃদয়ে গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু সেই লজ্জা মধুমদের আড়ম্বর-সহ্য করিতে না পারিয়া বাহিরে আগমন-পূর্বক নয়নকমলে বাস করিতে লাগিল। (৭৫২) অপর কোন একটী নবীনা কিশোরী নূতন মধুপান করায় অত্যন্ত মত্ততাহেতু উদ্‌ভ্রান্তলোচনা ও অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়া প্রলাপ (অর্থাৎ অনর্থক বাক্যপ্রয়োগ) করিতে লাগিলেন। (৭৫৩) প্রলাপ যথা—ললিতে ! দেখ শ্রীরাধাকৃষ্ণ তোমাদের মণ্ডলের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং কানন ও পৃথিবীও শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত আকাশে

হা কষ্টং দ্যোঃ প পততি কথং হন্ত ঘূ ঘূর্ণতে ভূ-
র্নাথ ! ত্বং মাং ধ ধর পতিতাং কম্পতে গাত্রযষ্টিঃ।
ইত্থং বৃদ্ধস্খলিত-হ্রসিতৈরক্ষরৈর্ব্যাহরন্তী
ত্রাসাৎ কাচিদ্ ভুজলতিকয়া কৃষ্ণকণ্ঠং দধার ॥ ৭৫৪ ॥
(আ০ ২০।১৬৫)

অঙ্কাঙ্কি স্খলনং করাকরি মনঃসংবাদ-সম্বেদনং
কর্ণাকর্ণি বৃথাকথাসু যুগপচ্চুম্বাঃ শতং গণ্ডয়োঃ।
স্কন্ধাস্কন্ধি ভুজৌ মুখামুখি মুহুর্মাধ্বীকপানক্রমে
রাধামাধবয়োর্মধৌ মধুমদক্রীড়া জরীজৃম্ভতে ॥ ৭৫৫ ॥
(অ০ ৫।১৫)

গমন করিতেছে। হায় ! ইহা কিরূপে সম্পন্ন হইল ? তাৎপর্য্য—এই শ্লোকে কিশোরীর মদজন্য প্রলাপ এই যে—"ললিতে" এই কথায় ল ল ল ললিতে ! "পশ্য" অর্থাৎ দেখ এই কথায় প প প পশ্য, "সহ" অর্থাৎ সহিত এই কথায় স স স সহ, "বিপিনং" এই কথায় বি বি বি বিপিনং, "মহী" এই কথায় ম ম ম মহী, "গগনং" এই কথায় গ গ গ গগনং এবং "লম্বতে" অর্থাৎ গমন করিতেছে এই কথায় ল ল ল লম্বতে ; প্রলাপ বশতঃ এইরূপ এক এক বর্ণের তিন বার উচ্চারণ করিয়া বলিলেন। (৭৫৪) কোনও গোপাঙ্গনা শ্রীরাধা মধুপানজনিত মত্ততা পরবশ হইয়া কহিতেছেন,—হা কষ্ট ! আকাশ কি প পতিত হইতেছে ? পৃথিবী কি ঘূ ঘূর্ণিত হইতেছে ? আমার গাত্রযষ্টি কম্পিত হইতেছে। আমি প পতিতা হইলাম। হে নাথ ! আমাকে ধ ধর, মত্ততাজনিত তুমি মিথ্যা ত্রাসবশতঃ কখনও অধিকাক্ষরে, কখনও স্খলিতাক্ষরে, কখনও বা অল্পাক্ষরে এইরূপ বলিতে বলিতে সেই ব্রজসুন্দরী নিজ ভুজলতিকা-দ্বারা কৃষ্ণকণ্ঠ ধারণ করিলেন। (৭৫৫) রাধামাধবের মধুমদজনিত ক্রীড়া কি পরম উৎকর্ষই না প্রাপ্ত হইল। তখন

আলি প্রেয়ান্ হরিরতিশঠঃ কৃষ্ণ ! মে সংপ্রসীদ
শ্যামে স ত্বামভিসরতি কিং নাথ ! দাসী তবাস্মি ।
ইত্যন্যোন্যপ্রকৃতিবিকৃতীভাবতোঽনন্বিতোক্তী
রাধাকৃষ্ণৌ মধুমদমুদা মোহিতৌ বঃ পুনীতাম্ ॥ ৭৫৬ ॥
(অ০ ৫।১৭)

করোতি নাদং মুরলী রলী রলী
ব্রজাঙ্গনাহৃন্মথনং থনং থনম্ ।
ততো বিদূনা ভজতে জতে জতে
হরে ! ভবন্তং ললিতা লিতা লিতা ॥ ৭৫৭ ॥
(উ০ ১১।৮৮)

পরস্পরের ক্রোড়ে পরস্পরে স্খলিত হইতে লাগিলেন। পরস্পরের কর-স্পর্শে পরস্পর পরস্পরের মনগত ভাব পরিজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। কর্ণাকর্ণিভাবে অপ্রয়োজনীয় কথার আলাপেও গণ্ডদেশে একদা শতসংখ্য চুম্বন চলিতে লাগিল। পরস্পরের স্কন্ধে পরস্পরের ভুজযুগল নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। উভয়ের মুখে উভয়ে মাধ্বীক প্রদান-পূর্বক পানকার্য্য প্রারব্ধ হইল। (৭৫৬) শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই মধুমদজনিত প্রমোদে বিমোহিত হইয়াছেন এবং স্বভাবের বিপর্য্যয়-ঘটনা-বশতঃ নানা অসঙ্গত উক্তি কহিতেছেন। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে রাধিকা ভাবিয়া তাহাকে কহিলেন—"অয়ি সখি! প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ অতি শঠ। তিনি আবার রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়া কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। পুনর্বার রাধিকা তাঁহাকে সেইভাবে কহিলেন,—অয়ি শ্যামে রাধিকে! শ্রীকৃষ্ণ কি তোমাকে অভিসার করিতেছেন? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে নাথ! আমি তোমার দাসী হই" উভয়ের এইরূপ বিচিত্র মুগ্ধভাব তোমাদিগকে পবিত্র করুক। (৭৫৭) মধুপানে উন্মত্তা শ্রীরাধা কহিলেন,—কৃষ্ণ! বুঝিতে পারিলাম

বিসৃত্বরামোদ-বিকৃষ্টভৃঙ্গ,-বিকস্বরাম্ভোজবিনিন্দিবক্ত্রঃ।
মধ্বাসবেষ্টাধরসীধুপান,-প্রোদ্বুদ্ধকন্দর্পমদাতিলোলঃ ॥ ৭৫৮ ॥
(গোবি০ ১৪।১০৫)

অন্তর্বিলোলালিসমীরবেল্লৎ,-প্রোৎফুল্লরক্তোৎপলজৈত্রনেত্রঃ।
ললাস লোলোল্ললনাসু ধৃষ্ণক্, কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণালিরিবাব্জিনীষু ॥ ৭৫৯ ॥
(গোবি০ ১৪।১০৬)

মদেরিতাভ্যামথ তৌ সখীভ্যাং, রিরংসয়ান্তশ্চ সুষুপ্সয়া চ।
নিষেবিতাবাসতুরালিপালিঃ, সুষুপ্সয়া কেবলয়াঞ্চিতাসীৎ ॥ ৭৬০ ॥
(গোবি০ ১৪।১০৭)

তয়োর্মদোৎপন্ননিগূঢ়লীলা,-স্পৃহাবিদঃ প্রেরণয়াথ কৌন্দ্যাঃ।
কান্তাবতংসার্থমশোকপুষ্প,-গুচ্ছায় গচ্ছত্যরবিন্দনেত্রে ॥ ৭৬১ ॥
(গোবি০ ১৪।১০৮)

তোমার মুরলীর উন্মাদে ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয় মথিত হইতেছে, এই কারণে ললিতা ব্যথিতচিত্তে তোমারই ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই বাক্যে শ্রীরাধা মুরলীস্থানে মুরলী রলী রলী, হৃন্মথনস্থানে হৃন্মথন থন থন, ললিতা—লিতা লিতা, ভজতে—জতে-জতে, এই কয় শব্দে বৃথা অধিক বাক্য প্রয়োগ করিলেন। (৭৫৮-৭৫৯) অনন্তর পদ্মিনীসমূহে সতৃষ্ণ ভ্রমরের ন্যায় গোপাঙ্গনা সকলে সুধৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করিতে লাগিলেন। আহা! বিলাসের মাধুর্য্য এই যে, তৎকালীন বিদূরগামী সৌগন্ধে সমাকৃষ্ট অলিপুঞ্জ-পরিব্যাপ্ত প্রফুল্ল পঙ্কজ অপেক্ষাও যাঁহার বদন অত্যন্ত শোভাযুক্ত এবং মধ্বাসব ও অভিলষিত অধরামৃতের পানে প্রবুদ্ধ কামমদ-দ্বারা তিনি অতিশয় চঞ্চল এবং তাঁহার নয়নমধ্যদেশে চঞ্চল ভ্রমরবিশিষ্ট ও বায়ুচালিত রক্তোৎপলের জয়শীল হইয়া অর্থাৎ ঐ প্রকার রক্তোৎপলকে জয় করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। (৭৬০) অনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণ মদপ্রেরিতা রমণেচ্ছা ও শয়নেচ্ছারূপ দুইটী

কান্তাপি ঘূর্ণাপরিপূর্ণিতাক্ষী, সেবাপরালীততি-সেব্যমানা।
নিকুঞ্জকুঞ্জাভিধ-কুঞ্জরাজে, সুষ্বাপ পুষ্পাবলিতল্পভাজি ॥ ৭৬২ ॥
(গোবি০ ১৪।১০৯)

গন্ধোত্তমাঃ পরিমলাধিকবাসিতোষ্ঠ-
জৃম্ভোদ্গমাস্যকমলাগলদম্বরাঙ্গ্যঃ।
ঘূর্ণায়মান-নয়নাঃ শয়নাভিলাষাঃ
সখ্যোঽপ্যযুস্তত ইতঃ স্খলিতাঙ্ঘ্রিপাতাঃ ॥ ৭৬৩ ॥
(গোবি০ ১৪।১১০)

তল্পোপকল্পনগৃহীতদলালিকঞ্জ-
কিঞ্জল্কধূলি-পরিপিঞ্জরিতান্তরেষু।
সম্বর্ত্তিকাব্জদলপল্লবপুষ্পতল্প-
পুঞ্জেষু চঞ্চদলিগুঞ্জিত-মঞ্জুলেষু ॥ ৭৬৪ ॥
(গোবি০ ১৪।১১১)

সখীকর্ত্তৃক নিষেবিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে রমণ ও শয়নের ইচ্ছার উদয় হইয়াছিল। অন্যান্য সখীগণ কেবল শয়নেচ্ছা দ্বারা অর্চিতা হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের শয়নের ইচ্ছা হইয়াছিল। (৭৬১-৭৬২) পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মদোৎপন্ন নিগূঢ়লীলা-বিষয়িণী স্পৃহার সম্যক্ জ্ঞানবতী কুন্দলতার প্রেরণায় পঙ্কজনয়ন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কর্ণভূষণ-নিমিত্ত **অশোক** পুষ্পের গুচ্ছ অন্বেষণ করিতে গমন করিলে শ্রীরাধাও ঘূর্ণাদ্বারা **পরিপূর্ণিতাক্ষী** ও সেবাপরায়ণা সখীগণ-কর্ত্তৃক সেব্যমানা হইয়া বিবিধ কুসুম-শয্যান্বিত নিকুঞ্জ-নামক কুঞ্জরাজে অর্থাৎ শোভমান ললিতানন্দদ কুঞ্জে গমন করিয়া তথায় শয়ন করিয়া রহিলেন। (৭৬৩) তৎপরে উত্তম অঙ্গগন্ধ-বিশিষ্টা অন্যান্য সখীসকলও সৌরভশালিনী সমুদিত জৃম্ভার উদ্গমে অত্যন্ত সুবাসিত-বদনা এবং নিদ্রাগমে ঘূর্ণিতনেত্রা হইয়া ইতস্ততঃ পদক্ষেপে

৩৮—

গুঞ্জাবলীকুসুমমঞ্জরী-চিত্রিতেষু
তাম্বূলগন্ধজলভাজনরাজিতেষু ।
কুঞ্জেষু কঞ্জবদনা মদখঞ্জনাক্ষ্যঃ
সর্বাঃ পৃথক্পৃথগিতাঃ সুষুপুর্বয়স্যাঃ ॥ ৭৬৫ ॥

(গোবি০ ১৪।১১২)

কঙ্কেল্লি-পল্লবকতল্লজ-কর্ণপূরঃ
কঙ্কেল্লিবল্লি-নবকস্তবকাঞ্চিপাণিঃ ।
তত্রাগতোঽথ স হরিঃ প্রবিবেশ তূর্ণং
বৃন্দাদৃশোদিত-নিকুঞ্জসরোজমুৎকঃ ॥ ৭৬৬ ॥

(গোবি০ ১৫।১)

রাধাসুরধুনীং প্রাপ্তে কৃষ্ণমত্তমতঙ্গজে ।
উড্ডীয়াপসসারালী-মরালীপালিরঞ্জসা ॥ ৭৬৭ ॥

(গোবি০ ১৫।২)

শয়নাভিলাষে অন্যান্য কুঞ্জে গমন করিলেন । (৭৬৪-৭৬৫) যে সকল কুঞ্জের মধ্যভাগ শয্যারচনার্থ আনীত সুকোমল পত্রনিচয় এবং পদ্মকেশর ও তৎরেণুতে পরিব্যাপ্ত, অভিনব পত্র, কমলদলচয়, পল্লব ও পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ, চঞ্চল ভ্রমরশ্রেণীর গুঞ্জনে শব্দিত, গুঞ্জাবলী ও পুষ্পমঞ্জরীদ্বারা চিত্রিত এবং তাম্বূল ও চন্দনাদি গন্ধ ও সুরভিত বারিপূর্ণ পাত্রসমূহে সুশোভিত, তাদৃশ কুঞ্জমধ্যে শয্যায় গিয়া পদ্মবদনা খঞ্জনাক্ষী সখীসকল শয়ন করিলেন ।

নিকুঞ্জসরোজ-কুঞ্জে প্রবেশ ও শয়নাদিলীলাবিলাস

(৭৬৬) অনন্তর সেই শ্রীকৃষ্ণ অশোক-তরুর প্রশস্ত পল্লবে কর্ণভূষণ এবং অশোক বৃক্ষের অভিনব কুসুমগুচ্ছ হস্তে ধারণ করিয়া উৎসুক চিত্তে তথায়

পিবন্নসৌ লোচন-পুষ্করেণ, লাবণ্যরূপামৃতমম্বুজাক্ষ্যাঃ।
ব্যদালয়ৎ কঞ্চুকশৈবলং শ্রী,-করেণ নীবী-নলিনীঞ্চ লোলঃ ॥৭৬৮॥
(গোবি০ ১৫।৩)

কান্তাপি তন্দ্রাবিনিমীলিতাক্ষী, স্বপ্নে দদর্শ প্রিয়মন্তিকাপ্তম্।
নীবীকুচাকর্ষণযত্নবন্তং, তং বারয়ন্তী প্রললাপ বাম্যাৎ ॥ ৭৬৯ ॥
(গোবি০ ১৫।৪)

ম ম ম মাপি পি পি স্পৃশ মাং হরে
কি কি কি কিং বি বিধাতুমিহেচ্ছসি।
শ শয়িতুং দ দ দেহি মম ক্ষণং
ক কলিতাক্ষিযুগাস্মি ঘু ঘূর্ণয়া ॥ ৭৭০ ॥
(গোবি০ ১৫।৫)

আগমন করিলে বৃন্দার ইঙ্গিতে পূর্ব্বোক্ত নিকুঞ্জসরোজ-নামক কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (৭৬৭) শ্রীরাধারূপ সুরধুনীতে কৃষ্ণরূপ মতঙ্গজ আসিয়া উপনীত হইলে সখীশ্রেণীরূপ হংসীশ্রেণী উড্ডীয়মানা হইয়া প্রস্থান করিল, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া শ্রীরাধার সমীপস্থ সখীগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। (৭৬৮) তখন শ্রীকৃষ্ণ নয়নকমলে শ্রীরাধার লাবণ্যামৃত পান করিয়া চঞ্চলচিত্তে কঞ্চুকরূপ শৈবাল ও নীবীরূপ নলিনীকে শ্রীহস্তদ্বারা অপসারিত করিলেন। অর্থাৎ হস্তী যেমন নদীতে অবতরণ-পূর্ব্বক প্রথমতঃ জলপিপাসু হইয়া চঞ্চলচিত্তে শুণ্ডদ্বারা শৈবাল ও পদ্মিনীকে অপসারিত করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া চঞ্চলচিত্তে কঞ্চুলিকা ও পরিধেয়-বস্ত্রের বন্ধনরজ্জু মোচন করিলেন। (৭৬৯) এ দিকে কান্তা শ্রীরাধাও তন্দ্রায় নিমীলিতাক্ষী হইয়া স্বপ্নাবস্থায় প্রাণকান্তকে সমীপাগত এবং নীবী ও কুচাকর্ষণে যত্নবান্ অবগত হইয়া বাম্যবশতঃ নিবারণ করিয়া প্রলাপবাক্য বলিতে লাগিলেন। (৭৭০) আমাকে স্পর্শ

স্মিতরুদিত-বিমিশ্রং গদ্‌গদাস্পষ্টবর্ণং
রমণমনু তদেতি ব্যাহরন্তী করাভ্যাম্।
প্রিয়করমতিলোলং বারয়ন্তী প্রবুদ্ধা
প্রিয়মথ তমপশ্যৎ স্বঞ্চ তাদৃক্‌ক্রিয়ং সা ॥ ৭৭১ ॥
(গোবি০ ১৫।৬)

মীলিতোন্মীলিতাক্ষী সা স্মরমাধ্বীকমাদিতা।
স্বপ্নজাগরয়োরাসীৎ সমবাক্‌চেষ্টিতাদিকা ॥ ৭৭২ ॥
(গোবি০ ১৫।৭)

ধৃতে পাণিদ্বন্দ্বে ঝটিতি ঝণিতং রত্নবলয়ৈ-
র্হৃতে নীবীগ্রন্থৌ মুখরিতমমন্দং রসনয়া।
প্রিয়ায়াঃ স্বানন্দ-প্রতিহতধিয়ঃ কিন্তুপঘনো
ঘনোত্তৃষ্ণং কৃষ্ণং প্রতি সমতনোত্তর্জনমিব ॥ ৭৭৩ ॥
(অ০ ৫।১৩)

করিও না। হে কৃষ্ণ ! তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? নিদ্রা যাইতে দাও। এই ক্ষণমাত্র নিদ্রার ঘোরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছি অর্থাৎ 'মাপি' বলিতে ম ম ম মাপি। কিং বলিতে কি কি কিম্। 'দেহি' বলিতে দ দ দেহি, 'কলিত' বলিতে ক কলিত এবং 'ঘূর্ণা' বলিতে ঘূ 'ঘূর্ণা' এইরূপে মত্ততাবশে এক এক বর্ণের বার বার উচ্চারণ করিলেন। (৭৭১) শ্রীরাধা নিদ্রিতাবস্থাতেই মৃদুমন্দ হাস্য, রোদন, গদ্গদ ও অস্ফুট বর্ণবিন্যাস-পূর্বক হস্তদ্বয় সঞ্চালন করত প্রিয়তমকে নিষেধ করিতে লাগিলেন এবং প্রিয়তমের অতি চঞ্চল হস্তকে স্বীয় করদ্বারা অপসারিত করিলেন, অনন্তর নিজে জাগরিত হইয়াও সেই কান্তকে ও আপনাকে তাদৃশ ক্রিয়া-সম্পন্না অর্থাৎ হাস্যাদি-সহিত প্রিয়তমের হস্ত-নিবারণে তৎপরা দর্শন করিলেন। (৭৭২) সে যাহা হউক, নিদ্রাভঙ্গের পর শ্রীরাধার নয়নযুগল উন্মীলিত করিয়া কন্দর্প ও

প্রাগ্ দোর্মণ্ডলপীড়নোদ্ধুরধিয়ঃ প্রোদ্দামবৈজাত্যয়া
নির্বন্ধাদধরামৃতানি পিবতঃ সীৎকারপূর্ণাস্যয়া।
কন্দর্পোৎসব-পণ্ডিতস্য মণিতৈরাক্রান্তকুঞ্জান্তয়া
সার্দ্ধং রাধিকয়া হরের্নিধুবনক্রীড়াবিধির্বর্দ্ধতে ॥ ৭৭৪ ॥

রাধায়াঃ স্তনমণ্ডলে হরিপরীরম্ভেণ দম্ভোদ্ধুরং
ব্যাপ্ত্যা স্বর্ণধরাধরং জলধরারম্ভোহস্য ভূয়ানভূৎ।
স্বস্থানং পরিহৃত্য কৌস্তুভমণিব্যাজেন নির্বাণদং
স্থাতুং সংপ্রতি নূনমম্বরমণিস্তৎসন্ধিমভ্যাবিশৎ ॥ ৭৭৫ ॥
(রতি০ ৫।৯২)

মধুপানে উন্মত্তা হওয়ায় তাঁহার স্বপ্ন ও জাগরণ উভয় অবস্থাতেই বাক্য ও চেষ্টাদি সমান হইল অর্থাৎ স্বপ্নে যেমন করসঞ্চালন ও কান্তকে নিষেধ করিয়াছিলেন, জাগ্রদবস্থাতেও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। (৭৭৩) করযুগল ধৃত হইলে তৎক্ষণাৎ উহার হস্তস্থিত রত্নবলয়গুলি ঝনৎকার করিয়া উঠিল, কটিস্থিত বস্ত্রগ্রন্থি হৃত হইলে, মেখলা অনল্প শব্দ করিতে লাগিল। প্রিয়তমার বোধশক্তি স্বকীয় আনন্দভরে অভিভূত হইলেও তদীয় কলেবর যেন ঘনতৃষ্ণাতুর শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণার্থ তর্জন করিতে লাগিল। (৭৭৪) অনন্তর প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বাহুমণ্ডল-দ্বারা পীড়ন অর্থাৎ আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে তাহাতে শ্রীরাধিকারও অত্যন্ত নির্লজ্জতা প্রকাশ পাইল। শ্রীকৃষ্ণ আগ্রহপূর্বক তাঁহার অধরামৃত পান করিতে লাগিলে শ্রীরাধার বদন সীৎকার-(রতিক্রীড়াকালীন অব্যক্ত শব্দ) পূর্ণ হইল এবং কন্দর্পোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে লাগিলে তখন শ্রীরাধার মণিত অর্থাৎ রতিকূজিত (রতিকালে অব্যক্ত শব্দ)-দ্বারা কুঞ্জাভ্যন্তর মুখরিত হইল। এইরূপে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীহরির রতিক্রীড়াবিধি বৃদ্ধি পাইতে

প্রত্যূহঃ পুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে নিমেষেণ চ
ক্রীড়াকূতবিলোকিতেঽধরসুধাপানে কথানর্মভিঃ।
আনন্দাভিগমেন মন্মথকলাযুদ্ধেঽপি যস্মিন্নভূ-
দুদ্ভূতঃ স তয়োর্বভূব সুরতারম্ভঃ প্রিয়ম্ভাবুকঃ॥ ৭৭৬॥
(গীো ১২।১০)

দোর্ভ্যাং সংযমিতঃ পয়োধরভরেণাপীড়িতঃ পাণিজৈ-
রাবিদ্ধো দশনৈঃ ক্ষতাধরপুটঃ শ্রোণীতটেনাহতঃ।
হস্তেনানমিতঃ কচেঽধরসুধাপানেন সম্মোহিতঃ
কান্তঃ কামপি তৃপ্তিমাপ তদহো কামস্য বামা গতিঃ॥ ৭৭৭॥
(গীো ১২।১১)

মারাঙ্কে রতিকেলিসঙ্কুলরণারম্ভে তয়া সাহস-
প্রায়ং কান্তজয়ায় কিঞ্চিদুপরি প্রারম্ভি যৎ সম্ভ্রমাৎ।
নিষ্পন্দা জঘনস্থলী শিথিলিতা দোর্বল্লিরুৎকম্পিতং
বক্ষো মীলিতমক্ষি পৌরুষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিধ্যতি॥ ৭৭৮॥
(গীো ১২।১২)

লাগিল। (৭৭৫) শ্রীরাধার স্তনমণ্ডলে শ্রীহরি-কর্তৃক আলিঙ্গনে এইরূপ উপলব্ধি হইতে লাগিল যেন অদ্য স্বর্ণাচলকে পরিব্যাপ্ত করিয়া প্রচুর মেঘাড়ম্বর প্রকাশ পাইতেছে এবং সম্প্রতি অম্বরমণি অর্থাৎ সূর্য্য যেন কৌস্তভমণিচ্ছলে নিরাপদে থাকিবার জন্য স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া ঐ স্বর্ণাচল ও জলধরের সন্ধিস্থলে প্রবেশ করিয়াছে। (৭৭৬) বাহুপাশে আলিঙ্গন ও ক্রীড়াকৌতুকে চক্ষুর নিমেষ, অধরামৃতপান, নর্মবাক্য এবং কামযুদ্ধে একান্ত আনন্দ বিঘ্নরূপে উপস্থিত হইলেও অদ্ভুত সুরতকার্য্যে ঐ সকল নিরতিশয় সুখবিধান করিয়াছিল। (৭৭৭) শ্রীরাধার বাহুলতাপাশে শ্রীকৃষ্ণ আবদ্ধ, পয়োধর-ভারে প্রপীড়িত, নখচিহ্নে অঙ্কিত, দশনাঘাতে

মীলদ্দৃষ্টি মিলৎকপোলপুলকং সীৎকারধারাবশা-
দব্যক্তাকুলকেলিকাকু-বিকসদ্দন্তাংশুধৌতাধরম্ ।
শ্বাসোন্নদ্ধপয়োধরোপরি পরিষঙ্গী কুরঙ্গীদৃশো
হর্ষোৎকর্ষবিমুক্তিনিঃসহতনোর্ধন্যো ধয়ত্যাননম্ ॥ ৭৭৯ ॥
(গী০ ১২।১৩)

তদাস্যাঃ শ্রীভালং শ্রমসলিল-লোলালকবৃতং
নিতম্বো নিষ্পন্দঃ স্তনযুগলমুচ্ছ্বাস-চপলম্ ।
ভুজদ্বন্দ্বং মন্দং নয়নযুগমামীলিতমভূৎ
পরাভূতেতীয়ং সমিতি দয়িতানন্দমতনোৎ ॥ ৭৮০ ॥
(গোবি০ ১৫।২১)

অধরদেশে ক্ষত এবং শ্রোণীতট-দ্বারা তাড়িত হইলেন। শ্রীরাধা তাঁহাকে হস্তদ্বারা কেশে ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অধরসুধাপানে তাঁহার হৃদয় বিমোহিত হইল। এইরূপ সুরত-ব্যাপারে কান্ত নিতান্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। কেন না কামের গতি বিচিত্র ও কুটিলতাযুক্ত ॥ (৭৭৮) কামক্রীড়া-সঙ্কুল সংগ্রামে প্রিয়কান্তকে পরাভব করিবার জন্য শ্রীরাধিকা তাহার বক্ষ উপরি যে কেলি আরম্ভ করিলেন, তাহাতে পরিশ্রমে তাঁহার জঘনদেশ কম্পিত হইল, বাহুযুগল শিথিল ও চক্ষু নিমীলিত হইতেছিল, স্ত্রীজাতির কোন্ কালে পৌরুষভাব প্রবল হইয়া থাকে? (৭৭৯) শ্রীরাধিকার স্তনযুগল যখন শ্বাসপ্রশ্বাসে স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময় ধন্য শ্রীকৃষ্ণ সেই স্তনযুগলে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সুখাতিশয়ের উদয়ে শ্রীরাধার দেহ যখন অবশ হইয়া পড়িল, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। তখন সে মুখের অদ্ভুত শোভা হইয়াছিল। লোচনদ্বয় নিমীলিত হইতেছিল, কপোলপ্রদেশ পুলকে পূর্ণিত হইয়া উঠিল; কেলীজনিত-সুখান্তে আকুল, অস্ফুট ধ্বনিতে দন্তের শুভ্রকিরণ বহির্গত

শ্রমজলকণদিগ্ধস্নিগ্ধনিষ্পন্দমূর্ত্তি-
র্গলিতবসনভূষাকল্পতল্পপ্রজল্পা।
প্রিয়হৃদি পতিতাঙ্গী রাধিকা মীলিতাক্ষী
স্থিরতড়িদিব নব্যাম্ভোধরে সা ব্যরাজীৎ ॥ ৭৮১ ॥

(গোবি০ ১৫।২৩)

অস্যাঃ শ্বাসোচ্ছলত্তুন্দং মুহুঃ কৃষ্ণোদরং স্পৃশৎ।
কিমানন্দজড়ং তস্যাঃ সেবায়ৈ চেতয়ত্যমুম্ ॥ ৭৮২ ॥

(গোবি০ ১৫।২৪)

দীব্যত্তদাত্বোদিত-মাধুরীণাং, স্পর্শেক্ষণেচ্ছা দয়িতাঙ্গকানাম্।
সমাগতালীব হরের্মৃগাক্ষ্যা, গ্লানিস্তদৈকা তনুসেবিকাসীৎ॥৭৮৩

(গোবি০ ১৫।২৫)

হইয়া অধরকে ধৌত করিতেছিল। (৭৮০) শ্রীরাধার ললাটদেশ শ্রমজলে ও চঞ্চল অলকদ্বারা আবৃত, নিতম্ব স্পন্দনহীন, স্তনযুগল উচ্ছ্বাসে চপল, ভুজদ্বয়—মন্দ এবং নেত্রদ্বয় ঈষন্মুদ্রিত হইল। তখন শ্রীরাধা কন্দর্পযুদ্ধে পরাজিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ বিস্তার করিলেন। (৭৮১) শ্রীরাধা যুদ্ধ-শ্রমজন্য ঘর্ম্মবিন্দুতে লিপ্তা, স্নিগ্ধা ও স্পন্দনবিহীনা মূর্ত্তি হইলেন, তাঁহার অঙ্গ হইতে বসন-ভূষণ ও অন্যান্য বেশ বিগলিত হইল এবং গদ্‌গদভাবে জল্পনা করিতে করিতে প্রাণকান্তের অঙ্গে আপন অঙ্গ বিন্যাস-পূর্বক ঈষন্নিদ্রাগমে কিঞ্চিন্মাত্র মুদ্রিতনয়না হইয়া নবজলধরে স্থিরতরা সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। (৭৮২) শ্রীরাধার উদর শ্বাসবশতঃ উচ্চলিত হইয়া মুহুর্মুহু শ্রীকৃষ্ণের উদরকে স্পর্শ করিতে লাগিল। বোধ করি, ঐ উদর শ্রীরাধার সেবার নিমিত্ত আনন্দজড় শ্রীকৃষ্ণকে চেতন করাইতেছে। সংসারে নিয়ম আছে যে, যদি কেহ নিদ্রিত জনকে জাগাইবার নিমিত্ত উদ্যত হয়, তবে সে প্রথমতঃ স্বীয় হস্ত তাহার উপর স্পর্শ

তাভ্যান্তু সন্ধৌ বিহিতে তদা তয়োঃ
প্রেম্ণা প্রিয়ায়াঃ স্বকরাম্বুজন্মনা।
উত্থায় চক্রে শ্রমতোয়মার্জনং
কৈশ্যালকাল্যম্বরসংবৃতিঞ্চ সঃ ॥ ৭৮৪ ॥

(গোবি০ ১৫।২৬)

সংপ্রার্থিতো বপুরলঙ্কৃতয়ে তয়া তাং
নৈচ্ছৎ স তাং বিহসিতুং পুরতঃ সখীনাম্।
আম্রেড়িতঃ পুনরিমাং বিদধন্নিষিদ্ধ-
স্তৎস্পর্শসম্মদজ-বিভ্রময়ানয়োচে ॥ ৭৮৫ ॥

(গোবি০ ১৫।২৭)

করিয়া নিদ্রিত জনকে জাগরিত করিয়া থাকে। (৭৮৩) শ্রীরাধার শোভমান তৎকালোৎপন্ন মাধুর্য্যময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্পর্শন ও দর্শন-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে অভিলাষ হইয়াছিল, তাহাই শ্রীরাধিকার তনুসেবিকা হইল সত্য বটে, পরন্তু মৃগাক্ষী শ্রীরাধিকার একমাত্র অঙ্গগ্লানিই অঙ্গসেবিকা হইল। (৭৮৪) তৎপর শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীরাধার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শ ও দর্শনেচ্ছা এবং শ্রীরাধার গ্লানিরূপ তনুসেবিকা এই দুইদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সন্ধিবিহিত হইলে অর্থাৎ কন্দর্পক্রীড়ান্তে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাঙ্গ স্পর্শ ও দর্শন-বিষয়ক অভিলাষ হইলে এবং তাহাই করিবার যোগ্যা শ্রীরাধার গ্লানি উৎপন্ন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় করকমলে প্রেমবশতঃ কান্তার শ্রমজল মার্জন এবং কেশশ্রেণী ও অলক- (চূর্ণকুন্তল) শ্রেণীকে বসনদ্বারা মার্জন ও সম্বরণ করিতে লাগিলেন। (৭৮৫) অনন্তর শ্রীরাধা স্বীয় অঙ্গের ভূষণার্থ অর্থাৎ স্খলিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্ত নিবেদন করিলে তিনি তাহা ইচ্ছা করিলেন না, কারণ এই যে, সখীসকলের অগ্রে শ্রীরাধাকে পরিহাস করিবেন। পুনর্বার শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে দুই তিন বার বেশ রচনা করিতে

ময়া কিং ভূষায়ৈ ত্বমসি রমণ ! প্রার্থিত ইহ
ত্যজ ব্যর্থাং শ্রান্তিং বিরম নহি ভূষা মম মুদে।
ন চাহং শক্তালঙ্করণচয়ভারস্থ বহনে
তুনোত্যুদ্‌ঘূর্ণা মাং ক্ষণমবসরং দেহি শয়িতুম্ ॥৭৮৬॥

(গোবি০ ১৫।২৮)

ইতি গদিতমরন্দং প্রেয়সীবক্ত্রপদ্মাৎ
দরহসিত-সুরম্যান্মীলিতোন্মীলিতাক্ষাৎ।
হরিরথ স নিপীয়াস্পষ্টবর্ণাত্তদাসী-
ত্তুদিতমদন-মত্তঃ সস্মিতো বিস্মিতশ্চ ॥ ৭৮৭ ॥

(গোবি০ ১৫।২৯)

শিরোত্তংসাদি-চরণাঙ্গুলীয়ান্ত-বিভূষণৈঃ।
বিভূষ্য তাং হরিঃ পশ্চাত্তয়াসীত্তৈর্বিভূষিতঃ ॥ ৭৮৮॥

(সমাহর্ত্তুঃ)

কহিলে তিনি তাঁহার বেশরচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে হর্ষজনিত বিভ্রম-নামক ভাবের উদয় হওয়ায় শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করিয়া কহিলেন—(৭৮৬) "হে রমণ! আমি কি ভূষণ করিবার নিমিত্ত তোমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলাম?" কখনই না। এই ভূষা-করণে বৃথা শ্রম পরিত্যাগ কর। ক্ষান্ত হও, ভূষা আমার হর্ষের নিমিত্ত হইতেছে না, যেহেতু, আমি অলঙ্কার-সমূহের ভার বহন করিতে সমর্থ হইতেছি না। উদ্‌ঘূর্ণা আমাকে কষ্ট দিতেছে, ক্ষণকাল আমাকে নিদ্রা যাইতে অবসর দাও। (৭৮৭) এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ হইয়া প্রেয়সীর হাস্য ও রোদন-বশতঃ সুরম্য ও অস্ফুট-বর্ণময় বদনকমল হইতে নির্গত বাক্যরূপ মধু পান করিয়া সমুদিত মদনে উন্মত্ত, ঈষৎ হাস্যান্বিত ও বিস্মিত হইলেন। (৭৮৮) অনন্তর শ্রীহরি শিরোভূষণ হইতে পাদাঙ্গুরীক পর্য্যন্ত সমস্ত

তাবত্তয়োঃ সেবনমাত্র-সৌখ্যাঃ, প্রতীক্ষমাণাঃ সময়ং বহিষ্ঠাঃ।
সেবোপচারান্বিত-পাণিকঞ্জাঃ, কুঞ্জালয়ং তা বিবিশুঃ প্রিয়াল্যঃ॥৭৮৯

(গোবি০ ১৫।৩০)

তাম্বূল-শীতলজলামলগন্ধ-মাল্যৈঃ
পাদাম্বুজাদি-মৃদুমর্দন-বীজনাদ্যৈঃ।
তাভির্নিষেবিতপদৌ প্রণয়োন্মদাভি-
রামোদমাপতুরলং বিগতশ্রমৌ তৌ ॥ ৭৯০ ॥

(গোবি০ ১৫।৩১)

সাকূত-সস্মিতদৃশা প্রিয়মীরয়ন্তী
কান্তাব্রবীৎ প্রিয় ! ন শর্ম লভে বিনা যাঃ।
কুঞ্জেষু কঞ্জবদনা মদবিহ্বলাঙ্গ্যঃ
সখ্যঃ স্বপন্তি রমণানয় তাঃ প্রবোধ্য ॥ ৭৯১ ॥

(গোবি০ ১৫।৩২)

ভূষণের দ্বারা শ্রীরাধিকাকে বিভূষিত করিলে পশ্চাৎ তিনিও শ্রীকৃষ্ণকে ঐ সকল ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন। (৭৮৯) শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবামাত্রই যাঁহাদের সুখ, সেই সেবাপরায়ণা প্রিয়সখীসকল সেবার সময়-প্রতীক্ষা করিয়া কুঞ্জের বাহিরে দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন তাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবোপাযোগী তাম্বূল প্রভৃতি সেবনীয় বস্তু হস্তে গ্রহণপূর্বক কুঞ্জভবনে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। (৭৯০) এবং সখীসকল শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়ে উন্মত্ত হইয়া তাম্বূল, সুশীতল সলিল, সুনির্মল গন্ধ, মাল্য, চরণকমলের মৃদু মর্দন ও চামরব্যাজনাদি কার্য্য-দ্বারা তাঁহাদের পাদপদ্মসেবন করিলে পরমানন্দময় শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। (৭৯১) অনন্তর শ্রীরাধা স্বীয় কোন একটী অভিপ্রায়ের সহিত সহাস্য নয়নভঙ্গিদ্বারা নিজ-কান্তকে প্রেরণা করিয়া কহিলেন,—"হে প্রিয়তম ! আমি যাঁহাদিগকে

তদনিচ্ছন্নর্মণাসৌ প্রিয়য়া মুহুরর্থিতঃ।
নির্যযৌ তা রময়িতুং মত্তেভ ইব পদ্মিনীঃ ॥ ৭৯২ ॥
(গোবি০ ১৫।৩৩)

কৃষ্ণশ্চক্রে মনসি ললিতাং যামি কিংবা বিশাখা-
মাদৌ চিত্রামিতি স নিখিলা ভাবয়ংস্তাঃ প্রিয়ালীঃ।
গচ্ছন্ হর্ষাদ্যুগপদখিলে প্রাবিশৎ কুঞ্জবৃন্দে
আত্মানং তে নিজবিরচিতে জীবদেহে যথৈকঃ ॥ ৭৯৩ ॥
(গোবি০ ১৫।৩৪)

তাসাং কুঞ্জেষু সর্বাসাং তেন লীলা মনোহরা।
স্বপ্নজাগরয়োরাসীদ্ যূথেশায়া যথা পুরা ॥ ৭৯৪ ॥
(গোবি০ ১৫।৩৫)

ব্যতীত সুখলাভ করিতে পারি না, সেই কমলাননা সখীসকল মধুপানে বিহ্বলাঙ্গী হইয়া কুঞ্জগৃহে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। হে রমণ! তুমি তাহাদিগকে জাগরিত করিয়া আনিয়া দাও। (৭৯২) যদিও শ্রীরাধাকে পরিত্যাগ করিয়া সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রমণ করিতে অভিলাষ নাই, তথাপি প্রিয়তমা পরিহাসচ্ছলে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলে মদমত্ত হস্তী যেমন পদ্মিনীগণের সহিত রমণ করিবার নিমিত্ত গমন করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল সখীদিগকে রমণ করাইবার নিমিত্ত গমন করিলেন। (৭৯৩) শ্রীরাধার কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন—"অগ্রে কি ললিতার নিকট যাইব, কি বিশাখার নিকট যাইব, কিংবা চিত্রার কাছে গমন করিব" এই প্রকারে প্রত্যেক সখীকে ভাবিতে ভাবিতে যেমন স্বনির্মিত নিখিল জীবদেহে এক আত্মা এক কালীন প্রবেশ করেন, তদ্রূপ একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলেন। (৭৯৪) অনন্তর যূথেশ্বরী শ্রীরাধার যেমন স্বপ্নাবস্থায় কৃষ্ণাগমনাদি ও জাগ্রদবস্থায় কৃষ্ণাগমন-বিলাসাদি-পরিপাটী লীলা

আলীমল্লীমতল্লীস্তা দোর্যুদ্ধে তৎকৃতে মিথঃ।
জিগায় যুগপৎ সর্বাঃ শ্রীকৃষ্ণো মল্লতল্লজঃ ॥ ৭৯৫ ॥
(গোবি০ ১৫।৩৬)

স্বাধীনকান্তকরকারিতভূরিভূষা
সংচ্ছাদিতাঙ্গ-রতিলক্ষণসঞ্চয়াপি।
প্রৌঢ়স্মরাহব-বিমর্দনসূচকাঙ্গী
ভূয়োঽতিমার্জিত-সমাপ্তমখস্থলীব ॥ ৯৬ ॥
(গোবি০ ১৫।৩৮)

স্বালীং প্রতি প্রণয়রোষ-বিভঙ্গুরভ্রূ-
র্লজ্জাবিনম্রবদনা স্খলিতাঙ্ঘ্রিপাতা।
আয়াস-বিশ্লথভুজার্দ্ধনিমীলিতাক্ষী
সালীততিস্তত ইতো মিলিতাভ্যুপেত্য ॥ ৭৯৭ ॥
(গোবি০ ১৫।৩৯)

হইয়াছিল, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই সকল সখীগণের কুঞ্জসমূহে মনোমুগ্ধকারিণী সেই প্রকার লীলা হইতে লাগিল। (৭৯৫) প্রশস্ত মল্ল শ্রীকৃষ্ণ প্রশস্ত মল্লস্বরূপিণী সখীসকলের সুখোৎপাদন করাইবার নিমিত্ত পরস্পর বাহুযুদ্ধ দ্বারাই সমস্ত সখীগণকে একই সময়ে পরাজয় করিলেন। (৭৯৬-৯৭) যেস্থানে যজ্ঞ হয়, যজ্ঞসমাপ্তির পর ঐ স্থানকে যেমন পুনঃ মার্জন বরিতে হয়, তদ্রূপ বিলাসান্তে স্বাধীন কান্ত শ্রীকৃষ্ণের করযুগলদ্বারা প্রচুররূপে ভূষণচয় যথাস্থানে সংযোজিত এবং নিজাঙ্গে রতিচিহ্নসমূহ আচ্ছাদিত করিলেও সখীগণ গাঢ়তর কন্দর্পসমরে যে বিমর্দ্দন অর্থাৎ স্বকুচাদির মর্দ্দন, তাহার সূচক অঙ্গনিচয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং স্ববয়স্যা শ্রীরাধার প্রতি প্রণয়গর্ভক্রোধে ভ্রূভঙ্গী, লজ্জায় অধোবদন, গমনে পদস্খলন, শ্রমবশতঃ ভুজের শৈথিল্যসহকারে লোচনদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত করত ইতস্তত নিকটে

উপালিপ্সূরালীঃ পুনরুপস্থিতা বীক্ষ্য পিহিত-
স্মিতা চিল্লীবল্লীং দর চটুলয়ন্ত্যাহ সুতনুঃ।
অহো ! কষ্টং কিং বঃ ক্ষতমজনি বিম্বাধরকুচে
ভুজঙ্গং মৃগ্যন্ত্যঃ কমবিশত বা গহ্বরবরম্ ॥ ৭৯৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৯।৫)

ভুজঙ্গং স্বাধীনং সুমুখি ! জনতাং দংশয়সি যৎ
তদাস্তাং তে খ্যাতং ব্রজভুবি যশো মা হস পুনঃ।
অহঞ্চেদ্ব্যাখ্যাস্যে কিমপি চরিতং তৎ সপদি তে
গিরং তাং হ্রীর্দেবী বিরময়িতুমাবির্ভবিতা ॥ ৭৯৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৯।৬)

ইত্যেব যাবল্ললিতা বভাষে, মধ্যেসভং তাবদুপেত্য কৃষ্ণঃ।
প্রাহালয়ো বচ্মি চরিত্রমস্যা,-শ্চিত্রং যদেবাদ্যতনং সুরম্যম্॥৮০০॥
(কৃ০ ভা০ ১৯।৭)

আগমন করিয়া শ্রীরাধার সঙ্গে মিলিত হইতে লাগিলেন। (৭৯৮) শ্রীরাধা সখীবৃন্দকে রতিচিহ্নযুক্ত অঙ্গে সমীপে আসিতে এবং তাঁহার প্রতি তিরস্কারেচ্ছু দেখিয়া সমুদিত মৃদুহাস্য আচ্ছাদন-পূর্ব্বক ভ্রূলতা ঈষৎ কুটিল করিয়া রসময় বচন প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। যথা—হে ললিতে ! হায় ! হায় ! কি কষ্টের বিষয় ! তোমাদের বিম্বাধরে ও পয়োধরে ক্ষত হইল কেন ? তোমরা কি ভুজঙ্গ ধরিতে কোন গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলে ? (৭৯৯) ললিতা কহিলেন,—"শ্রীরাধে ! যে ভুজঙ্গ আমাদিগকে দংশন করিয়াছে; সে তোমার অধীন; তুমি যাঁহাকে দংশন করিবার জন্য প্রেরণ কর, সে তাহাকেই দংশন করিয়া থাকে। তোমার এই যশ ব্রজভূমিতে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব এখন আর বৃথা হাসিও না। রাধে ! আমি যদি তোমার কোন চরিত ব্যাখ্যা করি, তাহা হইলে হ্রীদেবী কি তোমার বচন স্থগিত

সখ্যাস্তবানঙ্গরণোৎসবেঽধুনা
ননর্ত্ত মুক্তালতিকা স্তনোপরি।
উৎপ্লুত্য যস্যাঃ সখি ! নায়কশ্চলো
ধীরং মুহুর্মে প্রজহার কৌস্তুভম্ ॥ ৮০১ ॥
(উ০ ৫।৫০)

মনোরাগং দত্ত্বা চরণদলরাগো মৃগদৃশ-
স্ত্বয়া দত্তো বক্ষঃস্থলমলতি যঃ কৌস্তুভ ইব।
রসং দত্ত্বানীতা ত্বদধরপুটেনেক্ষণমসী
সমং ত্বদ্‌বৈদগ্ধ্যং ত্বদবয়ববৈদগ্ধ্যমপি চ ॥ ৮০২ ॥
(অ০ ৮।৩১)

করিবার জন্য আবির্ভূতা হইবেন না ?" (৮০০) ললিতার বাক্য শেষ হইলে, রসিকমুকুটমণি শ্রীশ্যামসুন্দর সভামধ্যে আগমন করিয়া কহিলেন,—"হে আলিগণ ! শ্রীরাধার অদ্যতন সুরম্য চিত্র চরিত বর্ণন করি, শ্রবণ কর।"

সখীগণের রতিচিহ্নদর্শনে শ্রীরাধার পরিহাসোক্তি-প্রভৃতি

(৮০১) অদ্য অনঙ্গোৎসবে তোমার এই সখীর উচ্চকুচোপরি মুক্তা-লতিকা নৃত্য করিয়াছিল। তন্মধ্যগত নায়ক অর্থাৎ হারমধ্যস্থ মণি চঞ্চল হইয়া সঝম্পে পতিত হওত ধীরতর কৌস্তুভকে প্রহার করিয়াছে। অতএব হে সখি ! তুমি অতি বুদ্ধিমতী, বিচার কর। তচ্ছ্রবণে সখী কহিলেন,—"যে যাহাকে প্রহার করে, সেও তাহাকে প্রহার করিতে পারে" এই ন্যায়-প্রযুক্ত কৌস্তুভমণিও এখন উহাকে শতগুণে প্রহার করুক ; ইহাই এক্ষণে উপযুক্ত বিবেচনা হইতে পারে। (৮০২) শ্রীললিতা কহিলেন,—"হে মাধব ! তুমি রাধিকাকে মনোরাগ প্রদান করিয়া তদীয় পাদপল্লবরাগ পরিগ্রহ করিয়াছ, যাহা এখনও তোমার বক্ষঃস্থল কৌস্তুভমণির ন্যায় সমুজ্জ্বল করিতেছে এবং স্বকীয় অধরপুটের তাম্বূলরস তাঁহার নয়নে সমর্পণ করিয়া

অথ সখীমপ্যাহ—

নৈরঞ্জন্যমুপেয়তুঃ পরিগলন্মোদাশ্রুণী লোচনে
স্বেদোদ্ধূত-বিলেপনং কিল কুচদ্বন্দ্বং জহৌ রাগিতাম্।
যোগৌৎসুক্যমগাদুরঃ স্ফুরদিতি প্রেক্ষ্যোদয়ং সঙ্গিনাং
রাধে! নীবিরিয়ং তব শ্লথগুণা শঙ্কে মুমুক্ষাং দধে ॥ ৮০৩ ॥
(উ০ ১১।৭১)

পূর্ণং প্রমোদোত্তরলেন রাধে! শ্যামং রসানাং নিধিমিন্দুভাজম্।
সব্যেন নেত্রাঞ্জলিনা পিবন্তি, ত্বমুন্মনাঃ কুম্ভভবায়িতাসি ॥ ৮০৪ ॥
(উ০ ৭।৪৯)

চিত্রং ধনিষ্ঠে! তনুবাসসোঽপি, চীনস্য পীনস্তনি! সঙ্গমেন।
লিপ্তেব তে লোহিত-চন্দনেন, মূর্তির্বিদূনা সখি! লোহিতাসীৎ ॥৮০৫
(উ০ ১০।৪০)

তদীয় নয়নের কজ্জল-কালিমা স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছ! অতএব তোমার বৈদগ্ধ্য ও তোমার অধরপুটের বৈদগ্ধ্য উভয়ই তুল্য।" (৮০৩) অনন্তর শ্রীবৃন্দা কহিলেন,—"রাধে! নিরন্তর আনন্দাশ্রু বিগলিত হওয়ায় তোমার লোচনদ্বয় অঞ্জনশূন্য হইয়াছে, ঘর্মজলে বিলেপন ধৌত হওয়ায় কুচদ্বয় রক্তিমা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং তোমার বক্ষঃস্থল যোগ অর্থাৎ সঙ্গবিষয়ে উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, অতএব হে সখি! বোধ হয়, সঙ্গিমুক্ত ঐ সকলের গুণ হইতে বিচ্যুতিরূপ উদয় অর্থাৎ যোগ-সিদ্ধি দেখিয়া স্খলিতগুণা নীবিও মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছে।" (৮০৪) শ্রীললিতা কহিলেন,—"রাধে! প্রমোদতরঙ্গসঙ্কুল ও চন্দ্র (মুখচন্দ্র-যুক্ত) এই শ্যামবর্ণ রসনিধি-(সমুদ্র)কেই কি তুমি বাম নেত্রাঞ্জলি-দ্বারা পান করিয়া উন্মনাঃ হইয়াছ? যাহা হউক, তুমি সাক্ষাৎ অগস্ত্য, নতুবা এরূপ বিচিত্র শক্তি কি প্রকারে লাভ করিতে পারিতে?" (৮০৫) অনন্তর ললিতা

কচাস্তব সুকুঞ্চিতা মুখমধীরদীর্ঘেক্ষণং
কঠোরকুচভাগুরঃ ক্রশিমশালি মধ্যস্থলম্।
নতে শিরসি দোর্লতে করজরত্নরম্যৌ করৌ
বিধূনয়তি রাধিকে ! ত্রিজগদেষ রূপোৎসবঃ ॥ ৮০৬ ॥
(উ০ ৪।৮)

তড়িদতিচলতাং তে কিং দৃগন্তাদপাঠীদ্-
বিধুমুখি ! তড়িতো বা কিং তবায়ং দৃগন্তঃ ?
ধ্রুবমিহ গুরুতাভূত্ত্বদ্দৃগন্তস্য রাধে !
বরমতিজবিনাং মে যেন জিগ্যে মনোঽপি ॥ ৮০৭ ॥
(উ০ ৪।২২)

ধনিষ্ঠাকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীরাধাকে অপ্রস্তুত প্রশংসার বিষয় করত কহিলেন,—"কি আশ্চর্য্য ! হে পীনস্তনি ধনিষ্ঠে ! তুমি চীনদেশোৎপন্ন সূক্ষ্ম বসন পরিধান করিয়াছিলে, তাহাতেই কি তোমার মৃতুতনু ব্যথিত হইয়া লোহিত চন্দনের সাদৃশ্য ধারণ করিল ? হায় ! এ প্রকার বসন আর পরিধান করিও না।" (৮০৬) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"শ্রীরাধে ! তোমার তুল্য রূপবতী প্রায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, তোমার রূপোৎসবে ত্রিভুবন কম্পিত হইতেছে ! আহা ! তোমার কেশগুলি সুকুঞ্চিত, বদনকমল চঞ্চল, অথচ দীর্ঘনেত্রে শোভমান, বক্ষঃস্থল কঠিন কুচদ্বয়ে সুদৃশ্য, মধ্যদেশ অতিশয় ক্ষীণ, স্কন্ধদেশ দুইটি অতিশয় নিম্ন এবং কর নখরত্নসকলে বিরাজ করিতেছে ; অতএব তোমার বসন ও ভূষণ পরিধান করায় কি ফল ?" (৮০৭) তাহা শুনিয়া শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের প্রতি কুটিল কটাক্ষ নিক্ষপ করিতে লাগিলে, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে বিধুমুখি ! বিদ্যুৎকে যে অতি চপল দেখিতেছি ; একি তোমার দৃগন্তের নিকট চাঞ্চল্য অধ্যয়ন করিয়াছে ? অথবা বিদ্যুতের নিকটেই বা তোমার দৃগঞ্চল চাঞ্চল্য অধ্যয়ন করিল ? সে যাহা

সুবদনে ! বদনে তব রাধিকে !
স্ফুরতি কেয়মিহাক্ষর-মাধুরী ?
বিকলতাং লভতে কিল কোকিলঃ
সখি ! যয়াস্য সুধাপি মুধার্থতাম্ ॥ ৮০৮ ॥
(উ০ ৪।২৭)

তির্য্যক্‌ক্ষিপ্তচলদ্দৃগঞ্চলরুচির্লাস্যোল্লসদ্‌ভ্রূলতা
কুন্দাভ-স্মিতচন্দ্রিকোজ্জ্বলমুখী গণ্ডোচ্ছলৎকুণ্ডলা ।
কন্দর্পাগমসিদ্ধমন্ত্রগহনামর্দ্ধং দুহানা গিরং
হারিণ্যস্য হরের্জহার হৃদয়ং রাধা বিলাসোর্মিভিঃ ॥৮০৯॥
(উ০ ৪।৪১)

হউক, হে রাধে ! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমার দৃগন্তই প্রধান অধ্যাপক, যেহেতু, আমার বেগশালী মনকেও জয় করিল ।” (৮০৮) তচ্ছ্রবণে শ্রীরাধিকা প্রিয়তমকে অস্ফুট মধুরস্বরে কিছু বলিতে লাগিলে তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—“হে রাধে ! তোমার শোভন-দশনশালি বদনে একি অক্ষর-মাধুরী স্ফূর্ত্তি পাইতেছে ! ও যে কোকিলকুলকেও আকুল করিল। প্রিয়তমে ! আর অধিক কি বলিব, উহার দ্বারা অমৃতেরও বৈফল্য জন্মিল ।” (৮০৯) শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রতি পুনরায় কটাক্ষপাত করিতে লাগিলে তখন আপনার সখীর প্রতি অপর কোন সখী কহিলেন,—“বয়স্যে ! শ্রীরাধার দৃগঞ্চল কেমন চঞ্চল হইয়া তির্য্যগ্‌ভাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে ; নৃত্যদ্বারা ভ্রূলতা বিরাজিত, কুন্দপুষ্পতুল্য হাস্যচন্দ্রিকায় মুখচন্দ্র অতিশয় উজ্জ্বল, গণ্ডযুগলে কুণ্ডল দোদুল্যমান, আর বদনবিধুতে এরূপ বাক্য উদ্‌গত হইতেছে যে, তদ্দ্বারা কন্দর্পসম্বন্ধীয় যাবতীয় আগম অর্থাৎ বশীকরণ, উচ্চাটন, উন্মাদন ও মোহনাদি সিদ্ধিমন্ত্রসকল অসম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতেছে এবং বক্ষঃস্থলে মনোরম হার ইত্যাদির শোভাও বিলাস-তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের

ভ্রুবোর্বিক্ষেপস্তে কবলয়তি মীনধ্বজ-ধনুঃ-
প্রভারম্ভং রম্ভাশ্রিয়মুপহসন্ত্যূরুযুগলম্।
কুচদ্বন্দ্বং ধত্তে রথচরণযূনোর্বিলসিতং
বরোরূণাং রাধে! তরুণি-মণিচূড়ামণিরসি ॥৮১০ ॥
(উ০ ৫।২৯)

প্রেয়স্যঃ পরমাদ্ভুতাঃ কতি ন মে দীব্যন্তি গোষ্ঠান্তরে
তাসাং নোজ্জ্বলনর্মভঙ্গিভিরপি প্রাপ্তোহস্মি তুষ্টিং তথা।
দ্বিত্রৈরদ্য মুহুস্তরঙ্গদধর-গ্রস্তার্দ্ধবর্ণৈর্যথা
রাধায়াঃ সখি! রোষগদ্গদপদৈরাক্ষেপবাগ্বিন্দুভিঃ ॥ ৮১১॥
(উ০ ১২।১৬)

ইতি মাধবেহভিদধতীহ দীপিত-
প্রমদামণীমুখমুদঞ্চিতস্মিতম্।
দরভুগ্নতার-সরসেক্ষণং ক্ষণা-
দধয়দ্দৃশোচ্চলিতয়া ভৃশোৎসুকঃ ॥ ৮১২ ॥

হৃদয় অপহৃত হইয়াছে।" (৮১০) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে রাধে! তোমার ভ্রূভঙ্গীর কি আশ্চর্য্যশক্তি! উহার দ্বারা কন্দর্পধনুর প্রভারম্ভ গ্রস্ত হইল, তোমার উরুযুগলের শোভাসমক্ষে রম্ভাবৃক্ষের শ্রীও বিশ্রীবোধ হয়, তোমার কুচযুগল চক্রবাকমিথুনের বিলাস ধারণ করিতেছে; অতএব হে রাধে তুমি বরোরু রমণীগণেরও তরুণিচূড়ামণি হইয়াছ।" (৮১১) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে বিশাখে! এই গোষ্ঠাভ্যন্তরে আমার কত কত না প্রেয়সী ক্রীড়া করিতেছে, কিন্তু তাঁহাদের উজ্জ্বলনর্ম্মভঙ্গীসকলে আমি তদ্রূপ পরিতৃপ্ত হই নাই, অদ্য যেমন শ্রীরাধার রোষবশতঃ অধরতরঙ্গগ্রস্ত দুই তিনটি আক্ষেপ অর্দ্ধোচ্চারিত বাগ্বিন্দু অর্থাৎ ভোঃ করালিকানপ্ত্রী (চন্দ্রাবলী)-ক্রীড়ামৃগ! ভোঃ কপটকুটিনাটী-সূত্রধার! আমার নয়নপদবী

মধুরিপু-রতিলীলাগাধ-পীযূষসিন্ধুঃ
সতত-দুরবগাহঃ প্রেমতীর্থাবগাহৈঃ।
প্রণয়িবিরললোকৈঃ স্বাদ্যতেঽসৌ যদন্যৈঃ
কবিভিরপি তটস্থৈঃ স্পৃশ্যতে ভাগ্যমেতৎ ॥৮১৩॥
(গোবি০ ১৫।৪২)

অথ বিবিধবিলাসশ্রান্তিতঃ ক্লান্তিপূর্ণা
অবসর-নিজসেবাভিজ্ঞয়োপেত্য তূর্ণম্।
জলমনু জললীলাবাঞ্ছয়াল্যা তদান্ত-
র্হরি-হরিদয়িতাল্যশ্চাল্যমানা বভূবুঃ ॥৮১৪॥
(গোবি০ ১৫।৪৩)

দূষিত করিও না, এখান হইতে দূরীভূত হইয়া যাও—ইত্যাদি বাক্যে পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।" (৮১২) শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বলিতে লাগিলে রমণী-শিরোমণি শ্রীরাধিকার বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত এবং মৃদুহাস্যযুক্ত হইল, নয়নযুগল সরস ও নেত্রতারকা ঈষৎ কুটিল হইল। মাধব তখন অত্যন্ত উৎসুক হইয়া উচ্ছলিত-নয়নে ক্ষণকাল তাঁহার ঐ মুখমাধুরী পান করিতে লাগিলেন। (৮১৩) মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের এই মধুর রতিলীলারূপ অগাধ অমৃতসাগর, যাহা ব্রহ্মরুদ্রাদি ও অপরাপর মহাজনদিগেরও দুরবগাহ অর্থাৎ প্রবেশ করা দুঃসাধ্য এবং প্রেমরূপ তীর্থে অবগাহনপরায়ণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসের প্রেমিক জন সকলের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক মধুর-রসাশ্রিত প্রেমিক জনমাত্রই যাহার আস্বাদন করিয়া থাকেন, তাহাতে আমাদের মত অরসজ্ঞ তটস্থ ব্যক্তিগণও যে ইহাকে স্পর্শ করিতেছে, ইহার পর আর কি সৌভাগ্য আছে? (৮১৪) অনন্তর সকলে বিবিধ বিলাসশ্রমে শ্রান্ত হইলেও অবসরপ্রাপ্ত স্বসেবায় অভিজ্ঞা জলক্রীড়া-বাসনারূপা সখী অবিলম্বে তাহাদের হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে চালিত করিলে

গ্রীবান্তসংযমিত-কেলিবিমুক্তকেশাঃ
সংবস্ত্রিতাভিনবশুক্লসুচীনচেলাঃ ।
সেবাপরালিনিচয়ৈরবতারিতাতি-
ভারাঙ্গভূষণচয়াঃ সুদৃশো বভূবুঃ ॥৮১৫॥
(গোবি০ ১৫।৪৪)

উদ্যৎসুধাংশু-শতপুষ্করনিন্দিকান্তিঃ
প্রোদ্যদ্‌বিভাকর-বিকস্বর-পুষ্করাক্ষঃ ।
কন্দর্পসৌমনসপুষ্করজিৎকটাক্ষঃ
শ্রান্তিপ্রশান্তিকরপুষ্কর-কেলিলোলঃ ॥ ৮১৬ ॥
(গোবি০ ১৫।৪৫

সংবেষ্টিতঃ সকর-পুষ্করিণীভিরাভিঃ
কৃষ্ণঃ প্রিয়াদয়িত-পুষ্করিণীং জগাহে ।
শ্রান্তঃ শ্রমাকুলিত-পুষ্করিণীঘটাভিঃ
স্বৈরী বনেচরমদোৎকট-পুষ্করীব ॥ ৮১৭ ॥
(গোবি০ ১৫।৪৬)

হরিপ্রিয়া শ্রীরাধা এবং ললিতাদি সখীগণ সকলেই সরোবরের জলমধ্যে বিহারার্থ গমন করিলেন। (৮১৫) প্রথমতঃ জলক্রীড়ার উপযোগী বেষভূষায় গোপীসকল বিভূষিত হইলেন। এই বিষয় বর্ণনপূর্বক বলিতেছেন,—জলক্রীড়া-সময়ে সখীগণের ক্রীড়াবিমুক্ত কেশপাশ গ্রীবাসমীপে বদ্ধ হইল ; সকলেই অতি সূক্ষ্ম ও অভিনব শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং জলক্রীড়ার্থ সেবাপরায়ণা সখীগণ তাঁহাদের রঙ্গ হইতে "যাহা অতিশয় ভার" সেই সমস্ত ভূষণ উন্মোচন করিলে সুলোচনা গোপাঙ্গনাসকল অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিলেন।

জলকেলি

(৮১৬-৮১৭) যাঁহার অঙ্গকান্তি-সমুদিত শত শত শশধর-সমন্বিত সুনীল আকাশকে তিরস্কার করে, প্রভাশীল প্রভাকরের করস্পর্শে বিকসিত

নেত্রোৎপলাস্য-কমলালকলোলভৃঙ্গা
বক্ষোজ-কোকযুগলা তনুদোর্ম্ৃণালা।
কৃষ্ণাক্ষিমত্তগজয়োর্জলকেলিতুষ্ট্যৈ
গোপীততিঃ প্রথমতঃ সরসী তদাসীৎ ॥ ৮১৮ ॥

(গোবি০ ১৫।৪৭)

ভীরুস্বভাবাদজলাবগাহাঃ, কাশ্চিত্তটস্থাঃ সলিলৈর্নিষিচ্য।
বলাদ্ গৃহীত্বা বসনেঽপযান্তী,-র্নিন্যুর্হসন্ত্যঃ সলিলান্তরন্যাঃ ॥৮১৯॥

(গোবি০ ১৫।৪৮)

কমলের ন্যায় যাঁহার নেত্রপদ্ম, মদনের পুষ্পময় খড়্গফলকের বিজেতা যাহার কটাক্ষপাত, শ্রান্তি-প্রশান্তিকর জলক্রীড়ায় যিনি সতৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণ পুষ্করিণী অর্থাৎ হস্তিনীরূপ এই গোপাঙ্গনাগণে সম্যক্ বেষ্টিত হইয়া পরিশ্রান্ত ও স্বেচ্ছাবিহারশীল বনচারী মদমত্ত উৎকট পুষ্কর অর্থাৎ শুণ্ডধারী গজরাজ যেরূপ পরিশ্রান্ত করিণীগণে পরিবৃত হইয়া কমলশ্রেণীবিরাজিত সরোবরে অবগাহন করে ; সেইরূপ তিনিও কন্দর্পমদে সম্যক্ মত্ত হইয়া প্রিয়তমা শ্রীরাধিকার প্রিয় সরোবরে প্রবেশ করিলেন। (৮১৮) জলকেলিতে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগলরূপ মদমত্ত গজরাজদ্বয়ের জলক্রীড়াবিষয়ে আনন্দ সম্পাদন করিবার নিমিত্ত গোপীসকলই সরোবরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, যেহেতু তাঁহাদের নেত্রোৎপল ও মুখপদ্মই কমল, অলক-শ্রেণীই ভৃঙ্গপংক্তি, স্তনযুগলই চক্রবাকদ্বয় এবং দেহলতা ও ভুজলতাই মৃণালরূপে শোভা পাইতে লাগিল। (৮১৯) ভীরুস্বভাব-প্রযুক্ত কতিপয় ব্রজসুন্দরী, সরোবরের জলে অবগাহন না করিয়া তীরে অবস্থিতা ছিলেন। জলমধ্যবর্ত্তিনী অন্য কতিপয় ব্রজাঙ্গনা তাঁহাদিগের অঙ্গে জলসেচন করিতে থাকিলে তাঁহারা যখন পলায়নপরায়ণা হইলেন, তখন ঐ জলস্থা গোপীগণ হাস্য করিতে করিতে বলপূর্ব্বক বস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে জলমধ্যে

কাশ্চিৎ স্বজানুদ্বয়সে স্থিতা জলে
ভীত্যোরুদঘ্নে প্রিয়সেকতো পরাঃ।
স্বনাভিমাত্রে সলিলে স্থিতো হরিঃ
সর্বা ন্যসিঞ্চদ্‌বিহসন্ বলাজ্জলৈঃ ॥ ৮২০ ॥
(গোবি০ : ৫।৪৯)

তাঃ পরস্পর-বিষক্ত-শরীরাঃ, কেলিলোলমনসস্ত্বতিধীরাঃ।
কৃষ্ণসন্নিধিবিয়োগভীতাঃ, পর্য্যপর্য্যপরিচেলুরভীতাঃ ॥ ৮২১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৩৬)

কাপি কৃষ্ণকৃত-পুষ্পবিভূষা,-হানয়ে ধৃত-নিমজ্জনদোষা।
কূলমূলমবলম্বিতুকামা, তস্থুষী বিরুরুচে বররামা ॥ ৮২২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৩৭)

তাং বিলোক্য সুমুখীমথ কূলে, স্বাভিলাষ-রভসেষ্বনুকূলে।
সত্বরাঃ প্রণয়তোঽতিবিচিত্রা,-দুৎসুকা বিচকৃষুর্মৃগনেত্রাঃ ॥ ৮২৩
(কৃষ্ণা০ ৪।১৩৮)

আনয়ন করিতে লাগিলেন। (৮২০) কতিপয় গোপাঙ্গনা জানুপরিমিত জলে অবস্থিত এবং অন্যান্য কোন কোন ব্রজাঙ্গনা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের জলসেচনভয়ে স্বীয় উরু-পরিমিত জলে অবস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ নাভিজলে অবস্থিত হওত হাস্যবদনে সেই সকল প্রিয়াদিগকে বলপূর্ব্বক জলদ্বারা সেচন করিতে লাগিলেন। (৮২১) গোপীগণ তখন কেলিবিলাসে চঞ্চলমনা হইলেও অতি ধীরই ছিলেন। গুরুজনগণের ভয় না থাকিলেও কিন্তু পাছে শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধির বিয়োগ হয়, এই আশঙ্কায় সুভীতই হইলেন এবং তজ্জন্য পরস্পর মিলিত হইয়া উপর্য্যপরি চলিতে লাগিলেন। (৮২২) কোনও বররামা কৃষ্ণকৃত পুষ্পভূষার নাশ আশঙ্কায় জলে নিমজ্জন দোষকর ভাবিয়া কূলেই অবস্থান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শোভা পাইতেছেন। (৮২৩) স্বাভিলাষময়

তাং তথাপি কৃতভূরি-বিলম্বা,-মম্বুভির্ভৃত-করাম্বুজবিম্বাঃ।
তাঃ সমং সরসচারুবিলাসা, নির্ভিয়োঽভিষিষিচুঃ কৃতহাসাঃ ॥৮২৪
(কৃষ্ণা০ ৪।১৩৯)

আননৈঃ সরসিজৈঃ কুচকুম্ভৈ,-শ্চক্রবাকমিথুনৈর্গতদম্ভৈঃ।
নাভিভির্ঘনরসভ্রমিগর্ত্তৈ,-র্মৈত্র্যবাস সুষমা-পরিবর্ত্তৈঃ ॥ ৮২৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৪০)

আত্তপাণিরিতরেতরমাসা,-মাবলিঃ কনকজালবিলাসা।
আববার হৃদয়েশমমন্দং, চন্দ্রিকাততিরিবাম্বুদবৃন্দম্ ॥ ৮২৬ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৪১)

বন্ধমেত্য স তদন্তরবর্ত্তী, ভ্রূবিভঙ্গ-বরনর্ত্তকনর্ত্তী।
সুভ্রুবাং নয়ন-বিদ্রবশূরৈ,-র্বন্ধভঙ্গমকরোজ্জলপূরৈঃ ॥ ৮২৭ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৪২)

আনন্দে অনুকূল কূলে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া সেই সুমুখীকে এই হরিণনয়না গোপীগণ অতি বিচিত্র প্রণয়ভরে উৎসুকা হইয়া অতি সত্বর আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। (৮২৪) তাহাতেও অতি বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া হস্তকমলে জল লইয়া হাসিতে হাসিতে সেই রমণীয় চারু বিলাসময়ী গোপীগণ নির্ভীকভাবে যুগপৎ তাঁহার অঙ্গে জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। (৮২৫) তাঁহাদের বদনে ও পদ্মে, উন্মুক্ত কুচকুম্ভে ও (দম্ভহীন) চক্রবাকযুগলে, নাভিতে ও জলাবর্ত্তযুক্ত গর্ত্তে, পরস্পরের সুষমা-পরিবর্ত্তন-দ্বারা মিত্রতা সংস্থাপিত হইল। (৮২৬) অন্যোন্যে হস্তধারণ করিয়াও এই গোপীগণ একটী স্বর্ণজালের ন্যায় বিলাস অর্থাৎ শোভাপ্রাপ্ত হইয়া জ্যোৎস্নারাশি যেমন মেঘবৃন্দকে আবরণ করে, তদ্রূপ তাঁহারাও প্রাণেশ্বরকে বেষ্টন করিলেন। (৮২৭) বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে থাকিয়াই কটাক্ষভঙ্গীরূপ শ্রেষ্ঠ নর্ত্তককে নৃত্য করাইলেন এবং সুন্দরীদিগের নয়ননিরসন (বন্ধ) করিবার জন্য মহাদারুণ জলপ্রবাহদ্বারা ঐ মণ্ডলীবন্ধন ভঙ্গ করিলেন।

তাঃ সমেত্য রভসাদবিদূরং, বারিভিঃ সিষিচুরঞ্জলিপূরম্ ।
পাণিরুদ্ধনয়নঃ কৃতহর্ষং, শেক এষ সুদৃশাঞ্জলবর্ষম্ ॥ ৮২৮ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৪৩)

বারিবর্ষ-রভসেন বিহস্তঃ, সুভ্রুবামপঘনোঽথ সমস্তঃ।
এক এব কিল কিন্তু ন জগ্লৌ, হর্ষতো বদনবিম্ব ইব গ্লৌঃ ॥৮২৯॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৪৪)

তং সিষেচ করপঙ্কজকোষৈঃ, সাম্বুভিঃ সমণি-কঙ্কণঘোষৈঃ ।
বারুণাস্ত্রমেব তৎ কুসুমেষো,-রত্যসহ্যমভবদ্বিজিগীষোঃ ॥৮৩০॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৪৬)

অম্বুদস্য কুতুকাজ্জলযন্ত্রী,-ভূতমঞ্জলিপুটং বিনিয়ন্ত্রী ।
অক্ষিপজ্জলভরং করাভ্যাং, দীর্ঘধারমতিচারুতরাভ্যাম্ ॥ ৮৩১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৪৭)

হৃৎপতেরুরসি সা জলধারা, পেতুষী বিরুরুচেহলমুদারা ।
মন্মথস্য গুরুদীর্ঘশলাকা, কাপি শক্তিরিব রুদ্ধপতাকা ॥ ৮৩২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৪৮)

---

(৮২৮) তাঁহারা সকলে নিকটে আসিয়া অঞ্জলি অঞ্জলি করিয়া জলসিঞ্চন করিতে লাগিলে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দভরে হস্তদ্বারা নিজ নয়ন রুদ্ধ করিয়া তাহাদের জলবর্ষণ সহ্য করিলেন। (৮২৯) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকৃত বারিবর্ষণবেগে সুন্দরীদের সকল অঙ্গই ব্যাকুল হইল ; কিন্তু একমাত্র বদনবিম্বই চন্দ্রমাবৎ আনন্দভরে বিম্লান হইল না। (৮৩০) মণিময় কঙ্কণের শব্দসহিত করপদ্ম-কোষস্থ জলরাশি দ্বারা তখন শ্রীরাধিকা তাঁহাকে সিঞ্চন করিতে থাকিলে মনে হইল যেন তাহা কামদেবের বরুণাস্ত্রবৎ বিজিগীষু শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অতি অসহ্যই হইল। (৮৩১) কৌতুকবশতঃ নিজ অঞ্জলিপুটকে মেঘেরই জলযন্ত্রস্বরূপ করিয়াই বুঝি তখন তিনি (শ্রীরাধা) অতি চারুতর করভ (মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত হস্তের বহির্ভাগ)-যুগলদ্বারা দীর্ঘধারে জলরাশী

শশ্লথে ভগবতী বনমালা, হারযষ্টিরপতৎ সুবিশালা।
এক এব বলবান্ প্রিয়দেহে, কৌস্তুভঃ পরিভবং স বিষেহে ॥৮৩৩॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৪৯)

সহ্যতাময়ময়ং মম পাথঃ,-সেক ইত্যথ নিগদ্য স নাথঃ।
প্রেয়সী-বদন এব সহর্ষং, সস্মিতং সরসমঞ্জুরবর্ষ ॥ ৮৩৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৫০)

পাণিপদ্মকৃতলোচনরোধা, কৃষ্ণ-কীর্ণসলিলৈঃ কৃতবাধা।
অঞ্জসাঽসহত খঞ্জননেত্রা, প্রেমিণী-মতিরতীব বিচিত্রা ॥৮৩৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৫১)

অথৈত্য মধুসূদনে ধয়তি তা বলাৎ পদ্মিনী-
রপাঙ্গশরপঞ্জরান্তরমপি প্রবিশ্যৌজসা।
সঝঙ্কৃতি-মণীময়াভরণমাদদানে মৃগী-
দৃশাং কলকলেঽপ্যলং শিখিপিকৈঃ প্রবৃদ্ধীকৃতে ॥৮৩৬॥
(কৃ০ ভা০ ১৪।৪০)

বর্ষণ করিতে লাগিলেন। (৮৩২) প্রাণনাথের বুকে সেই মনোজ্ঞ জলধারা পড়িয়া অতিশয় দীপ্তি পাইতেছিল। মনে হয় বুঝি কামদেবের পতাকাশূন্য অথচ অতি দীর্ঘ শলাকাযুক্ত কোনও অনির্ব্বাচ্য শক্তিই তাঁহাকে বিদ্ধ করিতেছে। (৮৩৩) শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্রের বনমালা শিথিল হইল—সুবিশাল হারলতাও পতিত হইল কিন্তু প্রিয়তমের অঙ্গে একমাত্র বলবান্ কৌস্তুভই এই পরিভব (অকাতরে) সহ্য করিল। (৮৩৪) তখন প্রাণনাথ 'আমার এই জলসেক সহ্য কর, দেখি'—বলিয়াই আনন্দের সহিত প্রেয়সীর বদনেই হাস্য-সহকারে রসময় মনোজ্ঞ জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। (৮৩৫) শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক বিকীর্ণ জলধারায় পীড়া অনুভব করিলেও কিন্তু খঞ্জননেত্রা শ্রীরাধা হস্ত-পদ্মদ্বারা নয়ন রোধ করত সেই জলধারা অনায়াসে সহ্য করিলেন। অহো!

কুচান্ বিগতকঞ্চুকান্ নখর-বিক্ষতান্ দোর্দ্বয়ৈঃ
পিধায় তিমিতায়তালকলিপি-প্রলিপ্তাননা।
নিবধ্য শশিশেখরান্ বিসমিষোগ্রপাশৈর্বভা-
বনঙ্গপৃতনৈব সা ন খলু পদ্মিনী-সংহতিঃ ॥ ৮৩৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৪।৪৩)

ততঃ শ্বসিত-সঞ্চলচ্চলদল-চ্ছদাভোদরা
গিরা স্খলিত-গদ্‌গদাক্ষরভৃতৈত্য নান্দীমুখীম্।
জগাদ কিমপি প্রিয়প্রতিহৃতোত্তরীয়াবলা-
ততির্বিগতভূষণাপ্যতনুমাধুরীং বিভ্রতী ॥ ৮৩৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৪।৪২)

প্রেমিকার মতি অতি অদ্ভুতই বটে !! (৮৩৬) অনন্তর শ্রীরাধাদি পদ্মিনী-গণের অপাঙ্গশরপঞ্জরমধ্যে বলপূর্ব্বক মধুসূদন প্রবেশ করিয়া মধুপান করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং মণিময় আভরণ সকল খুলিয়া লইতে লাগিলেন; তাহাতে অলঙ্কারগণের ঝঙ্কার হইতে লাগিল এবং শ্রীরাধা প্রভৃতির মধ্যে 'কেহ আমার হার গেল', 'কেহ আমার পদক গেল', 'কেহ আমার কাঞ্চী গেল', 'কেহ কিঙ্কিণী গেল', 'কেহ বা বলয়াদি খুলিয়া লইবার সময় বড় ব্যাথা লাগিতেছে বলিয়া উচ্চৈঃ রব করিতেছেন', তাহাতে যে কোলাহল হইল, তাহা শ্রবণ করিয়া ভয়বশতঃ কেকী, কোকিল প্রভৃতি যে উচ্চ শব্দ করিতে লাগিল, তাহা দ্বারা শ্রীরাধাদির কোলাহল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। (৮৩৭-৮৩৮) শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরমণীগণের উত্তরীয় বসন, কঞ্চুক ও আভরণ হরণ করিয়া লইলে ইহারা অতি অনির্ব্বচনীয় মাধুরী ধারণ করিলেন। ইঁহাদের মন্দপবনে কম্পিত অশ্বত্থপত্রের সদৃশ উদর অতিশয় শোভা ধারণ করিল। ইঁহারা লজ্জাবশতঃ বিগতকঞ্চুক ও হরিনখর-বিক্ষত স্বীয় স্বীয় কুচযুগল বাহুদ্বারা আবরণ করিলেন। ইঁহাদের মুখে আর্দ্রীভূত

ক্লিন্নাতিসূক্ষ্মবসনান্তরুদীর্ণতত্ত-
দঙ্গালি-সৌষ্ঠব-সরিৎসুষমাপ্সু তাসাম্।
মগ্নং হরের্লসতি নেত্রমদেভযুগ্মং
তস্যাপি তাসু দয়িতাদৃগিভীঘটাপি ॥ ৮৩৯ ॥

(গোবি০ ১৫।৫০)

রাজীব-রক্তোৎপল-পুণ্ডরীক-
কহ্লার-নীলোৎপলকৈরবাণাম্।
স্রবন্মরন্দৈশ্চ পতৎপরাগৈঃ
সৌরভ্যভাজ্যম্ভসি তা বিজহ্রুঃ॥ ৮৪০ ॥

(গোবি০ ১৫.৫২)

অলক প্রলিপ্ত হইল। ইঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল, ইঁহারা পদ্মিনী রমণী নহেন, কিন্তু শশিশেখরগণকে অর্থাৎ শিবলিঙ্গসকলকে অসম বাণের (মদনের) ভয়ঙ্কর পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্বক কামের সেনাগণ যেন শোভা-বিশেষ ধারণ করিয়াছে। ইঁহারা এই অবস্থায় নান্দীমুখীর নিকট আগমনপূর্বক স্খলিত গদগদাক্ষরযুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন। (৮৩৯) অনন্তর জলসিক্তাঙ্গী সেই সেই ব্রজসুন্দরীদিগের জলক্লিন্ন অতি সূক্ষ্ম বসন মধ্যে সুস্পষ্ট অঙ্গসৌষ্ঠব-রূপ নদীসমূহের শোভারূপ জলমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নয়নরূপ মদমত্ত হস্তী দুইটী মগ্ন হইয়া শোভা পাইতে লাগিল এবং শ্রীকৃষ্ণের জলক্লিন্ন বস্ত্র—অঙ্গসংলগ্ন হইলে তন্মধ্য হইতে নিঃসৃত দেহকান্তিরূপ নদীসমূহের শোভারূপ জলমধ্যে গোপীদিগের দৃষ্টিরূপ করিণীগণ মগ্ন হইয়া অত্যাশ্চর্য্য শোভা পাইতে লাগিল। তাৎপর্য্য এই যে, দেহ জলসিক্ত হওয়ায় পরস্পরের দেহ-সৌন্দর্য্য পরস্পর দর্শন করিতে লাগিলেন। (৮৪০) অনন্তর কমল, রক্তোৎপল, শ্বেতকমল, কহ্লার, নীলকমল ও কৈরবের বিগলিত মকরন্দ ও পতিত পুষ্পধূলিতে (কুসুম-পরাগে) সৌরভান্বিত জলমধ্যে গোপাঙ্গনাগণ বিহার

ব্যাত্যুক্ষী-প্রধনং তদা সমভবত্তাভিঃ সমং শ্রীহরে-
র্যত্রাসাং মৃদুসেচনৈঃ স বিদধে প্রোৎসাহবৃদ্ধিং ক্ষণম্।
সিঞ্চন্ত্যঃ পরিতো নিরন্তরজলাসারৈরমুং তা ব্যধু-
র্ভীত্যাধোবদনং করাঙ্গুলিদলৈ রুদ্ধাক্ষিনাসাশ্রুতিম্ ॥ ৮৪১ ॥
(গোবি০ ১৫।৫৫)

জলক্রীড়াকালে কমলিন্যেকবিপিনে
নিলীনা শ্রীরাধা যদধিকমলং চুম্বতি হরৌ।
স্ববক্ত্রাব্জভ্রান্ত্যা হসিতমথ নালং স্থগয়িতুং
হসিত্বা কান্তেনাধ্রিয়ত হসিতালী-পরিকরা ॥ ৮৪২ ॥
(বৃন্দা০ ৩।৩৬)

সখীভিঃ সম্ভূয় স্বকরকমলদ্বন্দ্বকলিতৈ-
র্জলৈঃ সেকং রাধা বহু বিদধতী নাগরমণেঃ।
সুধাপূর্ণান্ বর্ণানমিতবদনেন্দোরলমলং
জিতোঽস্মীত্যাকর্ণ্যাহসদুপরতা যত্র কিমিতি ॥ ৮৪৩ ॥
(বৃন্দা০ ৫।৪)

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৮৪১) তৎকালে ব্রজাঙ্গনাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মহান্ জলযুদ্ধ আরব্ধ হইল, যে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল স্বীয় কান্তাদিগের প্রতি মৃদু মৃদু জলসেচনে তাহাদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রিয়াগণ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকে জলধারায় সেচন করিতে লাগিলে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক তাহারাও অবিরত জলধারায় অভিষিক্ত হইয়া ভয়হেতু হস্তাঙ্গুলিদলে স্ব-স্ব নেত্রযুগল নাসিকা ও শ্রবণদ্বয় সহিত বদন আচ্ছাদন-পূর্বক অধোবদনা হইলেন। (৮৪২) জলক্রীড়াকালে শ্রীরাধা এক স্বর্ণ-পদ্মবনে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন। অতঃপর যখন শ্রীহরি তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য শ্রীরাধিকার সুন্দর বদনকমল ভ্রমে কমলে কমলে

ধনাশ্রীঃ

রাধে ! নিজকুণ্ডপয়সি তুঙ্গীকুরু রঙ্গম্।
কিঞ্চ সিঞ্চ পিঞ্ছমুকুটমঙ্গীকৃতভঙ্গম্ ॥ ধ্রু ॥
অস্য পশ্য ফুল্লকুসুমরচিতোন্নতচূড়া।
ভীতিভিরতিনীলনিবিড়কুন্তলমনুগূঢ়া ॥
ধাতুরচিত-চিত্রবীথিরম্ভসি পরিলীনা।
মালাপ্যতিশিথিলবৃত্তিরজনি ভৃঙ্গহীনা ॥
শ্রীসনাতন-সুমণিরত্নমংশুভিরপি চণ্ডম্।
ভেজে প্রতিবিম্বভাবদন্তাত্তব গণ্ডম্ ॥ ৮৪৪ ॥

(স্তo গীতা৩ ৪২)

চুম্বনদান করিতে থাকিলেন, তখন শ্রীরাধা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে সখী ও পরিকর সকল হাস্য করিতে থাকিলে কান্ত শ্যামসুন্দর তখন সহাস্যে প্রিয়তমাকে ধরিয়া ফেলিলেন। (৮৪৩) অনন্তর শ্রীরাধা সকল সখীর সহিত একত্র মিলিয়া নাগরমণির গাত্রে নিজ করকমল-যুগলে গৃহীত জলরাশিদ্বারা সিঞ্চন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বদনচন্দ্র অবনত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আর না আর না, আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম। শ্যামসুন্দরের এই সুধাপূর্ণ বর্ণসমূহ শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা জলসেকে বিরত হইয়া কি মোহন আশ্চর্য্য হাস্যই করিয়াছিলেন। (৮৪৪) তখন কোন সখী শ্রীরাধিকাকে বলিতে লাগিলেন,—"হে শ্রীরাধিকে ! তুমি স্বকীয়কুণ্ডসলিলে সম্যক্ বিনোদ বিস্তার কর। ভঙ্গ অর্থাৎ পরাজয় স্বীকার করিয়া পলায়মান পিচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণকে সেচন করিয়া আর ফল কি ? ইহার বিকসিত পুষ্পনির্মিত মস্তকের অবতংস তোমার ভয়ে যেন নিবিড় নীলকুন্তলপাশে গূঢ় হইতেছে। ইহার গৈরিকাদি ধাতুনির্মিত তিলক-পংক্তি কুণ্ডবারিদ্বারা ধৌত হইয়াছে এবং কণ্ঠস্থ

কাচিদাহ—চূড়া পশ্চাদপসৃতবতী কৌস্তুভো বিম্বদন্তাদ্-
গণ্ডে তেঽসৌ শরণমভজৎ কুণ্ডলে কম্পলোলে।
লীনঞ্চাসীত্তিলকমলিকে ছিন্নভিন্নাস্ত মালা
তস্মাদ্যুদ্ধাদ্বিরম সখি! মা কাতরং পীড়য়ামুম্॥৮৪৫॥
(গোবি০ : ৫:৬৮)

হরি-হরিদয়িতানাং গাত্রসৌরভ্যশৈত্যৈ-
রধিকসুরভিশীতং তোয়মাসীৎ সরস্যাঃ।
অসিত-সিতপিশঙ্গৈঃ কর্বুরং চাঙ্গরাগৈ-
র্ভবতি হি গুণসঙ্গান্নির্মলানাং গুণাপ্তিঃ॥ ৮৪৬॥
(গোবি০ ১৫।৯১)

পুষ্পমালাও শিথিল হইয়াছে সুতরাং ভৃঙ্গগণ উহাতে আর উপবেশন করিতেছে না। শ্রীকৌস্তুভমণি স্বকীয় অংশুপটলদ্বারা অতি তীব্র প্রতাপ হইয়া দেখ তোমার গণ্ডদেশে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। (৮৪৫) হে রাধে! যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও, ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণের চূড়া পশ্চাৎ দেশে লম্বমান হইয়াছে, কৌস্তুভমণি প্রতিবিম্বচ্ছলে তোমার গণ্ডদেশে আশ্রয় লইয়াছে অর্থাৎ তোমার গণ্ডদেশে কৌস্তুভমণির ছায়া পতিত হইয়াছে, তথা কর্ণযুগলের কুণ্ডলদ্বয় কম্পবশতঃ চঞ্চল, ললাটের তিলক ললাটেই বিলীন এবং গলদেশের মালাও ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, অতএব হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় কাতর হইয়াছেন, ইহাকে আর পীড়া প্রদান করিও না। (৮৪৬) শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজসুন্দরীদিগের অঙ্গের সৌরভ্য ও শৈত্যগুণে সরোবরের জল অতিশয় সুরভি ও শীতল হইল এবং অসিত অর্থাৎ শ্যামবর্ণ মৃগমদসিত অর্থাৎ শুক্লবর্ণ চন্দন ও পিঙ্গলবর্ণকুঙ্কুম এই ত্রিবিধ-বর্ণের অঙ্গরাগদ্বারা ঐ জল কর্বুর অর্থাৎ বিবিধ বিচিত্র বর্ণে যুক্ত হইল। কেননা, গুণিগণের সংসর্গে নির্মল বস্তুসকলেরও গুণপ্রাপ্তি হয়। যেমন

এবমেব বিরতে জলযুদ্ধে, মন্মথস্য রভসে প্রতিবুদ্ধে।
আহবঃ সমজনিষ্ট স পদ্মা,-পদ্মি পদ্মনয়নাবলিসদ্মা ॥ ৮৪৭ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৫২)

আলিভিঃ সমবচিত্য বিতীর্ণৈঃ, পঙ্কজৈঃ করতলেঽনুপশীর্ণৈঃ।
উদ্ভুজা দরবিকস্বরকক্ষং, সা জঘান হৃদয়ে কমলাক্ষম্ ॥ ৮৪৮ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৫৩)

যদ্ যদুৎক্ষিপতি পদ্মমুদারা, বল্লভোরসি সুজাতবিকারা।
তত্তদেব স করেণ গৃহীত্বা, তাং নিহন্তি কুতুকেন হসিত্বা ॥ ৮৪৯ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৫৪)

এবমেবমুভয়োঃ করসঙ্গে, বর্দ্ধিতচ্ছবি গতাগতরঙ্গে।
পঙ্কজং জয়তি তত্র সুপীব,-প্রেমহেমপটবাস-তুরীব ॥ ৮৫০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৫৫)

নির্মল স্ফটিকাদি মণিও রক্তপ্রভৃতি বর্ণের সংসর্গে তদীয় রক্তিমা দ্বিগুণ স্বয়ং ধারণ করে, তদ্রূপ। (৮৪৭) এইভাবে জলযুদ্ধবিরত হইয়া মন্মথ-সম্বন্ধীয় আনন্দ প্রতিবুদ্ধ (জাগরূক) হইল। তখন পদ্মবৎ সুন্দরনয়না গোপীগণকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণসহ পরস্পরের পদ্মাপদ্মি যুদ্ধই চলিতে লাগিল। (৮৪৮) সখীগণ অম্লান পদ্মসকল চয়ন করিয়া করিয়া শ্রীমতীর হস্তে দিতেছেন এবং তিনি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া কক্ষদেশকে কিঞ্চিৎ প্রকাশন-পূর্বক কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের কক্ষাদেশে নিক্ষেপ করিতেছেন। (৮৪৯) সরলা রাধা মহাবিকারগ্রস্তা হইয়া প্রিয়তমের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া যে যে পদ্ম নিক্ষেপ করিতেছেন—তাহা তাহাই শ্রীশ্যামসুন্দর হস্তে গ্রহণ-পূর্বক কুতুকভরে হাসিয়া শ্রীরাধাকে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন। (৮৫০) এই ভাবের গমনাগমন-রঙ্গে উভয়ের করসঙ্গ পাইয়া বর্দ্ধিতকান্তি পদ্মরাজি সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজ করিতেছে। মনে হয় বুঝি সুবিশাল প্রেমরূপ তন্তুবায় স্বর্ণপটবাস- (শাড়ী) বয়নের অভিপ্রায়ে তুরী (মাকু) চালাইতেছে।

তাবতাং জলরুহামনুযায়ী, প্রোল্লসৎপরিমলব্যবসায়ী।
স দ্বয়োরিব কটাক্ষশরোঘঃ, পুপ্লুবেহলিনিকরোহয়মমোঘঃ ॥৮৫১॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৫৬)

দোর্লতে বিলুলিতে ঘনসান্দ্রা, শ্বাসপালিরথ দৃক্ চ সতন্দ্রা।
সুভ্রুবঃ স্তনতটী চ সকম্পা, বর্দ্ধতে তদপি কেল্যনুকম্পা ॥ ৮৫২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৫৭)

প্রোজ্ঝ্য পঙ্কজমলির্বদনেহস্যাঃ, পাদসীম্নি শফরী সবয়স্যা।
নিষ্পপাত যুগপদ্ যদি দূনা, সা ভিয়াস দয়িতোরসি লীনা ॥৮৫৩॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৫৮)

আলয়স্তু সমমেত্য তমেতাঃ, পঙ্কজৈঃ পরিত এবমভীতাঃ।
জঘ্নুরুন্নতভুজাঃ সবিলাসং, তাঞ্চ তঞ্চ পরিহাস-বিকাশম্ ॥ ৮৫৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৫৯)

---

(৮৫১) (নিঃক্ষিপ্ত) সকল পদ্মেরই অনুগামী এবং আনন্দকর পরিমলে লুব্ধ হইয়া সফলকাম ভ্রমরসমূহ যুগলকিশোরের সেই প্রসিদ্ধ কটাক্ষশররাজিবৎ ইতস্ততঃ উড়িতে লাগিল। (৮৫২) সুন্দরী রাধার বাহুলতা অবনমিত হইল, শ্বাসসমূহ ঘনতর হইল, এবং নয়নযুগলও শ্রান্তিভরে অলস হইয়া পড়িল, স্তনতট কম্পিত হইতে লাগিল, তথাপি কিন্তু কেলিতৃষ্ণা বৃদ্ধিই পাইতে থাকিল। (৮৫৩) যখন একটী ভ্রমর পদ্মত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার চরণে পড়িল এবং একইকালে সফরী-সমুদয়ও তাঁহার পাদদেশের আশ্রয়লাভ করিল, তখন সেই ক্লান্তা রাধা ভয়ে প্রিয়তমের বক্ষোদেশে বিলীনা হইলেন। (৮৫৪) তৎপর সেই সখীগণ নির্ভীকভাবে সমবেত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন এবং বিলাসভরে বাহু উন্নত করিয়া পরিহাস-সহকারে শ্রীরাধাকে ও শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া পদ্মসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

তৎসখীজন-সরোরুহবর্ষং, হন্ত ! সা চ স চ সস্মিতহর্ষম্ ।
পদ্মিনীদল-মৃণালবরাভ্যাং, প্রাক্ষিপৎ করতলে বিধৃতাভ্যাম্ ॥৮৫৫॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৬০)

মুখ্যয়া ব্যতনি যুদ্ধবিসর্গঃ, কিং করিষ্যতি সখীজনবর্গঃ ।
ইত্যনর্ত্তি দয়িতস্য সপক্ষৈঃ, পক্ষিভির্জলচরৈর্ধৃতপক্ষৈঃ ॥ ৮৫৬ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৬১)

তামুরোদ্বয়সো বারি-নিমগ্নাং, বীক্ষ্য কৃষ্ণসবিধে মৃদুভুগ্নাম্ ।
প্রাপ কোকমিথুনং নিজগোত্র,-ভ্রান্তিতঃ স্তনযুগান্তিকমত্র ॥৮৫৭॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৬২)

তদ্‌বিলোক্য দয়িতঃ করকোষে,-ণামৃশদ্বলতি মানসতোষে ।
অপ্যধত্ত কুচমণ্ডলমেষা, স্বস্তিকেন ধৃতভূষণবেষা ॥ ৮৫৮ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৬৩)

কণ্ঠমর্পয়তি চারুমৃণালং, বল্লভে সুবলিতং সুবিশালম্ ।
দোর্লতে পুলকিতে বিধুমুখ্যাঃ, প্রেম্ণ এব মহতীয়মভিখ্যা ॥৮৫৯॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৬৪)

---

(৮৫৫) আহা ! ঐ যুগলকিশোর হাস্য ও আনন্দ-সহকারে নিজ করতলে পদ্মপত্র ও মৃণালবর ধারণ করিয়া, ঐ সখীগণকৃত পদ্মবর্ষা নিবারণ করিলেন । (৮৫৬) মুখ্যা শ্রীরাধা যখন যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন, তখন আর সখীসমূহ কি করিবেন ? কাজেই তখন প্রিয়তমের সপক্ষ জলচর পক্ষিগণ পক্ষপ্রসারণ-পূর্বক নৃত্য করিতে লাগিল । (৮৫৭) শ্রীকৃষ্ণসমীপে বক্ষঃপরিমিত জলনিমগ্না শ্রীরাধাকে ঈষদ্ বক্রা দেখিয়া চক্রবাকদ্বয় নিজবংশ ভ্রম করিয়া তাঁহার স্তনযুগলের নিকট আসিল। (৮৫৮) তদ্দর্শনে মানস-সন্তোষ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রিয়তম করকোষ দ্বারা ঐ চক্রবাকদ্বয়কে স্পর্শ করিতে থাকিলে, স্বস্তিকরূপ ভূষণ রচনা করিয়া শ্রীরাধাও কুচযুগলের আবরণ করিলেন। (৮৫৯) প্রিয়তম সুবর্ত্তুল ও সুবিশাল চারুমৃণাল শ্রীরাধার কণ্ঠদেশে

বেষ্টয়ন্তু পরিতো ভবদাল্য,-স্ত্বঞ্চ তিষ্ঠ সখি ! মামনুপাল্য ।
আনয়ধ্বমভিতো মৃগয়িত্বা, মাং নিমগ্নমিহ সাধু গৃহীত্বা ॥ ৮৬০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৬৫)

সুভ্রুবামথ তথা স্থিতবত্যা,-মাবলৌ প্রিয়গিরা রসবত্যাঃ ।
নির্মমজ্জ দয়িতোম্বুনি রম্যঃ, পশ্যতো বিধুমুখীনিকরস্য ॥ ৮৬১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৬৬)

তাঃ পরস্পর-পরাচিতহস্তা,-শ্চন্দ্রিকাবলয়জালবদস্তাঃ ।
মণ্ডলীং বিদধিরে ক্রমহ্রস্বাং, তং বিবেক্তুমুপসর্পণতঃ স্বাম্ ॥৮৬২॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৬৭)

তা উপর্য্যুপরি লগ্নশরীরা, হ্রস্বমণ্ডলতয়া রসধীরাঃ ।
পাণিভিঃ সরসিজৈরিব লোলৈ,-রৈজয়ন্ত সলিলান্যকরালৈঃ ॥৮৬৩॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৬৮)

অর্পণ করিলে, তাহাতে বিধুমুখীর বাহুলতা পুলকিত হইল ; অহো ! এই মহাসভা প্রেমেরই পরিচায়ক। (৮৬০) অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে বলিলেন, —'হে সখি ! তোমার সখীগণ আমাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করুক, আর তুমিও নিরন্তর আমার নিকটেই থাক। আমি জলনিমগ্ন হইলে তোমরা সকলে চারিদিক্ উত্তমরূপে অন্বেষণ করিয়া আমাকে ধর।' (৮৬১) অনন্তর রসবতী শ্রীরাধার ইঙ্গিতে প্রিয়বাক্যে সুন্দরীগণ ঐরূপে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিলে ঐ বিধুমুখীদের সম্মুখেই প্রিয়তম জলমধ্যে নিমজ্জন করিলেন। (৮৬২) গোপীগণ তখন পরস্পর হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক জ্যোৎস্নাবলয় জালবৎ স্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণজন্য মধ্যস্থিতা শ্রীরাধার নিকটবর্ত্তিনী হইতে হইতে ক্রমশঃ হ্রস্ব, হ্রস্বতর, হ্রস্বতম মণ্ডলী রচনা করিলেন। (৮৬৩) সেই সকল রসপণ্ডিতা গোপীগণ ক্রমে হ্রস্বমণ্ডল হইতে হইতে পরে উপর্যুপরি লগ্নশরীর হইয়া (ঠেসা ঠেসি করিয়া) অবস্থানপূর্ব্বক সুকোমল অথচ চঞ্চল

তাঃ ক্রমেণ সবিধং বিধুমুখ্যাঃ, প্রাপ্তবত্য উদিতোৎসবমুখ্যাঃ।
লেভিরে ন রমণং যদি রামা,-স্তস্থুরেব হসিতৈরভিরামাঃ ॥ ৮৬৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৬৯)

তাস্তথা স্থিতবতীর্বিহসন্তী,-র্মধ্যগা বিধুমুখী কলয়ন্তী।
আহ বঃ কতময়ৈব স বামঃ, প্রত্তমন্তরমতো স জগাম ॥ ৮৬৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৭০)

নো ময়া ন চ ময়া ন ময়াপি, প্রত্তমন্তরময়ং তু তথাপি।
কুত্র বা সখি! কয়াপ্যুত রীত্যা, প্রাপলায়ত তবৈব হি ভীত্যা ॥৮৬৬
(কৃষ্ণা০ ৪।১৭১)

তত্ত্বমেব সখি ! বেৎসি নিতান্তং, নো বয়ন্তপগতং তব কান্তম্।
গোপয়স্যপি কথং ত্বদধীনা, মাদৃশীঃ প্রতি বিলাস-নবীনা ॥৮৬৭॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৭২)

হস্তপদ্মদ্বারা জলরাশিকে কাঁপাইতে লাগিলেন। (৮৬৪) এই প্রকারে সেই গোপীগণ মহানন্দোৎসব করিতে করিতে ক্রমশঃ বিধুমুখী শ্রীরাধার নিকটেই আসিলেন। যখন সেই রমণীগণ রমণের কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না, তখন সকলে কেবল হাস্যশোভিতা হইয়াই দণ্ডায়মানা রহিলেন। (৮৬৫) সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া হাস্য করিতে দেখিয়া তখন মধ্যবর্ত্তী বিধুমুখী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বলত তোমাদের মধ্যে কে তাঁহাকে অবকাশ দিয়াছে, তাই সেই কুটিল পলায়ন করিয়াছে? (৮৬৬) তদুত্তরে সখীগণ ক্রমে ক্রমে বলিলেন,—'আমি ত' অবকাশ দেই নাই, আমিও না, আমিও না, তথাপি কিন্তু নাগরেন্দ্র তোমারই ভয়ে কোথায় কি ভাবে পলায়ন করিয়াছে!!' (৮৬৭) হে সখি! তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার তত্ত্ব জান। আমরা তোমার পলায়িত কান্তের কথা কিছুই অবগত নহি; তুমি নবীন রতিচিহ্ন ধারণ করিয়াও কেন তোমারই অধীনা মাদৃশী সখীগণের

ইত্যমূভিরুপহস্য বিনুন্না, সা তিলার্ধবিরহেঽপ্যতিখিন্না।
বিস্মিতা স্থিতবতী কৃতচিন্তং, ন্যক্ষিপদ্দিশি দিশি স্বদৃগন্তম্ ॥৮৬৮॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৭৩)

গুঞ্জিতেন কৃতবাগ্ব্যবসায়ঃ, পুঞ্জিতো মধুলিহাং সমুদায়ঃ।
ব্যাজহার নলিনীবনলীনং, লীলয়া কুতুকিনং তমদীনম্ ॥ ৮৬৯ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৭৪)

তাস্তথৈব কৃতমণ্ডলবন্ধং, তৎপলায়নভিয়াঽপ্রতিবন্ধম্।
সত্বরাস্তমভিতঃ পরিবব্রুঃ, কাং শ্রিয়ঞ্চ পরমাং ন বিবব্রুঃ ॥ ৮৭০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৭৫)

আবৃতঃ স পরিতোঽয়মমূভি,-র্জিত্বরীভিরিব কাম-চমূভিঃ।
আপ তুষ্টিমথ দৃষ্ট্যরবিন্দ,-স্যন্দমান-করুণামকরন্দঃ ॥ ৮৭১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৭৬)

পদ্মিনীবনবিহারিণমেকং, কিং নু বেষ্টয়থ মামতিরেকম্।
নির্জিতা অপি হ্রিয়ং ন লভধ্বে, খেলিতুং পুনরপি প্রযতধ্বে ॥৮৭২॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৭৭)

নিকট গোপন করিতেছ? (৮৬৮) এইভাবে সখীগণকর্ত্তৃক প্রেরিতা ও উপহসিতা হইয়া শ্রীরাধা প্রিয়তমের তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদেও অতি খেদান্বিতা ও বিস্মিতা হইলেন এবং চিন্তা করিতে করিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। (৮৬৯) তখন গুঞ্জনচ্ছলে বাক্য উচ্চারণকারী পুঞ্জীভূত মধুকর সমূহই নলিনীবনে লুক্কাইত লীলাকুতুকী প্রফুল্ল কৃষ্ণের সন্ধান করিয়া দিল। (৮৭০) কৃষ্ণের পলায়নভয়ে তখন সখীগণ পূর্ব্ববৎ অপ্রতিহতভাবে মণ্ডল বন্ধন করিলেন এবং অতি সত্বরই তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। অহো! তখন কিনা পরম সুষমাই প্রকাশিত হইয়াছিল। (৮৭১) কামসেনাবৎ জয়শীলা ঐ সখীগণকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবৃত কৃষ্ণের নয়নারবিন্দ হইতে তখন করুণারূপ মধু ক্ষরিত হইতেছিল এবং তাহাতে তাঁহার সন্তোষও

ইত্যুদার-মধুরং মধুরঞ্জি, ব্যাহরন্তমবলাগণগঞ্জি ।
স-স্ময়ং সকুতুকং সবিরোষং, সুভ্রুবো জগদুরেনমদোষম্ ॥৮৭৩॥
(কৃষ্ণ০ ৪।১৭৮)

পদ্মকেলি-সমরং বিরহয্য, ত্বং সরোরুহবনং প্রপলায্য ।
প্রাপ্তবানসি জিতোঽস্ত্ববলাভি,-র্লজ্জসে ন হি কলাকুশলাভিঃ ॥৮৭৪॥
(কৃষ্ণ০ ৪।১৭৯)

বারিমজ্জনমিষেণ হি মূর্ত্তং, ধূর্ত্তভাবমবলম্ব্য মুহূর্ত্তম্ ।
বর্ত্ম নাথ কতমেন কথং বা, নির্গতোঽসি হ্রিয়মেষি ন কিংবা ? ৮৭৫॥
(কৃষ্ণ০ ৪।১৮০)

বেত্তু কোঽত্র কথয়িষ্যতি কস্মৈ, যুজ্যতে কথয়িতুং ন পরস্মৈ ।
যোঽভবৎ পরিভবো ভবতীভ্য,-স্তং ন্যবেদয়দয়ং নলিনীভ্যঃ ।৮৭৬॥
(কৃষ্ণ০ ৪।১৮১)

এক এষ বহবো হি ভবত্যঃ, খেলনে পরিভবোঽস্তু হি সত্যঃ ।
ইত্যুবাচ সুমুখী যদি মুখ্যা, প্রেয়সো ব্যজনি কাচিদভিখ্যা ॥৮৭৭॥
(কৃষ্ণ০ ৪।১৮২)

হইল । (৮৭২) পদ্মিনীবনে বিহারী একা আমকেই কেন তোমরা বেষ্টন করিতেছ ; পরাজিত হইয়াও কি তোমাদের লজ্জা হইতেছে না ? খেলিবার জন্য আবারও চেষ্টা করিতেছ কি ? (৮৭৩) শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়তারূপ মধুসিক্ত অথচ অবলাগণের গঞ্জনাসূচক বাক্য বলিলে সুন্দরীগণ হাস্য সহকারে কুতুক ও রোষাতিশয় পুরঃসর মহামধুর অথচ নির্দ্দোষ কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিলেন। (৮৭৪) তুমি পদ্মকেলি যুদ্ধ ত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া এই পদ্মবনে ধরা পড়িয়াছ । তুমিই ত' এই কলানিপুণা অবলাগণকর্ত্তৃক পরাজিতই হইয়াছ ; তোমার কি ইহাতে লজ্জা নাই ? (৮৭৫) জলমজ্জনচ্ছলে মুহূর্ত্তমধ্যেই ধূর্ত্তভাব অবলম্বন করিয়া কোন্ পথে এবং কেন তুমি পলায়ন করিয়াছ ? ছিঃ !! লজ্জাও নাই !!! (৮৭৬-৮৭৭) শ্রীরাধা বলিলেন,—এই পরাভবের

এহি সুন্দরি ! মমাসি সপক্ষা, বেৎসি মেঽন্তরমমূর্ন বিপক্ষাঃ।
পূজয়ামি ভবতীমিতি কৃষ্ণ,-স্তামভূষয়দতীব সতৃষ্ণঃ ॥ ৮৭৮ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৮৩)

বীজকোষশকলৈরবতংসঃ, সচ্ছদৈশ্চিকুর-চারুবতংসঃ।
কেশরৈশ্চ কুটিলালকশিল্পং, তেন তেন উরুবাঞ্ছমনল্পম্ ॥ ৮৭৯ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৮৪)

শৈবলেন মণিকাঞ্চিরুদারঃ, সন্মৃণাল-শকলৈরপি হারঃ।
গণ্ডমণ্ডলমকারি সরাগৈ,-র্মণ্ডিতং কমলষণ্ড-পরাগৈঃ ॥ ৮৮০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৮৫)

পাণিনা পয়সি পাণিতলস্থে, তাড়িতে কলরবৈরবতস্থে।
তৈরকারি জলমণ্ডুকবাদ্যং, তাভিরাত্মজয়ডিণ্ডিমবাদ্যম্ ॥ ৮৮১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৮৬)

কথা কেবা জানিবে, আর কাহাকেই বা বলিবেন ? অন্যের নিকট বলাওত যুক্তিযুক্ত নয় ! তোমাদের নিকট যে ইনি পরাজিত হইয়াছেন, তাহাই ঐ নলিনীদের নিকট নিবেদন করিয়াছেন। দেখ—ইনি একা, আর তোমরা বহু, সত্যই ইনি খেলায় পরাজিত হইয়াছেন।" মুখ্যা সুমুখী রাধা এই কথা বলিলে তখন প্রিয়তমের কোন অপূর্ব্ব শোভা উপস্থিত হইল। (৮৭৮) হে হে সুন্দরি ! এস তুমিই আমার সপক্ষা, এবং আমার অন্তরও তুমিই জান। ঐ বিপক্ষাগণ আমার মনের ভাব কিছুই জানে না ; তোমাকেই আমি পূজা করিব, এই বলিয়া অতিতৃষ্ণাপরায়ণ কৃষ্ণ তাঁহাকে সজ্জিত করিতে লাগিলেন। (৮৭৯) শ্রীকৃষ্ণ পদ্মের বীজকোষসকল দ্বারা তাঁহার কর্ণভূষণ করিলেন—উত্তমোত্তম পত্রাবলীদ্বারা মনোজ্ঞ কেশচূড়া নির্ম্মাণ করিলেন এবং বহু অভিপ্রায় সূচনা করিয়া পদ্মপরাগ দ্বারা কুটিল অলকের বহুবিধ শিল্প রচনা করিলেন। (৮৮০) শৈবালদ্বারা মণিকাঞ্চিবৎ অত্যুৎকৃষ্ট কাঞ্চি

হারবল্লিষু বভৌ গুণনাশ,-স্তত্র বন্ধরহিতঃ কচপাশঃ।
তে রদচ্ছদপুটাঃ ক্ষতরাগাঃ, সর্বলেপরহিতাঃ স্তনভাগাঃ ॥ ৮৮২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৯১)

লোচনং বিগতাঞ্জনমাসীৎ
কিঙ্কিণী কিমপি মৌনময়াসীৎ।
প্রাপ নীবিরপি মোক্ষপরত্বং
পশ্য কৃষ্ণ-জলকেলিমহত্ত্বম্ ॥ ৮৮৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৯২)

ব্রীড়য়েব পরয়া তনুলগ্নং, ত্যাগভীতিবশতোঽতিবিরুগ্নম্।
নির্গলজ্জললবৈরতিদীনং, রোদিতীব সুদৃশামথ চীনম্ ॥ ৮৮৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৯৩)

প্রস্তুত হইলে উত্তম মৃণালখণ্ডদ্বারা হার তৈয়ার হইল, এবং কমলসমূহের রঞ্জিত পরাগদ্বারা গণ্ডমণ্ডলকে মণ্ডিত করিলেন। (৮৮১) হস্তে জল লইয়া অন্য হস্তদ্বারা জোরে আঘাত করিলে একপ্রকার কলরব হয়; ঐ প্রকার কলরব উৎপাদন করিয়া নিজেদের জয়সূচক ডিণ্ডিম বাদ্যস্বরূপ ঐ গোপীগণ অতঃপর শ্রেষ্ঠ জলমণ্ডুকবাদ্য আরম্ভ করিলেন। (৮৮২-৮৮৩) অহো! শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের জলকেলি-মাহাত্ম্য দেখ! যেমন নিস্ত্রৈগুণ্য, নির্ব্বন্ধ, নীরাগ, নিরঞ্জন, নির্লেপ ও নীরব হইলেই মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্যতা হয়—তদ্রূপ গোপীগণের হারলতাসমূহে গুণনাশ (সূত্রচ্যুতি) হইল। কেশকলাপ বন্ধনশূন্য অধরপুটের রাগ (রক্তিমাভা) দূরীভূত, স্তনপরিসরের সর্ববিধ অনুলেপন বিদূরিত, নয়নের অঞ্জন বিগলিত, কিঙ্কিণী কোন অনির্ব্বচনীয়ভাবে নীরব এবং নীবীও বন্ধনচ্যুত হইল। [অতএব এক জলকেলিদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদেহে মুক্তির যাবতীয় স্বরূপ উদ্বোধন করিলেন। অহো! মহত্ত্ব!!!] (৮৮৪) সুন্দরীদিগের অতিসূক্ষ্মবস্ত্র ত্যাগভয়ে অতি দুঃখিত এবং পরমলজ্জিত হইয়াই বুঝি তখন তাঁহাদের দেহে লগ্ন হইয়া ক্ষরণশীল জলবিন্দুচ্ছলে অতি

পাণ্ডিমানমগমত্তনুশোভা, লোচনং বিকচকোকনদাভাঃ।
তচ্চ তচ্চ সুদৃশামতিরম্যং, হৃৎপতেঃ সমভবন্নমু কাম্যম্ ॥ ৮৮৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৯৪)

আলিপালিরথ বারিণি রাধা,-কৃষ্ণয়োঃ প্রণয়তঃ ক্ষতবাধা।
বারিখেলনমখেঽবভৃতাখ্যং, স্নানমারভত দীব্যদভিখ্যম্ ॥ ৮৮৬ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৯৬)

চারুভিঃ করসরোরুহ-কোষৈ,-র্নিক্বণৎকনক-কঙ্কণঘোষৈঃ।
ক্ষালয়ন্ত্য উচিত-প্রণয়ার্দ্রাঃ, স্বেদশীকরভরৈরপি সার্দ্রাঃ ॥ ৮৮৭ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৯৭)

পদ্মরেণুদল-কেশরনালৈ,-রাবিলম্বপুরপূর্বমরালৈঃ।
তত্তয়োর্বিদধিরেঽথ রমণ্যো, হারি বারিকরি-বারিকরিণ্যোঃ ॥৮৮৮॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৯৮)

গন্ধতৈল-মিলনব্যবসায়ৈঃ, সপ্রবন্ধ-শুভগন্ধকষায়ৈঃ।
কেশশোধনমসাধ্যত পূর্বং; গাত্রশুদ্ধিরথ তাভিরপূর্বম্ ॥ ৮৮৯ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৯৯)

দীনহীন হইয়া রোদন করিতে লাগিল। (৮৮৫) তাঁহাদের দেহকান্তি পাণ্ডুর-বর্ণ ধারণ করিল, নয়ন প্রস্ফুটিত রক্তপদ্মবৎ লোহিত হইল, এই উভয়ই অতিরমণীয় ও প্রাণেশ্বরের অতিবাঞ্ছনীয় বস্তুই হইয়াছিল। (৮৮৬) অনন্তর সেই সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়ভরে সকল পীড়া বিস্মৃত হইলেন এবং সেই জলে জলকেলিযজ্ঞের দিব্য শোভাসম্পন্ন 'অবভৃথ'-নামক স্নানের উদ্যোগ করিলেন। (৮৮৭-৮৮৮) তখন মহাপ্রণয়বতী ও ঘর্ম্মবিন্দুপূরিতদেহা রমণীগণ জলহস্তী ও জলহস্তিনীবৎ বিলাসপরায়ণ সেই যুগলকিশোরের দেহপদ্মরেণু, দল, কেশর ও নাল ইত্যাদি-দ্বারা মলিন হইয়াছে দেখিয়া নিজেদের স্থবর্ণ-কঙ্কণ-শব্দযুক্ত সুচারু করপদ্মকোষ বক্র করিয়া ক্ষালন

সেবালীভিঃ কৃষ্ণ-কৃষ্ণপ্রিয়াস্তা-
স্তৈলৈর্গন্ধোদ্বর্ত্তনৈঃ সেবিতাঙ্গাঃ।
প্রেম্ণান্যোন্যং স্নাপয়িত্বা প্রহর্ষাৎ
স্নাত্বোত্তস্থুর্নীরতস্তীর্থতীরে ॥ ৮৯০ ॥

(গোবি০ ১৫।৯৩)

গৌরাঙ্গীণামঙ্গলগ্নাম্বরান্তা,-দ্বারাং ধারা নিষ্পতন্ত্যো বিরেজুঃ।
যদ্বৎ সৌবর্ণাচলক্ষুদ্রশৃঙ্গ,-শ্রেণীলগ্নাচ্ছারদাম্ভোদবৃন্দাৎ ॥ ৮৯১ ॥

(গোবি০ ১৫।৯৪)

বিস্রস্তকুন্তলততেঃ শিখরাদ্গলন্ত-
স্তাসাং গুণগ্রথিত-মৌক্তিকপাণিতুল্যাঃ।
অন্তর্হৃদীশিতুরলং জলবিন্দবোঽমী
একাবলীনিচয়তামুপলভ্য রেজুঃ ॥ ৮৯২ ॥

(গোবি০ ১৫।৯৫)

করিতে করিতে উহাকে অপূর্ব মনোহর করিয়া তুলিলেন। (৮৮৯) অত্যুত্তম শুভগন্ধযুক্ত রসাদির সহিত গন্ধতৈল মিলনপূর্বক প্রথমতঃ কেশশোধন করিলেন। এবং তৎপরে অপূর্বভাবে তাঁহাদের গাত্রমার্জন করিলেন। (৮৯০) সেবাপরায়ণা সখীসকলও শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণপ্রিয়াগণের অঙ্গে সুগন্ধতৈল ও উদ্বর্ত্তনাদি দ্বারা ম্রক্ষিত করিয়া স্নান করাইয়া দিলে তাঁহারা সকলে প্রেমবশে পরস্পর আনন্দসহকারে স্নান করিয়া জল হইতে তীর্থতীরে উত্থিত হইলেন।

পদ্মমন্দিরের দক্ষিণে মণিবেদিকায় বেশরচনাদি

(৮৯১) সুবর্ণবর্ণবিশিষ্ট পর্বতের ক্ষুদ্রশৃঙ্গদেশে সংলগ্ন শারদীয় শুভ্রবর্ণ মেঘ হইতে নিপতিত জলধারা যেরূপ শোভা পাইয়া থাকে, সেইরূপ গৌরাঙ্গী ব্রজাঙ্গনাগণের অঙ্গরূপ সৌবর্ণপর্বতে লগ্ন শুভ্রবর্ণ মেঘরূপ বস্ত্র

স্বপ্নেঽপি দুর্লভবিলোকলবস্য তস্য
দিষ্ট্যাপ্ত-বিঘ্নরহিতেষ্টসুসঙ্গমস্য ।
চিত্রং চিরান্মধুরিমামৃতমাপিবন্ত্য-
স্তৃষ্ণাভিবৃদ্ধিমগমন্ দ্বিগুণাং মৃগাক্ষ্যঃ ॥ ৮৯৩ ॥

(গোবি০ ১৫।৯৬)

আলীচয়েন পরিমার্জিতদেহকেশ-
শ্চীনাংশুকৈঃ পরিহিতোদ্গমনীয়চেলঃ ।
কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণরমণীনিচয়ঃ সসভ্যঃ
শ্রীপদ্মমন্দিরমিতো দ্রুতমারুরোহ ॥ ৮৯৪ ॥

(গোবি০ ১৫।৯৯)

হইতে নিপতিত জলধারাসকল শোভা পাইতে লাগিল। (৮৯২) অপর স্নানোত্থিত ব্রজাঙ্গনাগণের আলুলায়িত কেশনিচয়ের অগ্রভাগ হইতে সূত্রগ্রথিত মৌক্তিকশ্রেণী-সদৃশ জলবিন্দুসমূহ পতিত হইতে থকিলে বোধ হইল যেন সেইসকল জলবিন্দু প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে একাবলী-নামক হারের সমতা প্রাপ্ত হইয়াই শোভা পাইতেছে। (৮৯৩) আহা! কি আশ্চর্য্য! স্বপ্নেও যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলেশ সুদুর্লভ হইয়া থাকে, অধুনা ভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সেই বিঘ্নরহিত বাঞ্ছিত সঙ্গ প্রাপ্ত হওয়ায় যদিচ মৃগনয়না ব্রজসুন্দরী-সকল শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমামৃত দীর্ঘকাল পান করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদিগের তৃষ্ণা দ্বিগুণতর বৃদ্ধিশীল হইয়া উঠিল। (৮৯৪) তৎপর সখীসকল সূক্ষ্ম-বসনে শ্রীকৃষ্ণের এবং ব্রজসুন্দরীগণের দেহ ও কেশপাশ মার্জন, তথা পরিধেয় ও উত্তরীয় বসন পরিধান করাইয়া দিলে, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবৃন্দ বৃন্দাদি সভ্যগণের সহিত শ্রীকুণ্ডের তট হইতে নৈর্ঋত কোণাবস্থিত শ্রীপদ্মমন্দির-নামক কুঞ্জের সমীপে আগমন করত আরোহণ

অনল্পৈরাকল্পৈঃ কুসুমরচিতৈর্ভূষণচয়ৈ-
র্নিবিষ্টং তং যাম্যে কমলগৃহসংকুট্টিমবরে।
নিজপ্রাণপ্রেষ্ঠং প্রণয়পরিপাটীঘটনয়া
স্বয়ং শ্রীরাধালীনিচয়সহিতা মণ্ডয়তি সা ॥৮৯৫ ॥
(গোবি০ ১৫।১০০)

ধূপৈরাগুরবৈর্বিশুষ্কসুরভীন্ শ্রীকঙ্কতী-শোধিতান্
মল্লীগর্ভক-বেষ্টিতান্ স্বদয়িতস্যোদ্যম্য বদ্ধা কচান্।
জাতী-রঙ্গণ-যূথিকা-বকুল-সদ্গাঙ্গেয়যূথীকৃতৈ-
র্গুচ্ছোৎপল্লবকেতকীদল-লসচ্চাম্পেয়বর্হান্বিতৈঃ ॥ ৮৯৬ ॥
(গোবি০ ১৫।১০১)

গুঞ্জামৌক্তিকমালযুগ্মবিলসৎপার্শ্বদ্বয়ৈর্মাল্যকৈ-
রূর্দ্ধোর্দ্ধক্রমবেষ্টিতাং স্তবকযুক্পিঞ্ছৈর্লসচ্ছেখরাম্।
মূলে স্থূলতমাং সুসূক্ষ্মশিখরাং কৃষ্টালিবৃন্দাং ব্যধা-
চ্চূড়াং চামরডামরীমলিকগাং রাধা জগন্মোহনীম্ ॥ ৮৯৭ ॥
(গোবি০ ১৫।১০২)

করিলেন। (৮৯৫) তদনন্তর নিজ-প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ (দক্ষিণদিগ্বর্ত্তি) কমলগৃহের অর্থাৎ পদ্মমন্দিরের দক্ষিণদিগ্বর্ত্তি শোভন-বেদীর উপরে উপবিষ্ট হইলে সখীদিগের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরাধা প্রীতিপূর্বক সবিশেষ পরিপাটী-ঘটনা প্রদর্শন করত কুসুমরচিত ভূষণসমূহ-দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করিতে লাগিলেন। (৮৯৬-৮৯৭) শ্রীরাধা স্বপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অগুরুনির্মিত ধূপদ্বারা কেশকলাপ বিশুষ্ক ও সৌরভযুক্ত করত প্রথমতঃ সুন্দর চিরুণী-দ্বারা বিশোধিত করিলেন,তৎপরে মল্লিকাপুষ্পের কেশমধ্যগত মালাদ্বারা বেষ্টিত করিয়া যাতী, রঙ্গণ, যূথিকা, বকুল এবং স্বর্ণযূথীকৃত এবং গুচ্ছ ও উৎকৃষ্ট পল্লব তথা কেতকীদলসহ সম্যক্ শোভমান্ চম্পকগুচ্ছ ও ময়ূরপুচ্ছযুক্ত

যস্যাং লগ্না ন দৃগলিঘটা নির্জিহীতেঽঙ্গনানাং
যা সংলগ্না হৃদয়-কমলে জাতু নৈতজ্জহাতি।
যস্যাশ্ছায়া ভ্রময়তি সকৃদ্বীক্ষ্যমাণাপি কৃষ্ণং
কার্ষ্ণী চূড়া বিলসতি জগৎ সা পিবন্তী স্বধাম্না ॥৮৯৮॥
(গোবি০ ১৫।১০৩)

যৎ কৌঙ্কুমং ললিত-তিলকং ললাটে
সৃষ্টং হরেঃ শশিনিভং মদবিন্দুমধ্যম্।
শ্রীখণ্ডবিন্দু-নিচিতং বহিরেতদাসাং
হৃৎখণ্ডনে মদনহাটকচক্রমাসীৎ ॥ ৮৯৯ ॥
(গোবি০ ১৫।১০৪)

এবং পার্শ্বদ্বয়ে গুঞ্জা ও মুক্তামালা-যুগল-সুশোভিত মাল্যসমূহদ্বারা সম্যক্‌রূপে ঊর্দ্ধভাগে উত্তোলিত করিয়া যথাক্রমে বেষ্টনপূর্বক চূড়াবন্ধন করিলেন এবং ঐ চূড়ায় স্তবকযুগল ও পিচ্ছদ্বারা শেখর অর্থাৎ বেষ্টনমালা শোভা পাইতে লাগিল ; সুতরাং মূলদেশে স্থূল ও অগ্রভাগে সূক্ষ্ম হইল এবং ঐ চূড়ার সৌরভে ভ্রমরসকল আকৃষ্ট হইতে লাগিল ও অবিকল চামরের সদৃশ তথা ত্রিজগতের মনোমোহিনী হইয়া উঠিল। (৮৯৮) আহা শ্রীকৃষ্ণের যে চূড়ায় ব্রজাঙ্গনাদিগের নেত্রপঙ্‌ক্তিরূপ ভ্রমরমালা সংলগ্ন হইয়া কখনও আর বাহিরে গমন করে না এবং যে চূড়া গোপীসকলের হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়া কখনও সেই হৃদয়কমল পরিত্যাগ করে না ; আর অধিক কি ; চূড়ার ছায়া দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়েন, শ্রীকৃষ্ণের সেই চূড়ামাধুর্য্যদ্বারা জগৎ বশীভূত করিয়া বিলাস করিতেছেন। (৮৯৯) অনন্তর ললিতা শ্রীকৃষ্ণের ললাট-প্রদেশ-মধ্যগত মৃগমদবিন্দুযুক্ত এবং বাহিরে চতুর্দিকে চন্দনবিন্দুসমূহ-পরিব্যাপ্ত চন্দ্রতুল্য কুঙ্কুমের যে তিলক রচনা করিলেন, সেই তিলক ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয়খণ্ডনে কন্দর্পের স্বর্ণচক্র-

ভক্তিচ্ছেদৈরন্বিতাং যাং সুচর্চ্চাং
চিত্রা চক্রে কৌঙ্কুমীং তত্তনৌ সা।
লাবণ্যোর্ম্মী-চঞ্চলাস্মারয়ত্তাং
নৃত্যদ্‌গোপী-কৃষ্ণযুগ্মানি রাসে ॥ ৯০০ ॥
(গোবি০ ১৫।১০৫)

চিত্রাথ চিত্রমকরোন্নিজমিত্রগাত্রে
মৈত্রীপবিত্রচরিতাম্বুদজৈত্রকান্তৌ।
যত্তৎসখীনয়ন-খঞ্জন-বন্ধনায়
কন্দর্প-শাকুনিক-বিস্তৃতজালমাসীৎ ॥ ৯০১ ॥
(গোবি০ ১৫।১০৫)

নানাবর্ণসুগন্ধপুষ্পপটলৈর্দীব্যদ্দলৈঃ পল্লবৈঃ
কল্পৈপ্তঃ কুণ্ডলহারকঙ্কণ-লসন্মঞ্জীর-কাঞ্চ্যঙ্গদৈঃ।
তাভির্যাভরণৈর্মুদা প্রিয়তনৌ শ্রীবেশভঙ্গীকৃতা
সৈবাসাং নয়নৈণ-বন্ধনবিধৌ কামস্য পাশায়তে ॥ ৯০২ ॥
(গোবি০ ১৫।১০৭)

স্বরূপ হইয়া উঠিল। (৯০০) তৎপরে চিত্রাসখী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ভক্তিচ্ছেদযুক্ত যে কুঙ্কুমচর্চ্চা বিধান (অর্থাৎ কুঙ্কুমচিত্রিত) করিলেন, তাহা লাবণ্যতরঙ্গে চঞ্চল হইয়া চিত্রাসখীকে রাসলীলায় শোভমান গোপী ও শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিযুগল স্মরণ করাইতে লাগিল অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গরেখা, কৃষ্ণস্মৃতি এবং কুঙ্কুমরেখা গোপীস্মৃতি করাইল। (৯০১) তদনন্তর মিত্রভাবে বিশুদ্ধ-চরিত্রা চিত্রাসখী আপন মিত্র শ্রীকৃষ্ণের নবজলধর-বিজয়ী কান্তিসমন্বিত-গাত্রে যে চিত্র রচনা করিলেন, সেই চিত্র সখী শ্রীরাধার নয়নখঞ্জনের বন্ধনের নিমিত্ত কন্দর্পরূপ ব্যাধের সুবিস্তৃত জালস্বরূপ হইল। (৯০২) অপর, নানাবর্ণ সুগন্ধ কুসুম-মুকুল, পুষ্প এবং পল্লব-রচিত কুণ্ডল,

পৌষ্পৈরাভরণৈশ্চাথ রাধা কাণ্ডপটাবৃতা।
আলীভির্ভূষিতাল্যশ্চ সেবিকালীচয়ৈঃ ক্রমাৎ ॥ ৯০৩ ॥
(গোবি০ ১৫।১০৮)

অশোকৈর্বাণৈঃ সদ্‌বিচকিলা শিরীষৈর্মরুবকৈঃ
সরোজৈঃ কুন্দাদ্যৈ রচিতবহুভূষাকৃতিভরৈঃ।
মণীন্ জেতুং শীলৈঃ করচরণবক্ষঃপ্রভৃতিষু
সুকেলী রাধাং দাস্যুরুগুণবতী ভূষিতবতী ॥ ৯০৪ ॥

বাসিতানি পটবাসবিমর্দৈ,-র্নির্ভরং তনুসুখানি তনূনি।
অংশুকানি দধিরে মদিরাক্ষ্যো, মান্মথানি কিমু শুদ্ধযশাংসি ॥৯০৫॥
(চৈ০ ১০।১৬)

হার, কঙ্কণ, সুন্দর নূপুর, কাঞ্চি এবং বলয়রূপ আভরণ-দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের শরীরে যে সুন্দর বেশ-রচনার ভঙ্গী বিস্তার করিলেন, সেই ভঙ্গী ব্রজাঙ্গনাগণের নয়নরূপ হরিণের বন্ধন-ব্যাপারে কন্দর্পের পাশের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিল। (৯০৩) তদনন্তর সখীসকল শ্রীরাধাকে কাণ্ডপট অর্থাৎ কালানুরূপ বসনে আবৃত করিয়া পুষ্পাভরণ-দ্বারা ভূষিত করিতে এবং সেবাপরায়ণা সখীগণ অন্যান্য সখীগণকেও যথাক্রমে বিভূষিত করিতে লাগিলেন। (৯০৪) অশোক, বাণ (নীলঝিন্টী), সুন্দর মল্লিকা, শিরীষ মরুবক (জম্বীর পুষ্পবিশেষ), পদ্ম, কুন্দ প্রভৃতি পুষ্পসমূহের দ্বারা রচিত শোভা ও উজ্জ্বলতায় মণিগণকে জয় করিতে সমর্থ ভূষাকৃতি বহু অলঙ্কার সকলের দ্বারা মহাগুণবতী দাসী শোভনলীলাময়ী শ্রীরাধার করচরণ, বক্ষঃপ্রভৃতি অঙ্গসকল ভূষিত করিয়াছিলেন। (৯০৫) মদিরাক্ষী ব্রজাঙ্গনাগণ পটবাস অর্থাৎ গন্ধচূর্ণাদি বস্তুর বিমর্দ্দনে সুবাসিত এবং অঙ্গের অতিশয় সুখপ্রদ সূক্ষ্ম-বসনসকল ধারণ করিয়া কি মন্মথরাজের বিশুদ্ধ

অংশুকাঞ্চল-লসন্নিবিড়োরুঃ, সুভ্রুবাং কনকসৌভগ-কম্রঃ।
মন্মথস্য নগরী সপতাক,-স্তম্ভদম্ভমবহৎ সবিশেষম্॥ ৯০৬॥
(চৈ০ ১০।১৭)

গন্ধবাসিত-সিতাংশুকখণ্ডকৈ,-র্মার্জনায় সমলঙ্কৃতগর্ভঃ।
রাজতি স্ম সুদৃশাং কচপাশঃ, কৌমুদীমিব পিবংস্তিমিরৌঘঃ॥৯০৭॥
(চৈ০ ১০।১৮)

মৃষ্টমুক্তচিকুরা বলয়ন্তী, চারু বামকরজৈরলকাগ্রম্।
দর্পণার্পিত-বিলোচনলক্ষ্মীঃ, কাপি কামনগরীব ররাজ॥ ৯০৮॥
(চৈ০ ১০।১৯)

সংপ্রসাধনিকয়া লঘুহেলং, মৃষ্টিমুক্তচিকুরা বরনারী।
অন্বলিপ্ত বপুরুত্তমসান্দ্রৈঃ, কুঙ্কুমচ্ছিদুর-চন্দনপঙ্কৈঃ॥ ৯০৯॥
(চৈ০ ১০।২০)

যশোরাশিকে ধারণ করিলেন। (৯০৬) সুলোচনা ব্রজাঙ্গনাগণের কনক-কান্তিযোগে সুন্দর বস্ত্রাঞ্চলের সুশোভিত নিবিড় অর্থাৎ স্থূল উরুদেশ মন্মথ-নগরীর পতাকাযুক্ত স্তম্ভের সাদৃশ্যই যেন সবিশেষরূপে বহন করিতে লাগিল। (৯০৭) গন্ধবাসিত শুভ্র বস্ত্রখণ্ডদ্বারা মার্জনার্থ সুকেশী রমণীগণের কেশ-কলাপের মধ্যদেশ সম্যক্ অলঙ্কৃত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন তিমির-রাশি জ্যোৎস্না পান করত শোভা পাইতেছে। (৯০৮) কোন গোপাঙ্গনা সুমার্জ্জিত কেশকলাপ বিমুক্ত করিয়া এবং নয়নশোভা দর্পণোপরি স্থাপন করিয়া মনোহর বামকরের নখরদ্বারা অলক অর্থাৎ ললাটোপরি পতিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণকুন্তলগুলিকে সঞ্চালিত করত যেন কামনগরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। (৯০৯) অন্য কোন এক পরমাসুন্দরী ব্রজবালা উত্তম কঙ্কতিকা-দ্বারা পরিষ্কৃত চিকুররাশি বিমুক্ত করিয়া অতি সুন্দর বিলাসভরে উৎকৃষ্ট এবং নিবিড় কুঙ্কুমচ্ছেদযুক্ত চন্দনপঙ্কদ্বারা শরীর বিলেপিত করিলেন।

সান্দ্রচন্দ্রমৃগনাভি-বিভিন্নঃ, কৌঙ্কুমেন চ রসেন বিমুগ্ধঃ।
আদধে বপুষি মুগ্ধবধূভি,-শ্চন্দ্রপঙ্ক ইব চন্দনপঙ্কঃ ॥ ৯১০ ॥
(চৈ০ ১০।২১)

ভূষণস্য চ বিভূষণমঙ্গং, তৎ কিমেভিরিতি কাপি বরাঙ্গী।
নাভজৎ কিমপি কিন্ত্বনুভেজে, কেবলে সদনুলেপনচেলে ॥ ৯১১ ॥
(চৈ০ ১০।২২)

স্পর্শন-ব্যবধিরেব কিমন্য,-ন্মা কৃথাঃ সুতনু তত্তনুবাধাম্।
ইত্যদঃ প্রিয়সখীবচনান্তে, নানুলেপমপি কাচিদিয়েষ ॥ ৯১২ ॥
(চৈ০ ১০।২৩)

লোচনদ্বয়রুচৈব সমীপং, প্রাপ্তয়া শ্রবণয়োরতিশোভা।
জায়তে কিমমুনেতি কয়াচি,-ন্নাদধে কুবলয়স্য বতংসম্ ॥ ৯১৩ ॥
(চৈ০ ১০।২৪)

---

(৯১০) অন্যান্য মুগ্ধ ব্রজবধূগণ নিবিড় কর্পূর ও মৃগনাভিযুক্ত এবং কুঙ্কুমরস-বিশিষ্ট অতিমনোহর চন্দনপঙ্ককে চন্দ্রপঙ্ক অর্থাৎ সুধাকরখণ্ডের ন্যায় নিজ নিজ শরীরে ধারণ করিলেন। (৯১১) 'অঙ্গ ত' ভূষণেরও বিভূষণ অর্থাৎ শোভাজনক, তবে আর এই সকল ভূষণ ধারণের প্রয়োজন কি ?'—এই বলিয়া কোন উত্তমাঙ্গী ব্রজাঙ্গনা কোনও ভূষণ পরিধান না করিয়া কেবল অনুলেপন ও বসনমাত্র ধারণ করিলেন। (৯১২) "এই অনুলেপন কেবল স্পর্শের ব্যবধান মাত্র, ইহা ভিন্ন আর কি হইবে ? অতএব হে সুতনু ! আর তাঁহার অঙ্গের বাধা জন্মাইও না"—কোন এক গোপাঙ্গনা প্রিয়সখীর এই বাক্যে অনুলেপনকেও ইচ্ছা করেন নাই। (৯১৩) "সমীপবর্ত্তী লোচনদ্বয়ের শোভাতেই শ্রবণযুগলের অতিশয় শোভা হইয়াছে। অতএব আর কর্ণভূষণের প্রয়োজন কি !"—এই ভাবিয়া কোন এক ব্রজসুন্দরী কুবলয়ের (নীলপদ্মের) কর্ণভূষণ ধারণ করিলেন না।

মুক্তমুক্তমপি কৈশিকমেত,-চ্ছোভতে যদপি মুগ্ধসখীভিঃ।
স্বীয়শিল্পকলনাদিব যুক্ত্যা, বন্ধনং তদপি চারু বিতেনে ॥ ৯১৪ ॥
(চৈ০ ১০।২৫)

দর্পণস্য খলু দর্পণমেত,-ল্লোচ্যতাং কথমিতি প্রবরাঙ্গী।
অঙ্গমৈক্ষ্যত সবিভ্রমমঙ্গে, স্বচ্ছমচ্ছতরহাটকগৌরে ॥ ৯১৫ ॥
(চৈ০ ১০।২৬)

তাশ্চ তাশ্চ সুদৃশো মিথো মিথঃ, স্বস্ববেশ-কৃতিচাতুরীমথ।
সংবিধায় পুনরেব সংহতাঃ, প্রেয়সো নিকটমেব সংশ্রিতাঃ ॥৯১৬॥
(কৃষ্ণা০ ৪,২০৬)

কৌমুদী-কুমদিনী-কুমুদ্বতী, শীতলা-শশিকলা-কলাবতী।
রূপমঞ্জরিরনঙ্গমঞ্জরী, কেলিমঞ্জরিরশোকমঞ্জরী ॥ ৯১৭ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২১৩)

---

(৯১৪) কোন গোপাঙ্গনা দেখিলেন যে, কেশবন্ধন মুক্ত অর্থাৎ আলুলায়িত হইলেও যদ্যপি অত্যন্ত শোভা হয়, তথাপি স্বীয় শিল্পকৌশল প্রদর্শন করা উচিত,—এই বিবেচনায় অতীব কৌশল-সহকারে তিনি সুন্দরী সখীগণের সহিত নিজ কেশকলাপের অতিশয় মনোহর বন্ধন করিলেন। (৯১৫) "এই অঙ্গ নিশ্চয়ই দর্পণেরও দর্পণ, অতএব দর্পণে আর কি দেখিব"—এই বুদ্ধিতে কোন এক ব্রজসুন্দরী বিভ্রম অর্থাৎ অতীব হাবভাবের সহিত নির্মল স্বর্ণবর্ণ নিজের অঙ্গে নিজাঙ্গই দর্শন করিতে লাগিলেন। (৯১৬) অনন্তর সেই সেই সুন্দরীগণ পরস্পর পরস্পরের বেশবিন্যাসাদির চাতুর্য্য সম্পাদন করিয়া পুনরায় মিলিত হইয়া প্রিয়তমের নিকট উপস্থিত হইলেন।

বন্যভোজনাদি

(৯১৭-৯১৮) কৌমুদী, কুমুদিনী, কুমুদ্বতী, শীতলা, শশিকলা, কলাবতী, রূপমঞ্জরী, অনঙ্গমঞ্জরী, কেলিমঞ্জরী, অশোকমঞ্জরী প্রভৃতি অনাবিল বন্য-

বন্যভোজন-বিধানকৌশলে, পণ্ডিতা মৃগদৃশো হ্যনাবিলে।
অন্বতন্বত তমুদ্যমং তয়া, বৃন্দয়া পরিজনৈঃ সমেতয়া ॥ ৯১৮ ॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২১৪)

মাতুলঙ্গকরসৈরথ যুক্তৈঃ, সারশুদ্ধ-মথিতৈরভিষিক্তৈঃ।
ঈর্ষ্যয়েব ন পরস্পরসক্তৈঃ, সূক্ষ্মশুভ্র-মৃদুলাগুণপৃক্তৈঃ ॥ ৯১৯ ॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২১৫)

ভব্যনব্যবিলসন্মৃদমত্র, শ্রেণিকা-বিবরবাসপবিত্রঃ।
প্রাতরেব ভবনাহৃত-সদ্যঃ, ক্ষালিতান্ননিকরো নিরবদ্যঃ ॥ ৯২০ ॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২১৬)

মাংসলানি শশিমাংস-মহাংসি
প্রাপ্তসার-ঘনসার-রজাংসি।
স্বাদুনির্জিত-সুধাম্বুনিধীনি
প্রাপিতানি ললিতানি দধীনি ॥ ৯২১ ॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২১৭)

ভোজনবিধান কৌশলে সুচতুরা মৃগনয়না গোপীগণ পরিজনসহ সমাগতা সেই বৃন্দার সহিত বন্যভোজনের চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। (৯১৯-৯২০) অনন্তর তাঁহারা ছোলঙ্গ (টাবা) লেবুর রসযুক্ত নবনীত ও বিশুদ্ধ ঘোলদ্বারা অভিষিক্ত, ঈর্ষ্যাবশতঃই যেন পরস্পর অসংস্পৃষ্ট অথচ সূক্ষ্ম, শুভ্র মৃদুল এবং অপ্রাকৃত গুণযুক্ত অন্নাদিভক্ষ্যদ্রব্যসমূহ আনয়ন করিলেন। উত্তমোত্তম নব্য মৃৎপাত্রসমূহের মধ্যে সংস্থাপিত বলিয়া পবিত্র এবং প্রাতঃকালে গৃহ হইতে আনীত হইলেও তৎক্ষণাৎ শোধিত ও নির্দোষ বস্তু-সমুদয় বিরাজ করিতেছিল। (৯২১) তাঁহারা অতি উপাদেয়, পুষ্ট [শৈত্য ও স্বাদুতায়] চন্দ্রকিরণখণ্ডবৎ উজ্জ্বল, অত্যুত্তম কর্পূররজোমিশ্রিত মধুর-রসদ্বারা সমুদ্রেরও পরাজয়কারী সুললিত দধিরাশি উপস্থাপিত করিলেন।

পক্বচিক্কণ-সুদাড়িমবীজৈ,-স্তদ্রসৈরমৃতসৌভগবীজৈঃ।
তালসস্যবলয়ৈরতিনব্যৈ,-স্তদ্রসৈরপি সুধারসভব্যৈঃ ॥ ৯২২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২১৮)

বীজলাঙ্গলিফলোচ্চয়-গর্ভৈঃ, কোমলৈঃ শশিময়ূখ-সগর্ভৈঃ।
তালবীজ-জঠরাঙ্কুরমূলৈ,-শ্চারু-কোমলতয়া জিততূলৈঃ ॥ ৯২৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২১৯)

স্নিগ্ধভাস্বর-কশেরুকরাজৈ,-র্বীজকোষভব-নিস্তুষবীজৈঃ।
নাগরঙ্গ-ফলকোষ-সমূহৈঃ, পীলুভিশ্চ রসভারদুরূহৈঃ ॥ ৯২৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২২০)

আমমিষ্ট-সহকারফলানাং, খণ্ডকৈঃ সুললিতৈঃ সুরসানাম্।
গোস্তনীফলচয়ৈশ্চ সুপাকৈঃ, স্বাদুগন্ধলহরীকৃতসেকৈঃ ॥ ৯২৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২২১)

উদ্ভিদঙ্কুরকণৈরতিমুদ্গৈঃ, সার্দ্রকৈঃ সলবণৈরপি মুদ্গৈঃ।
ভাস্বদিক্ষুশকলৈরপি শীর্ণৈঃ, কোমলৈঃ সরসতা-পরিপূর্ণৈঃ ॥৯২৬॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২২২)

(৯২২-৯২৭) নূতন পলাশপত্রদ্বারা নির্মিত মরকতমণিবৎ বর্ণবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রোণী-(দোনা) সমূহ পরিজনগণসহ বনদেবী বৃন্দা তাঁহাদিগকে উপহার দিলেন। ঐ সমস্ত দ্রোণী পক্ব চিক্কণ উত্তম দাড়িমবীজে এবং অমৃত মধুর তাহার রসেও পূর্ণ ছিল, অতি নব্য তাল-শস্য (শাস) সমূহে এবং সুধারসসম অত্যুত্তম তালরসেও পূরিত ছিল; কোমল বীজপূর ও নারিকেলাদির চন্দ্রকিরণবৎ শ্বেতবর্ণ শস্যে পূর্ণ সুচারু কোমলতায় তুলারও জয়শীল তালবীজ মধ্যদেশ ও অঙ্কুরমূলাদি-পূরিত এবং স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, বড় বড় কেশুরসমূহ, পদ্মবীজকোষস্থ খোসারহিত বীজসমূহ, নাগরঙ্গ (কমলা) ফলের কোষসকল এবং মহারসময় পীলুসমূহদ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। অপক্ব

পূরিতা নব-পলাশ-পলাশৈ,-র্নির্মিতা মরকত-প্রতিকাশৈঃ।
দ্রোণয়ঃ পরিজনৈঃ সহ ভব্যা, বৃন্দয়োপজিহ্রিরে বনদেব্যা ॥৯২৭॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২২৩) [ষড়্ভিঃ কুলকম্]

ভোক্তুং তান্যুপবিষ্টাসৌ শুভ্রপুষ্পাংশুকাসনে।
সব্যে শ্রীসুবলস্তস্য দক্ষিণে মধুমঙ্গলঃ ॥ ৯২৮ ॥
(গোবি০ ১৫।১১১)

উপবিষ্টা পুরো রাধা তানি বৃন্দাযুতালিভিঃ।
আনীয়ানীয় দত্তানি তেভ্যঃ পরিবিবেশ সা ॥ ৯২৯ ॥
(গোবি০ ১৫।১১২)

সন্ভৃতা বিশদ-কাচঘটীষু, স্ফাটিকীষু সুতটীষু পুটীষু।
আররাজ সা রসাল-রসৌঘঃ, সৌরভস্য লহরীভিরমোঘঃ ॥ ৯৩০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২২৪)

স্বাদু সুরসাল আম্রফল-সমূহের সুললিত খণ্ডসকলেও মধুররস, গন্ধপ্রবাহদ্বারা পুষ্ট ও সুপক্ক দ্রাক্ষাফল-সমূহে পূরিত এবং অঙ্কুরকণাযুক্ত, আদ্রক ও লবণসংযুক্তমুগ—যাহা অতি আনন্দদায়ক তাহা দ্বারা ও কোমল সরস ও খণ্ডিত উজ্জ্বল ইক্ষুসমূহদ্বারাও ঐ দ্রোণীসকল পরিপূর্ণ ছিল। (৯২৮) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করিবার নিমিত্ত শুভ্রবর্ণ পুষ্প ও বস্ত্রাচ্ছন্ন আসনোপরি উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বামপার্শ্বে সুবল এবং দক্ষিণপার্শ্বে মধুমঙ্গল উপবেশন করিলেন। (৯২৯) তখন শ্রীরাধা সখীসকলের সহিত সম্মুখে উপবিষ্টা হইয়া বনাধিষ্ঠাত্রী বৃন্দাদেবী বারম্বার যে যে বস্তু আনয়ন করিয়া প্রদান করিলেন, তৎসমুদায়ই শ্রীকৃষ্ণ সুবল ও মধুমঙ্গলকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। (৯৩০) শুভ্রকাচময় ঘটীসমূহে ও উত্তম তট- (কিনারা) যুক্ত স্ফটিকনির্ম্মিত বাটীসমূহে আম্ররস আনিয়া কৃষ্ণ-সমীপে অর্পণ করিলে তাহার সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছিল।

•সুপ্রপানকরসাশ্চ সুশীতাঃ, শুদ্ধসার-ঘনসার-পরীতাঃ।
রেজুরল্পমরিচাঃ সুসিতাভি,-র্ভূরিভির্বিলুলিতাশ্চ সিতাভিঃ ॥৯৩১॥
(কৃষ্ণা০ ৪.২২৫)

নারিকেলবলয়াঃ কৃতশঙ্খা,-কারচারব উদারসুপুঙ্খাঃ।
মিষ্টতা-পরিমল-ব্যয়শঙ্কা,-শ্চারুচেলপিহিতা বিকলঙ্কাঃ ॥ ৯৩২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২২৬)

একমেকমখিলস্য বস্তুনঃ, স্বাদুমোদপরভাগবাস্তুনঃ।
ঈষদীষদুপগৃহ্য পাণিনা, সা দদৌ প্রিয়করে স্মিতাননা ॥ ৯৩৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২২৭)

চারুকর্ত্তরিকয়োত্তমোত্তমং, সা নিকৃত্য সহকারমক্লমম্।
পাণিনা প্রণয়ি-পাণিপঙ্কজে, দত্তমোদমতুলং চ সস্বজে ॥ ৯৩৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২২৮)

উত্তমোত্তমমবেক্ষ্য পাণিনা, সা রসাল-ফলমম্বুজাননা।
সংনিগাল্য পরিপূর্য্য সংপুটী,-রানিনায় পুরতোঽস্য পৌরটীঃ॥৯৩৫
(কৃষ্ণা০ ৪।২২৯)

---

(৯৩১) শুদ্ধ উৎকৃষ্ট কর্পূরমিশ্রিত অল্পমরিচ-সংযুক্ত এবং প্রচুর পরিমাণে শ্বেতচিনিদ্বারা আন্দোলিত সুশীতল পানকরস (সরবত) ইত্যাদি তখন শ্রীকৃষ্ণসম্মুখে বিরাজ করিতেছিল। (৯৩২) সুচারু নারিকেল-শস্যসমূহ শঙ্খাকারে কর্ত্তিত করিয়া তাহাদের এক মনোজ্ঞপুঞ্জ করা হইল। মিষ্টতা ও পরিমলের ব্যয়াশঙ্কায় উহাদিগকে সুচারু বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দোষরহিত করা হইল। (৯৩৩) শ্রীরাধা মধুররস ও মহাগন্ধ-সমাযুক্ত সকল বস্তুরই প্রতিপ্রকরে ঈষৎ ঈষৎ নিজহস্তে লইয়া হাস্যমুখে প্রিয়তমের করকমলে দিতেছেন। (৯৩৪-৯৩৫) সুন্দর কর্ত্তরিকা (কাটারী) দ্বারা উত্তমরূপে ও অনায়াসে আম্রগুলি নিজহস্তে সংস্কার করিয়া তিনি প্রিয়তমের হস্তপদ্মে দিয়া

সিতাভিঃ ক্ষীরসারৈশ্চ কৃতান্ শ্রীরাধিকালয়ে।
নারঙ্গরুচকাম্রাদিফলাকার-বিকারকান্ ॥ ৯৩৬ ॥
(গোবি০ ১৫।১২৭)

ফলপুষ্পযুতান্ বৃক্ষান্ শর্করাপাক-নির্মিতান্।
বিল্বদাড়িমসীর্য্যাম্রনারঙ্গ-রুচকাদিকান্ ॥ ৯৩৭ ॥
(গোবি০ ১৫।১২৮)

কৃষ্ণপঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদিগুণান্ গেহে তয়া কৃতান্।
লড্ডুকানি চন্দ্রকান্তি-গঙ্গাজলমুখানি চ ॥ ৯৩৮ ॥
(গোবি০ ১৫।১২৯)

পনসাম্রাদিকরসান্ মধুচন্দ্রসিতান্বিতান্।
কর্পূরামৃতকেল্যাদিন্যানীতানি প্রিয়ালীভিঃ ॥ ৯৩৯ ॥
(গোবি০ ১৫।১৩১)

পর্য্যবেশয়দেতানি সর্বাণি রাধিকা ক্রমাৎ।
তাভ্যাং সহ হরিস্তানি বুভুজে কমলেক্ষণঃ ॥ ৯৪০ ॥
(গোবি০ ১৫।১৩২)

দিয়া অতুল আনন্দও লাভ করিতেছেন। তিনি উত্তমোত্তম আম্র দেখিয়া হস্তদ্বারা তাহাদের রস নিষ্কাশনপূর্বক সুবর্ণময় উত্তম পুটিকাগুলি পূর্ণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসম্মুখে আনয়ন করিলেন। (৯৩৬-৯৩৭) অপর শ্রীরাধাকর্ত্তৃক স্বভবনে সিতা (চিনি) ও ক্ষীরসার (চাঁছি) দ্বারা নির্ম্মিত নারঙ্গরুচক এবং আম্রফলের আকৃতি দুগ্ধবিকার, তথা চিনিপাকে বিরচিত ফলপুষ্পশোভিত বিল্ব, দাড়িম্ব, সীরী অর্থাৎ নারিকেল, আম্র, নারঙ্গ ও রুচকাদি বৃক্ষ (বৃক্ষাকার সন্দেশের ছাঁচ) (৯৩৮) শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয়ের আনন্দজনক গুণবিশিষ্ট চন্দ্রকান্তি-গঙ্গাজল প্রভৃতি লড্ডুক। (৯৩৯-৯৪০) অপর মধুর, কর্পূর এবং শর্করামিশ্রিত পনস (কাঁঠাল) ও আম্রাদির রস, তথা কর্পূরকেলি ও অমৃতকেলি এই সমস্ত ভোজ্যদ্রব্য সখীগণ আনয়ন করিয়া দিতে লাগিলেন

বটুর্নিন্দন্ প্রশংসংশ্চ ভক্ষ্যাণি চ তদর্পিকাঃ।
সর্বাস্তা হাসয়ামাস সনর্মমুখবৈকৃতৈঃ ॥ ৯৪১ ॥

(গোবি0 ১৫।১৩৪)

যদ্যদেব দয়িতাকরকোষে, সা দদাতি সুষমাকৃতপোষে।
তত্তদেব বুভুজে স সহাসঃ, প্রেম সংপ্রকটয়ন্ সবিলাসঃ ॥ ৯৪২ ॥

(কৃষ্ণা0 ৪।২৩০)

এবমেব স সমাপ্য কানন,-প্রীতিভোজনমথাম্বুজাননঃ।
আচচাম বহু বামলোচনঃ, পুণ্ডরীকদল-দীর্ঘলোচনঃ ॥ ৮৪৩ ॥

(কৃষ্ণা0 ৪।২৩১)

সোঽধিবাস্য বদনং মুখবাসৈ,-শ্চারু সারঘনসার-বিলাসৈঃ।
ইচ্ছয়া মণিশিলোপরি কুঞ্জ,-দ্বারি ভূরুহতলে প্রসসঞ্জ ॥ ৯৪৪ ॥

(কৃষ্ণা0 ৪।২৩২)

এবং শ্রীরাধা তৎসমুদায় যথাক্রমে পরিবেশন করিতে লাগিলে শ্রীকৃষ্ণ সুবল ও মধুমঙ্গলের সহিত সেই সমস্ত ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করিতে লাগিলেন। (৯৪১) অনন্তর বটু মধুমঙ্গল ভক্ষ্যদ্রব্যসকলের মধ্যে কোনটীর নিন্দা কোনটীর বা প্রশংসা করত ঐ সকল দ্রব্যের আনয়িত্রী সখীগণকে ও পরিবেশয়িত্রী শ্রীরাধা "এইটী অস্বাদু, এইটী সুস্বাদু, এই সখী প্রস্তুতকরণে অনিপুণা এই সখী নিপুণা" এইরূপ পরিহাসবাক্যে ও ঘৃণাসূচক মুখভঙ্গীদ্বারা সকলকে হাসাইতে লাগিলেন। (৯৪২-৯৪৪) দয়িতা রাধা যাহা যাহাই শ্রীকৃষ্ণের সুষমামণ্ডিত করকোষে দিতেছেন—তাহা তাহাই সহাস্যমুখে বিলাসী কৃষ্ণ মহাপ্রেম প্রকট করিয়া ভোজন করিতেছেন। এইভাবে পদ্মবদন অতি মনোজ্ঞ দীপ্তিমান্ পদ্মপলাশ-লোচন শ্যামসুন্দর কাননে প্রীতিভোজন সমাপন করিয়া আচমন করিলেন। সুচারু অত্যুত্তম কর্পূর দ্বারা সুগন্ধিত মুখবাস তাম্বূলাদি-দ্বারা মুখ সুবাসিত করিয়া কুঞ্জদ্বারে বৃক্ষতলে মণিশিলার

যাতস্ততঃ স হরিরম্বুজ-মন্দিরান্তঃ
শেতেঽত্র সংকুসুমকল্পিত-তল্পমধ্যে।
তাম্বূলদান-পদলালন-বীজনাদ্যৈ-
স্তত্র প্রিয়ালিভিরমুং তুলসী সিষেবে॥ ৯৪৫॥

(গোবি০ ১৫।১৩৬)

তাম্বূলবীটিকামশ্নন্ তৎপদ্মযাম্য-কুট্টিমে।
শেতে শীতলশয্যায়াং সুবলেন সমং বটুঃ॥ ৯৪৬॥

(গোবি০ ১৫।১৩৭)

কৃষ্ণভুক্ত-পরিশিষ্টমভীষ্টং, প্রেমতোঽত্তুমনসামতিমিষ্টম্।
প্রাপ্য যোগ্যপরিবেশন-কালং, সুভ্রুবাং হৃদয়মাস বিলোলম্॥৯৪৭

(কৃষ্ণা০ ৪।২৩৩)

মুখ্যয়া সতি কিয়ত্যুপভুক্তে,-ঽস্মাভিরত্তুমুচিতং হি বিবিক্তে।
ইত্যবেত্য হৃদয়ং স্বসখীনাং, সা জগাদ সুদতী সুমুখীনাম্॥ ৯৪৮॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২৩৪)

উপরিভাগে ইচ্ছাক্রমে উপবেশন করিলেন। (৯৪৫-৯৪৬) তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ পদ্মমন্দিরমধ্যে গমন করিয়া কুসুমবিরচিত শয্যায় শয়ন করিলে তথায় তুলসীপ্রিয়তম সখীবৃন্দের সহিত তাম্বূলদান, পাদসম্বাহন ও চামর ব্যজনাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে লাগিলেন। সুবল ও মধুমঙ্গল তাম্বূল চর্বণ করিতে করিতে পদ্মমন্দিরের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তি কুট্টিমে (বেদীতে) গিয়া শীতল শয্যায় শয়ন করিলেন। (৯৪৭-৯৫২) অভীষ্ট অতিমিষ্ট কৃষ্ণভুক্তাবশেষ প্রেমভরে ভোজন করিতে অভিলাষিণী সখীগণের হৃদয় পরিবেশন-যোগ্যকালে বিশেষ চঞ্চল হইল। মুখ্যা সখী শ্রীরাধা কিঞ্চিৎ ভোজন করিলে পরে "নির্জনে ভোজন করা উচিত"—এইভাব নিজ সুমুখী

অশ্নুমঃ সহ বয়ং ত্বমমন্দে, সাধু সাধ্বি ! পরিবেশয় বৃন্দে !
আলিভির্নহি বিনা প্রতিপত্তুং, শক্তিরস্তি মম কিং পুনরত্তুম্ ॥৯৪৯

(কৃষ্ণা০ ৪।২৩৫)

মণ্ডলেন কুতুকাদুপবিষ্টা,-স্বাসু সাদরমসাবুপদিষ্টা।
পর্য্যবেশয়দনুক্রমপালী, রাধিকাং প্রথমতোঽথ তদালীঃ ॥ ৯৫০ ॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২৩৬)

বৃন্দয়া প্রতিজনং রসয়িত্বা, তৎক্রমেণ পরিবেশিতমত্বা।
তা বিদুঃ প্রিয়তমাধরসীধু,-স্পর্শতঃ প্রকৃতিতোঽপ্যতিসাধু ॥৯৫১॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২৩৭)

সৌহৃদেন হৃদয়ং রসয়িত্বা, তাঃ ক্রমেণ সকলং তদদিত্বা।
সাধু ধৌতবদনা মুখবাসং, ভেজুরাত্তঘনসার-বিলাসম্ ॥৯৫২॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২৩৮)

সখীগণের হৃদয়ে জাগিয়াছে জানিয়া সুদতী রাধা বলিলেন,—"হে উত্তমে ! সাধ্বি ! বৃন্দে ! আমরা সকলে একসঙ্গে ভোজন করিব—তুমিই ভালরূপে পরিবেশন কর। সখীগণ বিনা আমার কিছুই করিবার শক্তি নাই, ভোজন ত' দূরের কথা।" অনন্তর সখীগণ কুতুকবশত মণ্ডলীবন্ধনে উপবিষ্ট হইলে ঐ উপদিষ্টা বৃন্দা প্রথমতঃ শ্রীরাধাকে ও তদনন্তর ক্রমবন্ধনে উপবিষ্টা সখীমণ্ডলীকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। বৃন্দা প্রত্যেক সখীকেই আস্বাদন করাইলেন এবং তৎকর্ত্তৃক পরিবেশিত সামগ্রীর ভোজনান্তে ইঁহারা সকলেই বুঝিলেন যে প্রিয়তমের অধরসীধু সংস্পর্শ হওয়াতেই ঐ সকল বস্তু প্রকৃতি (স্বভাব) হইতেও অধিকতর সুস্বাদু হইয়াছে। শ্রীরাধা সখীবৃন্দসহিত সৌহার্দ্দবশতঃ মনকে আনন্দময় করিয়া, অর্থাৎ আনন্দিতমনে ক্রমে ক্রমে সকল বস্তু ভোজন করত উত্তমরূপে মুখধৌত করিয়া কর্পূরদ্বারা সুবাসিত তাম্বূল ভোজন করিলেন।

অথোৎফুল্লা যযুঃ সর্বাঃ শ্রীপদ্মমন্দিরান্তরম্।
তল্পে রাধাসখীপালিঃ পরিতঃ সমুপাবিশৎ ॥ ৯৫৩ ॥
(গোবি০ ১৫।১৪০)

তাম্বূল-চর্বিতং তাভ্যঃ শ্রীহরেস্তুলসী দদৌ।
নান্দীমুখ্যৈ ধনিষ্ঠায়ৈ কুন্দবল্ল্যৈ চ বীটিকাঃ ॥ ৯৫৪ ॥
(গোবি০ ১৫।১৪১)

ততঃ সা তুলসী রূপমঞ্জরী চ বনেশ্বরী।
ভক্ষ্যাণ্যুর্বরিতান্যাহুঃ সেবিকালিচয়ৈঃ সমম্ ॥ ৯৫৫ ॥
(গোবি০ ১৫।১৪২)

তাস্থু ভুক্ত্বাগতাস্বত্র সখ্যস্তৎপূর্বকুট্টিমে।
নির্গত্য সুষুপুঃ সর্বা নান্দীমুখ্যাদয়শ্চ তাঃ ॥ ৯৫৬ ॥
(গোবি০ ১৫।১৪৩)

ততঃ শ্রীরাধিকা তাভ্যো দদৌ তাম্বূলচর্বিতম্।
বৃন্দায়ৈ বীটিকাং সা চ তামদত্ত্বী বহির্যযৌ ॥ ৯৫৭ ॥
(গোবি০ ১৫।১৪৪)

(৯৫৩-৯৫৯) অনন্তর সকলে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া পদ্মমন্দিরমধ্যে গমন করিলেন এবং শ্রীরাধা শয্যায় উপবেশন করিলে সখীসকল তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইলেন। তখন তুলসীদেবী শ্রীরাধা প্রভৃতি সখীগণকে শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল এবং নান্দীমুখী ধনিষ্ঠা ও কুন্দলতাকে তাম্বূলবীটিকা প্রদান করিলেন। তদনন্তর তুলসী, রূপমঞ্জরী ও বৃন্দাদেবী সেবাপরায়ণা সখীসকলের সহিত অবশিষ্ট ভক্ষ্যদ্রব সমস্ত ভোজন করিতে লাগিলেন। পরে সকলে আচমন করিয়া আগমন করিলে নান্দীমুখী প্রভৃতি সখীবৃন্দ পদ্মমন্দির হইতে বাহির হইয়া তাহার পূর্বদিগ্‌বর্ত্তি-কুট্টিমে গিয়া শয়ন করিলেন। তদনন্তর শ্রীরাধা, রূপমঞ্জরী প্রভৃতিকে চর্ব্বিত তাম্বূল ও বৃন্দাদেবীকে তাম্বূলবীটিকা

কৃষ্ণঃ কান্তাং তাং সমাকৃষ্য হ্রীণাং
হাসং হাসং যত্নতঃ স্বাননাব্জাৎ।
তাম্বূলীয়ং চর্বিতং তন্মুখাব্জে
ন্যস্যন্ হৃষ্যন্ শায়য়ামাস পার্শ্বে ॥ ৯৫৮ ॥

(গোবি০ ১৫।১৪৫)

শ্রীরূপমঞ্জরীমুখ্য-সখীভির্বীজনাদিভিঃ।
সেবিতৌ তৌ ক্ষণং তত্র নিদ্রাসুখমবাপতুঃ ॥ ৯৫৯ ॥

(গোবি০ ১৫।১৪৬)

অথ ক্ষণাত্তৌ প্রতিলব্ধবোধা-
বুত্থায় তল্পোপরি সন্নিবিষ্টৌ।
পূর্বং প্রবুদ্ধাঃ প্রসমীক্ষ্য সখ্যো
যযুঃ সখীভ্যাং সহ তৎসমীপম্ ॥ ৯৬০ ॥

(গোবি০ ১৬।১)

প্রদান করিলেন এবং বৃন্দা সেই তাম্বূলবীটিকা ভক্ষণ করিতে করিতে বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে লজ্জিতা শ্রীরাধাকে সযত্নে আকর্ষণ করিয়া স্বীয় মুখপদ্ম হইতে চর্বিত তাম্বূল তাঁহার মুখকমলে প্রদান করত আনন্দিত হইয়া স্বীয় পার্শ্বে শয়ন করাইলেন এবং শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি প্রধান প্রধান সখীগণ চামর ব্যজনাদি-দ্বারা সেবা করিতে থাকিলে তাঁহারা উভয়ে সেই পদ্মমন্দিরে ক্ষণকাল নিদ্রাসুখ লাভ করিলেন।

শুক-সারিকার পাঠাদি

(৯৬০-৯৬৪) অনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণ ক্ষণকালমধ্যে জাগরিত হইয়া উত্থান-পূর্বক শয্যায় উপবেশন করিলেন। পূর্বজাগরিত সখীসকল শ্রীরাধাকৃষ্ণকে শয্যোপরি উপবিষ্ট দেখিয়া ধনিষ্ঠা ও কুন্দলতার সহিত তাহাদিগের নিকট

বৃন্দাপ্যায়াৎ স্বশিষ্যৌ সা বালৌ বিদ্যাবিশারদৌ।
কলোক্তি-মঞ্জুবাক্-সংজ্ঞৌ গৃহীত্বা সারিকাশুকৌ ॥ ৯৬১ ॥
(গোবি০ ১৬।২)

ততস্তৌ পঠতো নম্রৌ জয় বৃন্দাবনেশ্বর !
জয় বৃন্দাবনেশানি ! জয়তাল্যঃ ! প্রসীদত ॥ ৯৬২ ॥
(গোবি০ ১৬।৩)

রাধাদৃগিঙ্গিতাভিজ্ঞা বৃন্দা বিজ্ঞা সমাদিশৎ।
পঠেতি কীরং কীরোঽপি পপাঠানন্দয়ন্ সভাম্ ॥ ৯৬৩ ॥
(গোবি০ ১৬।৪)

গুণৈঃ স্বৈর্হীনা মে যদপি কবিতা নাতি মধুরা
সতাং স্বাদ্যাথাপ্যচ্যুত-গুণযুতত্বেন ভবিতা।
অয়ঃশস্ত্রী স্পৃষ্টা মৃগয়ুগৃহগা স্পর্শমণিনা
সুবর্ণত্বং প্রাপ্তা ভবতি মহতাং ভূষণকৃতে ॥ ৯৬৪ ॥
(গোবি০ ১৬।৫)

গমন করিলেন। তদনন্তর শ্রীবৃন্দাদেবী স্বীয়শিষ্যা বিদ্যাবিশারদ 'কলোক্তি ও মঞ্জুবাক্'—নামক দুইটি শারিকা ও শুকশিশুকে গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন। তৎপর সেই সারিকা ও শুক অতি বিনীত-ভাবে পড়িতে লাগিল,—"হে বৃন্দাবনেশ্বর ! জয়যুক্ত হউন এবং আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! জয়যুক্ত হউন। হে সখীগণ ! জয়যুক্ত হউন এবং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন" এই বলিয়া স্তোত্রপাঠ করিল। অনন্তর বিজ্ঞা বৃন্দাদেবী শ্রীরাধার নয়নভঙ্গী জানিতে পারিয়া নিজের শুককে 'পাঠ কর'—এই বলিয়া আদেশ করিলেন এবং শুকও আদিষ্ট হইয়া সখীসভাকে আনন্দিত করত পাঠ করিতে লাগিল। যদি চ আমার কবিতা অতিশয় মধুরা নহে এবং স্বীয় প্রসাদ ও লালিত্যাদিগুণে বিহীন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের গুণযুক্ত বলিয়া সাধুগণের আস্বাদনীয় হইবে, তাহাতে আর

জয় শ্রীমদ্বৃন্দাবন-মদন নন্দাত্মজ বিভো
প্রিয়াভীরীবৃন্দারিকনিখিলবৃন্দারকমণে !
চিদানন্দস্যন্দাধিক-পদারবিন্দাসব নমো
নমস্তে গোবিন্দাখিলভুবনকন্দায় মহতে ॥ ৯৬৫ ॥
(আ০ ৫।১২)

সূত্রামরত্নদলিতাঞ্জনমেঘপুঞ্জ-
প্রত্যগ্রনীলজলজন্ম-সমানভাসম্ ।
সুস্নিগ্ধনীলঘন-কুঞ্চিতকেশজালং
রাজন্মনোজ্ঞ-শিতিকণ্ঠশিখণ্ডচূড়ম্ ॥ ৯৬৬ ॥

রোলম্বলালিত-সুরদ্রুমসূনকল্পি-
তোত্তংসমুৎকচ-নবোৎপলকর্ণপূরম্ ।
লোলালকস্ফুরিতভালতল-প্রদীপ্ত-
গোরোচনাতিলকমুচ্চলচিল্লিমালম্ ॥ ৯৬৭ ॥

সন্দেহ নাই। কারণ এই যে, ধাতুর মধ্যে হীনগুণসম্পন্ন লৌহনির্মিত-শস্ত্রী (ছুরিকা) অত্যল্প প্রমাণা হইলেও ব্যাধকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়া দৈবাৎ স্পর্শমণির সংস্পর্শে স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাও মহদ্গণের ভূষণের উপযুক্ত হয় অর্থাৎ ভূষণরূপে মহদ্গণের গ্রাহ্য হয়। (৯৬৫) অয়ি বিভো ! শ্রীবৃন্দাবনমদন নন্দ-নন্দন ! তোমার জয় হউক ! প্রিয়তমা গোপাঙ্গনাই তোমার সুরাঙ্গনা-সদৃশ। তুমি নিখিলসুরগণের শিরোমণি। তোমার চরণারবিন্দের মকরন্দ চিদানন্দধারার অপেক্ষাও সুমধুর। হে গোবিন্দ ! নিখিলবিশ্ববীজ অতি মহান্ তোমার স্বরূপকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি। (৯৬৬) তোমার কান্তি, নীলকান্তমণি দলিতাঞ্জন মেঘপুঞ্জ এবং নূতন নীলপদ্মের সদৃশ, কেশজাল

আপূর্ণশারদগতাঙ্কশশাঙ্কবিম্ব,-কান্তাননং কমলপত্রবিশালনেত্রম্ ।
রত্নস্ফুরন্মকরকুণ্ডলরশ্মিদীপ্ত,-গণ্ডস্থলীমুকুরমুন্নতচারুনাসম্ ॥৯৬৮॥

সিন্দূরসুন্দরতরাধরমিন্দুকুন্দ-
মন্দার-মন্দহসিতদ্যুতিদীপিতাংশম্ ।
বন্যপ্রবালকুসুমপ্রচয়াবক৯প্ত-
গ্রৈবেয়কোজ্জ্বল-মনোহর-কম্বুকণ্ঠম্ ॥ ৯৬৯ ॥

মত্তভ্রমদ্ভ্রমরজুষ্ট-বিলম্বমান-
সন্তানক-প্রসবদাম-পরিষ্কৃতাংসম্ ।
হারাবলী-ভগণরাজিতপীবরোরো-
ব্যোমস্থলী-ললিতকৌস্তুভভানুমন্তম্ ॥ ৯৭০ ॥

সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ, ঘন ও আকুঞ্চিত এবং তোমার চূড়ায় মনোহর ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে। (৯৬৭) ভ্রমরকুল-সেবিত কল্পবৃক্ষপ্রসূনে বিরচিত আভরণ ধারণ করিয়া আছেন। বিকসিত নবপল্লব তোমার কর্ণভূষণ। আর চঞ্চল অলকদ্বারা সুশোভিত তোমার ললাটমণ্ডলে গোরচনারচিত-তিলক দীপ্তি পাইতেছে এবং দুই ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে। (৯৬৮) তোমার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ কলঙ্কবিহীন শারদীয় শশাঙ্কের সদৃশ মনোহর। লোচনযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল, দর্পণতুল্য, অর্থাৎ নির্মল গণ্ডস্থল মণিবিরচিত মকরকুণ্ডলদ্বারা উদ্দীপিত, নাসিকা উন্নত ও মনোহর। (৯৬৯) অধর দেখিতে সিন্দূর হইতেও অধিক সুন্দর, সর্ব্বাঙ্গ চন্দ্র, কুন্দপুষ্প ও মন্দারপ্রসূনসদৃশ শুভ্র ঈষৎহাস্যে উজ্জ্বলীভূত, কণ্ঠ নবপল্লব ও পুষ্পদ্বারা বিরচিত কণ্ঠাভরণে দীপ্তিমান্। (৯৭০) দুইস্কন্ধ চঞ্চল মত্ত

শ্রীবৎসলক্ষণ-সুলক্ষিতমুন্নতাংস-
মাজানুপীন-পরিবৃত্ত-সুজাতবাহুম্।
আবন্ধুরোদরমুদারগভীরনাভিং
ভৃঙ্গাঙ্গনানিকরবঞ্জুল-রোমরাজিম্ ॥ ৯৭১ ॥

নানামণি-প্রঘটিতাঙ্গদকঙ্কণোর্মি-
গ্রৈবেয়সারসন-নূপুর-তুন্দবন্ধম্।
দিব্যাঙ্গরাগ-পরিপিঞ্জরিতাঙ্গযষ্টি-
মাপীতবস্ত্রপরিবীত-নিতম্ববিম্বম্ ॥ ৯৭২ ॥

চারূরুজানুমনুবৃত্ত-মনোজ্ঞজঙ্ঘং
কান্তোন্নত-প্রপদ-নিন্দিতকূর্মকান্তিম্।
মাণিক্যদর্পণ-লসন্নখরাজিরাজদ্-
রক্তাঙ্গুলিচ্ছদনসুন্দর-পাদপদ্মম্ ॥ ৯৭৩ ॥

ভ্রমরনিকর-বিরাজিত আপাদলম্বমান্ সন্তানক-কুসুমের মালায় সুশোভিত। হারাবলীরূপ তারাগণে শোভমান তাঁহার বক্ষোরূপ নভোমণ্ডলে মনোহর কৌস্তুভরূপীসূর্য্য দীপ্তি পাইতেছে। (৯৭১) শ্রীবৎসচিহ্নদ্বারা তাঁহাকে সুন্দররূপে চিনিতে পারা যাইতেছে। তোমার স্কন্ধদেশ উন্নত, বাহুযুগল জানুপর্য্যন্ত লম্বিত, গোলাকার পুষ্ট এবং সুন্দর। উদর ঈষৎ উন্নতানত, নাভীস্থল প্রশস্ত ও গভীর, রোমাবলী দেখিতে ভ্রমরশ্রেণীর সদৃশ সুন্দর। (৯৭২) অঙ্গদ, কঙ্কণ, মুদ্রিকা, রসনা, নূপুর এবং তুন্দবন্ধ অর্থাৎ উদরবন্ধনার্থ সুবর্ণডোর বিবিধ মণিগণদ্বারা নির্মিত, দেহ দিব্য অঙ্গরাগে বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট, নিতম্ব অতি পীতবস্ত্রে বেষ্টিত। (৯৭৩) উরু

মৎস্যাঙ্কুশারদরকেতুযবাব্জবজ্র-
সংলক্ষিতারুণকরাঙ্ঘ্রিতলাভিরামম্ ।
লাবণ্যসারসমুদায়-বিনির্মিতাঙ্গ-
সৌন্দর্য্যনির্জিত-মনোভবদেহকান্তিম্ ॥ ৯৭৪ ॥

আস্যারবিন্দ-পরিপূরিতবেণুরন্ধ্র-
লোলৎকরাঙ্গুলি-সমীরিত-দিব্যরাগৈঃ ।
শশ্বদ্দ্রবীকৃত-বিকৃষ্টসমস্তজন্তু-
সন্তানসন্ততিমনন্তসুখাম্বুরাশিম্ ॥ ৯৭৫ ॥
(ক্র০ ৩।৭-১৬)

বন্দে ব্রজেন্দ্রসূনুং তং রাধাসঙ্গবিহারিণম্ ॥ ৯৭৬ ॥

শারিকা প্রাহ—

সুস্নিগ্ধদীর্ঘঘনকুঞ্চিতকেশপাশং
মন্দভ্রমদ্ভ্রমরকাবলিভব্যভালম্ ।
সুভ্রূলতং স্বলকমুন্নতচারুনাসং
দ্রেয়ং ভবিষ্যতি কদাস্য তদাস্যপদ্মম্ ॥ ৯৭৭ ॥
(আ০ ১১।২৯৮)

ও জানু মনোহর, জঙ্ঘা সুন্দর ও অনুবৃত্ত। মনোহর উন্নত পাদাগ্রভাগ কূর্ম্মের আকার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। নখরাজি মাণিক্য-নির্মিত দর্পণ হইতে অধিকতর শোভাশালিনী। সেই নখরাজিদ্বারা শোভমান্ রত্নাঙ্গুলিস্বরূপ পত্রনিকরে তোমার পাদপদ্মযুগল দীপ্তি পাইতেছে। (৯৭৩) নিরতিশয় অরুণবর্ণ চরণতলে মৎস্য, অঙ্কুশ, চক্র, শঙ্খ, ধ্বজ, যব, পদ্ম ও বজ্রের চিহ্ন থাকাতে তুমি দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছ। লাবণ্যের সারসর্ব্বস্ব দ্বারা বিনির্ম্মিত অঙ্গসকলের সৌন্দর্য্যের দ্বারা তুমি কন্দর্পের দেহকান্তিকে জয় করিয়াছ। (৯৭৫) হে কৃষ্ণ! তুমি অনন্তসুখের সাগরস্বরূপ, তুমি মুখপদ্মদ্বারা

মাধুর্য্যসিন্ধুমধি যস্য ভবেন্নিপাত-
স্তৎ কেবলং মধুরিমাণমুরীকরোতি।
উষ্ণীষসীমনি সহেলগতা মুরারে-
র্গোচ্ছন্দরজ্জুরপি মজ্জতি রম্যতায়াম্ ॥ ৯৭৮ ॥
(আ০ ১১।২৯৯)

রত্নোল্লসন্মকরকুণ্ডলতাণ্ডবেন
বিভ্রাজমানতমমস্য কপোলবিম্বম্।
তাম্বূলগন্ধি-রদনচ্ছদবন্ধুজীবৈ-
র্ধন্যাঃ পরং প্রমুদিতাঃ পরিপূজয়ন্তি ॥ ৯৭৯ ॥
(আ০ ১১।৩০০)

পরিপূরিত বংশীর রন্ধ্রসমূহে হস্তের অঙ্গুলিনিচয় চালন করিয়া যে দিব্য রাগসকল উদ্গিরণ করিতেছ, তদ্দ্বারা যাবতীয় জন্তুর সন্তান-সন্ততি অর্থাৎ বংশাবলী দ্রবীভূত ও আকৃষ্ট হইয়াছে। (৯৭৬) শ্রীরাধার সঙ্গে বিহারপরায়ণ এই ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে আমি বন্দনা করি। (৯৭৭) শারিকা বলিতে লাগিল, —যাঁহার ঘন ও কুঞ্চিত কেশপাশ সুস্নিগ্ধ ও দীর্ঘ, যাঁহার সুরম্য ললাটে অলকাবলী মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর ভ্রূলতা, সুশোভন চূর্ণকুন্তল এবং উন্নত ও সুচারু নাসিকাদ্বারা অতিশয় শোভাপ্রাপ্ত ঐ মুখকমল কবে আমার ঘ্রাণের বিষয় হইবে। (৯৭৮) মাধুর্য্যসাগরে যাহার পতন হয়, সেই কেবল মধুরিমাকে অঙ্গীকার করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের উষ্ণীষদেশে বিলাসভরে সংলক্ষিত গাভীগণের পীতপট্টসূত্রময়ী, অগ্রে মুক্তা-লম্বিত চমরীযুক্তা পাদবন্ধনরজ্জুও রমণীয়তার মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছে। (৯৭৯) রত্নসমূহের শোভায় অত্যন্ত উজ্জ্বল মকরকুণ্ডলের তাণ্ডবে অর্থাৎ আন্দোলনে অতিশয়রূপে শোভমান শ্রীকৃষ্ণের কপোল (গণ্ড) মণ্ডলকে ধন্যা ব্রজসুন্দরীগণ পরম আনন্দভরে তাম্বূলগন্ধি ওষ্ঠাধররূপ বন্ধুজীব (বাঁধুলী) পুষ্পসকলের দ্বারা

শ্রীবৎসকৌস্তুভরমা-বনমালিকানাং
লক্ষ্মীভরেণ পরয়াপি চ হারভাসা।
বিভ্রাজমান-পরিণাহমমুষ্য বক্ষঃ
কা নাম বামনয়নেচ্ছতি ন প্রবেষ্টুম্ ॥ ৯৮০ ॥

(আ০ ১১।৩০১)

জানুদ্বয়ী-লবণিমামৃতমুদ্দিধীর্ষো াঃ
পার্শ্বস্থয়োর্মদমনোভবনাগযূনোঃ।
শুণ্ডাদ্বয়ীব ভুজয়োর্দ্বিতয়ীয়মস্য
কস্যা বিলোড়য়তি হন্ত! ন হৃত্তড়াগম্ ॥ ৯৮১ ॥

(আ০ ১১।৩০২)

আবেল্লিতং স্ববলিতাবলিভির্বলীভি-
র্মুষ্টিপ্রমেয়মপি পুষ্টমিবৌজসা যৎ।
লগ্নং মুহুস্তদবলগ্নমমুষ্য নোহন্ত-
র্হা হন্ত! তৎ কৃশমিদঞ্চ কৃশীকরোতি ॥ ৯৮২ ॥

(আ০ ১১।৩০৩)

পূজা করিয়া থাকেন। (৯৮০) এমন কোন্ রমণী আছে যে, শ্রীবৎস কৌস্তুভ, স্বর্ণরেখারূপ লক্ষ্মীচিহ্ন ও বনমালার শোভাতিশয্যে এবং হারসমূহের অত্যন্ত দীপ্তিদ্বারা শোভমান, শ্রীকৃষ্ণের বিশাল বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা না করে? (৯৮১) জানুদ্বয়ের লাবণ্যরূপ অমৃত উদ্ধার (উত্তোলন) করিবার ইচ্ছায় মদমত্ত কন্দর্পযুগলরূপ হস্তিযুবকদ্বয়ের দুইটি শুণ্ডের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের উভয় পার্শ্বস্থ ঐ আজানুলম্বিত ভুজদ্বয়, হায়! কোন্ সুন্দরীর হৃদয়তড়াগ বিলোড়িত অর্থাৎ চঞ্চল না করিয়া থাকে? (অর্থাৎ সকল রমণীর হৃদয় চঞ্চল করিয়া থাকে)। (৯৮২) শ্রীকৃষ্ণের যে কটিদেশ সুবলিত

লাবণ্যকল্পতরু-কোটর-কল্পনাভী-
নির্যত্তনুভ্রমররাজিরিবোন্মুখীয়ম্।
রোমাবলির্মলিনিমানমহো বহন্তী
হা হন্ত! কালভুজগীব দদংশ হৃন্নঃ॥ ৯৮৩॥

(আ০ ১১।৩০৪)

শোণারবিন্দরুচিনিন্দকমঙ্ঘ্রিযুগ্মং
বজ্রাঙ্কুশধ্বজ-সরোরুহলক্ষ্মলক্ষ্মি।
মঞ্জীররত্নকিরণোল্লসদঙ্গুলীকং
বক্ষস্তটীমহহ ভূষয়িতা কদা নু॥ ৯৮৪॥

(আ০ ১১।৩০৫)

বলীশ্রেণীদ্বারা পরিবেষ্টিত আছে, অথবা পূরক রেচক শ্বাসানুরোধে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে এবং যাহা মুষ্টিপরিমিত হইলেও বলের দ্বারা যেন পরিপুষ্ট হইয়া শোভা পাইতেছে, হায়! হায়! কৃষ্ণের সেই কটিদেশ পুনঃ পুনঃ আমাদের হৃদয়ে লগ্ন হইয়া স্বয়ং কৃশ হইলেও উৎকণ্ঠাত্মক তাড়নদ্বারা হৃদয়কে কৃশ করিতেছে অথবা স্বয়ং কৃশ হইয়াও অন্যের হৃদয়ে উৎকণ্ঠাদি জাগাইয়া তাহাকেও কৃশ করিতেছে। (৯৮৩) শ্রীকৃষ্ণের নাভিদেশ লাবণ্যরূপ কল্পতরুর কোটরসদৃশ। অহো! ঐ নাভিদেশ হইতে নির্গত সূক্ষ্মভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় মলিন রোমাবলি উন্মুখী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়পর্য্যন্ত গমন করিলেও, হায়! হায়! কালভুজঙ্গীর ন্যায় আমাদের হৃদয়কে দংশন করিয়াছে। (৯৮৪) শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল রক্তকমলের কান্তি অপেক্ষাও অধিকতর কান্তিযুক্ত এবং বজ্রাঙ্কুশ ধ্বজ পদ্ম প্রভৃতি চিহ্নসমূহের দ্বারা অতিশয় শোভাপ্রাপ্ত। মঞ্জীরস্থ রত্নসকলের কিরণে চরণের অঙ্গুলিগুলি অত্যন্ত শোভা পাইতেছে। অহো! শ্রীকৃষ্ণের ঐ চরণযুগল কবে আমাদের

শুকঃ প্রাহ—

চক্রার্দ্ধেন্দুযবাষ্টকোণ-কলসৈশ্ছত্র-ত্রিকোণাম্বরৈ-
শ্চাপ-স্বস্তিক-বজ্র-গোষ্পদ-দরৈর্মীনোর্ধ্বরেখাঙ্কুশৈঃ।
অম্ভোজ-ধ্বজ-পক্বজাম্ববফলৈঃ সল্লক্ষণৈরঙ্কিতং
জীয়াচ্ছ্রীপুরুষোত্তমত্ব-গমকৈঃ শ্রীকৃষ্ণপাদদ্বয়ম্ ॥ ৯৮৫ ॥
(গোবি০ ১৬।৬)

বন্দে কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলং যস্মিন্ কুরঙ্গীদৃশাং
বক্ষোজপ্রণয়ীকৃতে বিলসতি স্নিগ্ধোঽঙ্গরাগঃ স্বতঃ।
কাশ্মীরং তলশোণিমোপরিতনঃ কস্তূরিকাং নীলিমা
শ্রীখণ্ডং নখচন্দ্রকান্তিলহরী নির্ব্যাজমাতন্বতে ॥ ৯৮৬ ॥
(আ০ ১।১)

শোণস্নিগ্ধাঙ্গুলিদলকুলং জাতরাগং পরাগৈঃ
শ্রীরাধায়াঃ স্তনমুকুলয়োঃ কুঙ্কুম-ক্ষোদরূপৈঃ।
ভক্তশ্রদ্ধামধুনখমহঃপুঞ্জ-কিঞ্জল্কজালং
জঙ্ঘানালং চরণকমলং পাতু নঃ পূতনারেঃ ॥ ৯৮৭ ॥
(আ০ ১।২)

বক্ষঃস্থল বিভূষিত করিবে। (৯৮৫) শুক বলিতে লগিলেন—চক্র, অর্দ্ধচন্দ্র, যব, অষ্টকোণ, কলস, ছত্র, ত্রিকোণ অম্বর (আকাশ অর্থাৎ শূন্য) ধনু, স্বস্তিক, বজ্র, গোষ্পদ, শঙ্খ, মীন, ঊর্দ্ধরেখা, অঙ্কুশ, পদ্ম, ধ্বজ ও পক্ব জম্বুফল—শ্রীপুরুষোত্তমত্ব অর্থাৎ ভগবত্ত্বের পরিচায়ক ঐ সকল সল্লক্ষণ (চিহ্ন) দ্বারা অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া বর্ত্তমান হউন। (৯৮৬) আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দযুগল বন্দনা করি। যে পাদপদ্মযুগল হরিণলোচনা ব্রজসুন্দরীগণের স্তনদ্বয়ের প্রেমাস্পদ হইলে, ব্রজাঙ্গনাদিগের স্বভাবস্নিগ্ধ অঙ্গরাগ প্রকটিত হইয়া থাকে। এইরূপ অঙ্গরাগ জন্মে;

লীঢ়ানেব পথশ্চকোরযুবতীযূথেন যাঃ কুর্বতে
সদ্যঃ স্ফাটিকয়ন্তি রত্নঘটিতাং যাঃ পাদপীঠাবলীম্।
যাঃ প্রক্ষালিতমৃষ্টয়োর্জললব-প্রস্যন্দশঙ্কাকৃত-
স্তাঃ কৃষ্ণস্য পদাব্জয়োর্নখমণিজ্যোৎস্নাশ্চিরং পান্তু নঃ ॥৯৮৮॥
(চন্দ্রা০ ৭।১৫)

চন্দ্রেন্দীবরচন্দনেন্দুনলদাচ্ছীতং লসৎসৌরভং
রাধায়াঃ স্তনসঙ্গলোলুপতমং তৎপাণি-সংলালিতম্।
তচ্ছ্রীকুঙ্কুমচর্চিতং সুললিতং শোভালি-লীলাস্পদং
তচ্ছ্রীকৃষ্ণপদাম্বুজং ভবতু নঃ সম্বাহনীয়ং সদা ॥ ৯৮৯ ॥
(গোবি০ ১৬।১৮)

যথা—চরণতলের অরুণিমা স্তনাগ্রমণ্ডলবর্ত্তী কুঙ্কুমকে, চরণযুগলের উপরিস্থিত নীলিমা স্তনের অধোমণ্ডলবর্ত্তি-কস্তুরিকাকে এবং নখচন্দ্রদিগের কান্তিতরঙ্গ স্তনের মধ্যমণ্ডলবর্ত্তী চন্দনকে অকপটে বিস্তার করিতে থাকে। (৯৮৭) পূতনারি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল, স্বীয় সম্বাহনাদিরূপ সেবায় নিযুক্ত করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। আহা ঐ চরণকমলের মাধুরীর বিষয় কি বর্ণন করিব ? রক্তবর্ণ এবং স্নিগ্ধ অঙ্গুলিসকল ঐ চরণকমলের পত্রসমূহ, শ্রীমতী রাধিকার স্তনরূপ মুকুলে আলিঙ্গনলব্ধ কুঙ্কুমচূর্ণরূপ পরাগরাশিদ্বারা ঐ পাদপদ্মের অরুণিমা জন্মিয়াছে, ভক্তগণের শ্রদ্ধাই উহার মধু, নখাবলীর প্রভাপুঞ্জই উহার কেশরজাল এবং জানুদ্বয়ই চরণপদ্মের নালস্বরূপ। (৯৮৮) যাহা চকোরীশ্রেণীকে আকর্ষণ-পূর্বক তাহাদের দ্বারা পথসকল যেন লেহন করাইয়া থাকে, যাহা রত্নঘটিত পাদপীঠ-সমূহকে সদ্য স্ফটিকময় করে, যাহা দর্শন করিলে প্রক্ষালিত ও মার্জ্জিত চরণদ্বয় হইতে জলকণাসকল ক্ষরিত হইতেছে বলিয়া শঙ্কা জন্মে, শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলযুগলের সেই নখমণিজ্যোৎস্নাপুঞ্জ আমাদিগকে

গুল্ফৌ বকারের্লসতোঽতিচিক্কণৌ
লাবণ্যভঙ্গোচ্ছলিতৌ সুবর্ত্তুলৌ।
কলিন্দকন্যাতনুবীচিনির্ঝরা-
দর্দ্ধোদিতেন্দীবরকোরকাবিব ॥ ৯৯০ ॥
(গোবি০ ১৬।২০)

মরকতমণি-রম্ভাস্তম্ভসম্ভেদি ধাত্রা
ভুবনভবনমূলস্তম্ভতাং লম্ভিতং যৎ।
যুবতি-নিচয়চেতঃপীলুনীলাশ্মকীলং
প্রণয়তু হরিজঙ্ঘাযুগ্মমংহো-বিঘাতম্ ॥ ৯৯১ ॥
(গোবি০ ১৬।২৫)

মাধুর্য্যলক্ষ্ম্যা রুচিরাসনদ্বয়ং
লাবণ্যবল্ল্যা গুরুপর্ব্বযুগ্মকম্।
শোভাশ্রিয়োঽলঙ্কৃতিপেটিকাযুগং
জানুদ্বয়ং ভাতি মনোহরং হরেঃ ॥ ৯৯২ ॥
(গোবি০ ১৬।২৮)

চিরকাল রক্ষা করুন। (৯৮৯) যে শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম, চন্দ্র, ইন্দীবর, চন্দন, কর্পূর ও নলদ (বেণামূল) প্রভৃতি শীতলবস্তু হইতেও শীতল, শ্রীরাধার স্তনসঙ্গে অতিশয় লোলুপ, তথা শ্রীরাধার করযুগলে সংলালিত, তদীয় কুচকুঙ্কুমে চর্চ্চিত এবং নিখিল শোভার সহিত লীলাদেবীরও আস্পদ সেই সুন্দর ও সৌরভশালী কৃষ্ণের চরণকমল আমাদিগের নিয়তকাল সম্বাহনের উপযোগী হউন। (৯৯০) লাবণ্য-তরঙ্গে উচ্ছলিত ও সুন্দর বর্ত্তুল সুতরাং সূর্য্যতনয়া যমুনার স্বল্পতরঙ্গ নির্ঝর হইতে অর্দ্ধোদিত ইন্দীবরের দুইটী কোরকের ন্যায় অতিচিক্কণ বকরিপু শ্রীকৃষ্ণের গুল্ফযুগল শোভা পাইতেছে। (৯৯১) মরকতমণি-নির্ম্মিত রম্ভাস্তম্ভের ধৈর্য্যভেদী যে

রম্যোরুপর্বদ্বয়মদ্ভুতং হরে-
র্মাহেন্দ্রনীলং লঘুসম্পুটদ্বয়ম্ ।
অসঙ্খ্য-গোসঙ্খ্য-কুলাঙ্গনাততে-
স্তে চিত্তচিন্তামণয়োঽত্র মান্তি যৎ ॥ ৯৯৩ ॥
(গোবি০ ১৬।২৯)

উরুদ্বয়ং সুবলিতং ললিতং বকারেঃ
পীনং সুচিক্কণমধঃক্রমকার্শ্যযুক্তম্ ।
কন্দর্পবৃন্দবরনর্ত্তক-লাস্যরঙ্গং
লাবণ্যকেলিসদনং হৃদি নশ্চকাস্তু ॥ ৯৯৪ ॥
(গোবি০ ১৬।৩১)

রম্ভালিগর্বভরদারণ-সন্নিবেশে
মত্তেভহস্ত-মদমর্দন-মার্দবে যে ।
শ্রীরাধিকাকরভ-সন্তত-সেব্যমানে
কেনোপমান্তু কবয়ো হরিসক্থিনী তে ॥ ৯৯৫ ॥
(গোবি০ ১৬।৩৪)

জঙ্ঘাযুগলকে বিধাতা ত্রিভুবনরূপ গৃহের মূলস্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং যাহা যুবতীবৃন্দের চিত্তকরীর সম্বন্ধে ইন্দ্রনলীমণি-নিৰ্ম্মিত স্তম্ভতুল্য, কৃষ্ণের সেই জঙ্ঘাদ্বয় আমাদের পাপসমূহ বিনাশ করুন। (৯৯২) শ্রীকৃষ্ণের মনোজ্ঞ জানুযুগল মাধুর্য্যলক্ষ্মীর সুন্দর আসনদ্বয়, লাবণ্যলতার পরিপুষ্ট পর্বযুগল এবং শোভাসম্পত্তির যেন অলঙ্কারের পেটিকাস্বরূপ হইয়া শোভা পাইতেছে। (৯৯৩) শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্চর্য্য রমণীয় উরুপর্ব্ব দুইটি ইন্দ্রনীলমণি-নিৰ্ম্মিত ক্ষুদ্রতম সম্পুটদ্বয় (কৌটাদ্বয়), কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অসংখ্য গোপকুল-বনিতাগণের চিত্তরূপ চিন্তামণিসকলও ইহাতে পরিমাণপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৯৯৪) বকারি শ্রীকৃষ্ণের যে স্থূল উরুদ্বয় সুগঠিত, মনোহর, সুচিক্কণ এবং

বিস্তীর্ণপীনমতিসুন্দর-সন্নিবেশং
রাসস্থলং স-রতিকাম-নটার্বুদানাম্।
আভীরধীররমণী-কমনীয়শোভং
শ্রীশ্রোণিমণ্ডলমলং বিলসত্যঘারেঃ ॥ ৯৯৬ ॥
(গোবি০ ১৬।৩৫)

কটীরবিম্বং লসদূর্দ্ধকায়-
তমালনীলাশ্মকৃতালবালম্।
কৃষ্ণস্য লাবণ্যজলালিখেলৎ-
কাঞ্চী-মরালী-বলিতং বিভাতি ॥ ৯৯৭ ॥
(গোবি০ ১৬।৩৬)

যথাক্রমে অধোধোভাগে কৃশতাযুক্ত এবং নিখিল কন্দর্পরূপ উৎকৃষ্ট নর্ত্তকদিগের নৃত্যস্থানস্বরূপ, লাবণ্যের ক্রীড়াগৃহ সেই উরুযুগল আমাদের হৃদয়ে দীপ্তিমান্ হউক। (৯৯৫) রম্ভাশ্রেণীর গর্ব্ববিনাশ-বিষয়ে সুনিপুণ যে ঊরুযুগলের সন্নিবেশ এবং যাহার মৃদুতা মদপ্রমত্ত গজরাজের মর্দ্দনবিষয়ে পটীয়সী এবং যাহা শ্রীরাধার হস্তের অগ্রভাগ (মুষ্টিবদ্ধভাগ) দ্বারা নিয়ত সেব্যমান, শ্রীকৃষ্ণের সেই ঊরুদ্বয়কে কবিগণ কোন্ বস্তুদ্বারা উপমিত করিবে ? (৯৯৬) যাহা অতিশয় বিস্তীর্ণ অথচ স্থূল ও সুন্দর সন্নিবেশযুক্ত এবং রতির সহিত বর্ত্তমান কামরূপ নটসকলের বিলাসস্থল অথবা রসের স্থানস্বরূপ, সুতরাং সুধীর গোপরমণীসকলের কাম্য অর্থাৎ মনোহারিণী শোভাযুক্ত অঘারি শ্রীকৃষ্ণের সেই শোভমান নিতম্বভাগ শোভা পাইতেছে। (৯৯৭) শোভমান ঊর্দ্ধদেহরূপ তমালবৃক্ষের মূলদেশে সেচনীয় জলস্থাপনের নিমিত্ত মরকতমণিদ্বারা যাহার আলবাল (তরুমূলে জলাধার) বিরচিত হইয়াছে এবং যাহা শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যরূপ জলসমূহে ক্রীড়াশীল কাঞ্চী অর্থাৎ ক্ষুদ্র মণিঘণ্টিকারূপ হংসীসকলে পরিবেষ্টিত, শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ

দৃষ্ট্বা বকারেরবলগ্ন-সৌষ্ঠবং
নিজাবলগ্নস্য কুকীর্ত্তি-শঙ্কয়া।
দুর্গাসু দুর্গাজনকস্য ভূভৃতো
দরীষু পারীন্দ্রগণা বিলিল্যিরে ॥ ৯৯৮ ॥
(গোবি০ ১৬।৪৪)

শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহতমালসুরদ্রুমেঽস্মিন্
শোভামরন্দভৃতনাভি-সুকোটরোঽস্তি।
লোভাদ্বধূদৃগলিপালিরিহ প্রবিষ্টা
যৎ সা পুনর্নহি নিরেতি রসে নিমগ্না ॥ ৯৯৯ ॥
(গোবি০ ১৬।৪৬)

লবণিম-মধু পীত্বা নাভিপদ্মান্মুরারে-
র্ব্রজযুবতি-জনানাং নেত্রভৃঙ্গার্ভকালিঃ।
উদর-নলিনপত্রে যা পপাতোচ্ছলন্তী
তনুরুহ-ততিদম্ভাৎ সৈব শেতে প্রমত্তা ॥ ১০০০ ॥
(গোবি০ ১৬।৪৯)

সেই কটিবিম্ব শোভা পাইতেছে। (৯৯৮) সিংহসকল শ্রীকৃষ্ণের উদরশোভা সন্দর্শন করিয়াই "নিজের প্রসিদ্ধ ক্ষীণোদরের ভবিষ্যতে কুকীর্ত্তি প্রকাশ পায়"—এই ভাবিয়াই কি পার্ব্বতী-পিতা গিরিরাজ হিমালয়ের দুর্গম গহ্বরে লুক্কায়িত রহিয়াছে ? (৯৯৯) অপর শ্রীকৃষ্ণের দেহরূপ এই তমালকল্পতরুর শোভারূপ মকরন্দপূর্ণনাভি-কোটরে লোভবশতঃ গোপবধূসকলের নেত্ররূপ অলিমালা প্রবিষ্ট হইয়া রসে নিমগ্ন হইয়াই যেন আর বহির্গত হইতে পারিতেছে না। (১০০০) ব্রজসুন্দরীদিগের যে নয়নরূপ ভৃঙ্গশিশুগণ শ্রীকৃষ্ণের নাভিকমল হইতে লাবণ্যমধু পানপূর্ব্বক প্রমত্ত হইয়া গমন করিতে করিতে উদররূপ পদ্মপত্রে পতিত হইয়াছে, সেই ভ্রমর-শিশুশ্রেণীই

হৃদ্যুচ্ছলত্তনুরুহচ্ছলনিঃসৃতশ্রী-
নাভিহ্রদানুপতিতাদিরসপ্রবাহম্।
অল্পোচ্চপার্শ্বযুগলং দরনিম্নমধ্যং
মধ্যে মনো মম হরেরুদরং চকাস্তু ॥ ১০০১ ॥
(গোবি০ ১৬।৫২)

রাধাচিত্তমরাল-দৃক্‌শফরিকা-শশ্বদ্বিলাসাস্পদং
কাঞ্চীসারসপালি-নিস্বনি-তটং লোমালি-শৈবালকম্।
লাবণ্যামৃত-পূরিতং ত্রিবলিকাসূক্ষ্মোর্মি-বিভ্রাজিতং
শ্রীনাভীনলিনং লসত্যঘরিপোঃ শ্রীতুন্দসৎপল্বলম্ ॥ ১০০২ ॥
(গোবি০ ১৬।৫৩)

রেখাস্বরূপ-রময়াশ্রিতবামভাগং
শ্রীবৎস-সচ্ছবি-বিরাজিত-দক্ষিণাংশম্।
কণ্ঠস্থ-কৌস্তুভ-গভস্তিবিরাজমানং
শশ্বদ্‌বিলাস-ললিতং বনমালিকায়াঃ ॥ ১০০৩॥
(গোবি০ ১৬।৫৫)

আবার রোমাবলির ছলে তথায় শয়ন করিয়া আছে। (১০০১) হৃদয় হইতে সমুদ্‌গত রোমাবলীর ছলে নির্গত হইয়া নাভিহ্রদে পতনশীল শৃঙ্গার রসের প্রবাহ যাহাতে শোভা পাইতেছে, যাহার পার্শ্বদ্বয় ঈষৎ উচ্চ এবং মধ্যদেশ কিঞ্চিৎ নিম্ন, শ্রীকৃষ্ণের সেই উদরদেশ আমার মনোমধ্যে প্রতিভাত হউক। (১০০২) যাহা শ্রীরাধার মনোরূপ হংস ও নয়নরূপ শফরীর সতত বিলাসস্থান এবং যাহার তটদেশ কাঞ্চীরূপ সারসগণের মধুর নাদে শব্দিত, লোমাবলী যাহাতে শৈবালস্বরূপ, লাবণ্যরূপ অমৃতপ্রবাহই যাহার প্রবাহ, ত্রিবলিরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঊর্ম্মিদ্বারা যাহা শোভিত, তথা শোভমান নাভিই যাহার পদ্ম, এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের উদররূপ ক্ষুদ্র সরোবর শোভা পাইতেছে। (১০০৩-৪) যাহার

শ্রীবল্লবীহৃদয়দোহদভাজনং শ্রী-
রাধামনোনৃপ-হরিন্মণিসিংহপীঠম্।
ত্রৈলোক্যযৌবতমনোহর-মাধুরীকং
বক্ষঃস্থলং সুবিপুলং বিলসত্যঘারেঃ ॥ ১০০৪ ॥
(গোবি০ ১৬।৫৬)

মুক্তাবলী-সুরধুনী-তনুরোমরাজি-
ভাস্বৎসুতা-তরলকান্তি-সরস্বতীনাম্।
সঙ্গেন মঙ্গলকরং ত্রিজগজ্জনানাং
কৃষ্ণস্য নৌমি তমুরঃস্থল-তীর্থরাজম্ ॥ ১০০৫ ॥
(গোবি০ ১৬।৫৭)

পীনায়তৌ লবণিমোচ্ছলিতৌ সুবৃত্তৌ
পদ্মাদি-বিশ্বরমণী-কমনীয়শোভৌ।
পীনস্তনীহৃদয়দোহদভাজনং তৌ
শ্রীমদ্ভুজৌ মনসি মে স্ফুরতামঘারেঃ ॥ ১০০৬ ॥
(গোবি০ ১৬।৬৩)

বামভাগ রেখারূপা লক্ষ্মীকর্ত্তৃক আশ্রিত অর্থাৎ যাঁহার বামদিকে স্বর্ণরেখা বর্ত্তমান এবং দক্ষিণদিকে শ্রীবৎসচিহ্ন শোভা পাইতেছে, তথা কণ্ঠস্থ কৌস্তুভমণির কিরণমালায় যাহা বিরাজমান এবং যাহা সতত বনমালার দ্বারা শোভা পাইতেছে। আর যাহা ব্রজসুন্দরী-দিগের হৃদয়স্পৃহার আধার, শ্রীরাধার হৃদয়রাজের নীলকান্তমণিনির্ম্মিত সিংহাসন, ত্রিভুবনস্থ যুবতীগণের মনোরম মাধুরীনিচয় যাহাতে সদা বর্ত্তমান, এতাদৃশ সুন্দর ও বিশালতম অঘারি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল বিরাজ করিতেছে। (১০০৫) শ্রীকৃষ্ণের দেহস্থিত মুক্তাবলীই গঙ্গা ও রোমরাজীই যমুনা এবং তরল অর্থাৎ হারমধ্যস্থিত মণিকান্তিই সরস্বতী হইয়াছেন, অতএব এই ত্রিবিধশ্রেষ্ঠ

রত্নস্তম্ভৌ ব্রজমৃগদৃশাং চিত্তদোলোৎসবস্য
শ্রীরাধায়া রতিজয়কলাতোরণোত্তানদণ্ডৌ।
দৈত্যেন্দ্রাণাং পরিভবমহাযজ্ঞ-নীলেন্দ্রযূপৌ
শুণ্ডে কাম-প্রমদকরিণোঃ কৃষ্ণবাহূ স্মরামঃ ॥ ১০০৭ ॥
(অ০ ৮।৯)

শঙ্খার্দ্ধেন্দুযবাঙ্কুশৈররিগদাচ্ছত্রধ্বজস্বস্তিকৈ-
র্যূপাব্জাসিহলৈর্ধনুঃ পরিঘকৈঃ শ্রীবৃক্ষমীনেষুভিঃ।
নন্দ্যাবর্ত্তচয়ৈস্তথাঙ্গুলিগতৈরেতৈর্নিজৈর্লক্ষণৈ-
র্ভাতঃ শ্রীপুরুষোত্তমত্ব-গমকৈঃ পাণী হরেরঙ্কিতৌ ॥১০০৮॥
(গোবি০ ১৬।৬৭)

তীর্থসংসর্গে ভুবনমধ্যবর্ত্তী জনের মঙ্গলকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই বক্ষঃস্থলকে বন্দনা করি। (১০০৬) অপিচ শ্রীকৃষ্ণের যে স্থূল ও আয়ত তথা লাবণ্যোচ্ছলিত ও সুঘটিত ভুজযুগল, লক্ষ্মীপ্রভৃতি নিখিল রমণীদিগের কাম্য অর্থাৎ বাঞ্ছনীয় শোভাসম্পন্ন এবং পীনস্তনী ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদ্গত বাসনার আস্পদ-স্বরূপ, সেই শোভমান হরির ভুজদ্বয় আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করুক। (১০০৭) ব্রজসুন্দরীগণের চিত্ত-দোলোৎসবের রত্নময় স্তম্ভযুগলস্বরূপ, শ্রীরাধার রতিবিজয়-বৈদগ্ধীর সমুন্নত তোরণদণ্ডদ্বয়-স্বরূপ, দৈত্যেন্দ্রগণের পরিভবরূপ মহাযজ্ঞের ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত যূপদ্বয়স্বরূপ এবং কাম ও প্রমদ-রূপ কুঞ্জরদ্বয়ের শুণ্ডদ্বয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বাহুদ্বয় আমরা স্মরণ করি। (১০০৮) শঙ্খ ১, অর্দ্ধচন্দ্র ২, যব ৩, অঙ্কুশ ৪, অরি (চক্র) ৫, গদা ৬, ছত্র ৭, ধ্বজ ৮, স্বস্তিক ৯, যূপ ১০, অব্জ ১১, অসি ১২, হল ১৩, ধনু ১৪, পরিঘ (অর্গল) ১৫, শ্রীবৃক্ষ (বিল্ববৃক্ষ) ১৬, মীন (মৎস্য) ১৭, ইষু (বাণ) ১৮—এই অষ্টাদশচিহ্ন এবং অঙ্গুলির অগ্রস্থিত নন্দ্যাবর্ত্ত অর্থাৎ চক্রসমূহ, পুরুষোত্তমত্ব-জ্ঞাপক নিজের এই ঊনবিংশতি চিহ্নদ্বারা অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের করতলদ্বয় শোভা

হস্তৌ স্বভাবমৃদুলাবপি কর্কশৌ তৌ
শৌরের্মহাপুরুষলক্ষ্মতয়োচুরেকে।
তন্নানৃতং যদি তদা কমঠীকঠোর-
গোপীস্তনানিশ-বিমর্দনমত্র হেতুঃ ॥ ০০৯ ॥
(গোবি০ ১৬।৬৮)

অনঙ্গশর-জর্জর-ব্রজনবীনরামালিহৃদ্-
বিশল্যকরণৌষধি-প্রথমপল্লবৌ সত্তমৌ।
রসোচ্ছলিত রাধিকোরসিজ-হেমকুম্ভদ্বয়ী-
বিভূষণ-নবাম্বুজে ব্রজবিধোঃ করৌ দীব্যতঃ ॥ ১০১০ ॥
(গোবি০ ১৬।৬৯)

শ্রীকামাঙ্কুশতীক্ষ্ণশৃঙ্গমুকুটৈঃ পূর্ণেন্দুসন্মণ্ডলৈঃ
শ্লিষ্টান্যোন্যমিলদ্দলাবলিশিরঃপশ্চাদ্‌বিভাগে ক্বচিৎ।
অব্জে চেদভবিষ্যতাং বিকসিতশ্যামাম্বুজান্তর্গতে
শ্রীপাণ্যোরুপমাং তদাত্র কবয়োঽদাস্যন্নমূভ্যাং হরেঃ॥১০১১॥
(গোবি০ ১৬।৭০)

পাইতেছে। (১০০৯) "শ্রীকৃষ্ণের করযুগল স্বভাবতঃ কোমল হইলেও মহাপুরুষের চিহ্নহেতু অতীব কর্কশ"—কেহ কেহ এইরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন, একথা ত মিথ্যা নহে, পরন্তু সত্যই বলিতে হইবে। যেহেতু কমঠীর (কচ্ছপীর) ন্যায় কঠোর স্তনযুক্ত ব্রজাঙ্গনাগণের স্তনে নিরন্তর সবিশেষ মর্দ্দন করাই কর্কশ হওয়ার প্রতিকারণ। (১০১০) যে করযুগল কন্দর্পশরে জর্জ্জরিত ব্রজস্থ যুবতীদিগের হৃদয়ের বিশল্যকরণ-(বিশল্যকরণী) নামক প্রসিদ্ধ ঔষধির প্রথম পল্লব এবং যাহা নানাবিধ রসে উচ্ছলিত শ্রীরাধার হৈমস্তনকুম্ভের ভূষণ-স্বরূপ, নূতন দুইটী কমলসদৃশ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেই হস্তদ্বয় শোভা পাইতেছে। (১০১১) যাহার পরস্পর সম্মিলিত

বৃষভ-ককুদনিন্দিস্কন্ধয়োস্তুঙ্গতাং সৎ-
পুরুষবরতয়েবেত্যাহুরেকে বকারেঃ।
মম তু মতমিদং শ্রীরাধিকাদোর্মৃণালী-
সততমিলনমোদাৎ ফুল্লতৈবাত্র হেতুঃ ॥ ১০১২ ॥
(গোবি০ ১৬।৭১)

অংসৌ হরেরুল্লসতঃ সমুন্নতৌ
মন্যে লসৎকৌস্তুভ-কণ্ঠমাধুরীম্।
দ্রষ্টুং সদোদ্‌গ্রীবিকয়োৎসুখেন তাং
পার্শ্বদ্বয়েনোন্নমিতৌ স্বমস্তকৌ ॥ ১০১৩ ॥
(গোবি০ ১৬।৭২)

উর্দ্ধে সুবিস্তৃতমধঃক্রমকার্শ্যযুক্তং
মাধুর্য্যভূমিভুজ আসনমৈন্দ্রনীলম্।
লাবণ্যপুরবহনাদ্দরনিম্নমধ্য-
মিষ্টং দৃশাং মৃগদৃশাং হরিপৃষ্ঠমীড়ে ॥ ১০১৪ ॥
(গোবি০ ১৬।৭৩)

দলসমূহের অগ্রস্থিত পশ্চাদ্ভাগ সুশোভিত কামাঙ্কুশের তীক্ষ্ণশৃঙ্গরূপ মুকুটশোভিত পূর্ণচন্দ্রের মণ্ডলদ্বারা সংশ্লিষ্ট, সেই রক্তকমল যদি কখনও বিকসিত কৃষ্ণবর্ণকমলের মধ্যগত হয়, তবে তাহার দ্বারা কবিসকল শ্রীকৃষ্ণের করকমলের উপমা প্রদান করিতে পারেন। (১০১২) বৃষভ স্কন্ধের উপরিস্থিত ককুদ অর্থাৎ উচ্চ মাংসপিণ্ডের নিন্দাকারী শ্রীকৃষ্ণস্কন্ধের তুঙ্গতাকে সৎপুরুষোত্তমের চিহ্ন বলিয়াই কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের মত এই যে, শ্রীরাধার ভুজ-মৃণালীর নিরন্তর সম্মিলনানন্দে সঞ্জাত প্রফুল্লতাই ঐ কৃষ্ণস্কন্ধের উত্তুঙ্গতার প্রতি মুখ্যতম কারণ। (১০১৩) শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদ্বয় সমুন্নত হওয়ায় আমি বোধকরি যেন, সুন্দর কৌস্তুভান্বিত কণ্ঠের

সুস্থূলমূলাদ্দরকার্শ্যমঞ্জুলা, স্বমাধুরীসিংহশিরোধি-দর্পহৃৎ।
শ্রীকেশজূটস্য বিলাসখট্টিকা, সুবর্ত্তুলা ভাতি মুকুন্দকন্ধরা॥১০১৫॥
(গোবি০ ১৬।৭৪)

পিকতত-শুষিরালীনাদনিন্দিস্বরোর্ম্মি-
স্ত্রিভুবনজন-নেত্রানন্দিরেখাত্রয়শ্রীঃ।
নবনবনিজকান্ত্যা ভূষিতশ্রীমণীন্দ্রো
বিলসতি বকশত্রোঃ কণ্ঠনীলাশ্মকম্বুঃ॥ ১০১৬ ॥
(গোবি০ ১৬।৭৫)

কণ্ঠো হরের্লসতি কৌস্তুভরাজহংস-
লীলামৃতাক্ষয়সরঃ সততং যতোঽস্মাৎ।
লাবণ্যনর্মকবিতাবরগানসম্পদ্-
দিব্যাপগাঃ প্রতিদিশং কিল নিঃসরন্তি॥ ১০১৭ ॥
(গোবি০ ১৬।৭৬)

প্রসিদ্ধ মাধুরী দর্শন করিবার নিমিত্ত উন্নতগ্রীব ও সমুৎসুকচিত্ত হইয়া উভয় পার্শ্বই নিজ নিজ মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। (১০১৪) মৃগাক্ষী ব্রজসুন্দরীদিগের নয়ন-প্রীতিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশ আমি স্তব করি, তাহা সুবিস্তৃত ও অধোদেশে কৃশ হইয়া মাধুর্য্যরাজের ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত আসনস্বরূপ হইয়াছে এবং তাহা অত্যন্ত লাবণ্যভার বহন করায় মধ্যভাগে (উদরের পশ্চাদ্‌ভাগে) ঈষৎ নিম্ন হওয়ায় পরমাশ্চর্য্যরূপ ধারণ করিয়াছে। (১০১৫) শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর, স্থূল ও মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ঈষৎ কৃশতাদ্বারা মনোহারিণী কন্ধরা (গ্রীবা) স্বীয় মাধুরীদ্বারা সিংহ-কন্ধরারও দর্পহারিণী এবং সুশ্রী কেশপাশের বিলাসখট্টিকাস্বরূপ হইয়া শোভা পাইতেছে। (১০১৬) বকরিপু শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠরূপ ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত শঙ্খ শ্রীমান্ মণীন্দ্র কৌস্তুভকেও নব নব নিজকান্তিদ্বারা ভূষিত করিয়াছে এবং যাহার স্বর

নাসাহন্বধরৌষ্ঠগণ্ডচিবুকশ্রোত্রাদি-দীব্যদ্দলং
শ্রীদন্তাবলিকেশরং স্মিতমধুভ্রাজ্যল্লসৎসৌরভম্।
শ্রীনেত্রদ্বয়খঞ্জনং ভ্রমরিকৈর্ভ্রূভৃঙ্গিকাল্যাবৃতং
শ্রীজিহ্বাদ্ভুত-কর্ণিকং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণবক্ত্রাম্বুজম্ ॥ ১০১৮॥

(গোবি০ ১৬।৭৭)

বন্ধূকে মুকুরৌ সুকুন্দকলিকাপাল্যো নটৎখঞ্জনা-
বর্দ্ধেন্দুং তিলপুষ্পকং স্মরধনুর্লোলালিমালামপি।
পূর্ণেন্দৌ যদি তৎকলঙ্কমুদপাস্যৈতান্যধাস্যদ্‌বিধিঃ
শ্রীকৃষ্ণস্য কবীশ্বরা মুখমুপামাস্যংস্তদৈবামুনা ॥ ১০১৯ ॥

(গোবি০ ১৬।৭৯)

কোকিলসকলের শব্দ, বীণাবাদ্য, বংশীপ্রভৃতির বাদ্য ও ভ্রমরশ্রেণীর ঝঙ্কৃতিরও নিন্দাকারী হইয়া শোভা পাইতেছে। (১০১৭) শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ কৌস্তুভরূপী রাজহংসের বিলাসনিমিত্ত অক্ষয় অমৃত সরোবরের ন্যায় শোভা পাইতেছে ; যেহেতু, এই সরোবর হইতে লাবণ্যময়ী নর্ম্ম কবিতা অর্থাৎ গদ্যপদ্যময় বাক্য ও উৎকৃষ্ট গানসম্পত্তিরূপ নদীসকল নিঃসৃত হইতেছে। (১০১৮) নাসা, হনু (গণ্ডের উপরিভাগ) অধরৌষ্ঠ, গণ্ড, চিবুক, এবং কর্ণ প্রভৃতি যাহার সুন্দর পত্র ও দন্তসমূহ যাহার কেশর, তথা সুমধুর হাস্যরূপ মধুদ্বারা যাহার সৌরভ উল্লসিত হইতেছে এবং সুন্দর নয়নযুগলই যাহার খঞ্জন-পক্ষী, ভ্রূরূপ ভৃঙ্গীসকলের সহিত ভ্রমরিকা অর্থাৎ চূর্ণকুন্তলদ্বারা যাহা সমাবৃত, সুন্দর রসনা যাহার কর্ণিকা—এই প্রকার অভূতপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া শোভা পাইতেছে। (১০১৯) বিধাতা যদি পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্ককে বিদূরিত করিয়া তাহাতে বন্ধূক (বাঁধুলীর ফুল) মুকুর (দর্পণ) ও সুন্দর কুন্দকলিকা, নৃত্যকারী খঞ্জন, অর্দ্ধচন্দ্র, তিলপুষ্প, স্মরধনু

উদঞ্চদতিমঞ্জুলস্মিতসুধোর্মি-লীলাস্পদং
তরঙ্গিত-বরাঙ্গনাস্ফুরদনঙ্গরঙ্গাম্বুধিঃ।
দৃগিন্দুমণিমণ্ডলী-সলিলনির্ঝরস্যন্দনো
মুকুন্দ মুখচন্দ্রমাস্তব তনোতু শর্মাণি নঃ ॥১০২০॥

(গোবিন্দবিরুদাবলী ২৬)

কামং কামপয়োনিধিং মৃগদৃশামুদ্ভাবয়ন্নির্ভরং
চেতঃকৈরব-কাননানি যমিনামত্যন্তমুল্লাসয়ন্।
রক্ষঃকোককুলানি শোকবিকলান্যেকান্তমাকল্পয়-
ন্নানন্দং বিতনোতু বো মধুরিপোর্বক্ত্রাপদেশঃ শশী ॥১০২১॥

(ভ০ ১।৩)

এবং চঞ্চল অলিমালা নিহিত করিতেন, তাহা হইলেই কবিগণ ঐ পূর্ণচন্দ্রের সহিত মুখের ও বন্ধূকের সহিত ওষ্ঠের, মুকুরের সহিত গণ্ডস্থলের কুন্দকলিকার সহিত দন্তের, খঞ্জনের সহিত নেত্রের, অর্দ্ধচন্দ্রের সহিত ললাটের, তিলপুষ্পসহিত নাসিকার, স্মরধনুর সহিত ভ্রূযুগলের এবং চঞ্চল অলিমালার সহিত অলকের উপমা প্রদান করিতে অবশ্য সমর্থ হইতে পারিতেন। (১০২০) হে মুকুন্দ! যিনি হাস্যরূপ সুধাতরঙ্গের আকর, যাঁহার উদয়ে ব্রজরমণীগণের অনঙ্গসমুদ্র উচ্ছলিত হয় এবং যাঁহার দর্শনে ভক্তগণের নয়নরূপ চন্দ্রকান্তমণি হইতে জলবিন্দু নিঃসরণ হয়; এই প্রকার ত্বদীয় মুখচন্দ্র আমাদের সমূহ আনন্দ বর্দ্ধন করুন। (১০২১) অপিচ (আরও বলি) যাঁহা হইতে কুরঙ্গনয়না গোপাঙ্গনাগণের অনঙ্গসাগর বর্দ্ধিত হইতেছে, যিনি যোগীগণের চিত্তরূপ কুমুদকাননকে নিরতিশয় হর্ষিত করিতেছেন, যাঁহা হইতে রাক্ষস-সমতুল কোককুল (চক্রবাক্-সকল) শোকাকুল হইতেছে, সেই মুরারির মুখশশী তোমাদের আনন্দ বর্দ্ধন

বাল্যে জনন্যা করলালনে য-
দঙ্গুষ্ঠসঙ্গাদ্দরনিম্নমধ্যম্।
অধোঽঙ্গুলিদ্বন্দ্বকৃতোন্নতেশ্চ
স্বল্পোন্নতাগ্রাংশমমেয়শোভম্ ॥ ১০২২ ॥

(গোবি০ ১৬।৮০)

নীলোৎপলস্যোদয়দিন্দুকান্তি-
ফুল্লৈকপৌরস্থ দলোপমর্দি।
লাবণ্যবন্যোচ্ছলিতং মনোজ্ঞং
তচ্ছ্রীহরেঃ শ্রীচিবুকং চকাস্তি ॥ ১০২৩ ॥

(গোবি০ ১৬।৮১)

শ্রীকর্ণভূষণভরাদ্দরদীর্ঘরন্ধ্রং
বিশ্বাঙ্গনা-নয়ন-মীন-মনোজজালম্।
গোপীমনোহরিণবন্ধন-বাগুরা যৎ
শ্রীরাধিকা-নয়নখঞ্জন-বন্ধপাশঃ ॥ ১০২৪ ॥

(গোবি০ ১৬।৮৪)

করুন। (১০২২-১০২৩) বাল্যকালে জননী যশোমতী অঙ্গুলীদ্বারা উন্নত করায় অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উচ্চ সুতরাং যাঁহার শোভা অপরিমেয় এবং সমুদিত চন্দ্রকান্তিদ্বারা যাহার পূর্ব্বদিকের একটী দল প্রফুল্লিত, এতাদৃশ নীলোৎপলদলকেও যে তিরস্কার করিতেছে, সেই অসীম লাবণ্যবন্যায় উচ্ছলিত ও মনোহর শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর চিবুক অর্থাৎ অধরের নিম্নভাগ শোভা পাইতেছে। (১০২৪-১০২৫) শোভমান কর্ণভূষণের ভয়ে যাহার ছিদ্র কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও বিশ্বস্থিত অঙ্গনা-সকলের নেত্ররূপী মৎস্য ধারণ করিতে মদনের জাল-স্বরূপ, ব্রজসুন্দরীদিগের নয়নরূপ মৃগকে বন্ধন করিতে যাহা বাগুরা (মৃগবন্ধনী) ও শ্রীরাধার নেত্ররূপ খঞ্জনবন্ধনে

গান্ধর্বিকা-সপরিহাস-সগর্ববনিন্দা-
খঞ্জদ্বচোঽমৃত-রসায়নপানলোলম্।
শোণান্তরং সুরুচিরং সমসন্নিবেশং
তন্মে হৃদি স্ফুরতু মাধবকর্ণযুগ্মম্॥ ১০২৫॥
(গোবি০ ১৬।৮৫)

কৃষ্ণস্য পূর্ণবিধুমণ্ডলসন্নিবেশং
রাধাধরামৃতরসায়ন-সেকপুষ্টম্।
গণ্ডদ্বয়ং মকরকুণ্ডলনৃত্যরঙ্গং
ভাতীন্দ্রনীলমণিদর্পণদর্পহারি॥ ১০২৬॥
(গোবি০ ১৬।৮৬)

ওষ্ঠোপরি শ্বসন-নির্গমনাল্পনিম্নং
বন্ধূকজিচ্ছবিদরোচ্ছ্বসিতোষ্ঠমধ্যম্।
শ্রীশ্যামিমারুণিময়োর্মিলন-প্রদেশে
স্তোকোন্নতায়ত-মনোহরসীমশোভম্॥ ১০২৭॥
(গোবি০ ১৬।৮৮)

পাশস্বরূপ; গান্ধর্ব্বিকা শ্রীরাধার পরিহাস-সমন্বিত গর্ব্ব ও নিন্দার সহিত বর্ত্তমান বক্রোক্তিবচন শ্রবণে যে অত্যন্ত চঞ্চল; এতাদৃশ রক্তবর্ণযুক্ত মধ্য ও সমানাকার ও মনোহর শ্রীকৃষ্ণের কর্ণযুগল আমার হৃদয়ে নিরন্তর স্ফূর্ত্তিলাভ করুক। (১০২৬) পূর্ণচন্দ্রের মণ্ডলসদৃশ যাহার সন্নিবেশ (নির্ম্মাণ-ঘটনা) শ্রীরাধার অধরামৃতরূপ রসায়নের অভিষেকে যে পরিপুষ্ট এবং মকরাকৃতি কুণ্ডলের নৃত্যকরণবিষয়ে রঙ্গভূমিস্বরূপ, তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডযুগল ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত দর্পণের দর্পহারী হইয়াই যেন শোভা পাইতেছে। (১০২৭-১০২৯) নাসিকা হইতে বায়ু নির্গত হওয়ায় তাহার

বিম্বাতিমঞ্জ্বধর-মধ্যগতাল্পরেখং
স্বং পশ্যতামিতররাগহর-স্বভাবম্।
শশ্বন্নিজামৃত-সুবাসিতমঞ্জুবংশী-
সূক্ষ্মায়তধ্বনিভিরাহৃতবিশ্বচিত্তম্॥ ১০২৮॥

(গোবি০ ১৬।৮৯)

সর্বস্বরত্নপিটকো ব্রজসুন্দরীণাং
জীবাতুসীধুচষকং বৃষভানুজায়াঃ।
তচ্ছ্রীলসদ্দশনলক্ষ্মণলক্ষিতং শ্রী-
কৃষ্ণাধরৌষ্ঠমনিশং হৃদি মে চকাস্তু॥ ১০২৯॥

(গোবি০ ১৬।৯০)

স্বাকারসৌষ্ঠব-বিনিন্দিতকুন্দবৃন্দ-
সংকোরকান্ শিখরহীরকমৌক্তিকানাম্।
শোভাভিমানভর-খণ্ডনকান্তিলেশান্
বামভ্রুবামধরবিম্বশুকায়মানান্॥ ১০৩০॥

(গোবি০ ১৬।৯১)

বেগে ওষ্ঠের উপরিভাগ ঈষৎ নিম্ন ও মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বসিত এবং শ্যামত্ব ও অরুণিমার সম্মিলনপ্রদেশ ঈষৎ উন্নত, আয়ত ও মনোজ্ঞ শোভাশালী, বিম্বফল হইতেও মনোহর যাহার মধ্যে অল্প রেখা বিদ্যমান এবং দর্শক জনগণের অধর ভিন্ন অন্যত্র যে অনুরাগ, তাহা হরণ করাই যাহার স্বভাব; তথা নিজের অধরামৃতে অভিষিক্ত, মনোহর বংশীর সূক্ষ্ম ও আয়ত ধ্বনিদ্বারা যাহা বিশ্বস্থিত জনসকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছে, ব্রজাঙ্গনাসকলের সমুদয় ধনস্থাপনার্থ যাহা রত্নপিটক (পেটরা), যাহা বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার জীবাতু অর্থাৎ জীবনোপায়স্বরূপ

জাত্যৈব পক্তিমসৃদাড়িমবীজমঞ্জূন্
শশ্বৎপ্রিয়াধর-রসাস্বাদনেন শোণান্ ।
কান্তৌষ্ঠশোণমণিভেদন-কামটঙ্কান্
শ্রীমন্মুকুন্দ-দশনান্ সুভগাঃ স্মরন্তি ॥ ১০৩১ ॥

(গোবি০ ১৬।৯২)

প্রপন্নজনতা-তমঃক্ষপণ-শারদেন্দুপ্রভা
ব্রজাম্বুজবিলোচনা-স্মরসমৃদ্ধিসিদ্ধৌষধিঃ ।
বিড়ম্বিত-সুধাম্বুধি-প্রবলমাধুরী-ডম্বরা
বিভর্ত্তু তব মাধব ! স্মিতকড়ম্বকান্তির্মুদম্ ॥ ১০৩২ ॥

(গোবিন্দবিরুদাবলী ১৯)

অমৃতপানের পাত্র এবং যাহা শ্রীরাধার অতীব শোভমান দশনচিহ্নদ্বারা লক্ষিত হইয়া শোভা পাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই অধরৌষ্ঠ আমার হৃদয়ে নিয়তকাল শোভা পাইতে থাকুক। (১০৩০-১০৩১) যে দন্ত নিজ অবয়বের সৌন্দর্য্যদ্বারা কুন্দসমূহের কোরককে পরাজয় করিতেছে এবং পক্ব দাড়িম্ব-বীজ তুল্য মাণিক্য হীরক রত্ন এবং মৌক্তিকের শোভা ও অভিমানকেও যে নিজকান্তির লেশদ্বারা খণ্ডন করিতেছে, তথা সুভ্র ব্রজসুন্দরীগণের অধর-বিম্বের আস্বাদনে যে শুকপক্ষীর সদৃশ, অপিচ জন্মমাত্রই যে সুপক্ব দাড়িম্ব-বীজের ন্যায় মনোহর এবং নিয়ত প্রিয়তমা শ্রীরাধার অধর-রসাস্বাদনদ্বারা রক্তবর্ণ, তথা কান্তার ওষ্ঠরূপ রক্তবর্ণমণিবিষয়ে টঙ্ক (অর্থাৎ পাষাণবিদারক অস্ত্র)-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেই দন্তপংক্তিকে সৌভাগ্যশালিজনগণ স্মরণ করিয়া থাকেন। (১০৩২) হে মাধব ! ভক্তগণের হৃদয়ান্ধকার-নাশকারিণী ও ব্রজ-রমণীগণের অনঙ্গবৃদ্ধিকারিণী এবং সুধা-সমুদ্রের মাধুর্য্যতিরস্কারিণী চন্দ্রকান্তির ন্যায় ত্বদীয় সেই স্মিতকান্তি অর্থাৎ ঈষৎ হাস্য আমার অসীম আনন্দ

অন্তঃপ্রেমঘৃতস্মিতোত্তমমধু-নর্মৈক্ষবৈঃ সংযুতা
শব্দার্থোভয়শক্তিসূচিত-রসাদীন্দূল্লসৎসৌরভা।
আভীরীমদনার্কতাপশমনী বিশ্বৈকসন্তর্পণী
সা জীয়াদমৃতাব্ধিদর্পদমনী বাণী-রসালা হরেঃ ॥১০৩৩॥
(গোবি০ ১৬।৯৬)

অর্বাঙ্মুখেন্দ্রমণিসৃষ্টতিলপ্রসূন-
কান্তিঃ স্মরাশুগবিশেষ ইবেন্দ্রনীলঃ।
নীলাশ্মক্ৢপ্তশুকচঞ্চুবিনিন্দি-রোচিঃ
শ্রীনাসিকোচ্চশিখরা বিলসত্যঘারেঃ ॥ ১০৩৪ ॥
(গোবি০ ১৬।৯৭)

অত্যায়তে সুবিপুলে মসৃণে সুশোণে
সুস্নিগ্ধপীনঘনচঞ্চলপক্ষ্মরম্যে।
তারুণ্যসারমদঘূর্ণনমন্থরে চ
নেত্রে হরের্মম হৃদি স্ফুরতাং সদা তে ॥ ১০৩৫ ॥
(গোবি০ ১৬।১০১)

বর্দ্ধন করুন। (১০৩৩) যাহা অন্তঃকরণস্থিত প্রেমরূপ ঘৃত, ঈষৎ হাস্যরূপ উত্তম মধু এবং পরিহাসরূপ শর্করাদ্বারা সংযুক্ত, শব্দশক্তি ও অর্থশক্তিদ্বারা সূচিত রসাদিরূপ কর্পূরদ্বারা যাহা সৌরভান্বিত এবং যাহা ব্রজসুন্দরীদিগের কন্দর্পরূপ সূর্য্যসন্তাপনাশিনী বিশ্বের একমাত্র তৃপ্তিদাত্রী হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণীরূপ রসালা (অর্থাৎ শিখরিণী) জয়যুক্ত হউন। (১০৩৪) অধোমুখ ইন্দ্রনীলমণিনির্মিত তিলপুষ্পের সদৃশ যাহার কান্তি, এবং যাহা ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত কামবাণবিশেষের ন্যায় এবং যাহার কান্তি নীলমণি-বিরচিত শুক-চঞ্চুকে জয় করিতে সমর্থ, সেই শ্রীকৃষ্ণের নাসা শোভা পাইতেছে। (১০৩৫) যাহা অতি বিস্তৃত, সুবিপুল, চিক্কণ, রক্তবর্ণ, সুস্নিগ্ধ, স্থূল, নিবিড় এবং চঞ্চল

ক্ষীরাব্ধেঃ কতি বীচয়ঃ কতি দলদ্রক্তোৎপলানাং দল-
দ্রোণীসঞ্চয়বৃষ্টয়ঃ কতি মধূন্মত্তালিবিঙ্খোলয়ঃ।
হেলোদঞ্চদবাঞ্চতোর্নয়নয়োঃ কৃষ্ণস্য নীলেক্ষণ-
ব্যাপারে কতি নোন্মীষন্তি বিবিধজ্যোতির্বিলাসচ্ছলাৎ॥১০৩৬

অজর্জর-পতিব্রতা-হৃদয়বজ্রভেদোদ্ধুরাঃ
কঠোর-বরবর্ণিনীনিকর-মানবর্মচ্ছিদঃ।
অনঙ্গধনুরুদ্ধত-প্রচল-চিল্লিচাপচ্যুতাঃ
ক্রিয়াসুরঘবিদ্বিষস্তব মুদং কটাক্ষেষবঃ॥ ১০৩৭॥
(গোবিন্দবিরুদাবলী ১৩)

সাধ্বীস্বধর্ম-দৃঢ়বর্মবিভেদ-দক্ষ-
কামেষুতীক্ষ্ণকঠিনা বিলসন্ত্যঘারেঃ।
স্বপ্নেঽপি দুর্লভসমস্তদরিদ্রগোষ্ঠী-
বাঞ্ছাভিপূরণবদান্যবরাঃ কটাক্ষাঃ॥ ১০৩৮॥
(গোবি০ ১৬।১০২)

পক্ষ্মশোভিত হওয়ায় রমণীয় ও যাহা তারুণ্যসারজনিত মদবশতঃ বিঘূর্ণিত ও মন্থর হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই নয়নযুগল আমার হৃদয়ে নিরন্তর স্ফূর্তি-প্রাপ্ত হউক। (১০৩৬) অবলীলাক্রমে উন্নমিত ও অবনমিত শ্রীকৃষ্ণনয়ন-যুগলে যখন বিলাস-বিলোকন-ব্যাপার সমারব্ধ হয়, তখন ঐ নয়নযুগ্মের শ্বেত, রক্ত ও শ্যামপ্রভার প্রসারচ্ছলে ক্ষীরোদসমুদ্রের কতই তরঙ্গ উদ্গত হয়, কতই রক্তোৎপল দলরূপ দ্রোণীর বারিবর্ষণ হয়, কতই মধুমত্ত মধুব্রতাবলী বিলসিত হয়। (১০৩৭) অঘসংহারী হরির কটাক্ষরূপ শরনিকর তোমাদের অসীম আনন্দবিধান করুন, যাহা কামধনুর ন্যায় উদ্ধত ভ্রূকার্মুক হইতে নিঃসৃত হইয়া অভেদ্য পতিব্রতাগণের হৃদয়বজ্রভেদ

যা বিশ্বযৌবত-বিলোলমনঃকুরঙ্গা-
নাবিধ্য ঘূর্ণয়তি নর্ত্তন-মার্গণৈঃ স্বৈঃ।
সা ভ্রূলতা মুররিপোঃ কুটিলাপি কীর্ত্ত্যা
কন্দর্পপুষ্পতৃণতাং তৃণতাং নিনায় ॥ ১০৩৯ ॥
(গোবি০ ১৬।১০৩)

চিল্লীলতালকবরূথক-রম্যপার্শ্বং
কৃষ্ণাষ্টমীশশিনিভং গিরিধাতুচিত্রম্।
রাধামনোহরিণবন্ধনকামযন্ত্র-
কাশ্মীরচারুতিলকং হরিভালমীড়ে ॥ ১০৪০ ॥
(গোবি০ ১৬।১০৫)

শ্লাঘ্যায়তো ভ্রমরগঞ্জনচিক্কণাভঃ
সূক্ষ্মস্থকুঞ্চিততরোঽতিঘনঃ সমগ্রঃ।
কস্তূরিকাযুগ-সিতোৎপলগন্ধহৃদ্যঃ
কামধ্বজাসিত-সুচামরচারুশোভঃ ॥ ১০৪১ ॥
(গোবি০ ১৬।১০৭)

ও বরবর্ণিনীদিগের কঠোর মানবর্ম্মচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইতেছেন। (১০৩৮) যাহারা সাধ্বীগণের স্বধর্ম্মরূপ দৃঢ়বর্ম্ম অর্থাৎ কবচের ভেদ বিষয়ে দক্ষ, যাহারা কন্দর্প-বাণ হইতেও তীক্ষ্ণ ও কঠিন এবং স্বপ্নেরও দুর্ল্লভ ও সমস্ত দরিদ্রগোষ্ঠীর বাঞ্ছা-পূরণের নিমিত্ত যাহারা দাতাশ্রেষ্ঠ হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত কটাক্ষ বিরাজ করিতেছে। (১০৩৯) শ্রীকৃষ্ণের যে ভ্রূলতা বিশ্বস্ত যুবতিগণের চঞ্চল মনোরূপ মৃগকে স্বীয় নৃত্যরূপ বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া ঘূর্ণিত করিতেছে, সেই ভ্রূলতা কুটিল হইলেও কীর্ত্তিদ্বারা কন্দর্পের পুষ্পধনুকে বস্তুতই তৃণতুল্য করিয়াছে। (১০৪০) ভ্রূলতা এবং অলক অর্থাৎ চূর্ণকুন্তলদ্বারা যাহার পার্শ্বদেশ মনোহর, যাহা কৃষ্ণাষ্টমী-চন্দ্রের ন্যায়

চূড়াদ্বিফাল-কবরার্দ্ধকজূটবেণী-
জূটাদিকালকৃতবন্ধবিশেষরম্যঃ।
যো হৃৎসুধারুচি কুরঙ্গতি রাধিকায়া-
শ্চিত্তে স নঃ স্ফুরতু কেশব-কেশপাশঃ ॥ ১০৪২ ॥

(গোবি০ ১৬।১০৮)

আরক্তদীর্ঘনয়নো নয়নাভিরামঃ
কন্দর্পকোটিললিতং বপুরাদধানঃ।
ভূয়াৎ স মেঽদ্য হৃদয়াম্বুরুহাধিবর্ত্তী
বৃন্দাটবী-নগর-নাগরচক্রবর্ত্তী ॥ ১০৪৩ ॥

(প০ ৮৯)

এবং গৈরিকাদি ধাতুর দ্বারা চিত্রিত, শ্রীরাধার মনোরূপ হরিণকে বন্ধন করিতে যে কন্দর্পযন্ত্রস্বরূপ এবং যাহা মনোহর কুঙ্কুম-তিলকে সুশোভিত, শ্রীকৃষ্ণের সেই ললাটদেশকে আমি স্তব করি। (১০৪১-১০৪২) যে কেশপাশ প্রশংসনীয় সুদীর্ঘ, ভ্রমরবিনিন্দিত চিক্কণ আভাযুক্ত, সূক্ষ্ম, অতিশয় কুঞ্চিত, অতি নিবিড়, সমানাগ্রভাগ কস্তুরীলিপ্ত নীলকমলসদৃশ সুগন্ধ, কন্দর্পধ্বজের কৃষ্ণবর্ণ চামর অপেক্ষাও শোভাসম্পন্ন, অপর, যাহা কোন সময়ে চূড়ারূপে, কখন দ্বিফাল অর্থাৎ মধ্যে সিঁতি করিয়া উভয়পার্শ্বে কেশবিক্ষেপ, কখনও কবর, কখন অর্দ্ধজূট অর্থাৎ অর্দ্ধকেশমুক্ত ও অর্দ্ধকেশ-বদ্ধ, কখনও বেণী এবং কখন জূট অর্থাৎ অর্দ্ধবদ্ধ ও অর্দ্ধবেণী হইয়া অতিশয় রমণীয় হইয়াছে এবং যাহা শ্রীরাধার হৃদয়চন্দ্রে কুরঙ্গের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই কেশপাশ আমাদিগের চিত্তে শোভা পাইতে থাকুক। (১০৪৩) ঈষৎ রক্তবর্ণ দীর্ঘনয়নবিশিষ্ট, নয়নাভিরাম, কোটি কোটি কন্দর্প অপেক্ষাও অতিশয় সুন্দরশরীরধারী বৃন্দাবননগরের নাগরেন্দ্র-শিরোমণি শ্রীশ্যাম-

অনঙ্গরসচাতুরী-চপল-চারুনেত্রাঞ্চল-
শ্চলন্মকরকুণ্ডল-স্ফুরিতকান্তি-গণ্ডস্থলঃ।
ব্রজোল্লসিত-নাগরীনিকর-রাসলাস্যোৎসুকঃ
স মে সপদি মানসে স্ফুরতু কোঽপি গোপালকঃ॥১০৪৪॥
(প০ ৯৬)

সান্দ্রানন্দঘনং ঘনাঘনঘটাস্নিগ্ধোজ্জ্বলশ্যামল-
জ্যোৎস্নাজালজটালমালয় ইব প্রেম্ণাং ত্রিলোকীশ্রিয়ঃ।
কৃষ্ণস্যাঙ্গমনঙ্গসঙ্গরলসদ্‌গোপাঙ্গনাপাঙ্গক-
ব্যাসঙ্গেন তরঙ্গিতং মম মনঃ সঙ্গিত্বমঙ্গীক্রিয়াৎ॥ ১০৪৫ ॥
(অ০ ৬।৮)

অপারমাধুর্য্যসুধার্ণবানি, নানাঙ্গভূষাচয়-ভূষণানি।
জগদ্দৃগাসেচনকানি শৌরে,-র্বর্ণ্যানি নাঙ্গানি সহস্রবক্ত্রৈঃ॥১০৪৬॥
(গোবি০ ১৬।১০৯)

সুন্দর অদ্য আমার হৃদয় কমলে বর্ত্তমান হউন। (১০৪৪) কন্দর্পরসের চাতুর্য্যবিশিষ্ট যাঁহার মনোহর নেত্রাঞ্চল অতিশয় চপল, যাঁহার গণ্ডস্থল স্ফুরিত চঞ্চল মকরাকৃতি কুণ্ডলের কান্তিশালী এবং যিনি ব্রজস্থ আনন্দময়ী নাগরী-সমূহের রাসনৃত্যে সমুৎসুক, সেই কোন গোপাল আমার মনোমধ্যে স্ফুরিত হউন। (১০৪৫) বর্ষণশীল জলদজালের ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামল-জ্যোতিঃপুঞ্জে যাহা সমুজ্জ্বলিত, স্মরসমরশোভিনী গোপসীমন্তিনীর অপাঙ্গ-ব্যাসঙ্গে যাহা তরঙ্গিত, ত্রিজগতের সৌন্দর্য্য প্রেমের নিকেতন, সান্দ্রানন্দ-গহন সেই শ্রীকৃষ্ণ কলেবর নিরন্তর আমার এই ভবচিন্তাজর্জ্জর হৃদয়মন্দিরে পরিস্ফুরিত হউক। (১০৪৬) আর অধিক কি বলিব, অসীম মাধুর্য্যের সুধাসিন্ধুস্বরূপ এবং ত্রিজগতের লোচনের আসেচনক অর্থাৎ যাহাকে দর্শন করিয়া ত্রিজগতের কাহারও লোচনের তৃপ্তির শেষ হয় না,

ইতীরয়িত্বা বিরতে শুকেশে
সসারিকে গদ্‌গদরুদ্ধকণ্ঠা।
তদ্‌বাক্‌সুধাম্ভোধিনিমগ্নচিত্তা
ক্ষণং সভা সা স্তিমিতা তদাসীৎ ॥ ১০৪৭ ॥

(গোবি০ ১৬।১১০)

শ্রীরাধয়া প্রেরিতয়াথ বৃন্দয়া, সংলালিতঃ স্বাস্থ্যমুপাগতঃ শুকঃ।
দিষ্টশ্চ কৃষ্ণস্য গুণানুবর্ণনে, সশারিকঃ প্রাহ সভাং স নন্দয়ন্ ॥১০৪৮

(গোবি০ ১৭।১)

কবিভিরনবগাহ্যং তং মহদ্ভির্বরাকো-
ঽপ্যহমজিত-গুণাব্ধিং জিহ্বয়া লেঢ়ুমীহে।
যদপি ফলমভেদ্যং লাঙ্গলীয়ং সুপক্কং
স্পৃশতি তদপি চঞ্চ্বা তন্মুহুর্লুব্ধকীরঃ ॥ ১০৪৯ ॥

(গোবি০ ১৭।২)

এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গভূষণসকলেরও ভূষণস্বরূপ তাঁহার এই অঙ্গসমূহ সহস্রবদন অনন্তও বর্ণন করিতে পারেন না। (১০৪৭) এইরূপে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সারিকার সহিত শুক প্রেমভরে গদ্‌গদ অর্থাৎ অস্ফুটস্বরে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-বর্ণনা হইতে বিরত হইলে শুকের বাক্যসুধায় নিমগ্নচিত্তা সখীসভা তখন ক্ষণকাল স্তিমিতভাবে অদ্ভুতানন্দমগ্ন হইয়া অবস্থিত রহিলেন। (১০৪৮) অনন্তর শ্রীরাধাপ্রেরিত বৃন্দাদেবী-কর্ত্তৃক শুক লালিত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিলে পুনরায় কৃষ্ণগুণানুবর্ণনে আদিষ্ট হইয়া সভাকে আনন্দিত করত সারিকার সহিত কহিতে লাগিল। (১০৪৯) "মহামহাকবিগণেরও যে শ্রীকৃষ্ণের গুণসমুদ্র অগম্য, সেই শ্রীকৃষ্ণের গুণ-সমুদ্রকে আমি অতি ক্ষুদ্র হইয়াও জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন করিতে বাসনা

ইহানিনীষামি করেণ ভাস্করং
মূর্দ্ধ্না বিভিৎসামি সুমেরু-পর্বতম্।
দোর্ভ্যাং তিতীর্ষামি মহার্ণবং যতো
গুণান্ বিবক্ষামি হরেরপত্রপঃ ॥ ১০৫০ ॥
(গোবি০ ১৭।৩)

যা যা যাতা হরিগুণলবস্পর্শপূতা রসজ্ঞা
স সা জাতু স্পৃশতি নতরাং ক্বাপি বার্ত্তাং তদন্যাম্।
মাকন্দীয়-প্রথমমুকুলাস্বাদপুষ্টান্যপুষ্ট-
শ্রেণী যা সা রসয়তি কথং কুট্মলং পৈচুমর্দম্॥ ১০৫১ ॥
(গোবি০ ১৭।৪)

যদুক্তং গর্গেণ ব্রজপতিপুরস্তেঽস্য হি শিশো-
র্গুণৈস্তৈস্তৈঃ সাম্যং লভত ইহ নারায়ণ ইতি।
গুণানামানন্ত্যং পরমশুভতা গোকুলবিধো-
র্মহত্বং গাম্ভীর্য্যাদিকমপি চ তেনৈব কথিতম্॥ ১০৫২ ॥
(গোবি০ ১৭।৫)

করিয়াছি, যদিও সুপক্ক নারিকেল ফল চঞ্চুদ্বারা অভেদ্য, তথাপি লুব্ধ শুক সেই ফলকে পুনঃ পুনঃ আপনার চঞ্চুদ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে।" (১০৫০) "আমি কি নিলর্জ্জ ? যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের গুণও বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমার এই কৃষ্ণগুণ-বর্ণনের ইচ্ছা, যেমন সূর্য্যকে হস্তদ্বারা আনয়ন করা, সুমেরুপর্ব্বতকে মস্তকদ্বারা ভেদ করা এবং হস্তদ্বয়দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার স্বরূপ হইতেছে।" (১০৫১) অপর যে যে জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনে পবিত্র হইয়াছে, সেই জিহ্বা কৃষ্ণগুণ-ব্যতিরেকে অন্যবার্ত্তা কোনসময় অত্যাদরপূর্ব্বক স্পর্শ করে না, কেন না কোকিলসকল প্রথমতঃ আম্রমুকুলের আস্বাদনে পরিপুষ্ট হইলে সে কি কখনও আর পিচুমর্দ্দ অর্থাৎ নিম্বমুকুলে অনুরাগ করে ?

স্বভক্তে বাৎসল্য-প্রণয়বশতাদেগু র্ণততে-
রনন্তত্বাৎ সঙ্খ্যা দনুজজয়িনো নৈব ঘটতে।
বহুত্বাৎ পাল্যানামনিশমুরুবৃত্তেঃ সমুদয়া-
দিহাপ্যেকৈকস্যাপি হি সম্যঙ্ ন গণনম্ (কথনম্) ॥ ১০৫৩॥

(গোবি০ ১৭।৬)

রূপং ভূষণভূষণং নববয়ঃ কৈশোরমধ্যস্থিরং
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিশীলমমলং লীলা জগন্মোহিনী।
ঔদার্য্যং স্বসমর্পণাবধিদয়া যস্যাখিল-প্লাবিকা
কীর্ত্তির্বিশ্ববিশোধনী কথমসৌ কৃষ্ণোঽস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ ॥১০৫৪

(গোবি০ ১৭।৭)

(১০৫২) ব্রজরাজ শ্রীনন্দের অগ্রে শ্রীগর্গাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, এই শিশুর সেই সেই গুণে নারায়ণ দেবতুল্যতা লাভ করিয়াছেন এবং আরও তিনি কহিয়াছিলেন যে, এই গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের গুণসকলের অন্ত নাই, পরমশুভতা, মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি অনেক গুণ আছে। (১০৫৩) অপিচ, দনুজজয়িশ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য ও প্রণয়-বশতাদি গুণসমূহ অনন্ত বলিয়া তাহাদের সংখ্যা হইতে পারে না; কেননা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তও বহু; তন্মধ্যে একটী ভক্তে যতগুণ নিযুক্ত আছে, তাহার একটিমাত্র গুণেরও সম্যগ্‌রূপে গণনা হইতে পারে না। (১০৫৪) যাঁহার রূপ ভূষণসমূহেরও ভূষণ, নবীন বয়স কৈশোরমধ্যে স্থিত অর্থাৎ মধ্যকৈশোর কন্দুকিত গিরিরাজ গোবর্দ্ধন বীর্য্য অর্থাৎ গোবর্দ্ধনকে কন্দুকিত (ক্রীড়নক) করাই যাঁহার বীর্য্য অর্থাৎ পরাক্রম এবং যাঁহার নির্ম্মলশীলতা ও জগন্মোহিনী লীলা, তথা যিনি ভক্তকে আত্মসমর্পণ পর্য্যন্তও করিতে পারেন, এতাদৃশ ঔদার্য্য এবং যাহার কীর্ত্তি, সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত ও পরম পবিত্র করিতেছে—

শ্রীকৃষ্ণস্যাখিলাঙ্গান্মৃগমদরস-সংলিপ্তনীলোৎপলানাং
কক্ষভ্রূশ্রোণিকেশাদগুরুরসলসৎপারিজাতোৎপলানাম্।
শ্রীনাসানাভিবক্ত্রাৎ করপদনয়নাচ্চেন্দুলিপ্তাম্বুজানাং
সংসৌরভ্যামৃতোর্মিঃ প্রসরতি জগদাপ্লাবয়ন্তী সমন্তাৎ ॥১০৫৫॥
(গোবি০ : ৭।৯)

লাবণ্যবন্যোচ্ছলিতেঽঘবিদ্বিষো
রাধাত্মমূর্ত্তিং প্রতিবিম্বিতাং হৃদি।
দৃষ্ট্বাঙ্গনাং স্বং প্রতিকুর্বতীং পরাং
নিশ্চিত্য রোষাদ্বিমুখী স্ম বেপতে ॥ ১০৫৬ ॥
(গোবি০ ১৭।১৪)

শ্রীরাধয়ানন্যসমোর্ধ্বয়া হৃতং
মনো হরের্ধাবতি নাপরাঙ্গনাম্।
সরোজিনী-সন্মধুলম্পটঃ সদা
বল্লীং পরামিচ্ছতি কিং মধুব্রতঃ ॥ ১০৫৭ ॥
(গোবি০ ১৭।১৫)

সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি কিরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হইব? (১০৫৫) শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ হইতে মৃগমদলিপ্ত নীলোৎপলের, কক্ষ, ভ্রূ, নিতম্ব ও কেশ হইতে অগুরু রসলিপ্ত পারিজাত ও উৎপলের এবং সুশ্রী নাসিকা, নাভি, মুখ, কর, পদ ও নেত্র হইতে কর্পূরলিপ্ত কমলের উত্তম সৌরভরূপ অমৃত-তরঙ্গ জগৎ অপ্লাবিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে। (১০৫৬) অপর অঘারি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় লাবণ্যযুক্ত বক্ষঃস্থলে শ্রীরাধা স্বকীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করতঃ "নিজমূর্ত্তি অনুকরণকারিণী অন্য নায়িকা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিতেছে"—এই বিবেচনা করিয়া রোষ বশতঃ বিমুখী হইয়া কম্পিতাঙ্গী হইতেন। (১০৫৭) অপিচ অনন্যসমোর্ধ্ব অর্থাৎ যাহা হইতে সম

উষ্ণো রবিঃ শীতল এব চন্দ্রঃ
সর্বংসহা ভূশ্চপলঃ সমীরঃ।
সাধুঃ সুধীরোঽম্বুনিধির্গভীরঃ
স্বভাবতঃ প্রেমবশো হি কৃষ্ণঃ ॥ ১০৫৮॥
(গোবি০ ১৭।১৬)

গম্ভীরোঽপি স্থিরমতিরপি ক্ষান্তিপূর্ণঃ সুশীলঃ
শ্রীকৃষ্ণোঽয়ং সুখময়বপুঃ সত্রপো নির্বিকারঃ।
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়বিবশস্তন্মুখালোকজাতৈ-
র্ভাবৈর্লোলো মদনবিকলঃ সংভ্রমাদ্ বংভ্রমীতি ॥১০৫৯॥
(গোবি০ ১৭।১৭)

প্রস্বেদোৎপুলকাদরোক্ত্যমৃতসংসৌরভ্যমন্দস্মিতৈঃ
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধকুসুমান্যাজহ্রুরারাধনে।
কৃষ্ণস্য ব্রজসুভ্রুবস্ত্বিহ পরীরম্ভাদিলীলামৃতং
নৈবেদ্যঞ্চ তথা সুধাধররসস্তাম্বূলমাসামভূৎ ॥ ১০৬০ ॥
(গোবি০ ১৭।১৯)

অথবা ঊর্দ্ধ নাই এতাদৃশী শ্রীরাধাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত অপহৃত হওয়ায় তাহা আর অন্য নায়িকার প্রতি ধাবিত হয় না, যেহেতু, মধুব্রত ভ্রমর পদ্মমধুপানে সর্ব্বদা লম্পট হইয়া কি অন্য লতাকে ইচ্ছা করিয়া থাকে? (১০৫৮) যেমন রবি স্বভাবতই উষ্ণ, চন্দ্র স্বভাবতই শীতল, পৃথিবী স্বভাবতই সর্ব্বংসহা, সমীরণ স্বভাবতই চঞ্চল, সাধুগণ স্বভাবতই সুধীর এবং স্বভাবতই গভীর, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও স্বভাবতই প্রেমের বশীভূত। (১০৫৯) এই শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীর, স্থিরমতি, ক্ষমাপূর্ণ, সুশীতল, সুখময়বপু, সলজ্জ এবং নির্বিকার হইয়াও শ্রীরাধার প্রণয়ে বিবশ, শ্রীরাধামুখের সন্দর্শনজাত ভাব-সমূহে চঞ্চল ও কামমদে বিকল হইয়া সম্ভ্রমে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। (১০৬০) ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা-বিষয়ে

বদান্যেশস্তৃষ্ণানিচয়চিতচিত্তৈঃ করুণরাড়্
বিপন্নৈঃ কন্দর্পো যুবতি-নিকরৈর্মৃত্যুররিভিঃ।
অধীশঃ সদ্ভক্তৈঃ সহজনিজবন্ধুর্ব্রজজনৈঃ
প্রতীতঃ কৃষ্ণোঽসাবিতি বিবিধলোকৈর্বহুবিধঃ ॥ ১০৬১ ॥
(গোবি০ ১৭।২০)

সাম্মুখ্যাৎ শ্বপচো দ্বিজোঽস্তি বিমুখশ্চেদ্ যস্য বিপ্রোঽন্ত্যজো
যৎপ্রেমাপ্যমৃতায়তে প্রণয়িনাং হ্রীকালকূটন্নপি।
কীর্ত্তিঃ কৃষ্ণরুচীন্ করোতি বিশদীকুর্বত্যশেষান্ জনান্
ইন্দুর্যদ্‌বিরহেঽগ্নিরগ্নিরমৃতং কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ ॥ ১০৬২ ॥
(গোবি০ ১৭।২১)

ঘর্ম্মদ্বারা পাদ্য-উন্নত পুলক অর্থাৎ রোমাঞ্চদ্বারা অর্ঘ্য, সাদর বাক্যামৃতে আচমনীয়, নিজাঙ্গের সৎসৌরভে গন্ধ এবং ঈষৎ হাস্যে কুসুম অর্পণ করিয়া থাকেন, তথা আলিঙ্গনাদি অমৃতময় সুরতলীলা দ্বারা নৈবেদ্য ও সুধাময় অধররসদ্বারা তাম্বূল অর্পণ করিয়া থাকেন। (১০৬১) "শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন অর্থাৎ তৃষ্ণা-সমূহে পরিব্যাপ্ত চিত্ত বিষয়িগণের নিকটে প্রচুর দাতৃরূপে, বিপদাপন্নগণের নিকট প্রচুর দয়ালুশ্রেষ্ঠরূপে, যুবতিগণের নিকট কন্দর্পরূপে, শত্রুগণের নিকট সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে, সদ্ভক্তগণের নিকট অধীশরূপে এবং ব্রজবাসিগণের নিকট তাহাদের নিজ সহজাত বন্ধু" বলিয়া জ্ঞাত হইয়া থাকেন। (১০৬২) যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উন্মুখতা-বশতঃ চণ্ডালও দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণতুল্য হয়, আর ব্রাহ্মণও যদি কৃষ্ণের বিমুখ হয়েন, তাহা হইলে তিনিও চণ্ডালতুল্য হইয়া থাকেন। যাঁহার প্রেম তদীয় প্রণয়িদিগের সম্বন্ধে লজ্জারূপ তীব্র বিষের আচরণ করিয়াও অমৃতবৎ হইয়া থাকে, যাঁহার কীর্ত্তি সকল লোককে নির্ম্মল করিয়াও কৃষ্ণরুচি (অর্থাৎ মলিনকান্তি পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণে

কামোৎপত্তির্ধৃতিধনহৃতিঃ সংহ্রীতির্লোকভীতে-
র্ধর্ম্মোচ্ছিত্তিঃ কুবলয়দৃশামাহৃতিঃ পত্যুরঙ্কাৎ।
কম্পোদ্ভূতিঃ স্থিরমনু চরে স্তব্ধিরপ্যাপগানাং
যা সা জীয়ান্মধুর-মুরলীকাকলী গোকুলেন্দোঃ ॥ ১০৬৩ ॥

(গোবি০ ১৭।২৫)

নাদব্যাজাৎ ক্ষিপসি কঠিনে গারলীমামৃতীং বা
ধারাং বংশি! প্রণয়সখি! নো জীবনং বা মৃতিং বা।
তাভ্যাং নান্যাং বিতর বিষমাং হা দশামত্যসহ্যাং
গোপ্যঃ কৃষ্ণপ্রণয়বিকলা বংশিকামিত্থমাহুঃ ॥ ১০৬৪ ॥

(গোবি০ ১৭।২৭)

অত্যাসক্ত) করে এবং যাঁহার বিরহে চন্দ্র অগ্নিতুল্য তথা অগ্নিও চন্দ্রসদৃশ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বগুণসমলঙ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। (১০৬৩) গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর সেই সূক্ষ্ম মধুরাস্ফুট ধ্বনিই জয়যুক্ত হউক, যেহেতু যে ধ্বনি কুবলয়লোচনা ব্রজাঙ্গনাগণের কামোৎপত্তির হেতু-স্বরূপ, অর্থাৎ যাহা হইতে কাম উৎপত্তি হইয়া থাকে, তথা ধৈর্য্যধন-হরণের মূলীভূতা, লোকভয়ের নাশকারিণী, কুলধর্ম্মের উচ্ছেদকারিণী, পতির ক্রোড় হইতে আকর্ষণ করিতে সমর্থা, স্থাবর অর্থাৎ তরুসমূহের কম্পোৎপত্তির স্থান এবং চর অর্থাৎ যাহারা গমনাগমনে সমর্থ, তাহাদের এবং নদীসকলেরও স্তব্ধকারিণী হইয়াছে। (১০৬৪) ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়ে বিকলা হইয়া বংশীকে কহিয়া থাকেন যে, হে প্রণয়সখি! হে কঠিনে বংশি! তুমি শব্দ-চ্ছলে গরলধারা বা অমৃতধারা নিক্ষেপ করিতেছ? কারণ, এই উভয় ধারাতে আমাদিগের জীবন বা মরণ উভয়ই প্রদান করিতে পার, কিন্তু হা কষ্ট! তুমি আমাদিগকে ইহা ভিন্ন আর অন্য কোন অসহ্য দশা যেন

সৌন্দর্য্যং পদয়োঃ সরোজবদহো কান্তং যথেন্দুর্মুখং
রম্যা ভ্রূভ্রমরাবলীব মধুরঃ পীযূষতুল্যোঽধরঃ।
লোলাব্জেন সমে চলে সুনয়নে শুভ্রা রদাঃ কুন্দবৎ
কংসারেরমৃতং যথা সুলপিতং জ্যোৎস্নেব হাসদ্যুতিঃ ॥ ১০৬৫ ॥
(গোবি০ ১৭।৩৪)

শ্রীপাণী নবপল্লবেন সদৃশৌ পূর্ণেন্দুতুল্যা নখা
গণ্ডৌ দর্পণবদ্দ্যুতির্নবঘনশ্যামা চ যস্যাঙ্গনাঃ।
দৃষ্ট্বাম্ভোরুহদর্শমাস্যমলিসঞ্চারং চরন্ত্যুত্তৃষঃ
সাধৌ চন্দ্রতি যঃ সুতীয়তি নতান্ কুঞ্জেষু সৌধীয়তি ॥ ১০৬৬ ॥
(গোবি০ ১৭।৩৫)

যো দৈত্যেষ্বশনীয়তীহ রমণীবৃন্দে মনোজায়তে
দাতা যেন সমঃ ক্বচিন্নহি ন যত্তুল্যোঽস্তি শূরঃ ক্বচিৎ।
যল্লীলাসদৃশী ক্বচিন্নহি ন যেনাস্তে সমানোঽপি বা
চুম্বন্ত্যাননপদ্মমেণনয়না যস্যৈষ কৃষ্ণোঽবতু ॥ ১০৬৭ ॥
(গোবি০ ১৭।৩৬)

দিও না। (১০৬৫) কি আশ্চর্য্য ! কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলের সৌন্দর্য্য, কমলসদৃশ, সেইরূপ বদনচন্দ্রও কমনীয়, ভ্রূভ্রমরাবলীর ন্যায় মনোহারিণী, অধরও অমৃততুল্য সুমধুর, সুন্দর ও চপল নেত্র দুইটী চঞ্চল কমলের সহিত সমান, দন্তগুলি কুন্দকুসুমসদৃশ শুভ্র এবং মধুর বাক্যও অমৃততুল্য, তথা হাস্যকিরণও জ্যোৎস্নার সদৃশ। (১০৬৬) অপিচ যাঁহার সুন্দর করদ্বয় নব পল্লবের সদৃশ, নখসমূহ পূর্ণচন্দ্রনিভ, গণ্ডযুগল দর্পণবৎ, কান্তি নবজলধরের ন্যায়, স্ত্রীগণ যাঁহার অম্ভোরুহের ন্যায় বদন দর্শনে অলিসঞ্চারের ন্যায় অত্যন্ত তৃষ্ণাকুল হইয়া থাকে, যিনি সাধুজনের পক্ষে চন্দ্রসদৃশ, প্রণত-

এবং হি কৃষ্ণস্য গুণা অনন্তা
লীলাঽপ্যনন্তা মহিমাঽপ্যনন্তঃ।
তত্তৎকণস্পর্শনমাত্মবাচাং
বিশুদ্ধয়ে তদ্গণনাশয়ালম্ ॥ ১০৬৮ ॥

(গোবি৭ ১৭।৪৮)

ইত্থং হরেস্তদ্গুণবর্ণনাম্বুধৌ
নিমজ্জনোন্মজ্জনফুল্লমানসৌ।
সারীশুকৌ স্বেপ্সিতমীশ্বরৌ নিজা-
বযাচতাং তদ্গুণবর্ণনৈঃ পুনঃ ॥ ১০৬৯ ॥

(গোবি৭ ১৭।৪৯)

জনের প্রতি স্বপুত্রের ন্যায় এবং কুঞ্জসমূহে রাজসদনের তুল্য আচরণ করেন। (১০৬৭) অপিচ যিনি দৈত্যগণের প্রতি অশনির ন্যায় ও রমণীবৃন্দের প্রতি কন্দর্পের ন্যায় আচরণ করেন। যাঁহার তুল্য জগতে কেহ দাতা নাই এবং যাঁহার তুল্য শূরও কেহ নাই। যাঁহার লীলার সদৃশী লীলা কোন স্থানে নাই ও যাঁহার সমান ব্যক্তিও কোন স্থানে নাই এবং মৃগাক্ষী রমণীসকল যাঁহার বদন-কমল চুম্বন করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। (১০৬৮) এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের গুণ অনন্ত, লীলাও অনন্ত এবং মহিমাও অনন্ত, অতএব সেই সেই গুণ, লীলা ও মহিমার লেশমাত্র স্পর্শ করিতে পারিলে স্বীয় বাক্যনিচয়-বিশুদ্ধির নিমিত্ত কল্পিত হয় কিন্তু ঐ কৃষ্ণগুণের গণনা করিতে আশা করা বৃথা, যেহেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সে সকল গুণ অনন্ত। (১০৬৯) এইরূপে সারী ও শুক উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনারূপ সমুদ্রে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন দ্বারা প্রফুল্লহৃদয় হইয়া পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের গুণ-বর্ণন করত স্বীয় ঈশ্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সমীপে নিজাভীষ্ট প্রার্থনা করিতে

জয় জয় নন্দাত্মজ জয় বৃন্দা-বনরসকন্দাতুলগুণবৃন্দা-
ধিকতরনন্দচ্চিন্মকরন্দ-স্বপদারবিন্দ-দ্বয়কুরুবিন্দ-
প্রভনখচন্দ্রাবলিভিরতন্দ্রামলরুচিসান্দ্রাকৃতিভিরলং
দ্রাবিতনিজলোক-ব্যতিকরশোক-স্ফুরদস্তোক-
প্রথিতশ্লোক শ্রীধরধীর ব্রজবরবীর
প্রকটাভীর-শ্যামশরীর ॥ ১০৭০ ॥

(আ০ ১৫।২২০)

জয় জয় বংশীবাদ্যবিশারদ শারদ-সরসীরুহ-পরিভাবক-
ভাবকলিত-লোচনসঞ্চারণ চারণসিদ্ধবধূধৃতিহারক
হারকলাপ-রুচাঞ্চিত-কুণ্ডল কুণ্ড-লসদ্‌গোবর্দ্ধনভূষিত
ভূষিত-ভূষণ-চিদ্‌ঘন-বিগ্রহ বিগ্রহখণ্ডিত-খলবৃষভাসুর
ভাসুর-কুটিল-কচার্পিতচন্দ্রক চন্দ্রকদম্বরুচাভ্যধিকানন
কাননকুঞ্জগৃহস্মরসঙ্গর সঙ্গরসোদ্ধুর-বাহুভুজঙ্গম
জঙ্গম-নবতাপিঙ্গনগোপম গোপমনীষিতসিদ্ধিষু দক্ষিণ
দক্ষিণপাণিগ-দণ্ডসভাজিত ভাজিত-কোটিশশাঙ্কবিরোচন
রোচনয়া কৃতচারুবিশেষক শেষ-কমলভব-সনকসনন্দন-
নন্দনগুণ মাং নন্দয় সুন্দর ॥ বীর ॥ ১০৭১ ॥

(গোবিন্দবিরুদাবলী ৩৭)

লাগিল। (১০৭০) হে নন্দনন্দন! তোমার জয় হউক জয় হউক! তুমি বিষয় ও আশ্রয়রূপে সমস্ত রসের মূল কারণ-স্বরূপ অথবা তুমি বৃন্দাবন-বিষয়ক রস অর্থাৎ রাগদ্বারা সকলের সুখপ্রদ। তোমার পদারবিন্দযুগল অতুলনীয় গুণসমূহে বিভূষিত, অত্যধিক সুন্দর এবং সমৃদ্ধিযুক্ত চিদ্রূপ মকরন্দ-বিশিষ্ট। ঐ চরণযুগলের নখরূপ চন্দ্রশ্রেণী পদ্মরাগমণির ন্যায় প্রভাযুক্ত এবং অত্যদ্ভুত, অখণ্ড, নিষ্কলঙ্ক ও নিবিড় কান্তিদ্বারা বিরাজিত,

ত্বং জয় কেশব কেশবলস্তুত বীর্য-বিলক্ষণ লক্ষণ-বোধিত
কেলিষু নাগর নাগরণোদ্ধত, গোকুলনন্দন নন্দনতিব্রত-
সান্দ্রমুদর্পক দর্পকমোহন, হে সুষমানব-মানবতীগণ-
মাননিরাসক রাসকলাশ্রিত, সুস্তনগৌরব-গৌরবধূবৃত
কুঞ্জশতোষিত তোষিতযৌবত, রূপভরাদিক-রাধিকয়ার্চিত
ভীরুবিলম্বিত লম্বিত-শেখর, কেলিকুলালস-লালসলোচন
রোষমদারুণ-দারুণদানব,-মুক্তিদলোকন লোকনমস্কৃত-
গোপসভাবক ভাবক-শর্মদ
হন্ত কৃপালয় পালয় মামপি ॥ বীর ॥ ১০৭২ ॥

(গোবিন্দবিরুদাবলী ৩৯)

তুমি তোমার নিজজনসমূহের সহিত মিলন-পূর্ব্বক স্বীয় পদাম্বুজদ্বয়ের ঐ নখরূপ চন্দ্রমণ্ডলীদ্বারা তাহাদের শোক অতিশয়রূপে দূর করিয়া থাক। তোমার প্রচুর বিখ্যাত যশ সর্ব্বত্র স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। তুমি অসীম সৌন্দর্য্য ও সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তিধারী, ধীরস্বভাব, ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর এবং তুমি শ্যাম গোপশরীর গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রকট হইয়াছ, তোমার জয় হউক। (১০৭১) হে বংশীবাদ্যবিশারদ! তুমি শারদপদ্মনিন্দী নয়নাম্বুজ সঞ্চালন করিয়া সিদ্ধ-চারণ-বধূগণের ধৈর্য্য হরণ কর। তোমার মণিমুক্তা-খচিত হার-ভূষণের প্রতিবিম্বে কর্ণকুণ্ডল অতিশয় শোভিত হইয়াছে। কুণ্ড-শোভিত গোবর্দ্ধনের অধিত্যকায় তুমি অবস্থান কর। ত্বদীয় সান্দ্র বিজ্ঞানময় কলেবর নিখিল ভূষণের ভূষণস্বরূপ, তুমি যুদ্ধ করিয়া দুষ্ট বৃষভাসুরকে নিহত করিয়াছ, তোমার উজ্জ্বল কুটিলকুন্তল ময়ূরপুচ্ছদ্বারা সুশোভিত, তোমার বদন কোটি কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও অধিক সুশোভিত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে নিকুঞ্জভবনে অনঙ্গযুদ্ধে সুনিপুণ, ত্বদীয় বাহুভুজঙ্গ আলিঙ্গনাদি সম্ভোগবিষয়ে উদ্দৃপ্ত, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিলে বোধ হয় যেন অভিনব তমালবৃক্ষ

বরসীমন্তরসামৃত-সারিণীধৃত-সিন্দূর-সুরেখাম্।
শ্রীবৃষভানুকুলাম্বুধি-সম্ভব-সুভগ-সুধাকরলেখাম্ ॥
স্মরতি মনো মম নিরবধি রাধাম্।
মধুপতিরূপগুণ-শ্রবণোদিত-সহজমনোভববাধাম্ ॥ ধ্রু ॥
সুরুচির-কবরীবিরাজিত-কোমলপরিমল-মল্লিসুমালাম্।
মদচলখঞ্জন-খেলনগঞ্জন-লোচনকমলবিশালাম্ ॥

বিচরণ করিতেছে, তুমি গোপগণের ইষ্টলাভে উদারতা প্রকাশ কর। তুমি দক্ষিণহস্তে পশুপালনের নিমিত্ত দণ্ডধারণ করিয়াছ। তুমি শ্রীঅঙ্গের কান্তিতে কোটি কোটি চন্দ্রসূর্য্য পরাভব করিয়াছ। তোমার ললাটে গোরোচনা-নির্ম্মিত তিলক সুশোভিত হইতেছে। তোমার দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণকলাপ ব্রহ্মা, অনন্ত, সনক ও সনন্দন প্রভৃতি দেবগণেরও প্রীতিকর, অতএব হে বীর! হে সুন্দর! তুমি দর্শন দিয়া আমাকেও আনন্দিত কর। (১০৭২) হে কেশব! তোমার জয় হউক। ব্রহ্মা, শিব ও অনন্ত ইঁহারা তোমার স্তব করিতেছেন। তোমার বলবীর্য্য বিশ্বাতীত, পাদপদ্মে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি বিশেষ চিহ্ন থাকায় লোকে তোমাকে ভগবান্ বলিয়া বোধ করে। তুমি কেলিবিষয়ে সুচতুর, তুমি কালিয়-নাগের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্ধত হইয়াছিলে, তুমি গোকুলের আনন্দবর্দ্ধন, তুমি পিতা বলিয়া নন্দ মহারাজকে ভক্তি কর, তুমি ভক্তের গাঢ় আনন্দপ্রদ, তুমি কন্দর্পের মোহনকারী, অভিনব ব্রজরমণীগণ প্রণয়কোপবশতঃ মানবতী হইলেও তোমার শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব্ব-শোভা-সন্দর্শনে তৎক্ষণাৎ মান পরিত্যাগ করেন। সুস্তনী গৌরাঙ্গী গোপিকাগণে পরিবৃত হইয়া তুমি রাসক্রীড়া আরম্ভ কর। তুমি শত শত কুঞ্জে অবস্থান করিয়া ব্রজরমণীগণ-কর্ত্তৃক পরিতোষিত হও। ব্রজরমণীর শিরোমণি শ্রীরাধিকা তোমার বিশেষ প্রীতি সম্পাদন করেন। তুমি ললিতাদি সখীগণে পরিবৃত হইয়া

মদকরিরাজ-বিরাজদনুত্তম-চলিতললিত-গতিভঙ্গীম্।
অতিসুকুমার-কনকনবচম্পক-গৌরমধুরমধুরাঙ্গীম্॥
মণিকেয়ূর-ললিতবলয়াবলি-মণ্ডিতমৃদুভুজবল্লীম্।
প্রতিপদমদ্ভুত-রূপচমৎকৃতি-মোহনযুবতি-মতল্লীম্॥
মৃদুমৃদুহাসললিতমুখমণ্ডল-কৃতশশিবিম্ববিড়ম্বাম্।
কিঙ্কিণিজাল-খচিতপৃথুসুন্দর-নবরসরাশি-নিতম্বাম্॥

রাসস্থলে নৃত্য কর, এবং নৃত্য করিতে করিতে তোমার শিরোভূষণ চূড়া-লম্বিত হয়, রাসপরিশ্রমে তোমার নয়নযুগল আলস্যপূর্ণ হইলেও পুনর্ব্বার তদ্দর্শনে (শ্রীরাধার দর্শনে) লালসা করিয়া থাক। হে লোকনমস্কৃত ! তোমার সকোপ দৃষ্টিপাতে ক্রোধপরায়ণ মদমত্ত দানবগণও মুক্তিলাভ করিয়াছে। তুমি সমস্ত গোপগণের রক্ষক ও ভক্তগণের আনন্দপ্রদ। হে করুণানিধান! সম্প্রতি তুমি সংসার-সমুদ্র হইতে আমাকে রক্ষা কর।

শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনাদি

(১০৭৩) আমার মন নিরবধি শ্রীরাধাকে স্মরণ করিতেছে। তিনি নিজ শ্রেষ্ঠ সীমন্তরূপ ক্ষুদ্র রসামৃত-নদীতে সিন্দূরের সুন্দর রেখা-ধারণ করিয়াছেন এবং তিনি বৃষভানুকুলরূপ সমুদ্র হইতে অতি কমনীয় সুধাকর-লেখার (চন্দ্রলেখার) ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণশ্রবণে স্বভাবতঃ শ্রীরাধিকার কন্দর্পপীড়া উদিত হইয়া থাকে। তাঁহার অতিসুন্দর কবরীতে কোমল সুগন্ধযুক্ত মল্লিকার মনোরম মালা বিরাজিত আছে। তাঁহার বিশাল নয়নকমলযুগল মদভরে চঞ্চল খঞ্জনের ক্রীড়াকেও তিরস্কার করিতেছে। শ্রীরাধিকার অত্যন্ত মনোহর গতিভঙ্গী মদমত্ত গজরাজের গতির ন্যায় অত্যুত্তম শোভাজনক। তাঁহার অতি সুকুমার ও সুমধুর (সুন্দর) অঙ্গ নবীন স্বর্ণচম্পকের ন্যায় গৌরবর্ণ। তাঁহার কোমল ভুজবল্লী

চিত্রিতকঞ্চুলিকা-স্থগিতোদ্ভট-কুচহাটকঘটশোভাম্ ।
স্ফুরদরুণাধর-স্বাদুসুধারস-কৃতহরিমানসলোভাম্ ॥
সুন্দরচিবুক-বিরাজিতমোহন-মেচকবিন্দুবিলাসাম্ ।
সকনকরত্নখচিতপৃথুমৌক্তিক-রুচিরুচিরোজ্জ্বলনাসাম্ ॥
উজ্জ্বলরাগরসামৃতসাগর-সারতনুং বররূপাম্ ।
নিপতিত-মাধবমুগ্ধমনোমৃগ-নাভিসুধারসকূপাম্ ॥
নূপুরহার-মনোহরকুণ্ডল-কৃতরুচিমরুণদুকূলাম্ ।
পথি পথি মদনমদাকুল-গোকুলচন্দ্রকলিতপদমূলাম্ ॥
রসিকসরস্বতি-গীতমহাদ্ভুত-রাধারূপরহস্যম্ ।
বৃন্দাবন-রসলালস-মনসামিদমুপগেয়মবশ্যম্ ॥ ১০৭৩ ॥

(স০ ২৩ ক-এ)

মণিময় কেয়ূর ও মনোহর বলয়-সমূহের দ্বারা বিমণ্ডিত। পদে পদে অদ্ভুত ও চমৎকারজনক রূপের দ্বারা তিনি যুবতীবৃন্দেরও মোহ উৎপাদন করিয়া থাকেন। শ্রীরাধিকা মৃদু মৃদু হাস্যযুক্ত রমণীয় মুখমণ্ডল দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলকেও বিড়ম্বিত (ন্যক্কৃত) করিতেছেন এবং তাঁহার নবরসরাশিস্বরূপ স্থূল ও সুন্দর নিতম্বদেশে কিঙ্কিণীজাল বদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কুচযুগলরূপ সুবর্ণ ঘটদ্বয়ের শোভা চিত্রিত কঞ্চুলিকাদ্বারা আবৃত আছে এবং তিনি সুন্দর অরুণবর্ণ অধরের মধুময় সুধারসদ্বারা শ্রীহরির মনে লোভ জন্মাইয়া থাকেন। শ্রীরাধার সুন্দর চিবুকে মনোমুগ্ধকর শ্যামবিন্দু শোভা পাইতেছে এবং তাঁহার সুরম্য নাসিকা কনক ও রত্নখচিত স্থূল মৌক্তিকের কান্তিদ্বারা মনোহর ও উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছে। উজ্জ্বল রাগ (অনুরাগ) রূপরসামৃতসাগরের সারস্বরূপ তাঁহার কলেবর এবং তিনি সাক্ষাৎ আনন্দ-স্বরূপিণী। তাঁহার নাভিরূপ সুধারসকূপে মাধবের মুগ্ধ মনোমৃগ নিপতিত

সুভগশিখরলক্ষ্মীকোটিকাম্যৈকপাদা
ধৃতনখমণিচন্দ্রজ্যোতিরামোদমাত্রা।
অতিমধুরচরিত্রানঙ্গলীলাবিলাসা
মম হৃদি রসমূর্ত্তিঃ স্ফূর্ত্তিমায়াতু রাধা ॥ ১০৭৪ ॥
(স০ ২৪)

নবরসমদঘূর্ণন্মাধব-প্রাণকোটি-
প্রিয়নখমণিশোভা সর্বসৌভাগ্যভূমিঃ।
স্ফুরতু হৃদি সদা মে কাপি কাশ্মীররোচি-
র্ব্রজনগরকিশোরীবৃন্দ-সীমন্তভূষা ॥ ১০৭৫ ॥
(স০ ২৫)

রহিয়াছে। নূপুর, হার ও মনোহর কুণ্ডল ধারণ করায় তদ্দ্বারা তাঁহার অঙ্গকান্তি অধিকতর উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে এবং তিনি অরুণবর্ণ বসন পরিধান করিয়া আছেন। গোকুলচন্দ্র মদনমদে আকুল হইয়া পথে পথে সেই শ্রীরাধার পদমূল আশ্রয় করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনরসে যাঁহাদের চিত্ত লালসান্বিত, তাঁহাদের অবশ্য রসিকসরস্বতী (শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী) কর্ত্তৃক বর্ণিত শ্রীরাধিকার এই রহস্যময় মহাদ্ভুতরূপ গান করা কর্ত্তব্য। (১০৭৪) যাঁহার একমাত্র চরণ সৌভাগ্যবতী সুন্দরীগণের শিরোমণি কোটি কোটি লক্ষ্মীরও কামনার যোগ্য, যিনি নিজনখমণিরূপ চন্দ্রের জ্যোতি দ্বারা সাক্ষাৎ আনন্দমাত্রই ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহার চরিত্র অতি মধুর এবং যাঁহার লীলাবিলাস সকলই অনঙ্গময়, সাক্ষাৎ রসের মূর্ত্তি, সেই শ্রীরাধা আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন। (১০৭৫) যাঁহার নখমণির শোভা নবরস-মদে সর্ব্বদা ঘূর্ণমানচিত্ত মাধবের কোটি কোটি প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়, যিনি নিখিল-সৌভাগ্যের নিবাসস্থান, সেই কোন অনির্ব্বচনীয়া কুঙ্কুমতুল্য গৌরকান্তি-বিশিষ্টা, ব্রজনগরস্থ কিশোরীবৃন্দের শিরোমণি

গোবিন্দপ্রাণসর্বস্ব-নখচন্দ্রৈকচন্দ্রিকা।
কাপি প্রেমরসোদারা কিশোরী মম জীবনম্॥ ১০৭৬॥
(স০ ২৬)

চেতঃ কামপি কুন্দসুন্দর-সুধানিঃস্যন্দি-মন্দস্মিত-
জ্যোতির্মোহনবক্ত্রচন্দ্রবিগলৎপ্রেমামৃতাম্ভোনিধিম্।
প্রত্যঙ্গোচ্ছলিতানুরাগ-সহজানঙ্গোৎসবৈকাবধিং
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র-দুর্মদমনশ্চৌরীং কিশোরীং স্মর॥ ১০৭৭॥
(স০ ২৭)

পুনঃ কৃষ্ণেঙ্গিতজ্ঞাস্তাঃ শ্লোকৈরেকৈকশঃ পৃথক্।
বয়স্যাং বর্ণয়ামাসুঃ প্রেম্ণা তাং ললিতাদয়ঃ॥ ১০৭৮॥
(গোবি০ ১১।৫০)

শ্রীরাধিকা আমার হৃদয়ে নিরন্তর স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন। (১০৭৬) যাঁহার নখচন্দ্রের একটিমাত্র কিরণকণা গোবিন্দের প্রাণসর্ব্বস্ব এবং যিনি প্রেমরসে সর্ব্বোত্তমা অথবা প্রেমরসদান-বিষয়ে বদান্যশিরোমণি সেই কোন অনির্ব্বচনীয়া কিশোরী শ্রীরাধিকা আমার জীবন-স্বরূপ। (১০৭৭) হে মন! যাঁহার কুন্দকুসুমের ন্যায় সুন্দর ও সুধাস্রাবি মন্দ হাস্যজ্যোতিদ্বারা উদ্ভাসিত সুমোহন বদনচন্দ্র হইতে প্রেমামৃত-সাগর ক্ষরিত (প্রবাহিত) হইতেছে এবং যিনি প্রতি অঙ্গে উচ্ছলিত অনুরাগ ও স্বাভাবিক অনঙ্গোৎ-সবের একমাত্র অবধি (সীমা) স্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের দুর্মদচিত্তচৌরী সেই কোনও অনির্ব্বচনীয়া কিশোরীকে (শ্রীরাধাকে) তুমি স্মরণ কর।

সখীগণকর্ত্তৃক শ্রীরাধাঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বর্ণনাদি

(১০৭৮) পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতজ্ঞা (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত-দ্বারা ললিতাদি সখীবর্গকে শ্রীরাধার বর্ণন করিতে বলিলে) ললিতাদি সখীগণ পৃথক্ পৃথক্ শ্লোকদ্বারা শ্রীরাধিকার রূপ বর্ণন করিতে লাগিলেন।

শঙ্খার্দ্ধেন্দুযবাব্জ-কুঞ্জররথৈঃ সীরাঙ্কুশেষুধ্বজৈ-
শ্চাপ-স্বস্তিক-মৎস্যতোমরমুখৈঃ সল্লক্ষণৈরঙ্কিতম্।
লাক্ষাবর্মিতমাহবোপকরণৈরেভির্বিজিত্যাখিলং
শ্রীরাধাচরণদ্বয়ং সুকটকং সাম্রাজ্যলক্ষ্ম্যা বভৌ॥ ১০৭৯॥
(গোবি০ ১১।৫১)

যৎকান্ত্যা লবণাচ্ছিয়ঃ কিশলয়ে যা পল্লবাখ্যাং ন্যধাৎ
পদ্মাখ্যাং নলিনে নিধায় মলিনীভাবং নিশাকোকবৎ।
শোকাৎ কোকনদাভিধাং বিলপনৈ রক্তোৎপলে চেত্যসৌ
সা রাধা ভুবি তৎপদদ্বয়মিদং কেনোপমেয়ং ভবেৎ॥ ১০৮০॥
(গোবি০ ১১।৫২)

অপূর্বা শ্রীরাধাচরণনখচন্দ্রাবলিরিয়ং
সদা পূর্ণা ভান্তি হরিহৃদি নিরঙ্কারুণরুচিঃ।
সমুৎফুল্লং তস্যেন্দ্রিয়কুমুদবৃন্দং বিদধতী
হঠাচ্চন্দ্রাবল্যা বিরচয়তি যা বিস্মৃতিমপি॥ ১০৮১॥
(গোবি০ ১১।৫৩)

(১০৭৯) শ্রীরাধার সুশোভন কটক অর্থাৎ নূপুরদ্বয়-শোভিত পদযুগল শঙ্খ, অর্দ্ধচন্দ্র, যব, পদ্ম, হস্তী, রথ, সীর (লাঙ্গল), অঙ্কুশ, বাণ, ধ্বজ, ধনু, স্বস্তিক, মৎস্য এবং তোমর প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লক্ষণসমূহে অঙ্কিত এবং যাবকরূপ কবচে আবৃত হইয়া এই সকল যুদ্ধোপকরণ-দ্বারা বিশ্ব-রাজ্যের বিজয় করত সাম্রাজ্য-শোভায় শোভিত হইতেছেন। (১০৮০) যিনি নিজ পদদ্বয়ের কান্তিদ্বারা রক্তবর্ণ নবীন ও কোমল পত্রের শোভাচয়কে ছেদন করিয়া ঐ কিশলয়কে পল্লবাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, নলিনে মলিনতা বিধান করিয়া উহাকে পদ্ম আখ্যা অর্পণ করিয়াছেন, তথা রজনীতে শোকহেতু কোক অর্থাৎ চক্রবাকের ন্যায় বিলপন (আর্ত্তনাদ) করায় রক্তোৎপলে কোকনদ

তারুণ্যে নবভূপতৌ শ্লথনয়ে রাধাবপুঃপত্তনে
বক্ষোজদ্বয়দস্যুনা সজঘনেনাক্রম্য মধ্যং বলাৎ।
পৌষ্কল্যং নিখিলং কৃতং ত্রিবলিভিঃ ফুৎকারভীত্যা গুণৈ-
র্বদ্ধা স্থাপিতমিত্যবেত্য ভয়তো গুল্‌ফৌ নিলীয় স্থিতৌ॥১০৮২॥

(গোবি০ ১১।৫৪)

অস্যা মিষাৎ প্রসৃতয়োর্মদনায় হৈমা-
লানদ্বয়ং বিধিরদাদমুনার্থিতঃ কিম্ ?
যৎ কৃষ্ণচিত্তমদমত্তগজং স চাস্মিন্
তন্মাধুরী-সুদৃঢ়শৃঙ্খলয়া ববন্ধ ॥ ১০৮৩ ॥

(গোবি০ ১১।৫৬)

এই আখ্যা বিধান করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধা ও তাঁহার চরণযুগলের উপমা এজগতে কাহার সহিত হইবে ? (১০৮১) আহা ! শ্রীরাধার এই নখরূপ চন্দ্রাবলী অতি আশ্চর্য্য ; যেহেতু অকলঙ্ক ও অরুণকান্তিযুক্তা এই নখ-চন্দ্রাবলী নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে পূর্ণরূপে দীপ্তিমতী হইয়া তাঁহার হৃদয়রূপ কুমুদ-সমূহকে প্রফুল্লিত করত হঠাৎ তাঁহার চন্দ্রাবলীর বিস্মৃতি বিধান করিয়া দিতেছে। (১০৮২) তারুণ্যরূপ নূতন রাজার অধিকারে নীতিসকল শিথিল হওয়ায় শ্রীরাধার দেহরূপ দেশে স্তনদ্বয় ও জঘনরূপ দস্যুগণ (স্তন ও জঘন এই উভয়ের) মধ্যদেশ বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া তাহার সমুদয় স্থূলত্ব হরণপূর্ব্বক ফুৎকার-ভয়ে ঐ মধ্যদেশকে ত্রিবলিরূপ রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিয়া স্থাপন করিয়াছে—ইহা অবগত হইয়া ভয়ে গুল্‌ফদ্বয় লুক্কায়িতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। (১০৮৩) অপিচ মদন-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বিধাতা কি তাহাকে শ্রীরাধার বিস্তৃত জঙ্ঘাচ্ছলে সুবর্ণ-নির্ম্মিত আলানদ্বয় অর্থাৎ করিবন্ধন-স্তম্ভ দুইটী দান করিয়াছেন ? যেহেতু, ঐ মদন শ্রীরাধার জঙ্ঘা-যুগেলর মাধুরীরূপ সুদৃঢ় শৃঙ্খল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তরূপ হস্তীকে বন্ধন করিয়া

স্বস্থিত্যৈব স্তম্ভিত-স্বর্ণরম্ভা-
স্তম্ভারম্ভে দীব্যতোঽস্যাঃ সুজঙ্ঘে।
ধাত্রানঙ্গোষ্ণার্ত্তকৃষ্ণেভশীত-
চ্ছায়াশালাস্তম্ভতাং লম্ভিতে যে ॥ ১০৮৪ ॥
(গোবি০ ১১।৫৫)

জানুদ্বয়ং ন তদিদং বৃষভানুজায়াঃ
কামস্য তে কনক-সম্পুটিকে সুগুপ্তে।
যৎ কৃষ্ণচিত্ত-বররত্নমনেকযত্নৈঃ
সংমুষ্য সোঽয়মনয়োর্ম্মুদে নিধায় ॥ ১০৮৫ ॥
(গোবি০ ১১।৫৭)

ত্বচি কঠিন-করেভ্যঃ পদ্মিনাং ভীঃ করেঃ স্যাজ্
জলময়কদলীনাং হ্রীশ্চ কাণ্ডাদসারাৎ।
হরি-করভবিলাসায়াসলভ্যে তদস্যা
নিরুপমমধুরে তে সক্‌থিনী কেন তুল্যে ॥ ১০৮৬ ॥
(গোবি০ ১১।৫৮)

রাখিয়াছে। (১০৮৪) আহা! যাহা স্বীয় স্থিতিদ্বারা স্বর্ণরম্ভা ও স্তম্ভের আড়ম্বরকে স্তম্ভিত করিয়াছে, এবং যাহা বিধাতাকর্ত্তৃক কন্দর্পরূপ গ্রীষ্মকাল-পীড়িত কৃষ্ণমতঙ্গজের সুশীতল ছায়াবিশিষ্ট রাধারূপ গৃহস্থিত স্তম্ভ হইয়াছে, শ্রীরাধার সেই শোভন জঙ্ঘাদ্বয় দীপ্তি পাইতেছে। (১০৮৫) বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধার এই জানু (হাটু) দ্বয় নহে, ইহা কন্দর্পের সুগুপ্ত সুবর্ণসম্পুটদ্বয় (কৌটা), যেহেতু এই দুইটী সম্পুটমধ্যে সেই এই মদন, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ও নয়নরত্নকে অপহরণ-পূর্ব্বক তাহাতে স্থাপিত করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। (১০৮৬) শ্রীকৃষ্ণ করভদ্বয়েব অর্থাৎ করযুগলের অধোভাগের বিলাসপ্রযত্ন-হেতু অর্থাৎ মৃদু-সেবার ইচ্ছায় শ্রীরাধার যে উরুদ্বয়কে ধারণ

রাধাশ্রোণিরিয়ং সমা ন পুলিনৈঃ সত্যা কবের্গীরিয়ং
যদ্বেণী যমুনা তদেব পুলিনং কাঞ্চী মরালীততিঃ।
নোচেত্তত্র হরের্মনোনটবরঃ শ্রীরাসলাস্যং কথং
স্বাভির্বৃত্তিসখীনটীভিরনিশং কুর্বন্ন বিশ্রাম্যতি ॥ ১০৮৭ ॥
(গোবি০ ১১।৬০)

বীর্য্যোন্মত্তৈর্মদকরিতনুস্থূলতাহস্তকুম্ভৈ-
র্মৈত্রীং কৃত্বা শঠগুরু-নিতম্বোরুবক্ষোজচৌরৈঃ।
পৌষ্কল্যং মে হৃতমিতি ভয়ক্রোধশোকাদিবাস্যা
দুঃস্থং মধ্যং ত্বরিতমকরোৎ সিংহমধ্যেন সখ্যম্ ॥১০৮৮ ॥
(গোবি০ ১১।৬১)

করিয়া থাকেন, তাহা কাহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে? যেহেতু, কঠিন ত্বগ্‌বিশিষ্ট হস্তিশুণ্ডের সহিত তুলনা করিতে করীর ভয় হইয়া থাকে, আর জলময় কদলীর আমার কাণ্ডসহ তুলনা করিতে তাহার লজ্জা হইয়া থাকে অতএব শ্রীরাধার নিরুপম ও সুমধুর উরুযুগল কাহার সহিত তুল্য হইবে? (১০৮৭) "শ্রীরাধার এই নিতম্ব যমুনাপুলিনের সমান"—কবির এই বাক্য কি সত্য নয়? অবশ্যই সত্য, যেহেতু শ্রীরাধার শ্রোণীমধ্যাবলম্বিনী বেণীরূপা যমুনা বিরাজমানা, নিতম্বদেশ—পুলিন এবং কাঞ্চীই (চন্দ্রহারই) হংসশ্রেণী হইয়াছে, যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের মনোরূপ নটরাজ কেনই বা স্বীয় মনোবৃত্তি সখীরূপ নটীগণের সহিত নিরন্তর সুন্দর রাসনৃত্য করত বিশ্রান্ত হইতেছেন না? (১০৮৮) "শঠগুরু নিতম্ব, উরু ও স্তনরূপ চৌর, ইহারা যথাক্রমে মদমত্ত করীর দেহ-স্থূলতা শুণ্ড ও কুম্ভস্থলের সহিত মিত্রতা করিয়া আমার স্থূলতা হরণ করিয়াছে"—এইরূপ ভয়, ক্রোধ ও শোকাদিবশতই যেন শ্রীরাধার মধ্যদেশ (কটিদেশ) দুঃখিত হইয়া হস্তিনাশক সিংহের মধ্যদেশের সহিত অবিলম্বে সখ্যবিধান করিয়াছে। (১০৮৯) অপর

অস্যা নিতম্বস্তনয়োর্দরিদ্রয়োঃ
সন্ধিং বিধায়াহৃতমধ্যসম্পদোঃ।
পশ্চাদ্ বিধির্বীক্ষ্য কলিং প্রলুব্ধয়ো-
শ্চকার সীমাং ত্রিবলিচ্ছলেন কিম্? ১০৮৯ ॥
(গোবি০ ১১।৬২)

চলচলদলজালে কম্পদং হৈমদীব্যৎ-
কমলনবদলালৌ জাড্যদং নির্জয়েন।
তিলকিতমিব রোমশ্রেণি-কস্তূরিকাভি-
স্তদিদমুদরমস্যা ভাতি সাম্রাজ্যলক্ষ্ম্যা ॥ ১০৯০ ॥
(গোবি০ ১১।৬৫)

অস্যা লসত্তনুবনীমনু ভাতি কাম-
গম্ভীরবেদি-গজরাট্ যদিহাস্য ভাতি।
কুম্ভৌ মিষেণ কুচয়োর্হরিপাণিজন্ম-
কামাঙ্কুশক্ষতশতৌ মদলেপচিত্রৌ ॥ ১০৯১ ॥
(গোবি০ ১১।৩১)

এই শ্রীরাধার নিতম্ব ও স্তন এই দুইটী প্রথমতঃ দরিদ্রদশাসম্পন্ন ছিল, পরে উহারা উভয়ে সন্ধিবিধান অর্থাৎ পরস্পর সৌহার্দ্দ করিয়া শ্রীরাধার মধ্যদেশের সম্পদ হরণ করিয়া লয়, তথাপি ঐ নিতম্ব ও স্তন এই উভয়ে লুব্ধচিত্ত হইয়া সম্পন্নিমিত্ত কলহ করিতে থাকে, পশ্চাৎ বিধাতা উহাদের কলহ সন্দর্শন করিয়া উভয়ের কলহ-নিবৃত্তির নিমিত্ত ত্রিবলিচ্ছলেই কি সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন ? (১০৯০) চলদল অর্থাৎ পিপ্পলের দল-সমূহকে পরাজিত করিয়া যে তাহাদিগকে কম্পিত করিতেছে এবং স্বর্ণতুল্য শোভাশালী কমলের দলসকলকেও পরাজয়-পূর্ব্বক যে জড় করিতেছে, সেই শ্রীরাধার উদর রোমাবলীরূপ কস্তূরী-দ্বারা যেন তিলকান্বিত হইয়াই সাম্রাজ্য-শোভায় শোভিত হইতেছে। (১০৯১) আহা! শ্রীরাধার এই মনোজ্ঞ তনুরূপ

ভৃঙ্গারাম্ভোজমালা-ব্যজন-শশিকলা-কুণ্ডলচ্ছত্রযূপৈঃ
শঙ্খশ্রীবৃক্ষবেদ্যাসন-কুসুমলতাচামর-স্বস্তিকাদ্যৈঃ।
সৌভাগ্যাঙ্কৈরমীভির্যুতকরযুগলা রাধিকা রাজতেঽসৌ
মন্যে তত্তন্মিষাৎ স্বপ্রিয়পরিচরণস্যোপচারান্ বিভর্ত্তি ॥ ১০৯২ ॥
(গোবি০ ১১।৬৬)

শ্রীকামাঙ্কুশ-তীক্ষ্ণচারুশিখরৈর্মাণিক্য-পূর্ণেন্দুভিঃ
শ্লিষ্টাগ্রার্দ্ধবিভাগ-গন্ধফলিকাশ্রেণীদলৈঃ শোভিতে।
পদ্মে চেদভবিষ্যতাং ক্বচিদপি শ্রীরাধিকাহস্তয়ো-
রৌপম্যং জিতপল্লবাব্জচয়য়োঃ সম্প্রাপ্স্যতাং তে তদা ॥ ১০৯৩ ॥
(গোবি০ ১১।৬৭)

কাননমধ্যে গম্ভীরবেদী অর্থাৎ রক্তস্রাব ও ত্বগ্-মাংস ছেদন করিলেও ব্যথাজ্ঞান-রহিত অতিমত্ত গজরাজ বিরাজ করিতেছে, যেহেতু এই তনুবনে ইঁহার কুম্ভদ্বয় স্তনযুগলচ্ছলে হরিপাণিজন্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নখরূপ কামাঙ্কুশ দ্বারা শত শত ক্ষত এবং মৃগমদলেপদ্বারা চিত্র-বিচিত্র হইয়া অত্যন্ত শোভা প্রকাশ করিতেছে। (১০৯২) অপর "ভৃঙ্গার (জলপাত্র), পদ্ম, মালা, ব্যজন (তালবৃন্ত), চন্দ্রলেখা, কুণ্ডল, ছত্র, যূপ (যজ্ঞীয় পশুবন্ধনার্থ কাষ্ঠ) শঙ্খ, বিল্ববৃক্ষ, বেদি, আসন, কুসুম, লতা, চামর এবং স্বস্তিকাদি"—এই সকল সৌভাগ্যচিহ্নে যাঁহার করযুগল অঙ্কিত হইয়াছে, এতাদৃশী শ্রীরাধিকা শোভা পাইতেছেন ; ইহাতে বোধ হইতেছে যেন শ্রীরাধা উক্ত ভৃঙ্গারাদি-চ্ছলে নিজ-প্রিয়তম কৃষ্ণের পরিচর্য্যার উপচার ধারণ করিতেছেন। (১০৯৩) শোভাযুক্ত কামাঙ্কুশ হইতেও যাহার অগ্রভাগ অতিশয় সুতীক্ষ্ণ ও মনোহর এবং মাণিক্যসম্বন্ধীয় পূর্ণচন্দ্রসকল যাহার অর্দ্ধবিভাগ সংযুক্ত, তাদৃশ চম্পক-কলিকাসমূহের দলে যদি কমলদ্বয় শোভিত হয়, তবে পল্লব ও পদ্মসমূহের জয়কারী শ্রীরাধার করকমলযুগল কখনও বা তুল্যতা প্রাপ্ত হইতে পারে ?

রাধাকরাব্জনখরা মুখরা বকারে-
র্বক্ষস্তটী গরুড়রত্ন-কবাটিকায়াম্।
উৎকীর্ণচিত্র-করণায় রতীশকারো-
ষ্টঙ্কাঃ সুসূক্ষ্মনিশিতাঃ স্ফুটমুল্লসন্তি ॥ ১০৯৪ ॥
(গোবি০ ১১।৬৮)

মূলেঽধোবদনং বরাটকযুগং চাগ্রেঽম্বুজে বিভ্রতী
নৈতে স্বর্ণমৃণালকে রতিপতের্যে পাশতামাগতে।
কৃষ্ণোৎফুল্লতমালবেষ্টনপটূ বিল্বৎকুচাধঃফলে
রাধাবাহুলতে ইমে করযুগশ্রীপল্লবে দীব্যতঃ ॥ ১০৯৫ ॥
(গোবি০ ১১।৬৯)

স্মরজয়লিপিযুক্তা হাটকী পট্টিকেয়ং
কিমু বিধৃতমনোভূ-শস্ত্রিকং স্বর্ণপীঠম্।
মদনভুজগপাশাধারতূণং নু হৈমং
নহি লসতি বিরাজদ্বেণিরাধাসুপৃষ্ঠম্ ॥ ১০৯৬ ॥
(গোবি০ ১১।৭২)

(১০৯৪) শ্রীরাধার করকমলের সুতীক্ষ্ণ নখসমূহ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলরূপ ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত ক্ষুদ্রতম কবাটে উৎকীর্ণ চিত্র (অর্থাৎ পাষাণাদিতে ক্ষোদিত করিয়া হিঙ্গুলাদি-বর্ণে চিত্র) করিবার নিমিত্ত শিল্পকারী মদনের সুশাণিত পাষাণবিদারক অস্ত্রের ন্যায়ই যেন শোভা পাইতেছে। (১০৯৫) শ্রীরাধার এই ভুজযুগল মূলদেশে অধোবদন বীজ-কোষদ্বয় (পদ্মচাকী) ও অগ্রভাগে অর্থাৎ বীজ-কোষের বহির্ভাগে করতলরূপ কমলযুগলকে ধারণ করিলেও বস্তুতঃ এ সুবর্ণমৃণাল নয়, ইহার (ভুজদ্বয়) রতিপতি কন্দর্পের পাশের ন্যায় হইয়াছে (অর্থাৎ আলিঙ্গন করিতে হইলে বাহুই বেষ্টনকারী

সহজবিনতমংসদ্বন্দ্বমস্যাঃ কবীন্দ্রা
গিরিধরকর-শশ্বদ্ভারতো নম্রমাহুঃ।
মম তু মতমনুচ্চৈরপ্যদঃ সর্বমুচ্চৈঃ-
শিরসগণমতীত্যোদ্ভাতি তৎসৌভগেন ॥ ১০৯৭ ॥
(গোবি০ ১১।৭৩)

সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীরিহ কাব্যলক্ষ্মীঃ
সঙ্গীতলক্ষ্মীশ্চ হরের্মুদেহস্তি।
পূর্ণেতি ধাতুর্গণনাত্তু রেখা-
ত্রয়েণ কণ্ঠঃ কিমু ভাত্যমুষ্যাঃ ॥ ১০৯৮ ॥
(গোবি০ ১১।৭৪)

হইয়া থাকে) শ্রীরাধার এই প্রকার বাহুযুগল শ্রীকৃষ্ণরূপ তমাল-তরুর বেষ্টনকার্য্যে সুদক্ষ লতাপাশ-স্বরূপ; কেননা, ইহার অধোভাগে স্তনরূপ বিল্বফলযুগল ও হস্তদ্বয়রূপ সুশোভিত পল্লবদ্বয়কেও ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে। (১০৯৬) এইটী কি কন্দর্পজয়ের লিপিসংযুক্তা স্বর্ণপট, কিংবা কামদেবের শস্ত্রিকা (ছুরী)-যুক্ত স্বর্ণপীঠ অথবা মদনরূপ নাগপাশের আধার-স্বরূপ তূণ (বাণাধার)? না তাহা কিছুই নহে, এ শোভমান বেণীদোলিত শ্রীরাধার পৃষ্ঠদেশ শোভা পাইতেছে। (১০৯৭) এই শ্রীরাধার স্কন্ধদ্বয় স্বভাবতঃ বিশেষরূপে নত, পরন্তু কবিশ্রেষ্ঠগণ 'গিরিধর শ্রীকৃষ্ণের হস্তের নিরন্তর ভারবহন-হেতু উহা নম্র হইয়াছে'—এইরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন; কিন্তু আমার মত এই যে শ্রীরাধার স্কন্ধদ্বয় নম্র হইলেও শ্রীকৃষ্ণহস্তের নিরন্তর ভারবহনজন্য সৌভাগ্যে সমুদায় উন্নতমস্তক জনগণকে অর্থাৎ 'আমরা সৌভাগ্যবতী' এই অভিমানে উন্নত-শিরস্ক সুন্দরীগণকে, কিংবা বৃন্দাবনে অতি উচ্চ মস্তক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনাবৃন্দ, দ্বারকাপুরের মহিষীবর্গ এবং পরব্যোমে লক্ষ্মীগণ তথা অন্যান্য গৌরী শচী প্রভৃতি

ব্যর্থীকৃতা স্বরগুণৈর্গহনং পিকালী
ভেজে সুধা চ কটুতাং জড়তাং ততশ্রীঃ।
যস্ত শ্রিয়া দরততিশ্চ সমুদ্রমস্যাঃ
কেনোপমান্ত কবয়স্তমিমং সুকণ্ঠম্ ॥ ১০৯৯ ॥

(গোবি০ ১১।৭৬)

যো বালার্কবিকাশি-সুপ্তমধুপ-স্বর্ণাম্বুজৈকচ্ছদো
বিশ্রাম্যৎপিক-হেমমন্দিরগবাক্ষাধো বিটঙ্কোঽপি যঃ।
তৌ রাধামদবিন্দুচারুচিবুকং দৃষ্ট্বা স্বসাম্যোৎসুকৌ
শ্রীকৃষ্ণাঙ্গুলি-সঙ্গসৌভগগুণৈর্ন্যক্কৃত্য বিভ্রাজতে ॥ ১১০০ ॥

(গোবি০ ১১।৭৭)

দিব্যাঙ্গনাগণকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছে। (১০৯৮) আহা! এই শ্রীরাধার কণ্ঠে তিনটী লক্ষ্মী অর্থাৎ সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী, কাব্যলক্ষ্মী ও সঙ্গীত-লক্ষ্মী—ইহারা শ্রীকৃষ্ণের হর্ষবর্দ্ধননিমিত্ত সম্পূর্ণা হইয়া বিরাজ করিতেছে। বিধাতার গণনহেতুই কি শ্রীরাধার কণ্ঠদেশ রেখাত্রয়ান্বিত হইয়া শোভা পাইতেছে? (১০৯৯) শ্রীরাধার যে শোভমান কণ্ঠের স্বরগুণে পিককুল ব্যর্থ হইয়া বনগমন করিয়াছে, অমৃত কটু হইয়াছে, বীণাবাদ্যের সুশ্রাব্যতারূপ সম্পত্তি জড়তা ভজনা করিয়াছে এবং যাহার শোভা সন্দর্শন করিয়া শঙ্খগণও সমুদ্রগত হইয়াছে। কবিগণ কাহার সহিত শ্রীরাধার এই কণ্ঠকে উপমিত করিবেন? (১১০০) প্রভাতকালীন সূর্য্যকিরণে বিকাশশীল সুবর্ণকমলের যে একটী দলে ভ্রমর শয়ন করিয়া আছে, সেই স্বর্ণকমলদল এবং হেমমন্দিরস্থ গবাক্ষের অধোদেশে যে কুলায়-মধ্যে কোকিল বিশ্রাম করিতেছে, সেই কুলায়—এই দুইই শ্রীরাধিকার কস্তুরীবিন্দুযুক্ত সুচারু চিবুক সন্দর্শন-পূর্বক তাহার সাদৃশ্যলাভ-বিষয়ে সমুৎসুক হইলে শ্রীরাধার চিবুক নিজাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুলিসঙ্গরূপ সৌভাগ্যগুণে ঐ উভয় কমলদলও স্বর্ণগবাক্ষের

বন্ধোর্হরের্জীবতয়াস্য তত্তা
প্রেম্ণো বহির্বিম্বতয়া তথাস্য।
রাধাধরৌষ্ঠাবিতি বন্ধুজীব-
বিম্বৌ স্বয়ং তন্নহি সাম্যমাভ্যাম্ ॥ ১১০১ ॥

(গোবি০ ১১।৭৮)

কুন্দাকৃতির্হীররুচির্বিচিত্রা, শ্রীরাধিকায়া রদকীররাজিঃ।
যা নিত্যকৃষ্ণাধরবিম্বমাত্রা,-স্বাদেন লেভে শিখরচ্ছবিত্বম্ ॥১১০২॥

(গোবি০ ১১।৮১)

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্ত্যভিধাননাম্নোঃ
সুনব্যযূনোর্মিথুনস্য ধাত্রা।
হিন্দোললীলাভিরতস্য চক্রে
রাধা-রসজ্ঞারুণবস্ত্রদোলা ॥ ১১০৩ ॥

(গোবি০ ১১।৮৪)

অধোদেশবর্ত্তী কুলায়কে তিরস্কার করিয়া শোভা পাইতেছে। (১১০১) বন্ধুবর শ্রীকৃষ্ণের জীবনস্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধার অধরের বন্ধুজীবতা এবং কৃষ্ণপ্রেমের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধিকার ওষ্ঠের বিম্বতা প্রকাশ পাইতেছে। অতএব শ্রীরাধার অধরৌষ্ঠই যখন বন্ধুজীব ও বিম্ব হইল, তখন বন্ধুজীব কুসুম ও বিম্বফল এই উভয়ের সহিত শ্রীরাধার অধরৌষ্ঠের তুলনা হইতে পারে না। (১১০২) শ্রীরাধার দশনরূপ শুকশ্রেণী কুন্দপুষ্পাকৃতি, হীরককান্তি ও বিচিত্রা অর্থাৎ চিত্রবর্ণা। উহারা নিত্য শ্রীকৃষ্ণের অধররূপ বিম্বফলমাত্রের আস্বাদন দ্বারা পক্ক দাড়িম্বের ন্যায় কান্তিলাভ করিয়াছে। (১১০৩) শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তি ও তদীয় নাম-রূপ-শোভমান নবীন যুবক-মিথুনকে (অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষকে) হিন্দোল (ঝুলন)-লীলায় আসক্ত দর্শন করিয়া বিধাতা শ্রীরাধার রসনাকে অরুণবস্ত্রের দোলারূপে বিধান করিয়াছেন।

পীযূষাব্ধিতরঙ্গ-বর্ণমধুরং নর্মপ্রহেলীময়ং
শব্দার্থোভয়শক্তি-সূচিত-রসালঙ্কারবস্তুধ্বনি।
ভৃঙ্গীভৃঙ্গ-পিকীপিক-ধ্বনিকলাস্বধ্যাপকং রাজতে
শ্রীকৃষ্ণশ্রবসো রসায়নমিদং শ্রীরাধিকা-ভাষিতম্ ॥১১০৪॥
(গোবি০ ১১।৮৫)

প্রেমাজ্যনর্মালি-সিতারসাবলী-
মাধ্বীকমন্দস্মিতচন্দ্র-সংযুতা।
অস্যা মৃষের্ষ্যামরিচান্বিতাদ্ভুতা
বাণী-রসালোল্লসতীশ-তৃপ্তিদা ॥ ১১০৫ ॥
(গোবি০ ১১।৮৬)

হরেগুণালীবরকল্পবল্ল্যো
রাধাহৃদারামমনু প্রফুল্লাঃ।
লসন্তি যা যাঃ কুসুমানি তাসাং
স্মিতচ্ছলাৎ কিন্নু বহিঃ স্খলন্তি ? ১১০৬ ॥
(গোবি০ ১১।৮৮)

(১১০৪) যাহা সুধা-সাগরের তরঙ্গতুল্য বর্ণ-প্রয়োগ-দ্বারা মনোহর, যাহা পরিহাস ও বাকচাতুরীময় এবং যাহাতে শব্দ ও অর্থের উভয়শক্তি-দ্বারা রস, অলঙ্কার ও বস্তুর ধ্বনি ব্যক্ত হইতেছে এবং যাহা ভৃঙ্গী, ভৃঙ্গ, কোকিলা ও কোকিলের ধ্বনিকলার অধ্যাপক, সেই এই শ্রীরাধার বাক্য শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-দ্বয়ের রসায়নস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছে। (১১০৫) আর যাহাতে প্রেম-ঘৃত, নর্ম্মসমূহ সিতা (চিনি), রসশ্রেণী (মধু), মন্দহাস্যই কর্পূর এবং মিথ্যা ঈর্ষা-মরিচ, শ্রীরাধার সেই অদ্ভুত বাণীস্বরূপ রসালা শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিপ্রদা হইয়া বিরাজ করিতেছে। (১১০৬) অপর শ্রীরাধার হৃদয়রূপ কুসুমোদ্যানে

হরিনয়ন-চকোর-প্রীতয়ে রাধিকায়া
মুখশশিনমপূর্ব্বং পূর্ণমুৎপাদ্য ধাতা।
নয়নহরিণযুগ্মং ন্যস্য তস্মিন্ সুলোলং
ন্যধিত তদবরোদ্ধুং পার্শ্বয়োঃ কর্ণপাশৌ ॥ ১১০৭ ॥
(গোবি০ ১১।৯২)

চন্দ্রঃ কলঙ্কী ক্ষয়িতাতিবিহ্বল-
স্তৎপাদঘাতৈর্ম্মলিনং তথাম্বুজম্।
সুনির্ম্মলং সন্ততপূর্ণমণ্ডলং
কেনোপমেয়ং বদ রাধিকাননম্ ॥ ১১০৮ ॥
(গোবি০ ১১।৯৩)

রাধায়া জিতহেমদর্পণমদং গণ্ডদ্বয়ং সুন্দরং
লাবণ্যামৃতপূর্ণিতং হি কণকক্ষৌণ্যাং সরোযুগ্মকম্।
যত্ত্রাটঙ্কসুবর্ণপদ্মমলিকং কস্তূরিকাচিত্রস-
চ্ছৈবালং মকরীবিলাস-বলিতং কৃষ্ণাতিতৃষ্ণাহরম্ ॥১১০৯॥
(গোবি০ ১১।৯৪)

শ্রীকৃষ্ণের গুণশ্রেণীরূপ যে যে শ্রেষ্ঠ কল্পলতাগুলি প্রফুল্ল হইয়া শোভা পাইতেছে, সেই সেই কল্পলতার পুষ্পশ্রেণীই কি শ্রীরাধার হাস্যরূপে বাহিরে স্খলিত হইতেছে। (১১০৭) অপর শ্রীকৃষ্ণের নয়নরূপ চকোরের প্রীতি-নিমিত্ত ধাতা সম্পূর্ণ ও অপূর্ব্ব শ্রীরাধার মুখশশী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে নেত্ররূপ চঞ্চল হরিণদ্বয়কে স্থাপন-পূর্ব্বক তাহাদের অবরোধ-জন্য দুই পার্শ্বে দুইটী কর্ণরূপ পাশ অর্থাৎ রজ্জু নিহিত করিয়াছেন। (১১০৮) অপিচ, চন্দ্র কলঙ্কী, যক্ষারোগে আক্রান্ত হওয়ায় বিহ্বল হইয়াছেন। এবং ঐ চন্দ্রের কিরণ-সংস্পর্শে পদ্মও মলিন হইয়াছে ; অতএব বল দেখি, সুনির্ম্মল ও সদা

অমুষ্যাঃ শ্রীনাসাতিলকুসুমতূণো রতিপতে-
রধোবক্ত্রং পূর্ণং কুসুমবিশিখৈশ্চিত্রমৃগয়োঃ।
মুখদ্বারা তস্মাৎ স্মিতচয়মিষাত্তে নিপতিতাঃ
শরব্যত্বং যেষামলভত হরেশ্চিত্তহরিণঃ ॥ ১১১০ ॥

(গোবি০ ১১।৯৮)

রাধায়া নয়নাঞ্জনাধররুচা ব্যাপ্তং নু গুঞ্জায়তে
নাসামৌক্তিকমেতদিত্যবিদুষাং কাব্যং মমৈতন্মতম্।
শশ্বৎকৃষ্ণবিরাজি রাগি হৃদয়শ্বাসানিলৈর্ভাবিতং
তত্তদ্বর্ণতয়াশু তৎপরিণতং তেষাং হি তত্তদ্‌গুণৈঃ ॥১১১১॥

(গোবি০ ১১।৯৯)

পরিপূর্ণ শ্রীরাধার মুখমণ্ডল কাহার সহিত উপমিত হইতে পারে ? (১১০৯) শ্রীরাধিকার গণ্ডদ্বয়—স্বর্ণ-দর্পণের গর্বখর্ব্বকারী ও অত্যন্ত কমনীয়, এই গণ্ডদুইটী যেন স্বর্ণময়ী পৃথিবীস্থিত লাবণ্যামৃতপূর্ণ দুইটী সরোবর, কারণ, ইহাতে নিম্নদোলিত কর্ণভূষণরূপ স্বর্ণকমলের দুইটী কলিকা রহিয়াছে এবং কস্তুরীর চিত্রই শৈবাল হইয়াছে, তথা মকরী (অর্থাৎ জলজন্তু, পক্ষে তদাকার কর্ণভূষণ) ইহাতে বিলাসভরে বিরাজ করিতেছে, সুতরাং ঐ গণ্ডযুগল শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত পিপাসা অর্থাৎ দিদৃক্ষাকে হরণ করিতেছে। (১১১০) শ্রীরাধার নতমুখ, নাসিকা তিলকুসুমের তূণ অর্থাৎ বাণাধার, আশ্চর্য্য ব্যাধরূপ রতিপতি মদনের কুসুমশরে পরিপূর্ণ ও সেই বাণাধার হইতে মুখদ্বারা ঈষদ্ধাস্যচ্ছলে শর সকল যে নির্গত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের মনোরূপ মৃগ ঐ সমুদায় বাণের লক্ষ্যত্ব হইয়াছে। (১১১১) অপর যেমন গুঞ্জাফল অর্থাৎ রক্তবর্ণ কুঁচ একভাগে রক্তবর্ণ এবং একদিকে কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহার ন্যায় শ্রীরাধিকার নাসিকাগ্রথিত মৌক্তিক নয়নাঞ্জন ও অধরের কান্তিতে গুঞ্জাসদৃশ হইয়াছে, ইহা অকবিদিগের কাব্য অর্থাৎ স্বকপোল-

নয়নযুগবিধানে রাধিকায়া বিধাত্রা
জগতি মধুরসারাঃ সঞ্চিতাঃ সদ্‌গুণা যে।
ভুবি পতিত-তদংশৈস্তেন সৃষ্টান্যসারৈ-
র্ভ্রমরমৃগচকোরাম্ভোজনীলোৎপলানি ॥ ১১১২ ॥
(গোবি০ ১১।১০০)

রাধাক্ষিপদ্মদ্বয়ধাম্নি তিষ্ঠতঃ
সদা সৃজন্তৌ ভ্রমর-প্রজাপতী।
প্রজাবলীং মানসিকীং যতোঽসকৌ
কটাক্ষধারামিষতো নিরেত্যুত ॥ ১১১৩ ॥
(গোবি০ ১১।১০৩)

ভ্রুবৌ তিরঃপ্রসারিণ্যৌ বিষ্ণুক্রান্তালতে ধ্রুবম্।
অস্যাঃ কৃষ্ণে যয়োর্ভাতঃ কুসুমে নেত্রয়োর্মিষাৎ ॥ ১১১৪ ॥
(গোবি০ ১১।১০৪)

কল্পিতমাত্র; কিন্তু আমার মত এই যে, শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণবর্ণ ও তাহার অনুরাগ, পক্ষে (রক্তিমা) যে হৃদয়ে সুশোভিত, সেই হৃদয়ের নিঃশ্বাস-সমীরণে ভাবিত হইয়া নাসিকার অগ্রস্থিত মুক্তাফল কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ এই দুইভাগে পরিণত হইয়াছে। (১১১২) অপিচ, বিধাতা শ্রীরাধার নেত্রযুগল নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত জগন্মণ্ডলে যে সকল মধুর, সার ও প্রশস্ত গুণ সমস্ত সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার সারভাগ গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার নয়নদ্বয় নির্ম্মাণ করেন এবং তাহার যে সমুদয় অসার অংশ ভূমিতে পতিত হয়, তদ্দ্বারা ভ্রমর, মৃগলোচন, চকোর, কমল, মীন ও উৎপল এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। (১১১৩) শ্রীরাধার নয়নকমলমধ্যে ভ্রমরসদৃশ তারকাস্বরূপ দুইটি প্রজাপতি সর্ব্বদা শ্রীরাধার নয়নকমলে মনোবৃত্তিরূপ প্রজাবলী সৃজন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, যেহেতু ঐ নেত্রদ্বয় হইতে ঐ প্রজাবলী কটাক্ষধারাচ্ছলে

রাধালিকং চিল্ল্যলকালি-মঞ্জুলং
নবেন্দুলেখা-মদহারি দীব্যতি।
উপর্য্যধঃ ষট্পদপালি-বেষ্টিতং
যথা নবং কাঞ্চনমাধবীদলম্ ॥ ১১১৫ ॥

(গোবি০ ১১।১০৬)

সীমন্তরেখাঞ্চ্যরুণাম্বরাবৃতং
সৈন্দূরমস্যাস্তিলকং বিভাতি।
করাবগুণ্ঠাভিধমুদ্রয়াবৃতং
তাম্রার্ঘ্যপাত্রং সশিখং স্মরস্য বা ॥ ১১১৬ ॥

(গোবি০ ১১।১০৮)

অলকমধুপমালা ভাতি যা রাধিকায়া
মুখকমলমধূলী-পানলুব্ধোপরিষ্টাৎ।
নয়নহরিণযুগ্মারোধনায়াঘশত্রো-
র্মদনমৃগয়ুনাসৌ লম্বিতা বাগুরাত্বম্ ॥ ১১১৭ ॥

(গোবি০ ১১।১১১)

বহির্গত হইতেছে। (১১১৪) শ্রীরাধিকার ভ্রূদ্বয় বক্রভাবে প্রসারিত হওয়ায় যেন অপরাজিতা লতাই হইয়াছে, ঐ লতাদ্বয়ের কৃষ্ণবর্ণ কুসুমদ্বয় নেত্রচ্ছলে শোভা পাইতেছে। (১১১৫) সুবর্ণবর্ণ মাধবীলতার পত্রের উপরে ও অধোভাগে ভ্রমর পরিবেষ্টিত হইলে যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় শ্রীরাধার ললাটদেশ ভ্রূলতা ও চূর্ণকুন্তলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া নবোদিত চন্দ্রলেখার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া শোভা পাইতেছে। (১১১৬) সীমন্ত (সিঁথি) রেখাযুক্ত ও অরুণবর্ণ বসনে সমাবৃত শ্রীরাধার সিন্দুর দ্বারা রচিত তিলক অবগুণ্ঠন-নামক করমুদ্রাবৃত শিখাযুক্ত ও কন্দর্পের তাম্রময় অর্ঘ্যপাত্রের

রাধামনোবৃত্তি-লতাঙ্কুরাগতাঃ
কৃষ্ণস্য যে ভাবনয়া তদাত্মতাম্।
সূক্ষ্মায়তাঃ প্রেমসুধাভিষেকত-
স্তে নিঃসৃতাঃ কেশমিষাদ্বহির্ধ্রুবম্॥ ১১১৮॥

(গোবি০ ১১।১১২)

রত্নাবলীকান্তি-সরস্বতীযুতা
মুক্তাপ্রসূনাবলি-গঙ্গয়ান্বিতা।
নিজশ্রিয়াসৌ যমুনায়িতা স্বয়ং
বেণী ত্রিবেণীব বভৌ নতভ্রুবঃ॥ ১১১৯॥

(গোবি০ ১১।১১৫)

বিলাসবিস্রস্তমবেক্ষ্য রাধিকা-
শ্রীকেশপাশং নিজপুচ্ছপিঞ্ছয়োঃ।
ন্যক্কারমাশঙ্ক্য হ্রিয়েব ভেজিরে
গিরিং চমর্য্যো বিপিনং শিখণ্ডিনঃ॥ ১১২০॥

(গোবি০ ১১।১১৬)

ন্যায় শোভা পাইতেছে। (১১১৭) শ্রীরাধার চূর্ণকুন্তলরূপিণী ভ্রমরশ্রেণী মুখকমলের মধুপানে লুব্ধ হইয়া উপরিভাগে বাস করিতেছে, ইহা সন্দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে, যেন কন্দর্পরূপ ব্যাধ-কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের নেত্রযুগলকে অবরুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ঐ মধুপশ্রেণী বাগুরা অর্থাৎ মৃগবন্ধনের জালরূপে নির্ণীত হইয়াছে। (১১১৮) শ্রীরাধার মনোবৃত্তিরূপ লতাঙ্কুর-সমূহ শ্রীকৃষ্ণের ভাবনাদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ-প্রাপ্ত ও প্রেমসুধায় অভিষিক্ত হওয়ায় সূক্ষ্ম অথচ আয়ত হইয়া যেন কেশচ্ছলে বহির্ভাগে নির্গত হইয়াছে। (১১১৯) বিনতভ্রূ শ্রীরাধার রত্নাবলীর কান্তি সরস্বতী, মুক্তা ও পুষ্পমালা গঙ্গা এবং স্বয়ং বেণীও স্বীয় কান্তিদ্বারা যমুনা, এইরূপে শ্রীরাধা-বেণী, ত্রিবেণী অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর

রাধায়াঃ কুঙ্কুমানাং পরিমলবিততির্নির্জিহীতেঽখিলাঙ্গা-
ন্নাভিভ্রূকেশনেত্রাদগুরুমৃগমদালিপ্তনীলোৎপলানাম্।
বক্ষঃশ্রোত্রাস্য-নাসাকরপদযুগলাদিন্দুলিপ্তাম্বুজানাং
কক্ষশ্রেণীনখেভ্যো মলয়জরস-সংসিক্তসৎকেতকীনাম্ ॥ ১১২১ ॥
(গোবি০ ১১।১১৭)

কৃষ্ণেন্দ্রিয়াহ্লাদিগুণৈরুদারা, শ্রীরাধিকা রাজতি রাধিকেব।
সর্বোপমানাবলিমর্দিশীলা,-ন্যঙ্গানি বাঙ্গানি চ ভান্ত্যমুষ্যাঃ॥১১২২
(গোবি০ ১১।১১৮)

পাতিব্রত্যং ক নু পরবধূত্বাপবাদঃ ক চাস্যাঃ
প্রেমোদ্রেকঃ ক চ পরবশত্বাদিবিঘ্নঃ ক চায়ম্।
কৈশোৎকণ্ঠা ক নু বকরিপোর্নিত্যসঙ্গাপ্ত্যলব্ধি-
র্মূলং কৃষ্ট্বা কষতি হৃদয়ং কাপি শল্যত্রয়ী নঃ ॥১১২৩॥
(গোবি০ ১১।১২১)

ন্যায় শোভা পাইতেছে। (১১২০) শ্রীরাধার শোভমান কেশপাশ বিলাস-দ্বারা আলুলায়িত হইয়াছে দেখিয়া যথাক্রমে স্বীয় পুচ্ছ ও পিঞ্ছের তিরস্কার আশঙ্কায় অত্যন্ত লজ্জাতেই যেন চমরীগণ পর্ব্বতে ও ময়ূরসকল কাননে প্রবেশ করিয়াছে। (১১২১) শ্রীরাধার শোভমান সকল অঙ্গ হইতেই কুঙ্কুমের পরিমলশ্রেণী নির্গত হইতেছে। নাভি, ভ্রূ, কেশ ও নয়ন হইতে অগুরু ও মৃগমদলিপ্ত নীলোৎপল-শ্রেণীর পরিমল, বক্ষ, কর্ণ, নাসিকা, বদন ও চরণযুগল হইতে কর্পূরলিপ্ত পদ্মসকলের পরিমল এবং কক্ষ, নিতম্ব ও নখসকল হইতে চন্দনসিক্ত কেতকীর পরিমলশ্রেণী নির্গত হইতেছে। (১১২২) শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়চয়ের আহ্লাদকারী সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিগুণে ভূষিতা শ্রীরাধিকা, শ্রীরাধিকারই তুল্যা এবং চন্দ্র, কুমুদ, মৃণাল, কমল ও স্বর্ণাদি নিখিল উপমান-বস্তুর অহঙ্কার-মর্দ্দক শ্রীরাধার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শ্রীরাধার অঙ্গ

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যাঃ
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি সদামুষ্য রাধৈব নান্যা ॥ ১১২৪ ॥
(গোবি০ ১১।১২২)

ন দীক্ষাস্যাঃ শিক্ষাশ্রবণ-পঠনে বা গুরুমুখা-
ত্তথাপীয়ং রাধা ত্রিজগদবলা-বিস্ময়ভুবাম্।
কলাম্ভোধেঃ শৌরেরপি পরমসন্তোষণকৃতাং
কলানামাচার্য্যা ব্রজমৃগদৃশামপ্যজনি সা ॥ ১১২৫ ॥
(গোবি০ ১১।১২৪)

প্রত্যঙ্গেরই ন্যায় শোভা পাইতেছে। (১১২৩) এই শ্রীরাধার পাতিব্রত্যই বা কোথায় এবং পরবধূরূপ অপবাদই বা কোথায়? অর্থাৎ যে স্থলে ঈদৃশ পাতিব্রত্য, সে স্থলে পরবধূরূপ অপবাদের কোন প্রকারেই সম্ভাবনা হইতে পারে না। আর প্রেমোদ্রেকই কোথায়? এবং পরবশত্বাদি বিঘ্নই বা কোথায়? অর্থাৎ যেস্থানে প্রেমের আধিক্য, সেই স্থানেই বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। অপর এই উৎকণ্ঠাই বা কোথায়? এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিরন্তর সঙ্গাদির অলাভই বা কোথায়? এইরূপ কোন অনির্ব্বচনীয় শল্যত্রয় আমাদের মূল কর্ষণপূর্ব্বক হৃদয়ে বেদনাদান করিতেছে। (১১২৪) শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়োৎপত্তি-স্থান কে? এই প্রশ্নের উত্তর, একা শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা কে? এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—অনুপমগুণা একা শ্রীরাধিকাই—অন্য কেহ নহে। ইহার কেশে কুটিলতা, চক্ষুতে তরলতা ও কুচে নিষ্ঠুরতা, অতএব শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ-পূরণে একমাত্র সমর্থা, অপর কেহই নহেন। (১১২৫) এই শ্রীরাধিকার গুরুমুখ হইতে কলাবিষয়ে দীক্ষা-শিক্ষা, শ্রবণ বা পঠন কিছুই হয় নাই, তথাপি সেই

প্রজাগর-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু শ্রী,-গান্ধর্বিকায়াঃ সততং হি নান্যা।
মনোবপুর্বাগখিলেন্দ্রিয়াণাং, কৃষ্ণৈকতানত্বমৃতেঽস্তি বৃত্তিঃ॥ ১১২৬॥
(গোবি০ ১১।১২৬)

শফরমৃগচকোরীখঞ্জনাম্ভোজভৃঙ্গী-
নিকরমদনবাণশ্রেণী-নীলোৎপলানি।
হরিধৃতি-ধনচৌরৈ রাধিকায়াঃ প্রবীণৈঃ
সহজনয়নলীলানর্ত্তনৈর্নির্জিতানি ॥ ১১২৭ ॥
(গোবি০ ১১।১২৭)

গীর্ভূর্লীলা যুবতিষু বরৈঃ সদ্গুণৈঃ সারভূতা-
স্তাভ্যঃ সা শ্রীস্তত ইহ মহাপ্রেমগোপাঙ্গনাস্তাঃ।
তাভ্যশ্চন্দ্রাবলি-মুখলসদ্যূথনাথা অমূভ্যঃ
শ্রীরাধাস্যাং যদিহ নিতরাং সোঽপি কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণঃ ॥১১২৮॥
(গোবি০ ১১।১৩০)

শ্রীরাধিকা ত্রিভুবনস্থ অবলাগণের বিস্ময়জনক কলাসমূহের এবং কলানিধি শ্রীকৃষ্ণেরও পরমসন্তোষদায়িনী ব্রজসুন্দরীগণের কলাবিষয়েও আচার্য্যা হইয়াছেন। (১১২৬) 'জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি'—এই দশাত্রয়ে শ্রীরাধার মন, বপু, বাক্য এবং নিখিল ইন্দ্রিয়সমূহের বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণে সতত একতান অর্থাৎ একাগ্র, তদ্ব্যতিরেকে অন্য কোথাও নাই। (১১২৭) অপর শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্য্যধনাপহরণবিষয়ে নিপুণা শ্রীরাধার স্বাভাবিক নয়নযুগলের লীলা-নর্ত্তন সফরী (পুঁটিমাছ) মৃগ, চকোরী, খঞ্জন ও ভৃঙ্গীসকল তথা মদনের বাণ-শ্রেণী ও নীলোৎপলসমূহকে পরাজয় করিয়াছে। (১১২৮) যুবতীগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট সদ্গুণদ্বারা বাণী, ভূ ও লীলা প্রভৃতি শক্তিসকল সারস্বরূপা, তদপেক্ষা লক্ষ্মী সারস্বরূপা, তদপেক্ষা এই ব্রজমণ্ডলে সুমহৎ প্রেমসম্পন্না গোপাঙ্গনাগণ সারস্বরূপা, তদপেক্ষা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি যূথেশ্বরীগণ শ্রেষ্ঠা এবং

চন্দ্রাবলী প্রণয়-রূপ-গুণৈঃ প্রযত্না-
দ্ব্যক্তীকৃতৈর্ব্যরচয়ৎ স্ববশং বকারিম্ ।
শ্রীরাধিকা তু সহজপ্রকটৈর্নিজৈস্তৈ-
র্ব্যস্মারয়ত্তমিহ তামপি হা কুতোঽন্যাঃ ॥ ১১২৯ ॥
(গোবি০ ১১।১৩১)

বিনাপ্যাকল্পৈঃ শ্রীবৃষরবিসুতা কৃষ্ণসবিধে
মুদোৎফুল্লাভাবাভরণবলিতালীঃ সুখয়তি ।
বিনা কৃষ্ণং তৃষ্ণাকুলিতহৃদয়ালঙ্কৃতিচয়ৈ-
র্যুতাপ্যেষা ম্লানা মলিনয়তি তাসাং তনুমনঃ ॥ ১১৩০ ॥
(গোবি০ ১১।১৩৪)

কৃষ্ণঃ পুরঃ স্ফুরতি পার্শ্বযুগে চ পশ্চা-
চ্চিত্তস্য বৃত্তিষু দৃশোর্বিষয়ে চ শশ্বৎ ।
শ্রীগণ্ডয়োশ্চ কুচয়োস্তরলে যতোঽস্যাঃ
শ্রীরাধিকা তদিহ কৃষ্ণময়ীতি সত্যম্ ॥ ১১৩১ ॥
(গোবি০ ১১।১৩৫)

তাঁহাদের অপেক্ষা, শ্রীরাধিকা সারস্বরূপা, যেহেতু, এই শ্রীরাধায় সেই শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় সতৃষ্ণ হইয়া থাকেন। (১১২৯) চন্দ্রাবলী অতি যত্নসহকারে প্রণয়, রূপ ও গুণসমূহ ব্যক্ত করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আপনার বশীভূত করিয়া থাকেন ; কিন্তু শ্রীরাধা, স্বাভাবিক প্রকটিত স্বকীয় প্রণয়রূপ ও গুণসমূহ-দ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণকে আপনার বশীভূত করিয়া অন্য নারীগণের কথা দূরে থাকুক এমন কি সেই চন্দ্রাবলীকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত করাইয়া থাকেন ; কি আশ্চর্য্য ! (১১৩০) শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা আভরণ-ব্যতিরেকেও হর্ষভরে উৎফুল্লা এবং ভাবরূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া সুখ প্রদান করেন, কৃষ্ণ-ব্যতিরেকে সেই শ্রীরাধা অলঙ্কারে ভূষিতা থাকিলেও

কৃষ্ণস্য সৌন্দর্য্যভরৈর্বিনির্জিতঃ
কামোঽস্য কিঞ্চিৎ প্রতিকর্ত্তুমক্ষমঃ।
রাধামিহ প্রীতিমতীং বিনির্ণয়ং-
স্তাং বাধতেঽসৌ তদগোচরেঽবলাম্ ॥ ১১৩২ ॥
(গোবি০ ১১।১৩৬)

স্পৃশতি যদি মুকুন্দো রাধিকাং তৎসখীনাং
ভবতি বপুষি কম্প-স্বেদরোমাঞ্চবাষ্পম্।
অধরমধু মুদাস্যাশ্চেৎ পিবত্যেষ যত্নাদ্-
ভবতি বত তদাসাং মত্ততা চিত্রমেতৎ ॥ ১১৩৩ ॥
(গোবি০ ১১।১৩৭)

ইয়ং কৃষ্ণাদঙ্কস্রজমুরুমুপাদায় রুচিরাং
বদান্যাস্মৈ রাধা রুচিরমণিমালামিহ দদৌ।
নিপীয়াস্যাঃ কৃষ্ণস্ত্বধরমধু-দন্তক্ষতমদাদ্-
গৃহীত্বাভ্যামাল্যোদরতদবলোকং তনুমতুঃ ॥ ১১৩৪ ॥
(গোবি০ ১১।১৩৯)

স্বয়ং ম্লানা হয়েন এবং সখীদিগের তনু ও মনকেও মলিন করিয়া থাকেন। (১১৩১) যখন শ্রীরাধার সম্মুখে, দুই পার্শ্বে, পশ্চাদ্ভাগে, মনোবৃত্তিতে, নেত্র-গোচরে, শোভমান গণ্ডদ্বয়ে, স্তনযুগলে এবং হারমধ্যস্থ মণিতে শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন, তখন এই সংসার-মধ্যে 'শ্রীরাধিকা যে কৃষ্ণময়ী' তাহা সত্য। (১১৩২) শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় সৌন্দর্য্যে মদন পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কিছু অপকার করিতে অসমর্থ হওয়ায় ঐ শ্রীকৃষ্ণের অসমক্ষে কাম—অবলা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমতী সন্দর্শন করিয়া পীড়া প্রদান করিতেছে। (১১৩৩) শ্রীকৃষ্ণ যদি শ্রীরাধাকে স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সখীদিগের শরীরে কম্প, স্বেদ, রোমাঞ্চ ও বাষ্প প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবের

দৃষ্ট্বা রাধাং নিপুণবিধিনা সুষ্ঠু কেনাপি সৃষ্টাং
ধাতা হ্রীণঃ সদৃশমনয়া যৌবতং নির্মিমিৎসুঃ।
সারং চিন্বন্নসৃজদিহ তৎ স্বস্য সৃষ্টেঃ সমাস্যা
নৈকাপ্যাসীদপি তু সমভূৎ পূর্বসৃষ্টির্নিরর্থা ॥ ১১৩৫ ॥

(গোবি০ ১১।১৪৩)

রাধাগুণানাং গণনাতিগানাং, বাণীবচঃসম্পদগোচরাণাম্।
ন বর্ণনীয়ো মহিমেতি যূয়ং, জানীত তত্তৎকথনৈরলং নঃ ॥ ১১৩৬॥

(গোবি০ ১১।১৪৫)

উদয় হইয়া থাকে, আহা! যদি শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে শ্রীরাধার অধর-মধু পান করেন, তাহা হইলে তাঁহার সখীদের মত্ততা উৎপন্ন হয়, ইহা অতি আশ্চর্য্য! (১১৩৪) এই দানশীলা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে মনোহর ও উৎকৃষ্ট নখচিহ্ন-রূপ মালা (বা পুষ্পমালা) অথবা আলিঙ্গনরূপা মালা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সুন্দর মণিমালা অর্থাৎ দন্তাঘাতরূপ মালা (বা কণ্ঠস্থ হার) এবং শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধার অধর-মধু পান করিয়া দন্তাঘাত দান করিয়াছিলেন। তথা সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকট হইতে ঈষৎ অবলোকন গ্রহণপূর্বক তাঁহাদিগকে স্ব স্ব দেহ অর্পণ করিয়াছিলেন। (১১৩৫) কোন এক নিপুণ বিধিকর্ত্তৃক সুন্দররূপে নির্ম্মিতা শ্রীরাধাকে দর্শন করিয়া বিধাতা লজ্জিত হওত ইঁহার সদৃশ যুবতীগণকে নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্বীয়-সৃষ্টির সারসংগ্রহ-পূর্বক সেই যুবতিগণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরন্তু এই শ্রীরাধার সমান একটিও হইল না, প্রত্যুত বিধাতার পূর্ব্বসৃষ্টি নিরর্থক হইয়া গেল। (১১৩৬) 'শ্রীরাধার অসংখ্যগুণগণের মহিমা কখনই বর্ণন করা যাইতে পারে না'। ইহা তোমরা অবগত হও; অতএব সেই গুণসমূহের কথনে আমাদিগের আবশ্যক নাই, যেহেতু অন্যের কথা কি? ঐ সকল গুণ সরস্বতীরও বাক্যসম্পত্তির অগোচর, অর্থাৎ সরস্বতীও বলিয়া অন্ত করিতে

ইত্থং সালঙ্কার-কাব্যৈঃ সহাসং
কৃষ্ণঃ কান্তাং বর্ণিতাঙ্গীং সখীভিঃ।
পশ্যন্ ফুল্লৎসঙ্কুচদ্‌ভুগ্ননেত্রাং
নেত্রশ্রুত্যোস্তৃপ্তিমুচ্চৈরবাপ ॥ ১১৩৭ ॥
(গোবি০ ১১।১৪৬)

বৃন্দেঙ্গিতেন সারিকা পুনরাহ—

ক্ষিতৌ শোণেঽম্বুজে তদুপরি নবৌ হেমকদলী-
তরূ নীচীনাগ্রাবিহ কনকসিংহাসনমিদম্।
ততঃ শূন্যং তস্যোপরি সুমিলিতং কোকমিথুনং
ততশ্চন্দ্রস্তস্মাত্তম ইতি বিধেঃ কা নু ঘটনা ॥ ১১৩৮ ॥
(অ০ ৮।২৩)

রাকানেকবিচিত্রচন্দ্র উদিতঃ প্রেমামৃতজ্যোতিষাং
বীচীভিঃ পরিপূরয়েদগণিতব্রহ্মাণ্ডকোটীর্যদি।
বৃন্দারণ্যনিকুঞ্জ-সীমনি তদাভাসঃ পরং লক্ষ্যতে
ভাবেনৈব যদা তদৈব তুলয়ে রাধে ! তব শ্রীমুখম্ ॥ ১১৩৯ ॥
(রা০ ১২৬)

পারেন না। (১১৩৭) এই প্রকার সখীগণ সহাস্যে অলঙ্কারযুক্ত কাব্য-সমূহদ্বারা যাঁহার বিগ্রহ বর্ণনা করিলেন এবং সমধিক উল্লাসে উল্লসিত ও লজ্জায় সঙ্কুচিত এবং ক্রোধে যাঁহার নেত্র কুটিল হইয়াছে, সেই পরমকান্তা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনপূর্বক নয়ন ও শ্রবণের অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিলেন, অর্থাৎ শ্রীরাধার রূপদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ নিজনয়নের তৃপ্তি ও সখীগণের শ্রীরাধাঙ্গ-বর্ণনারূপ অলঙ্কার-সমন্বিত কাব্যশ্রবণে কর্ণদ্বয়ের তৃপ্তিসাধন করিলেন। (১১৩৮) শ্রীবৃন্দার ইঙ্গিতদ্বারা পুনঃ সারিকা বলিতেছেন,—"বিধাতার কি বিচিত্র ঘটনা ! দেখ দুইটী রক্তোৎপল, তদুপরি অধোমুখ নবকনককদলী

কালিন্দীকূল-কল্পদ্রুমতলনিলয়ে প্রোল্লসৎকেলিকন্দা
বৃন্দাটব্যাং সদৈব প্রকটতররহোবল্লবীভাবভাব্যা।
ভক্তানাং হৃৎসরোজে মধুর-রসসুধাস্যন্দিপাদারবিন্দা
সান্দ্রানন্দাকৃতির্নঃ স্ফুরতু নবনব-প্রেমলক্ষ্মীরমন্দা ॥ ১১৪০ ॥
(রা০ ১২৭)

বেণুঃ করান্নিপতিতঃ স্খলিতং শিখণ্ডং
ভ্রষ্টঞ্চ পীতবসনং ব্রজরাজসূনোঃ।
যস্যাঃ কটাক্ষশরপাত-বিমূর্চ্ছিতস্য
তাং রাধিকাং পরিচরামি কদা রসেন ॥ ১১৪১ ॥
(রা০ ৩৯)

তরুযুগল, তদুপরি স্বর্ণসিংহাসন, তৎপরে শূন্য, তদূর্দ্ধে সুসম্মিলিত কোক-মিথুন, তাহার উপরি পূর্ণচন্দ্র, তৎপশ্চাৎ তমঃপুঞ্জ বিরাজ করিতেছে।" (১১৩৯) হে শ্রীরাধে! এককালে বিচিত্র বহু চন্দ্র উদিত হইলে তাহার প্রেমামৃত জ্যোতিস্তরঙ্গে যদি অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তথাপি তাহা এই বৃন্দাবন-নিকুঞ্জসীমায় তোমার শ্রীমুখমাধুরীর তুলনায় আভাসমাত্র পরিলক্ষিত হয়; অতএব কেবল ভাবের দ্বারাই আমি তোমার শ্রীমুখের তুলনা করিতেছি। (১১৪০) যিনি যমুনাতীরবর্ত্তী কল্পতরুস্থিত-ভবনে প্রোল্লসিত কেলিবিলাসের মূলস্বরূপা, বৃন্দাবনে সর্ব্বদা প্রকাশমানা সুগোপ্যা গোপীগণের (ললিতাদির) ভাববিভাবিতা এবং ভক্তগণের হৃদয়কমলে মধুররস-সুধাস্রাবী পদারবিন্দবিশিষ্টা, সেই সান্দ্রা-নন্দমূর্ত্তি সর্ব্বোত্তমা নিত্যাভিনব প্রেমলক্ষ্মী (শ্রীরাধা) আমাদের হৃদয়ে স্ফুরিত হউন। (১১৪১) যাঁহার কটাক্ষশর-পাতে মূর্চ্ছিত নন্দনন্দনের কর হইতে বেণু নিপতিত, শিখণ্ড স্খলিত ও পীতবসন ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, সেই শ্রীরাধিকাকে কবে আমি শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরিচর্য্যা করিব?

শ্রীরাধিকে ! তব নবোদ্‌গমচারুবৃত্ত-
বক্ষোজমেব মুকুলদ্বয়-লোভনীয়ম্।
শ্রোণীং দধদ্রসগুণৈরুপচীয়মানং
কৈশোরকং জয়তি মোহনচিত্তচৌরম্ ॥ ১১৪২ ॥
(রাo ৪৫)

গৌরাঙ্গে ম্রদিমা স্মিতে মধুরিমা নেত্রাঞ্চলে দ্রাঘিমা
বক্ষোজে গরিমা তথৈব তনিমা মধ্যে গতৌ মন্দিমা।
শ্রোণ্যাঞ্চ প্রথিমা ভ্রুবোঃ কুটিলিমা বিম্বাধরে শোণিমা
শ্রীরাধে ! হৃদি তে রসেন জড়িমা ধ্যানেঽস্তু মে গোচরঃ ॥ ১১৪৩॥
(রাo ৭৫)

গাত্রে কোটিতড়িচ্ছবি প্রবিততানন্দচ্ছবি শ্রীমুখে
বিম্বোষ্ঠে নববিদ্রুমচ্ছবি করে সৎপল্লবৈকচ্ছবি।
হেমাম্ভোরুহ-কুট্মলচ্ছবি কুচদ্বন্দ্বেঽরবিন্দেক্ষণং
বন্দে তন্নবকুঞ্জকেলি-মধুরং রাধাভিধানং মহঃ ॥ ১১৪৪ ॥
(রাo ৯৯)

(১১৪২) হে শ্রীরাধিকে ! নবোদ্ভিন্ন চারুবর্ত্তুল স্তনমুকুলদ্বয় দ্বারা লোভনীয় ঘন জঘনমণ্ডলবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবনাদি গুণদ্বারা বর্দ্ধমান এবং বিশ্ব-মোহনেরও মনোহর তোমার কৈশোর বয়স জয়যুক্ত হইতেছে। (১১৪৩) হে শ্রীরাধে ! তোমার গৌরাঙ্গে যে কোমলতা, মৃদুহাস্যে যে মধুরিমা, নেত্রাঞ্চলে যে দীর্ঘতা, বক্ষোজে যে স্থূলতা, কটিদেশে যে কৃশতা, পাদন্যাসে যে ধীরতা, নিতম্বে যে পৃথুলতা, ভ্রূদ্বয়ে যে কুটিলতা, বিম্বাধরে যে রক্তিমা এবং তোমার হৃদয়ে রসের দ্বারা যে জড়িমা, তাহা আমার ধ্যানগোচর হউক। (১১৪৪) যাহার গাত্রে কোটি বিদ্যুতের ছবি, শ্রীমুখে প্রবর্দ্ধিত আনন্দচ্ছবি, বিম্বোষ্ঠে নববিদ্রুমচ্ছবি, করে সুন্দর পল্লবচ্ছবি, স্তনযুগলে

চন্দ্রাস্যে হরিণাক্ষি দেবি সুনসে শোণাধরে সুস্মিতে
চিল্লক্ষ্মীভুজবল্লি কম্বুরুচির-গ্রীবে গিরীন্দ্রস্তনি!
ভঞ্জন্মধ্য-বৃহন্নিতম্ব-কদলীখণ্ডোরুপাদাম্বুজ-
প্রোন্মীলন্নখচন্দ্রমণ্ডলি! কদা রাধে! ময়ারাধ্যসে? ১১৪৫॥
(রা০ ১১৭)

ভ্রমদ্ভ্রুকুটিসুন্দরং স্ফুরিতচারুবিম্বাধরং
গ্রহে মধুরহুঙ্কৃতং প্রণয়কেলি-কোপাকুলম্।
মহারসিকমৌলিনা সভয়কৌতুকং বীক্ষিতং
স্মরামি তব রাধিকে! রতিকলাসুখং শ্রীমুখম্॥ ১১৪৬॥
(রা০ ১২০)

চলৎকুটিলকুন্তলং তিলকশোভি-ভালস্থলং
তিলপ্রসব-নাসিকাপুট-বিরাজিমুক্তাফলম্।
কলঙ্করহিতামৃতচ্ছবি-সমুজ্জ্বলং রাধিকে
তবাতিরতিপেশলং বদনমণ্ডলং ভাবয়ে॥ ১১৪৭॥
(রা০ ১৮৬)

স্বর্ণকমল-কলিকার ছবি, সেই ফুল্লেন্দীবরনেত্রা, নবকুঞ্জকেলিমধুরা শ্রীরাধার রূপমাধুর্য্যকে বন্দনা করি। (১১৪৫) হে চন্দ্রাননে! হে হরিণাক্ষি! হে দেবি! হে সুনাসিকে! হে শোণাধরে! হে সুস্মিতে! হে সুন্দর শোভাযুক্ত ভুজবল্লীবিশিষ্টে! হে কম্বুরুচিরগ্রীবে! হে গিরীন্দ্রস্তনি! হে ক্ষীণমধ্যে! হে বৃহন্নিতম্বে! হে কদলীখণ্ডোপম উরুশালিনি! হে চরণকমলে উদ্ভাসিত নখচন্দ্রমণ্ডলভূষিতে! হে রাধে! আমি কবে তোমাকে আরাধনা করিব? (১১৪৬) হে শ্রীরাধিকে! আমি তোমার ঘূর্ণিত ভ্রূভঙ্গীসুন্দর, চারুবিম্বাধর-শোভি, মধুর হুঙ্কারযুক্ত, প্রণয়কেলিকোপাকুল ও রসিকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গ্রহণকালে সভয়ে অথচ কৌতুকভরে পরিদৃষ্ট ও রতিকলাসুখদ শ্রীমুখকে স্মরণ

লসদ্দশনমৌক্তিকপ্রবর-কান্তিপূরস্ফুর-
ন্মনোজ্ঞনবপল্লবাধর-মণিচ্ছটা-সুন্দরম্।
চরন্মকরকুণ্ডলং চকিতচারুনেত্রাঞ্চলং
স্মরামি তব রাধিকে ! বদনমণ্ডলং নির্মলম্ ॥ ১১৪৮ ॥
(রাº ১৮৫)

উন্মীলন্মুকুটচ্ছটা-পরিলসদ্দিক্চক্রবালং স্ফুরৎ-
কেয়ূরাঙ্গদ-হার-কঙ্কণঘটা-নির্ধূত-রত্নচ্ছবি।
শ্রোণীমণ্ডল-কিঙ্কিণী-কলরবং মঞ্জীরমঞ্জুধ্বনি-
শ্রীমৎপাদসরোরুহং ভজ মনো রাধাভিধানং মহঃ ॥ ১১৪৯ ॥
(রাº ২১)

মল্লীদামনিবদ্ধচারুকবরং সিন্দূররেখোল্লসৎ-
সীমন্তং নবরত্নচিত্রতিলকং গণ্ডোল্লসৎকুণ্ডলম্।
নিষ্কগ্রীবমুদারহারমরুণং বিভ্রদ্দুকূলং নবং
বিদ্যুৎকোটিনিভং স্মরোৎসবময়ং রাধাখ্যমীক্ষে মহঃ ॥ ১১৫০ ॥
(রাº ১৩০)

করি। (১১৪৭) হে রাধিকে! তোমার বদনমণ্ডলে কুঞ্চিত অলকাবলি কম্পিত হইতেছে, ভালস্থলে তিলক সুশোভিত ও তিলফুল-সদৃশ নাসাপুটে মুক্তাফল বিরাজিত এবং কলঙ্কবিরহিত অমৃতচ্ছবিদ্বারা সমুজ্জ্বল রত্যাধিক্যবশতঃ সুন্দর ঐ বদনমণ্ডলকে আমি ভাবনা করি। (১১৪৮) হে রাধিকে ! তোমার যে বদনমণ্ডল শোভমান দশনমুক্তাবলির কান্তিপ্রবাহদ্বারা স্ফুরিত সুচারু নবপল্লবাধার মণিচ্ছটাদ্বারা সুন্দর, যাহাতে মকরকুণ্ডল শোভমান এবং যাহাতে চারু নেত্রাঞ্চলচকিত, সেই নির্মল বদনমণ্ডলকে আমি স্মরণ করি। (১১৪৯) যাঁহার উন্মীলিত মুকুটচ্ছটায় দিঙ্মণ্ডল বিলাসিত, যাঁহার কেয়ূর, অঙ্গদ, হার, কঙ্কণঘটা, রত্নচ্ছবিকেও নির্ধূত করিয়াছে, যাঁহার নিতম্ব-

শুদ্ধপ্রেমবিলাসবৈভবনিধিঃ কৈশোরশোভানিধি-
র্বৈদগ্ধীমধুরাঙ্গভঙ্গিমনিধির্লাবণ্যসম্পন্নিধিঃ।
শ্রীরাধা জয়তান্মহারসনিধিঃ কন্দর্পলীলানিধিঃ
সৌন্দর্য্যৈকসুধানিধির্মধুপতেঃ সর্বস্বভূতো নিধিঃ ॥ ১১৫১ ॥
(রাঃ ২৪৫)

শ্রীগোপেন্দ্রকুমারমোহন-মহাবিদ্যে স্ফুরন্মাধুরী-
সারস্ফার-রসাম্বুরাশি-সহজপ্রস্যন্দি-নেত্রাঞ্চলে !
কারুণ্যার্দ্রকটাক্ষভঙ্গি-মধুরস্মেরাননাম্ভোরুহে
হা হা স্বামিনি রাধিকে ! ময়ি কৃপাদৃষ্টিং মনাঙ্ নিক্ষিপ ॥১১৫২॥
(রাঃ ১৮৯)

দেশে কিঙ্কিণীর কলধ্বনি এবং শ্রীপদকমলে নূপুরের মধুরধ্বনি শব্দিত হইতেছে, হে মন ! সেই শ্রীরাধা-নামক তেজোময়ী মূর্ত্তির ভজনা কর। (১১৫০) যাঁহার মল্লিকামালা-নিবদ্ধ চারুকবরী, সিন্দূররেখোজ্জ্বল সীমন্ত, নবরত্নচিত্রিত তিলক, কুণ্ডলশোভী গণ্ড, স্বর্ণপদকশোভিত গ্রীবা, মহান্ হার, প্রভাতসূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ দুকূল, কোটি তড়িৎসম অঙ্গপ্রভা, সেই স্মরোৎসবময় রাধাখ্য মহঃ (জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ) আমি দর্শন করিতেছি। (১১৫১) অপ্রাকৃত প্রেমবিলাস-বৈভবনিধি, কৈশোরশোভানিধি, বৈদগ্ধীগণের মধুর অঙ্গচাতুর্য্যনিধি, লাবণ্য-বৈভবনিধি, মহারসনিধি, কন্দর্পলীলানিধি, সৌন্দর্য্যৈকসুধানিধি এবং শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বস্বরূপ নিধি শ্রীরাধা জয়যুক্ত হইতেছেন। (১১৫২) হে নন্দনন্দনের মোহনার্থ মহা-বিদ্যারূপে ! হে স্ফুরিত মাধুরীসারবিস্তারী রসসমুদ্রের সহজ প্রস্যন্দি-নেত্রাঞ্চলে ! হে করুণার্দ্র কটাক্ষভঙ্গি কালিন্দি ! হে মধুর-স্মেরাননকমলে ! হে স্বামিনি ! হে রাধিকে ! হায়! হায়! তুমি আমার প্রতি ঈষৎ কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ কর।

সখীনাং বর্ণনমাহ—

কাঞ্চী-মঞ্জীর-কেয়ূরক-বলয়ঘটা-রত্নতাটঙ্করম্যাঃ
শ্রীমন্নাসাগ্র-লোলন্মণি-কনকলসন্মৌক্তিকাশ্চিত্রশাটীঃ।
সুশ্রোণীশ্চারুমধ্যা রুচিরকুচতটীঃ কঞ্চুকোদ্ভাসিহারা
লোলদ্বেণ্যগ্রগুচ্ছাঃ স্মর কনকরুচীরালিকা রাধিকায়াঃ ॥১১৫৩॥
(বৃন্দা০ ৩।৪০)

গোরোচনা-রুচি-মনোহরকান্তিদেহাং
মায়ূরপুচ্ছতুলিতচ্ছবিচারুচেলাম্।
রাধে! তব প্রিয়সখীঞ্চ গুরুং সখীনাং
তাম্বূলভক্তিললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ১১৫৪ ॥
(সা০ চ০ ২।২৩ক)

সৌদামিনী-নিচয়চারুরুচিপ্রতীকাং
তারাবলী-ললিতকান্তিমনোজ্ঞচেলাম্।
শ্রীরাধিকে! তব চরিত্রগুণানুরূপাং
সদ্গন্ধচন্দনরতাং কলয়ে বিশাখাম্ ॥ ১১৫৫ ॥
(সা০ চ০ ২।২৩খ)

সারিকা-কর্তৃক সখীগণের স্বরূপ-বর্ণনাদি

(১১৫৩) পুনরায় সারিকা সখীগণের স্বরূপ বর্ণন করিতে লাগিল। শ্রীরাধিকার স্বর্ণকান্তি সখীগণকে স্মরণ কর। তাঁহাদের অঙ্গ—কাঞ্চী, নূপুর, কেয়ূর, বলয়, রত্নতাড়ঙ্ক প্রভৃতিদ্বারা রমণীয়। সুন্দর নাসাগ্রে মণি-কনকযুক্ত মুক্তা দুলিতেছে। পরিধানে বিচিত্র শাটী। কটিদেশ অতি সুন্দর, মধ্যদেশ মনোরম, কুচযুগল অতি সুন্দর এবং তাঁহাদের কঞ্চুক হইতে মনোমদ হারের ছটা বিকীর্ণ হইতেছে ও বেণীগুচ্ছের অগ্রভাগ আন্দোলিত হইতেছে।

সদ্রত্নচামরকরাম্বর-চম্পকাভাং
চাসাখ্যপক্ষরুচিরচ্ছবিচারুচেলাম্ ।
সর্বান্ গুণান্ তুলয়িতুং দধতীং বিশাখাং
রাধেঽথ চম্পকলতাং ভবতীং প্রপদ্যে ॥ ১১৫৬ ॥
(সা০ চ০ ২।২৩৬)

কাশ্মীরকান্তি-কমনীয়কলেবরাভাং
সুস্নিগ্ধকাচনিচয়প্রভচারুচেলাম্ ।
শ্রীরাধিকে ! তব মনোরথবস্ত্রদানে
চিত্রাং বিচিত্রহৃদয়াং সদয়াং প্রপদ্যে ॥ ১১৫৭ ॥
(সা০ চ০ ২।২৩৭)

(১১৫৪) কান্তি যা'র গোরচনারুচি মনোহর ।
শিখিপিঞ্ছ-সমচ্ছবি বসন সুন্দর ।
সখীশ্রেষ্ঠা সেই রতা তাম্বূলসেবায় ।
বন্দি রাধে ! তব প্রিয়সখী ললিতায় ॥

(১১৫৫) সৌদামিনী-নিচয় সুন্দর অনুভাস ।
তারাবলীসমরুচি চারু পট্টবাস ॥
রাধে ! তব সুচরিত্রগুণ অনুরূপা ।
তোমাতেই চিত্ত সদা আনন্দস্বরূপা ॥
সদ্গন্ধ-চন্দন-আদি-সেবাপরায়ণা ।
হেন বিশাখারে সদা করিয়ে বন্দনা ॥

(১১৫৬) সুরত্ন চামর করে চম্পকবরণা ।
চাষপক্ষ-মুগ্ধচ্ছবি সুচারুবসনা ॥
হে রাধে ! বিশাখাসম সর্ব্বগুণ যাঁ'র ।
শরণ লইনু সেই চম্পকলতার ॥

সচ্চন্দ্রচন্দন-মনোরমকুঙ্কুমাভাং
পাণ্ডুচ্ছবি-প্রচুরকান্তিলসদ্দুকূলাম্ ।
সর্বত্র কোবিদতয়া মহিতাং রসজ্ঞাং
রাধে ! ভজে প্রিয়সখীং তব তুঙ্গবিদ্যাম্ ॥ ১১৫৮ ॥
(সা০ চ০ ২।২৩ছ)

নৃত্যোৎসবাং হি হরিতালসমুজ্জ্বলাভাং
সদ্দাড়িমীকুসুমকান্তি-মনোজ্ঞচেলাম্ ।
বন্দে মুদা রুচি-বিনির্জিতচন্দ্রলেখাং
শ্রীরাধিকে ! তব সখীমহমিন্দুলেখাম্ ॥ ১১৫৯ ॥
(সা০ চ০ ২।২৩ঘ)

সংপদ্মকেশর-মনোহরকান্তিদেহাং
প্রোদ্যজ্জবাকুসুমদীধিতিচারুচেলাম্ ।
প্রায়েণ চম্পকলতাধিগুণাং সমানাং
রাধে ! ভজে প্রিয়সখীং তব রঙ্গদেবীম্ ॥ ১১৬০ ॥
(সা০ চ০ ২।২৩চ)

(১১৫৭) কাশ্মীর-গৌরাঙ্গী স্নিগ্ধ কাচপ্রভাম্বরা ।
শ্রীরাধিকে ! তব বস্ত্রসেবা মনোহরা ॥
দয়াদি অশেষগুণে বিচিত্রহৃদয় ।
শ্রীচিত্রারে সদা আমি করিয়ে আশ্রয় ॥

(১১৫৮) সুকর্পূর-চন্দনকুঙ্কুমসমশোভা ।
যাঁর পাণ্ডুবর্ণ দিব্যবাস মনোলোভা ॥
বিখ্যাতা পূজিতা সর্ব্বসেবা-বিজ্ঞতায় ।
ভজি রাধে ! প্রিয়সখী সে তুঙ্গবিদ্যায় ॥

প্রোত্তপ্তশুদ্ধকনকচ্ছবিচারুদেহাং
প্রোদ্যৎপ্রবালনিচয়-প্রভচারুচেলাম্।
সর্বালিজীবন-গুণোজ্জ্বলভক্তিদক্ষাং
শ্রীরাধিকে! তব সখীং কলয়ে সুদেবীম্॥১১৬১॥
(সা০ চ০ ২।২৩জ)

বসন্তকালোদ্ভবকেতকীততি-
প্রভাবিড়ম্ব্যুদ্ভট-কান্তিডম্বরাম্।
বিনিন্দিতেন্দীবর-ভাস্বরাম্বরা-
মনঙ্গপূর্বাং প্রণমামি মঞ্জরীম্॥ ১১৬২ ॥
(সা০ চ০ ২।২৪)

(১১৫৯) হরিতাল-সমুজ্জ্বল শ্রীঅঙ্গের কাঁতি।
দাড়িমীকুসুমকান্তি পট্টবাস তথি॥
চন্দ্রলেখা জিনি' রুচি নৃত্যসেবাপরা।
বন্দি রাধে! তব সখী ইন্দুলেখা বরা॥

(১১৬০) সুপদ্ম কেশর মনোহর দেহদ্যুতি।
জবাপুষ্প-বর্ণসম বসন সুভাতি॥
সুশীলা ও সমগুণা চম্পকলতার।
ভজি রাধে! রঙ্গদেবিকায় প্রিয়ালী তোমার॥

(১১৬১) তপ্ত শুদ্ধহেমকান্তি মনোজ্ঞবরণা।
প্রবালসমূহদ্যুতি সুন্দরবসনা॥
সর্ব্বসখীগণপ্রাণসম প্রিয়তমা।
সর্ব্বগুণে সমুজ্জ্বল ভক্তিতে নিপুণা॥
শ্রীরাধিকে! তব হেন সখী সুদেবীরে।
বন্দনা করিয়ে আমি সদা ভক্তিভরে॥

কিশোরবয়সঃ স্ফুরৎপুরটরোচিষো মোহিনীঃ
সুচারুকৃশমধ্যমাঃ পৃথুনিতম্ব-বক্ষোরুহাঃ।
সুরত্নকনকাঞ্চিতস্ফুরিত-নাসিকামৌক্তিকাঃ
সুবেণীঃ পটভূষণাঃ স্মরত রাধিকা-কিঙ্করীঃ ॥ ১১৬৩ ॥
(বৃন্দা০ ২।৫৮)

সুরম্যা দোর্বল্লীবলয়গণ-কেয়ূর-রুচিরাঃ
ক্বণৎকাঞ্চীমঞ্জীরক-মণিসুতাটঙ্ক-ললিতাঃ।
লসদ্বেণী বক্ষোরুহ-মুকুলহারবলিরুচঃ
স্মরানন্তপ্রেমাঃ কনকরুচি-রাধাঙ্ঘ্র্যনুচরীঃ ॥ ১১৬৪ ॥
(বৃন্দা০ ২।৫৯)

(১১৬২) বসন্তসময়জাত কেতকী-সংহতি।
তাহার প্রভাকে নিন্দে যাঁর দেহদ্যুতি॥
ইন্দীবর নিন্দি সমুজ্জ্বল বস্ত্র যাঁর।
সে অনঙ্গমঞ্জরীরে করি নমস্কার ॥

(১১৬৩) যাঁহারা বয়সে কিশোরী, সুন্দর স্বর্ণবর্ণা ও মোহিনীমূর্ত্তি, যাঁহাদের মধ্যদেশ অতিসুন্দর ও কৃশ, নিতম্ব ও স্তনযুগল পৃথুল, নাসাদেশে রত্ন ও সুবর্ণজটিত মুক্তা দোদুল্যমান, মস্তকে সুন্দর বেণী, পরিধানে সুচারু বসন ও অঙ্গে বিবিধ মনোহর অলঙ্কার শোভমান—এবম্বিধ শ্রীরাধিকাকিঙ্করীগণকে স্মরণ কর। (১১৬৪) যাঁহারা পরম রমণীয়া, যাঁহাদের বাহুলতায় সুন্দর বলয়-সমূহ ও কেয়ূর বিরাজমান, শব্দায়মান কাঞ্চী, নূপুর ও মণিময় সুন্দর তাটঙ্ক (তাড়) প্রভৃতি ভূষণদ্বারা যাঁহারা অতি কমনীয়া হইয়াছেন, যাঁহাদের মস্তকে বেণী শোভা পাইতেছে ও স্তনমুকুলোপরি হারসমূহের কান্তি প্রতিবিম্বিত হইতেছে এবং যাঁহারা অনন্ত প্রেমশীলা, এবম্বিধা সেই

তড়িতপ্রভাহরাঙ্গকান্তিকা লসৎস্ুতারকা-
বলী-বরাম্বরা সুদক্ষিণা চ মার্দবান্বিতা।
ত্রয়োদশাব্দমাসষড়্দিনত্রয়াত্তসদ্বয়া
লবঙ্গমঞ্জরী কদা মম প্রযাতি দৃক্‌পথম্॥ ১১৬৫॥
গোরোচনারুচিরভাসি-শিখিপিঞ্ছবস্ত্রা
সার্দ্ধত্রয়োদশ-শরদ্বয়সান্বিতা সা।
শ্রীরূপমঞ্জরিরসৌ বরবাম্যরম্যা
মধ্যা মমাক্ষিযুগলং কিমলংকৃষীষ্ট॥ ১১৬৬॥
তারাবলী-সুবসনা তড়িদাভদেহা
বর্ষত্রয়োদশকষষ্ঠ্যহসদ্বয়স্থা।
সা দক্ষিণা মৃদুতয়া বলিতা নিজেশ-
সেবাপরাং বিরচয়েদ্‌রতিমঞ্জরী মাম্॥ ১১৬৭॥
বিদ্যুদ্‌বরাঙ্গসুষমা সুজবাপ্রসূন-
বস্ত্রা ধৃতপ্রখরতা খলু দক্ষিণা সা।
যস্যাস্ত্রয়োদশশরৎপ্রমিতং বয়শ্চ
মাসৈকযুক্ কৃপয়তাদ্‌গুণমঞ্জরী মাম্॥ ১১৬৮॥

স্বর্ণবর্ণা শ্রীরাধাদাসীগণকে স্মরণ কর। (১১৬৫) যাঁহার অঙ্গকান্তি তড়িৎ-প্রভাহারিণী অর্থাৎ তড়িৎবর্ণা ও যাঁহার শ্রেষ্ঠ বসন সুন্দর তারকাবলীর ন্যায় শোভাযুক্ত, যিনি সুদক্ষিণা ও মৃদুভাবান্বিতা এবং যাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর ছয়মাস তিন দিন, সেই শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী কবে আমার নয়নগোচর হইবেন? (১১৬৬) যাঁহার কান্তি গোরচনার ন্যায় গৌরবর্ণ এবং বসন শিখিপিঞ্ছতুল্য, যিনি সার্দ্ধ ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কা এবং অতি মনোহর বামা মধ্যস্বভাবা, সেই শ্রীরূপমঞ্জরী কবে আমার নয়নযুগল অলঙ্কৃত করিবেন অর্থাৎ নেত্রগোচর

ফুল্লচম্পকরুচিঃ সুদক্ষিণা, চাসপক্ষবসনা সমার্দ্দবা।
সা ত্রয়োদশশরদ্বয়া ময়া, দ্রক্ষ্যতে কিমিহ রাগমঞ্জরী সদা ॥১১৬৯

স্বর্ণকেতকীপ্রসূনকান্তিনিন্দিগৌরভা
বাম্যমার্দ্দবান্বিতা চ ভৃঙ্গরোচিরংশুকা।
দ্বাদশাব্দরুদ্রমাসতিথ্যহাঢ্যসদ্বয়া
ময্যলং কৃপাকুলাস্তু সা বিলাসমঞ্জরী ॥ ১১৭০ ॥

প্রতপ্তহেমাঙ্গরুচিং মনোজ্ঞাং
শোণাম্বরাং চারুসুভূষণাঢ্যাম্।
শ্রীরাধিকাপাদসরোজদাসীং
তাং মঞ্জুলালীং নিয়তং স্মরামি ॥ ১১৭১ ॥

(সা০ চ০ ২।২৪)

হইবেন ? (১১৬৭) যাঁহার বসন তারাবলীর ন্যায় মনোহর এবং দেহকান্তি তড়িৎপ্রভাতুল্য, যাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর দুইমাস, এবং যিনি দক্ষিণা ও মৃদুভাবান্বিতা, সেই শ্রীরতিমঞ্জরী কবে আমাকে নিজপ্রাণেশ্বরযুগলের সেবাপরায়ণা করিবেন ? (১১৬৮) যাঁহার শ্রেষ্ঠ অঙ্গসুষমা বিদ্যুৎপ্রভাতুল্য এবং বসন সুন্দর জবাপুষ্পসন্নিভ, যিনি দক্ষিণা ও প্রখরস্বভাবধারিণী, যাঁহার বয়স একমাস যুক্ত ত্রয়োদশ বৎসর পরিমিত অর্থাৎ ত্রয়োদশ-বৎসর একমাস, সেই শ্রীগুণমঞ্জরী কবে আমাকে কৃপা করিবেন ? (১১৬৯) ফুল্ল চম্পক-কান্তি চাষপক্ষবসনা, সুদক্ষিণা, মৃদুভাবান্বিতা এবং ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্কা সেই শ্রীরাগমঞ্জরীকে আমি কি সর্ব্বদা দেখিতে পাইব ? (১১৭০) যাঁহার গৌরবর্ণ অঙ্গপ্রভায় স্বর্ণকেতকীকুসুমের কান্তিকে নিন্দা করিতেছে অর্থাৎ যিনি স্বর্ণকেতকীর কান্তি অপেক্ষাও অধিকতর সুন্দর গৌরবর্ণা, যিনি কান্তিতুল্য বসনধারিণী এবং বামা মৃদ্বী-ভাবাশ্রিতা, যাঁহার বয়স বার বৎসর এগার মাস

বিশুদ্ধহেমাব্জ-কলেবরাভাং
কাচদ্যুতিচারুমনোজ্ঞচেলাম্ ।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং
ভজাম্যহং কস্তূরিমঞ্জরীং তাম্ ॥ ১১৭২ ॥
(সা০ চ০ ২।২৪)

সুরম্যচপলাবলীরুচির-ভাবৃতা বাসসা
লসদ্ভ্রমররোচিষা বলিতমার্দবা দক্ষিণা ।
দ্বিমাস-বিযুত-ত্রয়োদশশরদ্বয়স্থা সদা
= কদা কনকমঞ্জরী কিল কৃপাং বিধত্তে ময়ি ॥ ১১৭৩॥

গোরোচনাসংযুতচন্দনশ্রী-
বিড়ম্বনীয়া নিজদেহকান্ত্যা ।
রসাদিবেলা মম মঞ্জরীক্ষাং
বিন্দেৎ কদা জম্বুনিভাংশুকা সা ॥ ১১৭৪ ॥

পনর দিন, সেই বিলাসমঞ্জরী আমার প্রতি অতিশয় কৃপালু হউন। (১১৭১) প্রতপ্ত হেমাঙ্গকান্তি, মনোজ্ঞা, শোণাম্বরধারিণী অতি সুন্দর ভূষণে বিভূষিতা, শ্রীরাধিকা-চরণাব্জসেবিকা সেই মঞ্জুলালী মঞ্জরীরে আমি নিরন্তর ভজনা করি। (১১৭২) যাঁহার কলেবরের কান্তি বিশুদ্ধ হেমকমলের ন্যায় সুবর্ণবর্ণ, মনোজ্ঞ বসন কাচদ্যুতির ন্যায় সুন্দর, শ্রীরাধিকার নিকটে অবস্থিতা হইয়া চন্দনসেবারতা সেই কস্তূরীমঞ্জরীকে আমি ভজনা করি। (১১৭৩) যিনি সুরম্য বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় মনোহর কান্তিবিশিষ্টা এবং ভ্রমরকান্তির ন্যায় সুন্দরবসনে বিভূষিতা, যিনি দক্ষিণা ও মৃদুভাবান্বিতা এবং যাঁহার বয়স দুইমাস কম ত্রয়োদশ বৎসর অর্থাৎ বার বৎসর দশ মাস, সেই কনকমঞ্জরী কবে আমাকে কৃপা করিবেন? (১১৭৪) যিনি নিজ দেহকান্তিদ্বারা

গাঙ্গেয়চাম্পেয়তড়িদ্বিনিন্দি,-রোচিঃপ্রবাহস্নপিতাত্মবৃন্দে।
বন্ধূকবন্ধুদ্যুতিদিব্যবাসো, বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥ ১১৭৫ ॥
(সা০ চ০ ২।২৪)

অথ প্রীতেশ্বরী কীরমাদায় বৎসলা করে।
অপাঠয়ল্লালয়ন্তী তদ্বৎ কৃষ্ণশ্চ শারিকাম্ ॥ ১১৭৬ ॥
(গোবি০ ১৮।১)

স্তুহি কীরাভীরবীরং নীরদালিশরীরভম্।
গিরীন্দ্রধারিণং ধীরং সরস্তীরকুটীরগম্ ॥ ১১৭৭ ॥
(গোবি০ ১৮।২)

বদ শুক সদ্গুণমণিনিকরাকর,-তরুণীমাদক-মধুমধুরাধর।
সুন্দরশেখর শুচিরসসাগর, ব্রজকুলনন্দন জয় বরনাগর ॥১১৭৮॥
(গোবি০ ১৮।৩)

গোরোচনা-সংযুক্ত চন্দনের শোভাকে বিড়ম্বিত অর্থাৎ তিরস্কৃত করিতেছেন এবং যিনি জম্বু-(জাম) নিভ সুনীল বসন ধারণ করিয়া আছেন, সেই রসবেলা-মঞ্জরী কবে আমার দৃষ্টিপথ প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর হইবেন ? (১১৭৫) হে বৃন্দে ! তুমি নিজজনবৃন্দকে স্বর্ণ চম্পক ও বিদ্যুৎ-বিনিন্দি স্বীয় কান্তিপ্রবাহদ্বারা স্নান করাইতেছ এবং তোমার দিব্য বসন বন্ধূক (বাঁধুলী) পুষ্পের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট আমরা তোমার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। (১১৭৬) অনন্তর শ্রীরাধা প্রীতি ও স্নেহযুক্ত হইয়া শুককে করে ধারণ-পূর্ব্বক লালন করিতে করিতে পাঠ করাইতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপভাবে শারীকাকে হস্তে লইয়া পাঠ করাইতে লাগিলেন ; (১১৭৭) শ্রীরাধা শুককে কহিলেন,—"হে শুক ! তুমি মদীয় কুণ্ডতীরস্থ কুটীরগত গোবর্দ্ধনধারী নীরদবরণ ও আভীরবীর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব কর।" (১১৭৮) হে শুক ! "বল,—হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনি প্রশস্ত গুণরূপ মণিসমূহের

অঘ-বক-শকটক-দবভয়হরণ, নবদল-কমলজ-মদহরচরণ।
চরণজলজ-নতজনচয়-শরণ, পঠ খগ! জয় জয় ধরবরধরণ ॥১১৭৯॥
(গোবি০ ১৮।৪)

স্তুহি সারি! মনোহারিবারিজালিজিদাননাম্।
জগন্নারী-গর্বহারিগুণোদারাং মম প্রিয়াম্॥ ১১৮০ ॥
(গোবি০ ১৮।৮)

নাগরি! নগধরনাগর-হৃদয়-মরালিকেঽসি রাধিকে ধন্যা।
ত্রিজগত্তরুণীশ্রেণী-কলাসু শিষ্যায়তে যত্তে ॥ ১১৮১ ॥
(গোবি০ ১৮।৯)

আকরস্বরূপ অর্থাৎ আশ্রয়, তরুণীসকলের মাদকরূপ যে মধু, তদপেক্ষা আপনার অধর মধুর, হে সুন্দরশেখর! হে শৃঙ্গাররসের সাগর! হে বরনাগর! হে ব্রজকুলনন্দন! আপনি জয়যুক্ত হউন।" (১১৭৯) হে খগশুক! পাঠ কর—"আপনি অঘাসুর, বকাসুর, শকটাসুর ও দাবানল জনিত ভয় হইতে ব্রজের রক্ষাকর্ত্তা, আপনার পাদপদ্ম, নবদল-শোভিত সহস্রদল কমলের গর্ব্বখর্ব্বকারী এবং আপনি চরণকমলে প্রণতজনসকলের আশ্রয়-স্বরূপ, হে গোবর্দ্ধনধারিন্! আপনি পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন।" (১১৮০) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সদ্‌গুণ ও সৌন্দর্য্যাদি আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শারীকে পাঠ করাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে সারি! যাঁহার বদনকমল মনোহর কমল ও চন্দ্রশ্রেণীকে তিরস্কার করিতেছে এবং যাঁহার উদার গুণসকল জগতে নারীবৃন্দের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে, সেই আমার প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে স্তব কর।" (১১৮১) হে নাগরি রাধিকে! তুমি ধন্যা; যেহেতু গিরিধারী নাগর শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়সরোবরে তুমি হংসীর ন্যায় বিহার করিতেছ এবং তোমার কামকলাতে ভুবনের তরুণীগণ শিষ্যার ন্যায়

গুণমণিখনিরুদ্যৎপ্রেমসম্পৎসুধাব্ধি-
স্ত্রিভুবনবরসাধ্বীবৃন্দবন্দ্যেহিতশ্রীঃ।
ভুবনমহিত-বৃন্দারণ্যরাজ্যাধিরাজ্ঞী
বিলসতি কিল সা শ্রীরাধিকেহ স্বয়ং শ্রীঃ ॥ ১১৮২ ॥
(গোবি০ ১৮।১০)

দ্রাক্ষাদাড়িমবীজানি বৃন্দয়োপহৃতান্যথ।
এতাবাদয়তামীশৌ স্বহস্তেনাতিবৎসলৌ ॥ ১১৮৩ ॥
(গোবি০ ১৮।২৪)

ততঃ সারীকীরপালী দ্যূতকেলীচ্ছয়েরিতৌ।
যযতুস্তৌ হরিৎকুঞ্জং সুদেবী-সুখদাভিধম্ ॥ ১১৮৪ ॥
(গোবি০ ১৮।২৫)

সীধুপান-জলখেলন-দোলা,-ন্দোলনাদি-কুতুকে বলবত্ত্বাৎ।
এষ এব নলিনীরিব পদ্মী, যদ্বিজিত্য সখি ! নঃ প্রজগল্‌ভে ॥১১৮৫॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।১)

আচরণ করিতেছে। (১১৮২) যিনি গুণমণির খনি অর্থাৎ আকর বা উৎপত্তিস্থান, সমুদিত প্রেমসম্পত্তির সুধাসমুদ্র, ত্রিভুবনে প্রধান প্রধান সতীসকল যাঁহার শোভাময়ী চেষ্টাসকলকে বন্দনা করেন, যিনি জগতের পূজিত-বৃন্দাবনরাজ্যের রাজাধিরাজমহিষী, যিনি শ্রী অর্থাৎ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরও লক্ষ্মীরূপিণী, সেই শ্রীরাধিকা এই বৃন্দাবনে শোভা পাইতেছেন।

অক্ষক্রীড়াদি

(১১৮৩) অনন্তর শ্রীবৃন্দাদেবী দ্রাক্ষা ও দাড়িম্ব-বীজনিচয় আনয়ন করিলে অতিবৎসল শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্বহস্তে সারী ও শুককে ভোজন করাইতে লাগিলেন। (১১৮৪) তদনন্তর দ্যূতক্রীড়ার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সারী ও শুককে লালন করিতে করিতে সুদেবীসুখদ নামক হরিৎকুঞ্জে

তদ্বলোপধিকতঃ স্ফুটমন্য,-দ্ধীপ্রধানমধুনা ললিতে ত্বম্।
খেলনং বিমৃশ যৎ প্রভবিষ্ণু,-ত্যস্ত গর্বচুলুকীকরণে দ্রাক্ ॥১১৮৬॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।২)

দ্যূতকেলিজয়কৈরবচান্দ্র,-জ্যোতিরেব সখি ! রাজসি রাধে !
কিং দূনোতু পরিভূতি-তমিস্রং, নিত্যমেব ধৃতগর্বততীর্নঃ ॥১১৮৭॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৩)

ইত্থমালিকৃতমন্ত্রণয়োচে
রাধয়া প্রিয়তম প্রভবিষ্ণো !
পাশকাজি-চতুরিম্ণি জিগীষা-
নর্ত্তকীং ন কিমুরীকুরুষে ত্বম্ ॥ ১১৮৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৪)

গমন করিলেন। (১১৮৫-৮৬) শ্রীরাধিকা ললিতাকে কহিলেন,—"সখি ললিতে! মধুপান, দোলান্দোলন ও জলখেলা প্রভৃতি কৌতুকে করীন্দ্র যেমন নলিনীগণকে পরাভব করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে পরাভব করিয়া প্রগল্ভতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব হে বুদ্ধিমতি ললিতে! যাহাতে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন, এইরূপ খেলায় আর আমাদের প্রয়োজন নাই; যাহাদ্বারা বুদ্ধিবলে জয় হইয়া থাকে, এইরূপ একটী খেলা বিচার করিয়া স্থির কর, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের গর্ব্ব ধ্বংস হইবে। (১১৮৭) শ্রীললিতা কহিলেন,—"হে রাধে! পাশাখেলায় জয়রূপ কুমুদগুলীর সম্বন্ধে তুমি সাক্ষাৎ চন্দ্রজ্যোতিঃস্বরূপা, অতএব গর্ব্বধারিণি! তোমাকে তাহাতে পরাভবরূপ অন্ধকার দুঃখ প্রদান করিতে পারিবে না। (১১৮৮) এইপ্রকার সখীসহ মন্ত্রণা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করত শ্রীরাধিকা কহিলেন,—"হে প্রিয়তম! হে প্রভবিষ্ণো! পাশক-যুদ্ধের চাতুর্য্যরূপ রঙ্গস্থলে জিগীষা

সত্যমালি ! হৃদি নর্ত্তয়সে তাং
কিন্তু মৎকরতলাম্বুজপট্টে ।
যর্হি বৎস্যতি নৃপো-জয়নামা
সা হ্রিয়ৈষ্যতি তদা নিলয়ং দ্রাক্ ॥ ১১৮৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৫)

ইত্যঘারি-গদিতং মদিরাক্ষী, চিল্লিবল্লি-দরবেল্লিতভঙ্গ্যা ।
সাবধীর্য্য সপরিচ্ছদসারী,-রানিনায় তরসৈব সুদেব্যা ॥ ১১৯০ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৬)

তত্র কাচিদথ বিম্বফলোষ্ঠী,-মণ্ডলস্য দয়িতস্য চ গোষ্ঠী ।
অক্ষখেলন-বিহারবিদগ্ধা, চারুমন্মথবিকার-বিমুগ্ধা ॥ ১১৯১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৩৯)

গোপরাজ-যুবরাজ-সমাজঃ, সোঽভিরাম-রমণীমণিরাজঃ ।
কুঞ্জসীমনি মণীন্দ্রশিলায়াং, শোভতে স্ম তরুমূলগতায়াম্॥ ১১৯২॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৪০)

নর্ত্তকীকে কেন অঙ্গীকার না করিতেছ ? (১১৮৯) শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে সখি রাধে ! তুমি স্বয়ং সত্য সত্যই নিজহৃদয়ে সেই জিগীষারূপা নর্ত্তকীকে নাচাইতেছ ; কিন্তু আমার করতলরূপ অম্বুজপটে (রাজাসনে) যখন জয়-নামক নৃপতি আসিয়া বসিবেন, তখন যে জিগীষানর্ত্তকী তোমার হৃদয়ে নাচিতেছে, তখনই সে নিলয়গামিনী হইবে। (১১৯০) মুদিরনয়না শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য ভ্রূলতার ঈষৎ কম্পন-ভঙ্গীদ্বারা অবজ্ঞা করিয়া সুদেবীদ্বারা সপরিচ্ছদ সারি পাশার ঘুঁটী আনয়ন করিলেন। (১১৯১) অনন্তর সেই স্থানে প্রিয়তম ও বিম্বফলোষ্ঠী ব্রজগোপীদের এক সভা হইল। অত্রত্য সভ্যগণ সকলেই অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ এবং সুচারু কামময় বিকারেও

বৃন্দয়া নিজগদে হরিরাসা,-মিঙ্গিতং সমমবেত্য সুভাসা।
দর্শয়স্ব নিজকৌশলমক্ষ,-ক্রীড়নে সনিপুণং নলিনাক্ষ ॥ ১১৯৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৪১)

পশ্য শারিফলকং কৃতশিল্পং
পট্টকাঞ্চনগুণৈরবিকল্পম্।
শারয়ো মরকতৈস্তপনীয়ৈ-
র্নির্মিতাঃ সুবলিতাঃ কমনীয়ৈঃ ॥ ১১৯৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৪২)

দন্তিদন্তকৃত-শিল্পসুঘট্টে, স্বঙ্কিতে সুভগ-পাশকপট্টে।
কিং ন খেল শতরঙ্গমুতাহো, সারিমেব পরিঘায়তবাহো ॥১১৯৫॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৪৩)

তন্নিশম্য রমণো লসদ্ধসঃ, শারীখেলনমুরীচকার সঃ।
ব্যাজহার চ তদুত্তমবত্যঃ, সন্ত রন্তুমুপযান্ত সুদত্যঃ ॥ ১১৯৬ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৪৪)

মুগ্ধচিত্তা (মনোহর ভাববতী)। (১১৯২) অতি রমণীয় রমণী-শিরোমণি-দিগের সহিত বিরাজমান সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সমাজ কুঞ্জপ্রান্তে তরুমূলস্থ-ইন্দ্রনীলমণির শিলার উপরিভাগে শোভা বিস্তার করিতেছিল। (১১৯৩) শ্রীরাধাদি গোপীগণের ঈঙ্গিত উত্তমরূপে বুঝিয়া সুন্দরকান্তি বৃন্দা শ্রীহরিকে বলিলেন,—"হে পদ্মনয়ন! পাশাখেলায় নিপুণতার সহিত স্বীয় কৌশল দেখাও।" (১১৯৪) এই দেখ—সারিফলক (ছক) পট্ট ও স্বর্ণসূত্র-সহযোগে কেমন সুন্দর শিল্পে রচিত হইয়াছে! এই শারি (গুটি) গুলিও কমনীয় মরকত ও সুবর্ণদ্বারা নির্ম্মিত এবং বেশ সুবলিত। (১১৯৫) হে আজানু-লম্বিতভুজ শ্রীকৃষ্ণ! হস্তিদন্তকৃত শিল্পসমূহযুক্ত, সুন্দর চিহ্নভূষিত এই রমণীয় পাশকপট্ট বর্ত্তমান—তবে কেন শতরঙ্গ (শত শত রঙ্গ বিস্তার করিয়া)

নান্দ্যভূদ্বনপয়া সহ সাক্ষি,-ণ্যক্ষকেলি-সভিকাঽজনি কৌন্দী।
ইষ্টদায়মুপদেষ্টুমুদঞ্চ,-দ্বাগরাজত বটুর্ললিতা চ ॥ ১১৯৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৭)

পাণিশোণজলজোদররঙ্গে, ঝংঝণদ্বলয়মুচ্ছলদঙ্গ্যাঃ।
যর্হি পাশক-কুশীলবযুগ্মং, লব্ধনৃত্যমধিভূমি চুকূর্দে ॥ ১১৯৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৮)

তর্হি কক্ষকুচয়োরুরুরোচি,-র্বীচিমজ্জিতদৃশোঽপি বকারেঃ।
পাশকগ্রহণচাপলচাতু,-র্য্যাপ নেষদপি ভঙ্গকলঙ্কম্ ॥ ১১৯৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৯)

কর্হিচিদ্দশদশেতি কদাচিৎ, সা বিহুর্বিহুরিতি প্রসরদ্গীঃ।
পাতয়ন্ত্যলঘুদায়মভীষ্টং, মূর্ত্তিমত্যজনি কিং ন জয়শ্রীঃ ॥ ১২০০ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।১০)

পাশাখেলায় মনোনিবেশ করিতেছ না? বড়ই আশ্চর্য্য!! (১১৯৬) এইকথা শ্রবণে রমণ শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে পাশাখেলা অঙ্গীকারপূর্ব্বক বলিলেন,—"তবে সুন্দরীগণ! খেলার উদ্যোগ কর ও আমার সহিত খেলিতে এখানে এস।" (১১৯৭) পাশাখেলায় একদিকে শ্রীকৃষ্ণ, অন্যদিকে শ্রীরাধা, নান্দীমুখী শ্রীকৃষ্ণপক্ষের ও শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীরাধিকা-পক্ষের সাক্ষিণী হইলেন। সভিকা অর্থাৎ দ্যূতপ্রবর্ত্তিকা কুন্দলতা, ইষ্টদায় অর্থাৎ 'দশবামঞ্চ বিহু' প্রভৃতি উপদেশ দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণপক্ষে মধুমঙ্গল ও শ্রীরাধিকাপক্ষে ললিতা থাকিলেন। (১১৯৮-৯৯) প্রথমতঃ শ্রীরাধিকার করতলরূপ অরুণ জলজোদর-রূপ রঙ্গভূমিতে পাশকরূপ কুশীলবযুগল নাচিতে নাচিতে ভূমির উপরি কুর্দ্দন করিতে লাগিল; তখন বলয়াবলী নৃত্যোপযোগী যেন বাদ্য করিতে লাগিল, তাহাতে উচ্ছলিতাঙ্গী শ্রীরাধার কক্ষ ও কুচযুগলের অপরিসীম শোভার তরঙ্গে শ্যামনাগরের নয়নযুগল ডুবিয়া গেল, কিন্তু অভ্যাসাতিশয়-বশতঃ পাশকগ্রহণে ও চালনে চাতুরী কিঞ্চিন্মাত্র ভঙ্গ না হওয়ায় তাঁহাকে

যং প্রিয়ে দশ দশেতি নিকামং
প্রার্থনং তদুপহাসকরং তে।
বিত্তিরেব পতিতা স্মর তাবদ্-
দেবনে তব কুতো জয়বার্ত্তা ॥ ১২০১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।১১)

সারিকা গময়িতুং নিজকোষ্ঠে-
স্বপ্রভুঃ সুতনুশৃঙ্খলিতাঃ স্বাঃ।
ঘাতয়ংশ্চরবিধিং বিমৃশংস্তাঃ
খেলতি স্ম হরিরাত্তজিগীষঃ ॥ ১২০২ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।১২)

ইষ্টদায়-পতনেন সুধীঃ সা
রাধিকা যদি জিগায় তদা তম্।
আলয়ো বিহসিতুং প্রখরত্বং
লেভিরেঽতিমৃদবোঽপি নিতান্তম্ ॥ ১২০৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।১৩)

কলঙ্কিত হইতে হয় নাই। (১২০০) শ্রীরাধিকা কোন সময় 'দশ দশ' বলিয়া রব করিতে করিতে পাশক নিক্ষেপ করিতেছেন, কোন সময়ে 'বিত্ত বিত্ত' বলিয়া পাশক নিক্ষেপপূর্ব্বক অভীষ্টদায় পাতিত করিয়া মূর্ত্তিমতী জয়শ্রী হইতেছেন। (১২০১) শ্রীরাধিকা 'দশ দশ' বলিয়া পাশক নিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে প্রিয়ে! দ্যূতক্রীড়ায় তোমার বিত্তি-নামক দায় পতিত হইয়াছে, কিন্তু দশ পতিত হয় নাই, অতএব বারে বারে 'দশ দশ' বলিয়া প্রার্থনা করা উপহাসকর। এই ক্রীড়ায় তোমার জয়ের বার্ত্তা কোথায়? (১২০২) শ্রীরাধিকা নিজপ্রকোষ্ঠে পাশার সারি (ঘুঁটি) বাঁধিয়া রাখিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার কোষ্ঠ হইতে নিজকোষ্ঠে

কৌস্তুভং পণিতমানয় তস্মা,-প্যানয়ে বিনিময়েন বিচিত্রাম্।
কঙ্কণালিমথবামুমনেক,-ক্ষালনৈঃ প্রিয়সখীহৃদি ধাস্যে ॥ ১২০৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।১৭)

কাননং নহি গবামিদমেত,-ন্মারণং ন বক-বৎস-বকীনাম্।
অক্ষদেবনমিদন্তু সভায়াং, স্যাদ্ বিদগ্ধজনবুদ্ধি-পরীক্ষা ॥ ১২০৫ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।১৮)

ইত্থমালি-খরধার-সরস্ব,-ত্যস্তপাটবতরুর্বটুরূচে।
তস্য কর্ণমনুসংশৃণুষে তৎ, কৌস্তুভং মম সমর্পয় হস্তে ॥ ১২০৬ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।১৯)

নিজ সারিকা লইয়া যাইতে অসমর্থ হইয়া চরবিধি বিচারপূর্বক নিজ সারিকাগণকে শ্রীরাধিকার দ্বারা ঘাতন পূর্বক জিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া খেলা করিতে লাগিলেন। (১২০৩) ইষ্টদায়পাতনে পটু শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে পরাজয় করিলে মৃদুল-প্রকৃতি সখীবৃন্দ হাস্য করিতে নিতান্ত প্রখরতা অবলম্বন করিলেন। (১২০৪) তাহার পর খেলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজ কৌস্তুভ হারিলে সখীগণ কহিলেন,—"এই কৌস্তুভ বহু রমণীগণের স্তন স্পর্শ করিয়াছে, ইহা কিরূপে প্রিয়সখীর হৃদয়ে ধারণ করাইব? তবে একটী উপায় এই আছে যে, এই কৌস্তুভের বিনিময়ে উত্তম কঙ্কণ আনয়ন করিব, কিংবা কৌস্তুভকেই বহুবার ধৌত করত শুদ্ধ করিয়া লইয়া প্রিয়সখীর বক্ষঃস্থলে পরাইয়া দিব।" (১২০৫-৮) "হে বটো! তোর সখার যে গৌরবে তোর ভূমিতলে পদতল স্পর্শ হয় না, এই পাশাখেলায় তোর সখার স্বগৌরব কোথায় গেল? অরে মূঢ়! ইহা গোচারণের কানন নহে, এবং বক, বৎস, বকীর মারণ নহে, ইহার নাম পাশা-খেলা, ইহাতে বিদগ্ধজনের বুদ্ধি-পরীক্ষা হয়"—এই প্রকার সখীগণের খরস্রোতোযুক্তা সরস্বতীরূপ সরস্বতী-নদী বটুর পাটবতরু সমূলে উন্মূলিত করিলে তখন ভীত হইয়া

চেৎ স্বকৃত্যমিষতোঽপসৃতে মষ্যা-
ক্রমং কমপি হন্ত ! বিধিৎসেৎ।
এককেঽপি ভবতি ব্রজরামা-
সংহতির্ব্রজপুরন্দরসূনৌ ॥ ১২০৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।২০)

তন্নিবেদ্য নিখিলং ব্রজরাজ্ঞীং, মঙ্ক্ষু তদ্বিকটশাসন-পাশৈঃ।
হ্রী-তমিস্র-কুহরেঽস্য নিবধ্যে,-বাশ্বমূর্ন কিমু পাতয়িতাস্মি ॥১২০৮॥
[যুগ্মকম্] (কৃ০ ভা০ ১৫।২১)

ধিগ্ধিয়া রহিত ! কিং ত্বমভৈষী-
রস্মি জিষ্ণুরধুনৈব বিজিষ্যে।
মাতি-মৌগ্ধ্যময়-চেষ্টিতভঙ্গ্যা
খ্যাপয়াজ্ঞতম ! মৎপরিভূতিম্ ॥ ১২০৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।২২)

কিং হিত-প্রকথনেঽপ্যতিকুপ্য-
স্ত্বস্তু কৌস্তুভহৃতিস্তব হস্তাৎ।
যাম্যহং যুবতিপাল্যপি রঙ্কী-
কৃত্য নৃত্যমপি কারয়তু ত্বাম্ ॥ ১২১০ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।২৩)

মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—"হে সখে ! আমার হস্তে কৌস্তুভমণি প্রদান কর। আমার কোন কার্য্য আছে তন্নিমিত্ত আমি চলিলাম, তোমাকে একাকী পাইয়া যদি এই ব্রজরামাগণ আক্রমণ করে, তাহা হইলে ব্রজরাজমহিষীর নিকট জানাইয়া তাঁহার বিকট শাসনপাশে বাঁধিয়া ইহাদিগকে লজ্জারূপ অন্ধকারকুহরে নিক্ষেপ করিব।" (১২০৯) এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"নির্ব্বুদ্ধে ! তোমায় ধিক্ ! কেন বৃথা ভীত হইতেছ ? এই

চিল্লিকোণ-ধুবনেন মুকুন্দঃ, স্বীয়পক্ষগমিতা এব সভ্যাঃ।
প্রাহ পশ্য ময়ৈব জিতানা,-মপ্যতিপ্রখরতাং চপলানাম্ ॥১২১১॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।২৪)

যদ্যজেষ্যদবলাততিরেষা, কিং ব্যধাস্যদিতি বোদ্ধুমনীশঃ।
বিস্মিতোঽস্ম্যথ জগাদ বিশাখা, ত্বদ্ভ্রুবে নম ইতি প্রহসন্তী॥১২১২॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।২৫)

বৈরিণী ভবতি যা কুলধর্ম,-ধ্বংসিকাপি সুহৃদালিরিবাস্ত।
তদ্বচোঽপ্যনৃতয়ন্ত্যুদগান্নো, ধিন্বতী সদসি কুঞ্চিতকোণা ॥১২১৩॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।২৬)

আমি এখনি ইহাদিগকে জয় করি দেখ, অত্যন্ত অজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিয়া আমার পরাভব ঘোষণা করিও না। (১২১০) তদ্বাক্য শুনিয়া মধুমঙ্গল ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—"হে কৃষ্ণ! তুমি হিত বলিলেও ক্রুদ্ধ হইতেছ, তোমার হস্ত হইতে কৌস্তুভ চুরি যাউক, আমি এক্ষণে চলিলাম, এই যুবতীগণ তোমাকে রঙ্ক (নির্ধন) করিয়া নাচাইয়া ভ্রমণ করুক।" ইহা বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে মধুমঙ্গলকে সকলে বুঝাইয়া অন্যত্র যাইতে দিলেন না। (১২১১) শ্রীকৃষ্ণ ভ্রূভঙ্গীদ্বারা সভ্যদিগকে নিজ পক্ষপাতীর ন্যায় অবগত হইয়া মিথ্যা কহিলেন,—"হে সভ্যাগণ! আমি যুবতিগণকে জয় করিয়াছি, তথাপি ইহাদের প্রখরতা তোমরা দেখ।" (১২১২-১৩) সভ্যগণ কহিলেন,—"হে কৃষ্ণ তোমার যদি জয় হইবে, তবে গোপীগণ মধুমঙ্গলকে যখন তিরস্কার করেন, তখন তুমি কেন নীরবে ছিলে?" শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"জয় না করিয়া যাহাদের এত প্রগল্ভতা, যদি তাহাদের জয় হয়, তবে যে কি করিবে, ইহা বুঝিতে না পারিয়া আমি বিস্মিত হইয়া নীরবে ছিলাম।" অনন্তর হাসিতে হাসিতে বিশাখা কহিলেন,—"ওহে নটবর! তোমার ভ্রূকে নমস্কার করিলাম" অর্থাৎ

দেহি কৌস্তুভমিতি স্ফুটনান্দী,-বাক্যতো মধুভিদি ত্রপমাণে।
কুন্দবল্ল্যমুমঘান্তক-কণ্ঠাদ্,-রাধিকোরসি দধৌ স্ময়মানা ॥১২১৪॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।২৭)

কৃষ্ণ ! পশ্য কুচমধ্যগতং স্বং, বিম্বিতং মণিবরে বিলসন্তম্।
হন্ত ! যত্ত্বমদধাঃ স ইদানীং, ত্বাং দধাতি মণিরাট্ প্রণয়েন॥১২১৫॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।২৮)

ধন্য ধন্য ! সুষমাময় ! কৃষ্ণ,-স্ত্বং তবাস্মি মহসাং প্রতিবিম্বঃ।
যত্র রাজসি মমাত্র তু বাঞ্ছে,-বৈতুমিত্যগভৃহুন্নদৃগাসীৎ ॥ ১২১৬ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।২৯)

রাধিকাপ্যরমবাঞ্চিতবক্ত্রা, বীক্ষ্য ভান্তমিমমাত্মকুচান্তঃ।
কঞ্চুকং হ্রিয়মপি দ্বিষতী সা,-নন্দজাড্য-জলধৌ নিমমজ্জ ॥ ১২১৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৩০)

তোমার ভ্রূ নাচিয়া নাচিয়া সভ্যগণকে স্বপক্ষপাতী করিয়াছে, ইহা ভাবিয়া তুমি মিথ্যা জয়ঘোষণা করিতেছ। আর এক কথা, তোমার কুঞ্চিত কোণা কটাক্ষরূপা রমণী আমাদের কুলধর্ম্ম ধ্বংস করিয়া বৈরিণী হইয়াছিল, এক্ষণে সে তোমার বাক্যের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়া প্রিয়সখীর ন্যায় সুখিনী করিতেছে। (১২১৪) তাহার পর শ্রীকৃষ্ণপক্ষের সাক্ষিণী নান্দীমুখী কহিলেন,—"হে ব্রজযুবরাজ ! এইবার তোমার পরাজয় হইয়াছে, অতএব শ্রীরাধিকাকে কৌস্তুভ প্রদান কর।" এই কথায় মিথ্যা প্রগল্ভতাকারী শ্রীকৃষ্ণ লজ্জিত হইলে হাস্যমুখী কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণ-কণ্ঠ হইতে কৌস্তুভমণি উত্তারণ করিয়া শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে ধারণ করাইলেন। (১২১৫) তৎকালে পাশা খেলিবার নিমিত্ত শ্রীরাধিকার সম্মুখে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিম্ব শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলস্থ কৌস্তুভে পতিত হওয়ায় শোভাবিশেষ অনুভব করিয়া কুন্দলতা কহিলেন,—"হে কৃষ্ণ ! তুমি মণিবর কৌস্তুভে প্রতিবিম্বিত হইয়া শ্রীরাধার

হারিতমণিরপি শ্রীকৃষ্ণঃ পুনরাহ—

স্তাদ্দ্বিতীয় ইতরঃ পণ এতে, মামকী মুরলিকা ললিতা তে।
আদদানি জিতকাশিনি জিত্বা, নির্জিতঃ পরিদদানি হসিত্বা ॥১২১৮॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৪৭)

সাহ নাহমসমঞ্জসং বৃণে
বংশিকা-ললিতয়োঃ কৃতে পণে।
কাষ্ঠিকা-মণিশলাকয়োঃ কথং
সাম্যমত্র কুরু নো মনোরথম্ ॥ ১২১৯ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৪৮)

কুচমধ্যগত হওয়ায় তোমার কেমন শোভা হইয়াছে ! দেখ ! হে প্রেম-সিন্ধো ! এতদিন তুমি যাহাকে বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্বক বহন করিয়াছিলে, অদ্য সেই মণিরাজ শ্রীরাধাকুচমধ্যবর্ত্তী হইয়া প্রণয়বশতঃ তোমাকে নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতেছে।" (১২১৬-১৭) শ্রীকৃষ্ণ কৌস্তুভে পতিত নিজ প্রতিবিম্বের শোভাতিশয় দেখিয়া মোহিত হইয়া কহিলেন—"হে মদীয় প্রতিবিম্ব ! তুমিই শোভাময় কৃষ্ণ, আমি তোমার কান্তির প্রতিবিম্বমাত্র। এখন তুমি যেখানে বিরাজিত হইতেছ, শ্রীরাধার এই কুচমধ্যে অবস্থান করিতে সর্বদা আমার বাঞ্ছা হয়।"—ইহা বলিতে বলিতে গিরিধারীর নয়ন হইতে জলবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। শ্রীরাধিকাও শীঘ্র অন্য-কর্ত্তৃক অলক্ষিতভাবে ঈষৎ অধোবদনা হইয়া স্বীয় কুচ-মধ্যস্থিত কৌস্তুভে স্বীয় প্রাণনাথের প্রতিবিম্ব দেখিয়া কঞ্চুক ও লজ্জাকে দ্বেষ করিতে করিতে অর্থাৎ কঞ্চুক থাকার নিমিত্ত বক্ষঃস্থলে প্রতিবিম্বিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির স্পর্শের বাধা হওয়ায় এবং লজ্জা থাকায় দর্শনে বাধা হওয়ায় ইহাদিগকে মনে মনে তিরস্কার করিতে করিতে আনন্দজনিত জড়তার সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। (১২১৮-১৯) স্বীয় মণি হরণ হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায়

কস্তৃতীয়পণতাং গমিষ্যতী,-ত্যাহ তত্র কতমা কলাবতী।
তামুবাচ পরিহস্য রাধিকা, ত্বং মমাস্তু বরহারযষ্টিকা ॥ ১২২০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৪৯)

আহ কাচিদথ বচ্মি চতুর্থং, সৎপণং যমুপলভ্য কৃতার্থম্।
স্বং বপুঃ সফলমেব ভবন্তৌ, মঙ্ক্ষ্যতঃ সুখনিধিং প্রবিশন্তৌ॥১২২১॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৫০)

কৃষ্ণ আহ বদ সাপি জগাদ, শ্রূয়তাং সুমুখি ! মে প্রিয়বাদঃ।
চুম্বনানি তব বিচ্যুতদম্ভাঃ, প্রেয়সোঽস্তু শতশঃ পরিরম্ভাঃ ॥১২২২॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৫১)

তাং জগাদ কুপিতেব তদা সা, ভ্রূকুটি-কুটিলয়ালিকভাসা।
খেল নিস্ত্রপমনেন পণেন, ত্বং কলাবতি ! সমং রমণেন ॥ ১২২৩॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৫২)

বলিলেন,—"দ্বিতীয় পণ আমার মুরলিকা ও তোমার ললিতাই হউক। হে জিতকাশিনি (জয়গর্বিতে) তোমাকে জয় করিতে পারিলে ললিতাকে গ্রহণ করিব।" আর যদি আমিই পরাজিত হই, তবে হাসিতে হাসিতে মুরলী দান করিব। শ্রীরাধা বলিলেন,—"বংশী ও ললিতার পণ রাখিলে আমি এই অসমঞ্জস পণ বরণ করিব না; কাষ্ঠখণ্ড ও মণিশলাকায় কি কখনও সমান হইতে পারে ? এ বিষয়ে তুমি বাঞ্ছা করিও না।" (১২২০) তাহাদের মধ্যে এক কলাবতী সখী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তৃতীয় পণটা কি নির্ণীত হইল ?" শ্রীরাধিকা তাঁহাকে পরিহাস-পূর্ব্বক বলিলেন,—"তুমিই আমার পণ এবং উহার হারলতাই পণ হইল।" (১২২১) তৎপরে কোন সখী বলিলেন,—"আমি চতুর্থ উত্তম পণের কথা বলিতেছি। এই পণ লাভ করিয়া তোমরা নিজদেহকেই কৃতকৃতার্থ ও সফল মনে করিবে এবং সুখসমুদ্রে প্রবেশপূর্বক তথায় নিমজ্জিত হইয়া থাকিবে।" (১২২২) কৃষ্ণ

ভদ্রমুক্তমনয়া পণকার্য্যে
কুপ্য মা কুরু বিচারণমার্য্যে !
কল্পিতস্তব পণোঽতিলঘীয়ান্
বল্লভস্থ তু পণোঽতিগরীয়ান্ ॥ ১২২৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৫৩)

ত্বং জিতাতিলঘু দাস্যসি জিত্বা, লপ্স্যসে প্রচুরমেব হসিত্বা।
জ্ঞায়তামুভয়থৈব ভবত্যা, লাভ এব পরমঃ শুভবত্যাঃ ॥ ১২২৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪ ২৫৪)

সাঽথ শারিফলকে যথা স্থলং, কৌতুকাদুভয়শারি-মণ্ডলম্।
অঙ্গুলীয়ক-মণীন্দ্ররঞ্জিতং, ন্যাস হাসসুধয়া পরিপ্লুতম্ ॥ ১২২৬ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৫৬)

বলিলেন,—"বল দেখি।" তখন সেই সখী বলিলেন,—"হে সুমুখি ! আমার নিকট প্রিয় কথাটা কিংবা আমার মুখে তোমার প্রিয়তমের বার্ত্তাটা শ্রবণ কর। তোমার পণ হউক চুম্বন, এবং এই প্রিয়তমের দন্তরহিত (নিষ্কপট) শত শত আলিঙ্গনই পণ নির্দ্ধারিত হউক।" (১২২৩) তখন শ্রীরাধা কুপিতা হইয়া যেন ভ্রূকুটি কুটিল করিয়া ও ললাটের উজ্জ্বলতা সহকারে তাঁহাকে বলিলেন,—"হে কলাবতি ! তুমি এই পণদ্বারা এই রমণের সহিত নির্লজ্জ হইয়া খেলা কর।" (১২২৪) হে আর্য্যে এই কলাবতী ত' ভালই বলিয়াছে। পণবিষয়ে কোপ করিও না ; একটু বিচার কর দেখি ! তোমার পণ অতি লঘুই ত' হইয়াছে, আর বল্লভের পণ অতি গুরুতরই নির্ণীত হইয়াছে। (১২২৫) তুমি পরাজিতা হইলে অতি সামান্যই দিবে, আর জয় করিতে পারিলে ত' হাসিতে হাসিতে প্রচুরতর বস্তুই লাভ করিবে। অতএব এই কথা নিশ্চয় জানিও যে উভয়দিকে কল্যাণময়ী তোমারই পরম লাভ সমুপস্থিত। (১২২৬) অনন্তর শ্রীরাধা ছকমধ্যে

সোপগৃহ্য বর-পাশকপাট্যা, দ্বন্দ্বমিন্দুবদনা পরিপাট্যা।
পাতয় প্রথমমিত্যনুদাত্ত,-প্রৌঢ়ি বল্লভ-করে সমধত্ত ॥ ১২২৭ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৫৭)

পাশকোৎকিরণজাতবিলাসঃ, কৃষ্ণবাহুবলয়ঃ স চকাস।
তং নিরীক্ষ্য সুদতীং হৃদি মুগ্ধা,-মাহ কাচন সখী সুবিদগ্ধা ॥১২২৮॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৫৮)

খেল খেল সুভগে! জয়শালী, মাহস্তু হারহরণে বনমালী।
কৌস্তুভং জয় সুরঞ্জয় চালী,-মণ্ডলং বিজয় কৌশলপালী ॥১২২৯॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৫৯)

যোঽপতৎ প্রথমপাশকদায়ঃ, প্রেয়সঃ স বিজয়-ব্যবসায়ঃ।
সা তমন্যথয়িতুং সমুদস্য, প্রাপয়ৎ করতলং পুনরস্য ॥ ১২৩০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪ ২৬০)

যথাস্থানে কৌতুক করিয়া উভয়ের উভয়ের গুটিসমূহ স্থাপন করিলেন—ঐ গুটিগুলি তাঁহার অঙ্গুলীর মণীন্দ্রদ্বারা রঞ্জিত এবং হাস্যসুধায় পরিপ্লুত (শুভ্র) হইল। (১২২৭) তৎপরে ইন্দুবদনা রাধা উত্তম পাশা পাটিদ্বয় পরিপাটির সহিত গ্রহণ করিয়া প্রিয়তমের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং অনুচ্চস্বরে প্রগল্‌ভতার সহিত বলিলেন,—"প্রথমে তুমি দান দাও।" (১২২৮) পাশার ঊর্দ্ধপ্রসৃত কিরণে উজ্জ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণের হস্ত প্রকাশিত হইল; তদ্দর্শনে সুদতী রাধা মুগ্ধহৃদয়া হইলে কোনও সুবিদগ্ধা সখী তাঁহাকে বলিলেন। (১২২৯) হে সৌভগে! খেলা কর খেলা কর! বনমালী জয়ী হইয়া হার হরণ না করে, কৌস্তুভ জয় কর; তুমি বিজয়কৌশলে সুনিপুণা হইয়া এই সখীমণ্ডলকে প্রীতিদান কর। (১২৩০) প্রিয়তমের প্রথমেই যে দান পড়িল—তাহাতে তাঁহারই জয় নিশ্চয় হইল, কিন্তু তাহা অন্যথা করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীরাধা সেই পাশাগুলিকে তুলিয়া আবার প্রিয়তমের

ভূয় এব রমণো ন্যপীপতৎ, পাশকং তদনুরূপমেব তৎ।
শারী-সঞ্চরণমপ্যচীকরৎ, দর্পমম্বুজদৃশোঽপ্যসীরৎ ॥ ১২৩১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৬১)

হৃদ্যয়াক্ষ-হৃদয়জ্ঞবিদ্যয়া, দীব্যতোর্নিজনিজৈকবেদ্যয়া।
নো জয়ো ন চ পরাজয়স্তয়ো,-রাস খেলনকলাবিহস্তয়োঃ ॥১২৩২॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৬২)

বুদ্ধিপূর্বমথ সা পরাজয়ং, স্বীচকার স চ লব্ধবান্ জয়ম্।
হারমাহরতি জীবিতেশ্বরে, সা স্বয়ং ব্যতরদগ্রতঃ করে ॥ ১২৩৩ ॥
(কৃষ্ণা ৪।২৬৩)

সাক্ষমাক্ষিপদুঞ্চিত-কক্ষং, প্রাণনাথ বিজয়ে কৃতলক্ষম্।
তন্নিরীক্ষ্য হৃদয়ে নলিনাক্ষঃ, ক্লিশ্যতি স্ম বিগলজ্জয়পক্ষঃ ॥ ১২৩৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৬৪)

সা দ্বিতীয়-পণভাব-শংসিকাং, তং বিজিত্য বিচকর্ষ বংশিকাম্।
যচ্ছতি স্ম ললিতা-করাম্বুজে, সা চ তং নিজতয়ৈব সস্বজে ॥১২৩৫
(কৃষ্ণা০ ৪।২৬৫)

করে দিলেন। (১২৩১) প্রিয়তম পুনরায় পাশা চালাইলেন, পূর্ব্ববৎ এইবারও তাঁহার দায় হইল। এবারে তিনি গুটি চালাইলেন এবং পদ্মনয়না রাধার দর্পও চূর্ণ করিলেন। (১২৩২) নিজ-নিজৈকসংবেদ্য রমণীয় অক্ষহৃদয় বিদ্যায় খেলা করিতে করিতে কলাপণ্ডিত সেই যুগলকিশোরের কাহারও জয় বা পরাজয় হইল না। (১২৩৩) তখন শ্রীরাধা বুদ্ধিপূর্বক পরাজয় স্বীকার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জয়ই সাব্যস্ত হইল, প্রাণনাথ হার-হরণ করিতে চেষ্টা করিলেই তিনি স্বয়ং হারখানা অগ্রে দিলেন। (১২৩৪) প্রাণনাথকে জয় করিতে লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধা কক্ষদেশ ঊর্দ্ধ করিয়া পাশা চালাইলেন। তদ্দর্শনে পদ্মলোচন কৃষ্ণ নিজের পরাজয় আশঙ্কা করিয়া হৃদয়ে একটু ক্লেশ অনুভব করিলেন। (১২৩৫) শ্রীরাধা তাঁহাকে জয় করিয়া

সোঽপি বারমপরং জয়শালী, খেলনং ব্যরচয়দ্বনমালী।
যা তৃতীয়পণতামগমত্তাং, সঞ্জিগায় গুণগৌরবমত্তাম্॥ ১২৩৬॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২৬৬)

তাং হৃতাং সমবলোক্য সমস্তাঃ
সস্বনং জহসুরূঢ়মুদস্তাঃ।
সাহ মা হসত পাশকদেব্যা-
শ্চাতুরীমনুভবিষ্যথ ভব্যাঃ॥ ১২৩৭॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২৬৭)

তাঃ স্মমূচুরনয়োচিতমুক্তং
খেলনে তব মনোঽনভিযুক্তম্।
এষ পাশকবিলাস-সুপর্বা
ব্যুৎক্রমেণ সখি! জেষ্যতি সর্বাঃ॥ ১২৩৮॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২৬৮)

দ্বিতীয় পণসূচক বংশীটি আকর্ষণ করিয়া ললিতার করপদ্মে দিলেন। ললিতা ঐ বংশীটিকে নিজের মনে করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। (১২৩৬) শ্রীকৃষ্ণও আবার খেলিয়া জয়শালী হইলেন এবং যিনি তৃতীয় পণস্বরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিলেন—সেই গুণগৌরবমত্তা কলাবতীকে অর্জ্জন করিলেন। (১২৩৭) তাঁহাকে হরণ করিতেছেন দেখিয়া সকল গোপীই সশব্দে হাসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; তখন কলাবতী বলিলেন,—"ওহে সুন্দরীগণ! তোমরা হাসিও না; পাশকদেবীর (খেলার) চাতুরী এখনই অনুভব করিবে। (১২৩৮) তখন সখীগণ বলিলেন,—"হে সখি! এই কলাবতী ঠিকই বলিয়াছে। খেলাতে তোমার ত' মন ছিল না। এই পাশকবিলাসরূপ দেবতা ব্যুৎক্রমে (ক্রমবিপর্য্যয়ে) সকলকেই জয় করিবে।"

বৃন্দয়া নিজগদে বিজিতায়াং
ত্বদ্বিধেন মুরলী-দয়িতায়াম্।
নানুশোচতি সখি! স্মিতশালী
রাজতে ভৃশমসৌ বনমালী ॥ ১২৩৯ ॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২৬৯)

ত্বাদৃশঃ প্রকটয়ন্তু ন তাপং
স্বালীলস্তনমতীব দুরাপম্।
ন্যায়তো জিতমুপেত্য গভীরাঃ
শেবধিং বিধুরয়ন্তি ন ধীরাঃ ॥ ১২৪০ ॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২৭০)

বংশিকাতিসুলভ্যেয়মটব্যাং, নেদৃশী গুণবতী তু পৃথিব্যাম্।
ইত্যুদীরয়থ চেদ্বিজহীমা,-মাগ্রহঃ কথমবস্তুনি ভূমা ॥ ১২৪১ ॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২৭১)

কৃষ্ণপক্ষ-পতিতা ত্বমমন্দে, জ্ঞায়সে সততমেব হি বৃন্দে।
তেন পশ্যসি ন ভদ্রমভদ্রং, বাসরেঽপি পিহিতেক্ষণমুদ্রম্ ॥১২৪২॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২৭২)

(১২৩৯-৪০) তখন বৃন্দা বলিলেন,—"হে সখি! তুমি যখন ইহার মুরলীরূপা দয়িতাকে জয় করিয়াছিলে, তখন সেই বনমালী ত' বিন্দুমাত্রও অনুশোচনা করেন নাই, বরং মৃদুমধুর হাস্যই অধিকতর বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছিলেন। অতএব হে সখিগণ! তোমরা নিজসখীপ্রাপ্তির জন্য আর তাপ প্রকট করিও না—এই কার্য্যটি অতি দুর্লভ বলিয়া জানিও। দেখ, গম্ভীর-চিত্ত ধীর (পণ্ডিত)-গণ ন্যায়তঃ পরাজিত হইয়া রত্নের জন্যও ত' শোক করেন না। (১২৪১) যদি বল—"এই বংশী ত' বনে যথেষ্ট পাওয়া যায়, কলাবতীর ন্যায় গুণবতী কিন্তু পৃথিবীতে ত' আর নাই;—তবে এই

হেলয়ানবহিতৈব সখী মে, হন্ত খেলিতবতী পরিণামে।
তেন হারিতবতী বরহারং, প্রেয়সীমপি সখীমনুবারম্ ॥ ১২৪৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৭৩)

ইত্যুবাচ ললিতা যদি বিজ্ঞা, সাঽপি পাশক-কলাহৃদয়জ্ঞা।
অক্ষযুগ্মকমুদস্য করাগ্রে,-ণাভ্যুদাস দয়িতা দয়িতাগ্রে ॥ ১২৪৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৭৪)

তত্র তৎ প্রববৃতেঽক্ষখেলনং, প্রেয়সো বিরহিতাবহেলনম্।
যত্র কোঽপি সভিকো মনোভব,-স্তত্র কো রসকলাপরাভবঃ॥১২৪৫
(কৃষ্ণা০ ৪।২৭৫)

যচ্চতুর্থপণতামুপনীতং, চুম্বনপ্রমুখমত্যবিগীতম্।
তদ্বিজেতুমপি লম্ভিতলজ্জা, সা তথাপি বিজয়ায় সুসজ্জা ॥ ১২৪৬॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৭৬)

বংশীকেই পরিত্যাগ কর ত' দেখি! এই অবস্তুটীতে (শুষ্কবংশখণ্ডে) তোমাদের এত বড় আগ্রহ কেন? (১২৪২-৪৩) তখন ললিতা বলিলেন,—"হে প্রখরে বৃন্দে! তুমি যে কৃষ্ণপক্ষপতিতা (কৃষ্ণপক্ষাশ্রিতা পক্ষে অন্ধকার পক্ষে পতিতা) তাহা আমরা সদাই জানি। তাহারই জন্য তুমি দিনের বেলায়ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাল-মন্দ কিছুই দেখিতে পাও না। অহো! হেলাক্রমে অসাবধানা আমার সখী পূর্ব্বে খেলিয়া উত্তম হারখানা হারাইয়াছেন; এক্ষণে আবার প্রিয়সখীকেও হারাইলেন।" (১২৪৪) বিজ্ঞা ললিতা এই কথা বলিলে, সেই পাশককলাহৃদয়জ্ঞা শ্রীরাধাও তখন পাশা-দ্বয়কে হস্তাগ্রে তুলিয়া প্রিয়তমের অগ্রভাগে নিক্ষেপ করিলেন। (১২৪৫) তখন আবার প্রিয়তমযুগলের অবহেলাশূন্য পাশাখেলা আরম্ভ হইল। যে-স্থানে কোন অনির্ব্বাচ্য কামদেবই দ্যূতাধ্যক্ষ, সেস্থানে কি আর রসকলার পরাভব হয়? (১২৪৬) এক্ষণে অতি অনিন্দনীয় চুম্বনাদি চতুর্থপণের সময়

যং যমিচ্ছতি হৃদা কুতুকায়, প্রেয়সী সমপতৎ স স দায়ঃ।
এবমেব রমণোঽপি সখেল,-স্তেন তত্র স ররাজ সহেলঃ ॥ ১২৪৭॥
(কৃষ্ণা0 ৪।২৭৭)

সা ভুজাবলয়মুন্নয়ন্তী, পাশকোৎকিরণমারচয়ন্তী।
আত্মনোঽভিমতদায়মনল্প,-প্রৌঢ়িতো দশ দশেতি জজল্প ॥১২৪৮॥
(কৃষ্ণা0 ৪।২৭৮)

মা ব্রবীর্দশ দশেত্যলমুগ্রে, কৃষ্ণমাকলয় ভোগিনমগ্রে।
পূর্বমেব সখি! যেন সুদষ্টং, ত্বন্মনস্ত্বদধরশ্চ সুকষ্টম্ ॥ ১২৪৯॥
(কৃষ্ণা0 ৪।২৭৯)

যদ্বিষস্থ বিভবঃ পরিসর্পী, সালিচিল্লিলতিকাবরসর্পী।
হন্ত ! পূর্বমনয়া দলিতাঙ্গঃ, কিং করিষ্যতি স কৃষ্ণভুজঙ্গঃ ॥ ১২৫০॥
(কৃষ্ণা0 ৪।২৮০)

উপস্থিত হইল। তাহার বিজয়ে লজ্জাপ্রাপ্তি হইলেও শ্রীরাধা জয়ের জন্য সুসজ্জিতা হইলেন। (১২৪৭) প্রেয়সী কুতুকভরে যে যে দানই ইচ্ছা করিতেছেন, সেই সেই দানই পড়িতে লাগিল। এই ভাবের রমণও অব-লীলাক্রমে সেই খেলা করিতে করিতে আত্মগর্ব্ব প্রকট করিয়া বিরাজমান হইলেন। (১২৪৮-৪৯) শ্রীরাধা হস্তযুগল উন্নমিত করিয়া নিজের অভিমত দান দিতে পাশা চালাইবার সময় অতি প্রৌঢ়িবশতঃ পুনঃ পুনঃ 'দশ' 'দশ' (দশ সংখ্যা, পক্ষে দংশন কর) বলিতে লাগিলেন। তখন কোন সখী বলিতে লাগিলেন,—"হে ধৃষ্টে ! পুনঃ পুনঃ 'দশ' 'দশ' এই কথা বলিও না; অগ্রে শ্রীকৃষ্ণভোগীকে (বিলাসী কৃষ্ণকে পক্ষে বিষধর সর্পকে) অবলোকন কর ! হে সখি ! পূর্ব্বেই ত' ইনি তোমার মন ও অধর অতি কষ্ট প্রদান-পূর্ব্বক উত্তমরূপে দংশন করিয়াছেন। (১২৫০-৫১) তখন ললিতা বলিলেন, —"অহো ! আমাদের সখীর ভ্রূলতারূপা এই মহাসর্পী বিদ্যমানা ! ইনি

ইত্যুদারললিতাবচনান্তে, তৎপ্রতিপ্রসবভাষিণি কান্তে।
আলয়ো বিজহসুঃ সদভিখ্যা, চাজিহ্রায় নতমুখ্যথ মুখ্যা ॥১২৫১॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৮১)

সা তথাপ্যসতি হ্রীপরিরম্ভে, খেলিতুং প্রতিভয়া বিজজৃম্ভে।
পাতয়ন্ত্যভিমতানথ দায়ান্, জেতুমেব বিদধে ব্যবসায়ান্॥ ১২৫২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৮৩)

দেবনৈরকৃত-সন্ধিত-সন্ধং, তস্য পাশকগতি-প্রতিবন্ধম্।
তৎ পরং বিধুমুখী পণসিদ্ধিং, সস্বনং প্রবিদধে দ্বিগুণর্দ্ধিম্ ॥১২৫৩॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৮৪)

ব্যূহবন্ধমথ ভেত্তুমশক্ত,-স্তামথ ভ্রময়িতুং ব্যতিষক্তঃ।
স স্মিতেন মৃদুনা বচসা চ, ক্ষোভয়ন্মধুরমন্দমুবাচ ॥ ১২৫৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৮৫)

কৃষ্ণসর্পের সর্ব্বব্যাপক বিষশক্তিকে পূর্ব্বেই নষ্ট করিয়াছেন ; এখন আর কৃষ্ণ-ভুজঙ্গ কি করিবে ?” ললিতার এই মনোহর বাক্য-শ্রবণে তাহার প্রতিবিধানকল্পে প্রাণকান্ত যাহা বলিলেন, তাহাতে সখীগণ ত' হাসিয়াই ফেলিলেন এবং মুখ্যা শ্রীরাধাও উত্তম শোভা ধারণপূর্ব্বক অবনতমস্তকে লজ্জিতা হইয়া রহিলেন। (১২৫২) লজ্জা পরিহার করিয়াও শ্রীরাধা প্রতিভার সহিত খেলিতে প্রবৃত্তা হইলেন ; অনন্তর তিনি অভিমত দান দিতে লাগিলেন এবং জয়ের জন্যও সবিশেষ চেষ্টা করিলেন। (১২৫৩) বিধুমুখী শ্রীরাধা লক্ষ্যপূর্ব্বক এমন খেলাই আরম্ভ করিলেন, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের পাশকগতি (গুটিচালান) একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবন্ধন জন্য সশব্দে দ্বিগুণতর পণবৃদ্ধিই করিয়া ফেলিলেন। (১২৫৪) ব্যূহবন্ধন ভেদ করিতে অসমর্থ, অথচ শ্রীরাধার ভ্রম উৎপাদনে বিশেষ চেষ্টিত হইয়া তখন শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য ও মৃদুবাক্যে তাঁহার ক্ষোভ জন্মাইয়া মধুর

যচ্চতুর্থপণতামুপনীতং, চুম্বনপ্রমুখমত্যবিগীতম্।
তত্র জেতুমুভয়োরভিযোগ,-স্তুল্য এব খলু তৎফলভোগঃ ॥ ১২৫৫॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৮২)

তাবকস্থ কিমু মামকস্থ বা, বৃদ্ধিকর্ম্মণি পণস্থ সোৎসবা।
ত্বং বভূবিথ বিচার্য্য চেতসা, ব্রূহি সুন্দরি! বিধূত-সাধ্বসা ॥১২৫৬॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৮৬)

সা মমর্ষ মনসোভয়থা মে
ব্রীড়হেতুরতুলঃ পরিণামে।
আলয়োঽপি বিহসন্তি মিথো মা-
মপ্যয়ং হসিতবান্ গুণভূমা ॥ ১২৫৭ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৮৭)

ইত্যচিন্তিত-সমাগতচিন্তা, সাবহিত্থমথ মাধবকান্তা।
তদ্বচোঽশ্রুতমিবাভিনয়ন্তী, খেলিতুং প্রববৃতে বিহসন্তী॥ ১২৫৮॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৮৮)

মন্দভাবে বলিলেন। (১২৫৫) চতুর্থ পণরূপ চুম্বনাদি অতি অনিন্দ্য বস্তুরাজি জয় করিবার জন্য উভয়েরই অভিযোগ (উদ্‌যোগ) তুল্যই বলিয়া আর ফল-ভোগ হইল না, অথবা তাহার জয়-বিষয়ে কাহারই আগ্রহ হইল না; যেহেতু তাহাতে উভয়েরই সমান ফলভোগ-বাসনা। (১২৫৬) শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন— "হে সুন্দরি! তোমার কি আমার পণবৃদ্ধি করিবার জন্য তুমি উৎসাহ প্রকাশ করিতেছ—ইহা বিচার করিয়া নিঃসঙ্কোচে একবার বল।" (১২৫৭) এই কথা শুনিয়া শ্রীরাধা মনে মনে ভাবিলেন,—"অহো! উভয় দিকেই ত' পরিণামে আমারই অপরিসীম লজ্জা হইবে, সখীগণও পরস্পর হাসিবে, আর এই গুণনিধি ত' উপহাস করিবেই।" (১২৫৮) এই অভাবনীয় চিন্তায় পড়িয়া শ্রীরাধা অবহিত্থা-পূর্বক ঐ কথা না শুনিয়াই যেন হাসিতে হাসিতে খেলায়

নিক্বণৎকনককঙ্কণভাজা, পাণিনা বিকসদাস্যসরোজা।
অক্ষমাক্ষিপদনাকলয়ন্তী, সা বিদুর্বিদুরিতি প্রবদন্তী ॥ ১২৫৯॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৮৯)

সখ্য উচুরয়ি তে মনোরথং, চুম্বনাদি-পণবৃদ্ধি-সৎপথম্।
কে বিদুর্নহি বয়ং তু মা তপ, কিং বিদুর্বিদুরিতি ত্বমালপ ॥১২৬০॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৯০)

সা সখীনিকরভাষিতভঙ্গী,-মাকলয্য চলরজ্যদপাঙ্গী।
বক্রয়া প্রিয়গিরাপি চ বিদ্ধা, খেলনে সমভবদ্ভ্রমবদ্ধা ॥১২৬১॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৯১)

আত্মনৈব কৃতপাশকবন্ধং, সা স্বয়ং বিরচিতাননুসন্ধম্।
খেলনভ্রম-হতক্রমরীত্যা, নির্বিভেদ নিয়তেরিব গত্যা ॥ ১২৬২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৯২)

তদ্বিলোক্য দয়িতঃ সহুদার,-স্তং পণং ত্রিগুণিতং স চকার।
আলয়স্তমবদন্ জহি গর্বং, জেষ্যতি প্রিয়সখী মম সর্বম্ ॥১২৬৩॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৯৩)

প্রবৃত্তা হইলেন। (১২৫৯) প্রস্ফুটিত পদ্মবদনা রাধা না দেখিয়াই 'বিদুঃ বিদুঃ' (ইহারা জানিয়াছে) বলিয়া শব্দায়মান কঙ্কণযুক্ত হস্তে পাশা চালাইলেন। (১২৬০) এই কথা শুনিয়া সখীগণ বলিলেন,—"দেখ সখি! চুম্বনাদিরূপ পণ-বৃদ্ধির উত্তম পথস্বরূপ তোমার মনোবাসনা কে জানিয়াছে; আমরা ত' কিছুই জানি না—দুঃখ করিও না, তুমি "বিদুঃ বিদুঃ"—জানিয়াছে জানিয়াছে বলিয়া চীৎকার কেন করিতেছ?" (১২৬১) সখীসমূহের বাক্যভঙ্গী শুনিয়া তাঁহার রক্তবর্ণ চক্ষুর প্রান্ত চঞ্চল হইল এবং প্রিয়তমের বক্রোক্তিতেও বিদ্ধ হইয়া খেলনে ভ্রান্তচিত্তাই হইয়া পড়িলেন। (১২৬২) তিনি স্বয়ংই বিনা অনুসন্ধানে নিয়তির গতিতে চালিতা হইয়াই যেন খেলার ক্রমভঙ্গ করিয়া ভ্রমক্রমে নিজ

সা পুনঃ প্রববৃতে জয়কামা, খেলিতুং স্মিতমুখী বররামা।
নাগ্রহো জয়ফলে খলু তাদৃক্, সুভ্রুবো বিজয় এব হি যাদৃক্॥১২৬৪

(কৃষ্ণা০ ৪।২৯৪)

সা ন তং স চ ন তামথ জেতুং
সংবভূব জগতীজয়কেতুম্।
চিত্রমেতদতি যদ্বিজিতোঽভূ-
দেক এব সভিকঃ স মনোভূঃ ॥ ১২৬৫ ॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২৯৫)

দ্বৌ কলারস-কলাপবিদগ্ধৌ
দ্বৌ পুরুপ্রণয়কৌশলমুগ্ধৌ।
দ্বৌ সুমঙ্গলগুণাবলিনদ্ধৌ
দ্বৌ পরস্পর-মনোরথসিদ্ধৌ ॥ ১২৬৬ ॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২৯৬)

কৃত সেই ব্যূহবন্ধনই ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। (১২৬৩) তাহা দেখিয়া সেই মহা উদার প্রিয়তমও সেই পণকে ত্রিগুণিত করিলেন। সখীগণ তখন বলিলেন, —"দেখ হে! গর্ব্ব করিও না, আমাদের প্রিয়সখী সবই জয় করিয়া লইবেন। (১২৬৪) সেই বররামা রাধা জয়-কামনা করিয়া পুনরায় খেলায় প্রবৃত্তা হইলেন। অহো! সুন্দরীদের বিজয়ে যেমন আগ্রহ দৃষ্ট হয়, জয়ফলে তত আগ্রহ থাকে না। (১২৬৫) শ্রীরাধাও সেই জগজ্জয়-পতাকাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণও সেই জগজ্জয়-পতাকারূপিণী রাধাকে জয় করিতে পারিলেন না; ইহা অতি বিচিত্র কথা যে, তখন একমাত্র দ্যূতাধ্যক্ষ মদনই পরাজয় লাভ করিলেন। (১২৬৬) দুইজনেই (গণেশাদিপূজাস্থানাধার কুচ-কলসাদি স্পর্শাদিরূপ) কলাবিদ্যাবিদগ্ধ, দুইজনই মহাপ্রণয়কৌশলমুগ্ধ, দুইজনই মহা-মঙ্গল গুণাবলীতে সমাসক্তচিত্ত এবং দুইজনই পরস্পর মনোবাসনায়

বাধকো ব্যজনি কালবিলম্বঃ, খেলনেঽস্তি নতরামবলম্বঃ।
ইত্যভাবসতি পর্য্যবসানে, খেলনং জহতুরব্যবধানে ॥ ১২৬৭ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৯৭)

তাবদেত্য বনদেব্যথ কাচিৎ, প্রাহ সূর্য্যসদনে জটিলাগাৎ।
তাস্ততো নিখিলকেলিমুদস্য, ত্রস্তনেত্রমগুরন্তিকমস্যাঃ ॥ ১২৬৮॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৫৩)

কিং স্নুষে! ক নু বিলম্বমকার্ষীঃ
স্নাতুমদ্য যদগাং স্বরনদ্যাম্।
কিং ন কুন্দলতিকামিহ বীক্ষে
সা গতা মম পুরোহিতহেতোঃ ॥ ১২৬৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৫৪)

নৈতি কিং চিরমিয়ং কলয়ারা,-দাগতাং সহপুরোধসমেনাম্।
বিপ্রবেশধর-কৃষ্ণসমেতা, সা গতাথ নিজগাদ চ বৃদ্ধাম্ ॥১২৭০॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৫৫)

(হিন্দোলন, অরণ্যবিহার, বংশীচুরি, রতিক্রীড়া, মধুপান ও সূর্য্যপূজাদিলীলা পরম্পরাদ্বারা) মহাসিদ্ধিলাভ করিলেন। (১২৬৭) অহো! তখন কালবিলম্বই বাধক হইল, খেলিবার আর উপায় নাই, এই জন্যই খেলা সমাপ্ত না হইতেই তাঁহারা শীঘ্র খেলা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

সূর্য্যমন্দিরে গমনাদি

(১২৬৮) এমন সময় একজন বনদেবী আসিয়া কহিলেন,—"সূর্য্যসদনে জটিলা আসিয়াছেন"—এই কথা শ্রবণমাত্রে ব্রজসুন্দরীগণ নিখিল কেলি পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্রস্তনেত্রে জটিলার নিকট গমন করিলেন। (১২৬৯-১২৭৩) জটিলা শ্রীরাধিকাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে স্নুষে! এত বিলম্ব কোথায় হইল?" শ্রীরাধা কাহিলেন,—"হে আর্য্যে! মানসজাহ্নবীর

নাদ্য কোঽপি চিরমার্গণতোঽপি, প্রাপ্যতে দ্বিজসুতো নিজগোষ্ঠে।
কিন্ত্বয়ং মধুপুরীভব আগা,-দত্র গর্গকলিতাখিলবিদ্যঃ ॥ ১২৭১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৫৬)

এনমেব বহুবর্ণিনমত্র, স্তৌতি পণ্ডিতততির্মতিমন্তম্।
তন্ময়াগ্রহশতৈরিহ নীতং, তং পুরোহিততয়া বৃণু বধ্বাঃ ॥১২৭২॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৫৭)

তং জরত্যবদদদ্য কৃতার্থৈ,-বাভবং ভবদবেক্ষণমাত্রাৎ।
বিপ্রবর্য্য ! পরিপূরিতকামাং, মদ্বধূং কুরু সমর্চ্চয় মিত্রম্ ॥ ১২৭৩॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৫৮)

পবিত্র সলিলে স্নান করিতে গিয়াছিলাম।" জটিলা—কুন্দলতাকে দেখিতেছি না কেন? শ্রীরাধা—সে আমার সূর্য্যপূজার পুরোহিত আনিতে গিয়াছে। জটিলা—এখন পর্য্যন্ত আসিতেছে না কেন? শ্রীরাধা—আর্য্যে! ঐ দেখ, কুন্দলতা পুরোহিত সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত, ইহার পরেই বিপ্রবেশধর শ্রীকৃষ্ণসহ কুন্দলতা আসিয়া বৃদ্ধাকে কহিলেন,—"হে আর্য্যে! অদ্য বহুক্ষণ অন্বেষণ করিয়াও আমাদের গোষ্ঠে একজনও বিপ্রসুত পাইলাম না। অনেক ক্লেশে মধুপুরীবাসী নিখিল-বিদ্যৈক-নিকেতন এই গর্গশিষ্য বটুকে পাইয়াছি। হে আর্য্যে! এই বহুবর্ণী (উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচারী এবং বহুরূপী অর্থাৎ ব্রাহ্মণযোগী প্রভৃতি বেশধারী এবং শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতে বহুবর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া কথিত) মতিমান্ বটুকে পণ্ডিতগণ স্তুতি করিয়া থাকেন। আমি অত্যন্ত আগ্রহ করিয়া ইহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছি। তুমি বধূ-পুরোহিত করিয়া বরণ কর। জটিলা বিপ্রবেশী কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন,—"হে বিপ্রবর্য্য! আমি অদ্য তোমার দর্শনমাত্রে কৃতার্থা হইয়াছি। আমার বধূকে পূজা

তদা রাধা বিশাখামাহ—

সহচরি ! হরিরেষ ব্রহ্মবেশং প্রপন্নঃ
কিময়মিতরথা মে বিদ্রবত্যন্তরাত্মা ।
শশধরমণিবেদী স্বেদধারাং প্রসূতে
ন কিল কুমুদবন্ধোঃ কৌমুদীমন্তরেণ ॥ ১২৭৪॥

(ল০ ২।১২)

রাধাকর্ণে বিশাখাহ—

ব্রধ্নোপাস্তিবিধৌ তব প্রণয়িতাপূরেণ বেশং গতে
ক্ষ্মাদেবস্য কথং গুণোঽপ্যঘরিপৌ দ্রাগস্য সঞ্চক্রমে ?
বুদ্ধিঃ পশ্য বিবেক-কৌশলবতী দৃষ্টিঃ ক্ষমোদ্গারিণী
বাগেতস্য মৃগাক্ষি ! রূঢ়বিনয়া মূর্ত্তিশ্চ ধীরোজ্জ্বলা ॥ ১২৭৫॥

(উ০ ১।৩০)

ধীরতারনয়নঃ সিতবাসা, দর্ভ-সম্বলিত-পুস্তকপাণিঃ ।
সামগান-মধুরস্বরকণ্ঠো, মূর্ত্তিমান্ স ইবৈষ তদোচে ॥ ১২৭৬॥

(কৃ০ ভা০ ১৫।৫৯)

করাও।” (১২৭৪) তখন শ্রীরাধা বিশাখাকে কহিলেন,—“সহচরি ! ইনি সাক্ষাৎ হরি, ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া আগমন করিয়াছেন। তাহা না হইলে আমার অন্তরাত্মা দ্রবীভূত হইবে কেন ? দেখ, কুমুদবন্ধু চন্দ্রের চন্দ্রিকা-ব্যতিরেকে কি কখনও চন্দ্রকান্তমণি-নির্ম্মিত বেদী ঘর্ম্মদ্বারা প্রসব করে ?” (১২৭৫) শ্রীবিশাখা শ্রীরাধার কর্ণে কহিলেন,—“হে মৃগাক্ষি ! তোমার প্রণয়বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যোপাসনা-বিষয়ে ভূদেবরূপ ধারণ করিয়াছেন। অবলোকন কর—কি আশ্চর্য্য ! হঠাৎ ইঁহার দেহে কিরূপে ব্রাহ্মণগুণ সঞ্চারিত হইল ? ইঁহার কেমন বিবেক ও কৌশলবতী দৃষ্টি যেন

বর্ণিনো যদপি নোচিতমেব, স্ত্রীবিলোকনমথাপ্যতিসাধ্বীম্।
কারয়ে স্তৃততনূমিহ কাম,-প্রাংশুমদ্‌যজনমস্য তু বৃদ্ধে !! ১২৭৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৬০)

পূজারম্ভেঽবদৎ কৃষ্ণো বধ্বাস্তে নাম কিং বদ।
রাধেতি বৃদ্ধয়োক্তেঽসৌ সচমৎকারমাহ তাম্॥ ১২৭৮ ॥
(গোবি০ ১৮।৬৫)

সেয়ং গুণবতী যস্যাঃ সাধ্বীত্বং শ্রূয়তে পুরে।
ধন্যা ত্বং যৎস্নুষা সৈযেত্যুক্ত্বা রাধামথাব্রবীৎ॥ ১২৭৯ ॥
(গোবি০ ১৮।৬৬)

নাবৃতঃ কারয়েৎ কর্ম তদ্‌ভাস্বদতনুক্রতৌ।
বৃণু মাং স্ত্রী ন মে স্পৃশ্যা স্পৃশন্তী মাং কুশৈঃ পঠ॥ ১২৮০ ॥
(গোবি০ ১৮।৬৭)

ক্ষমাগুণকে উদ্গিরণ করিতেছে, বাক্য বিনয়ান্বিত এবং মূর্ত্তি, যেন ধৈর্য্য-গুণেরই আশ্রয়স্বরূপ।" (১২৭৬) অনন্তর ধীরতারনয়ন এবং দর্ভসমন্বিত পুস্তককর, সামগান-পরায়ণ মূর্ত্তিমান্ শমের ন্যায় লোকলোচন-গোচরীভূত বিপ্রবেশী শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—(১২৭৭) "হে বৃদ্ধে! যদ্যপি ব্রহ্মচারীদিগের স্ত্রীবিলোকন করা উচিত নহে, তাহা হইলেও অতি সাধ্বী বস্ত্রাবৃততনু তোমার বধূকে কামপূরকাংশুমদ্‌যজন করাইব।" (১২৭৮) পূজার আরম্ভে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধা জটিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার পুত্রবধূর নাম কি? বৃদ্ধা কহিলেন,—"রাধা"; এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ চমৎকৃত হইয়া বৃদ্ধাকে বলিতে লাগিলেন,—(১২৭৯) "সেই গুণবতী কি ইনি? এই ব্রজপুরে যাঁহার সতীত্ব শুনা গিয়া থাকে! এবং এই রাধা তোমার পুত্রবধূ—অতএব তুমি ধন্যা"—এই কথা বলিয়া শ্রীরাধাকে কহিলেন,—(১২৮০) "পুরোহিত বরণ না করিলে তিনি কখনই কর্ম্ম করেন না"—এই বেদ-

জগন্মঙ্গলকৃদ্গোত্রং শুচিবিৎপ্রবরং শুচিম্।
ভবন্তং বিশ্বশর্মাণং পুরোহিততয়া বৃণে ॥ ১২৮১ ॥

(গোবি০ ১৮।৬৮)

শ্রীভাস্বতেঽতনুতমঃ সংহন্ত্রেত্যনুরাগিণে।
পুরঃ সতেঽস্মৈ মিত্রায় পদ্মিনীবন্ধবে নমঃ ॥ ১২৮২ ॥

(গোবি০ ১৮।৬৯)

বাক্য, অতএব এই সূর্য্যপূজারূপ মহাযজ্ঞে আমাকে বরণ কর, কিন্তু আমি স্ত্রীলোককে স্পর্শ করি না, সুতরাং তুমি কুশদ্বারা আমাকে স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ কর। (পক্ষান্তরে দেদীপ্যমান অতনুক্রতু অর্থাৎ কামযজ্ঞে বস্ত্রাদিদ্বারা আবৃত হইয়া কর্ম্ম করাইবে না, সুতরাং বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নিখিল-ললনাপতি যে আমি, আমাকে কামস্পৃশ্যা অর্থাৎ কামাতুরা হইয়া কুশ অর্থাৎ অঙ্কুশসদৃশ সুতীক্ষ্ণ নখর দ্বারা পঠ অর্থাৎ ক্রিয়া কর)। (১২৮১) "জগন্মঙ্গলকৃদ্গোত্রং শুচিবিৎ প্রবরং শুচিম্। ভবন্তং বিশ্বশর্ম্মাণং পুরোহিততয়া বৃণে॥" জগন্মঙ্গলকারী শ্রীভগবান্ই যাহার গোত্র এবং শুচিবিৎ যাঁহার প্রবর, বিশুদ্ধ জ্ঞানশালী সেই শুদ্ধচেতা বিশ্বশর্ম্মাকে (বিশ্বশর্ম্মা-নামক আপনাকে) আমি পুরোহিত পদে বরণ করিতেছি। পক্ষান্তরে যাঁহার গোত্র (নাম) জগতের মঙ্গলপ্রদ শুচিবিৎ অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসবেত্তা সকলের মধ্যে প্রবর শ্রেষ্ঠ (রসিক চূড়ামণি) বিশ্বশর্ম্মা (বিশ্বের সুখপ্রদ) পুরোহিত অর্থাৎ পুর অগ্রে হিতকারী বলিয়া বরণ করিতেছি। (১২৮২) যিনি অতনু-তমঃসংহর্ত্তা অর্থাৎ সমধিক অন্ধকারের বিনাশকারী, যিনি সায়ং ও প্রভাতে অতিশয় অনুরক্ত অর্থাৎ অরুণবর্ণ সম্মুখস্থিত এবং পদ্মিনীপতি (পদ্মবান্ধব) এই মিত্র-নামক ভাস্বান্ (সূর্য্যকে) আমি নমস্কার করি। পক্ষান্তরে মিত্র (প্রিয়) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমি প্রদত্তা হইতেছি। 'শ্রী' অর্থাৎ বক্ষঃস্থলস্থিতা স্বর্ণরেখার কান্তিযুক্ত, তনু-

মন্ত্রেণানেন পাদ্যাদীন্ মিত্রায় ত্বং সমর্পয়।
স্বঞ্চ গৌরাংশুকঃ স্যাত্তে যথা কামপ্রদো বশঃ॥ ১২৮৩॥
(গোবি০ ১৮।৭০)

অর্চিতার্চাধুনা ধন্যে ত্বমর্ঘ্যং কুরু ভাবতঃ।
অম্বরোদ্ভাসিনে গাঢ়মুদা রাজীববন্ধবে॥ ১২৮৪॥
(ল০ ২।১৪)

নিভৃতমরতিপুঞ্জভাজি রাধে!
ত্বদধরবর্দ্ধিতচপলে চলাক্ষি!
চটুলয় কুটিলাং দৃগন্তভঙ্গী-
ময়ি কৃপণে ক্ষণমোঁ নমঃ সবিত্রে॥ ১২৮৫॥
(ল০ ২।১৩)

হীন কন্দর্পজন্য তমঃ অর্থাৎ দুঃখবিনাশক, অতিশয় অনুরাগযুক্ত, পদ্মিনী অর্থাৎ যে স্ত্রীর বদন, নয়ন, হস্ত ও চরণ কমলসদৃশ এবং যাহার হস্তে লীলা-কমল আছে, তাদৃশ পদ্মিনীর অর্থাৎ নায়িকারত্নের যিনি পতি, সেই অগ্রস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। (১২৮৩) অনন্তর পুরোহিতরূপী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"রাধে! তুমি এই মন্ত্রদ্বারা মিত্রকে (সূর্য্যকে) পাদ্যাদি এবং আত্মা (মন) সমর্পণ কর, তাহা হইলে গৌরকিরণ সূর্য্যদেবও তোমার কাম অর্থাৎ অভীষ্ট প্রদান করিবেন।" পক্ষান্তরে 'মিত্র' অর্থাৎ 'প্রিয়' এবং পীতাম্বর আমাকে 'আত্মা' অর্থাৎ 'শরীর' সমর্পণ কর, আমি তোমায় কন্দর্পবিলাস সমর্পণ করিব। (১২৮৪) পুনরায় কৃষ্ণ কহিলেন,—"ধন্যে! প্রতিমা ত' পূজা করা হইল এক্ষণে ভক্তিসহকারে অম্বরোদ্ভাসী (গগনোদিত, পক্ষে পীতবস্ত্র-শোভিত) পদ্মবন্ধু সূর্য্যকে (পক্ষে জীবনবন্ধু আমাকে) অর্ঘ্য প্রদান কর।" (১২৮৫) শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন,—রাধে! তোমার অধর সন্দর্শন করিয়া চপলতা বৃদ্ধি হওয়ায় আমি নিরন্তর ক্লেশপুঞ্জ ভোগ করিতেছি। অতএব হে চঞ্চলাক্ষি! এই মাদৃশ দুঃখিত জনের প্রতি

সংপ্রতি কন্যারাশেরুপভোগং কুর্বতে পুরঃস্থায়।
মিত্রায় চিত্রমর্ঘ্যং কুরু সুস্মিত-পুণ্ডরীকেণ ॥ ১২৮৬ ॥
(ল০ ২।১৫)

রাধিকা দৃগন্তেন হরিং পশ্যতি। কৃষ্ণঃ—
সবিতুঃ সমাপ্তিমাপ্তঃ পূজাবিধিরেষ সুষ্ঠু কল্যাণি!
ইষ্টং নন্দয় দেবং সরাগ-সুমনোবরাঞ্জলিনা ॥ ১২৮৭ ॥
(ল০ ২।১৬)

রাধিকা বন্ধূক-কুসুমাঞ্জলিং ক্ষিপতি ;—
পত্যুরস্তু কৃপয়া তব ভাস্বদ্,-যাগতোঽযুতগবাপ্তিরমুষ্যাঃ।
কল্পতানবরতং চিরমায়ু,-র্বৃদ্ধিরিত্যমুমযাচত বৃদ্ধা ॥১২৮৮॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৬৪)

কুটিল নয়নাঞ্চলশোভা নিক্ষেপ কর। সূর্য্যদেবকে নমস্কার। (১২৮৬) তখন কুন্দলতা বলিলেন,—"সখি! সম্প্রতি আশ্বিনে সূর্য্যদেব কন্যারাশি ভোগ করিতেছেন ; অতএব, বিকসিত কমল দ্বারা ইঁহাকে বিচিত্র অর্ঘ্য প্রদান কর।" শ্লেষার্থে—সম্প্রতি কন্যাসমূহ-ভোগকারী সম্মুখস্থ প্রিয়তম শ্রী-কৃষ্ণকে হাস্যকমলদ্বারা উৎকৃষ্ট অর্ঘ্য প্রদান কর। (১২৮৭) তখন শ্রীরাধিকা নেত্রকোণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"কল্যাণি! সূর্য্যদেবের পূজাবিধি সুন্দররূপে পরিসমাপ্ত হইল, এক্ষণে তুমি উৎকৃষ্ট রক্তকুসুমের (পক্ষে অনুরাগযুক্ত উত্তম মনের) অঞ্জলি দ্বারা ইষ্টদেবকে আনন্দিত কর।" শ্রীরাধিকা, বন্ধুক অর্থাৎ বাঁধুলীফুলের অঞ্জলি প্রদান করিলেন। (১২৮৮) এই প্রকার রসময় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে মিত্রযজন করাইলে বৃদ্ধা জটিলা অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন,—"হে বিপ্রবর্য্য আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন এই শ্রীরাধার পতির (অভিমন্যুর) তোমার কৃপায় অযুত গবাপ্তি অর্থাৎ অযুতসংখ্যক গো-লাভ হউক এবং অনবরত নৈরুজ্য এবং আয়ুর্বৃদ্ধি হউক।"—এই বর প্রার্থনা করি।

এবমস্ত্বিতি বদত্যঘশত্রা,-বেত্য তত্র মধুমঙ্গল উচে।
সূর্য্যসূক্তমহমেব পঠামী,-ত্যক্ষিপদ্দৃশমশেষনিবেদ্যে ॥ ১২৮৯॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৬৫)

মূর্খ লম্পটসখ! ত্বমিহাগাঃ, কিং বটুঃ প্রতিদিনং পুনরেষঃ।
পূজয়িষ্যতি বধূমতিসৌম্যঃ, শ্যাম ইত্যবদজ্জরতী তম্ ॥১২৯০॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৬৬)

কৃষ্ণঃ—সাম্প্রতং শৃণু সতীকুলবর্য্যে!
ভাস্বতে নম ইতীহ পঠন্তী।
উত্থিতা কৃত-পরিক্রমণা ত্বং
ক্ষৌণিলগ্নশিরসা প্রণমামুম্ ॥ ১২৯১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৫।৬৮)

সা তথা বিদধাতি।

নৈবেদ্যে দক্ষিণাত্বেন রাধা-স্বর্ণাঙ্গুলীয়কে।
ন্যস্তেঽগ্রে বৃদ্ধয়া ভক্ত্যা স্মেরস্তামাহ মাধবঃ ॥ ১২৯২ ॥
(গোবি০ ১৮।৭৩)

(১২৮৯) শ্রীকৃষ্ণ 'এবমস্তু' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে মধুমঙ্গল "আমি সূর্য্যসূক্ত পাঠ করিতেছি" বলিয়া বিবিধ নৈবেদ্যের উপরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। (১২৯০) তখন বৃদ্ধা জটিলা কহিলেন,—"রে মুর্খ! রে লম্পটমিত্র! তুই কেন এখানে আসিয়াছিস্? এই শ্যামবর্ণ সৌম্যবটু আমার বধূকে প্রতিদিন পূজা করাইবেন।" (১২৯১) বিপ্রবেশী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে কহিলেন,—"হে সতীকুলচূড়ামণি! 'ভাস্বতে নমঃ' এই মন্ত্র পাঠ করত উত্থিত হইয়া পরিক্রমণপূর্বক নমস্কার কর।" (১২৯২) শ্রীরাধিকাও তাহাই করিলেন। তদনন্তর বৃদ্ধা জটিলা দুইখানি নৈবেদ্য ও দক্ষিণাস্বরূপ অঙ্গুরীয়দ্বয় পুরোহিতরূপী শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে অর্পণ করায়

নাদ্মোহন্যদেবতাশেষং বয়মেকান্তিবৈষ্ণবাঃ।
নান্যবর্ণার্থমাদদ্যাং শুক্লবৃত্তিরহং বটুঃ॥ ১২৯৩ ॥

(গোবি০ ১৮।৭৪)

সর্বজ্ঞো গর্গশিষ্যোঽস্মি জ্যোতিঃ সামুদ্রকাদিবিৎ।
গুর্বী মে দক্ষিণা প্রীতির্যুষ্মাভির্ব্রজবাসিভিঃ॥ ১২৯৪ ॥

(গোবি০ ১৮।৭৫)

বৃদ্ধায়াং কর্ণলগ্নায়াং কৌন্দ্যাঃ সা হরিমব্রবীৎ।
বৃদ্ধা ত্বাং যাচতে বধ্বাঃ করং বীক্ষ্য ফলং বদ॥ ১২৯৫ ॥

(গোবি০ ১৮।৭৬)

হরিস্তামাহ নাস্মাকং ললনাঙ্গপ্রদর্শনম্।
কার্য্যং তথাপি বঃ প্রীত্যা বশঃ পশ্যামি দূরতঃ॥ ১২৯৬॥

(গোবি০ ১৮।৭৭)

শ্রীকৃষ্ণ হাস্যমুখে জটিলাকে কহিলেন। (১২৯৩) "আমরা একান্ত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ; অতএব অন্যদেবতার প্রসাদ ভক্ষণ করি না। আমি শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণ বালক, অন্য জাতির অন্ন বা অর্থও গ্রহণ করি না।" (১২৯৪) আরও কহিলেন যে, আমি গর্গাচার্য্যের শিষ্য, জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক প্রভৃতি শাস্ত্রের পণ্ডিত সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আমার প্রতি তোমাদের যে স্বাভাবিক প্রীতি আছে, তাহাই মহতী দক্ষিণা। (১২৯৫) অনন্তর বৃদ্ধা জটিলা কুন্দলতার কর্ণে সংলগ্ন হইলে কুন্দলতা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,— "বটো! বৃদ্ধা জটিলা আপনাকে নিবেদন করিতেছে যে, আপনি বধূ শ্রীরাধার হস্ত দেখিয়া ফলাফল বলুন।" (১২৯৬) ব্রাহ্মণরূপী শ্রীকৃষ্ণ কুন্দলতাকে বলিলেন যে, স্ত্রীলোকের অঙ্গ-দর্শন আমাদের কর্ত্তব্য নহে ; তথাপি তোমাদের প্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া দূর হইতে হস্ত দেখিতেছি।

ত্বমেবাস্যাঃ করৌ সাধ্ব্যাঃ প্রসারয় পুরো মম।
কৌন্দ্যা তথা কৃতে সোঽভূৎ কম্পাশ্রুপুলকান্বিতঃ ॥ ১২৯৭ ॥
(গোবি০ ১৮।৭৮)

আচ্ছাদ্য বিস্ময়েনাত্মহর্ষমাহাদ্ভুতং ত্বিদম্।
যান্যস্যাঃ শুভচিহ্নানি তৈরিয়ং স্যাৎ স্বয়ং রমা ॥ ১২৯৮ ॥
(গোবি০ ১৮।৭৯)

অস্যাঃ প্রসাদদৃষ্টিশ্চেদ্বয়ং স্মঃ পূর্ণসম্পদঃ।
যত্রাস্যাঃ স্থিতিরত্রৈব সসম্পৎ সর্বমঙ্গলম্ ॥ ১২৯৯ ॥
(গোবি০ ১৮।৮০)

সূনোস্তে নাম কিং ব্রূহীত্যুক্তয়া বৃদ্ধয়োদিতে।
তন্নাম্নি গণয়িত্বাহ হরিস্তামতিবিস্মিতঃ ॥ ১৩০০ ॥
(গোবি০ ১৮।৮১)

(১২৯৭) অপর তুমিই এই পতিব্রতার কর মদীয় সম্মুখে প্রসারিত কর।" তাহা শুনিয়া কুন্দলতা শ্রীরাধার হস্ত প্রসারিত করিলে তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কম্প, অশ্রু ও পুলকযুক্ত হইলেন। (১২৯৮) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ আত্মহর্ষ অর্থাৎ শ্রীরাধার অঙ্গদর্শনজাত-হর্ষ এবং তজ্জন্য কম্পাদি সমস্ত ভাবকে বিস্ময়রসদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন,—"ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য! এই বধূর হস্তে যত শুভচিহ্ন দর্শন করিতেছি, তাহাতে নিশ্চয় জানা গেল যে, ইনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা।" (১২৯৯) "এই বধূর যদি কৃপাদৃষ্টি হয়, তাহা হইলে আমরা সর্ব্বসম্পত্তিতে পূর্ণ হইতে পারি; আর ইহাঁর যে স্থানে অবস্থিতি হয়, তথায় সমস্ত সম্পত্তির সহিত মঙ্গল বর্ত্তমান থাকে।" (১৩০০) তৎপরে জটিলাকে বলিলেন,—"তোমার পুত্রের নাম বল"—এই কথায় জটিলা পুত্রের নামোচ্চারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই নামে গণনা করত অত্যন্ত

বর্ত্তন্তে বহবো বিঘ্না বৃদ্ধে ! তে তনয়ায়ুষি ।
অস্যাঃ সাধ্ব্যাঃ প্রভাবেণ প্রভবন্তি ন তে ক্বচিৎ॥ ১৩০১॥
(গোবি০ ১৮।৮২)

তচ্ছ্রুত্বা নন্দিতা বৃদ্ধা রাধিকারত্নমুদ্রিকাম্ ।
অমূল্যাং পুরতস্তস্য দধার পারিতোষিকম্ ॥ ১৩০২ ॥
(গোবি০ ১৮।৮৩)

তাবদেত্যাহ সুবলো বিশ্বশর্ম্মন্ ! হরির্য়ুবাম্ ।
পয়ঃফেনফলাদীনাং ভোজনায় প্রতীক্ষতে ॥ ১৩০৩ ॥
(গোবি০ ১৮।৮৪)

নাদ্মি বিপ্রেতরান্নাদি গার্গ্যা চাস্মি নিমন্ত্রিতঃ ।
যামি শীঘ্রং গৃহাণ ত্বং নৈবেদ্যং মধুমঙ্গল ॥ ১৩০৪ ॥
(গোবি০ ১৮।৮৫)

মধুঃ প্রাহ দেহি বৃদ্ধে ! স্বস্তিবাচন-দক্ষিণাম্ ।
আকৃষ্য সাপ্যদাত্তস্মৈ স্বাঙ্গুলেঃ স্বর্ণমুদ্রিকাম্ ॥ ১৩০৫ ॥
(গোবি০ ১৮।৮৬)

বিস্মিত হইয়া জটিলাকে কহিলেন,—(১৩০১) "বৃদ্ধে ! তোমার পুত্রের পরমায়ুতে বহুতর বিঘ্ন আছে, কিন্তু এই পতিব্রতা বধূর প্রভাবেই সেই বিঘ্নসমস্ত কিছুই করিতে পারিতেছে না।" (১৩০২) এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা আনন্দিতা হওত' শ্রীরাধার রত্নখচিত অমূল্যরত্ন-মুদ্রিকা (তুইটী অঙ্গুরীয়ক) দ্বিজরূপী শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে পারিতোষিক রাখিলেন। (১৩০৩) ইতিমধ্যে সুবল আসিয়া বলিলেন,—"হে বিশ্বশর্ম্মন্ ! দুগ্ধ-ফেন, অর্থাৎ রস ও ফলাদি ভোজন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তোমার এবং মধুমঙ্গলের প্রতীক্ষা করিতেছেন।" (১৩০৪) এই কথা শ্রবণ করিয়া বিশ্বশর্ম্মা কহিলেন,—"আমি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতির অন্নাদি ভোজন করি না। গার্গী (গর্গাচার্য্যের) কন্যা আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, আমি

বটুস্তাং প্রাপ্য হৃষ্টঃ সন্ কফোণিং বাদয়ন্মুহুঃ।
নৈবেদ্যমঞ্চলে বদ্ধা তাং প্রশংসন্ননর্ত্ত সঃ॥ ১৩০৬॥
(গোবি০ ১৮।৮৭)

বৃদ্ধয়া প্রার্থিতঃ কৃষ্ণং জগাদ মধুমঙ্গলঃ।
অগৃহীতে দক্ষিণার্থে ত্বয়া ন ব্রতপূর্ণতা॥ ১৩০৭॥
(গোবি০ ১৮।৮৮)

কৃপয়া তদ্গৃহাণেমং স্বার্থশ্চার্থেন তেন চেৎ।
বিপ্রেভ্যঃ কৢপ্স্যতে সোঽয়ং ব্রতিন্যা ভবিতা শুভম্॥১৩০৮
(গোবি০ ১৮।৮৯)

স্বীকৃতস্তে ময়া দোষো নেত্যুক্ত্বা স্বাঞ্চলে হসন্।
ববন্ধ মুদ্রিকে তে দ্বে নিষিদ্ধোঽপ্যমুনা মুহুঃ॥ ১৩০৯॥
(গোবি০ ১৮।৯০)

সত্বর তথায় যাইতেছি ; মধুমঙ্গল ! তুমিই নৈবেদ্য গ্রহণ কর।” (১৩০৫) অনন্তর মধুমঙ্গল বলিলেন,—“বৃদ্ধে ! তুমি আমাকে স্বস্তিবাচনের দক্ষিণা দাও।” বৃদ্ধা জটিলা স্বীয় অঙ্গুলী হইতে স্বর্ণমুদ্রা (অঙ্গুরী) আকর্ষণ করিয়া মধুমঙ্গলকে সমর্পণ করিলেন। (১৩০৬) মধুমঙ্গল স্বর্ণাঙ্গুরী-প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হইয়া বারম্বার কফোণি অর্থাৎ হাতের কনুই বাজাইতে বাজাইতে বস্ত্রাঞ্চলে নৈবেদ্য বন্ধনপূর্বক বধূ ও বৃদ্ধাকে প্রশংসা করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। (১৩০৭) দক্ষিণা-গ্রহণনিমিত্ত বৃদ্ধাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—“তুমি যদি দক্ষিণা ধন গ্রহণ না কর, তাহা হইলে ব্রত পূর্ণ হইবে না।” (১৩০৮) অতএব কৃপা করিয়া এই দক্ষিণা অর্থ গ্রহণ কর। যদি অর্থে তোমার কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকে দান করিবে, তাহাতে ব্রতকারিণী বধূরও মঙ্গল হইবে। (১৩০৯) শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ বারণ করিলেও মধুমঙ্গল “তোমার দোষ আমি স্বীকার করিলাম”—এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে সেই দুইটী অঙ্গুরী

জগাদ কৃষ্ণং জটিলা বটো ! যদৈ-
বায়াতি গোষ্ঠং মম ভাগ্যতো ভবান্।
তদা ময়াস্যা রবিপূজনে গুরু-
র্বৃতোঽস্তি তে ভূরি দদামি দক্ষিণাম্ ॥ ১৩১০ ॥
(গোবি০ ১৮।৯১)

ইত্যুক্ত্বা জটিলা হৃষ্টা নত্বাদিত্যং দ্বিজৌ চ তৌ।
কৃতার্থং স্বং মন্যমানা তাভিঃ সা চলিতালয়ম্ ॥ ১৩১১ ॥
(গোবি০ ১৮।৯২)

যান্তী বিবর্ত্ত্য সহসালপনচ্ছলেন
গ্রীবাং মুহুর্ললিতয়ানুগয়া মুরারেঃ।
বক্ত্রাব্জসারঘমপাঙ্গতরঙ্গভঙ্গ্যা
রাধা পিবন্ত্যপি ন তৃপ্তিমবাপ দীনা ॥ ১৩১২ ॥
(গোবি০ ১৮।৯৩)

বসনাঞ্চলে বন্ধন করিলেন। (১৩১০) তৎপরে জটিলা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—"বটো ! আমার সৌভাগ্যবশতঃ যখনই আপনি এই গোষ্ঠে আগমন করিবেন, তখনই আমি এই বধূর সূর্য্যপূজায় আপনাকে বরণ করিব এবং প্রচুররূপে দক্ষিণাও প্রদান করিব।" (১৩১১) এই কথা বলিয়া জটিলা আহ্লাদিত মনে সূর্য্যদেবকে তথা উক্ত বটুদ্বয় অর্থাৎ 'বিশ্বশর্ম্মা' ও 'মধুমঙ্গল'কে প্রণাম করত আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া শ্রীরাধাদির সহিত স্বগৃহাভিমুখে গমন করিলেন। (১৩১২) তৎপর শ্রীরাধা গৃহে গমন করিতে করিতে পশ্চাদ্গামিনী ললিতাদির সহিত আলাপ করিবার ছলে পুনঃ পুনঃ গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখাব্জমধু নেত্রকোণের তরঙ্গ-ভঙ্গীদ্বারা পান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না, সুতরাং দীনভাব

হৃদয়দয়িত-লীলা স্নিগ্ধদুগ্ধৈঃ প্রপূর্ণা
তনুকনকঘটী যা সুভ্রুবোঽস্যাঃ সখীনাম্।
নয়নমুদমতানীৎ সাশু বৈরস্যমাপ্তা
বিরহবিষ-বিবর্ণা নেত্রসন্তপ্তয়েঽভূৎ ॥ ১৩১৩ ॥
(গোবি০ ১৮।৯৪)

কান্তাসঙ্গেন্দু-সংফুল্লঃ কৃষ্ণো নীলোৎপলপ্রভঃ।
বিচ্ছেদার্কোদয়ে ম্লায়ন্ ক্ষণাদন্য ইবাভবৎ ॥ ১৩১৪ ॥
(গোবি০ ১৮।৯৫)

সখিভ্যাং সহিতঃ সোঽথ বিমনাঃ স্বসখীনগাৎ।
তেঽহম্পূর্বিকয়া হৃষ্টা আলিঙ্গন্তস্তমব্রুবন্ ॥ ১৩১৫ ॥
(গোবি০ ১৮।৯৬)

অস্মান্ হিত্বা তব গতবতস্ত্বদ্‌বিয়োগাসহিষ্ণূন্
কাঠিন্যং নঃ স্ফুটমবগতং ব্যাকুলৈর্দীনচিত্তৈঃ।
অন্বেষ্টুং ত্বাং প্রতিজিগমিষূন্ যত্ত্বমাগাঃ ক্ষণার্দ্ধা-
ত্তেন জ্ঞাতং প্রিয়সখ ! পরং প্রেমকৌমল্যমেব ॥ ১৩১৬ ॥
(গোবি০ ১৮।৯৭)

অবলম্বন করিয়া রহিলেন। (১৩১৩) সুন্দর ভ্রূশালিনী শ্রীরাধার যে তনুরূপ ক্ষুদ্র স্বর্ণঘট শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃতরূপ সুস্নিগ্ধ দুগ্ধদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া সখীসকলের নয়নযুগলের আনন্দবিস্তার করিয়াছিল, সেই তনুঘট শীঘ্র বিরসভাবাপন্ন ও বিরহবিষে বিবর্ণ হইয়া সখীবর্গের নেত্রসন্তাপ সমুৎপাদন করিতে লাগিল। (১৩১৪) এবং নীলোৎপলকান্তিশালী শ্রীকৃষ্ণও কান্তাসঙ্গরূপ চন্দ্রোদয়ে প্রথমতঃ প্রফুল্লিত হইয়া বিরহরূপ সূর্য্যের উদয়ে ম্লান হওত' ক্ষণকালমধ্যে যেন এক বিভিন্ন রূপ অর্থাৎ অপ্রফুল্ল হইয়া পড়িলেন। (১৩১৫) অনন্তর সুবল ও মধুমঙ্গলের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিমনা

সোঽয়ং রাধাসহচর-হরেঃ স্ফীতমধ্যাহ্নলীলা-
পীযূষাব্ধির্বিলসতি মহান্ দুর্বিগাহোঽত্যপারঃ।
ভাগ্যং তন্মে যদিহ বিলসচ্ছ্রীলরূপানুকম্পা-
বাত্যানীতা তদনুকণিকাপ্যস্পৃশন্মাং তটস্থম্ ॥ ১৩১৭ ॥
(গোবি০ ১৮।৯৮)

ইতি শ্রীশ্রীভাবনাসার-সংগ্রহে মধ্যাহ্ন-লীলাস্বাদনং নাম চতুর্থঃ সংগ্রহঃ ॥ ৪ ॥

হইয়া স্বীয় বয়স্যা সকলের নিকট গমন করিলেন এবং সেই বয়স্যবৃন্দও "এই আমার সখা, কৃষ্ণ আসিতেছে, আমি ইহাকে অগ্রে গিয়া স্পর্শ করিব"— এই বলিয়া আনন্দিত-মনে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া সকল সখাই বলিতে লাগিলেন,—(১৩১৬) "ভাই কৃষ্ণ! আমারা তোমার বিয়োগ সহ্য করিতে পারি না, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে আমরা স্পষ্টরূপে তোমার কাঠিন্য জানিয়াছিলাম। তাহাতে আমার দীনচিত্ত ব্যাকুল হইয়া তোমাকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট গমন করিতে ইচ্ছা করিলে, তুমি ক্ষণার্দ্ধকালের মধ্যে যখন আগমন করিলে, তখন হে প্রিয়সখ! ত্বদীয় আগমন-জন্য তোমার কোমলত্ব আমরা জানিতে পারিলাম। (১৩১৭) এই শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মধ্যাহ্ন-লীলারূপ অমৃতসাগর অতীব শোভমান, অন্যের দুরধিগম ও অসীম, কিন্তু যিনি শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুকম্পারূপ বায়ুদ্বারা সেই অমৃতসাগরের এক কণিকা-মাত্রও তটস্থ (অর্থাৎ তীরস্থিত অথবা শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ে উদাসীন অর্থাৎ অনভিজ্ঞ) মাদৃশ পামরকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে ইহাকে এক সুমহান্ ভাগ্য বলিতে হইবে।

ইতি মধ্যাহ্নলীলাস্বাদন-নামক চতুর্থ সংগ্রহ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম-সংগ্রহঃ

অথ অপরাহ্ন-লীলা

পরাবৃত্তিং গোষ্ঠে ব্রজনৃপতিসূনোর্বিপিনতো
মহানন্দাম্ভোধেঃ সপদি জনয়িত্রীং স্বহৃদয়ে।
স্মরন্ শ্রীগৌরাঙ্গো নটতি বলতে নিঃশ্বসিতি চ
ক্ষণং মুহ্যন্ সর্বান্ বিবশয়তি যস্তং ভজ মনঃ॥ ১॥

---

(৫) শ্রীগৌরচন্দ্র

(১) তবে অপরাহ্ণ-লীলা স্মরণ সে করে।
গৌরচন্দ্র-লীলা চিন্তে আনন্দ-অন্তরে॥

ধেনুগণ প্রিয়সখাগণ করি' সঙ্গে।
বন হইতে ব্রজে কৃষ্ণ যায় নানা-রঙ্গে।

নটবর-বেশ চূড়া ময়ূরের পুচ্ছ।
গলে বনমালা কর্ণে অশোকের গুচ্ছ॥

গোরজে ধূসর মুখচন্দ্র শোভা করে।
পরাগে ভূষিত যেন লীলাম্বুজ বরে॥

অধরে মুরলী ধরি' বাজায় সুস্বরে।
সখাগণ দল শৃঙ্গ নানা বাদ্য করে॥

উচ্চপুচ্ছ করি' যায় ধেনু ব্রজ-মাঝে।
হাম্বা হাম্বা ধ্বনি যেন জলদ গরজে॥

অট্টালিতে শ্রীরাধিকা দেখিয়া কৃষ্ণেরে।
নানাভাব-বিভূষিত হয় কলেবরে॥

শ্রীরাধাং প্রাপ্তগেহাং নিজরমণকৃতে কৢপ্তনানোপহারাং
সুস্নাতাং রম্যবেশাং প্রিয়মুখকমলালোকপূর্ণপ্রমোদাম্।
কৃষ্ণং চৈবাপরাহ্ণে ব্রজমনুচলিতং ধেনুবৃন্দৈর্বয়স্যৈঃ
শ্রীরাধালোকতৃপ্তং পিতৃমুখমিলিতং মাতৃমৃষ্টং স্মরামি ॥ ২ ॥

(গোবি০ ১৯।১)

সেই ভাব-বিভাবিত হইয়া গৌরহরি।
ব্রজলীলা রূপ-গুণ-স্মরণ সে করি ॥

স্তম্ভ-কম্প-অশ্রু-ঘর্ম্ম-পুলক-হুঙ্কার।
আনন্দ-তরঙ্গ উঠে কত শত আর ॥

ভক্তমাঝে নানা লীলা করে প্রকটন।
হেন প্রভু-পাদপদ্ম ভজ মোর মন ॥ ১ ॥

(২) **মূলসূত্র**—

সখা সঙ্গে লৈয়া কৃষ্ণ সহধেনুগণ। ব্রজপতি কত রঙ্গে করয়ে গমন ॥
মুরলীর শব্দে ব্রজে করে আকর্ষণ। গোধূলি-পটলে ব্যাপ্ত দেখিয়া গগন ॥
সর্ব কর্ম তেজিয়া বৃদ্ধ, তরুণী, বালক। কৃষ্ণের সম্মুখে যায় দেখিতে উৎসুক ॥
শ্রীরাধিকা গৃহে আসি স্নানাদি করিয়া। ষোড়শ শৃঙ্গার অঙ্গে ভূষণ করিয়া ॥
কৃষ্ণভোজন জন্য নানাবিধ পাক করি'। কৃষ্ণকে দেখিতে যায় সঙ্গে সহচরী ॥
সমুৎসুকে রাজমার্গে ব্রজদ্বারি স্থিত। সব ব্রজবাসিজন আনন্দ-উনমত্ত ॥
কৃষ্ণ তা সবারে মিলি' যথাবিধি ক্রম। দর্শন, স্পর্শন বাক্যস্মিতাবলোকন ॥
গোপবৃদ্ধ সবাকারে নমস্কার করি'। শরীর-বচন-মনে আদর আচরি' ॥

পিতামাতা-পদে করে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি।
হে নারদ! রোহিণীকে করে তথা নতি ॥
নেত্রের কটাক্ষেতে বিনয়েতে প্রিয়াগণে।
সবাকারে সৎকার করে যেন যা'র মন ॥

অথ প্রেম্ণঃ স্থেমন্যপি সমজনি স্থৈর্য্যরহিতা
প্রিয়া প্রেয়স্তস্ক্ষোরমলকমলদ্বন্দ্বমহসোঃ।
তটাৎ স্বস্থাবাসাৎ প্রবসতি বিদূরে দবথবো
বলাদাক্রম্যাস্থা হৃদয়নগরীং ভেত্তুমবিশন্ ॥ ৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।১)

এইমত ব্রজবাসিজন শ্রীকৃষ্ণেরে। নিজভাবে যথোচিত সৎকার সে করে॥
গোশালায় ধেনুগণ প্রবেশ করায়া। পিতার বচনে গৃহে যায় হর্ষ হৈয়া॥

বলদেব সঙ্গে স্নানভোজনাদি করি'।
মাতা-আজ্ঞা লৈয়া গোশালায় যায় হরি॥
ধেনুদুগ্ধ দোহন করিতে হর্ষমন।
গোষ্ঠে প্রবেশিল সঙ্গে লইয়া সখাগণ॥
কৃষ্ণ-অবশেষ রাধা সখীগণ-সঙ্গে।
ভোজন করিয়া অট্টালিতে বৈসে রঙ্গে॥

তবে রাই গিয়া ঘরে, নিজরমণের তরে,
নানা উপহার বিরচিয়া।
ভাল করি' স্নান কৈলা, রম্যবেশ বানাইলা,
সুখী হৈলা কান্তে নিরখিয়া॥
অপরাহ্নকাল হেরি', শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজপুরী,
চলিলা সখা ও ধেনু নিয়া।
শ্রীরাধার মুখ দেখি', আনন্দে ভরল আঁখি,
অতিতৃপ্ত হইলেক হিয়া॥
পিতা-আদি গুরুজন, সবা সহ সুমিলন,
বহু লালিলেন মাতাগণ।
এই অপরাহ্নলীলা, সূত্র করি' প্রকাশিলা,
সদা এই আমার স্মরণ॥ ২ ॥

সখীসঙ্ঘাশ্বাসৌষধমপি নিরোজো বিদধতীং
দধানা স্বপ্রাণপ্রিয়বিরহজাং সংজ্বররুজম্।
ক্ষণার্দ্ধং কল্পানাং শতমমনুতেয়ং গুরুগৃহং
নিরস্তস্কং কূপং হ্রিয়মশনিজং জালপটলম্ ॥ ৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।২)

অবিতথমসৌ কিং দ্রাঘীয়ান্ গমিষ্যতি বাসরঃ
সুমুখি ! স নিশারম্ভঃ কিংবা সমেষ্যতি মঙ্গলঃ ?
স্মিতমুখশশী গোধূলীভিঃ করম্বিত-কুন্তলঃ
ক্ষপয়তি দৃশামার্ত্তিং যত্র ব্রজেশ্বর-নন্দনঃ ॥ ৫ ॥
(উ০ ১৪।৭৬)

প্রিয়তমের বিরহে শ্রীরাধার বিরহাদি

(৩-৪) শ্রীরাধিকা প্রিয়তমের বাসগৃহ-সদৃশ এবং অমল কমলদ্বন্দ্ব-সদৃশ নিজ নয়নযুগলের তট হইতে প্রিয়তম বিদূরে গমন করিলে প্রেমের স্থিরত্ব-সত্ত্বেও ধৈর্য্যরহিতা হইলেন। পরে বিষাদাদিরূপ তাপগণ শ্রীরাধার হৃদয়-নগরী বলপূর্বক আক্রমণ করিয়া ভেদ করিবার জন্য তথায় প্রবেশ করিল। শ্রীরাধা সেই সময় প্রাণপ্রিয়তমের বিরহজ্বর-রোগে আক্রান্ত হইলেন, সখীগণ যে আশ্বাসবচনরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহা ব্যর্থ হইল, সুতরাং ক্ষণার্দ্ধ শতকল্পের ন্যায় এবং গুরুগৃহ নির্জন কূপের ন্যায় এবং লজ্জাকে বজ্রনির্মিত অতিকঠিন জালের ন্যায় মানিতে লাগিলেন। (৫) শ্রীরাধিকা নিজসখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে সুমুখি ! এই দীর্ঘতর দিন কি বৃথাই যাইবে ? অথবা যে সময়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন গোধূলিভূষিত-কুন্তলে সুস্মিতবদনে আসিয়া নয়নের আর্ত্তি নাশ করিবেন, সেই মঙ্গলময় অপরাহ্ণ-কাল কি সমুপস্থিত হইবে ? শ্রীরাধিকার তাদৃশ অস্বাস্থ্য দেখিয়া অতি ব্যাকুলিত-হৃদয়ে সখীগণ পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

তদালীনাং পাল্যা সমুচিত-সপর্য্যাকুলধিয়াং
দ্রবৈঃ পৌনঃপুন্যান্মলয়জভবৈর্লিপ্তবপুষঃ।
স্তৃতায়াশ্চাভীক্ষ্ণং বিসকিসলয়ৈঃ সৈন্ধবরসৈঃ
সমীপেঽস্যাঃ প্রায়াৎ প্রণয়বিকলা চন্দনকলা ॥ ৬ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৬।৩)

কুতো বৃন্দারণ্যাৎ কথমিদমগা গোষ্ঠমহিষী-
নিদেশাৎ কস্মাৎ স ত্বরিতমশনীয়োপহৃতয়ে।
সুতস্যাস্যাঃ কিং সংপ্রতি স কুরুতে কন্দুকততি-
ব্যতিক্ষেপগ্রাহোত্তর-বিবিধখেলাং সবয়সা ॥ ৭ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৬।৪)

(৬-১০) প্রথমতঃ চন্দনদ্রব লেপন করিবামাত্রই হরি-বিরহতাপিত শ্রীরাধা অঙ্গের তাপে শুকাইয়া যতবার ধূলার ন্যায় হইতে লাগিল, ততবার পুনঃ চন্দনলেপন করিলেন, এবং কর্পূরবাসিত জলার্দ্র বিস অর্থাৎ মৃণাল ও কিশলয়-দ্বারা শ্রীরাধাতনু আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন।

চন্দনকলার আগমন ও কথোপকথনাদি

(অপরাহ্ণ-লীলা-বর্ণনাদি)

এমন সময় প্রণয়বিকলা 'চন্দনকলা' নাম্নী এক সখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সখীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে চন্দনকলে! তুমি কোথা হইতে আসিলে?" চন্দনকলা কহিলেন,—"বৃন্দাবন হইতে।" সখীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি জন্য?" চন্দনকলা কহিলেন,—"গোষ্ঠ-রাজ্ঞীর আজ্ঞাক্রমে।" সখীগণ কহিলেন,—"কি তাঁহার আজ্ঞা?" চন্দনকলা কহিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত শীঘ্র ভোজনসামগ্রী শ্রীরাধার দ্বারা প্রস্তুত করিয়া আনয়ন কর।" সখীগণ কহিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কি

অরে কিং শ্রীদামন্! বদসি মম দোরর্গলবল-
ত্রুটী লোঠীঘট্টপ্রঘটন-নিপিষ্টাখিলতনো।
বিরম্যাজের্নাম্নোঽপ্যপসর মদাড়ম্বরলব-
স্ফুটৎকর্ণোঽভ্যর্ণাদ্ যদি সপদি শং বাঞ্ছসি ভৃশম্॥ ৮॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।৫)

জয়শ্রীঃ শ্রীদাম্নি প্রথিতমহসাং ধাম্নি সহসা
ব্যরাজীদ্রাজিষ্ণ্যত্যবকলয় রাজত্যপি সদা।
তবৈবাংসঃ সাক্ষীভবতি তদপি ত্বং ভজসি কিং
মুখাটোপী কোপী স্বমহিমবিলোপী চপলতাম্॥ ৯॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।৬)

করিতেছেন?" চন্দনকলা কহিলেন,—"বয়স্যদিগের সহিত কন্দুকসমূহ নিক্ষেপ ও তাহা গ্রহণরূপ খেলা করিতেছিলেন।" তাহার পরে শ্রীদামের সহিত খেলা করিতে করিতে শ্রীদাম অহঙ্কারবচন প্রয়োগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"অরে শ্রীদাম কি বলিতেছিস্! তোর কি মনে নাই, আমার আড়ম্বরঘটাদ্বারা তোর কর্ণ স্ফুটিত হয় এবং মল্লযুদ্ধসময়ে আমার বাহুরূপ অর্গলের ত্রুটীরূপ লোঠী (নোড়া) চালনদ্বারা তোর নিখিল তনু পিষ্ট হয়, এখন যদি মঙ্গলবাঞ্ছা থাকে, তবে বাহুযুদ্ধের নাম শুনিয়া বিরত হইয়া অপসরণ কর্।" পরে শ্রীদামা কহিলেন,—"প্রথিত প্রভাবের ধাম শ্রীদামেই চিরদিন জয়শ্রী বিদ্যমান আছে অর্থাৎ পূর্বে শ্রীদামার জয়, এখন শ্রীদামার জয় ও পরেও শ্রীদামার জয় হইবে; এ-বিষয়ে তোমার স্কন্ধ সাক্ষী রহিয়াছে, তথাপি তুমি মুখাটোপী কোপী হইয়া নিজ মহিমা বিলোপ করিবার জন্য চপলতা অবলম্বন করিতেছ? হে কৃষ্ণ! তুমি অসুর-সংহারী বলিয়া যে গর্ব করিয়া থাক, তাহা অকিঞ্চিৎকর; যেহেতু ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রদ্বারা বকীকে (পূতনাকে) বধ করিয়াছেন; যদি বল, অঘাসুরের উদরে

বকীং মন্ত্রৈর্বিপ্রা নিধনমনয়ন্ যঃ পুনরঘ-
স্তদন্তস্ত্বং সর্বে বয়মপি ন কিং হন্ত ! যযিম ।
বকঃ কৈর্বা গণ্যো গিরিরপি তদেষ্টঃ স্বয়মহো
বিয়ত্যস্থাদস্তৌজসি ভবতি গর্বঃ কথমভূৎ ॥ ১০ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।৭)

পিণ্ডীশূরস্ত্বমিহ সুবলং কৈতবেনাবলাঙ্গং
জিত্বা দামোদর ! যুধি বৃথা মা কৃথাঃ কত্থিতানি ।
মাত্যন্নেষ ত্বদলঘুভুজাসর্পদর্পাপহারী
মন্দ্রধ্বানো নটতি নিকটে স্তোককৃষ্ণঃ কলাপী ॥ ১১ ॥
(ভ০ র০ ৪।৩।১২)

ধৃতাটোপে গোপেশ্বরজলধিচন্দ্রে পরিকরং
নিবধ্নত্যুল্লাসাদ্ ভুজসমরচর্য্যাসমুচিতম্ ।
সরোমাঞ্চং ক্ষ্বেড়ানিবিড়মুখবিম্বস্য নটতঃ
সুদাম্নঃ সোৎকণ্ঠং জয়তি মুহুরাহোপুরুষিকা ॥ ১২ ॥
(ভ০ র০ ৪।৩।১৬)

প্রবেশ করিয়া তাহাকে আমি বধ করিয়াছি, ওহে কৃষ্ণ ! তুমি একাকীই কি অঘের উদরে প্রবেশ করিয়াছিলে ? আমরা কি প্রবেশ করি নাই ? বকাসুরকে কেবা গণনা করে ? যদি বল—'আমি গিরি ধারণ করিয়াছি,' তবে শুন, ব্রজবাসিগণের পূজা গ্রহণ-পূর্বক গিরি স্বয়ং আকাশে উঠিয়াছিলেন ; তুমি তাহার তলে হস্তস্পর্শ করিয়াছিলে মাত্র ; অতএব তোমাতে কিজন্য যে গর্ব রহিয়াছে, তাহা জানি না।" (১১) হে দামোদর ! তুমি কেবল ভোজনমাত্রে পটু, ছল-পূর্বক দুর্বল সুবলকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া আর আত্মশ্লাঘা করিও না। তোমার অলঘু হস্তরূপ সর্প-দর্পহারী গম্ভীররাবী 'স্তোককৃষ্ণ'রূপ ময়ূর মত্ত হইয়া নিকটে নৃত্য করিতেছে।

শুণ্ডাকারং প্রেক্ষ্য মে বাহুদণ্ডং, মা ত্বং ভৈষীঃ ক্ষুদ্র রে ভদ্রসেন!
হেলারম্ভেণাদ্য নির্জিত্য রামং, শ্রীদামাহং কৃষ্ণমেবাহ্বয়েয় ॥ ১৩ ॥

(ভ০ র০ ৪।৩।২০)

স ইত্থং তৎপ্রাণার্বুদনিযুত-নির্মঞ্ছ্যকিরণো
রণোৎসাহং সাহঙ্কৃতিভণিত-পীযূষপৃষতৈঃ।
সমং মিত্রৈর্দ্বিত্রৈরুপসরিদমন্দং বিপুলয়ন্
ক্ষণং নিন্যে মূর্ত্তপ্রণয়রস এব প্রণয়িভিঃ ॥ ১৪ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৬।৮)

সমজনি সময়ো ব্রজায় গন্তুং, বিরমত সম্প্রতি কাননেঽভিরন্তুম্।
রময়ত সুরভীগণাবহারং, ধ্বনয়ত বেণুবিষাণমত্যুদারম্ ॥ ১৫ ॥

(কৃষ্ণা০ ৫।৮)

---

(১২) গোপেশ্বররূপ জলধির উল্লাসজনক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সগর্বে বাহুযুদ্ধে সমুচিত কটিবন্ধন করিলে রোমাঞ্চ ও উৎকণ্ঠার সহিত নৃত্যকারী ঘন ঘন সিংহনাদান্বিতমুখবিম্ববিশিষ্ট শ্রীদামের আহোপুরুষিকা (অহঙ্কার) জয়যুক্ত হউক। (১৩) হে ক্ষুদ্র ভদ্রসেন! আমি শ্রীদাম। আমার ভুজদণ্ড দেখিয়া তুমি ভীত হইও না, আজ হেলায় বলরামকে জয় করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিব। (১৪) হে প্রিয়সখীগণ! যে শ্রীদামাদি অর্বুদ নিযুত প্রাণ দিয়া যাঁহার নখকিরণ নির্মঞ্ছন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীদামাদির অহঙ্কৃতি-ব্যঞ্জক বচনরূপ অমৃতবিন্দুর দ্বারা রণোৎসাহ বিপুলিত করিয়া যমুনাতটে দুইতিন প্রণয়িমিত্রের সহিত মূর্তিমান্ প্রণয়রসের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। (১৫) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে কহিলেন,—"হে সখাবৃন্দ! ব্রজগমনের সময় হইয়াছে, এক্ষণে আর বনে বিহার করিও না। সুরভীগণকে গোষ্ঠগমনের জন্য আহ্বান কর এবং

অথ কতিচন রৌহিণেয়মুখ্যাঃ, সহজ-পরস্পর-নির্ব্যলীকসখ্যাঃ।
ধ্বনিতদলবিষাণবেণুনাদা, ব্রজগমনায় বভূবুরপ্রমাদাঃ ॥ ১৬ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৯)

অয়ি শবলি পিশঙ্গি কালি নীলে
হরিণি বিলোহিনি ধূমলে সুশীলে !
ইত ইত ইত যাম ধাম দূরাদ্-
বিরমত কাননচার-কামচারাৎ ॥ ১৭ ॥

(কৃষ্ণা০ ৫।১০)

ইতি কলমৃদুনা রবেণ বেণো,-র্বিধুত-বধূবলমান-মানরেণোঃ।
উপযযুরনুকৢপ্তচারুহম্বা,-রবমথ ধেনুগণা বনাবলম্বাঃ ॥ ১৮ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।১১)

মদকল-করিকুম্ভ-পীবরোধো,-বরভর-নির্ভর-মন্থরস্য সাধোঃ।
ক্ষুরখর-খুরতোদতোঽপি ভিন্না, সুরভিগণস্য বভূব ভূঃ প্রসন্না ॥১৯॥
(কৃষ্ণা০ ৫।১২)

সুন্দররূপে বেণু, শিঙ্গা প্রভৃতির ধ্বনি কর।" (১৬) তৎপরে বলরামপ্রমুখ পরস্পর সহজ নিষ্কপট সখ্যরসাশ্রিত গোপবালকসকল পত্র, শৃঙ্গ ও বেণু প্রভৃতির নিনাদ করিয়া ব্রজগমনের জন্য সাবধান হইলেন। (১৭) "অয়ি ! শবলি ! পিশঙ্গি ! কালি ! নীলে ! হে হরিণি ! বিলোহিনি ! ধূমলে ! সুশীলে ! এইদিকে এই দিকে এস। আমরা গৃহে যাইতেছি, আর দূরদেশে বনচরণ করিওনা।" (১৮) ব্রজবধূদিগের বৃদ্ধিশীল মান-রূপ রেণুসমুদয়কে উড়াইয়া যখন এইভাবে বেণুর কলমৃদুরব উত্থিত হইল, তখন বনচারী ধেনুগণ সুচারু হম্বারব করিতে করিতে নিকটে আগমন করিল। (১৯) মত্তহস্তিকুম্ভ হইতে স্থূল উধস (পালান) গুলির মহাভারে অতিশয় মন্থর ও অত্যুৎকৃষ্ট ধেনুগণের ক্ষুর হইতেও প্রখর খুরের আঘাতে পৃথিবী ক্ষতবিক্ষতা হইলেও

স্থলভতর-তৃণাঙ্কুরোপভোগা-
দতিশয়পূরিত-চারুকুক্ষিভাগাঃ।
অশকল-কলসোধসোঽতিকায়া-
শ্চলনমকুর্বত নৈচিকী-নিকায়াঃ ॥ ২০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।১৩)

সহ সহচর-মণ্ডলৈঃ কিশোরৌ
করিকলভাবিব চারুনীলগৌরৌ।
বনপরিসরতঃ প্রযাতবন্তৌ
বভতুরমূ সহজৌ ত্রিলোক-কান্তৌ ॥ ২১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।১৪)

অলিততিরঘবৈরিণোঽনুকূলে
কমলধিয়া নিপপাত পাদমূলে।
বিরহ-বিধুরিতাত্মনোঽত্যুদারা-
ঞ্জনমলিনেব বনশ্রিয়োঽশ্রুধারা ॥ ২২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।১৫)

প্রসন্নাই হইল। (২০) অতি স্থলভ তৃণাঙ্কুর ভোজন করিয়া তাহাদের স্থন্দর উদর বেশ পূর্ণ হইয়াছে—অখণ্ড কলসের মত তাহাদের পালান; দেহও অতি বৃহৎ—এইরূপে উত্তম গো-সমূহ ব্রজাভিমুখে চলিতে লাগিল। (২১) ঐ কিশোরযুগলও সহচরগণ-কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া বনপ্রদেশ হইতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন—উভয়ই হস্তিশাবকের মত স্থন্দর নীল-গৌরবর্ণ, এবং স্বভাবতই ত্রিভুবন-কমনীয় হইয়া তখন দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। (২২) ভ্রমরসমূহ সর্ব্বতাপহারী কৃষ্ণের রসময় পাদমূলে কমল-বুদ্ধিতে নিপতিত হইতে লাগিল, মনে হইল, যেন বিরহব্যাকুলা বনলক্ষ্মীর

কলমধুরতরৈঃ স্বরৈঃ শকুন্তাঃ, প্রিয়বিরহজ্বরবেগজাতচিন্তাঃ।
চপলকরনিভৈর্গরুদ্ভিরন্ত,-র্ব্যথমরুদন্নিব বর্ষ্ম তাড়য়ন্তঃ ॥ ২৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।১৬)

অনিমিষমসকৃদ্বিলোকয়ন্ত্যঃ, পুনরবলোকনমর্থমর্থয়ন্ত্যঃ।
প্রিয়বিরহরুজেব কাতরাঙ্গ্যঃ,-শ্চলনয়না ব্যবতস্থিরে কুরঙ্গ্যঃ ॥২৪॥
(কৃষ্ণা০ ৫।১৭)

প্রিয়তমমনুগচ্ছতামুদারা, ভুবি লুলুঠুঃ শিখিনাং কলাপভারাঃ।
নববিরহরুজেব জাতমোক্ষা, বত বিপিনশ্রিয় এব কেশপক্ষাঃ ॥২৫॥
(কৃষ্ণা০ ৫।১৮)

সরসি সরসি সারসাদিপাথ-
শ্চরপতগ-প্রকরৈরসেবি নাথঃ।
পথি পথি পরিতঃ প্রয়াণভাগ্ভিঃ
সকরুণবাষ্পভরেণ রুদ্ধবাগ্ভিঃ ॥ ২৬ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।১৯)

অতিসুন্দর অঞ্জন-মলিন অশ্রুধারাই পড়িতেছে। (২৩) পক্ষিগণ প্রিয়তমের বিরহ-জ্বরবেগে চিন্তাতুর হইয়া চঞ্চল-হস্তসদৃশ পক্ষসমূহদ্বারা নিজদেহ তাড়নপূর্বক কলতানরূপ উচ্চৈঃস্বরে সকলের অন্তরে ব্যথা উৎপাদন করিয়াই যেন রোদন করিতেছে। (২৪) হরিণীগণ প্রিয়বিরহরোগে কাতরাঙ্গী হইয়াই যেন চঞ্চলনয়নে পলকবিহীন হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের দিকে অবলোকন করিয়া পুনর্বার তাঁহারই দৃষ্টি-(প্রসাদ) রূপ ধনই একমাত্র প্রার্থনা করত তথায় দণ্ডায়মান আছে। (২৫-২৬) প্রিয়তমের অনুগমনকারী ময়ূরগণের অতিসুন্দর কলাপ (পিচ্ছ)-সমূহ ভূমিতলে লুণ্ঠনাবলুণ্ঠন করিতে লাগিল—মনে হয়, যেন নববিরহ-বিধুরা বনলক্ষ্মীর কেশবন্ধন আলুলায়িত হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছে। সারসাদি জলচর পক্ষিগণ পথে

হরিহলধর-পালিতাগ্রমূলা, সুরভিততিশ্চলিতা ব্রজানুকূলা।
মরকত-রজত-দ্বিবর্ণধারাং, ব্যজয়ত রূপ্যময়ীং তরীমুদারাম্ ॥২৭॥
(কৃষ্ণা০ ৫।২০)

তদপি তদিতরাঙ্গ-সঙ্গমার্থং
স্বয়মিব রেণুময়ং বপুঃ কৃতার্থম্।
ক্ষিতিরধৃত পুরুস্পৃহা বিপশ্চিৎ
ক্ব নু সুখসম্পদি তৃপ্তিমেতি কশ্চিৎ ॥ ২৮ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।২৩)

উপচিতমতি-মন্দবাতধূতৈ-
রলককুলং কমলেক্ষণস্য পূতৈঃ।
অলিততিমিব কৌসুমৈঃ পরাগৈ-
র্ব্যজয়ত গোখুররেণুভিঃ সুরাগৈঃ ॥ ২৯ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।২৪)

পথে প্রতি সরোবরেই প্রাণনাথের সেবা করিতে লাগিল—তাহারা সকরুণ বাষ্পভরে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে উড়িয়া উড়িয়া চলিতে লাগিল। (২৭) তখন সুরভিগণের অগ্র ও পশ্চাদ্‌ভাগ কৃষ্ণ ও বলরাম পালন করিতে থাকিলে ঐ ধেনুবৃন্দ ব্রজাভিমুখে যাত্রা করিল—মনে হয় যেন মরকত রজতবর্ণ দুইটি কর্ণধার-বিশিষ্ট অতি সুন্দর রূপ্যময়ী (ধবলবর্ণ) নৌকাকেও পরাজয় করিয়া ইহারা গৃহে চলিয়াছে। (২৮) তথাপি বহুবাঞ্ছাশীলা এই পৃথিবী ঐ শ্রীকৃষ্ণ ও গোগণের অন্যান্য অঙ্গসমূহেরও সঙ্গলাভ করিবার জন্যই বুঝি নিজদেহকে একবারে রেণুময় করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিল। অহো! কোনও বুদ্ধিমান্ জন সুখসম্পত্তিতে কোথাও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে কি? (২৯) কুসুমের পরাগসমূহ-দ্বারা যেমন ভ্রমরসমূহ ব্যাপ্ত হইয়া

সিতসিচয়-সুচারুমৌলিবন্ধঃ, সুরভিরজঃকণজাল-সুপ্রবন্ধঃ।
বহিরুপসরদন্তরস্থকেশ,-দ্যুতিরুদভাদ্দলচুম্বিতৈকদেশঃ ॥ ৩০॥
(কৃষ্ণা০ ৫।২৫)

উরসি চ শুশুভেঽস্য বৈজয়ন্তী, সুরভি-রজঃকণসঞ্চয়ৈর্জয়ন্তী।
কুসুম-সুষমেয়েব সংহসন্তী, নিজমিব চারুপরাগমুৎকিরন্তী ॥ ৩১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।২৬)

অপি সুরভিরজঃকণাভিভূতঃ
পুরু শুশুভেঽস্য স কৌস্তুভোঽতিপূতঃ।
তরুণ-কিরণ-কন্দলীং স্বকীয়াং
পুনরপি নির্মলয়ন্নিবাদ্বিতীয়াম্ ॥ ৩২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।২৭)

থাকে, তদ্বৎ শ্রীকৃষ্ণের অলকরাজি মৃদুমন্দবায়ুভরে উত্থিত, পবিত্র ও সুরঞ্জিত গোখুর-রেণুদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া বিজয় করিতেছে। (৩০) তাঁহার শিরে শ্বেতবস্ত্রখণ্ডের সুচারু উষ্ণীষ রহিয়াছে, তাহাতেও ধেনুগণের রজঃকণাসমূহ উত্তমরূপে লাগিয়াছে, অভ্যন্তরস্থ কেশসমূহের দীপ্তি বহির্দেশে প্রসৃত হইয়াছে এবং ঐ উষ্ণীষের মাঝে মাঝে আবার পত্র (তমালপত্র) বা পুষ্পদল ইত্যাদি দ্বারা ভূষিতও হইয়াছে। (৩১) ইঁহার বক্ষোদেশে গোরজঃকণসমূহের সহিত জয়শীলা বৈজয়ন্তী-মালা শোভা পাইতেছে। উহা যেন কুসুম-সুষমায় হাস্য করিতেছে এবং নিজের মনোহর পরাগগুলিকে চারিদিকে ছড়াইতেছে। (৩২) গোরজঃ-কণাদ্বারা অভিভূত হইয়া সেই অতি পবিত্র প্রসিদ্ধ কৌস্তুভও উত্তমরূপে শোভা-বিস্তার করিতেছে। মনে হয়, যেন ঐ কৌস্তুভ স্বকীয় অদ্বিতীয় নবীন কিরণমালা পুনরায় নির্ম্মল করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

ইতি প্রেষ্ঠোদন্তামৃতসরিতি তৎপ্রাণশফরী-
ররক্ষেয়ং ক্ষিপ্ত্বা প্রথমমুপকণ্ঠে বিলুঠতীঃ।
সুতস্নেহক্লিন্না-ব্রজপতি-গৃহিণ্যা অভিমতে
প্রবৃত্তাং চক্রে তামথ ধৃতমুদং মোদকবিধৌ ॥ ৩৩॥

(কৃ০ ভা০ ১৬।৯)

কদলকুসুম-মাসক্ষোদ-সৎসীরিশস্যৈ-
র্মরিচ-সুঘনদুগ্ধৈঃ সচ্চতুর্জাতচন্দ্রৈঃ।
কৃত ইহ ঘৃতপক্বো যঃ পতেৎ খণ্ডপাকে
বটকমমৃতকেলিং সা ব্যধাত্তং প্রিয়েষ্টম্ ॥ ৩৪ ॥

(গোবি০ ১৯।৫০)

সামিক্ষৈঃ শালিচূর্ণৈর্দধিমরিচসিতা-নারিকেলার্দ্রশস্যৈ-
র্জাত্যেলা-সল্লবঙ্গামৃতকদলফলৈঃ ফেনিতৈঃ পিষ্টমুদ্গৈঃ।
স্পৃষ্টঃ পক্বো ঘৃতে যঃ প্রপততি সমধৌ দুগ্ধপূরে প্রগাঢ়ে
সেন্দৌ কর্পূরকেলিং তমিহ সুবটকং সা ব্যধাৎ স্বপ্রিয়েষ্টম্ ॥ ৩৫ ॥

(গোবি০ ১৯।৫১)

শ্রীরাধার বিরহাপনোদন এবং বটকাদিপ্রস্তুতকরণ

(৩৩) চন্দনকলা এই প্রকারে প্রিয়তম কৃষ্ণের বার্ত্তারূপা অমৃত-তরঙ্গিণীর মধ্যে শ্রীরাধার যে প্রাণসফরী উপকণ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতেছিল, তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া রক্ষা করিলেন, পরে পুত্রস্নেহে ক্লিন্নহৃদয়া ব্রজপতি-গৃহিণীর আদেশে আনন্দ-হৃদয়া শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনার্থ মোদক প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্তা করিলেন। (৩৪-৩৫) পক্ব কদলীফুল, গোধূমচূর্ণ, মাসক্ষোদ (মাসকলাইচূর্ণ) উৎকৃষ্ট সীরি-(নারিকেল) ফলের শস্য, মরিচ, ঘনদুগ্ধ এবং এলাচি, লবঙ্গ, জাতীফল ও গুড়ত্বক (দারুচিনি)

গ্রন্থিবদ্ধটিকালিস্তৈর্দ্রব্যৈঃ সৃষ্টা তু যা পতেৎ।
পঞ্চামৃতে ব্যধাত্তাং সা পীযূষগ্রন্থিপালিকাম্ ॥ ৩৬ ॥
(গোবি০ ১৯।৫২)

সক্ষীরসারশশিতণ্ডুল-নারিকেল-
জাতীলবঙ্গমরিচৈঃ সসিতৈঃ সুপিষ্টৈঃ।
রস্তৈলয়া চ ঘৃতভাবনয়া ভবেদ্ যা
সা তামনঙ্গগুটিকাং বিদধে প্রিয়েষ্টাম্ ॥ ৩৭ ॥
(গোবি০ ১৯।৫৩)

কদলমরিচদুগ্ধৈঃ খণ্ডগোধূম-পক্ব-
প্রকটিত-বটকোঽয়ং ভূরিজাতীফলাঢ্যঃ।
নববিধু-মধুমধ্যে যো বিলাসং বিধত্তে
রচিত ইহ তয়াসৌ শীধুপূর্বো বিলাসঃ ॥ ৩৮ ॥
(গোবি০ ১৯।৫৪)

তথা কর্পূরদ্বারা কৃত যে ঘৃতপক্ব-পদার্থ খণ্ড (চিনি) পাকে পতিত হয়, সেই অমৃতকেলি-নামক বটক প্রিয়তমের তৃপ্তিবিধান-নিমিত্ত শ্রীরাধা প্রস্তুত করিলেন। ছানা, তণ্ডুলচূর্ণ তথা দধি, মরিচ, শর্করা ও নারিকেলচূর্ণ শস্য, জাতীফল, এলাচী, লবঙ্গ অমৃতকদলী এবং অঙ্গুলীচালন-দ্বারা যাহার ফেন উত্থিত হইয়াছে, তাদৃশ পিষ্ট (সম্যক্ চূর্ণিত—শিলে বাঁটা) মুদ্গদ্বারা যাহা নির্ম্মিত ও ঘৃতপক্ব হইয়া মধু ও কর্পূরযুক্ত গাঢ় গাঢ় দুগ্ধে পতিত হয়, শ্রীরাধা তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম 'কর্পূরকেলি'-নামক বটক অর্থাৎ বড়া প্রস্তুত করিলেন। (৩৬) তৎপরে শ্রীরাধা, পূর্বোক্ত আমিক্ষাদি দ্রব্যদ্বারা নির্ম্মিত গ্রন্থিযুক্ত বটিকাসমূহ পঞ্চামৃতে অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করাকে একত্র করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করত 'পীযূষগ্রন্থি-পালিকা' নামে বটক প্রস্তুত করিলেন। (৩৭) শর্করার সহিত ক্ষীরসার (দুগ্ধের সর)

উপায়নানামিতি পঞ্চকং সৎ, শ্রীরাধিকয়া স্বীয়ধিয়া কৃতং যৎ।
কৃষ্ণস্তদেতৎপ্রণয়ী সতৃষ্ণঃ, সুধাং বিনিন্দন্ পরমত্তি নন্দন্ ॥৩৯॥

(গোবি০ ১৯।৫৫)

তেষু ব্রজে প্রসিদ্ধানি ত্রীণ্যন্তিমযুগঞ্চ যৎ।
রহোভক্ষ্যং নিশায়াং তন্মধুপানে বিদংশবৎ ॥ ৪০ ॥

(গোবি০ ১৯।৫৬)

লবঙ্গৈলেন্দুমরিচৈঃ সংযুতৈঃ শর্করাচয়ৈঃ।
চক্রে গঙ্গাজলাখ্যানি লড্ডুকান্যপরাণি চ ॥ ৪১ ॥

(গোবি০ ১৯।৫৭)

তৈস্তৈর্যুতৈঃ ক্ষীরসারৈস্তথা লাঙ্গলি-সস্তকৈঃ।
অন্যান্যপ্যাজ্যভৃষ্টৈঃ সা সরৈশ্চ সরপূপিকাঃ ॥ ৪২ ॥

(গোবি০ ১৯।৫৮)

কর্পূর, তণ্ডুল, নারিকেল, জাতীফল, লবঙ্গ ও মরিচ একত্র পেষণ করিয়া রম্ভা ও এলাচীসহ ঘৃতদ্বারা পাক করত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অনঙ্গগুটিকা অর্থাৎ অনঙ্গবড়া নির্মাণ করিলেন। (৩৮) অপিচ, কদলী, মরিচ, দুগ্ধ এবং খণ্ড ও গোধূমচূর্ণদ্বারা পাক করত একপ্রকার বটক প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রচুর-পরিমাণে জাতীফল ও কর্পূর দিয়া 'শীধুবিলাস'-নামক বটক প্রস্তুত করিলেন। (৩৯) শ্রীরাধাকর্ত্তৃক আপন বুদ্ধিতে নিৰ্ম্মিত সেই অমৃত-কেল্যাদি পাঁচটী দ্রব্যকে শ্রীকৃষ্ণ তৃষ্ণা ও প্রীতিসহকারে অমৃতকেও ন্যক্কৃত করিয়া উৎকৃষ্টজ্ঞানে ভোজন করিয়া থাকেন। (৪০) উক্ত পাঁচটী বটকের মধ্যে **'অমৃতকেলি'** প্রভৃতি তিনটী বৃন্দাবনে সুপ্রসিদ্ধ এবং শেষ আর দুইটী অর্থাৎ **অনঙ্গগুটিকা** ও **শীধুবিলাস** ইহারা ত্রিকালের উপযুক্ত রহোভোগ্য ও মধুপানানন্তর (ভোজ্য) চর্ব্যদ্রব্যতুল্য। (৪১) অনন্তর শ্রীরাধা লবঙ্গ, এলাচী, কর্পূর ও মরিচ-সহিত শর্করাদ্বারা **'গঙ্গাজল'**-নামক

সাঽথ স্নাতানুলিপ্তারুণরুচিসিচয়া বদ্ধবেণিঃ সুচিত্রা
শ্রীসিন্দূরেন্দুভালা মৃগমদচিবুকা মালিনী সাব্জহস্তা।
নাসাগ্রান্দোলিমুক্তাঞ্জনযুতনয়নোত্তংসিনী বদ্ধনীবী
রাধা তাম্বূলবক্ত্রা সুকুসুমচিকুরা ভাতি যাবোজ্জ্বলাঙ্ঘ্রিঃ॥ ৪৩॥

(গোবি০ ১৯।৫৯)

চূড়ারত্নললাটিকে সুবলয়াংশ্চক্রীশলাকাযুগং
কাঞ্চীকুণ্ডলকঙ্কণাঙ্ঘ্রিকটকান্ পাদাঙ্গুরীয়াণ্যপি
গ্রৈবেয়ং পদকাঙ্গদানি বিবিধান্ হারাংস্তথা মুদ্রিকাং
মঞ্জীরাবিতি রত্নভূষণচয়ং রাধা বভৌ বিভ্রতী ॥ ৪৪ ॥

(গোবি০ ১৯।৬০)

এবং অন্যান্য নানাবিধ লড্ডুকসমূহ নির্মাণ করিলেন। (৪২) অপর, লবঙ্গ, এলাচী, কর্পূর ও শর্করাযুক্ত ক্ষীরসার তথা নারিকেল-শস্য একত্র করত ঘৃতে ভাজিয়া তদ্দ্বারা অন্যান্য লড্ডুক আর সরসমূহদ্বারা 'সরপূপিকা' প্রস্তুত করিলেন।

উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধার শৃঙ্গার ও সখীসহ সংলাপাদি

(৪৩) অনন্তর শ্রীরাধা স্নান করত কস্তূরী প্রভৃতি দ্বারা অনুলিপ্তা হইয়া অরুণবস্ত্র পরিধান, বেণীবন্ধন, অঙ্গে চিত্রলেখন, ললাটে সিন্দূরের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তিলক-ধারণ, চিবুকে মৃগমদের ভ্রমরশিশুর ন্যায় চিহ্নধারণ, মালা-পরিধান, হস্তে পদ্মধারণ, নাসাগ্রে মুক্তাধারণ, নেত্রে অঞ্জন-ধারণ, শিরোভূষণ-ধারণ ও নীবিবন্ধন করিলেন। তথা তাম্বূল-রক্তিমায় রক্তৌষ্ঠী হইয়া কুন্তলে কুসুমধারণ এবং চরণকমলে অলক্তক-রঞ্জনে উজ্জ্বলাঙ্গী হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। (৪৪) ললাটের উপরিভাগে সীমন্তে চূড়ারত্ন ও ললাটিকা অর্থাৎ ললাটভূষণ, সুন্দর বলয়, দুইটী চক্রীশলাকা, কাঞ্চী

অয়ং যামো যামো ভবতি দিবসান্তঃ কথমিমং
নয়ামো যোঽশাম্যন্নহি যুগসহস্রৈরপি গতৈঃ।
বিধাত্রা কিং সৃষ্টো মম হৃদয়-কুল্মাষদলন-
প্রবৃত্তেনৈবাসৌ কঠিনতরলোঠঃ শঠধিয়া ॥ ৪৫ ॥
(ভা০ ১৬।১২)

বামবাহুকৃতবামকপোলো, বল্গিতভ্রুরধরার্পিতবেণুম্।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং, গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥৪৬॥
(ভা০ ১০।৩৫।২)

হরের্বক্ত্রং বেণুধ্বনি-মিষতয়া বর্ষতি সুধাং
পিবত্যেতাং গব্যা যদনু রসনাকর্ণযুগলম্।
অহাসীৎ প্রস্তব্ধা নিজবিষয়মন্যা তু রসনা
কিমেতৎ কিং নৈতদ্ভবতি কিমিবৈতৎ কিমিতি বা ॥ ৪৭ ॥
(গোপা০ পূ০ ১৭।৪৬)

কুণ্ডল, কঙ্কণ, পাদকটক, পাদের অঙ্গুরীয়ক, গ্রৈবেয় অর্থাৎ কণ্ঠভূষণ, পদক, অঙ্গদ, বিবিধ হার, মুদ্রিকা অর্থাৎ করাঙ্গুলীভূষণ, নূপুর এবং অন্যান্য রত্নভূষণধারণ করত শ্রীরাধা শোভা পাইতে লাগিলেন। (৪৫) এই প্রকার বেশভূষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শন জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রীরাধিকা উৎকণ্ঠাবশতঃ নিজ সখীকে কহিলেন,—"হে সখি! এই যাম অর্থাৎ দিবসের চতুর্থভাগ যমাধিকৃত সময় হইল, যেহেতু অদ্য সহস্র সহস্র যুগ চলিয়া গেল, কিন্তু দিবসের অবসান হইতেছে না। হে প্রাণসখি! আমার হৃদয়রূপ কীটদষ্ট শস্যবিশেষ চূর্ণ করিবার জন্য শঠহৃদয় বিধি এই শেষযামের ছলে কঠিনতর লোঠ অর্থাৎ (নোড়া) প্রস্তুত করিয়াছে।" (৪৬) "হে সখিগণ! এই অপরাহ্ণকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাহুমূলে বামগণ্ড স্থাপন করিয়া ভ্রূযুগল নাচাইতে নাচাইতে কোমল অঙ্গুলিদ্বারা সপ্তচ্ছিদ্র

গবামস্মাকঞ্চ শ্রবণমনু বেণোঃ সমদশা
যদপ্যেষা জাতা তদপি কিল ভেদো বিলসতি।
অমূস্তদ্বক্ত্রেন্দুং সপদি কলয়ন্তি প্রতিপদং
বয়ং নৈতদ্বিদ্মঃ ক্ব ভবতি যুগে তস্য কলনম্॥ ৪৮॥
(গোপা০ পূ০ ১৭।৪৭)

আশ্চর্য্যং সখি! কৃষ্ণসার-দয়িতাবৃন্দং মিলদ্ভর্তৃকং
জাত্যা মূঢ়মপি ব্যতীত্য ভবতীরপ্যেবমীহাং দধে।
শ্রুত্বা বেণুকলং হরিং প্রতি গতিস্তদ্রূপতশ্চিত্রতা
তস্যাপ্যর্চনমুল্লসৎপ্রণয়তস্তত্রাপি নেত্রাঞ্চলৈঃ॥ ৪৯॥
(গোপা০ পূ০ ১৭।৫১)

রোধপূর্বক অধরার্পিত বংশী বাজাইতেছেন।” (৪৭) শ্রীকৃষ্ণের বদন বংশীধ্বনিচ্ছলে সুধাবর্ষণ করিতেছে। ধেনুগণ এই সুধা পান করিতেছে। যাহা লক্ষ্য করিয়া করিয়া তাহাদের রসনাই কর্ণযুগল হইয়াছে অর্থাৎ কর্ণযুগল দ্বারা ঐ সুধাপান হইবার কথা। আর প্রকৃত রসনা সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হইয়া তৃণাদিভোজন পরিত্যাগ করিয়াছিল—ইহা কি অমৃত? ইহা কি আবার আস্বাদনযোগ্য; কেনই বা সে অমৃত পান? তাহাতেই বা কি হইবে? এইরূপে রসনা স্তব্ধ হইয়া সমস্ত খাদ্য ত্যাগ করিয়াছে। (৪৮) “যদ্যপি বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধেনুগণের এবং আমাদিগের সমান দশা ঘটিয়াছে, তথাপি সত্য সত্যই কিছু প্রভেদ আছে—ইহা বলিতে হইবে। ঐ সকল ধেনু সহসা প্রতিক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের মুখশশী দর্শন করিতে পারে, আর আমরা জানি না যে, কোন্ যুগে সেই মুখের দর্শন হইবে?” (৪৯) “সখি! কি আশ্চর্য্য! কৃষ্ণসার হরিণের পত্নীগণ পতির সহিত মিলিতা হইয়া মূর্খজাতি হইলেও তোমাদিগকেও অতিক্রম করিয়া এইরূপ চেষ্টা করিয়াছে। ইহারা বংশীধ্বনি শুনিয়া কৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়া থাকে।

বয়ং জাত্যা নার্য্যঃ পুরুগুণবতামাদৃততমা-
স্তথা ভর্ত্তারস্তৎপ্রণয়নয়সিদ্ধব্রজভুবঃ।
হরিণ্যো নেদৃশ্যস্তদপি পতিভিস্তং যযুরহো!
ধিগস্মান্ দুষ্পুণ্যা দধিম নহি তাসামপি তুলাম্ ॥ ৫০ ॥
(গোপা০ পূ০ ১৭।৫২)

দ্বীপিন্যঃ শ্রবণেন বেণুরণিতৈঃ স্তম্ভং গতাঃ সভ্রমাঃ
ফুল্লৎপূরতয়া স্ফুরদ্‌ঘনরসা হংসাদিগীঃশিঞ্জিতাঃ।
উন্মর্য্যাদ-দশামিতা মুররিপুং দূরেঽভিসৃত্যাগতা
ভঙ্গালোলভুজৈঃ সরোজবলয়স্তস্যাঙ্ঘ্রিযুগ্মং দধুঃ ॥ ৫১ ॥
(গোপা০ পূ০ ১৭।৫৭)

নদ্যঃ সিন্ধুপতিব্রতা হরি হরি প্রত্যক্ত-মর্য্যাদিকা-
স্তং বিদ্রুত্য মিলন্তি চেদহহ! কা দীনাস্তদানীং বয়ম্?
কিন্তু স্বৈরমমূরুদূঢ়সুকৃতা নাস্মাসু তত্তুল্যতা
স্বল্পাপীতি নিবৃত্তিরেব সুখতো যুক্তাথবা দুঃখতঃ ॥ ৫২ ॥
(গোপা০ পূ০ ১৭।৫৮)

সেইরূপেই ইহাদের তন্ময়তা ঘটে, এবং প্রেমবিলাস-বশতঃ তাঁহারই উপরে কটাক্ষনিক্ষেপ করিয়া তাঁহারাই অর্চনা করিয়া থাকে।" (৫০) "আমরা জাতিতে নারী, বহু গুণশালী ব্যক্তিগণও আমাদিগকে আদর করিয়া থাকেন। ঐরূপ আমাদের পতিগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমনীতিদ্বারা প্রসিদ্ধ-ব্রজভূমিতে বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু হরিণীগণ এরূপ নহে। তথাপি তাহারা স্ব-স্বপতিগণ-সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়া থাকে। অতএব আমাদের ন্যায় পাপীয়সী রমণীদিগকে ধিক্! আমরা সেইসকল হরিণীদিগেরও তুলনা লাভ করিতে পারিলাম না।" (৫১) নদী-সকল বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইল; ভ্রমে আকুল হইল, প্রবাহ

মুরারেরম্ভোদঃ সুহৃদিতি ন বা কেবলরুচা
স্বসাদৃশ্যাৎ কিন্তু ব্যতিকৃতহিতত্বাদপি সদা।
অসৌ মল্লারেণ প্রবলয়তি তং বেণুজনুষা
স চায়ং ছায়াভিঃ প্রশময়তি তাপং তদুপরি ॥ ৫৩ ॥
(গোপা০ পূ০ ১৭।৫৯)

হংহো ! পশ্য জড়োঽপি বারিদচয়ঃ সর্বোপরি স্থায্যপি-
চ্ছায়াভিঃ স্বরসৈশ্চ তং পরিচরত্যন্তশ্চরপ্রেমতঃ।
কষ্টং সুষ্ঠু বয়ং তদেকশরণ-প্রাণস্থিতিম্মন্যতা
গণ্যাস্তস্য বিনা তু সেবনমমূর্জীবাম ধিগ্ জীবিতম্ ॥ ৫৪ ॥
(গোপা০ পূ০ ১৭।৬০)

প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ; জল স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, হংসাদি জলচর পক্ষিগণের বাক্যদ্বারা ঐ জল যেন শব্দ করিতে লাগিল, উন্মর্য্যাদি-দশা প্রাপ্ত হইল ; দূরে গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইল ; অবশেষে তরঙ্গরূপ চঞ্চল বাহুদ্বারা কমলরূপ উপহার লইয়া তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিল। (৫২) "হায় ! হায় ! সমুদ্রের পতিব্রতা নারী নদীগণ যদি মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া দ্রুতগমনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়, আহা ! তাহা হইলে তৎকালে আমাদের মত দুঃখিনী নারী আর কে থাকিতে পারে ? কিন্তু ঐ সকল নদী স্বচ্ছন্দক্রমে অত্যুচ্চ পুণ্যলাভ করিয়াছে, বলিতে হইবে। আমাদের সহিত তাহাদের অল্পমাত্রও তুলনা হইতে পারে না। অতএব হয় সুখ হইতে, অথবা দুঃখ হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উচিত।" (৫৩) "কেবল যে দীপ্তি থাকাতে নিজের সাদৃশ্যবশতঃ জলধর শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ তাহা নহে ; কিন্তু পরস্পর পরস্পরের সর্ব্বদা হিতকারী বলিয়াও বন্ধু। দেখ, ঐ শ্রীকৃষ্ণ বংশী-সমুদ্ভূত 'মল্লার' রাগদ্বারা মেঘকে প্রবল করিয়া থাকেন এবং ঐ মেঘও ছায়াপ্রদানে তদুপরি তাপ নাশ করিয়া থাকে।" (৫৪) "হে সখি ! দেখ ! ঐ সকল

বেণোঃ পুণ্যমতীব হন্ত ! যদসাবস্ত্রী চ তস্যাধরং
গোপীনাং স্বমপি হ্রিয়ং পরিহরন্ শশ্বৎ পিবন্নর্দতি।
তৃপ্ত্যা ছর্দিনিভাদমুষ্য রণিতান্নদ্যোঽপি ফুল্লন্ত্যমূ-
র্যদ্বংশ্যা নগজাতয়োঽপি মধুভির্বাষ্পং মদাদ্বিভ্রতি॥৫৫॥

(গোপা০ পূ০ ১৭।৬৪)

যাচেঽহং বংশদেহং ন তু কুলজবধূদেহমাপ্তে হি কৃষ্ণ-
স্তৃষ্ণগ্ভাবেন সজ্জন্ বহুরুচি বিহরেদ্দুর্লভঃ স্যাৎ পরত্র।
বংশীভাবে চিদংশ-প্রশমনবশতা-বিস্মৃতাত্মা যদি স্যাং
তেন জ্ঞায়েয় সেয়ং মম বিরহহুতাদারুতামাগতেতি ॥ ৫৬ ॥

(গোপা০ পূ০ ১৭।৬৫)

মেঘ জড় হইলেও এবং সকলের উপরে থাকিলেও কেবল অন্তরে প্রেম থাকাতে ছায়া এবং নিজরস (বা জল) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিতেছে। হায় ! কি কষ্ট ! তাহাকেই একমাত্র আশ্রয় ভাবিয়া আমরা 'প্রাণ রক্ষা করা উচিত' ভাবিয়াছি, এবং তাহাতেই আমরা উত্তমরূপে গণ্য হইয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আমরা যে বাঁচিয়া আছি, এই হেতু আমাদের জীবনে ধিক্।" (৫৫) আহা বেণুর অত্যন্ত পুণ্য আছে। যে-হেতু ঐ বেণু পুরুষ হইয়া লজ্জা পরিহার-পূর্বক গোপীদিগের ধন যে শ্রীকৃষ্ণের অধর, তাহা বারংবার পান করিতে করিতে শব্দ করিতেছে। পরে তাহার প্রচুর পরিমাণে তৃপ্তি হওয়াতে বমনতুল্য শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিহেতু এই সকল নদীও স্ফীত হইতেছে। যে নদীর বংশধর বৃক্ষজাতিও মধুদ্বারা সহর্ষে বাষ্পধারণ করিয়া রহিয়াছে। (৫৬) আমি বংশদেহ প্রার্থনা করি, কিন্তু ভদ্র কুলাঙ্গনার দেহ প্রার্থনা করি না। যে-হেতু বংশদেহে (বংশ-নির্মিত মুরলীতে) শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে আসক্ত থাকিয়া বহুতর রুচির সহিত বিহার করিয়া থাকেন। আর কুলজাত বধূর দেহে তিনি নিতান্ত দুর্লভ।

গণ্ডং চুম্বসি কুণ্ডলস্থ-মকরি ! ত্বং তস্য বংশি ! ত্বম-
প্যাস্যং লেক্ষি তথাঙ্গমঙ্গমসকৃন্মালে ! ত্বমালিঙ্গসি ।
তদ্‌যুক্তং যদতীত-সর্ববিধিকা যূয়ং বয়ন্তু স্ফুটং
হা তত্তদ্‌বিধিভাগ্ বিচারহতকেনাভীপ্সিতাদ্‌বঞ্চিতাঃ ॥ ৫৭ ॥
(গোপা০ পূ০ ১৭।৬৬)

ইতি ক্লিষ্টন্নেত্রাং বিধুরবদনাং মঙ্‌ক্ষু ললিতা
সমারোহ্য ক্ষৌমং ন্যগদদগদঙ্কার-চরিতা।
ত্বমুত্তীর্ণা রাধে ! কটুতরমভূঃ খেদজলধিং
দিশং পশ্য প্রাচীং বিশতি সখি ! গোধূলিরধুনা ॥ ৫৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।১৩)

কিন্তু এই বংশদেহেও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, বংশীভাবে আমার দেহ গঠিত হইলে, আমি জড় হইব, তাহাতে চৈতন্যাংশ জীব অর্থাৎ জীবাত্মা থাকিলে পর তাহা একেবারে প্রমাণিত হইয়া যাইবে। সুতরাং এই জড়তায় এতই অধীন হইব যে, আমার আত্মবিস্মৃতি ঘটিবে, অর্থাৎ আমি মানবী হইতে বংশ হইয়া ইহাও কি নিজে বুঝিতে পারিব না? যদিও এইরূপ হওয়া সত্য, তথাপি (সর্ব্বান্তর্যামী সেই) শ্রীকৃষ্ণ আমাকে জানিতে পারিবেন যে, এই বংশী আমার বিরহে উপতপ্ত হইয়া কাষ্ঠভাব প্রাপ্ত হইয়াছে (আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট মঙ্গল)। (৫৭) অনন্তর শ্রীরাধা মনে মনে অপর একটী বিচার করত বলিতে লাগিলেন,—"হে কুণ্ডলস্থিত মকরি! (শ্রীকৃষ্ণমকর কুণ্ডল) তুমি তাঁহার গণ্ডস্থল চুম্বন করিতেছ। হে বংশি! তুমিও তাঁহার মুখ আস্বাদন করিতেছ। হে মালে! তুমি তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছ, ইহা তোমাদের উপযুক্ত! যেহেতু তোমরা সমস্ত দোষ হইতে অতীত। কিন্তু হায়! স্পষ্টই পোড়াবিধির পোড়াবিচার দ্বারা অভিলষিত বিষয় হইতে বঞ্চিত

ন গোধূলির্ভদ্রে ! অনুভব ভবতীদং বিধুরজো
দৃশং তৃপ্তাং দূরাদ্‌বিশতি কিমবাদীঃ সখি ! দিশম্‌।
যদেতৎ কণ্ঠাগ্নে শমিত-দবথু প্রাণপতগান্‌
হৃদানিন্যে মন্যে তদয়ি ! মৃতসঞ্জীবনমিদম্‌॥ ৫৯॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।১৪)

মদর্থং ত্বৎপ্রেয়োবদন-নলিনস্বেদকণিকা
হরন্‌ শৈত্যামোদী বিপুলকরুণঃ প্রাচ্যপবনঃ।
অহো ! ভাগ্যং স্পৃষ্ট্বা সপদি ললিতে ! জীবয়তি মাং
জগৎপ্রাণো নাম্না ভবতি গুণতোঽপ্যেষ নিতরাম্‌॥ ৬০॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।১৫)

হইয়াছি। (৫৮) শ্রীরাধা ইহা বলিয়া ক্রন্দন করায় নেত্রযুগল হইতে অবিরত ধারা বহিতে লাগিল, বদন ম্লান হইল, এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরহব্যাধির ভিষক্‌ সদৃশী শ্রীললিতা দেবী দ্রুতগতিতে অট্টালিকার উপরি শ্রীরাধাসহ আরোহণ করিয়া কহিলেন,—"হে রাধে ! তুমি কটুতর খেদ-জলনিধি উত্তীর্ণা হইলে। হে সখি ! ঐ দেখ ! পূর্বদিকে গোধূলি দেখা যাইতেছে।" (৫৯) গোধূলি দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিয়া আসিতেছেন, অবগত হইয়া পরমানন্দসিন্ধুনিমগ্না শ্রীরাধা কহিলেন,—"হে ভদ্রে ! হে ললিতে ! তোমার ভ্রম হইয়াছে, ইহা গোধূলী নহে, কিন্তু তাপিতনয়ন সুশীতলকারী কর্পূর-ধূলি ; যেহেতু ঐ ধূলি দূর হইতে আমার নয়নে প্রবেশ করিয়া নয়নের তাপ নিবারণ-পূর্বক শীতল করিতেছে ; হে সখি ! কিংবা ইহা কর্পূরধূলিও নহে, মৃতসঞ্জীবনের ঔষধ, যেহেতু এই ধূলি আমার প্রাণরূপ বিহঙ্গগণ কণ্ঠাগত হইয়াছিল, ইহাদিগকে হৃদয়মধ্যে আনয়ন-পূর্বক আমাকে জীবিত করিল।" (৬০) এমন সময়ে পূর্বদিক হইতে স্বাভাবিক শীতল বায়ু বহিতে লাগিল ; তাহার স্পর্শে শ্রীরাধিকা শৈত্যানুভব-পূর্বক

স্মরন্মাং দীনাং স ব্রজতিলকসূনুঃ কিমধুনা
পুরোগাঃ কৃত্বা গা দ্রুততরমুপৈতি প্রণয়বান্ ।
কথং বাস্ত দ্রৌত্যং ভবতু সমদোক্ষালসগতেঃ
কথং বা স্ফারত্বং ত্যজতু স দবীয়ান্ বনপথঃ ॥ ৬১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।১৬)

মুখাব্জং বিভ্রাণো বিমলতিলকং বেল্লদলকং
রণদ্ভৃঙ্গস্তোমস্তুতুলসীকাস্রক্-পরিমলঃ ।
শ্রিতপ্রেঙ্খৎপিঞ্ছারুণ-দরনতোষ্ণীষ-সুষমো
ধুবন্ বাধাং রাধে ! ত্বরিতমধুনৈবৈষ্যতি স তে ॥ ৬২ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।১৭)

শ্রীকৃষ্ণের স্বেদকণা-বহনেই এই বায়ুর এতাদৃশ শৈত্যগুণ জন্মিয়াছে, ইহা অনুরাগবশতঃ অবগত হইয়া ললিতাকে কহিলেন,—"হে ললিতে ! তোমাদের প্রিয়তমের বদন-নলিনের স্বেদকণিকা বহন করত শৈত্যামোদী বিপুল করুণ প্রাচ্য পবন আমাকে স্পর্শ করিয়াই জীবিত করিল, আমার অহো ভাগ্য ! অর্থাৎ যদি এই প্রাচ্যবায়ু আমাকে জীবিত না করিত, তাহা হইলে তোমাদের প্রিয়তমের দর্শন আর পাইতাম না। অতএব হে সখি ! এই বায়ু যে কেবল নামমাত্রে জগৎপ্রাণ—তাহা নহে, গুণেও জগৎপ্রাণ। (৬১) হে সখি ! প্রেমসিন্ধু ব্রজরাজকুমার স্ববিরহদীনা আমাকে স্মরণ করিয়া গোসমূহকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দ্রুত আগমন করিতেছেন। কিন্তু কি প্রকারে ইনি দ্রুত আগমন করিবেন ; যেহেতু মদমত্ত বৃষভরাজের ন্যায় ইহার স্বাভাবিক অলসগতি, এবং দূরবর্ত্তী বনপথ বা কি প্রকারে নিকটবর্ত্তী হইবে ? অর্থাৎ হে সখি ! যদিও এই গোধূলিদর্শনে আমার বাঁচিবার আশা হইয়াছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আগমনে বিলম্ব হওয়ায় এই দুর্ভাগার প্রাণ এদেহে বুঝি আর থাকিতে পারে না। (৬২) শ্রীরাধিকা এই প্রকারে

মুরলীনিনদাত্থিত-মদনা, গদ্‌গদগদনা ব্রজবিধু-বদনাঃ।
সুশিখর-রদনাঃ শ্লথিতচ্ছদনা, যযুরপকদনাঃ সদনাৎ সদনাৎ ॥৬৩॥
(গোবি০ ১৯।৮৬)

কিঞ্চিচ্চ কাশ্চিত্ত্বনপেক্ষমাণাঃ, সম্ভ্রান্তি-বিঘ্নাকলিতাঃ স্খলন্ত্যঃ।
ধাবন্তি তস্যাং দিশি যত্র ধেনু,-হাম্বারবা বেণুনিনাদ-মিশ্রাঃ ॥৬৪॥
(ভাগ০ ২।৬।৫০)

কাশ্চিদ্বিপর্য্যগ্‌ধৃতভূষণা যযুঃ
কাশ্চিচ্চ নীবী-কচ-বন্ধনাকুলাঃ।
অন্যা গৃহান্তস্তরুভাবমাশ্রিতাঃ
কাশ্চিচ্চ ভূমৌ ন্যপতন্ বিমোহিতাঃ ॥ ৬৫ ॥
(ভাগ০ ২।৬।৫১)

ব্যাকুলা হইলে শ্রীললিতা কহিলেন—সখি রাধে! কেন তুমি খেদ করিতেছ? তোমার সেই কান্ত, বিমল তিলক-শোভিত ও চঞ্চল অলকাযুক্ত মুখকমল ধারণ করিয়া এবং যাহার উপরি ভৃঙ্গযূথ গুঞ্জন করে, তাদৃশ তুলসীর মালার পরিমলে দিঙ্মণ্ডল সুগন্ধিত করত পিঞ্ছখচিত এবং অরুণবর্ণ ও ঈষৎ আনত উষ্ণীষ ধারণ করিয়া তোমার নিখিল দুঃখ দূর করিবার জন্য আগতপ্রায়।

বংশীধ্বনি-শ্রবণে ব্রজাঙ্গনাদের উদ্যানে আগমনাদি

(৬৩) তদনন্তর দাড়িম্ববীজদশনা চন্দ্রবদনা ব্রজললনাসকল মুরলীধ্বনিতে উত্থিতমদনা অর্থাৎ কন্দর্পবিকারযুক্তা গদ্‌গদভাষিণী তথা স্খলিতবসনা ও বিগতদুঃখ হইয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহ হইতে আগমন করিলেন। (৬৪) অন্যান্য ব্রজাঙ্গনা সম্ভ্রমরূপ বিঘ্নসঙ্কুলা হইয়া কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া, বেণুনাদমিশ্র ধেনুসকলের হাম্বারব যেদিক হইতে শ্রবণ করা

মোহং গতাঃ কাশ্চন নীয়মানা, ধৃত্বাশ্রুলালার্দ্রমুখাঃ সখীভিঃ।
যান্তীতরাঃ প্রেমভরাকুলাস্তং, পশ্যেতমিত্যালিভিরুচ্যমানাঃ ॥৬৬॥
(ভাগ০ ২।৬।৫২)

গবাং হাম্বারাবৈঃ সুললিততরং মোহমুরলী-
কলং লীলাগীত-স্বরমধুর-রাগেণ কলিতম্।
জগদ্বৈলক্ষণ্যাচিত-বিবিধভঙ্গীবিলসিতং
ব্রজস্থানাং তেষাং সপদি পরমাকর্ষ-বলিতম্ ॥ ৬৭ ॥
(ভাগ০ ২।৬।৪৬)

ইতো বংশীধ্বানাৎ কলয় সখি ! রাধে ! কলকলং
ব্রজে রামারাজেরুদিতবিতনোর্নির্জিগমিষোঃ।
তদগ্রে স্বারামে কুসুমমিষতো যামো জরতীং
প্রতার্য্যেত্যুৎকণ্ঠাচুলুকিতধৃতিঃ সা দ্রুতমগাৎ ॥ ৬৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।১৯)

যাইতেছিল, সেই দিকে গমন করিলেন। (৬৫) কোন ব্রজাঙ্গনা বিপরীতভাবে ভূষণসকল ধারণ করিয়া গমন করিলেন। কেহ কেহ নীবীবন্ধনে, কেহ কেহ কেশবন্ধনেই ব্যাকুলা হইলেন। অন্য কতিপয় ব্রজসুন্দরী তরুভাব অর্থাৎ স্তব্ধভাব প্রাপ্ত হইলেন। অপর কেহ কেহ বিমোহিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। (৬৬-৬৭) কোন কোন ব্রজ-সুন্দরী মূর্চ্ছিতা হইলেও অশ্রুলালাযুক্তমুখে সখীগণ-কর্ত্তৃক নীয়মানা হইয়া গমন করিলেন। প্রেমভরে সমাকুল অপর কোন কোন ব্রজসুন্দরীকে (শ্রীরাধাকে) সখীগণ দেখাইতেছিলেন,—"হে সখি! ঐ দেখ ! শ্রীনন্দনন্দন আসিতেছেন। কারণ, গোসকলের হাম্বারবে সুললিততর, লীলাগীতের ষড়জাদিস্বরও মল্লারাদিরাগদ্বারা যুক্ত, জগদ্বিলক্ষণ বিবিধ মূর্চ্ছনাদি ভঙ্গীদ্বারা শোভিত এবং ব্রজবাসিবৃন্দের পরমাকর্ষণ-সংযুক্ত মোহজনক মুরলীধ্বনি শ্রবণ

ত্বয়া দত্তেনালং শ্রবণমনু পুষ্পেণ যদিহ
স্বয়ং দূরাদ্বংশীধ্বনিরস-বতংসোঽলগদয়ম্ ।
পতামি ত্বৎপাদে সখি ! বকুলমালে ! জহিহি মা-
মিতো গত্বা কৃষ্ণাম্বুদঘনরসৈঃ স্যাং শিশিরিতা ॥ ৬৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।২০)

প্রিয়স্নিগ্ধশ্যামাঞ্জনরস ইতোঽগ্রে বিপিনতঃ
সমেত্যেতং ধাস্যে নিজনয়নয়োঃ সংজ্বরহরম্ ।
কিমানৈর্ষীর্ভস্মত্বমিদমহহানজ্‌মি ন দৃশা
বনেনেতি শ্যামা ত্বরিতমুপরাধং বনমগাৎ ॥৭০ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।২১)

করিলাম।” (৬৮) “সখি রাধে ! ঐ শ্রবণ কর, বংশী বাজিতেছে। এই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া অনঙ্গোদয় হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ গৃহের বাহিরে যাইবার জন্য ব্রজরমণীগণের কল-কল ধ্বনি শ্রবণ কর, অতএব ইহাদের অগ্রেই আমরা কুসুমচয়নছলে বৃদ্ধাকে প্রতারণা করিয়া নিজ আরামে গমন করি।”—ইহা শ্রবণমাত্র শ্রীরাধা সখীসহ দ্রুতবেগে উদ্যানে গমন করিলেন। (৬৯-৭১) অন্যত্র বকুলমালা নাম্নী সখী শ্যামলার বেশ করিতেছিলেন। এমন সময় বংশীধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইলে ব্যাকুলা হইয়া বকুলমালাকে শ্যামলা কহিতে লাগিলেন,—“হে সখি ! বকুলমালে ! কুসুমাভরণদ্বারা আমার কর্ণযুগল আর বিভূষিত করিতে হইবে না। কারণ, এই শ্রবণযুগলে দূর হইতে বংশীধ্বনিরূপ অবতংস লাগিয়াছে। হে সখি ! আমি তোমার চরণে পতিত হইলাম, আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি কৃষ্ণাম্বুদের ঘনরসে শীতল হইব। হে সখি ! আমার নয়নে অঞ্জন দিতে হইবে না ; কারণ, বিপিন হইতে আমাদের সংজ্বরহর প্রিয়তমরূপ শ্যামাঞ্জন ঐ আসিতেছে, উহাকেই নয়নে ধারণ করিব। তুমি কেন

বিলম্বং নো ভদ্রে ! কুরু জহিহি চন্দ্রাবলি ! রুজং
ন ধন্যে ! মান্থর্য্যং কলয় কমলে ! যাব সদনাৎ।
কথং পালি ! ক্লাম্যস্যুপসর হরেরঙ্গসুষমা-
মৃতে জীবেত্যাল্যো ব্রজমৃগদৃশাং সম্ভ্রমমধুঃ ॥ ৭১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।২২)

অগ্রে ধূলিভরো গবাং খরখুরক্ষুণ্ণঃ ক্ষমায়াস্ততো
হম্বেত্যুচ্চ-গভীরচারনিনদস্তাসামথো মণ্ডলম্।
তস্যান্তে মুরলীরবস্তদনু চ প্রেঙ্খোলি-নীলং মহঃ
পশ্চাৎ কৃষ্ণ ইতি ক্রমাদ্‌ব্রজপুরীপত্যোরভূদ্‌গোচরঃ ॥ ৭২ ॥
(অ০ ১১।৬৮)

ধেনূনামথ বৎসবৎসলতয়া জাতত্বরামূধসা-
মাহারস্য চ গৌরবাল্লঘুতরামাবিভ্রতীনাং গতিম্।
শ্রীকৃষ্ণস্য বিলাসবেণুনিনদৈরামোদ-ঘূর্ণদ্দৃশাং
হম্বেতি শ্রুতিরম্যগদ্‌গদ্‌গিরাং শ্রেণী ব্রজং প্রাবিশৎ ॥৭৩॥
(অ০ ১১।৬৯)

অঞ্জননামে খ্যাত ভস্ম আনিয়া নয়নে দিতে উদ্যত হইলে ? এই ভস্ম এখন নয়নে দিব না, ইহা বলিয়া নিজ তনুর ভূষণাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্যামলা শ্রীরাধার নিকট গমন করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ যাবটগ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলে যূথেশ্বরীগণের সখীগণ তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—"হে ভদ্রে ! আর বিলম্ব করিও না।" "হে চন্দ্রাবলি ! কাতরতা পরিত্যাগ-পূর্বক দ্রুত শ্রীকৃষ্ণ দর্শন কর। হে ধন্যে তুমি মান্থর্য্য ত্যাগ কর, হে কমলে ! তুমি সদন হইতে দ্রুত ধাবিত হও। হে পালি ! আর কেন দুঃখানুভব করিতেছ, শীঘ্র চল, শ্রীহরির সৌন্দর্য্যামৃতের দ্বারা জীবিত হও। (৭২) অনন্তর, সর্ব্বাগ্রে গাভীগণের প্রখর খুরক্ষুন্ন-পৃথিবীর ধূলিরাশি, তৎপরে

মুক্তে নন্দিনি চন্দিনীন্দুতিলকে কস্তূরি কর্পূরিকে
পিঙ্গে রঙ্গিণি ধূমলে ধবলিকে কিঞ্জল্কিকে রঙ্গিণি।
শ্যামে কেতকি চন্দ্রিকে শবলিকে কাশ্মীরিকে চম্পিকে
হীত্যেহীতি ততান তানমধুরং গানং মুরল্যা হরিঃ ॥ ৭৪

(আ০ ১১।২৯)

গত্বা পুরস্ত্রিচতুরাণি জবাৎ পদানি
পশ্চাদ্ বিলোকয়তি হন্ত ! তিরঃশিরোধি।
বৎসোৎকরাদপি বকীমথনে গরিষ্ঠ-
প্রেমানুবন্ধবিধুরং পথি ধেনুবৃন্দম্ ॥ ৭৫ ॥

(ল০ ১।২৯)

উচ্চ গভীর ও মনোহর হম্বারব, তদনন্তর ধেনুশ্রেণী, তদন্তে মুরলীরব, তৎপশ্চাৎ গতিশীল নীলকান্তি এবং সকলের পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ, এই সকল যথাক্রমে ব্রজপুরপতি নন্দমহারাজের এবং ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদার যথাযোগ্য দৃষ্টিগোচর ও শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। (৭৩) গাভীগণ বৎসগণের প্রতি বাৎসল্যহেতু গমনে ত্বরান্বিতা হইলেও স্তনভার ও আহারের গুরুত্ববশতঃ লঘুতর গতি ধারণ করিয়াছিল, অর্থাৎ মন্দমন্দগতিতে গমন করিতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ বিলাসভরে যে বেণুনাদ করিতেছিলেন, তাঁহার সেই বেণুনাদ-শ্রবণে আনন্দে তাহাদের নয়ন ঘূর্ণিত হইতেছিল। এই প্রকারে তাহারা শ্রুতিমধুর গদ্গদস্বরে হম্বারব করিতে করিতে গোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিল। (৭৪) হী হী! মুক্তে! নন্দিনি! চন্দিনি! ইন্দুতিলকে! কস্তূরি কর্পূরিকে! পিঙ্গে! রঙ্গিণি! ধূমলে! ধবলিকে! কিঞ্জল্কিকে! রঙ্গিণি! শ্যামে! কেতকি! চন্দ্রিকে! শবলিকে! কাশ্মীরিকে! চম্পিকে! হী হী! —এইরূপে গাভীগণের সম্বোধনচ্ছলে শ্রীহরি মধুরতানে মুরলীতে গান করিতে লাগিলেন। (৭৫) ধেনুসকল বেগে দুই চারি পদ অগ্রে গমন

তত্র স্ফারে সরসি মুরলী-নিস্বনৈঃ স্তম্ভয়ন্ গা
যূথান্ যূথান্ পৃথগরচয়ৎ পায়য়িত্বাথ পাথঃ।
নানারঙ্গৈঃ স্বহৃদি মণিভির্যাস্তি মালা তয়াসৌ
নানাবর্ণানগণয়দপি স্বান্ হরির্ধেনুযূথান্ ॥ ৭৬ ॥

(গোবি০ ১৯।৭৭)

সংখ্যাপূর্ত্তৌ ভবতি মুদিতঃ স্বস্থ কিংবা সখীনাং
সংখ্যান্যূনে সপদি স গবাং বেণুসঙ্কেতনাদৈঃ।
তত্তন্নাম্না স্বগণবিযুতাঃ শীঘ্রমাহূয় গাস্তা-
স্তত্তদ্‌যূথে চলতি ঘটয়ংশ্চালয়ংস্তান্ ব্রজায় ॥ ৭৭ ॥

(গোবি০ ১৯।৭৮)

গোধূলীধূম্রকম্রালকসদলিকস্তির্য্যগুষ্ণীষবন্ধ-
প্রেঙ্খোলৎ-কৈঙ্কিরাত-স্তবক-নবকলং বর্হিবর্হং দধানঃ।
আবল্গৎকুণ্ডলশ্রীর্দিনকর-কিরণক্লান্তকর্ণোৎপলান্ত-
র্নির্যৎকিঞ্জল্কলেশচ্ছুরিত-লঘুতরস্বিন্ন-গণ্ডান্তলক্ষ্মীঃ ॥ ৭৮ ॥

(আ০ ১৩।১৪৪)

করিয়া পুনরায় গ্রীবা বক্র করত পশ্চাৎ দিকে অবলোকন করিতেছে। যদি চ ইহাদের বৎসগণের প্রতি স্নেহাতিশয় বর্ত্তমান, তথাপি ঐ বৎসসমূহ হইতে পূতনাশত্রু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহ অধিক ; কি জানি পাছে স্নেহ-ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে ধেনুবৃন্দ পথমধ্যে কাতর হইতেছে। (৭৬-৭৭) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই কাননমধ্যে অতিবিস্তৃত সরোবরের তীরদেশে মুরলীর ধ্বনিতে গোসকলকে স্তম্ভিত করত জল পান করাইয়া ভিন্ন ভিন্ন যূথ রচনা করিলেন। তৎপরে নিজবক্ষঃস্থলে যে বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট মণিনির্মিত মালা আছে, তদ্দ্বারা স্বীয় নানাবর্ণ ধেনুযূথকে গণনা করিতে লাগিলেন। গণনাকালে

মন্দপ্রস্থান-লীলামদমধুর-রণন্মঞ্জুমঞ্জীর-নাদ-
শ্রেণীসংবাদ্যমান-শ্রুতিমৃদুমুরলীস্বান-নিষ্ণাতকর্ণঃ।
অগ্রে কৃত্বাগ্রজাতং সহচর-নিকরং পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতশ্চ
প্রেমানন্দস্তনূমানিব নয়নবতাং স ব্রজং প্রাবিবেশ ॥ ৭৯ ॥
(আ০ ১৩।১৪৫)

শ্রীকৃষ্ণাগমনোৎসবস্য কথনং সায়াহ্ন এবাগ্রতঃ
সংধত্তে তদনন্তরং বহুতরীকুর্বন্তি গোধূলয়ঃ।
সত্যং সত্যমিতীব তদ্দৃঢ়তরীকুর্বন্তি ধেনুস্বনা-
স্তত্রৈবাবসরে মনোমৃগদৃশাং মুষ্ণাতি বেণুস্বনঃ ॥ ৮০ ॥
(আ০ ১৩।১৪৬)

শ্রীকৃষ্ণ আপনার কিংবা বয়স্যসকলের গাভীগণের সংখ্যা পূর্ণ হইলে আনন্দিত হইতেছেন এবং সংখ্যার ন্যূনতা হইলে বেণুধ্বনির সঙ্কেতদ্বারা যূথ হইতে পরিভ্রষ্ট সেই গোসকলকে স্বস্বনামে আহ্বানপূর্বক শীঘ্র স্বস্ব-যূথমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদিগকে ব্রজাভিমুখে চালিত করিয়া নিজেও চলিতে লাগিলেন। (৭৮) সেই সময় গোধূলিদ্বারা ধূম্রবর্ণ মনোহর অলকাবলী শ্রীকৃষ্ণের ললাটদেশে শোভা পাইতেছিল, বক্রভাবে বদ্ধ উষ্ণীষে নিহিত নবশিল্পবিশেষযুক্ত অশোকগুচ্ছ আন্দোলিত হইতেছিল। তিনি চূড়ার উপর শিখিপিচ্ছ ধারণ করিয়াছিলেন। কর্ণে দোদুল্যমান কুণ্ডলের শোভায় তিনি অত্যন্ত শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সূর্য্যকিরণে ম্লান কর্ণোৎপলের অভ্যন্তর হইতে যে কিঞ্জল্ককণা নির্গত হইতেছিল, তদ্দ্বারা তাঁহার ঈষৎ ঘর্মাক্ত গণ্ডপ্রান্ত লিপ্ত হওয়ায় তাহাতে তাঁহার অতিশয় শোভা জন্মিয়াছিল। (৭৯) মন্দ মন্দ গমনলীলামদে মধুর শব্দায়মান মনোহর নূপুরধ্বনিশ্রেণীর সহিত ষড়জ-মধ্যমাদি স্বরসমূহ মিল করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে কোমল শ্রুতিমধুর মুরলীনাদ করিতেছিলেন, তাহাতে দোষশূন্য গুণের

বল্গদ্বল্গুবতংসমংসবিগলন্মন্দারমালামিলদ্-
রোলম্বব্রুতিলম্বমান-সুমনোধূলিভিরাধূসরঃ।
লীলাবন্ধুরকন্ধরাঞ্চলচলচ্ছ্রীকৌস্তুভং ভ্রাজতে
ধাবন্ ধূতধরং ধরাধরধরো ধারাধর-শ্যামলঃ ॥ ৮১ ॥
(অ০ ৯।৫)

তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হ-
বন্যপ্রসূন-রুচিরেক্ষণচারুহাসম্।
বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরুপগীতকীর্ত্তিং
গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোহভ্যগমন্ সমেতাঃ ॥ ৮২ ॥
(ভা০ ১০।১৫।৪২)

তারতম্যজ্ঞান-বিষয়ে তাঁহার কর্ণযুগল নিপুণ ছিল। পশ্চাদ্ভাগে ও পার্শ্বদ্বয়ে সহচরগণ এবং অগ্রজ বলদেবকে অগ্রে করিয়া চক্ষুষ্মান্গণের মূর্ত্তিমান্ প্রেমানন্দের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে প্রবেশ করিলেন। (৮০) সর্ব্বাগ্রে দিনান্ত শ্রীকৃষ্ণের আগমনোৎসবের কথা ধারণ করিয়াছিল অর্থাৎ দিনান্তে প্রথমতঃ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের আগমন-বিষয়ে আলাপ করিতেছিলেন; তদনন্তর গোধূলিশ্রেণী-দর্শনে ঐ আলাপ আরও বহুতর হইয়াছিল এবং তৎপরে গাভীগণের হম্বারবে "শ্রীকৃষ্ণগমন সত্য সত্য" বলিয়া সেই বাক্যের অতিশয় দৃঢ়তা জন্মাইয়াছিল। সেই অবসরে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি আসিয়া ব্রজাঙ্গনাগণের মনোরত্ন হরণ করিল। (৮১) নবনীরদসুন্দর গোবর্দ্ধনধর শ্রীশ্যামসুন্দর পদভরে ধরাতল বিকম্পিত করিয়া ধাবিত হইতেছেন। ধাবনবেগে তাঁহার শিরঃস্থিত শেখর থর থর করিয়া কম্পিত হইতেছে, স্কন্ধদেশ হইতে স্খলিত মন্দারমালায় যে ভ্রমরাবলী মিলিত রহিয়াছে, তাহার ভরে লম্বমান পুষ্পপুঞ্জের ধূলিরাশিতে শ্যামশরীর ধূসরিত হইতেছে, আর ধাবনহেতু উন্নতকন্ধরা প্রান্তে স্পৃষ্ট হইয়া কৌস্তুভমণিই বা কীদৃশ কান্তিচ্ছটায় চ্ছুরিত হইতেছে। (৮২) গাভীগণের খুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিতে

ইতো হম্বাহম্বাধ্বনিভিরুপগোষ্ঠং নিজসুতান্
হ্বয়ন্তীর্ধাবন্তীরখিলসুরভীর্বীক্ষ্য সহসা।
বলঃ শ্রীদামাদ্যৈঃ সহ সহচরৈঃ সত্বরগতি-
র্বিষাদাব্ধেরম্বাঃ প্রথমমুদহার্ষীৎ পুরি বিশন্ ॥ ৮৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।২৩)

অথ মণি-বলভীতলস্থিতানাং, শুচিরস-সুৎসুকচেতসাং বধূনাম্।
নয়ন-মধুকরাবলী ললম্বে, প্রিয়বদনাম্বুরুহে শ্রিয়োঽবলম্বে ॥ ৮৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৩৬)

শ্রীকৃষ্ণের কেশপাশ ধূসরিত হইয়াছিল, তাহাতে ময়ূরপিচ্ছ ও বন্যকুসুম বদ্ধ ছিল, তাঁহার লোচনদ্বয় অতিশয় মনোহর, তাহাতে আবার তিনি অতি মনোহরভাবে হাস্য ও বংশীবাদন করিতেছিলেন এবং অনুগামী গোপবালকগণ ঐ বেণুধ্বনির অনুরূপ স্বরে তাঁহার বিমলকীর্ত্তি গান করিতেছিলেন। তখন সেই মনোহরধ্বনি-শ্রবণপূর্বক গোপীগণ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সমুৎসুক নেত্রে তাঁহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। (৮৩) পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গের সহিত মিলন-সময় অবলোকন করিয়া বলদেব-শ্রীদাম প্রভৃতি নন্দীশ্বর পুরী প্রবেশ করিবার জন্য কোন একটী ছল ভাবিতেছেন ; এমন সময় গোষ্ঠ নিকটবর্ত্তী দেখিয়া নিখিল সুরভীগণ হম্বারবের দ্বারা নিজ নিজ বৎসগণকে আহ্বান করিতে করিতে ধাবিত হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া শ্রীবলরাম তাহাদের সন্তালন- (নিরীক্ষণ) ছল অবলম্বন-পূর্বক ত্বরিতগমনে নন্দীশ্বরপুরে প্রবেশ করিয়া জননীগণকে বিষাদ-সাগর হইতে প্রথমে উদ্ধার করিলেন।

ব্রজসুন্দরীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর সন্দর্শনাদি

(৮৪-৮৫) অনন্তর মণিময় চন্দ্রশালিকাস্থিত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুৎসুকচিত্ত গোপীদের নয়নরূপ মধুকররাজি সৌন্দর্য্যনিধান প্রিয়তম-মুখপদ্মের

প্রিয়তম-মুখপদ্মবদ্ধলক্ষ্যাঃ, কমলদৃশাং সরসত্রপাঃ কটাক্ষাঃ।
কুবলয়দলবর্ষবৎ প্রতীতাঃ, সমমনুপেতুরুপর্য্যুপর্য্যুপেতাঃ ॥ ৮৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৩৭)

তদপি তদবঘাতজাতশাতঃ, সুমধুরিমাস্য মুখাদ্ য উৎপপাত।
কমপি তময়মেব বেদ তাশ্চ, প্রবিহুরসৌ প্রবিবেদ মন্মথশ্চ ॥ ৮৬॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৩৮)

মদমদিরদৃশাং কটাক্ষপাতাঃ, সিতবিশিখা ইব দুঃসহাবঘাতাঃ।
প্রতিনয়ননিপাত-মধ্যভগ্না, অপি বিভিদুঃ প্রিয়মগ্রভাগলগ্নাঃ ॥৮৭॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৩৯)

অয়ময়মিতরেতরাবলোকঃ, প্রণয়সুধা-মধুরিম্ণি সাতিরেকঃ।
ইতরজনধিয়া ক্ষণং ব্যনংশীৎ, স্ফুরদনুরাগরসো ন তু ব্যরংসীৎ ॥৮৮॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৪০)

আশ্রয় করিল। পদ্মনয়না গোপীদের রসময় ও লজ্জাযুক্ত কটাক্ষসমূহ প্রিয়তমের মুখপদ্মে লক্ষ্যবদ্ধ করিয়া নীলপদ্মদলের বর্ষাবৎ প্রতীয়মান হইয়া উপর্য্যুপরি একই সময়ে পড়িতে লাগিল। (৮৬-৮৮) ঐ কটাক্ষাঘাতে উৎপন্নসুখে উঁহার মুখে যে এক মহাসুন্দর মাধুরীর প্রকাশ হইল, সেই অনির্ব্বচনীয় মাধুরীর বিষয় শ্রীকৃষ্ণ অবগত হইলেন। গোপীরাও উহা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হইলেন। আর বিশেষভাবে জানিলেন—মন্মথ। মত্ত-খঞ্জনবৎ নয়নবিশিষ্টা গোপীগণের কটাক্ষপাতসমূহ সূক্ষ্মবাণবৎ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অসহ্যই বটে, কিন্তু প্রিয়তমেরও নয়ননিঃসৃত প্রতিবাণরূপ কটাক্ষাঘাতে গোপীগণ-বিসৃষ্ট বাণরাজি মধ্যস্থানে ভগ্ন হইয়াও কিন্তু উহাদের অগ্রভাগ প্রিয়তমের বক্ষোলগ্ন হইয়া উহাকেই ভেদ করিল। অহো! এই উভয় পক্ষীয় পরস্পর দর্শনরূপ প্রণয়সুধা-মাধুর্য্যের নিরন্তর বৃদ্ধিই পাইতেছিল ; অন্য গুরুজনাদির আশঙ্কাবুদ্ধিতে ক্ষণকালের জন্য বিরত হইলেও কিন্তু উহাদের

ইতঃ প্রেঙ্খৎপ্রান্তপ্রমদমদভারালসদৃশা
কৃশাঙ্গীরানঙ্গীষ্বতিরভসঘূর্ণাসু বিকিরন্ ।
চলদ্দামারামানুপমসুমনঃকন্দুকপরি-
গ্রহোদ্বেপক্ষেপ-প্রচিত-নবলাবণ্যজলধিঃ ॥ ৮৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।২৪)

রুচাধ্বানং নীলোৎপলবনময়ীকৃত্যদৃগলি-
ব্রজানাং কান্তালের্মধুর-রসসত্রং বিরচয়ন্ ।
ব্রজন্মন্দং মন্দং মুখর-রসনানূপুরমল-
ঞ্চকার শ্রীকৃষ্ণঃ প্রিয়সখবৃতো গোকুলভুবম্ ॥ ৯০ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।২৫)

স্ফূর্ত্তিশীল অনুরাগরস আর বিরত হইল না। (৮৯-৯৭) তদনন্তর যাবট-গ্রামমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবার সময় তিনি প্রমদ ও মদভরে অলস ও চঞ্চল কটাক্ষ-সম্বলিত নয়নদ্বারা কৃশাঙ্গী ব্রজসুন্দরীগণকে মদন-সম্বন্ধিনী অতি হর্ষঘূর্ণামধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলস্থ বনমালা দুলিতে লাগিল এবং মনরূপ কুসুমনির্মিত-কন্দুক নিক্ষেপ ও গ্রহণচ্ছলে রামাগণের শোভন মনরূপ কন্দুক লইয়া যেন খেলিতে লাগিলেন, তাহাতে নবীন লাবণ্যজলধি যেন শরীরে উচ্ছলিত হইল, এবং নিজাঙ্গ-কান্তির দ্বারা ব্রজের পথকে বিকসিত নীলকমলের বনসদৃশ করিয়া তাহাতে কান্তাগণের নয়নরূপ ভ্রমরগণের মধুররসসত্র বিরচন করিলেন। অর্থাৎ সত্রে যেমন অবাধে অন্নজল-প্রাপ্তি হয়, এইরূপ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে কান্তির দ্বারা যে ব্রজপথ নীলকমল-বনসদৃশ হইয়াছে, তথায় শ্রীব্রজসুন্দরীগণের নয়নভ্রমরগণ মধুররস লাভ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ আরও মন্দ মন্দ চলিতে লাগিলেন। চলিবার সময় শ্রীচরণের নূপুর উচ্চধ্বনি করিতে লাগিল, তাহাতে রমণীগণ মোহিত

অলং হ্রীদম্ভেন প্রকটয় চলদ্‌ভৃঙ্গবিকসদ্-
দৃগব্জং দেবাগ্রে পশুপতিরসাবেতি বরদঃ।
অনেনৈতৎপূজাং বিতনু বিতনুদ্রোহপটল-
প্রশান্ত্যৈ বিদ্ধীমং ক্ষণমুশতি রাধেতি শুভদম্॥ ৯১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।২৬)

ত্বমেবামুং শ্যামে! ত্বরিতমুপধাব প্রকটিত-
দ্যুতিং হৃদ্যাম্ভোজস্তবকমুপনীয়ার্হণ-কৃতে।
মুহূর্ত্তেঽস্মিন্ কামং সুমুখি! যদি সম্পাদয়তি তে
মহেশোঽয়ং মজ্জাম্যমৃতজলধৌ তৎ স্বয়মহম্॥ ৯২ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।২৭)

মৃষা মা ত্বং বাদীঃ কলয় ললিতে! বল্লিপটলীঃ
সমুৎফুল্লাস্ত্যক্ত্বা মধুকরযুবা ঘূর্ণতি কুতঃ?
সখি শ্যামে! সত্যং ন্যপতদতুলামোদসরিতো
ভ্রমৌ যন্মালত্যাস্তদয়মিত ঈষ্টে ন চলিতুম্॥ ৯৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।২৮)

হইতে লাগিলেন। এইরূপে সুবলাদি প্রিয়সখাসঙ্গে গোকুলভূমি-মধ্যবর্ত্তী যাবটগ্রামস্থিত শ্রীরাধিকার উদ্যান-সমীপে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীরাধিকাকে শ্যামলা কহিলেন,—"হে সখি রাধে! আর লজ্জার দম্ভ-প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। বরদ পশুপতিদের সম্মুখে উপস্থিত, চঞ্চল তার-(চক্ষুর তারা) রূপ ভৃঙ্গযুক্ত বিকসিত নয়নকমল ইঁহার উপরি নিক্ষেপ কর, এইপ্রকারে পশুপতি পূজা করিলে তোমার প্রতি অতনু যে দ্রোহ করিতেছে, তাহার শান্তি হইবে; হে সুন্দরি! এতাদৃশ শুভক্ষণ সহসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" শ্রীরাধা কহিলেন,—"হে সখি শ্যামলে! তুমি হৃদ্য (হৃদয়জাত) কমল (স্তন) কোরকযুগল উপহার দিয়া এই

যদেত্থং সংলাপঃ প্রণয়সরসী-ধোরণিরিব
শ্রুতী কৃষ্ণস্যারাদশিশিরয়দানন্দ-পৃষতৈঃ।
তদা শ্রীরাধাস্যং মদিরধৃতলাস্যং দরদৃশো-
রবাপ্যাগ্রং তস্য দ্রুতমধিলতং নিহ্নুতিমগাৎ ॥ ৯৪ ॥

[কলাপকম্] (কৃ০ ভা০ ১৬।২৯)

পিপাসার্ত্তৌ হা মে দৃগনঘচকোরাবিহ সুধা-
মুপেতামালক্ষ্যোন্নত-বিবৃতচঞ্চূ অভবতাম্।
অরে ধাতর্ধিক্ ত্বাং বলদঘ ! যদাভ্যাং সপদি তাং
প্রদায়ৈবাহার্ষীরিতি হৃদি তদোচে গিরিধরঃ ॥ ৯৫ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৬।৩০)

মহেশের পূজা কর। হে সুমুখি ! এই মহেশ পূজা পাইয়া এই মুহূর্ত্তে যদি তোমার কাম (অভিলাষ) সম্পাদন করেন, তাহা হইলে অমৃত-জলনিধিমধ্যে আমি নিমগ্না হইব।" তাহার পর পরিহাস-বিশারদা শ্যামলা ললিতাকে সাক্ষিণী করিয়া ললিতাকে কহিলেন,—"হে সখি ললিতে ! তুমি মিথ্যা বলিও না, এই মধুকরযুবা সমুৎফুল্লা লতাপটলী পরিত্যাগ করিয়া কি হেতু ঘূর্ণিত হইতেছে ?" ললিতা কহিলেন,—"সখি শ্যামে ! সত্য বলিয়াছ ! এই মধুকরযুবা মালতীর অতুল পরিমল-তটিনীর ভ্রমিমধ্যে পতিত হইয়াছে। তাহাতে চলিতে পারিতেছে না। শ্যামলা ও শ্রীরাধার এই প্রকার সংলাপ, প্রণয়-সরসীর ধোরণীর (জল-নিঃসরণের প্রণালীর) ন্যায় দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রুতিযুগল যেমন সুশীতল করিল, অমনি মত্ত মদিরযুগলের নৃত্যসম্বলিত বিকচ সরসীরুহ-সদৃশ শ্রীরাধাবদন একবার শ্রীকৃষ্ণের নয়নগোচর হইয়া পুনরায় কুসুমিত-লতামধ্যে লুকাইল। তাহা দেখিয়া গিরিধর সখেদে মনে মনে কহিতেছেন,—"হায় ! হায় ! আমার

বিমুঞ্চ ত্বং লজ্জে ! ক্ষণমপি দৃশঃ কোণমপি মে
যথা তে নৈবাস্থং সকৃদপি বিলিহ্যামঘরিপোঃ।
প্রসীদানন্দাভ্র ! ত্বমপি নহি রুন্ধী মম তনো
নমস্তে মাং মা কম্পয় চরণয়োস্তেঽস্মি পতিতা ॥ ৯৬ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।৩১)

ইতি প্রেম্ণা প্রোচ্য স্বগতমতিধার্ষ্ট্যং পুনরিদং
কথং কুর্য্যামিত্থং ব্যমৃশদপি যাবদ্বরতনুঃ।
বিকৃষ্যাল্যস্তাবৎ পটিমভরতো বল্লিকুহরা-
দুপানীয় প্রেষ্ঠানন-চকিতদৃষ্টিং ব্যধুরিমাম্ ॥ ৯৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।৩২)

পিপাসার্ত্ত নয়নরূপ চকোরযুগল নিকটে চন্দ্রোদয় দেখিয়া সুধাপান করিবার জন্য কেবল চক্ষুঃপ্রসারণ করিয়াছিল ; অরে ! মহাপরাধিন্ বিধে ! তোকে ধিক্ ! যেহেতু আমার নয়নচকোর-যুগলে চান্দ্রী সুধা প্রদান করিয়া স্বয়ং অপহরণ করিলি ! লজ্জাবতী শ্রীরাধিকাও মনে মনে কহিতেছেন,—হে লজ্জে ! আমার সকল দেহ ত্যাগ করিয়া তোমার যাইতে হইবে না ; কেবল নয়নের কোণমাত্র ক্ষণকালের জন্য পরিত্যাগ কর, আমি তাহার দ্বারাই একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণের বদন বিলেহন করিব। হে আনন্দ মেঘ ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমায় রোধ করিও না। হে অতনো ! আমার তনু কম্পিত করিও না, আমি তোমাদের চরণে পতিত হইলাম। এই বাক্য প্রেমের সহিত স্বগত পুনঃ পুনঃ বলিয়া "একবার এখান হইতে এখন মুখ তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শন করা অতি ধৃষ্টতার কার্য্য, ইহা আমি কিরূপে সম্পাদন করিব"—ইহা ভাবিতেছেন। এমন সময় আলীমণ্ডলী অত্যন্ত পটুতা-সহকারে বল্লীকুহর হইতে আকর্ষণ-পূর্ব্বক "নির্জনস্থানে কুলাঙ্গনা-

তাং দৃষ্ট্বা সুবলস্তং প্রত্যাহ—

স্নাতা নাসাগ্রজাগ্রন্মণিরসিতপটা সূত্রিণী বদ্ধবেণী
সোত্তংসা চর্চিতাঙ্গী কুসুমিত-চিকুরা স্রগ্বিণী পদ্মহস্তা।
তাম্বূলাস্যোরুবিন্দুস্তবকিতচিবুকা কজ্জলাক্ষী সুচিত্রা
রাধালক্তোজ্জ্বলাঙ্ঘ্রিঃ স্ফুরতি তিলকিনী ষোড়শাকল্পিনীয়ম্ ॥৯৮॥
(উ০ ৪।৯)

দিব্যশ্চূড়ামণীন্দ্রঃ পুরটবিরচিতাঃ কুণ্ডলদ্বন্দ্ব-কাঞ্চী-
নিষ্কাশ্চক্রীশলাকাযুগবলয়ঘটাঃ কণ্ঠভূষোর্মিকাশ্চ।
হারাস্তারানুকারা ভুজকটকতুলাকোটয়ো রত্নকৢপ্তা-
স্তুঙ্গা পাদ্দাঙ্গুরীয়চ্ছবিরিতি রবিভির্ভূষণৈর্ভাতি রাধা ॥ ৯৯ ॥
(উ০ ৪।১০)

গণের একাকিনী অবস্থিতি করা উচিত নহে, আইস গৃহে যাই”—ইহা বলিয়া শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিগোচরে উপনীত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শ্রীরাধা-দর্শন ও পরস্পর কটাক্ষাদি

(৯৮) তখন শ্রীরাধাকে দেখিয়া সুবল শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—“সখে! বৃষভানুজার অঙ্গশোভা দর্শন কর। ইনি স্বয়ং স্নাতা, ইঁহার নাসাগ্রে মণিরাজ বিরাজমান, পরিধানে নীল বসন, কটিতটে নীবী, মস্তকে বেণীবদ্ধ, কর্ণে উত্তংস, অঙ্গসমুদায়ে চন্দনাদিলেপন, চিকুরমধ্যে স্তরে স্তরে পুষ্প বিন্যস্ত, গলদেশে স্রক্, হস্তপদ্মে পদ্ম, মুখকমলে তাম্বূল, চিবুকে কস্তুরীবিন্দু, নয়নযুগল কজ্জলে উজ্জ্বল, গণ্ডস্থলে মকরীপত্র-ভঙ্গাদি, চরণে অলক্তকরাগ এবং ললাটে তিলক—এই ষোলটী আকল্পে কেমন মনোহর শোভা পাইতেছেন। (৯৯) অপিচ শ্রীরাধা চূড়ায় মণীন্দ্র, কর্ণে স্বর্ণময় কুণ্ডল, নিতম্বে কাঞ্চী, গলদেশে স্বর্ণপদক, কর্ণোর্দ্ধে দুইটী স্বর্ণশলাকা,

ভ্রূবল্লীবলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-
জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্যাধ্বনি।
গর্বোদ্ভেদ-কৃতাবহেল-ললিতশ্রীভাজি রাধাননে
সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ॥ ১০০ ॥
(প০ ২৫৯)

অপাঙ্গাভ্যাং যূনোর্নভসি যমুনা ধাতৃতনয়া-
রসৈরেকীভূতা স্থরসরিদ্ভূতা চিত্রমুদগাৎ।
নিমগ্নৌ যত্রৈতদ্ধৃদয়করিণৌ দ্রাগুভয়তঃ
প্রবাহায়ামাস্তাং বিকচকমলালীক্ষণততৌ ॥ ১০১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।৩৩)

করে বলয়, কণ্ঠে কণ্ঠাভরণ, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক, গলদেশে নক্ষত্রতুল্য হার, ভুজে অঙ্গদ, চরণে রত্নময় নূপুর এবং পদাঙ্গুলীসকলে উত্তুঙ্গ অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি দ্বাদশাভরণ ধারণ করিয়া কি আশ্চর্য্য শোভা বিস্তার করিতেছেন— অবলোকন কর। (১০০) কোন গোপীকর্ত্তৃক ভ্রূভঙ্গীচালনাদ্বারা, কোন গোপীকর্ত্তৃক বিকসিতনয়নদ্বারা, কোন গোপীকর্ত্তৃক হাস্য জ্যোৎস্নাপ্রকাশ-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ গোপনে পথিমধ্যে আদৃত হইয়াও গর্বে উদ্ভিন্ন ও অবহেলায় মনোহর শোভাবিশিষ্ট শ্রীরাধার মুখে শ্রীকৃষ্ণের যে সাতঙ্ক অনুনয়যুক্ত দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, তাহার জয় হউক। (১০১) শ্রীরাধা চকিতনয়নে শ্রীকৃষ্ণবদন দেখিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধাবদন দেখিতে লাগিলেন; তাহাতে একদিক হইতে প্রবাহিত শ্রীকৃষ্ণের রক্তাংশঘটিত কটাক্ষরূপ অরুণবর্ণা সরস্বতী-রসের সহিত এবং অন্যদিক হইতে প্রবাহিত শ্রীরাধার শ্যামাংশ-ঘটিত কটাক্ষরূপা যমুনা মিলিত হইয়া উভয়ের (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) শ্বেতিমাংশ-ঘটিত কটাক্ষরূপ সুরধুনীদ্বারা গ্রথিত হইল; ইহা বড়ই আশ্চর্য্য !!! এবং ইহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের হৃদয়রূপ ঐরাবত মগ্ন

শ্রীরাধিকাপাঙ্গবিলোকনেষুণা
সংস্পৃষ্টমর্মাস যথাকুলোঽভবৎ।
নান্যাঙ্গনাশ্রেণিকটাক্ষপত্রিভিঃ
সংভিন্ন-সর্বাবয়বোঽপ্যসৌ তথা ॥ ১০২ ॥

(গোবি০ ১৯।৯২)

যদ্বৎ সুনির্বৃতিমবাপ স রাধিকায়া
বক্ত্রেন্দুমন্দহসিতামৃতলেশসেকাৎ।
তদ্বন্ন গোপ-সুদৃশাং বদনেন্দুবৃন্দ-
প্রোদ্যৎস্মিতামৃতঝরপ্রকরাবগাহাৎ ॥ ১০৩ ॥

(গোবি০ ১৯।৯৩)

ততো নিস্পন্দাঙ্গং রসিকমিথুনং তৎপ্রিয়সুহৃদ্-
গণো বর্ত্মপ্রান্তাদিতরজনশঙ্কাকুলমনাঃ।
বিকৃষ্যারাত্তত্তৎপুরসরণিমানীয় রভসাৎ
প্রবুদ্ধং প্রত্যাশাসিতহৃদমকার্ষীৎ পটিমভিঃ ॥ ১০৪ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৬।৩৪)

হইয়া গেল এবং এই ত্রিবেণীতে উভয়দিক হইতে যে প্রবাহ বহিতেছিল, তথায় অলিগণের নয়নরূপ বিকচকমল বিরাজিত হইল—ইহাও আশ্চর্য্য! (১০২) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার কটাক্ষনিক্ষেপরূপ বাণদ্বারা মর্মস্থান সংস্পৃষ্ট হওয়ামাত্রে যেমন ব্যাকুল হইয়াছিলেন, অন্যান্য অঙ্গনাসকলের কটাক্ষবাণে তাঁহার সর্বাঙ্গ নির্ভিন্ন হইলেও তিনি তদ্রূপ ব্যাকুল হয়েন নাই (অর্থাৎ এস্থলে মর্মস্পর্শ-কথনহেতু শ্রীরাধিকা-প্রেমাদির আধিক্য জানিতে হইবে)। (১০৩) অপর, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মুখচন্দ্রমার মন্দহাস্যরূপ অমৃতের লেশমাত্রের অভিষেকে যেরূপ সুস্থতালাভ করিলেন,

জনন্যা বাৎসল্যং তনুমদিব পিত্রোঃ কিমসবো
বহিষ্ঠাঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বসদনমিয়ায়েতি বিদুষী।
বিশাখা প্রাহৈষীৎ সপদি তুলসীমঞ্জরিমথ
ব্রজেশ্বর্য্যৈ দাতুং তদভিমত-পীযূষবটিকাঃ ॥ ১০৫ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।৩৫)

বলাৎ পাণিং নীব্যামহহ মম ধিৎসত্যয়ময়ং
বিশাখে ! ত্বং বীথ্যাং কলয়সি কিমেতৎ কুতুকিনী।
যদুচ্চৈঃ ক্রোশন্তীমপি ন হি জহাত্যেষ বত মাং
সতীনাং মূর্দ্ধন্যাং তদিহ কথয়ার্য্যাং দ্রুতমিতঃ ॥ ১০৬ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৬।৩৬)

ব্রজসুন্দরীদিগের সমুদিত হাস্যামৃতের প্রবাহসমূহে অবগাহন করিয়াও তিনি তাদৃশ সুস্থতা-লাভ করিতে পারেন নাই। (১০৪) পথে রসিক-মিথুন (শ্রীরাধাকৃষ্ণ) নিস্পন্দাঙ্গ হইলেন। তাহা দেখিয়া ললিতাদি সখী শ্রীরাধিকাকে তথা হইতে নিজমন্দিরে যাইবার পথে এবং সুবলাদি সখা শ্রীকৃষ্ণকে নিজালয়ে যাইবার পথে লইয়া গিয়া মূর্চ্ছাপসারণ করিয়া প্রত্যাশাবদ্ধ-হৃদয় করিলেন অর্থাৎ "সূর্য্য অস্তমিত হইলেই তোমাদের দুইজনের পুনর্ম্মিলন হইবে"—ইহা বলিয়া উভয়কে আশ্বস্ত করিলেন।

যুবদ্বন্দ্বের বিরহাদি ও শ্রীরাধার প্রলাপাদি

(১০৫) পরে জননীর মূর্ত্তিমদ্বাৎসল্যের ন্যায় এবং জনক-জননীর বহিঃস্থিত প্রাণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ নিজসদনে গমন করিতেছেন। ইহা অবগত হইয়া বিশাখা ব্রজেশ্বরীকে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় 'পীযূষ-বটিকা' প্রদানার্থ তুলসীমঞ্জরীকে প্রেরণ করিলেন। (১০৬-১০) শ্রীকৃষ্ণ নয়নপথ অতিক্রম করিলে শ্রীরাধা গৃহে গিয়া তদীয় বিরহে উন্মাদিনী হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে

প্রলপ্যৈবং রাধা দরবিকসিতাক্ষী সমুদিত-
ক্লমা প্রস্বিন্নাঙ্গী বিততদবথুর্বেপথুমতী।
তনূং বীক্ষ্য স্বীয়াং কুসুমশয়ন-ন্যস্তসুষমাং
বিলক্ষালীরাহ স্মরপরিভবাদ্গদ্গদগিরা ॥ ১০৭ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৬।৩৭)

ক্ব মে প্রেয়ান্ বীথ্যাং চকর কিমহং নিষ্কুটভবং
কিমেতদ্বেশ্মাহো সখি ! গুরুপুরস্থং ভবতি কিম্ ?
ইয়ং সন্ধ্যা প্রাতঃ কিমজনি কিমাহোস্বিদভব-
ন্নিশীথঃ কিং নিদ্রাম্যহহ কিমু জাগর্মি বদ তৎ ॥ ১০৮ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৬।৩৮)

কহিতে লাগিলেন,—"হে বিশাখে! এই ধৃষ্ট রমণী-লম্পট বল-পূর্বক পথ-মধ্যে আক্রমণ করিয়া আমার নীবীর উপর হস্ত প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছে; তুমি কি কৌতুক দেখিতেছ ? আমি এত উচ্চরবে কাঁদিতেছি, তথাপি সতীগণের মূর্দ্ধন্যা আমাকে ত্যাগ করিতেছে না। হে সখি ! তুমি দ্রুত গৃহে গিয়া আর্য্যাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনয়ন কর"—এই প্রকারে বিলাপ করিয়া প্রস্বিন্নাঙ্গী ক্লান্তিমতী অত্যন্ত তাপিনী রাধা কাঁপিতে কাঁপিতে নয়ন ঈষৎ উদ্ঘাটন করিয়া কুসুমশয়নে স্বীয় তনু ন্যস্তা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া স্মরপরিভব-নিমিত্ত গদ্গদবাক্যে সখীদিগকে কহিতে লাগিলেন,—"হে সখি ! আমার এই প্রিয়তম কোথায় ? এবং এই পথে আমি কি করিতেছি ? এই গৃহ কি আমার প্রিয়তমের পুষ্পবাটিকাস্থিত, কিংবা গুরুপুরস্থ, তাহা বল ! এখন কি সন্ধ্যা ? কিংবা প্রাতঃকাল, কিংবা নিশীথ সময়, আমি কি নিদ্রা যাইতেছি অথবা জাগরিত আছি, তাহা বল।"—এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রেমোন্মাদিনী শ্রীরাধিকাকে সখী কহিলেন,

ত্বমারামাদ্ধামাম্বুজমুখি ! সমায়াঃ প্রিয়তমো
রহঃকুঞ্জে স ত্বামরময়দথাগাৎ স্বভবনম্।
চিরাৎ খেদং পিত্রোর্ভৃশমুপশময্যেষ্যতি পুন-
র্বিধুঃ স ত্বন্নেত্রোৎপল-যুগবিকাশার্থমধুনা ॥ ১০৯ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৬।৩৯)

যৎ প্রাগাসীদ্‌ব্রজপুরসরোজীবনাদ্‌বিচ্যুতং দ্রা-
গুগ্রৈস্তাপৈর্বিরহ-রবিণোৎপাদিতান্তর্বিদারম্।
কৃষ্ণাম্ভোদে মিলতি রভসাদেতদানন্দধারা-
সারৈঃ পূর্ণং ত্বরিতমভবৎ ফুল্লপঙ্কেরুহাস্যম্ ॥ ১১০ ॥

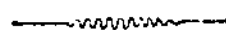
(কৃ০ ভা০ ১৬।৪০)

ইতি শ্রীশ্রীভাবনাসার-সংগ্রহে আপরাহ্ণিক-লীলাস্বাদনো নাম পঞ্চমঃ সংগ্রহঃ ॥ ৫ ॥



—"হে অম্বুজমুখি ! তুমি এখনই আরাম হইতে গৃহে আসিয়াছ, তোমার প্রিয়তম ব্রজবিধু কুঞ্জে তোমার সহিত বিবিধ বিলাস করিয়া নিজালয়ে গিয়াছেন, পিতামাতার নিজ অদর্শনজাত খেদ প্রশমিত করিয়া তোমার নেত্ররূপ উৎপলযুগল বিকাশ করিতে অধুনা আসিবেন। যে ব্রজপুররূপ সরোবর জীবন-বিচ্যুত হইয়া বিরহ-রবির উগ্রতাপে অন্তর্বিদীর্ণ হইয়াছিল, এখন তাহা কৃষ্ণ-জলধরের আগমনে আনন্দধারাসারে পূর্ণ হইল, এবং ত্বরিত পঙ্কেরুহবদন প্রফুল্ল হইল।

ইতি শ্রীশ্রীভাবনাসার-সংগ্রহে আপরাহ্ণিক-লীলাস্বাদন-নামক পঞ্চম সংগ্রহ ॥ ৫ ॥



ষষ্ঠ-সংগ্রহঃ

অথ সায়াহ্ন-লীলা

সায়ন্তনীং কৃষ্ণ-মনোজ্ঞলীলাং
স্নানাশনাদ্যাং হি মুহুর্বিচিন্ত্য।
স্বভক্তমধ্যেঽনুকরোতি নিত্যং
তাং যো মনস্তং ভজ গৌরচন্দ্রম্ ॥ ১ ॥

সায়ং রাধাং স্বসখ্যা নিজরমণকৃতে প্রেষিতানেকভোজ্যাং
সখ্যানীতেশ-শেষাশন-মুদিতহৃদং তাং চ তং চ ব্রজেন্দুম্।
সুস্নাতং রম্যবেশং গৃহমনু জননী-লালিতং প্রাপ্তগোষ্ঠং
নির্ব্যূঢ়োস্রালিদোহং স্বগৃহমনু পুনর্ভুক্তবন্তং স্মরামি ॥ ২ ॥
(গোবি০ ২০।১)

---

(৬) শ্রীগৌরচন্দ্র

(১) সায়ংকালে শ্রীকৃষ্ণের লীলা মনোহর।
সঙরিয়া গৌরচন্দ্র প্রেমেতে বিভোর॥
ভক্তমাঝে করে সেই মতানুকরণ।
ভাবেতে উন্মত্ত হৈয়া করে সংকীর্ত্তন॥
কদম্ব-কেশর জিনি পুলকশরীর।
সুরধুনী-ধারা যেন নয়েনের নীর॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নানাভাববিভূষণ।
হেন গৌরচন্দ্র-পদ ভজ মোর মন॥

(২) **মূলসূত্র**—সায়ংকালে হৈয়া সুখী, শ্রীরাধিকা সুধামুখী,
আপনার সখীগণ দিয়া।
পরম প্রেমের ভরে, নিজ রমণের তরে,
বহু ভোজ্য দিল পাঠাইয়া॥

দ্বৌ ভাস্বন্তৌ বিধুরতুলয়ৎ পদ্মিনী-নিত্যবন্ধূ
কৃষ্ণস্তত্রাবনিময়ময়াৎ পাণ্ডুরং খং লঘিষ্ঠঃ।
ধাতৈবাপ প্রথিতমধিকং কিন্তু মৌঢ্যং স একঃ
কো বা হৈমং গণয়তি সুধীঃ সর্ষপার্দ্ধেন সার্ধম্ ॥ ৩ ॥
(বৃ০ ভা০ ১৭।১)

কৃষ্ণের ভোজন হ'লে, প্রসাদাবশেষ তুলে,
তাহারা আনিলা রাই-স্থানে।
আহার করিয়া তাই, প্রমোদে পূর্ণিতা রাই,
হইলেন সখীগণসনে ॥
শ্রীগোবিন্দ স্নান করি', অঙ্গে রম্যবেশ ধরি',
লালিত হইয়া মাতৃকরে।
পক্কান্নাদি ও রসালা, আনন্দে ভোজন কৈলা,
চলিলেন গোদোহন তরে ॥
করি গোদোহন-লীলা, নানা সুকৌতুকখেলা,
পুনঃ আসি আপন ভবন।
করি' সবে সুখদান, অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খান,
এই লীলা করিয়ে স্মরণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষাদি

(৩) শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠপ্রবেশ-সময়ে গগনগামিনী বিমানচারিণী দেবাঙ্গনা-গণ পরস্পর বলিতেছেন,—"হে সখি! কৃষ্ণ ও সূর্য্য পদ্মিনীগণের নিত্য বন্ধু ও ভাস্বান্ বলিয়া বিধি তুলে তুলনা করিল। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ অবনীতলে থাকিলেন; আর পাণ্ডরবর্ণ সূর্য্য লঘিষ্ঠতা-নিবন্ধন আকাশে উঠিল (অর্থাৎ তুলে) তুলনা করিবার সময় গুরুবস্তু (ভার বস্তু) নিম্নে থাকে এবং লঘু (হাল্কা) বস্তু উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ

উত্থন্নক্তন্দিবমপি জগল্লোচনানন্দ-ধারা-
নির্মাণার্থং স্থিরচরততেঃ প্রেমধর্ম-প্রকাশী।
মাধুর্য্যাব্ধির্মৃদুলকিরণো গোপরার্দ্ধপ্রচারী
হারী লোকান্তরস্থতমসামভ্রবিভ্রাজিত-শ্রীঃ ॥ ৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।২)

কষ্টাম্ভোধেঃ পরমতরণির্ভীরুহৃচ্চক্রবাক-
দ্বন্দ্বস্থারাৎ কর-বিতরণেনাবনের্ভাগ্যরাশিঃ।
মিত্রশ্চিত্রাতুলগুণখনিঃ কিং গবাধীশ্বরাশা-
পূর্ত্ত্যৈ গচ্ছন্ হতভগদৃশো হা জিহাসত্যয়ং নঃ ॥ ৫ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।৩)

গৌরববিশিষ্ট বস্ত বিধায় নিম্নে থাকিলেন, এবং লঘুবস্তনিবন্ধন সূর্য্য ঊর্দ্ধে উঠিল। হে সখি! এই তুলনাদ্বারা বিধাতার অত্যন্ত মূঢ়ত্ব প্রকাশ হইয়াছে, যেহেতু এরূপ কোন সুধী আছেন যে, যিনি সর্ষপার্দ্ধের সঙ্গে স্বর্ণের তুলনা করিয়া থাকেন। (৪-৫) হে সখি! বিধাতা এতই অজ্ঞ যে, যাহাদের পরস্পরে কোন সাধর্ম্য নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণ ও সূর্য্যের একত্র তুলনা করিল। হে প্রিয়সখি! সূর্য্য কেবল দিনেই উদিত হয়, আর শ্রীকৃষ্ণ দিন-যামিনী-সমুদিত, সূর্য্য কেবল লোচনমাত্র-প্রকাশক, শ্রীকৃষ্ণ লোচনসমূহের আনন্দধারাবর্ষণকর অর্থাৎ যাহার লোচন আছে, সে কৃষ্ণ-দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করে। সূর্য্য কেবলমাত্র মনুষ্যগণের বর্ণাশ্রম-ধর্ম-প্রকাশক, আর শ্রীকৃষ্ণ স্থাবরজঙ্গমের প্রেমধর্ম-প্রকাশী, সূর্য্য চণ্ডকিরণ, শ্রীকৃষ্ণ মৃদুলকিরণ; সূর্য্য সহস্রগু অর্থাৎ সূর্য্যের সহস্র গো (কিরণ) আছে, আর শ্রীকৃষ্ণ গোপরার্দ্ধপ্রচারী; সূর্য্য লোকগণের বাহ্য তমোমাত্র-হারী, শ্রীকৃষ্ণ লোকান্তর-তমোহারী, অর্থাৎ মনুষ্যগণের অন্তঃকরণস্থিত

ইত্থং স্বঃস্ত্রীজন-কলকলৈর্লাঘবং স্বং বিবস্বান্
মেনে শ্রোত্রামৃতমিব কৃতী যত্তদাশানুগামী।
মূঢ়াহমংস্তাত্মনি বরুণদিঙ্নাগরী সৌভগং য-
ন্মন্যে তেনাপ্রকটয়দিদং হন্ত ! মিথ্যানুরাগম্ ॥ ৬ ॥

[কলাপকম্] (কৃ০ ভা০ ১৭।৪)

বাসনারূপ তমোহারী, সূর্য্যের শোভা মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণের মেঘবিজয়িনী শোভা, সূর্য্য ভীরুহৃদয় চক্রবাগ্যুগলে কর সমর্পণ করিয়া তাহাদের ক্লেশ-সমুদ্রের নাম-মাত্র তরণি, যেহেতু তাহাদের রাত্রিগত বিরহদুঃখ নাশ করিতে সামর্থ্যহীন ; শ্রীকৃষ্ণ ভীরু রমণীগণের স্তন-চক্রবাগ্-যুগলে করার্পণপূর্বক তাঁহাদের কষ্টাম্ভোধির পরম তরণি, সূর্য্য উদয়ের দ্বারা অবনির ভাগ্যস্বরূপ বটে, কিন্তু পরে অস্তগত হওয়ায় ভাগ্যরাশি নহেন ; শ্রীকৃষ্ণ দিবানিশি অবনির বক্ষঃস্থলে শ্রীচরণযুগলদ্বারা স্পর্শ করিয়া বিহার করায় অবনির মহাভাগ্যরাশি। এই অতুল গুণখনি সূর্য্য দিনশেষে গবাধীশ্বরের (বরুণের) আশা (দিক্) পূরণ করিতে গমন করেন বটে কিন্তু এই আশ্চর্য্য নিরুপমগুণখনি শ্রীকৃষ্ণ গবাধীশ্বরযুগলের (ব্রজরাজ ও ব্রজেশ্বরীর) আশা (মনোরথ) পূরণ করিবার জন্য গমন করত এই হতভাগিনীগণের নয়নপথ পরিত্যাগ করিতেছেন। (৬) এই প্রকার সুর-সুন্দরীগণের কলকলরবে নিজ লঘুতাকেও বিবস্বান্ কর্ণামৃতের ন্যায় অনুভব করিয়াছিলেন, যেহেতু গবাধীশ্বরীশ্বরাশানুগামী, অর্থাৎ (শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপেন্দ্র ও ব্রজেশ্বরীর আশা-পূর্ত্তির অনুগমন করিতেছেন, তদ্রূপ সূর্য্যও বরুণাধিষ্ঠিত পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতেছেন) ইহা বুঝিয়া অপারানন্দ লাভ করিয়াছেন, এবং ঐ বাক্যে অর্থাৎ গবাধীশ্বরানুগামী শব্দের অর্থ—বরুণদিঙ্ নাগরীর অনুগমন শ্রীকৃষ্ণ করিতেছেন, ইহা বুঝিয়া বরুণদিক্ অর্থাৎ পশ্চিমদিগ্রূপা নাগরী আপনাকে মিথ্যা সৌভাগ্যবতী জ্ঞান

কৃষ্ণোঽগচ্ছদ্‌যদনু বিশিখং হর্ম্যগস্ত্রীজনেঽশ্রু-
স্তিম্যৎপুষ্পাঞ্জলিকিরি দরোদঞ্চয়ন্ লোচনান্তম্।
স্বঃসুন্দর্য্যঃ পুলকি-তনবোঽমংসত স্বস্বভাগ্যং
তেন স্থানে ক্বচন সুদৃশাং মুগ্ধতা দোগ্ধি মুদম্ ॥ ৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।৫)

যাতে পিত্রোর্নয়ন-পদবীং তৎপুরান্তঃপ্রবিষ্টে
তদ্বাৎসল্যামৃতজলনিধৌ মজ্জতি শ্রীমুকুন্দে।
তং জ্ঞাত্বাক্ষোরবিষয়মভূদ্‌ভানুরঙ্গারতুল্যা-
স্তৎপ্রাপ্ত্যর্থং কিমনু লবণাম্ভোধিমাসীন্নিমঙ্‌ক্ষুঃ ॥ ৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।৬)

করিয়া যে রাগ প্রকটিত করিতেছে, ইহা ইহার মূঢ়তামাত্র। (৭) শ্রীকৃষ্ণ যে যে বিশিখ (গলিরাস্তা) দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই বিশিখ পার্শ্ববর্তী হর্ম্যের উপরে বিদ্যমানা রমণীগণ নয়নসলিলে পূর্ণ পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সজল পুষ্পস্পর্শে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিতেছেন, তাহাতে সুরসুন্দরীগণ "শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন" মানিয়া পুলকিত-কলেবরা হইয়া মুগ্ধতাবশতঃ নিজ নিজ ভাগ্যের প্রশংসাপূর্বক আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাহাদের কোন দোষ হয় নাই। কারণ, কোন সময় সুনয়নাগণের মুগ্ধতাও আনন্দবিধান করিয়া থাকে। (৮) এইপ্রকারে শ্রীমুকুন্দ পিতামাতার অন্তঃপুরে প্রবেশ-পূর্বক তাঁহাদের বাৎসল্যরূপ অমৃতজলনিধিমধ্যে নিমগ্ন হইলে সূর্য্য তখন শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় নয়নের অবিষয়ীভূত জানিয়া অনুরাগভরে অঙ্গারতুল্য হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত লবণ-জলনিধি-মধ্যে মগ্ন হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৯) শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজ্বর অণুমাত্র শান্তি করিতে বিস,

তদ্বিশ্লেষজ্বরশমলবেঽপ্যক্ষমা যর্হ্যভুবন্
গান্ধর্বায়া বিস-কিসলয়োশীরচন্দ্রাম্বুজাদ্যাঃ।
কাপ্যাগত্য ব্যধিত ললিতাদেশতস্তর্হি তস্যা-
স্তদ্বৃত্তান্তামৃত-রসপৃষৎসেচনং কর্ণরন্ধ্রে ॥ ৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।৭)

সংজ্ঞাং লব্ধা হরিণনয়না সম্ভ্রমাদুত্থিতোচে
তপ্তাশ্রান্তং শ্রবণমরুভূরালি ! ধন্যা মমাভূৎ।
অস্যাং স্বপ্নেঽম্বভবমধুনাপূর্বপীযূষবৃষ্টিং
ধিন্বত্যেষা তদিহ সখি ! মাং শীতলীবোভবীতি ॥ ১০ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।৮)

আয়াতেয়ং সুমুখি ! তুলসীমঞ্জরী গোষ্ঠরাজ্ঞ্যা
গেহাৎ সখ্যুস্তব যদবদদ্বৃত্তমস্মাদজাগঃ।
ইত্যুক্তাল্যা বদ পুনরপীত্যম্বুজাক্ষ্যাদিদেশ
প্রেয়ঃসায়ন্তন-গুণকথাং প্রাহ মধ্যেসভং সা ॥ ১১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।৯)

কিশলয়, উশীর, কর্পূর, চন্দন, কমল প্রভৃতি সমর্থ হইল না, এমন সময়ে নন্দীশ্বর হইতে এক সখী (তুলসী) আসিয়া উপস্থিত হইয়া ললিতার আদেশক্রমে শ্রীকৃষ্ণের বৃত্তান্তরূপ অমৃতরসবিন্দু শ্রীরাধার কর্ণরন্ধ্রে সেচন করিলেন।

তুলসীদ্বারা শ্রীরাধার বিরহাপনোদনপ্রকার

(১০) শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ চৈতন্যলাভ করিয়া সম্ভ্রমের সহিত উত্থানপূর্বক কহিতে লাগিলেন,—"হে সখি ! অদ্য আমার অত্যন্ত তপ্ত শ্রবণরূপ

তাতস্যাক্ষ্ণোঃ পদমুপযযাবাদিতো গোপুরাগ্রে
কৃষ্ণো দোর্ভ্যাং পুলকিততনোরুদ্গৃহীতোঽথ সদ্যঃ।
নিষ্পন্দস্যোরসি চিরময়ং ভ্রাজতে স্ম স্থিরাঙ্গঃ
কৈলাসান্তঃ সরসি বিকশন্নীলপদ্মং যথৈকম্ ॥ ১২ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।১০)

উষ্ণীষাগ্রং দরবিঘটয়ন্নশ্রুভিঃ সিচ্যমানং
শীর্ষং জিঘ্রন্ পিহিতমকরোদাস্যমস্য ব্রজেশঃ।
মন্যে চন্দ্রং বিমলশরদম্ভোদ আবৃত্য তস্য
জ্যোৎস্নাজালৈঃ স্বমলমকরোদাত্মতাপাপনুত্যৈ ॥ ১৩॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।১১)

মরুভূমি ধন্য হইল, যেহেতু এই শ্রবণমরুভূমিতে স্বপ্নে অপূর্ব পীযূষবৃষ্টি অনুভব করিলাম। হে সখি! এই মরুভূমি আমাকে সুখী করিয়া স্বয়ং সুশীতল হইল।" (১১-১২) এই কথা শ্রবণ করিয়া ললিতা কহিলেন,—"হে রাধে! এই তুলসীমঞ্জরী গোষ্ঠরাজ্ঞীর গৃহ হইতে আগমনপূর্বক তোমার কর্ণে শ্রীব্রজনাগরবরের যে কথামৃত ধীরে ধীরে সেচন করিয়াছিল, তাহাতেই তোমার চৈতন্যলাভ হইয়াছে।"—ইহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা কহিলেন,—"হে সখি! তুলসি! তুমি যাহাদ্বারা আমার চেতনা সম্পাদন করিলে; আমার প্রিয়তমের তাদৃশ অন্য মধুর বৃত্তান্ত বর্ণন কর।" শ্রীরাধার আদেশক্রমে তুলসীমঞ্জরী প্রিয়তমের সায়ন্তন গুণকথা সভামধ্যে বলিতে লাগিলেন—"হে সখি! শ্রীরাধে! গোষ্ঠ হইতে গোপুরাগ্রে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজের নয়নপথবর্তী হইলে ব্রজরাজ বাহুদ্বয় প্রসারণপূর্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া পুলকিত-কলেবর ও নিষ্পন্দ হইলেন।" তৎকালে পিতৃবক্ষঃস্থলস্থ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বোধ হইয়াছিল—কৈলাস-ভূধর-মধ্যবর্তী সরোবরে অতুল একটী নীলকমল যেন বিকসিত হইয়া

যান্তী গেহাদজিরমজিরাদ্ গেহমায়ান্ত্যথো যা
শুষ্যদ্বক্ত্রানয়দতিরুজৈবান্তিমং যামমহ্নঃ।
সা গোষ্ঠেশা তরণিতনয়ে নেত্রযুগ্মাৎ কুচাভ্যাং
জহ্নোঃ কন্যে অসৃজদিব তং প্রেক্ষ্য সূনুং সমীপে ॥ ১৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ১০।১২)

নাঙ্কে কর্ত্তুং বলিত-জড়িমা সন্নকণ্ঠী ন বার্ত্তাং
প্রষ্টুং নাপীক্ষিতুমপি যদি প্রাভবৎ সাশ্রুপূর্ণা।
দীপাবল্যা কলিত-ললিতারাত্রিকং রামমাতৈ-
বাস্যাঃ ক্রোড়ে করধৃতমুপাবেশয়ত্তর্হি কৃষ্ণম্ ॥ ১৫ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।১৩)

ভাসিতেছে। (১৩-১৪) শ্রীব্রজাধিপতি বক্ষঃস্থলস্থিত প্রাণাধিক নিজ তনয়ের উষ্ণীষ ঈষৎ চালন করিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অশ্রুধারায় তোমার প্রাণনাথের উত্তমাঙ্গ অভিষিক্ত হইয়া গেল। পরে ব্রজরাজ নিজবদন তনয়ের বদনোপরি রাখিয়া আচ্ছাদন করিলেন; তাহাতে বোধ হইয়াছিল, জলাভাব বশতঃ সূর্য্যতাপে তপ্ত শরৎকালীন শুভ্রমেঘ চন্দ্রের চন্দ্রিকাজালের দ্বারা নিজ তাপ দূরীকরণার্থ চন্দ্রকে আবরণ-পূর্বক আপনাকে অলঙ্কৃত করিল। হে সখি! যে গোষ্ঠেশ্বরী তনয়ের গৃহে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া বারে বারে গৃহ হইতে অঙ্গনে এবং অঙ্গন হইতে গৃহে যাতায়াত করিতেছিলেন এবং তনয়ের প্রতি বিবিধ শঙ্কায় যাঁহার বদন শুকাইয়া গিয়াছিল, তন্নিমিত্ত যিনি অত্যন্ত বেদনার সহিত দিবসের শেষ যাম অতিবাহিত করিতেছিলেন, তিনিই হঠাৎ প্রাণাধিক তনয়কে নিকটে বিলোকন করিয়া নেত্রযুগ্ম হইতে দুইটী তরণি-তনয়া (যমুনা) এবং কুচযুগল হইতে দুইটী জহ্নুতনয়া (গঙ্গা) সৃষ্টি করিলেন। (১৫) শ্রীব্রজেশ্বরী জড়িমাবলিত হইয়া তনয়কে ক্রোড়ে করিতে এবং

কিং বাৎসল্যামৃতজলনিধিং জন্মভূমিং বিধুস্তা-
মধ্যাস্তাহো ! কিমু নিজখনিং প্রেমমাণিক্যরাজঃ।
কিং কস্তূরীদ্রবচিততনোঃ স্নেহপীযূষপুত্র্যাঃ
কুক্ষের্ভূষা হরিমণিরভাদর্পিতঃ সাধু ধাত্রা ॥ ১৬ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৭।১৪)

যাবন্মামাকলয় জননীত্যক্তিধারাং স্বহস্তে-
নোন্মৃজ্যাস্তাঃ স মুদমতনোন্নীতি-হংসীতড়াগঃ।
গোধূলীনাং ততিমধিতনু ক্ষালয়দ্ভিঃ পয়োভিঃ
স্তন্যৈরেব ব্যরচি রুচিরং লালনং তস্য তাবৎ ॥ ১৭ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৭।১৫)

সন্নকণ্ঠী হইয়া কোন বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে এবং অশ্রুপূর্ণা হইয়া ভালরূপে তনয়কে দেখিতেও পাইতেছেন না, তখন শ্রীবলদেব-জননী দীপাবলীর দ্বারা আরাত্রিক করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কর ধারণ করিয়া তদীয় মাতার ক্রোড়ে উপবেশন করাইলেন। (১৬) হে সখি ! শ্রীরাধে ! জননী-ক্রোড়স্থিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সন্দেহ হইয়াছিল—নিজ জন্মভূমি-সদৃশ বাৎসল্য রূপ অমৃত-জলনিধির ক্রোড়ে বিধু যেন উপবেশন করিল কিংবা প্রেমরূপ মাণিক্যরাজ নিজ-খনিতে উপবেশন করিল ; কিংবা স্নেহরূপ অমৃতকে কস্তূরী প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা শ্যামবর্ণ সম্পাদন করিয়া তাহার দ্বারা নির্ম্মিত পুত্তলিকায় কুক্ষির ভূষাস্বরূপ হরিমণিকে বিধাতা তাহারই ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন।

শ্রীযশোদার পুত্রলালনাদি

(১৭) জননীর ক্রোড়ে উপবেশন করিলেও জননীর জড়িমা দূর না হওয়ায় মাতৃবৎসল ব্রজেন্দু, "হে জননি ! আমি তোমার ক্রোড়ে বসিয়াছি, তুমি আমার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেন নয়নধারা বর্ষণ করিতেছ ?"—

আনন্দোর্মিষ্বনুপরমণীষ্বপ্যমূং চেতয়ন্তী
কৃত্যে প্রাবর্ত্তয়দভিমতে যর্হি বাৎসল্য-লক্ষ্মীঃ।
তর্হ্যেবাসৌ স্বতনয়-তনুং পাণিনামৃজ্য দাসী-
রভ্যাভ্যঙ্গ-স্নপনলপনোন্মার্জনাদৌ ন্যযুঙ্‌ক্ত ॥ ১৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।১৬)

বৎস! স্বচ্ছপ্রণয়! সদনে বর্ত্ততে যা নিষণ্ণা
মন্যে নাস্যাং তব দরদয়াপ্যুদ্ভবেদাকুলায়াম্।
যাতস্তাত! স্বকুলকমল! ত্বং বনং যৎ স্মৃতের-
প্যেনাং সঙ্গে ন হতজননীমানয়স্যেকদাপি ॥ ১৯ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।১৭)

অহ্নি প্রাপ্তেঽপ্যপরমমিহাত্যন্তদৈর্ঘ্যেঽপি জাত
ত্বং নায়াসি স্বগৃহমদরাম্রেড়িতোঽপি স্বপিত্রা।
ক্ষামো ব্যামোহয়সি যদমূন্ ক্ষুৎপিপাসাসহঃ স্ব-
দ্রষ্টৄন্ বন্ধূংস্তদলমসুভির্মাতুরেতৈঃ কঠোরৈঃ ॥ ২০ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।১৮)

ইহা বলিয়া স্বহস্তে জননীর নয়নের জল মার্জন করিয়া জননীকে পরমানন্দিতা করিলেন। জননীও তনয়ের অঙ্গলগ্ন গোধূলিসমূহ স্তনজ পয়ঃ দ্বারা ক্ষালন করিয়া লালন করিতে লাগিলেন। (১৮) 'জননীর আনন্দতরঙ্গ বিরত হইল না'—দেখিয়া বাৎসল্যলক্ষ্মী জননীকে অভিমত কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন—সেই সময় শ্রীব্রজেশ্বরী নিজ-তনয়ের তনু পাণিকমলদ্বারা মার্জন করিয়া দাসীগণকে তনয়ের অভ্যঙ্গ স্নান-মার্জনাদির নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। (১৯) স্নেহক্লিন্নহৃদয়া জননী তনয়কে কহিতে লাগিলেন,—"হে বৎস! হে স্বচ্ছপ্রণয়! তুমি গোচারণার্থ বনে যাইলে তোমার জন্য আমি অত্যন্ত ব্যাকুলা হই, হে চন্দ্রমুখ! আমার উপরি

অম্বাবেহি ত্বমতিচটুলং প্লাবিতং খেলনাব্ধৌ
বালালীভির্মম সবয়সং স্বং চ ন স্মর্ত্তুমীশম্।
শিষ্টোঽস্ম্যেকো ন যদিমমিতোঽবারয়িষ্যং তদায়ং
নৈষ্যৎ সম্প্রত্যপি গৃহমিতি প্রাহ রাজ্ঞীং বটুঃ সঃ ॥ ২১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।১৯)

তথ্যং ব্রূষে কথমপি ন মে মন্যমানা নিষেধং
বালা এব প্রখরনখরাঃ প্রত্যহং বাহুযুদ্ধে।
নীলাম্ভোজাদপি মৃদু বলাদঙ্কয়ন্ত্যস্য গাত্রং
তৎ কিং কুর্বে চপলতনয়ে নাত্র কোঽপ্যস্ত্যুপায়ঃ ॥ ২২ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।২০)

তোমার স্বল্পমাত্র দয়াও উদ্ভব হয় না। হে তাত! স্বকুলকমল! তুমি একদিনও তোমার হত জননীকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন কর না।" (২০) হে করুণহৃদয়! অত্যন্ত দীর্ঘদিন কোনরূপে অবসান হইলেও নিজজনক-কর্ত্তৃক আম্রেড়িত (অর্থাৎ দুই তিন বার কথিত) হইয়াও আলয়ে আগমন কর না। ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করিয়া ক্ষাম (দুর্বল) হইয়া বন্ধুগণে নিজাবস্থা দেখিয়া ব্যামোহযুক্ত কর। অতএব তোমার জননীর কঠোর প্রাণ-ধারণের আর প্রয়োজন নাই। (২১) জননীর এতাদৃশ কাতর বচন শ্রবণ করিয়া মধুমঙ্গল কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন—"হে অম্ব! আমার এই অতি চপল বয়স্য কৃষ্ণ বালালীর সহিত খেলাসাগরে প্লাবিত হইয়া আপনাকেই ভুলিয়া যায়, তোমাকে কি প্রকারে স্মরণ করিবে? আমি ইহাদের মধ্যে একমাত্র শিষ্ট, হে জননি আমি যদি ইহাকে না বারণ করিতাম, তাহা হইলে সম্প্রতি সন্ধ্যাকালেও এই খেলাপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ গৃহে আসিত না।" (২২) শ্রীব্রজেশ্বরী কহিলেন—"বৎস! বটো! সত্য বলিতেছ, আমি প্রতিদিনই কৃষ্ণচন্দ্রের অঙ্গে নখক্ষত দেখিয়া থাকি। প্রখরনখর বালালী আমার

ইত্থং তৎসংলপিতমপি তত্রাহমাকর্ণয়ন্তী
কৃত্যং তাৎকালিকমকরবং যত্ত্বয়াদিষ্টমিষ্টম্ ।
রোহিণ্যাগাদথ রসবতীং পৌর্ণমাসী কিলিম্বা-
ধাত্রীগার্গ্যাদিভিরপি সহালালয়ৎ সা স্বসূনুম্ ॥ ২৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।২১)

ক্ষণমজিরতলে বিলম্বমানা, ব্রজপতিপত্ন্যতিযত্ন-সাবধানা ।
সুত-পরিচরণায় বালভৃত্যান্, সমুপদিদেশ নিসর্গচারুকৃত্যান্ ॥২৪॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৪৮)

অহরত কতমঃ প্রকৃষ্টতুষ্টী
রসিকবরস্য বিষাণ-বেণু-যষ্টীঃ ।
উদহৃত বনমালিকামথান্যঃ
সমকৃষদাভরণানি কোঽপি ধন্যঃ ॥ ২৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৪৯)

নিষেধ মানে না। তাহারা প্রতিদিন বাহুযুদ্ধে নীলনলিন অপেক্ষাও অতি মৃদু কৃষ্ণের তনু নখদ্বারা অঙ্কিত করিয়া থাকে, হায় !!! আমি কি করিব, চপল তনয়কে নির্বিঘ্নে রক্ষা করিবার কোন উপায় দেখি না।" (২৩) ইহা বলিয়া সেই তুলসী শ্রীরাধিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"হে সখি ! রাধে ! আমি এই প্রকার শ্রীব্রজেশ্বরীর আদেশে শ্রীকৃষ্ণের তাৎকালিক তৈলাভ্যঙ্গাদি পরিচর্য্যা করিলাম। পরে শ্রীরোহিণী রসবতীতে গমন করিলেন, শ্রীব্রজেশ্বরী, পৌর্ণমাসী, কিলিম্বা, মুখরা ও গার্গী প্রভৃতির সহিত পুত্র লালন করিতে লাগিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ সেবা ও স্নানাদি

(২৪) ব্রজরাজ-পত্নী কিয়ৎক্ষণ চত্বরে বিলম্ব করিয়া অতি যত্নে ও সাবধানে স্বভাবতঃই সেবাপরায়ণ বালসেবকগণকে পুত্র-পরিচর্য্যা জন্য

উদহরদবতার্য্য মৌলিবন্ধং, মৃদুতর-কঞ্চুকমঞ্চিত-প্রবন্ধম্ ।
অবয়ব-বলয়াদতীবসারঃ, সুরভি-রজাংস্যপসারয়াঞ্চকার ॥ ২৬ ॥

(কৃষ্ণা০ ৫।৫০)

বসনমিতর আশু লম্ভয়িত্বা, মুখপদপদ্মমধাবয়ন্মুদিত্বা ।
কচভরমথ কঙ্কতী-মুখেন, প্রচুরমশৃঙ্খধদুত্ততা সুখেন ॥ ২৭ ॥

(কৃষ্ণা০ ৫।৫১)

কৃতিভিরবয়রোঽস্য চারুশীলৈঃ
সুরভি-সুরাগ-সুপক্কদিব্যতৈলৈঃ ।
প্রণয়পটুভিরভ্যমর্দি দাসৈ-
মৃদুতরমানখমূর্দ্ধমন্দহাসৈঃ ॥ ২৮ ॥

(কৃষ্ণা০ ৫।৫২)

উপদেশ দিলেন। (২৫) কোনও ভৃত্য প্রচুরতর সন্তোষে রসিকবর কৃষ্ণের শৃঙ্গ, বেণু ও যষ্টি প্রভৃতি লইলেন, অন্যজন বনমালা উত্তারণ করিলেন—কোনও ধন্য সেবক তাঁহার অলঙ্কারসমূহ খুলিলেন। (২৬) অতি শ্রেষ্ঠ এক দাস উষ্ণীষ নামাইয়া প্রকৃষ্টবন্ধনযুক্ত মৃদুতর কঞ্চুক (জামা) খুলিলেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে গোরজঃরাশি দূরীকৃত করিলেন। (২৭) অন্য এক ভৃত্য একখানা বস্ত্র দিয়া আনন্দমনে তাঁহর মুখ ও পাদপদ্ম মার্জন করিলেন এবং মহাসুখে কঙ্কতিকা দ্বারা তাঁহার কেশকলাপের যথেষ্ট সংস্কার করিলেন। (২৮) কৃতী, চারুচরিত্র, প্রণয়-বান্ দাসগণ মৃদুমন্দ হাস্যসহকারে সুগন্ধি সুরঞ্জিত ও সুপক্ক দিব্যতৈল সহযোগে ইঁহার নখর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদয় মৃদুতর-

মসৃণঘুসৃণগন্ধসারচূর্ণৈ-
র্ঘনঘনসার-রজোভরেণ পূর্ণৈঃ।
অকৃত তনুবিরুক্ষণং চ কশ্চিৎ
প্রণয়বিলাস-কলাবশো বিপশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

(কৃষ্ণা০ ৫।৫৩)

অকৃত কচবিশোধনে প্রকর্ষং, সুরভিতরামলকী-কষায়ঘর্ষম্।
ঘনতর-ঘনসার-সারগন্ধৈ,-রপঘনসেকমকল্পয়ৎ কবন্ধৈঃ ॥ ৩০ ॥

(কৃষ্ণা০ ৫।৫৪)

মৃদুসিত-সিচয়াঞ্চলাবলীভি-
র্মমৃজুরথাঙ্গকমঙ্গমার্জনীভিঃ।
কচভরমপি নির্জলীচকার
স্তিমিতপটেন নিপীড্য কোঽপ্যুদারঃ ॥ ৩১ ॥

(কৃষ্ণা০ ৫।৫৫)

স্তিমিতবসনমাশু হাপয়িত্বা, পটমপরং মৃদুপীতমাপয়িত্বা।
অতিমৃদুলমতীব দর্শনীয়ং, ব্যধিতমহোরসি পীতমুত্তরীয়ম্ ॥ ৩২ ॥

(কৃষ্ণা০ ৫।৫৬)

ভাবে মর্দন করিলেন। (২৯) ঘন কর্পূরবিন্দুরাশিপূর্ণ কুঙ্কুম ও চন্দনাদির মসৃণ চূর্ণদ্বারা কোনও প্রণয়কলাবিলাস-রসপণ্ডিত সেবক ইঁহার অঙ্গ সুস্নিগ্ধ করিলেন। (৩০) কোনও সেবক কেশ-বিশোধন জন্য সুরভিতর আমলকীরস প্রকৃষ্টরূপে ঘর্ষণ করিলেন; এবং ঘনতর চন্দনের উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত জলদ্বারা তাঁহার প্রতি অঙ্গ অভিষেক করিলেন। (৩১) তৎপরে এক উদার ভৃত্য মৃদুশ্বেত বস্ত্রাঞ্চল ও অঙ্গমার্জনী-সমূহ-দ্বারা ইঁহার অঙ্গ মার্জন করিলেন এবং আদ্র বস্ত্রদ্বারা নিপীড়নপূর্বক কেশসমূহকে জল-

অকৃত কচকলাপমম্বুরিক্তং, পুনরপি কঙ্কতিকা-মুখোপরক্তম্।
শিরসি চ মৃদুসূক্ষ্মচারুশুভ্রাং, কচভর-বেষ্টনিকাং চকার দভ্রাম্॥৩৩॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৫৭)

অলিখদলিকমধ্যমত্যুদারং, তিলকমনিন্দিতগন্ধ-গন্ধসারম্।
অলিপত ঘনসার-সারিতাঙ্কৈর্বপুরঘনৈর্হরিচন্দনস্য পঙ্কৈঃ ॥ ৩৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৫৮)

অথ মণিময়-মণ্ডনানি গাত্রে, ন্যধিত যথাসময়ানি চারুচিত্রে।
চরণযুগমকল্পয়ৎ সুধৌতং, মণিময়-কাঞ্চন-পট্টিকোপনীতম্ ॥ ৩৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৫৯)

লঘুললিতমহো বিশন্ স সদ্ম, প্রিয়সখ-পাণ্যবলম্বি-পাণিপদ্মঃ।
পরিহৃতমণিপাদুকো বিনম্রঃ, পিতরমবন্দত ভক্তিভাব-কম্রঃ ॥৩৬॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৬০)

নির্মুক্ত করিলেন। (৩২) ভৃত্য আর্দ্রবসন ত্যাগ করাইয়া অন্য একখানা কোমল পীতবস্ত্র পরাইলেন এবং ইঁহার বিশাল বক্ষে অতি মৃদু অতি সুন্দর পীত উত্তরীয় দান করিলেন। (৩৩) পুনরায় কেশপাশের জলমোচন করিয়া কঙ্কতিকা-দ্বারা শোধন করত সুরঞ্জিত করিলেন এবং মস্তকে মৃদু সূক্ষ্ম সুন্দর, শুভ্র ও ক্ষুদ্র একটী কেশ-বেষ্টনিকা (উষ্ণীষ) দিলেন। (৩৪) কোনও সেবক ললাটমধ্যে দিব্য গন্ধ-চন্দনসংযুক্ত অত্যুত্তম তিলক রচনা করিলেন এবং কর্পূর-মিশ্রিত হরিচন্দনের পাতলা পঙ্ক দেহে বিলেপন করিলেন। (৩৫) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সুচারু বিচিত্র গাত্রে মণিময় সময়োচিত আভরণসমূহ পরিধান করাইলেন এবং সুপ্রক্ষালিত চরণযুগলে মণিময় স্বর্ণপট্টিকা (পাতমল) ধারণ করাইলেন। (৩৬) তদনন্তর অহো! প্রিয়সখার দক্ষিণহস্তে নিজ-বামহস্তপদ্ম অর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে

দৃঢ়তরমুপগূহ্য তেন হর্ষে, প্রসরণমীয়ুষি শিংঘিতঃ স শীর্ষে।
অভজত বরমাসনং স তেনা,-প্যুপবিশতানুমতঃ শনৈরনেনাঃ ॥৩৭॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৬১)

চিরমুপচরিতঃ স চৈবমেব, স্বপরিজনৈর্বিররাজ রামদেবঃ।
পিতরমবননাম সোঽপ্যমন্দ,-প্রণয়বশাদুপগূহ্য চাননন্দ ॥ ৩৮॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৬২)

ব্রজপতি-তনয়দ্বয়-দ্বিতীয়া,-শনসময়োচিত-পাকপালনীয়া।
অঘরিপুজননীং পুরোগমাতা-,মজনি পচেতি জগাদ রামমাতা॥৩৯॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৬৩)

ব্রজপতি-গৃহিণীঙ্গিত-প্রণুন্না, নবনব-দাসদাসিকাঃ প্রসন্নাঃ।
ব্যধিষত মণিপীঠপাত্র-ভৃঙ্গা,-রকমুচিত-স্থলসঙ্গি জাতরঙ্গাঃ ॥ ৪০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৬৪)

সুন্দরভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং মণিময় পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া বিনীত ও ভক্তিভাবে কমনীয় হইয়া পিতা নন্দকে বন্দনা করিলেন। (৩৭) প্রচুরতর আনন্দসহকারে নন্দবাবা তাঁহাকে দৃঢ়তর আলিঙ্গনপূর্বক মস্তকাঘ্রাণ করিলেন এবং আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণকেও বসিতে অনুমতি করিলে সেই আনন্দিত-চরিত শ্রীহরিও শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিলেন। (৩৮) নিজ-পরিজন-কর্ত্তৃক ঠিক এইভাবেই বহুক্ষণ যাবৎ সেবিত হইয়া বলরামও বিরাজ করিতে লাগিলেন এবং পিতাকে নমস্কার করিলেন। নন্দমহারাজও তাঁহাকে প্রচুরতর বাৎসল্যভরে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দলাভ করিলেন।

শ্রীরাম-কৃষ্ণের দ্বিতীয় ভোজন

(৩৯) নন্দমহারাজের পুত্রদ্বয়ের দ্বিতীয় ভোজন-নিমিত্ত সময়োচিত পাককারিণী রোহিণী সম্মুখে আসিয়া মা যশোদাকে বলিলেন যে, পাক

সার্দ্ধং মিত্রৈঃ সপদি বিহিতস্নানভূষানুলেপং
রামং কৃষ্ণং বটুমপি সুখেনোপবেশ্য ব্রজেশা।
আদাবিষ্টং সুরভি-শিশিরং পানকং পায়য়িত্বা
নানাভেদং ত্রিবিধমথ সা ভোজয়ামাস ভক্ষ্যম্ ॥ ৪১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।২৩)

এতদ্বোঽতিপ্রিয়মিতি যদা সীধুকেল্যাদি তেভ্যো
যুষ্মৎপক্বং বটকপটলং পঞ্চভেদং দদৌ সা।
সম্নৌ পঞ্চেন্দ্রিয়মপি-তদৈবাশু তেষাং প্রমোদৈ-
স্তৎসৌরভ্য-ম্রদিম-সুরসাখ্যান-রূপামৃতাব্ধৌ ॥ ৪২ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।২৪)

প্রস্তুত হইয়াছে। (৪০) তখন মা-যশোদার ইঙ্গিতক্রমে প্রণোদিত নব নব দাসীগণ প্রসন্নচিত্তে কৌতুকভরে সমুচিত স্থলে মণিময় আসন, পাত্র ও ভৃঙ্গারাদি সংস্থাপন করিলেন। (৪১-৪৩) অবিলম্বে স্নান, ভূষা ও অনুলেপন ধারণ করিয়া মিত্রবৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলদেব ও বটু মধুমঙ্গল আগমন করিলে—শ্রীব্রজেশ্বরী সকলকে সুখে উপবেশন করাইয়া প্রথমতঃ ইষ্টমিষ্ট সুরভি শীতল পানক পান করাইয়া পরে নানা জাতীয় ত্রিবিধ ভক্ষ্য অর্থাৎ চর্ব্ব্য, চোষ্য ও লেহ্য দ্রব্য ভোজন করাইলেন। ভোজন করাইবার সময় ইঁহাদিগকে শ্রীব্রজেশ্বরী কহিলেন—"হে বলদেব! হে বটো! হে কৃষ্ণ! হে বালকগণ! এই দ্রব্য তোমাদের অতি প্রিয়"—ইহা বলিয়া হে সখি! রাধে! তোমার প্রস্তুত করা 'সীধুকেলী' প্রভৃতি পঞ্চপ্রকারের বটকপটল সাদরে প্রদান করিলেন। ইহাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বটকাবলীর রূপামৃতসাগরে, গুণকীর্ত্তনামৃতসাগরে, সৌরভামৃতসাগরে, সুরসামৃতসাগরে ও মার্দবামৃতসাগরে অবগাহন করিল। ভোজন করিতে করিতে পরিহাস-

এতদ্‌গন্ধোঽপ্যনুভবপথং যস্য ভাগ্যাদযাসীৎ
তস্মৈ স্বর্গো জননি ! কিমিতো রোচতে বা পবর্গঃ ?
ধিগ্ ধাতারং যদয়মুদরং নৈব চক্রে বিভুং মে
যে মা দেহীত্যভিদধতি তান্ সাগসোঽত্র ব্রবীমি ॥ ৪৩ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৭।২৫)

হসন্তো হাসয়ন্তস্তে মধুমঙ্গলনর্মভিঃ।
ভুক্ত্বা পীত্বা মুদাচাম্য ক্ষণং তল্পে বিশশ্রমুঃ ॥ ৪৪ ॥

(গোবি০ ২০।১৫)

প্রথমবিধৃত-বেশভূষণানাং, কৃতপরিবর্ত্তনমন্যথাকৃতানাম্।
সময়সমপরিগ্রহং বিধায়, প্রযততেঽঙ্ঘ্রিসরোজ-ধাবনায় ॥ ৪৫ ॥

(কৃষ্ণা০ ৫।৭২)

অথ সুখমুখবাস-বাসিতাস্যঃ, স্ফুরদমৃতদ্রবমুগ্ধমন্দহাস্যঃ।
সুবিহিতপিতৃমাতৃবন্দনান্তঃ, স বহিরভূদঘমর্দনোঽঙ্গনান্তঃ ॥ ৪৬॥

(কৃষ্ণা০ ৫।৭৩)

পটু বটু কহিতে লাগিলেন,—"হে জননি! এই বটকাবলীর সৌগন্ধ যাহার ভাগ্যক্রমে অনুভব-পথবর্ত্তীও হয়, তাহার স্বর্গে ও অপবর্গে অরুচি হয়। হে জননি! যে আমার উদর বিভু (ব্যাপক) -রূপে সৃষ্টি করে নাই, সেই বিধাতাকে ধিক্, এবং যে-ব্যক্তি ভোজনকালে "দিও না" এই বাক্য বলিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকে অপরাধী বলিয়া জানি। (৪৪) তদনন্তর কৃষ্ণ প্রভৃতি বয়স্যসকল মধুমঙ্গলের পরিহাস-বাক্যে হাস্য করিয়া অন্যান্যকে হাস্য করাইয়া, ভোজন, পান ও সহর্ষে আচমন করত কিয়ৎক্ষণ শয্যাতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। (৪৫) অতঃপর তাঁহারা প্রথমবিধৃত বেষ-ভূষাদি স্রস্ত-বিস্রস্ত হইলে তাহার পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক তৎ-সময়োচিত অন্য বেষ-ভূষাদি পরিগ্রহণ করিয়া চরণপদ্মধাবনের জন্য যত্নবান্ হইলেন।

অমৃতকরকদম্বকাপবাদ,-ক্ষম-মধুরাননমণ্ডলপ্রসাদঃ।
সহচরকৃত-সদ্‌গুণানুবাদঃ, প্রিয়মণিপাদুকয়োপগূঢ়পাদঃ ॥ ৪৭ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৭৪)

দাসা ভৃঙ্গার-তাম্বূলপাত্র-ব্যজনপাণয়ঃ।
নির্যোগ-পাশবেত্রাদিধারিণস্তে তমন্বয়ুঃ ॥ ৪৮ ॥
(গোবি০ ২০।২৩)

বিদধদনুচরাংস-সীম্নি বামং, ভুজমপরেণ করেণ চাভিরামম্।
প্রিয়-সহচরদত্ত-নাগবল্লী,-চ্ছদনমদন্ প্রবিবেশ ঘোষপল্লীঃ ॥ ৪৯ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৭৫)

ইত্যেতস্যা মুখবিধুবরাদঞ্চলগ্রন্থিতশ্চ
প্রাপ্তে রাধা সহসবয়সা প্রেয়সস্তৈরভীষ্টৈঃ।
লীলাফেলামৃতরসভরৈঃ শ্রাবণী-রাসনীভ্যাং
মুদ্ভ্যাং সিক্তানকৃত শিশিরান্ নিম্নগাভ্যামিবাসূন্ ॥ ৫০ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।২৭)

শ্রীকৃষ্ণের গোদোহনাদি ও শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণোচ্ছিষ্ট-ভোজনে আনন্দ

(৪৬) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সুখদ মুখবাসাদিদ্বারা বদন সুবাসিত করিলেন ও স্ফুরিত অমৃতরসভরে মনোহর মৃদুহাস্য করিয়া মাতাপিতার বন্দনা করত বহিরঙ্গণে গমন করিলেন। (৪৭) তাঁহার মধুর মুখের প্রসন্নতায় চন্দ্র-কোটিরও লজ্জা হইতে লাগিল। সহচরগণ তাঁহার কল্যাণময় গুণাবলীর কীর্তন করিতে লাগিলেন। তিনি চরণে মণিময় পাদুকা ধারণ করিলেন। (৪৮) এদিকে ভৃত্যসকল ভৃঙ্গার (জলপাত্র) তাম্বূল-ভাজন, ব্যজন, নির্যোগ-পাশ (ছান্দনদড়ী) এবং বেত্রাদি হস্তে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। (৪৯) শ্রীকৃষ্ণ বামভুজ প্রিয়তম সখার স্কন্ধদেশে

নিঃসৃত্যাসাবথ গুরুপুরাদেত্য কাসারতীরং
তত্রোদ্যানান্তরগত-বরক্ষৌমমারুহ্য সালিঃ।
বক্তৃজ্যোৎস্নামধয়দপরাহ্নলক্ষিতা যন্মুরারে-
স্তেনাবিন্দন্ মুদমুদয়িনীং চাক্ষুষীমপ্যপারাম্ ॥ ৫১ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৭।২৮)

আস্যোদঞ্চৎকুটিলচিকুরাচ্ছাদকোষ্ণীষরাজে
মুক্তামুক্তা দর চলতি কিং কানকী সূত্রপংক্তিঃ।
কিংবা চন্দ্রোপরি ঘনতমোগ্রাসকোদ্যদ্দ্যুরত্ন-
দ্যোতে বিদ্যুল্লসতি চপলা ভাবলি-প্রোতমূলা ॥ ৫২ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৭।২৯)

অর্পণপূর্বক দক্ষিণহস্তে প্রিয়সখা-কর্তৃক প্রদত্ত মনোরম তাম্বুলবীটিকা গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতে করিতে গোশালাসমূহে প্রবেশ করিলেন। (৫০-৫৮) ইহা বলিয়া তুলসীমঞ্জরী অঞ্চলের গ্রন্থি উন্মোচনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাবশিষ্ট কিঞ্চিৎ প্রদান করিলেন। শ্রীরাধা ও তদীয় সখীগণ তুলসীর মুখবিবর হইতে প্রাপ্ত লীলামৃতরসদ্বারা এবং অঞ্চলগ্রন্থি হইতে প্রাপ্ত ফেলামৃতরসদ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়-সম্বন্ধিনী নির্বৃতিরূপা এবং রসনেন্দ্রিয়-সম্বন্ধিনী নির্বৃতিরূপা নদীযুগলের দ্বারা নিজ নিজ প্রাণ সিক্ত করিলেন অর্থাৎ ইঁহারা তুলসীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা শুনিয়া এবং তৎকর্তৃক প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণাবশেষ ভোজন করিয়া যে আনন্দ-লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে ইঁহাদের প্রাণ সুশীতল হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ গোদোহন করিতে গোসদনে আসিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা সায়ংকালীন স্নানচ্ছলে গুরুগৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়া পাবনসরোবর-তীরবর্তী উদ্যানে আগমন করিলেন। তত্রত্য অপূর্ব অট্টালিকার উপরি সখীসহ আরোহণপূর্বক অন্যকর্তৃক অলক্ষিত হইয়া

ধর্মধ্বান্তং ব্রজকুলভুবাং ভিন্দতী স্বৈর্ময়ূখৈ-
রেতে গণ্ডদ্বয়মনুচলে কুণ্ডলে নাঘশত্রোঃ।
অগ্রে স্থাতুং তরণিযুগলং নেশমেবাননেন্দোঃ
পার্শ্বদ্বন্দ্বং ভজতি নটনৈঃ প্রীণনার্থং যদস্য ॥ ৫৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।৩০)

কন্দর্পো যৎ স্বমকরযুগং কর্ণনদ্ধং ব্যাধান্নো
বিধ্যন্নস্যেক্ষণশিতশরৈর্বাঢ়মেকাগ্রচিত্তঃ।
তত্রোত্তংস-স্তবদলিঘটা-ঝঙ্কৃতিত্রস্তমেতদ্-
যত্নান্মৌগ্ধ্যাদপস্থতিকৃতে হন্ত ! কিংবা বিধত্তে ॥ ৫৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।৩১)

শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রবদনের জ্যোৎস্না চকোরিণীর ন্যায় পান করিয়া চক্ষুঃসম্বন্ধিনী অপারা নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের গোদোহন-কালীন শোভাবর্ণনা

শ্রীরাধিকা প্রিয়তমের বদন দর্শনপূর্বক বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন,—"সখি ! এই নব নাগরের মুখের উপরিস্থিত কুটিল অলকাবলীর আচ্ছাদক উষ্ণীষরাজের উপরি মুক্তার দ্বারা বদ্ধ কনকসূত্র-পংক্তি (তুর্‌রা) কি ঈষৎ চলিত হইতেছে ? অথবা চন্দ্রের উপরি ঘন তমোগ্রাসক উদয়কালীন সূর্য্যের কিরণে নক্ষত্রাবলির দ্বারা যাহার মূল গ্রথিত, তাদৃশ বিদ্যুৎ কি শোভিত হইতেছে ? তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। হে সখি ! যাহারা নিজ কান্তিদ্বারা ব্রজকুলললনাগণের ধর্মধ্বান্ত ধ্বংস করে, শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থিত সেই এই চঞ্চল কুণ্ডলযুগল, কুণ্ডলযুগল নহে, কিন্তু বদনসুধাকরের সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া নৃত্যদ্বারা প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য পার্শ্বদ্বয়ে তরণিযুগল বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাণসখি ! ঐ মকরযুগলের উপরি উপবেশনপূর্বক কন্দর্প এই নাগরের কটাক্ষরূপ নিশিত শরদ্বারা

স্বচ্ছং স্নিগ্ধং নয়নযুগলং প্রাপ যে হন্ত ! কান্তে
তে তারে সম্ভৃতমদভরে চঞ্চলে দ্রাগভূতাম্।
তাভ্যাং যে বা জনিষত সুতাস্তে জনান্তঃপুরেভ্যঃ
কৃষ্ট্বা কৃষ্ট্বা ধৃতিকুলবধূর্দূষয়ন্তে কটাক্ষাঃ ॥ ৫৫ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৭।৩২)

সর্বাশোত্থত্তরসি দৃশি যদ্দস্যবোঽনঙ্গনদ্যাং
হর্ষৌৎসুক্যাধৃতিমদমুখাঃ সন্তি সঞ্চারিণোঽমী।
তারা-নাম্নীং হরিমণিময়ীং নাবমাশ্রিত্য লোলাং
তদ্ভ্রামাণাং নয়ন-বণিজাং লুণ্ঠনায়েতি বিদ্মঃ ॥ ৫৬ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৭।৩৩)

লক্ষীভূত আমাদের মন বিদ্ধ করিবার কালে, কুসুমিত চূড়ার উপরি মধু-পানে মত্ত অলিঘটার গুঞ্জনে ভীত হইয়া মকরযুগল অপসারণ করিলে নিজ-একাগ্রতার হানি হইলে লক্ষ ব্যর্থ হইয়া যাইবে, এই ভাবিয়া কন্দর্প নিজ-বাহন মকরযুগলে ইঁহার কর্ণে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। হে সখি! আর এক কৌতুকাবহ ঘটনা অবলোকন কর। শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ নয়নযুগল, তারা-নাম্নী যে দুইটী রমণী লাভ করিয়াছে, তাহারা মদমত্ততা-নিবন্ধন সর্ব্বদা চঞ্চলা, সুতরাং এই চপলানাগরের স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ নয়ন-কর্ত্তৃক চঞ্চলা তারা হইতে কটাক্ষ নামক যে পুত্রগণ উৎপাদিত হইতেছে, ইহারা নিজ-জননীদোষে অবিনীত হইয়া রমণীজনের অন্তঃপুর হইতে ধৃতিরূপা কুলবধূ-দিগকে আকর্ষণ করিয়া আনয়নপূর্বক দূষিত করিতেছে। হে সখি! ভাল করিয়া অবলোকন কর, এই নাগরের দৃষ্টি যেন কন্দর্পনদী, ইহার সকল দিকে প্রবাহ, এবং ইহাতে হর্ষ ও ঔৎসুক্য, ধৃতি ও মদ প্রভৃতি সর্বতো-সঞ্চারি দস্যুগণ তারানাম্নী নীলমণিময়ী নৌকায় আরোহণ করিয়া ব্রজ-

নৈতন্মন্দস্মিতমুদয়তে শোণবিম্বাধরৌষ্ঠাৎ
বন্ধূকাভ্যাং জগদলিকৃতে চ্যোততে নো মরন্দঃ।
লক্ষ্যীভূতে মম সখি ! দৃশৌ বৈদ্রুম-স্মারযন্ত্রো-
ন্মুক্তং পশ্য প্রবিশতি বলাৎ কিন্তু কার্পূরনীলম্ ॥ ৫৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।৩৪)

নির্বর্ণ্যৈবং প্রিয়মুখবিধুং তাং হ্রিয়েবোর্ম্মিমধ্যে
হর্ষাম্ভোধেঃ সপদি বিশতীং চেতয়ন্তী বিশাখা।
প্রোচে পশ্য প্রিয়সখি ! হরের্দোহলীলাং যদর্থং
সায়ং শ্বশ্রূগিরমতিকটুং বেৎসি পীযূষকল্পম্ ॥ ৫৮ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।৩৫)

বিকসিত-কুমুদেক্ষণা ত্বরা যা, বিগলিত-ভাস্করনিষ্ক-শুদ্ধকায়া।
তমভজদথ সৌভগাদসূক্ষ্মী,-ভবদনুরাগরসা প্রদোষলক্ষ্মীঃ ॥ ৫৯ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৭৬)

সুন্দরীগণের চঞ্চলনয়নরূপ বণিকগণের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে, ইহাই অনুভূতি হইতেছে। হে প্রাণপ্রিয়তমে সখি ! এই মোহননাগরের বিম্বাধরৌষ্ঠ হইতে মন্দস্মিত নিঃসৃত হইতেছে না এবং জগৎরূপ ভ্রমরনিমিত্ত বন্ধূক কুসুমযুগল হইতে মকরন্দ চ্যুতও হইতেছে না, কিন্তু বিদ্রুমনির্মিত কন্দর্পযন্ত্রোন্মুক্ত কর্পূরবারি আমার নয়নযুগে প্রবেশ করিতেছে, অবলোকন কর। এই প্রকারে প্রিয়তমের মুখবিধু বর্ণন করিয়া লজ্জাবশতঃ হর্ষ পয়োনিধির তরঙ্গমধ্যে যৎকালে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী প্রবিষ্ট হইলেন, বিশাখা তখনই তাঁহার চেতনা করিতে করিতে কহিলেন,—"হে প্রিয়সখি ! শ্রীকৃষ্ণের দোহনলীলা অবলোকন কর। যাহা দর্শননিমিত্ত সায়ংকালে শাশুড়ীর অতি কটুবাক্যও অমৃতসদৃশ মানিয়াছিলে। হে সখি ! এখন আনন্দসাগরে প্রবেশের সময় নহে।" (৫৯-৬৭) ঐ দেখ ! প্রস্ফুটিত

পরিত উপপতৎসু পক্ষিলক্ষে-
ষ্বপরিমিতে স্বকুলায়-কেলিবৃক্ষে।
অনুভবনতলং জ্বলৎসু দীপে-
ষ্বকিরণধূসরিতে দিশাং সমীপে ॥ ৬০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৭৭)

দিশি বিদিশি রুবৎসু তর্ণকেষু
প্রতিরুবতীষু চ বৎসলাসু গোষু।
প্রসরতি চ গবাং দ্বিতীয়দোহে
মতিমতি গোপকুলে নিরস্তমোহে ॥ ৬১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৭৮)

তমুপনতমভীক্ষ্য দিব্যরূপৈঃ, সুরভিরুতৈশ্চলমঙ্গল-প্রদীপৈঃ।
সুরভিগৃহরুচো ভবন্নুলূলা,-রবরসনা-চলনাদিবানুকূলাঃ ॥ ৬২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৭৯)

কুমুদরূপ নয়নধারিণী অস্তগত সূর্য্যরূপ বিচ্যুতহার-নিবন্ধন নিরাভরণ-দেহা, দ্রুতগামিনী প্রদোষরূপা লক্ষ্মী মহানুরাগরসের সহিত সৌভাগ্য-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে লাগিল। অপরিমিত নিজবাসাযুক্ত কেলিবৃক্ষে চতুর্দ্দিক হইতে লক্ষ লক্ষ পক্ষী উড়িতে লাগিল। প্রতিগৃহে দীপসমূহ জ্বলিয়া উঠিল—দিগ্‌বলয় কিরণরহিত হইয়া ধূসরবর্ণ ধারণ করিল। দিকে দিকে বৎসগণ ডাকিতে লাগিল—গোগণের দ্বিতীয় দোহনকাল সমুপস্থিত হইল এবং উদার গোপকুলও নিরস্ত-মোহ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া সুরভি- (গো) গৃহের শোভা, চঞ্চলায়মান মঙ্গলপ্রদীপরাজিরূপ দিব্যরূপ এবং ধেনুগণের উচ্চনাদদ্বারা তাঁহাকে বরণ করিবার জন্যই যেন উলু উলু ধ্বনি করিতে করিতে জিহ্বা চালাইয়া (সন্ধ্যারাত্রিকের) সহায় করিল। অনন্তর পূর্ব্বদিগরূপ কামিনী অতি রমণীয় হরিকে দেখিবার জন্য

অথ হরি-হরিদঙ্গনাভিরামং, হরিমবলোকিতুমুৎসুকেব কামম্।
লঘুতরমুদনীনমৎ সরাগং, হিমকিরণাননমুন্মহঃপরাগম্॥ ৬৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৮০)

বিঘটয়দিব সর্ব্বতো বিসারাং, তিমিরপটীমবগুণ্ঠন-প্রকারাম্।
মুখমিহ হরিদিগ্‌বিলাসবত্যা, বিধুরুদিয়ায় চিরাভিলাষবত্যাঃ॥৬৪॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৮১)

শশধর-ধবলাসু তাসু গোষু, স্ফটিকঘটাচটুলাসু কৌমুদীষু।
অসিতখুরবিষাণ-কান্তিভেদা,-দুদয়তি গোধনধীর্ব্বিধূতখেদা॥ ৬৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৮২)

তুলিত-রজতশৈল-গণ্ডশৈলঃ, সুখমকরোচ্ছয়নং স্বতন্ত্রলীলঃ।
বৃষ-বৃষভগণস্তু তত্র সায়ং, গৃহমুনিবৎ স যতস্ততোঽনপায়ম্॥ ৬৬ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৮৩)

ললিতমখিলগোগৃহাঙ্গনেষু
স্ফটিকমহাপৃথুদণ্ডমণ্ডিতেষু।
পদকৃত-মণিপাদুকঃ সগোষ্ঠ-
শ্রিয়মভিবীক্ষ্য মুমোদ মুদ্‌বরিষ্ঠঃ॥ ৬৭ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৮৪)

যথেষ্ট উৎসুকা হইয়াই যেন রাগ-(অনুরাগ পক্ষে রক্তবর্ণ) যুক্ত ও ঊর্দ্ধদিকে কান্তিমালার প্রসরণশীল চন্দ্রবদনকে অতি ধীরে উন্নমিত করিলেন। সর্ব-দিকে বিস্তৃত অবগুণ্ঠনস্বরূপ অন্ধকার-বসনের নিরসনকারী পূর্ব্বদিগ্‌রূপ চিরাভিলাষিণী বিলাসিনীর নিজ-মুখের ন্যায় এই জগতে চন্দ্র উদিত হইল। যদি কৃষ্ণবর্ণ খুর ও শৃঙ্গের কান্তি উদ্ভাসিত না হইত, তবে চন্দ্রবৎ শুভ্র সেই ধেনুসমূহে এবং স্ফটিকরাজিবৎ সুন্দর জ্যোৎস্নারাশিতে সকলেরই খেদ (সংশয়) রহিত, গোধনবুদ্ধির উদয় হইত অর্থাৎ জ্যোৎস্নায় গোবুদ্ধি এবং গোসমূহে জ্যোৎস্না বুদ্ধি হইত। কৈলাস-পর্ব্বতের গণ্ড (ক্ষুদ্র) শৈলবৎ

উৎকর্ণানাং ধবলি ! শবলীত্যেবমাহূয়তে যা
সা গৌর্হম্বেত্যুদিতবিদিতোল্লঙ্ঘ্য সর্বাঃ সমীপম্ ।
আয়াতাশ্রুস্তিমিতনয়না পাণিনা মৃষ্টপৃষ্ঠা
কণ্ডূয়াভির্দর গিরিভৃতা প্রীণিতাদৌ বভূব ॥ ৬৮ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৭।৩৬)

উদ্যৎপার্ষ্ণিঃ প্রপদযুগলালম্বিতস্মোঽধিজানু
ন্যস্তেঽমত্রে সখি ! মণিময়ে বিম্বিতশ্রীমুখেন্দুঃ ।
গোতুন্দস্পৃগ্‌দর শিথিলিতোষ্ণীষ-নির্যন্মদালি-
শ্রেণীজিষ্ণুদ্যুতিমদলকস্ত্যক্তলাস্যেক্ষণাব্জঃ ॥ ৬৯ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৭।৩৭)

প্রতীয়মান স্বাধীনচিত্ত উত্তমোত্তম বৃষসমূহ, ব্রজে যে-স্থানে স্বায়ংকাল আগত, সে-স্থলেই স্থিত মুনিগণের ন্যায় যেখানে সেখানে সুখে ও নির্বিঘ্নে শয়ন করিয়া আছে। স্ফটিকময় মহাস্থুল দণ্ডদ্বারা নির্ম্মিত নিখিল গোশালা-প্রাঙ্গণে আনন্দনিধি কৃষ্ণ মণিময় পাদুকা ধারণ করিয়া অতিসুন্দররূপে গোষ্ঠসৌন্দর্য্য দর্শন-পূর্বক আনন্দলাভ করিতেছেন। (৬৮) হে সখি ! ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণ আহ্বান করিবেন বলিয়া যে-সকল ধেনু উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ধবলী, শবলী প্রভৃতি নামদ্বারা যাহাকে শ্রীকৃষ্ণ আহ্বান করিতেছেন, সেই ধেনু হম্বা হম্বা রব করিতে করিতে অন্য সকল ধেনুগণকে বিলঙ্ঘনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ অশ্রুস্তিমিত-নয়না সেই সেই ধেনুর পৃষ্ঠ পাণিদ্বারা স্পর্শ করিয়া অল্পাল্প কণ্ডূয়নদ্বারা তাহাকে সুখী করিতেছেন। (৬৯) সখি ! ব্রজযুবরাজ ধেনুদোহন করিতেছেন, পদাগ্রযুগলদ্বারা ভূমি অবলম্বন করিয়া মণিময় দোহনভাণ্ড দুইজানুমধ্যে রাখিয়াছেন, তাহাতে উঁহার শ্রীমুখেন্দু প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, এবং ধেনুর উদরস্পর্শে উষ্ণীষ ঈষৎ শিথিল হওয়ায় তন্মধ্য হইতে

ইষ্ট্বা ক্ষৌণীং প্রথমপয়সো ধারয়া তাভিরেব
দ্বিত্রাভিঃ স্বাঙ্গুলিকুলমথোধোঞ্চলীং চোন্দয়িত্বা।
তাং তেনৈবোন্নমদবনমৎ পাণিপদ্মং দধানো
দোহন্ত্যন্তঃ শনশনশনদ্ ঘম্মঘম্মেতি-ঘোষৈঃ ॥ ৭০ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।৩৮)

উত্তৎকর্ণাঃ শশিমুখি ! পরাস্তত্র সোৎকণ্ঠয়ন্ গাঃ
সত্তঃ প্রোত্তত্তদমলকণৈশ্চিত্রিতস্বোরুজঙ্ঘঃ।
গ্রীবাভঙ্গোদিতরুচি গবা তর্ণকেনাপি সাস্রৈ-
র্নেত্রৈঃ পীতত্ত্যুতিনবসুধো দোগ্ধি দুগ্ধং প্রিয়স্তে ॥ ৭১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।৩৯)

মুঞ্চোপেহি ত্বরয় নয় মে দেহি যাহীতি গাবো
নানাবর্ণাঃ পরমবিশদা দুহ্যমানাশ্চ গাবঃ।
তত্রত্যা যা গিরিধরতনোঃ শ্যামলা যাশ্চ গাব-
স্তা দুষ্পারা ইহ পরিমিতাঃ কিং কবের্মান্তি গাবঃ ॥ ৭২ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।৪০)

ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় অলকাবলি নিঃসৃত হইতেছে, এবং ইঁহার নয়নকমল নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে। (৭০-৭১) গোদোহন-সময়ে প্রথম দুই তিন দুগ্ধধারাদ্বারা ধরণীর পূজা করিয়া পরে দুই তিন দুগ্ধধারাদ্বারা নিজাঙ্গুলি কুল ও ধেনুর ঊধঃ অঞ্চলী আর্দ্র করিলেন ও উন্নমিত ও অবনমিত পাণি-পদ্মে অঙ্গুলীকুলের দ্বারা উধোঞ্চলী ধারণপূর্বক দোহনীর মধ্যে শন্ শন্ শন্ ঘম্ম ঘম্ম শব্দের দ্বারা অন্য গোগণকে দোহ-সমাপন অবগত করাইয়া উৎকন্ঠিত করিতেছেন, সখি ! দেখ ! অমল দুগ্ধকণাদ্বারা শ্যামসুন্দরের উরু ও জঙ্ঘা চিত্রিত হইতেছে এবং গোগণ ও তর্ণকগণ গ্রীবাভঙ্গদ্বারা সজলনেত্রে ইঁহার কান্তিরূপ নবীন পীযূষ পান করিতেছে, হে সখি !

বৎসা নিপীয়োদরপূরমুচ্চকৈ-
স্তৃপ্তিং গতা গোপগণা যথেপ্সিতম্।
দুগ্ধ্বা নিবৃত্তাশ্চ গবাং তথাপ্যহো
নোধঃপয়ঃপূর্ত্তিরবাপ হীনতাম্॥ ৭৩ ॥
(গোবি০ ২০।৩২)

কৃষ্ণাননাব্জার্পিতনেত্রচেতসাং
গবাং স্বয়ং সংস্রবদদোধসং পয়ঃ।
গোপাঃ স্তনাধো ধৃতকুম্ভসঞ্চয়ৈঃ
সংভৃত্য নিন্যুঃ পুরতো ব্রজেশিতুঃ॥ ৭৪ ॥
(গোবি০ ২০।৩৩)

তোমার প্রিয়তম দুগ্ধদোহন করিতেছেন—ভাল করিয়া বিলোকন কর। (৭২) ছাড়িয়া দাও, নিকটে আইস, শীঘ্র কর, লইয়া যাও, দেও, যাও প্রভৃতি গোপগণের নানবর্ণ-বিশিষ্ট গোসকল অর্থাৎ বচনসমূহ (নানা বর্ণ নানা অক্ষরযুক্ত) নানাবর্ণ ও পরমবিষদ এবং দুহ্যমান গোসকল (ধেনু-সমূহ) নানাবর্ণ পরমবিশদ ও দুষ্পার এবং গিরিধর-তনুর শ্যামলা যে গোগণ (কান্তিসমূহ) তাহারাও পরম বিশদ ও দুষ্পার অর্থাৎ অপরিমিত সুতরাং তাহা মহা কবিপতিগণের পরিমিত গোগণ অর্থাৎ বাক্যসমূহ পরিমাণ করিতে পারে না। (৭৩) বৎসসকল যথেচ্ছরূপে উদর পূর্ণ করিয়া দুগ্ধপান করত পরম-তৃপ্তি লাভ করিল, দোহনান্তে গোপসকল দোহন হইতে নিবৃত্ত হইলেও গাভীদিগের ঊধঃ (স্তন) সকল পূর্ব্ববৎ স্থুল রহিল, কিন্তু প্রচুর দুগ্ধপান করাতেও ক্ষীণ হইল না, ইহাই অতীব আশ্চর্য্য। (৭৪) তাহার পর গোপসকল শ্রীকৃষ্ণের বদনকমলে নয়ন ও চিত্ত অর্পণকারিণী ধেনুগণের স্বয়ং ক্ষরিত ঔধস অর্থাৎ (স্তন্য) দুগ্ধ স্তনের অধোভাগে কুম্ভ ধারণ করত পরিপূর্ণ করিয়া ব্রজপতি নন্দরাজের অগ্রে

প্রবেশ্য গোপৈর্নিজমাতৃ-লালিতান্, বৎসালয়ং বৎসগণান্ বলান্বিতঃ।
গাস্তা যথাস্থানমসৌ নিবেশ্য চ, ব্রজাধিপস্যাগমদন্তিকং হরিঃ ॥৭৫॥
(গোবি০ ২০।৩৪)

প্রস্থাপ্য দুগ্ধানি গৃহং স ভারিকৈ,-র্গবালয়দ্বার্ষু নিযুজ্য কিঙ্করান্।
স মং সুতাভ্যাং সুহৃদাঞ্চ সঞ্চয়ৈ, রাজা ব্রজস্যাব্রজদাত্ম-মন্দিরম্॥৭৬॥
(গোবি০ ২০।৩৫)

দুগ্ধ্বা কৃষ্ণঃ প্রিয়সখদৃশা সূচ্যমানাং কদাচিদ্-
রাধাং যাতি প্রণয়ভরতঃ কর্হিচিৎ স্বালয়ায়।
গ্রীষ্মে সায়ং সরসি রসিকস্তাপশান্ত্যৈ কদাপী-
ত্যেবং লীলামৃত-জলনিধৌ তস্য মজ্জন্তি ধন্যাঃ ॥ ৭৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৭।৪১)

ইতি শ্রীশ্রীভাবনাসার-সংগ্রহে সায়ন্তনলীলাস্বাদনং নাম ষষ্ঠঃ সংগ্রহঃ ॥ ৬ ॥

উপস্থিত করিল। (৭৫) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত নিজ মাতৃ-লালিত বৎসগণকে গোপসকলের দ্বারা বৎসালয়ে এবং গাভীসমূহকে যথাস্থানে প্রবেশ করাইয়া ব্রজরাজ নন্দের সমীপে গমন করিলেন। (৭৬) তদনন্তর ব্রজরাজ নন্দ ভারবাহক-দ্বারা দুগ্ধসমূহ ভবনে প্রেরণপূর্বক গো-শালার দ্বারসমূহে কিঙ্করগণকে গোরক্ষার্থ নিয়োজিত করিয়া পুত্রযুগল ও সুহৃদ্গণের সহিত স্বীয় মন্দিরে গমন করিলেন।

বলভী-শিখরে যুগলমিলন

(৭৭) এই প্রকারে গোদোহন সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়সখা-কর্তৃক নয়নেঙ্গিত-দ্বারা সূচ্যমানা শ্রীরাধিকার নিকট উদ্যানস্থ বলভীশিখরে প্রণয়ভরবশতঃ গমন করিলেন। কোনদিন নিজালয়ে গমন করেন এবং গ্রীষ্মকালে পাবনসরসী-নীরে তাপশান্তির জন্য অবগাহন করিতে গমন করেন। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতে ধন্যজনগণ মগ্ন হইয়া থাকেন।

ইতি শ্রীশ্রীভাবনাসার-সংগ্রহে সায়ন্তন-লীলাস্বাদন-নামক ষষ্ঠ সংগ্রহ ॥ ৬ ॥

সপ্তম-সংগ্রহঃ

অথ প্রদোষ-লীলা

সমুৎকণ্ঠাসন্নাকলিতহরিবার্ত্তা বত যথা-
ভিস্হত্যাসৌ রাধা হরিমপি নিকুঞ্জে গতবতী।
তথাত্মানং মত্বা কটিনিহিতপাণির্বিশতি চ
স্খলন্ গচ্ছন্ গৌরো নটতি ধৃতকম্পাশ্রু-পুলকঃ ॥১॥

---

(৭) শ্রীগৌরচন্দ্র

(১) পূর্ব্বলীলা গৌরচন্দ্র করিয়া স্মরণ।
অতি উৎকণ্ঠাতে ব্যাকুলিত তনুমন॥
নয়নকমলে মকরন্দ-বারি ঝরে।
কদম্বকেশর যিনি' পুলক শরীরে॥
গদগদ বাণী, আধ আধ কথা কহে।
চল সখি! নিকুঞ্জে বিলম্ব নাহি সহে॥
এত কহি' মত্তগজরাজ-গতি জিনি'।
গমন করয়ে গৌরচন্দ্র গুণমণি॥
কখন স্খলিত-গতি, কভু ধীরে ধীরে।
চলিতে চলিতে গেলা শ্রীবাসের ঘরে॥
শ্রীবাসপ্রাঙ্গণে দিব্য মণ্ডপ সুন্দর।
তাহাতে বসিলা যাইয়া গোরা দ্বিজবর॥
চতুর্দিকে নিজভক্ত-মণ্ডলী বিরাজে।
তারাপতি-মধ্যে যেন রাকাপতি সাজে॥
হেন গৌরহরি-লীলা স্মর মোর মন।
দন্তে তৃণ ধরি' মুঞি করু নিবেদন॥

রাধাং সালীগণান্তামসিতসিতনিশাযোগ্যবেশাং প্রদোষে
দূত্যা বৃন্দোপদেশাদভিস্মৃত-যমুনাতীর-কল্পাগকুঞ্জাম্।
কৃষ্ণং গোপৈঃ সভায়াং বিহিতগুণিকলালোকনং স্নিগ্ধমাত্রা
যত্নাদানীয় সংশায়িতমথ নিভৃতং প্রাপ্তকুঞ্জং স্মরামি ॥ ২ ॥

(গোবি০ ২১।১)

---

(২) **মূলসূত্র**—

শয্যা হইতে উঠি কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে। গমন করয়ে রাজসভামধ্যে রঙ্গে ॥
সবাকারে যথাযোগ্য করিয়া সম্মান। আসন উপরে বৈসে আনন্দের ধাম ॥
সূত মাগধ পৌরাণিক বন্ধুজন। নিজ নিজ কলা সবে করে **উদঘাটন** ॥
তথা কৃষ্ণ নানাবিধ কৌতুক দেখিয়া। মনোহর গীত বাদ্য কবিতা শুনিয়া ॥
ধনধান্য-বস্ত্রাদি তা'সবাকে দিয়া। যথাযুক্ত সম্মান কৈল হর্ষ হৈয়া ॥
মাতা দাসদ্বারে রামকৃষ্ণ বোলাইয়া। শয্যাতে শোয়ায় দুগ্ধপান করাইয়া ॥
সেবাতে নিযুক্ত করি' সব দাসগণ। তবে ব্রজরাণী গৃহে করয়ে গমন ॥
কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়াপ্রেমে হইয়া উন্মত্ত। কুঞ্জেতে গমন করে অতি অলক্ষিত ॥
তথা শ্রীরাধিকা শয্যা হইতে উঠিয়া। আসনে বসিল নিজমুখ প্রক্ষালিয়া ॥
সিতকৃষ্ণ-নিশাযোগ্য বেশ সখীগণ। শ্রীরাধিকা-অঙ্গে পরায় বসনভূষণ ॥
হে নারদ ! মোর কাছে দূতিকা পাঠায়। সন্দেশ লইতে তেঁহো তাঁর স্থানে যায় ॥
সেই তারে অভিসার ত্বরিত করায়। সখীগণ-সঙ্গে গৃহ হইতে বাহিরায় ॥
কভু শীঘ্রগতি চলে, কভু ধীরে ধীরে। এইমত প্রাপ্ত হৈল যমুনার তীরে ॥
কল্পবৃক্ষ নিকুঞ্জেতে দিব্য-রত্নময়। মন্দির বিরাজে শোভা বর্ণন না যায় ॥
সখীগণসঙ্গে তাতে প্রবেশ হইল। কুঞ্জশোভা দেখি' চিত্তে চমৎকার পাইল ॥

প্রদোষের আগমনে, সখীসব হর্ষমনে, অভিসার-তরে শ্রীরাধায়।
শুক্লা কৃষ্ণা যামিনীর, যোগ্যবেশ করি স্থির, সযতনে সেরূপে সাজায় ॥

অপি গুরুপুরমধ্যে দৃক্‌কবাটাবরুদ্ধ-
স্বতনু-কনকবেশ্মাভ্যন্তর-স্বান্ততল্পে ।
প্রিয়তমমধিবেশ্যারীরমদ্‌যা তদা তাং
সুখয়িতুমথ রাধামাগতেন্দুপ্রভোচে ॥ ৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৮।৬)

বিধুররুচিরসি ত্বং যং বিনা হন্ত ! রাধে !
বিধুররুচিরভূৎ স ত্বামৃতেঽন্যাস্বথাপি ।
ভবতি হৃদয়হারী স ত্রিলোক্যাস্তবাহো
ভবতি হৃদয়হারীভূততাং লব্ধুমুৎকঃ ॥ ৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৮।৭)

বৃন্দাদত্ত উপদেশে, কৃষ্ণ-বিমোহিনী-বেশে, সখীসহ যমুনার তীরে ।
কল্পবৃক্ষ কুঞ্জগণ, যাহা অতি সুশোভন, তথা যান হরষের ভরে ॥
গোবিন্দ প্রদোষকালে, গোপগণসহ মিলে, গুণিকলা-কৌতুক দেখিয়া ॥
সবে করি' সুখ দান, সভা হইতে ঘরে যান, গুণিগণে পুরস্কার দিয়া ॥
মাতা অতি যত্ন করি, ঘরে আনাইয়া হরি, মনসুখে করায় শয়ন ॥
ক্ষণেক শুতিয়া কৃষ্ণ, অন্তরে হইয়া তৃষ্ণ, সুখে কুঞ্জে করেন গমন ॥
রাধাকৃষ্ণে দরশন, আনন্দে ভরয়ে মন, নানাভাবে দুঁহু অঙ্গ ভরে ।
সখীসঙ্গে পরিহাস, রসময় সুবিলাস, স্মরি আমি আপন অন্তরে ॥

ইন্দুপ্রভার মুখে কৃষ্ণবার্ত্তা-প্রাপ্তি-প্রভৃতি

(৩) গুরুপুরমধ্যে নয়নরূপ কবাটের দ্বারা অবরুদ্ধ নিজ তনুরূপ কনক-ভবনে মনোরূপ শয্যায় প্রিয়তমকে অধিশায়িত করিয়া যে শ্রীরাধা কালাতি-পাত করিতেছিলেন, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য ইন্দুপ্রভানাম্নী একসখী ব্রজেন্দ্রালয় হইতে আগমন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—(৪) "হে রাধে ! তুমি যাঁহার সঙ্গাভাবে বিধুররুচি (খণ্ডিতকান্তি) হইয়া থাক, এখন সেই

রচয় সখি! তদম্ভোদন্তপীযূষবৃষ্টী-
রিতি রহসি বিশাখা-প্রার্থ্যমানা তদা সা।
যদবদদিদমালী-সংহতে রংহসারাৎ
পপুরজরতৃষস্তাঃ কর্ণপালী-চকোর্য্যঃ ॥ ৫ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৮।৮)

গিরিধর-বলদেবালঙ্কৃতাত্মদ্বিপার্শ্বো
ব্রজধরণি-বরেণ্যো ভোজনায়োপবিষ্টঃ।
ধনপতিরিব শোভামাপ নন্দীশ্বরান্তঃ-
পুরসদসি নিধিভ্যাং পদ্মশঙ্খাভিধাভ্যাম্ ॥ ৬ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৮।৯)

প্রতিরজনি নিমন্ত্র্যানীয়মানৈঃ সপুত্রৈ-
র্হরিবদনচকোরৈঃ সাদরৈরাবৃতোঽসৌ।
পরিত উপবিশদ্ভিঃ প্রেমভূভৃদ্ভিরুচ্চৈ-
স্তুহিনগিরিরিবাভান্মূর্ত্ত আনন্দপুঞ্জঃ ॥ ৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৮।১০)

বিধু তোমা বিনা অন্য রমণীগণে রুচিহীন হইয়াছে, এবং সেই তোমার প্রাণবল্লভ ত্রিলোকীর হৃদয়হারী হইয়াও তোমার হৃদয়হারীভূততা লাভ করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।" (৫-৭) এই কথা শ্রবণ করিয়া বিশাখা কহিলেন,—"হে সখি! ইন্দুপ্রভে! সেই নাগরের কথারূপ অমৃতবৃষ্টি কর",—ইহা শুনিয়া ইন্দুপ্রভা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অভিনব তৃষ্ণার সহিত সখীসমূহের কর্ণপালীরূপ চকোরীগণ পান করিতে লাগিল। (এখানে ইহাই আশ্চর্য্য যে, বৃষ্টির জল চকোরীগণ পান করিতে লাগিল)।

ভোজনলীলা-বর্ণনা

হে সখি! ব্রজধরণীমহেন্দ্র, বামপার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকে ও দক্ষিণ-পার্শ্বে বলদেবকে উপবেশন করাইয়া নন্দীশ্বরপুরে ভোজন করিতে উপবিষ্ট হইলেন।

তুঙ্গী সুভদ্রজননী জননীতিবিজ্ঞা
বিজ্ঞাপিতা ব্রজপয়া পরিবেশনায় ।
ভোজ্যং ক্রমাৎ পরিবিবেশ সরোহিণীকা
বিপ্রাত্মজ-স্বধব-দেবর-পুত্রকেভ্যঃ ॥ ৮ ॥

(গোবি০ ২০।৪৫)

সংসৌরভৈঃ কনকবর্ণঘৃতাভিষিক্তৈঃ
স্তূপীকৃতৈর্বিবিধতেমন-পাত্রযুক্তৈঃ ।
স্থালীর্ভৃতাঃ সুমৃদুলৈর্বিশদোদনৈঃ সা
সন্দানিকোপরি পুরো নিদধে স্ম তেষাম্ ॥ ৯ ॥

(গোবি০ ২০।৪৬)

তাহাতে বোধ হইল যেন ধনপতি কুবের পদ্ম ও শঙ্খ-নামক নিধিদ্বয় দুই পার্শ্বে রাখিয়া শোভিত হইতেছেন। দিবসে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ গমনাদি-নিমিত্ত উৎকণ্ঠাবশতঃ নিমন্ত্রণ সুখকর হয় না বলিয়া শ্রীব্রজরাজ প্রতি রজনীতে যে ভ্রাতৃগণ ও যে ভ্রাতৃপুত্রগণকে নিমন্ত্রণপূর্বক আনয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ব্রজরাজকে বেষ্টন করিয়া ভোজনার্থ উপবেশন করিলেন। ভোজনকালে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে সকলের সতৃষ্ণদৃষ্টিনিমিত্ত তাঁহাদিগকে শ্রীহরিবদন-চন্দ্রের চকোরসদৃশ বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল, ভ্রাতৃগণ ও ভ্রাতৃপুত্রগণে আবৃত হইয়া রামকৃষ্ণসহ ব্রজরাজ উপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল—প্রেমভূধরগণে বেষ্টিত হইয়া মূর্ত্তিমান্ আনন্দ-পুঞ্জস্বরূপ হিমাচল যেন উপবেশন করিলেন। (৮) অনন্তর জন সকলের নীতিবিষয়ে অভিজ্ঞা সুভদ্রজননী তুঙ্গী পরিবেশন করিবার নিমিত্ত যশোদা-কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া রোহিণীর সহিত ভোজ্য-দ্রব্যসকল যথাক্রমে ব্রাহ্মণ-কুমার, নিজস্বামী, দেবরগণ ও পুত্রসকলকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। (৯) তিনি রোহিণীর সঙ্গে সৌরভান্বিত কনকবর্ণ ঘৃতদ্বারা অভিষিক্ত

জেমৎস্থ তেষু পরিবেশয়তি ক্রমাৎ সা
শেষাণি ভূরিবিধষড়্রস-তেমনানি।
সংযাব-পায়সলসদ্বটকানপূপান্
সদ্ভাজনান্তরধৃতা মৃদুরোটিকাশ্চ ॥ ১০ ॥

(গোবি০ ২০।৪৭)

যস্য যস্য প্রিয়ং যদ্যত্তত্তজ্ জ্ঞাত্বাথ রোহিণী।
ইঙ্গিতেন ব্রজেশ্বর্য্যাস্তস্মৈ তত্তদ্দদৌ মুহুঃ ॥ ১১ ॥

(গোবি০ ২০।৪৮)

দুগ্ধং ঘনং শিখরিণীং মথিতং রসালাং
সৎ ষাড়বং দধিঘনং বহুসন্ধিতানি।
পক্কাম্রসদ্রসমপি ব্রজরাজরাজ্ঞী
তেভ্যঃ ক্রমেণ পরিবেশয়তি স্ম শশ্বৎ ॥ ১২ ॥

(গোবি০ ২০।৪৯)

স্তূপীকৃত সুকোমল ও শুভ্রবর্ণ অন্নের দ্বারা স্থালী পূর্ণ করত, অন্নের চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার ব্যঞ্জনপাত্র ধরিয়া তাঁহাদের সম্মুখে সেই অন্নব্যঞ্জনাদি-পরিপূর্ণ স্থালীসকল স্থাপন করিলেন। (১০) তৎপরে শ্রীনন্দপ্রভৃতি সকলে ভোজন করিতে থাকিলে তিনি ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট নানাবিধ কটুতিক্ত অম্লাদি ষড়্রসযুক্ত ব্যঞ্জন-নিচয়, সংযাব (দুগ্ধাদিপক্কগোধূমচূর্ণ), পায়স (পরমান্ন) উৎকৃষ্ট বটক (বড়া) ও অপূপ (পিষ্টক) সকল এবং অন্য উত্তম পাত্রে স্থাপন করিয়া কোমল রোটিকাসমূহ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। (১১) অনন্তর গোপসকলের মধ্যে যাঁহার যে বস্তু প্রিয়, ব্রজেশ্বরীর ইঙ্গিতে রোহিণী তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সেই সেই বস্তু পুনঃ পুনঃ অর্পণ করিতে লাগিলেন। (১২) তৎপরে ঘনদুগ্ধ, শিখরিণী, মথিত (কিঞ্চিৎ পক্কদুগ্ধ মন্থনের পর জাত ফেন) রসালা, উত্তম ষাড়ব,

সর্বং ভোজয়িতুং সমুৎসুকমনোবাগ্‌দৃক্‌প্রকাশীকৃতৈ-
র্গূ ঢ়ৈর্মাতৃততেঃ স্ফুটৈঃ পিতৃততেঃ স্নেহদ্রবচ্চেতসঃ।
বাষ্পক্লিন্নতনোস্তদাগ্রহশতৈঃ কৃষ্ণাদয়ঃ প্রেরিতাঃ
সংতৃপ্তা অপি তে মুহুর্বুভুজিরে নান্তং মুদাং চায়যুঃ ॥ ১৩ ॥
(গোবি০ ২০।৫০)

দ্বয়ং ব্যস্তমভূৎ প্রাতরাশাৎ সায়ন্তনাশনে।
গাম্ভীর্য্যং নর্মণি বটোর্গূঢ়তা মাতুরাগ্রহে ॥ ১৪ ॥
(গোবি০ ২০।৫১)

অস্বাচ্ছন্দ্যং যদপি লপিতান্যোঽন্যহাসক্রিয়াদৌ
কৃষ্ণাদীনামভবদশনে লালনে চাপি মাতুঃ।
প্রাতর্ভুক্তেস্তদপি শতধা সঞ্চিতস্তাতমুখ্যৈ-
স্তেষাং সৌখ্যং তদবকলনাৎ কোটিধাসীচ্চ তস্যাঃ ॥ ১৫ ॥
(গোবি০ ২০।৫২)

ঘন দধি, নানাপ্রকার সন্ধিত অর্থাৎ আচার এবং পক্কাম্রের উত্তম রস ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদা তাঁহাদিগকে স্বয়ং পরিবেশন করিতে লাগিলেন। (১৩) নন্দাদি গোপসকল নিকটবর্ত্তী থাকায় যশোদা প্রভৃতি মাতৃবর্গ লজ্জা-নিবন্ধন স্ফুটবাক্যপ্রয়োগে অসমর্থ হইলেও উৎকণ্ঠাসহকারে গূঢ়রূপে মন, বাক্য ও নেত্রদ্বারা প্রকাশ করত শ্রীকৃষ্ণাদি বালকবৃন্দকে ভোজনার্থ এবং পিতা নন্দ ও উপনন্দাদি পিতৃব্যবর্গ প্রস্ফুটস্বরে শ্রীকৃষ্ণাদি বালকবৃন্দকে সকল দ্রব্য ভোজন করাইবার জন্য স্নেহার্দ্র চিত্তে এবং অশ্রুসিক্ত কলেবরে মন, বাক্য ও নেত্রদ্বারা শত শত বার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই আগ্রহে প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বালকবৃন্দ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইলেও পুনর্ব্বার ভোজন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সকলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। (১৪) প্রাতঃকালীন ভোজন হইতে

বক্ত্রেন্দোঃ স্মিতসম্পদা ব্রজবিধোস্তদ্‌বাক্‌সুধাবিন্দুভি-
স্তৎসৌরভ্য-বিমিশ্র-ধূপবিসরৈস্তত্তালবৃন্তানিলৈঃ।
তচ্ছ্রীসঙ্ঘ্যমৃতাভিষিক্তমধুরৈর্ভোজ্যৈশ্চ সংলেভিরে
তে পঞ্চেন্দ্রিয়তৃপ্তিজামতিতমাং সংভোজনীয়াং মুদম্ ॥ ১৬ ॥

(গোবি০ ২০।৫৩)

পৃথগথ পরিচারকোপনীতৈ-
র্মণিকনকালুকয়া ভৃতৈঃ সুশীতৈঃ।
অতিসুরভিতরৈর্জলৈঃ সরামঃ
সহজনকঃ সসখঃ স চাচচাম ॥ ১৭ ॥

(কৃষ্ণ০ ৫।৭১)

সায়ংকালীন ভোজনে বটু মধুমঙ্গলের পরিহাসে গাম্ভীর্য্য এবং জননী যশোদার আগ্রহে গূঢ়তা—এই দুইটি বিষয় কেবল বিপরীত হইয়াছিল। (১৫) যদিও শ্রীকৃষ্ণাদি বালকসকলের ভোজনকালে পরস্পর বাক্য ও হাস্যক্রিয়াদিতে তথা জননীর লালনবিষয়ে অস্বাচ্ছন্দ্য অর্থাৎ পিতার ভয়ে স্বেচ্ছাচারিতার কিছু লাঘব হইল, তথাপি প্রাতঃকালীন ভোজন হইতে সায়ংকালীন ভোজন পিতৃবর্গের সহিত সম্পন্ন হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণাদি বালক-বৃন্দের তাহাতে শতকোটিগুণ সুখ হইল এবং সেই ভোজন-দর্শনে জননীরও কোটিগুণ আনন্দ উপস্থিত হইল। (১৬) অনন্তর ব্রজচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের সুমধুর হাস্য, বাক্যরূপ সুধাবিন্দু, তদীয় সৌরভ্যমিশ্রিত ধূপ-বিস্তারক তালবৃন্তের মনোজ্ঞ সমীরণ এবং সকলের একত্রভোজনে অমৃতাভিষিক্ত সুমধুর ভোজ্য বস্তু-সমূহের দ্বারা নন্দাদি পিতৃবর্গ সকলেই ভোজন-ব্যাপারে চক্ষুঃকর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিজনিত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। (১৭) অনন্তর পরিচারকগণ পৃথক্ পৃথক্ মণিময় স্বর্ণঝারি-

পিতৃপুর-সবিধে পুরং যদীয়ং, বহুমণিকাঞ্চন-মঞ্জুরঞ্জনীয়ম্।
উপবনমভিতশ্চ যত্র দিব্যং, শয়নগৃহাদি চ যত্র নব্যভব্যম্॥ ১৮॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৮৯)

নবনব-তরুবীরুধাবলীকং, কুসুমিত-কুঞ্জকুটীর-নির্ব্যলীকম্।
মণিতট-সরসীবিহারি-হংসং, যদুপবনং কলকোকিলাবতংসম্॥১৯॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৯০)

কুসুমদল-কুলাবতংসমুক্তা,-ময়বলয়া দিবি ভূষণোপরক্তাঃ।
মলয়জ-ঘনসার-পঙ্কদিগ্ধাঃ, সিতসিচয়াঃ করিদন্তপত্রমুগ্ধাঃ॥ ২০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৯১)

স্মিতভরদশনাংশু-পুষ্টদোষা,-কর-কিরণাঃ প্রিয়সঙ্গভাবিতোষাঃ।
রজনিষু ঘনচন্দ্রিকাভিরামা,-স্বভিসরণং রচয়ন্তি যত্র রামাঃ॥২১॥
[যুগ্মকম্] (কৃষ্ণা০ ৫।৯২)

সমূহে সুশীতল ও অতি সুরভিতর জল আনয়ন করিলে তদ্দ্বারা পিতা নন্দ, অগ্রজ বলরাম ও সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণ আচমন করিলেন। (১৮) নন্দবাবার পুরের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণের পুর বর্ত্তমান। ইহা বহুবিধ মণি ও কাঞ্চন-খচিত বলিয়া মনোজ্ঞ ও প্রীতিদায়ক। তাহার চারিদিকে দিব্য দিব্য উপবন আছে এবং তাহাতে নবীন (প্রশংসনীয়) মঙ্গলময় শয়নগৃহাদিও বিরাজ করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের পুর, উপবন ও শয়ন-মন্দিরাদি

(১৯) ঐ উপবন নব নব তরুলতাসমূহে বিরাজমান ইতস্ততঃ কুসুমিত কুঞ্জকুটীর-দ্বারা প্রীতিকর। উহাতে মণিময় তটযুক্ত সরোবরে হংস বিহার করে এবং কলনিনাদী কোকিল-সমূহই ঐ উপবনের শিরোভূষণ বা কর্ণভূষণরূপে বর্ত্তমান আছে। (২০-২১) কুসুমদলসমূহে নির্ম্মিত শিরো-ভূষণে এবং মুক্তাময় বলয়াদি ভূষণসকলে সুসজ্জিতা, চন্দন ও কুঙ্কুমাদি

শয়নসময়-সেবনাবলম্বৈ,-র্নবনব-সেবকসেবিকা-কদম্বৈঃ।
নিরবধি পরিমৃষ্ট-সিক্তকৃষ্ণা,-গুরুগুরুধূপ-সুধূপিতাপ্যনুষ্ণা ॥ ২২ ॥

(কৃষ্ণা০ ৫।৯৩)

সুরভিকুসুম-মালিকা-কৃতাভি-
র্নবনব-মণ্ডনিকাভিরুত্তমাভিঃ।
মণিকলস-শিখালসৎপতাকা-
বলিভিরপি প্রিয়কান্তি-কন্দলীকা ॥ ২৩ ॥

(কৃষ্ণা০ ৫।৯৪)

বিরজসগজদন্তশিল্পভাজা, মণিগণ-কাঞ্চনখট্টয়াত্তপূজা।
উপচিত-বপুষেব দুগ্ধফেনৈ,-র্মৃদু কশিপূত্তম-সুন্দরোপধানৈঃ ॥২৪॥

(কৃষ্ণা০ ৫।৯৫)

পঙ্কে বিলিপ্তা, শুভ্রবসনধারিণী, হস্তিদন্ত-নির্মিত কর্ণভূষণে মনোহরা, নিজেদের হাস্যশোভিত দন্তকিরণচ্ছটায় চন্দ্রকিরণেরও পুষ্টিকারিণী এবং প্রিয়তমের ভাবি সঙ্গমজন্য আনন্দিত-চিত্তা রমণীগণ এই উপবনে নিবিড় জ্যোৎস্নায় অতি রমণীয় রজনীসমূহে অভিসার করিয়া থাকেন। (২২) ঐ পুরীতে শ্রীকৃষ্ণের শয়নমন্দির বর্ত্তমান আছে। শয়নকালে সেবাপরায়ণ নব নব দাসদাসীগণ-কর্ত্তৃক উহা নিরন্তর পরিমার্জ্জিত, সিক্ত এবং কৃষ্ণাগুরুর প্রচুর ধূপে উত্তমরূপে সুবাসিত ও শীতলীকৃত হইয়া থাকে। (২৩-২৬) সুগন্ধি কুসুমমালা-দ্বারা বিরচিত উত্তম নবনব মণ্ডনসমূহ-দ্বারা এবং মণিময় কলসের অগ্রভাগে সুন্দর পতাকারাজি-দ্বারা ঐ মন্দির নয়নানন্দকর কান্তিরাশি ধারণ করিয়াছে। নির্ম্মল ও উত্তম গজদন্তাদির নানাবিধ শিল্পদ্বারা অতি রমণীয়—দুগ্ধফেননিভ সুকোমল আস্তরণ এবং উত্তমোত্তম সুন্দর উপাধান (বালিশ) ইত্যাদি সমাযুক্ত, মণিগণখচিত স্বর্ণখট্টা

শশধর-মণিদণ্ডরুগ্‌গবাক্ষা,-গতশশিরশ্মিসিতাভ্রধূলি-লক্ষা।
প্রতিবিলসতি যত্র তল্পশালা, মণিময়-পঞ্জর-মঞ্জুকীরমালা ॥ ২৫ ॥
[কুলকম্] (কৃষ্ণা০ ৫।৯৬)

শিশয়িষুরথ তদ্বিলোভনীয়ং, বরপুররত্নমযত্ন-শোভনীয়ম্।
ন্যবিশত সুকুমারদাসদাসী,-গণ-সহিতোঽঘনিহা মহাবিলাসী ॥২৬॥
(কৃষ্ণা০ ৫।৯৭)

অধিবলভি-বলক্ষে সক্ষণং পুষ্পতল্পে
রহসি স হসিতাস্যৈরাবৃতঃ স্বৈর্বয়স্যৈঃ।
যদবদদবসাদপ্রস্তুতৌ তে স্তবানো
মধুরিম-গরিমাণং শ্রূয়তাং তচ্চ রাধে !! ২৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৮।১৫)

বিরাজমান আছে—চন্দ্রকান্তমণিনির্মিত উহার দণ্ডসমূহ, গবাক্ষ-মধ্য দিয়া আগত শুভ্র চন্দ্রকিরণে যেন লক্ষ লক্ষ অভ্র (আভ) উড়িতেছে। ঐ মন্দির-মধ্যস্থিত মণিময় পঞ্জরসমূহে মনোজ্ঞ শুকসমূহ বিরাজ করিতেছে—(এই প্রকারে সেই পুরে শ্রীকৃষ্ণের শয়নমন্দির বিরাজ করিতেছে) শয়নাভিলাষী মহাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই অযত্ন-শোভনীয় (স্বভাবসুন্দর) অতি লোভনীয় ও শ্রেষ্ঠ উত্তম পুরমধ্যে সুন্দর কিশোর দাসদাসীগণ-সহ প্রবেশ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীরাধা-মাধুর্য্য-বর্ণনা

(২৭-২৮) হে রাধে! তোমার প্রিয়তম ধবলবলভীমধ্যে কুসুমতল্পে হসিতবদন বয়স্যমণ্ডলীকর্ত্তৃক আবৃত হইয়া শয়ন করত তোমার বিরহজন্য অবসাদে তোমারই মধুরিমা-গরিমার প্রশংসা করিতে করিতে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর—প্রথমতঃ সুবলের করধারণ করিয়া

সরসমনুগবীনস্থাপরাহ্ণে ভবদ্ভিঃ
সমমসম-মহিম্নোঽপ্যঞ্জসা গচ্ছতো যাঃ।
মম ধৃতিততিমত্তন্নত্য গোষ্ঠ-প্রদেশে
কথয় সুবল! তা মাং মোহয়িত্র্যো রুচঃ কাঃ ॥ ২৮ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৮।১৬)

অহহ মধুরিমাব্ধেঃ কিং সুধা মথ্যমানাৎ
কিমিতি ললিতবিদ্যুদ্বীচয়ো বস্ত্রপূতাঃ।
কিমু পরিমল-নীবৃন্মূর্ত্তিসাম্রাজ্যলক্ষ্ম্যঃ
কিমতনুবিশিখানাং রাশয়শ্চাম্পকানাম্ ॥ ২৯ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৮।১৭)

তদুপরি ঘুসৃণাক্তং কিং সরোজং প্রফুল্লং
শুচিজলধিজনির্বা ক্ষোভনঃ কশ্চনেন্দুঃ।
মণিময়-মদিরাভ্যাং তস্য চাঙ্কে নটদ্ভ্যাং
মম দৃগুপসরন্ত্যোবার্দিতা পুচ্ছঘাতৈঃ ॥ ৩০ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৮।১৮)

কহিলেন,—"হে সুবল! অদ্য অপরাহ্ণে গোচারণ করিয়া আসিবার সময় অসম-মহিমশালী গোপগণের পশ্চাদ্বর্ত্তী আমার ধৈর্য্যসমূহ যাহারা খণ্ডন করিয়া আমাকে মোহিত করিয়াছিল, সেই শোভাসকল গোষ্ঠপ্রদেশে কোথা হইতে আসিয়াছিল?" (২৯) হে প্রাণপ্রিয়তম সখে! সেই শোভা সংহতি কি মথিত মধুরিম-সাগরের সুধা, অথবা বস্ত্রপূত ললিত সৌদামিনী-পটলীর তরঙ্গ কিংবা পরিমলরূপ দেশের মূর্ত্তিমতী সাম্রাজ্যলক্ষ্মী, কিংবা চম্পককুসুম-নির্মিত অতনু-বিশিখের রাশি, তাহা নিশ্চয় করিতে পারি নাই। (৩০) ভাই সুবল! কি আশ্চর্য্য! সেই কান্তিমণ্ডলীর উপরি কুঙ্কুমাক্ত সরোজ প্রফুল্ল হইয়াছিল কিংবা প্রথম রসজলধিজাত কোন

কিমিদমহহ ! বস্ত্বিত্যূঢ়-সম্ভ্রান্তিমূঢ়ে
তদনুভবলবস্থাপ্যংশমারব্ধ কামে ।
ময়ি ঘনজলদাল্যেবাবৃতং সদ্য এব
ব্রততি-ততিষু লীনং প্রাভবং তন্ন লেঢু্ম্ ॥ ৩১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৮।১৯)

সপদি নয়নযুগ্মোদ্দিষ্টবর্ত্মা তদাগা-
ন্মম হৃদয়ভটস্তন্মার্গণার্থং সমর্থঃ ।
ন পুনরয়মিদানীং যৎ পরাবর্ত্ততে তদ্-
বনভুবি কুসুমেষোর্বন্ধমাপেতি বুধ্যে ॥ ৩২ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৮।২০)

অঘহর ! ভবতা যালোক্যত শ্লাঘ্যরূপা
তদবধি ধুতধৈর্য্যা সাপি রাধাধিধারা ।
বিবিধ-দবথুপাত্রী স্বাঃ সখী রোদয়িত্রী
বিলুঠতি গলদক্ষ্ণোর্ধারয়া ধৌতগাত্রী ॥ ৩৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৮।২১)

অনির্ব্বচনীয় অকলঙ্ক পূর্ণশশী উদয় হইয়াছিল, তাহাও স্থির করিতে পারি নাই। সেই অপূর্ব্ব বস্তুর নিকট আমার দৃষ্টি উপস্থিত হইতেছিল, হায় হায়! সেই চন্দ্র বা সরোজের উপরি যে মণিময় মত্ত খঞ্জনযুগল নাচিতেছিল, তাহারা পুচ্ছের দ্বারা আঘাত (কটাক্ষ) করিয়া আমার দৃষ্টিকে প্রপীড়িতা করিয়াছে। (৩১) হে প্রাণসহচর ! সুবল ! এই অদ্ভুত বস্তু কি ? তাহা জানিবার জন্য আমি কেবল সম্ভ্রমযুক্ত হইতেছি লাম, এমন সময় ঘন জলদাবলীর (নীল শাটী) দ্বারা আবৃত হইয়া সেই বস্তু লতাজালে লীন হইল, আমি আর তাহা লেহন করিতে পারিলাম না। (৩২) হে সখে ! আমার হৃদয়রূপ ভট সেই বস্তু অন্বেষণ করিতে গিয়াছে এবং আমার

অয়ময়ময়তে ত্বাং তন্বি ! ধিন্বন্ মুকুন্দো
রসনিধিরথ স ক্ব ক্বেতি সংলাপশেষে ।
প্রথমরজনিজাতং ধ্বান্তমালক্ষয়ন্তী
শময়তি রুজমস্যা ব্রীড়য়াথাবৃতাঙ্গ্যাঃ ॥ ৩৪ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৮।২২)

নয়নযুগল পথ দর্শন করাইবার জন্য তাহার আগে আগে গমন করিয়াছে, হে সখে ! এখন অবধি হৃদয়-ভট ফিরিল না, তবে কি বনভুমিতে কন্দর্প-দস্যু তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে ?

সুবলের শ্রীরাধাবিরহ-বর্ণনা

(৩৩) শ্রীকৃষ্ণের এই কাতরোক্তি শুনিয়া সুবল কহিলেন—"হে অঘহর! তুমি যাহাকে দেখিয়াছিলে, ত্রিজগৎ যাহার রূপের প্রশংসা করে, তিনি সেই রাধা। যদবধি তিনি তোমাকে দেখিয়াছেন, তদবধি তিনি ধৈর্য্যহীনা ও বিবিধ মনোবেদনার পাত্রী হইয়া ধরণীবক্ষে বিলুঠিত হইতেছেন। সম্প্রতি বিবিধ তাপপাত্রী সেই শ্রীরাধা নিজ-সখীকুলকে কাঁদাইয়া বিগলিত নয়নধারায় ধৌতগাত্রী হইয়া অচৈতন্যা হইয়াছেন। (৩৪) হে প্রিয় বয়স্য! শ্রীরাধার তাদৃশ বৈক্লব্য বিলোকন করিয়া সখীগণ কহিতেছেন, —"হে তন্বি রাধে ! এই মুকুন্দ তোমাকে সুখী করিবার জন্য আসিয়াছেন" এই কথা শুনিয়া মূর্চ্ছা দূরে যাওয়ায় সসম্ভ্রমে উঠিয়া শ্রীরাধিকা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সখি ! কই ! কই ! আমার সেই জীবনৌষধি কই ?"—ইহা শুনিয়া নয়ন-সলিলে স্তিমিতবদনা সখীগণ প্রথম রজনীজাত ধ্বান্ত দর্শন করাইয়া কহিলেন,—"সখি ! এই তোমার জীবিতবন্ধু দেখ ।" এই প্রকারে সখীবচনে ভ্রান্তা শ্রীরাধিকা অন্ধকারকে শ্রীকৃষ্ণবুদ্ধি করিয়া তাৎকালিক বিরহ-ব্যথার শান্তি অনুভব করিলেন এবং লজ্জাবশতঃ বসনের দ্বারা

ইতি সুবল-বচোভিঃ কৃষ্ণনেত্রাম্বুজাভ্যাং
প্রণয়িনি ! পৃষতা দ্রাগানুপূর্ব্যা নিপেতুঃ ।
হিমকর-কররাজি-ভ্রান্তিতো ভুক্তপূর্বাং
ববমতুরিব মুক্তাং মঞ্জুচঞ্চূ চকোরৌ ॥ ৩৫ ॥

[বিশেষকম্] (কৃ০ ভা০ ১৮।২৩)

পরিচরণপরাং মাং তস্থুষীং তত্র দৃষ্ট্বা
ন্যদিশদয়মমন্দোৎকণ্ঠয়া কুণ্ঠিতাস্যঃ ।
উপসুরতরু রাধা ভানুপুত্র্যাস্তটে মা-
মভিসরতু রসেনেত্যাশু তাং ব্রূহি গত্বা ॥ ৩৬ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৮।২৪)

অথ ব্রজেশা তুলসীং সহালীকাং
কৃতাগ্রহা ভোজয়িতুং ধনিষ্ঠয়া ।
অভাণি সেয়ং প্রথমং ন রাধিকাং
বিনাত্তি ভোজ্যং ন জলং পিবত্যপি ॥ ৩৭ ॥

(গোবি০ ২০।৫৭)

নিজাঙ্গ আবরণ করিলেন। (৩৫) ইন্দুপ্রভা এইমাত্র বলিয়া পরে বলিলেন—"হে রাধে, সুবলের মুখে তোমার বিরহবেদনার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নয়ন হইতে স্থূল স্থূল জলবিন্দু পতিত হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া বোধ হইয়াছিল—মঞ্জুচঞ্চু চকোরযুগল হিমকর-কররাজী-ভ্রমে যে সকল মুক্তাফল ভোজন করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা যেন এক একটী করিয়া বমন করিতেছে।" (৩৬) আমি তোমার নাগরের নিকট থাকিয়া পরিচর্য্যা করিতেছিলাম, আমাকে দেখিয়া তিনি উৎকণ্ঠায় কুণ্ঠিতবদন হইয়া কহিলেন—"হে সখি ! তুমি দ্রুত গিয়া শ্রীরাধিকাকে কহ, যমুনাতটে কল্পতরুনিকটে সাহজিক অনুরাগের সহিত তিনি দ্রুত অভিসার করুন।"

সা শ্রুত্বা স্নেহরীতিং তাং প্রীতাহান্নং সতেমনম্।
সসখীবৃন্দ-রাধার্থমাভ্যাং প্রস্থাপয় দ্রুতম্ ॥ ৩৮ ॥

(গোবি০ ২০।৫৮)

ততো ধনিষ্ঠা হরিভুক্তশেষং
সতেমনান্নং নিভৃতং নিধায়।
দদৌ তুলস্যৈ ততসম্পুটেঽন্যদ্-
বলাম্বয়া দত্তমপি স্ফুটং সা ॥ ৩৯ ॥

(গোবি০ ২০।৫৯)

অন্নমাদায় যাতায়াং তুলস্যাং সুবলায় সা।
ধনিষ্ঠাখ্যং কেলিকুঞ্জং দদৌ চ বীটিকা রহঃ ॥ ৪০ ॥

(গোবি০ ২০।৬১)

ব্রজেশা ভোজয়িত্বাদৌ দাসীর্দাসান্ সগোপকান্।
সস্নুষাভিঃ সপুত্রীভির্যাতৃভিঃ সন্ধিমাচরৎ ॥ ৪১ ॥

(গোবি০ ২০।৬০)

---

(৩৭) অনন্তর কস্তুরী-মঞ্জরীনাম্নী সখীর সহিত তুলসীকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত শ্রীযশোদা ধনিষ্ঠাকে অনুরোধ করিলে ধনিষ্ঠা শ্রীযশোদাকে কহিলেন —"এই তুলসী শ্রীরাধা-ব্যতিরেকে ভোজ্যের কথা দূরে থাকুক, জল পর্য্যন্তও পান করেন না।" (৩৮) যশোদা তুলসীর স্নেহরীতি শ্রবণ করিয়া প্রীতচিত্তে কহিলেন—"ধনিষ্ঠিকে ! তুমি এই কস্তুরী-মঞ্জরী ও তুলসীদ্বারা শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীবৃন্দের নিমিত্ত ব্যঞ্জনসহিত অন্ন প্রেরণ কর।" (৩৯) তখন ধনিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ তথা বলদেব-জননী রোহিণী-প্রদত্ত অন্ন ও ব্যঞ্জন নির্জ্জনে একটী বিস্তৃত সম্পুটে স্থাপন করত তুলসীকে প্রদান করিলেন। (৪০) তুলসী অন্ন লইয়া গমন করিলে ধনিষ্ঠা নির্জ্জনে সুবলকে

অথাযযৌ হরেঃ পিতা বহিঃসভাং ব্রজেশিতা
নিজাগ্রজানুজৈর্যুতঃ স্বমুৎসমুদ্র-সংপ্লুতঃ।
সহাখিলব্রজপ্রজাস্তমাগমন্ গুণিব্রজা
হরের্বিলোকনাশয়া সমৃদ্ধয়া সিতাশয়াঃ ॥ ৪২ ॥

(গোবি০ ২১।২)

শ্রেণিমুখ্যলোকবিপ্র-গোপবৃন্দসঙ্গিনঃ
স্বস্ববিদ্যয়াঘবৈরিতোষণাতিরঙ্গিণঃ।
আযযুঃ স্বগীতবাদ্যহাস্যলাস্যনন্দিনঃ
সূতবংশ-শংসি-নৃত্যগানকর্তৃবন্দিনঃ ॥ ৪৩ ॥

(গোবি০ ২১।৩)

কেলিকুঞ্জে সঙ্কেত-কথা বলিলেন এবং নির্জ্জনে তাম্বূল-বীটিকাও প্রদান করিলেন।

সগণ শ্রীযশোদার ভোজনাদি

(৪১) অনন্তর যশোদা প্রথমতঃ দাসী-দাস ও গোপসকলকে ভোজন করাইয়া পুত্রবধূ, কন্যা ও যাতৃ (জা) অর্থাৎ উপনন্দাদির পত্নী প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া ভোজন করিলেন। (৪২) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পিতা ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দ, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃসকলের সহিত আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া বহিঃস্থ সভায় গমন করিলেন এবং ব্রজস্থিত প্রজাবৃন্দের সহিত নিখিল গুণিগণ শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শন আশায় বদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীনন্দমহারাজের সমীপে আগমন করিলেন। (৪৩) তৎপরে শ্রেণীমুখ্য অর্থাৎ তৈলিক ও তাম্বূলিকাদি, মর্দ্দন ও তিলকরচনাকারী এবং তাম্বূলসজ্জকারী লোক-দিগের সহিত বিপ্র ও গোপগণের সঙ্গে সূত (পৌরাণিক) বংশশংসী (মাগধ) নর্ত্তক, গায়ক ও বন্দি-(প্রস্তাবসদৃশ বক্তা) গণ অঘারি শ্রীকৃষ্ণের পরি-তোষার্থ কৌতুকী হইয়া গীত, বাদ্য, হাস্য ও নৃত্য করিতে করিতে আনন্দিত

তে গোপরাজ্ঞা মিলিতা যথাযথং
সগৌরবং সপ্রণয়ানুকম্পিতম্ ।
সম্মানিতাস্তেন মুদান্বিতাঃ স্থিতাঃ
কৃষ্ণেক্ষণোৎকণ্ঠিতনেত্রচেতসঃ ॥ ৪৪ ॥

(গোবি০ ২১।৪)

শেতে সুতঃ শ্রমভরাদ্বিহিতাশনোঽসৌ
লোকাস্তদীক্ষণতৃষো বত কিং বিধেয়ম্ ।
ইত্থং বিচিন্তয়তি গোপপতাবকস্মাৎ
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সখিকুলৈঃ সহিতঃ সমায়াৎ ॥ ৪৫ ॥

(গোবি০ ২১।৫)

স্বান্তাম্বুধিং নেত্রচকোরবৃন্দং, রোমৌষধীশ্চ স্মিতকৈরবালিম্ ।
সংফুল্লয়ন্ ঘোষকৃতালয়ানাং, সভোদয়াদ্রাবুদিতো হরীন্দুঃ ॥ ৪৬॥

(গোবি০ ২১।৬)

চিত্তে সভামধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। (৪৪) অনন্তর তাঁহারা ব্রজরাজের সহিত মিলিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য গৌরব, প্রণয় ও অনুকম্পা-পূর্ব্বক সম্মানিত করিলেন। তখন তাঁহারা আনন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ উৎসুকনেত্রে ও উৎসুকচিত্তে অবস্থিত রহিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের সভায় গমন ও কলাকৌতুক-দর্শনাদি

(৪৫) পুত্র শ্রীকৃষ্ণ আহার করিয়া শ্রমভরে শয়ন করিয়া আছে, এদিকে "শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ লোকসকল উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল, হায়! এখন কি করা কর্ত্তব্য" ব্রজরাজ নন্দ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সখাবৃন্দের সহিত আগমন করিলেন। (৪৬) অনন্তর কৃষ্ণরূপ চন্দ্র, ঘোষ-নিবাসী আভীরগণের হৃদয়রূপ সমুদ্র, চকোররূপ নয়ন-

বিপ্রান্ গুরূন্ স্বাঞ্জলিবন্ধবন্দনৈঃ
সমান্ সখীংশ্চ স্মিতমিশ্রিতেক্ষণৈঃ।
পাল্যাংস্তথান্যান্ সদয়াবলোকনৈঃ
সম্ভাষ্য তান্ সোঽপি বিবেশ সঙ্গিভিঃ ॥ ৪৭ ॥
(গোবি০ ২১।৭)

বেদধ্বানৈর্জয়জয়রবৈঃ পূর্ববংশ্যানুবাদৈ-
স্তত্তল্লীলাবিরুদ-পঠনৈর্বাদিতৈর্ভূরিবাদ্যৈঃ।
হর্ষোদ্ঘোষৈঃ স্তুতিকলকলৈঃ সঙ্গতানাং জনানাং
ঘোষঃ কৃষ্ণে ব্যতনুততরাং স্বস্য নাম্নো নিরুক্তিম্ ॥ ৪৮ ॥
(গোবি০ ২১।৮)

ব্রজেন্দ্রেণেরিতঃ ক্ষত্তা লোকানুৎকরচালনৈঃ।
কোলাহলান্নিবার্য্যৈতান্ যথাস্থানং ন্যবেশয়ৎ ॥ ৪৯ ॥
(গোবি০ ২১।৯)

বৃন্দ, রোমরূপ ওষধি এবং হাস্যরূপ কৌমুদীকে সংফুল্লিত করিয়া সভারূপ উদয়াচলে উদিত হইলেন। (৪৭) শ্রীকৃষ্ণ সভাগত হইয়া ব্রাহ্মণ ও গুরুগণকে নিজ অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বন্দনা, সমবয়স্ক বয়স্যবৃন্দকে সহাস্যে দর্শন এবং প্রতিপালনীয় ভৃত্য প্রভৃতি অন্যান্য জনসকলকে সকরুণ দৃষ্টিদ্বারা সম্ভাষণ করত সঙ্গিসমূহের সহিত সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। (৪৮) সভামণ্ডপে সমাগত ব্যক্তিসকলের বেদধ্বনি, জয় জয় ধ্বনি, পূর্ব পূর্ব বংশধর-দিগের নামকীর্ত্তন, কৃষ্ণের সেই সেই লীলার বিরুদ (গুণোৎকর্ষ বর্ণন), পাঠ, ভূরি ভূরি বাদ্য, হর্ষের সহিত উচ্চ শব্দ এবং স্তুতিজন্য কল কল ধ্বনি-দ্বারা মিলিত জনগণের ঘোষ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে স্বীয়নামের সার্থকতা সম্পাদন করিল। তাৎপর্য্য এই যে, ঘোষশব্দের অর্থ কোলাহলধ্বনি এবং আভীরপল্লী, অতএব এই 'ঘোষ'-শব্দদ্বারা স্বনামেরই সার্থকতা হইল। (৪৯) অগ্রবর্ত্তী

তেষূপবিষ্টেষু নৃপেঙ্গিতেন তে, বিচক্ষণাঃ স্বস্বকলাঃ পৃথক্ পৃথক্ ।
প্রদর্শয়ন্তঃ ক্রমশঃ কলাবিদঃ, সলালসান্ সভ্যজনানতোষয়ন্ ॥৫০॥
(গোবি০ ২১।১০)

ছালিক্যাদিনৃত্যমেকেঽন্যে লাস্যং তাণ্ডবং পরে ।
নৃসিংহ-রামচরিতরূপকাভিনয়ান্ পরে ॥ ৫১ ॥
(গোবি০ ২১।১১)

বিদ্যাং বংশনটীমন্যে সূত্রসঞ্চারিকাং পরে ।
নানেন্দ্রজালান্যপরে নিপুণাঃ সমদর্শয়ন্ ॥ ৫২ ॥
(গোবি০ ২১।১২)

শ্রাবয়ামাসুরিতরে পুণ্যাঃ পৌরাণিকীঃ কথাঃ ।
গীতানি বিবিধান্যেকে কেচিদ্বংশানুবর্ণনম্ ॥ ৫৩ ॥
(গোবি০ ২১।১৩)

বেত্রধারী দূত ব্রজেশ্বর নন্দকর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া উচ্চ করচালনা করত লোকসকলকে কোলাহল হইতে নিবারণ করিয়া যথাস্থানে উপবেশন করাইল। (৫০) অনন্তর তাহারা সকলে সভামণ্ডপে উপবিষ্ট হইলে বাদিত্রাদি চতুঃষষ্টি কলাবেদী বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ ব্রজরাজের ইঙ্গিতে ক্রমশঃ স্ব-স্ব-কলা পৃথগ্রূপে প্রদর্শন করাইয়া অতিশয় লালসান্বিত (শুশ্রূষু ও দিদৃক্ষু) সভ্যসকলকে যথাক্রমে পরিতুষ্ট করিতে লাগিল। (৫১-৫২) কেহ কেহ স্থালীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য এবং কেহ কেহ লাস্য (স্ত্রী-নৃত্য), কেহ কেহ তাণ্ডব (পুরুষ-নৃত্য), কেহ কেহ নৃসিংহ ও রামচন্দ্রের চরিত্র অভিনয় (তত্তৎরূপ ধারণপূর্ব্বক তদীয় ক্রিয়া-কলাপ প্রদর্শন), কেহ কেহ বংশনটীবিদ্যা (বংশের উপরে নৃত্য), কেহ কেহ সূত্র-সঞ্চারিকা অর্থাৎ নাসিকাদি ছিদ্র দিয়া সূত্রের প্রবেশ-নির্গমনাদি এবং অন্যান্য নিপুণতর জনসকল নানাবিধ ইন্দ্রজাল দেখাইতে লাগিল। (৫৩-৫৪) কেহ কেহ

চতুর্বিধানাং বিত্থানাং ভেদানন্যে শ্রুতিপ্রিয়ান্ ।
কেচিৎ কৃষ্ণস্য জন্মাদিলীলাঢ্যবিরুদাবলিম্ ॥ ৫৪ ॥
(গোবি০ ২১।১৪)

তেভ্যো ব্রজেশাদিসভাসদো দদু,-র্বাসো ধনালঙ্করণান্যনেকধা ।
তে তানি কৃষ্ণেক্ষণপূর্ণমানসাঃ, স্বীচক্রুরাচারতয়া ন তৃষ্ণয়া ॥ ৫৫ ॥
(গোবি০ ২১।১৫)

কৃষ্ণাননেন্দোঃ স্মিতকৌমুদীং ভৃশং
নিপীয় সভ্যাক্ষিচকোরসন্ততিঃ ।
বমন্ত্যপি স্বাশ্রুমিষাদতৃপ্তিভাক্
পিবত্যহো ! প্রেমগতিঃ সুদুর্গমা ॥ ৫৬ ॥
(গোবি০ ২১।১৬)

পুণ্য পৌরাণিক-কথা, কেহ কেহ নানাবিধ গান এবং কেহ পূর্ববংশজাত জনসকলের চরিত্রানুবর্ণন, অপর কেহ কেহ চতুর্বিধ বিত্থার অর্থাৎ তত, আনদ্ধ, শুষির ও ঘন প্রভৃতি বহুবিধ শ্রবণ-সুখকর বাদ্য এবং কেহ কেহ বা শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি-লীলাযুক্ত বিরুদাবলী (অর্থাৎ গুণোৎকর্ষ-বর্ণন) শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিল। (তত-বীণাবাদ্য, আনদ্ধ-মৃদঙ্গাদি বাদ্য, শুষির-বংশীবাদ্য, ঘন—কাংস্যতালাদিবাদ্য)। (৫৫) অনন্তর নন্দপ্রভৃতি সভাসদ্ সকল পরিতুষ্ট হইয়া সেই সেই গায়ক, বাদক ও নর্ত্তকগণকে বহু বহু বস্ত্র, ধন ও ভূষণ প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহারা শ্রীকৃষ্ণদর্শনে পূর্ণমনা হইয়া আচারবশতঃই সে-সকল গ্রহণ করিল, পরন্তু লোভপরতন্ত্র হইয়া নহে। (৫৬) সে যাহা হউক, তৎকালে সভ্যসকলের নেত্ররূপ চকোরপংক্তি শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্রের স্মিতকৌমুদী অর্থাৎ মৃদুহাস্যরূপ জ্যোৎস্না অতিশয়রূপে পান করত বমন করিতে থাকিলেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বীয় অশ্রুচ্ছলে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া উহাই কেবল পান করিতে লাগিল; কারণ, প্রেমের গতি সুদুর্গমা।

তাবদ্‌ব্রজেশা-প্রহিতঃ স রক্তকঃ
সভাং সমেত্যাহ নমন্ ব্রজেশ্বরম্ ।
ব্রজাবনীশোৎকমনা ব্রজেশ্বরী
দিদৃক্ষতে শ্রীযুতভর্ত্তৃদারকম্ ॥ ৫৭ ॥
(গোবি০ ২১।১৭)

ততো ব্রজেন্দ্রেণ কৃতাগ্রহোৎকরঃ
সভ্যান্নিজালোকবিয়োগ-কাতরান্ ।
সিঞ্চন্ সহার্দ্রস্মিতবীক্ষণামৃতৈঃ
কৃষ্ণঃ প্রপেদে নিজমাতৃ-মন্দিরম্ ॥ ৫৮ ॥
(গোবি০ ২১।১৮)

তাবাগতৌ সমধুমঙ্গল-মিত্রবৃন্দৌ
মাতা সুতাবথ নিবেশ্য সুমৃষ্টবেদ্যাম্ ।
দুগ্ধং ঘনং সশশিশর্করমীষদুষ্ণং
স্তন্যাশ্রুসিক্তসিচয়ালমপায়য়ত্তৌ ॥ ৫৯ ॥
(গোবি০ ২১।১৯)

শ্রীকৃষ্ণের গৃহে আগমন, শয়ন ও অভিসারাদি

(৫৭) ইতিমধ্যে যশোদা-প্রেরিত রক্তক সভায় আগমন-পূর্ব্বক ব্রজরাজ শ্রীনন্দকে নমস্কার করিয়া কহিল—"হে ব্রজরাজ ! ব্রজেশ্বরী অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া শ্রীযুক্ত ভর্ত্তৃদারককে (কুমার) শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছেন । (৫৮) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বরের অত্যন্ত আগ্রহে 'সভ্যসকল নিজ-দর্শনের বিয়োগে কাতর হইবে' জানিয়া অতিশয় দয়াসূচক সুমধুর হাস্যে ও দর্শনামৃতে তাহাদিগকে অভিষিক্ত করিয়া স্বীয় জননীর গৃহে গমন করিলেন । (৫৯) তৎপরে রাম ও কৃষ্ণ, মধুমঙ্গল প্রভৃতি মিত্রবালকবৃন্দের সহিত সমাগত হইলে জননী যশোদা পুত্রযুগলকে

ততো গতে মিত্রগণে নিজালয়ং
সরোহিণিকা জননী সুবৎসলা।
আনীয় শয্যানিলয়ে নিজে নিজে
বটুং বলং কৃষ্ণমশীশয়ৎ পৃথক্ ॥ ৬০ ॥

(গোবি০ ২১।২০)

অতুলচতুরিমাণং তং জনালক্ষ্যমাণং
গতমিব নিজকান্তং বিদ্ধি সৌর্য্যাস্তটান্তম্।
ত্বমপি কিয়দশিত্বা স্বান্ গুরূন্ বঞ্চয়িত্বা
দ্রুতমভিসর রাগাদিত্যুদিত্বৈব সাগাৎ ॥ ৬১ ॥

(কৃ০ ভা০ ১৮।২৬)

অথাগতাসৌ তুলসী তদন্নং, সখ্যৈ সমস্তং সমদর্শয়ৎ সা।
তদ্গন্ধবর্ণানুভবেন চাদৌ, নাসাদৃশোস্তৃপ্তিরভূদমূষাম্ ॥ ৬২ ॥

(গোবি০ ২০।৬২)

সুমার্জিত বেদিকার উপরে উপবিষ্ট করাইয়া কর্পূর ও শর্করাযুক্ত ঈষদুষ্ণ ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধপান করাইলেন। তখন জননীর স্তন হইতে দুগ্ধধারা নির্গত হইয়া বসনাঞ্চল সিক্ত করিতে লাগিল। (৬০) অনন্তর মিত্রসমূহ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলে রোহিণীর সহিত বাৎসল্যময়ী যশোদা পুত্রদ্বয় ও মধু-মঙ্গলকে নিজ নিজ শয়নগৃহে লইয়া গিয়া নিজ নিজ শয্যায় পৃথক্ পৃথক্রূপে শয়ন করাইলেন। (৬১) হে রাধে! অতুল চতুর তোমার নাগর অলক্ষিতভাবে যমুনাতটবর্ত্তি-সঙ্কেতস্থলে গমন করিয়াছেন বলিয়া অবগত হও। অতএব তুমিও কিছু ভোজন করিয়া নিজ গুরুগণকে বঞ্চনা-পূর্ব্বক অনুরাগের সহিত নিজ-প্রাণনাথ-সমীপে অভিসার কর” ইহা বলিয়া ইন্দুপ্রভা প্রস্থান করিলেন।

তদ্রূপমঞ্জরী নীত্বা তুলস্যা ভোজনালয়ম্ ।
সসখীবৃন্দরাধায়ৈ পৃথক্ পাত্রেষ্বকল্পয়ৎ ॥ ৬৩ ॥
(গোবি০ ২০।৬৩)

অথাহূয়াহ জটিলা বিশাখাং মৎসুতো গতঃ ।
গোশালাং শয়িতুং ভুক্ত্বা ভোক্তুমাহ্বয় মে স্নুষাম্ ॥ ৬৪ ॥
(গোবি০ ২০।৬৪)

সাহ সান্তে গৃহে সুপ্তা শ্রান্তারণ্য-পরিক্রমাৎ ।
তত্রৈবাৎস্যতি দেহ্যন্নং সা দদেহন্নং সতেমনম্ ॥ ৬৫ ॥
(গোবি০ ২০।৬৫)

সাপি হৃষ্টা তদানীয় চাধায় ভোজনালয়ে ।
শ্রীরাধামেত্য তস্যৈ তদ্বার্ত্তামাবেদয়ন্মুদা ॥ ৬৬ ॥
(গোবি০ ২০।৬৬)

সখীগণসহ শ্রীরাধার নৈশভোজনাদি

(৬২) তৎপরে তুলসী আগমন করিয়া সেই সমস্ত অন্ন শ্রীরাধিকাকে দর্শন করাইলেন। সেই অন্নের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ও বর্ণের সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রথমতঃ তাঁহাদিগের নাসিকা ও নয়ন তৃপ্ত হইল। (৬৩) শ্রীরূপমঞ্জরী তুলসীর নিকট হইতে সেই অন্ন ভোজনগৃহে লইয়া শ্রীরাধা ও তদীয় সখী-সকলের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে স্থাপন করিলেন। (৬৪) অনন্তর জটিলা বিশাখাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, আমার পুত্র অভিমন্যু ভোজনান্তর শয়ন করিবার নিমিত্ত গোশালায় গমন করিয়াছে, এখন আমার পুত্রবধূ শ্রীরাধাকে ভোজনজন্য আহ্বান কর। (৬৫) বিশাখা কহিলেন,— "আপনার পুত্রবধূ বনভ্রমণ-জন্য পরিশ্রান্তা হওয়ায় গৃহমধ্যেই শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তিনি সেই স্থানেই ভোজন করিবেন, অতএব আমাকে অন্ন দিউন।" এই কথায় জটিলা বিশাখাকে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রদান করিলেন।

ততঃ সমেত্যোপবিবেশ ভোক্তুং, ভৃঙ্গারপীঠালি-বিরাজিবেদ্যাম্।
সহালিপালিঃ প্রিয়ভুক্তশেষং, রাধা মরালীব সুধাং সমুৎকা ॥ ৬৭ ॥
(গোবি০ ২০।৬৭)

অসব্যে ললিতা সব্যে বিশাখাস্যা উপাবিশৎ।
পুরতঃ পার্শ্বতশ্চান্যা যথাস্থানং সখীততিঃ ॥ ৬৮ ॥
(গোবি০ ২০।৬৮)

তাভ্যঃ পরিবিবেশান্নং তুলস্যা রূপমঞ্জরী।
স্নেহেন মোহিনী যদ্বদ্ দেবতাভ্যোঽমৃতং ক্রমাৎ ॥ ৬৯ ॥
(গোবি০ ২০।৬৯)

প্রণয়িজন-বিসৃষ্টং শ্রীহরের্ভুক্তশিষ্টং
তদধরমধুমিষ্টং তৎকরেণাভিমৃষ্টম্।
নিজনিখিলগণেষ্টং রাধয়া নেত্রদৃষ্টং
মিতমপি চ তদাসীদক্ষয়ং বণ্টনেঽন্নম্ ॥ ৭০ ॥
(গোবি০ ২০।৭০)

---

(৬৬) বিশাখাও সেই অন্ন-ব্যঞ্জন গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লিত মনে ভোজনালয়ে স্থাপন করত শ্রীরাধার নিকট আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই কথা সহর্ষে নিবেদন করিলেন। (৬৭) তৎপর শ্রীরাধা ভোজনার্থ উৎসুকচিত্তে সমাগত হইয়া ভৃঙ্গার অর্থাৎ জলপাত্র ও পীঠশ্রেণী (পীড়ি)-সমূহ দ্বারা সুশোভিত বেদিকার উপর সখীসকলের সহিত প্রিয়তমের ভুক্তাবশেষ বস্তুকে সমুৎসুকা মরালী (হংসী) যেরূপ মধুপান করে, তদ্রূপ ভোজন করিতে উপবেশন করিলেন। (৬৮) শ্রীরাধার দক্ষিণে ললিতা, বামে বিশাখা এবং সম্মুখে ও পার্শ্বে যথাস্থানে অন্যান্য সখীসকল উপবেশন করিলেন। (৬৯) পূর্বকালে সমুদ্রমন্থনের পর শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ মোহিনীবেশ ধারণ করিয়া দেবতাসকলকে অমৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ

রমণ-কবলশিষ্টং সন্মৃণালং মরাল্যঃ
কিশলয়দলমেণ্যঃ শ্রীমরন্দং ভ্রমর্য্যঃ।
অমৃতমিব চকোর্য্যশ্চৈন্দবং রাধিকাদ্যা
মুমুহুরধিকমন্নং প্রাশ্য কৃষ্ণাবশিষ্টম্ ॥ ৭১ ॥

(গোবি০ ২০।৭১)

আচম্যাস্বাদয়ন্ত্যস্তাঃ কৃষ্ণতাম্বূলচর্বিতম্।
দাসীভিঃ সেবিতাস্তৃপ্তাঃ পল্যঙ্কেষু বিশশ্রমুঃ ॥ ৭২ ॥

(গোবি০ ২০।৭২)

তুলসী-রূপমঞ্জর্য্যৌ তত্তচ্ছেষান্নতেমনম্।
বৃন্দায়ৈ মালতীদ্বারা প্রেষয়ামাসতুর্মুদা ॥ ৭৩ ॥

(গোবি০ ২০।৭৩)

রূপমঞ্জরী তুলসীর সহিত যথাক্রমে সখীবৃন্দকে সেই সুধাবিনিন্দি অন্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। (৭০) সেই অন্ন অত্যল্প হইলেও পরিবেশনকালে অক্ষয় হইয়া উঠিল। তদ্বিষয়ে কারণ এই যে, তাহা প্রণয়িজনকর্ত্তৃক-দত্ত, শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশিষ্ট, তদীয় অধরসুধা-দ্বারা সুমিষ্ট, তথা তাঁহার হস্তদ্বারা অভিমৃষ্ট অর্থাৎ স্পৃষ্ট, নিখিল জনসকলের বাঞ্ছিত এবং শ্রীরাধার স্বনেত্রদ্বারা অবলোকিত, সুতরাং উহা যে অপরিমিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? (৭১) হংসীগণ যেরূপ প্রিয়ের ভুক্তাবশেষ মৃণাল ভোজন করে, হরিণীসকল যেমন কিশলয় (পল্লবকুল) ভোজন করে, ভ্রমরীবৃন্দ যেরূপ সুন্দর মকরন্দ (পুষ্পরস) ভোজন করে এবং চকোরীনিকর যেরূপ সুধাকরের সুধা পান করে, তদ্রূপ শ্রীরাধিকাদি স্বরমণ শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাবশিষ্ট অন্ন সমধিকরূপে ভোজন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। (৭২) অনন্তর শ্রীরাধাদি সখীসকল ভোজন শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চর্বিত তাম্বূল ভোজনপূর্ব্বক দাসীবর্গ-কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করত

ততস্তে ভোজয়িত্বান্যা বয়স্যা দাসিকা অপি ।
সগণৈঃ সহ সংহৃষ্টৈঃ স্বেশাশেষান্নমাদতুঃ ॥ ৭৪ ॥
(গোবি০ ২০।৭৪)

তত্রেষ্টব্যঞ্জনাদীনামন্যোন্য-পরিবেশনে ।
ভোজনাদৌ তয়োরাসীদ্ ব্যতিদানকলিঃ ক্ষণম্ ॥ ৭৫ ॥
(গোবি০ ২০।৭৫)

ভুক্ত্বাচম্য তদায়াতে রাধায়াশ্চরণান্তিকম্ ।
তাম্বূলচর্বিতং তস্যা অশ্নন্ত্যৌ তামসেবতাম্ ॥ ৭৬ ॥
(গোবি০ ২০।৭৬)

অথাত্র ঘোষেশসুতঃ সবিত্র্যাং, স্বং শায়য়িত্বা স্বগৃহং গতায়াম্ ।
ক্ষণং স বিশ্রম্য বহিঃ স্বদাসান্, প্রস্থাপ্য গেহাচ্ছয়নাদুদস্থাৎ ॥৭৭॥
(গোবি০ ২১।১০২)

আপন আপন পর্য্যঙ্কে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। (৭৩) এদিকে তুলসী ও রূপমঞ্জরী এই দুইজনে তত্তদ্ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ও ব্যঞ্জন মালতীদ্বারা বৃন্দাদেবীর সমীপে আনন্দসহকারে পাঠাইয়া দিলেন। (৭৪) তৎপরে শ্রীতুলসী ও শ্রীরূপমঞ্জরী অন্যান্য বয়স্যা ও দাসীসকলকে ভোজন করাইয়া স্বীয় গণের সহিত হৃষ্টমনে নিজেশ্বরী শ্রীরাধার ভুক্তাবশেষ অন্ন ও ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতে লাগিলেন। (৭৫) এবং সেই ভোজনকালে স্বস্ব বাঞ্ছিত ব্যঞ্জনাদি পরস্পর পরস্পরকে পরিবেশন করাতে ভোজনাদি-বিষয়ে ক্ষণকাল উভয়ের ব্যতিদান (পরস্পর দেওয়া লওয়াতে), কিছুকাল কলহ উপস্থিত হইল। (৭৬) ভোজনান্তে আচমন করিয়া তুলসী ও রূপমঞ্জরী দুইজনে শ্রীরাধার সমীপে গমন করত তদীয় চর্বিত তাম্বূল ভক্ষণ করিতে করিতে শ্রীরাধার সেবা করিতে লাগিলেন।

কীলয়িত্বা পুরোদ্বারং দাসান্ প্রস্থাপ্য তদ্বহিঃ।
গন্তুমুৎকমনাঃ কুঞ্জং পক্ষদ্বারেণ নির্যযৌ ॥ ৭৮ ॥
(গোবি০ ২১।১০৩)

অনাচ্ছন্নং হিত্বা শশিকরচিতং ঘোষবসতেঃ
পুরোদ্বারং সম্ভাবিত-বিবিধ-লোকাগমগমম্।
সুখং পশ্চাৎসৃত্যা বিটপিবৃতয়া যামি বিপিনং
বিচার্য্যেত্থং গন্তুং পদযুগমধাদ্যর্হি স পুরঃ ॥ ৭৯ ॥
(গোবি০ ২১।১০৪)

তদৈব সা স্বে ব্রজভূরতর্কিতং
নিধায় যন্ত্রার্পিত-যানসন্নিভে।
মনোজবে হৃৎকমলে নিনায় তং
কুঞ্জালয়ং তন্মনসা সহ দ্রুতম্ ॥ ৮০ ॥
(গোবি০ ২১।১০৫)

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনাভিসার

(৭৭) এদিকে গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে জননী শ্রীযশোদা শয্যায় শয়ন করাইয়া স্বগৃহে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করত দাসগণকে গৃহের বাহিরে পাঠাইয়া দিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। (৭৮) দাসবৃন্দকে বহির্ভাগে প্রস্থাপন-পূর্ব্বক পুরোদ্বারকে শৃঙ্খলাদিদ্বারা বদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জগমন-মানসে উৎসুক হইয়া পক্ষদ্বার (খিড়কী) দিয়া নির্গত হইলেন। (৭৯) "ঘোষবসতির পুরদ্বার অনাবৃত জ্যোৎস্নাব্যাপ্ত এবং তথায় নানালোকের গমনাগমন সম্ভব, অতএব উক্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষাচ্ছন্ন পশ্চাদ্ভাগের পথ দিয়াই গমন করি"—এইরূপ বিচার-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ গমনার্থ পাদবিক্ষেপ করিলেন। (৮০) এবং পাদবিক্ষেপ-মাত্রই ব্রজভূমি সহসা অতর্কিতভাবে যন্ত্রাপিত যানতুল্য মনের ন্যায় দ্রুতবেগশালী স্বীয়

জ্যোৎস্নাপূর্ণং তূর্ণমুল্লঙ্ঘ্য যত্না-
চ্ছায়াচ্ছন্নং বর্ত্ম গৃহ্নংস্তরূণাম্।
আয়াতোঽহং প্রেয়সী সা গতা মে
কিংবা নেত্থং কৃষ্ণ আসীত্তদোৎকঃ ॥ ৮১ ॥

(গোবি০ ২১।১০৬)

উত্থায়াথ বরাঙ্গী দাস্যা স্থাপিতমগ্রে।
অধ্যাস্তাসনবর্য্যং সা নানামণিচিত্রম্ ॥ ৮২ ॥

(গোবি০ ২।৫৯)

অনুরাগবিহস্তচিত্তা সা স্বসখীমাহ—

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলী-মদবিড়ম্বি-দেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি ! স্থিরপতিব্রতানিকর-নীবিবন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণ-কৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥ ৮৩ ॥

(ল০ ১।৪৯)

হৃৎপদ্মে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপিত করিয়া তাঁহার মনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে কুঞ্জভবনে লইয়া গিয়া উপস্থিত করাইলেন। (৮১) আমি জ্যোৎস্নাপূর্ণ পথ যত্নে ত্যাগপূর্ব্বক বৃক্ষসকলের নিবিড়তর ছায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন পথে আসিয়াছি, আমার প্রেয়সী শ্রীরাধা আসিয়াছেন কি না" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। (৮২) অনন্তর বরাঙ্গী শ্রীমতী রাধিকা গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক দাসীকর্ত্তৃক স্থাপিত নানাবিধ মণিতে চিত্রিত অপূর্ব্ব আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন।

শ্রীরাধাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গমাধুরী-বর্ণনা

(৮৩) তদনন্তর শ্রীরাধা অনুরাগে ব্যাকুলিতচিত্তা হইয়া নিজ সখীকে বলিতেছেন—"সখি ! যাঁহার দেহকান্তি-দ্বারা ইন্দ্রনীলমণির গর্ব খর্ব হয়,

তস্যোরস্তটমণ্ডলং ধৃতিনদীরোধক্রিয়াপণ্ডিতং
বক্ত্রেন্দুঃ কুলধর্ম্ম-পঙ্কজবনী-সঙ্কোচদীক্ষাব্রতী।
দোর্যূপৌ নিতরামুদঞ্চিতচিরব্রীড়াভিচারাধ্বরৌ
হা কষ্টং নিখিলঙ্গিলা সখি ! দৃশোর্ভঙ্গীভুজঙ্গী তু সা ॥৮৪॥
(বি০ ২।৪৫)

ইন্দ্রনীলমণিদর্পণদর্প,-দ্রোহদোহনমহঃপরিসর্পঃ।
কোটিচন্দ্রমধুরো রবিকোটি,-জ্যোতিরঙ্গজিত-মন্মথকোটিঃ ॥ ৮৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।৩)

মেদুরো মৃদুতরঃ সতরঙ্গঃ, শ্যামলঃ সতত-সৌরভসঙ্গঃ।
আয়তঃ শমিতলোচনতাপ,-স্তস্য বিস্ফুরতি কেশকলাপঃ ॥ ৮৬ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।৪)

হেলয়া জিত-সুধাকরবিম্বং, লীলয়া কৃত-সরোরুহডিম্বম্।
আস্যমস্য সুষমাকৃতদাস্যং, রাজতে লবণিমামৃতলাস্যম্ ॥ ৮৭ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।৫)

এমত কোন ব্রজেন্দ্রকুলনন্দনরূপ নবীন যুবা বিরাজ করিতেছেন। হে সুন্দরি ! তাঁহারই বংশীধ্বনি স্থির পতিব্রতা রমণীদিগের নীবিবন্ধের অর্গল ছেদন-বিষয়ে কৌতুকী হইয়া জয়যুক্ত হইতেছে। (৮৪) সখি ! তাঁহার বক্ষোরূপ তটদেশ ধৈর্য্যরূপ নদীর রোধকার্য্যে দক্ষ ; বদনচন্দ্রমা কুলধর্ম্মরূপ পদ্মবনের সঙ্কোচনবিষয়ে দীক্ষাব্রত-পরায়ণ, বাহুদ্বয় সমুদ্গত ও সুদীর্ঘ লজ্জানাশে অভিচার যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় যূপদ্বয়-স্বরূপ। হায় কি কষ্টের কথা! তাঁহার নয়নযুগলের ভঙ্গীরূপ ভুজঙ্গী আমাদের ধৈর্য্য-লজ্জাদি সকল গ্রাস-কারিণী হইয়া বিরাজ করিতেছে। (৮৫) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তির বিস্তারে ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত দর্পণের দর্প একেবারেই খর্ব হইয়া থাকে, কোটিচন্দ্র হইতেও মধুর, কোটি রবির জ্যোতিঃ বিকীরণশীল, অঙ্গদ্বারা তিনি মন্মথ-

চঞ্চলালক-কুলাকুলসীমা, চারুচিত্রতিলকেন সুষীমা।
তস্য সৌভগ-সুধারসবাটী, ভাতি ভালমহসঃ পরিপাটী ॥ ৮৮ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।৬)

চারুচাপল-রুচামুপকর্ত্রী,-কামকার্মুক-মহঃপরিহর্ত্রী।
বক্ত্রপদ্মমধুপাবলিরূপা, ভ্রূলতাঽস্য বলতেঽপ্রতিরূপা ॥ ৮৯ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।৭)

কারণেঽপ্যসতি কুণিতকোণে, ফুল্লকোকনদ-সোদরশোণে।
নির্ব্যলীক-করুণারসপূর্ণে, পূর্ণয়া মদমুদা ঘনঘূর্ণে ॥ ৯০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।৮)

দ্রাঘিমাণমনঘং প্রথিমানং, বিভ্রতী সুষময়া বলমানম্।
পক্ষ্মভির্ঘনতরৈঃ প্রতিভাতে, লোচনে অঘরিপোঃ শুশুভাতে ॥৯১॥
(কৃষ্ণা০ ৪।৯)

কোটীকেও জয় করিয়াছেন। (৮৬) তাঁহার কেশকলাপ নিবিড় স্নিগ্ধ, মৃদুতর তরঙ্গায়িত শ্যামল বর্ণ, নিরন্তর সুগন্ধিত দীর্ঘতর এবং নয়নাভিরাম হইয়া স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। (৮৭) তাঁহার বদন অবলীলাক্রমে চন্দ্রবিম্বকে জয় করিয়াছে; লীলায় পদ্মের ভয় অর্থাৎ বিরোধ উৎপাদন করিয়াছে। সুষমা স্বয়ং ইহার দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়াছে এবং তাহাতে লাবণ্যামৃতের লাস্য বিরাজিত হইতেছে। (৮৮) তাঁহার ললাটে উজ্জ্বলতার পরিপাটী প্রকাশিত রহিয়াছে, ঐ ললাটদেশে চঞ্চল অলকাবলীর দ্বারা পরিব্যাপ্ত—সুচারু বিচিত্র তিলক রচনায় মনোজ্ঞ এবং উহা সৌভাগ্যরূপ, অমৃতরসের আলয়রূপে বিরাজমান। (৮৯) সুচারু চঞ্চলতাও শোভার উপকারিণী বা স্বাভিলাষ-প্রকটনের উপযোগিনী কামদেবের ধনুর প্রভাবনাশিনী এবং বদনপদ্মের মধুকরশ্রেণীরূপে ইহার অতুলনীয় ভ্রূলতা প্রকাশ পাইতেছে। (৯০) বিনা কারণেও যাহার নেত্র-কোণ সঙ্কুচিত, যাহা প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায়

নাসিকাস্য তিলপুষ্পসুশোভা, সৌভগেন বিহিতাধিকলোভা।
ভাত্যধোমুখ-মনোজ-নিষঙ্গা, কীরসার-পরিবার-বিভঙ্গা ॥ ৯২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১০)

কর্ণয়োর্মকরকুণ্ডলহেলা,-তাণ্ডবাহিত-কপোলসুখেলা।
বক্ত্র-তামরস-নব্যদলাভা, সা দ্বয়ী জয়তি তস্য সুশোভা ॥ ৯৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১১)

লোলকুণ্ডলমণি-প্রতিবিম্বং, প্রেয়সীগণ-পণীকৃতচুম্বম্।
ভাতি মন্দহসিতোন্নতিকান্তং, গণ্ডমণ্ডলমমুষ্য নিতান্তম্ ॥ ৯৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১২)

সৃক্কণের্মধুরিমামৃতকূপং, লেখয়া বহলয়াঽপ্রতিরূপম্।
বন্ধুজীব-জয়-গর্ব্ব-গরিষ্ঠং, তস্য রাজতিতরামধরৌষ্ঠম্ ॥ ৯৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৩)

রক্তবর্ণ, নিষ্কপট কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ এবং পূর্ণমত্ততারসের ঘন-ঘূর্ণাবিশিষ্ট—(৯১) যাহা সুষমা-মণ্ডিত অতি সুন্দর দীর্ঘতা ও পৃথুত্ব (বিস্তার) ধারণ করিয়া (আকর্ণ বিস্ফারিত হইয়া) ঘনতর পক্ষ্মরাজির সহিত প্রতিভাত হইতেছে, সেই অঘনাশন পরম-সুন্দর শ্রীহরির লোচনযুগল শোভা পাইতেছে। (৯২) ইঁহার নাসিকা তিলপুষ্প হইতেও সুশোভন এবং সৌন্দর্য্যেও অধিক লোভনীয়—অধোমুখ কামতূণীরবৎ এবং শুকবরের চঞ্চুবৎ পরম-শোভা-সম্পন্না হইয়া বিরাজ করিতেছে। (৯৩) ইঁহার কর্ণদ্বয়ে মকরকুণ্ডলের হেলন-দোলন হইতেছে—উহার নৃত্যে কপোলদেশেও সুন্দর খেলার উদ্ভব হইয়াছে—উহা বদনপদ্মের নব্য দলের মত সুন্দর শোভাযুক্ত, সেই কর্ণদ্বয় জয়যুক্ত হইতেছে। (৯৪) চঞ্চল কুণ্ডলের মণির প্রতিবিম্বধারী, পণক্রমে প্রেয়সী-গণের চুম্বন-গ্রহণকারী এবং মৃদুমন্দ হাস্যভরে অতি রমণীয়—ইঁহার গণ্ড-মণ্ডল সাতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে। (৯৫) অধরৌষ্ঠ অতিশয়

ভাতি পক্ক-যমজাম্ববশোভা, ভাবুকস্য চিবুকস্য সুশোভা।
নিম্নমধ্য-মধুরাতিগভীরা, প্রেয়সো লবণিমামৃতধারা ॥ ৯৬ ॥

(কৃষ্ণা0 ৪।১৪)

জ্যোতিষা পুরু-পরাহতমুক্তাঃ, কুন্দ-কুট্মল-পরাভব-শক্তাঃ।
অন্তরন্তরপি শোণ-সুরেখা, নিন্দ্যমান-শিখরৌঘ-ময়ূখাঃ ॥ ৯৭ ॥

(কৃষ্ণা0 ৪।১৫)

চারুপাকিম-সুদাড়িমবীজা,-দভ্রবিভ্রম-সমাহিতপূজাঃ ।
চিদ্বিলাস-মহসামিব সারা, ভান্তি তস্য দশনাঃ স্মিতপূরাঃ ॥ ৯৮ ॥

[যুগ্মকম্] (কৃষ্ণা0 ৪।১৬)

আননোদর-মহো মধুরিম্ণাং, কাচিদুদ্ধ্যদিব দিব্যগরিম্ণাম্।
পদ্মগর্ভভব-নব্যদলাভা, ভাতি তস্য রসনারুণশোভা ॥ ৯৯ ॥

(কৃষ্ণা0 ৪।১৭)

দীপ্তিশীল হইয়াছে, উহার সৃক্কণীর (প্রান্তভাগযুগলের) মাধুর্য্যামৃতের কূপসদৃশ, [স্বাভিলাষসূচক চুম্বনাদি] প্রচুরতর খেলায় অথবা বহুল (দৃঢ়তর) রেখাদ্বারা অতুলনীয় এবং বান্ধুলী পুষ্পকে জয় করিয়া সমধিক গর্ব্ব-প্রকাশই করিতেছে। (৯৬) ঐ প্রিয়তম কৃষ্ণের মঙ্গলময় চিবুকের সুন্দর শোভা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে—উহা পক্ক জম্বুদ্বয়বৎ সুন্দর, নিম্ন ও মধ্যভাগে মধুর অথচ অতি গভীর এবং মনে হয় যেন উহা হইতে লাবণ্যামৃতধারা প্রসৃত হইতেছে। (৯৭-৯৮) যাহার জ্যোতিতে মুক্তাদাম সুদূর পরাহত হয় এবং কুন্দকোরকাবলিও পরাজিত হয়—যাহার মধ্যে মধ্যে রক্তাভ সুন্দর রেখা দেদীপ্যমান, যাহা 'শিখর' নামক মাণিক্যরাজির কিরণাবলীকেও নিন্দিত করে—যাহা সুপক্ক উৎকৃষ্ট দাড়িমবীজসকল-কর্ত্তৃক মহাবিভ্রমভরে পূজিত হয় এবং যাহা চিদ্বিলাসময় জ্যোতীরাশির সার-স্বরূপে প্রতিভাত—সেই ঈষৎ মৃদুমধুর হাস্যপূরিত দন্তপংক্তি শোভা

অগ্রতঃ ক্রমস্থশোভনপুষ্টঃ, স্থত্রিরেখ-স্থষমাধিকমিষ্টঃ।
নিন্দিতেন্দ্রমণি-কম্বুরকুণ্ঠঃ, শোভতেঽস্য দয়িতস্য স কণ্ঠঃ ॥ ১০০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৮)

শ্রীবধূবসতি-বাস্তবরঃ শ্রী,-বৎস-কৌস্তুভমহঃপ্রথিতশ্রীঃ।
বক্ষসঃ পরিসরোঽস্য বিশালঃ, শোভতে মণিকবাট-করালঃ ॥১০১॥
(কৃষ্ণা০ ৪।১৯)

কন্ধরামধুরিমস্রুতিহেতো,-র্নিম্নমধ্যমতিসদ্গুণসেতোঃ।
বাহুমূলপরিপুষ্টি-গরিষ্ঠং, চারুপার্শ্বরুচি রাজতি পৃষ্ঠম্ ॥ ১০২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২০)

ভাতি তস্য তদলং গজশুণ্ডা,-দণ্ডয়োর্ভবতি যস্য বিতণ্ডা।
জানুবিম্ব-পরিচুম্বনশীলং, দোর্যুগং মণিযুগোত্তমলীলম্ ॥ ১০৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২১)

পাইতেছে। (৯৯) দিব্য গরিমাযুক্ত (মহাপ্রশংসনীয়) ও মুখমণ্ডলস্থ কান্তির মাধুর্য্যরাশির কোনও অনির্বাচ্য মহাশোভার ন্যায় পদ্মগর্ভে জাত নবীনদলের প্রভাবিশিষ্ট অরুণবর্ণ রসনা (জিহ্বা) প্রকাশ পাইতেছে। (১০০) উর্দ্ধদিক্ হইতে ক্রমশঃ স্থশোভন ও পুষ্ট, স্থন্দর রেখাত্রয়ের স্থষমাদ্বারা সমধিক মণ্ডিত, ইন্দ্রনীলমণিময় শঙ্খের নিন্দাকারী ও অতিমনোজ্ঞ এই প্রিয়তমের সেই কণ্ঠ শোভা পাইতেছে। (১০১) লক্ষ্মীরূপা-বধূর বাস্তব্যমন্দির, শ্রীবৎস (বক্ষঃস্থ শুক্লবর্ণ দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী-বিশেষ) ও কৌস্তভের কিরণমালায় বিচ্ছুরিত সৌন্দর্য্যযুক্ত ইঁহার বিশাল ও মণিকবাটবৎ উত্তুঙ্গ বক্ষের পরিসর শোভা-বিস্তার করিতেছে। (১০২) স্কন্ধের মধুরিমা-প্রবাহের জন্য যাহার মধ্যদেশ নিম্ন হইয়াছে, যাহা বাহুমূল হইতেই পরিপুষ্ট হইয়া গরিষ্ঠ (গৌরবশীল) হইয়াছে, যাহা স্থচারু পার্শ্বদেশের শোভায় ভূষিত—সেই নিখিল কল্যাণগুণময় শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশ বিরাজ করিতেছে। (১০৩-১০৪) গজশুণ্ডের সহিত বিবাদ-পরায়ণ, জানুবিম্বপরিচুম্বনশীল অর্থাৎ আজানু-

সপ্রপঞ্চ-নখমণ্ডলধাম্না, পঞ্চশাখযুগলেন সুভূম্না।
পঞ্চপঞ্চমণি-মণ্ডলচঞ্চৎ, পঞ্চশীর্ষভুজগাকৃতিমঞ্চৎ ॥ ১০৪ ॥
[যুগ্মকম্] (কৃষ্ণা০ ৪।২২)

পিপ্পলচ্ছদ-পরিচ্ছদবিন্দে, বন্ধুর-ত্রিবলিশালিনি তুন্দে।
তস্য নাভিসরসী-সরসান্তে, কস্য মুহ্যতি ন ধীরতিকান্তে ॥ ১০৫॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৩)

নাভিকূপবিবরাৎ সমুদীর্ণা, চারুলোম-লতিকা রসপূর্ণা।
সা বলিক্রম-পরাক্রমভুগ্না, তস্য চেতসি ন কস্য নিমগ্না ॥ ১০৬ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৪)

ইষ্টমিষ্টরুচি মুষ্টি-বিলগ্নং, তস্য তদ্বিজয়তামবলগ্নম্।
যদ্বিলোক্য বিহিতব্যপসর্পঃ, শাম্ভবস্য ডমরোরপি দর্পঃ ॥ ১০৭ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৫)

উন্নতস্ফিচি সবীচি-মরীচি,-স্তোম-কোমলিমকেলি-সমীচি।
যন্নিতম্বফলকে সুবিপঞ্চী,-স্বানজিজ্জয়তি কাঞ্চন-কাঞ্চী ॥ ১০৮ ॥
(কৃষ্ণা০ ৪।২৬)

লম্বিত—মণিময় যূপের উত্তম লীলাবিশিষ্ট—নখসমূহের বিস্তৃত কিরণ-সমন্বিত, সুবিস্ফারি হস্তযুগলে পাঁচটি করিয়া পঞ্চমণি (স্বর্ণ, হীরা, ইন্দ্রনীল, পদ্মরাগ ও মুক্তা)-নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক-ভূষিত বলিয়া পঞ্চশিরা সর্পাকৃতিরূপে প্রতিভাত বাহুযুগল অতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে। (১০৫) নাভিসরোবরের রসময় প্রান্তবর্ত্তী অশ্বত্থপত্রের যাবতীয় শোভায় ভূষিত, উন্নতাবনত বা মনোজ্ঞ ত্রিবলীযুক্ত উদরে বিদ্যমান অতি কমনীয় রসময় রূপ দেখিয়া কোন্ জনের বুদ্ধি মোহপ্রাপ্ত না হয়? (১০৬) তাঁহার নাভিকূপগর্ত্ত হইতে সমুত্থিত রসপূর্ণ সুচারু লোমলতিকা, উদরস্থ বলীর বিক্রম-প্রকাশে বক্র হইয়াছে—অহো! ঐ লোমলতা কাহার চিত্তকে না রসনিমগ্ন করিয়া থাকে? (১০৭) যাঁহার দর্শনে শম্ভুর ডমরুর দর্প চিরতরে খর্ব্ব হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের

শ্যামরামকদলীবরকাণ্ডে, পীনবৃত্তঘনতাভিরখণ্ডে।
কোঽভজত্তুলনয়ৈব জুগুপ্সাং, কস্তদূরুমভি নেচ্ছতি লিপ্সাম্॥১০৯॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২৭)

পিণ্ডিতো মধুরিমেব ন চোচ্চৈ,-র্মাংসলং সুবলিতং ন চ নীচৈঃ।
সম্পুটং রতিপতেরিব ধাম্না,-মস্য জানু জয়তান্মধুরিম্ণা ॥ ১১০ ॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২৮)

জানুতঃ ক্ষরদধোমুখধারা,-মাধুরীব পরিতঃ কৃতচারা।
তস্য ভাতি মনসোঽপ্যস্খলজ্ঘা, মূলতঃ ক্রমকৃশা বরজঙ্ঘা॥ ১১১ ॥

(কৃষ্ণা০ ৪।২৯)

রাজতোঽস্য ঘুটিকে গুণসিন্ধো,-র্বুদ্‌বুদাবিব মহোরসসিন্ধোঃ।
কামকেলি-গুলিকে ইব দিব্যে, রম্যনীপ-কলিকে ইব নব্যে ॥১১২॥

(কৃষ্ণা০ ৪।৩০)

সেই বাঞ্ছিত, মধুরকান্তি ও মুষ্টিগ্রাহ্য মধ্যদেশ বিজয় করিতেছে। (১০৮-১০৯) তাঁহার উন্নত স্ফিচ্ (কটিদেশস্থ মাংসপিণ্ড) -সংযুক্ত, তরঙ্গায়িত, কিরণমালার কোমলতা-কেলিসংযুক্ত নিতম্বদেশে উৎকৃষ্ট বীণার শব্দ-জয়শীল সুবর্ণকাঞ্চী বিজয় করিতেছে ; স্থূলতা, বর্ত্তুলতা ও দৃঢ়তাদি-সমাযুক্ত শ্যামবর্ণ রামরম্ভাবরের অখণ্ড কাণ্ডের সহিত যাহার তুলনা করিয়া ব্রহ্মা নিন্দনীয় হইয়াছেন—সেই উরুযুগলের প্রতি কাহার না লোভ সমুদ্গম হয় ? (১১০) নিবিড় মাধুরীর খনিবৎ অথচ উচ্চ নহে, মাংসল সুবলিত অথচ নীচ নহে—এবম্বিধ রতিপতি কামদেবের তেজোরাশির সম্পুটবৎ তাঁহার জানু মাধুর্য্যের সহিত বিজয় লাভ করিতেছে। (১১১) জানু হইতে ক্ষরিত, অধোমুখ ধারাবিশিষ্ট, সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত মাধুরীর ন্যায় মূলদেশ (জানু) হইতে ক্রমকৃশতাযুক্ত, অত্যুত্তম জঙ্ঘা প্রকাশশীল হইতেছে—ইহার দর্শনে মনের অন্যত্র গতি অসম্ভব। (১১২) গুণসিন্ধু কৃষ্ণের গুল্‌ফদ্বয় বিরাজ করিতেছে।

মাধুরী-সরিদধোমুখধারা, চারুবারিরুহ-কান্ত্যনুকারা।
কৌরবিন্দমণিমণ্ডলভাভি,-র্ভূষিতা নখময়ূখলতাভিঃ ॥ ১১৩॥

(কৃষ্ণা০ ৪।৩১)

অঙ্কুশধ্বজসরোজ-যবাঢ্যৈ,-র্লক্ষ্মভিঃ পরমলক্ষ্মভিরাঢ্যৈঃ।
রঞ্জিতা জয়তি তস্য সুষীমা, সা দ্বয়ী চরণয়োঃ সুখসীমা ॥ ১১৪ ॥

[যুগ্মকম্] (কৃষ্ণা০ ৪।৩২)

ঈদৃশা পুরুষভূষণেন যা, ভূষয়ন্তি হৃদয়ং ন সুভ্রুবঃ।
ধিক্ তদীয়কুলশীলযৌবনং, ধিক্ তদীয়-গুণরূপসম্পদঃ ॥ ১১৫ ॥

(আ০ ৮।৯৫)

জীবিতং সখি ! পণীকৃতং ময়া, কিং গুরোশ্চ সুহৃদশ্চ মে ভয়ম্।
লভ্যতে স যদি কস্য বা ভয়ং, লভ্যতে ন যদি কস্য বা ভয়ম্ ॥১১৬॥

(আ০ ৮।৯৬)

অহো ! এই দুইটি যেন উজ্জ্বলতা ও রসের সাগরের (মহারসসাগরের) দুইটী বুদ্‌বুদ্, কামের কেলিগুলিকাদ্বয়বৎ দিব্য (ক্রীড়াশীল) এবং রমণীয় কদম্ব-কলিকাবৎ নবীন বা প্রশংসনীয়। (১১৩-১১৪) মাধুর্য্যনদীর অধোমুখ ধারাবৎ, সুন্দর পদ্মকান্তির অনুকরণশীল, পদ্মরাগমণিসমূহের আভাযুক্ত, নখকিরণজালে ভূষিত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ অঙ্কুশ, ধ্বজ, পদ্ম, যবাদি চিহ্নরাজিদ্বারা রঞ্জিত, মনোজ্ঞ ও পরমসুখদায়ক চরণযুগল জয়যুক্ত হইতেছেন। (১১৫) এইরূপ পুরুষভূষণদ্বারা যে সকল সুলোচনা রমণী নিজ নিজ হৃদয় বিভূষিত না করে, তাহাদের কুল, শীল ও যৌবনকে ধিক্, তাহাদের গুণসম্পদ ও বয়সকে (অথবা বয়সোচিত সৌন্দর্য্যকে) ধিক্। (১১৬) সখি ! আমি জীবন পণ করিয়াছি, সুতরাং গুরুজন ও সুহৃদ্বর্গ হইতে আমার কি ভয় ? তাঁহাকে যদি লাভ করিতে পারি, তবে আমার কাহার ভয় ? আর যদি তাঁহাকে না লাভ করিতে পারি, তবে তাঁহার

মাং ধবো যদি নিহন্তি হন্যতাং, বান্ধবো যদি জহাতি হীয়তাম্।
সাধবো যদি হসন্তি হস্যতাং, মাধবঃ স্বয়মুরীকৃতো ময়া ॥ ১১৭॥

(আ০ ৮।৯৭)

ব্রীড়াং বিলোড়য়তি লুঞ্চতি ধৈর্য্যমার্য্য-
ভীতিং ভিনত্তি পরিলুম্পতি চিত্তবৃত্তিম্।
নামৈব যস্য কলিতং শ্রবণোপকণ্ঠে
দৃষ্টঃ স কিং ন কুরুতাং সখি ! মদ্বিধানাম্ ॥ ১১৮ ॥

(আ০ ৮।৯৮)

বিলাসচেষ্টাঃ সখি ! কেশিনাশিনো
হলাহলাভাঃ প্রদহন্তি মে মনঃ।
কৃন্তন্তি মর্মাণি গুণা ঘুণা ইব
প্রেমা বিকারী হৃদি হৃদ্ব্রণো যথা ॥ ১১৯ ॥

(অ০ ৩।২১)

অপ্রাপ্তিহেতু বেদনাতুরা আমার কাহারই বা ভয় আছে ? (১১৭) অধিকন্তু পতি যদি আমাকে বধ করে, করুক ; বান্ধবগণ যদি আমাকে ত্যাগ করে, করুক ; সাধুগণ যদি হাস্য করে, করুক ; আমি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করি না ; যেহেতু আমি স্বয়ং মাধবকে অঙ্গীকার করিয়াছি। (১১৮) হে সখি ! কর্ণ-সমীপে যাঁহার কেবল নামমাত্র গ্রহণ করায় ঐ নাম লজ্জাকে বিলোড়িত (অর্থাৎ মথিত) করিতেছে, ধৈর্য্যকে দূর করিতেছে, গুরুজনের ভয় নাশ করিতেছে এবং চিত্তবৃত্তি লোপ করিতেছে, না জানি তিনি দৃষ্ট হইলে মদ্বিধা রমণীগণের কি অবস্থা করিবেন ? (১১৯) হে সখি ! কেশবের বিবিধ বিলাসচেষ্টা হলাহলের ন্যায় আমার চিত্তকে দগ্ধ করিতেছে, তদীয় গুণরাশি ঘুণের ন্যায় আমার মর্মচ্ছেদন করিতেছে, তাঁহার প্রেম হৃদ্ব্রণের ন্যায়

স্বামী কুপ্যতি কুপ্যতাং পরিজনা নিন্দন্তি নিন্দন্তু মা-
মন্যৎ কিং প্রথতাময়ঞ্চ জগতি প্রৌঢ়ো মমোপদ্রবঃ।
আশাস্যং পুনরেতদেব যদিদং চক্ষুশ্চিরং বর্দ্ধতাং
যেনেদং পরিপীয়তে মুররিপোঃ সৌন্দর্য্যসারং বপুঃ ॥ ১২০ ॥
(প০ ১৭৬)

অদ্য সুন্দরি ! কলিন্দ-নন্দিনী,-তীরকুঞ্জভুবি কেলি-লম্পটঃ।
বাদয়ন্মুরলিকাং মুহুর্মুহু,-র্মাধবো হরতি মামকং মনঃ ॥ ১২১ ॥
(প০ ১৬৫)

এষ স্থৈর্য্যভুজঙ্গসঙ্ঘদমনাসঙ্গে বিহঙ্গেশ্বরো
ব্রীড়াব্যাধিধুরা-বিধূননবিধৌ তন্বঙ্গি ধন্বন্তরিঃ।
সাধ্বীগর্বভরাম্বুরাশি-চুলুকারম্ভে তু কুম্ভোদ্ভবঃ
কালিন্দীতটমণ্ডলীষু মুরলীতুণ্ডাদ্ধ্বনির্ধাবতি ॥ ১২২ ॥
(বি০ ১।৩৭)

আমার হৃদয়ে বিষম বিকার উৎপাদন করিতেছে। (১২০) স্বামী কোপ করেন, করুন; পরিজনসকল আমাকে নিন্দা করে, করুক এবং আমার এই গুরুতর উপদ্রব জগতে অন্য কিছু বিস্তার করে, করুক; কিন্তু আমার এইমাত্র প্রার্থনীয় যে, যে চক্ষুঃ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যসার বপুঃ পান করিয়া থাকে, সেই চক্ষুঃ যেন ক্রমশঃ বদ্ধিত হয়।

শ্রীরাধার প্রবল উৎকণ্ঠায় ললিতার উক্তি ও অভিসারাদি

(১২১) সুন্দরি! অদ্য কালিন্দী-তীরবর্ত্তি-কুঞ্জভূমিতে কেলিলম্পট মাধব বারম্বার মুরলীবাদ্য করিয়া আমার মন হরণ করিতেছেন। (১২২) অনন্তর শ্রীললিতা কহিলেন,—"হে সখি! কৃশাঙ্গি! এ শব্দকে সামান্য মনে করিও না, এ যুবতিগণের ধৈর্য্যরূপ ভুজঙ্গসঙ্ঘদমন-বিষয়ে গরুড়-সদৃশ, লজ্জারূপ ব্যাধিভর-নাশবিষয়ে ধন্বন্তরি-স্বরূপ এবং সাধ্বীগণের

শৃণু সখি ! গুরবোঽন্তঃ শেরতে সাম্প্রতং তে
সদনমনুগবাং সোঽপ্যস্তি দূরেঽভিমন্যুঃ।
স্মৃতিমতিধৃতিলজ্জাঃ শায়য়িত্বা স্বতল্পে
তদভিসর রসেন স্বপ্রিয়ং কেলিকুঞ্জে ॥ ১২৩ ॥

অনুপদ-বনমাল-প্রেমসন্দর্শিতাধ্বা
কুসুমশর-ভটৈনৈবাভিতঃ পাল্যমানা।
হৃদি পুনরুপগূঢ়োৎকণ্ঠয়ান্বাচলন্তী
শ্রমলবমপি রাধে ! নাধ্বনো জ্ঞাস্যসি ত্বম্ ॥ ১২৪ ॥

ইন্দুস্তুন্দিলমণ্ডলঃ প্রথয়তে বৃন্দাবনে চন্দ্রিকাং
সান্দ্রাং সুন্দরি ! নন্দনো ব্রজপতেস্ত্বদ্বীথিমুদ্বীক্ষতে।
ত্বং চন্দ্রাঞ্চিত-চন্দনেন খচিতা ক্ষৌমেণ চালঙ্কৃতা
কিং বর্ত্ম্যরবিন্দচারুচরণদ্বন্দ্বং ন সন্ধিৎসসি ॥ ১২৫ ॥

(উ০ ৫।৭৪)

গর্বাতিশয়রূপ সাগর-শোষণ-বিষয়ে অগস্ত্যসদৃশ হইয়া কালিন্দীতটবর্ত্তী মুরলীবদনের নিকট হইতে ধাবমান হইতেছে। (১২৩) হে সখি ! শুন, সম্প্রতি তোমার গুরুজনগণ গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, অভিমন্যুও দূরবর্ত্তী গোশালায় অবস্থান করিতেছে। অতএব স্মৃতি, মতি, ধৃতি ও লজ্জাকে নিজ শয্যায় শয়ন করাইয়া (অর্থাৎ এইখানেই তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া) অনুরাগভরে কেলিকুঞ্জে স্বীয় প্রিয়তমের নিকট অভিসার কর। (১২৪) হে রাধে ! কৃষ্ণপ্রেমকর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথে কন্দর্পরূপ যোদ্ধা-কর্ত্তৃক উভয়পার্শ্বে রক্ষিতা এবং হৃদয়ে উৎকণ্ঠাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়া গমন করিতে করিতে তুমি পথের বিন্দুমাত্র শ্রমও অবগত হইতে পারিবে না। (১২৫) শ্রীবিশাখা কহিলেন,—"হে সুন্দরি ! অদ্য রাকাপতি উদিত হইয়া বৃন্দারণ্যে

শ্রীরাধিকাপ্যশকলেন্দু-করোজ্জ্বলায়াং
রাত্রাবিহাত্মরমণাপ্তি-সমুৎসুকাসৌ।
সঙ্কেতকুঞ্জগমনত্বরিতা সখীভিঃ
শুক্লাভিসার-রচনাং চতুরাচচার ॥ ১২৬ ॥

(গোবি০ ২১।২৩)

কদাচিত্তামস্যামসিতবদনা সা মৃগমদৈ-
র্বিলিপ্তাঙ্গী কালাগুরুতিলকচিত্রোৎপলকুলৈঃ।
কৃতোত্তংসা নানা-সিতিমণিকৃতালঙ্কৃতিযুতা
নিরাবাধা রাধা প্রিয়মভিসরত্যালি-সহিতা ॥ ১২৭ ॥

(গোবি০ ২১।২৫)

মুক্তাজালৈর্বলয়রসনা-দামহারাঙ্গনাগঃ-
ক্ষৌমং জ্যোৎস্নাপটলধবলং চন্দনেনাঙ্গরাগঃ।
মল্লীমালাশ্চিকুরনিকরে সৌরভেণাতিকান্তাঃ
শ্রীতাড়ঙ্কাঃ শ্রুতিকিশলয়-প্রান্তয়োঃ কান্তদান্তাঃ ॥ ১২৮ ॥

(কৃষ্ণা০ ৬।১৪)

নিবিড় চন্দ্রিকা বিস্তার করিতেছেন দেখিয়া ব্রজরাজ-নন্দন উচ্চ স্থানে আরোহণ-পূর্ব্বক তোমার বর্ত্ম নিরীক্ষণ করিতেছেন। অতএব তুমি আপনার অঙ্গে সকর্পূর চন্দনলেপন ও শুভ্রবর্ণ ক্ষৌম বসন পরিধান-পূর্বক তদীয় পথে চরণপদ্ম সন্ধান করিতেছ না কেন? (১২৬) এদিকে সুচতুরা শ্রীরাধা পূর্ণমণ্ডল শশধরের কিরণমালায় সমুজ্জ্বল রজনীতে স্বকান্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভার্থ সমুৎসুক-চিত্তে সখীসকলের সহিত ত্বরান্বিত হইয়া জ্যোৎস্নাকালের উপযুক্ত ভূষাধারণ অর্থাৎ শুক্লাভিসার রচনা করিলেন। (১২৭) কখনও অন্ধকার রাত্রিতে কৃষ্ণবর্ণবস্ত্র পরিধান-পূর্বক মৃগমদদ্বারা

হংসশ্যেনাপ্রপদবসনপ্রান্তভাগৈরকুণ্ঠৈ-
রাচ্ছন্নভ্রূনয়নমহসাং কপ্তদীর্ঘাবগুণ্ঠৈঃ।
কর্পূরাণাং পথি পথি রজোবর্ষণেনৈব নাসাং
চক্রুশ্ছায়া-বিসদৃশতয়া চিত্রমেতত্তদাসাম্ ॥ ১২৯॥
[যুগ্মকম্] (কৃষ্ণা০ ৬।১৫)

অত্যৌৎসুক্যাত্ত্বরিতগতয়ঃ শ্রোণিভার-প্রথিম্না
মন্দং মন্দং রচিতচরণ-ক্ষেপমায়াসভূম্না।
জ্যোৎস্নাজালং রজতলতিকা-বাটিকেতি প্রতীত্যা
হস্তালম্বং ক্বচন বিদধুঃ শ্রান্তিশান্ত্যৈ স্বরীত্যা ॥ ১৩০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।১৬)

বিলিপ্তাঙ্গী হইয়া কৃষ্ণাগুরুদ্বারা তিলক ও চিত্র তথা উৎপল-মালায় কর্ণভূষণ করত, নানাবিধ কৃষ্ণবর্ণ মণিনির্মিত অলঙ্কার ধারণ করিয়া শ্রীরাধা বয়স্যাবৃন্দ-সমভিব্যাহারে নির্বাধে প্রিয়তমের সমীপে অভিসার করিয়া থাকেন। (১২৮-১২৯) শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপিকাগণ মুক্তাসমূহের দ্বারা রচিত বলয়, মেখলাদাম ও হার পরিধান করিলেন। জ্যোৎস্নাবৎ শুভ্র নির্দ্দোষ ক্ষৌম (বস্ত্র), চন্দন দ্বারা অঙ্গরাগ, সৌরভে অতি কমনীয় মল্লীমালা-সমূহ কেশ-কলাপে এবং অতি সুন্দর হস্তিদন্ত-নির্মিত তাড়ঙ্কযুগল কর্ণপল্লবের প্রান্তদেশে ধারণ করিলেন। হংসবৎ শুভ্র, পাদাগ্রবিলম্বি অকুঞ্চিত দীর্ঘাবগুণ্ঠনযুক্ত বস্ত্র (ওড়নি) দ্বারা ইঁহারা নয়ন ও ভ্রূর জ্যোতি আচ্ছন্ন করিলেন। পথিমধ্যে কর্পূরধূলি বর্ষণ করা হইয়াছিল—তাহার সহিত ইঁহাদের ছায়ায় (কান্তির) যে কিছুমাত্র বিসদৃশতা (অসামঞ্জস্য) হইল না, ইহা অতি আশ্চর্য্যই বটে !! (১৩০) তাঁহারা অতি ঔৎসুক্যভরে ত্বরিতগমনে যাইতে ইচ্ছা করিলেন বটে, কিন্তু শ্রোণির বিস্তারহেতু শ্রমবাহুল্যে অতি মৃদুমন্থর গতিতে চরণনিক্ষেপ করিতেছিলেন। কোথাও জ্যোৎস্নাসমূহে রজতলতিকা-

উরুস্তম্ভো গমনবিরহং বেপথুর্গাত্রলৌল্যং
হর্ষাশ্রুঞ্চ ক্ষিতিপরিচয়াভাবতঃ প্রাতিকূল্যম্ ।
চক্রুস্তাসাং মলয়জরসোল্লাসনং রোমহর্ষা
রেজুর্জ্যোৎস্নাভিসরণ-বিধৌ কেবলং হাসবর্ষাঃ ॥ ১৩১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।১৭)

জ্যোৎস্নাজালে নিজনিজতনু-জ্যোৎস্নয়োল্লাসয়ন্ত্যঃ
কৃৎস্না জ্যোৎস্নান্তরমিব নিজপ্রাণনাথং প্রযান্ত্যঃ ।
প্রত্যাদিষ্টাভিসরণ-পথাঃ স্বানুরক্তেব দূত্যা
নৈব জ্ঞাতা অপি শশভৃতি স্বাংশুজাল-প্রতীত্যা ॥ ১৩২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।১৮)

শ্রোণীভার-প্রথিমনি সমালম্বমানং বিলম্বং
রাধা প্রাণপ্রিয়তমসখী-দত্তহস্তাবলম্বম্ ।
নন্দং যান্তী প্রিয়গৃহপথং দীর্ঘদীর্ঘং মৃশন্তী
খেদস্বেদ-ক্ষুভিততনুকা হন্ত ! জগ্লৌ সুদন্তী ॥ ১৩৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।১৯)

বাটিকাবুদ্ধি করিয়া শ্রমনিবারণ জন্য সুন্দরভাবে ঐ লতা ধরিবার উদ্দেশ্যে হস্তপ্রসারণ করিলেন। (১৩১) কোথাও কৃষ্ণবিরহাবেশে তাঁহাদের উরুস্তম্ভ হওয়ায় গমনে বাধা পড়িতেছে—কোথাও কৃষ্ণের সহিত বিহারের আবেশে কম্প আসিয়া গাত্র-চাঞ্চল্য করিতেছে—'শ্রীকৃষ্ণরূপমাধুরী দর্শন করিব' এই আবেশে আনন্দাশ্রুপাত হওয়ায় কোথাও বা পথ-পরিচয় না হওয়ায় প্রাতিকূল্য হইতেছে, কোথাও বা কৃষ্ণস্পর্শাবেশে উৎপন্ন রোমাঞ্চ, চন্দন-রসের প্রকাশ করিতেছে, এইভাবে জ্যোৎস্নাভিসার-প্রসঙ্গে কেবল হাস-বর্ষাই বিরাজ করিতে লাগিল। (১৩২) জ্যোৎস্নামধ্যে নিজ নিজ দেহ-কান্তির প্রকাশ করিয়া সকল গোপীই জ্যোৎস্নারূপ-বসন পরিধান করিয়াই

দ্বিত্রৈঃ কেলিসরোরুহং ত্রিচতুরৈর্ধম্মিল্লমল্লীস্রজং
কণ্ঠান্মৌক্তিকমালিকাং তদনু চ ত্যক্ত্বা পদৈঃ পঞ্চষৈঃ।
কৃষ্ণপ্রেম-বিঘূর্ণিতান্তরতয়া দূরাভিসারাতুরা
তন্বঙ্গী নিরুপায়মধ্বনি পরং শ্রোণীভরং নিন্দতি ॥ ১৩৪ ॥
(প০ ২১১)

বৃক্ষচ্ছায়ে পথি পথি ভিয়া বঞ্চয়ন্তী স্বগম্যং
স্থানং বংশীবটবিটপিনঃ শাখয়া লক্ষয়ন্তী।
ন্যস্য স্বীয়ে হৃদয়-কমলে সোঢ়মানা নিগূঢ়ং
যন্ত্রাকারে ব্রজবনভুবা প্রাপ কৃষ্ণাসমীপম্ ॥ ১৩৫ ॥
(গোবি০ ২১।২৬)

যেন নিজ প্রাণনাথের সমীপে অভিসার করিতেছেন। কিন্তু চন্দ্রকিরণে নিজ কিরণ অনুমান করিয়া তাঁহারা পথ পরিচয় করিতে না পারিলেও নিজ অনুরাগরূপা দূতীই তখন তাঁহাদিগকে অভিসার-পথের উপদেশ করিলেন। (১৩৩) অহো! শ্রোণিভার-বিস্তারে বিলম্ব হইতে থাকিলে সুদতী শ্রীরাধা তখন প্রাণপ্রিয়তমা সখীর হস্ত অবলম্বন করিয়া মৃদুমন্দগতিতে প্রিয়তমের গৃহপথে চলিতেছেন, কিন্তু উহা অতিদীর্ঘ মনে করিয়া খেদভরে স্বেদ-বিন্দুতে অঙ্গ আর্দ্র হওয়ায় গ্লানিবোধ করিলেন। (১৩৪) শ্রীরাধা, কৃষ্ণপ্রেমে অন্তঃকরণ বিঘূর্ণিত হওয়াতে দূরে অভিসার করিতে হইবে, এই বিবেচনায় কাতর হইয়া দুই তিন পদ গমন করত ক্রীড়াপদ্ম পরিত্যাগ করিলেন। তিন চারিপদ গমন করিয়া কেশবন্ধনের মল্লিকামালা পরিত্যাগ করিলেন; তাহার পর পাঁচ ছয় পদ গমন করিয়া কণ্ঠ হইতে মৌক্তিকমালা পরিত্যাগ করিলেন। এ সকল পরিত্যাগ করিয়াও যখন পথে নিরুপায় হইলেন, তখন ঐ তন্বঙ্গী কেবল নিতম্বভারকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। (১৩৫) বৃক্ষ-সমূহের ছায়াশোভিত পথে পথে ভয়ে সুগম্য অর্থাৎ নিজে যে স্থানে

শ্রীগোবিন্দস্থলাখ্যং তটমিদমমলং কৃষ্ণসংযোগপীঠং
বৃন্দারণ্যোত্তমাঙ্গং ক্রমনতমভিতঃ কূর্মপৃষ্ঠস্থলাভম্।
কুঞ্জশ্রেণীদলাঢ্যং মণিময়গৃহসৎকর্ণিকং স্বর্ণরম্ভা-
শ্রেণীকিঞ্জল্কমেষা দশশতদলরাজীবতুল্যং দদর্শ॥ ১৩৬॥

(গোবি০ ২১।২৮)

কল্পদ্রুমৈর্বাঞ্ছিতদানকল্পৈ,-রপারিজাতৈরপি পারিজাতৈঃ।
মন্দারবৃক্ষৈরপি রাঙ্ক্যদারৈঃ, সন্তানকৈঃ সম্মদতানকৈশ্চ॥ ১৩৭॥

(গোবি০ ২১।৩৩)

যাইবেন, সেই স্থানের বিষয় গোপন করত বংশীবট নামক বৃহৎ বটতরুর শাখাদ্বারা সঙ্কেতস্থান লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে থাকিলে ব্রজবনভূমি-কর্ত্তৃক যন্ত্রাকার স্বীয় হৃৎপদ্মে সুস্থিরভাবে স্থাপিত ও বাহিত হইয়া সখী-সকলের সহিত শ্রীরাধা যমুনাতীরে গমন করিলেন (তাৎপর্য্য এই যে কাষ্ঠাদি-নিৰ্ম্মিত যন্ত্র অর্থাৎ বাষ্পীয় শকটাদি উপরিস্থিত জনসকলকে যদ্রূপ কিয়ৎক্ষণ মধ্যে বহু দূরে লইয়া যায়, তদ্রূপ যেন ব্রজবনভূমির বেগযুক্ত স্বীয় হৃদয়-যন্ত্রে আরোহণ করিয়া শ্রীরাধা ক্ষণকালমধ্যে বহুদূরবর্ত্তী যমুনাতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন)।

শ্রীরাধার·গোবিন্দস্থলীতে আগমন ও তত্রত্য শোভাদি-বর্ণনা

(১৩৬) অনন্তর শ্রীরাধা সহস্রদলপদ্মতুল্য শ্রীগোবিন্দস্থল নামক শ্রুতি-নেত্রহারি যমুনাতট অবলোকন করিলেন। এই স্থানে শ্রীরাধা কৃষ্ণের সম্মিলনের পীঠ অর্থাৎ যোগপীঠস্বরূপ, শ্রীবৃন্দাবনের শীর্ষস্থানীয়, চতুর্দিক্ যথাক্রমে কূর্ম অর্থাৎ কচ্ছপের পৃষ্ঠস্থলের ন্যায় অবনত কুঞ্জশ্রেণীরূপ দল-রাজিতে পরিব্যাপ্ত, মণিময় গৃহসমূহই উহার কর্ণিকা-সদৃশ এবং স্বর্ণবর্ণ কদলী-শ্রেণীরূপ কেশর তাহাতে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। (১৩৭-১৩৮)

শশ্বদ্ধরেশ্চিত্ত-শরীরচন্দনৈ-
র্যচ্চন্দনৈঃ শ্রীহরিচন্দনৈরপি।
মহাবদান্যৈরিতরৈশ্চ ভূরুহৈ-
র্ব্যাপ্তং লতারাজি-বিরাজিতাঙ্গকৈঃ ॥ ১৩৮ ॥
(গোবি০ ২১।৩৪)

বল্ল্যঃ সর্ব্বা যত্র তাঃ কল্পবল্ল্যো
বৃক্ষাঃ সর্বে কল্পবৃক্ষা বকারেঃ।
গোপীনাং চাভীষ্টপূর্ত্তৌ সমর্থা
জাত্যা যা যে তাদৃশঃ কিন্তু তাস্তে ॥ ১৩৯ ॥
(গোবি০ ২১।৩৭)

শালা ভান্তি চরা স্তোয়ে যত্র শালা স্থিরাঃ স্থলে।
রোহিতোঽপ্সু চরস্তীরে রোহিতৌ চ চরস্থিরৌ ॥ ১৪০ ॥
(গোবি০ ২১।৪৬)

অপর বাঞ্ছিতদানে সমর্থ কল্পবৃক্ষগণ, অপারিজাত অর্থাৎ শত্রুগণ-নিবারক পারিজাত, দারিদ্র্যনাশক মন্দারবৃক্ষ এবং সম্পদতানক অর্থাৎ সকলের আনন্দবিস্তারক সন্তানকতরু এবং সর্বতুঃখহরণ-সমর্থ শ্রীহরির চিত্ত ও শরীরের চন্দন অর্থাৎ আহ্লাদদায়ক চন্দনের ন্যায় সুশীতল হরিচন্দনবৃক্ষ এবং মহাবদান্য লতারাজি-বিরাজিত অন্যান্য বহুতর বৃক্ষরাজীতে যে যোগপীঠ সমাকীর্ণ। (১৩৯) সেই স্থানে যত লতা আছে, সে সমস্তই কল্পলতা ও যত বৃক্ষ রহিয়াছে, তৎসমুদায়ই কল্পবৃক্ষ, সুতরাং বকারি শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজাঙ্গনাসকলের অভীষ্ট-পূরণ-বিষয়ে সমর্থ হইলেও যে বৃক্ষ ও যে যে জাতীয়, সেই বৃক্ষ ও সেই লতা সেই জাতীয়ই ছিল। (১৪০) যে স্থানে জলে চঞ্চল শাল-(মৎস্যবিশেষ) সমূহ ও স্থলে স্থির শালগণ (বৃক্ষবিশেষ) শোভা পাইতেছে এবং যে স্থানে জলে চঞ্চল রোহিত (মৎস্য-বিশেষ)

যৎকর্ণহারি-হারীত-ভরদ্বাজ-শুকোক্তিভিঃ।
বৎস-গালব-শাণ্ডিল্যান্বিতং মুনিসদো যথা ॥ ১৪১ ॥
(গোবি০ ২১।৫৫)

শ্রুতি-ঋতুবসুকোণৈর্মণ্ডলাঙ্গৈশ্চ কৈশ্চিদ্-
বিবিধমণি-বিচিত্রৈর্দিক্ষু সোপান-যুক্তৈঃ।
গলহৃদুদর-নাভিশ্রোণিজানূরুদঘ্নৈ-
র্বলিত-ললিতমূলা কুট্টিমৈঃ সালবালৈঃ ॥ ১৪২ ॥
(গোবি০ ২১।৫৬)

নীলরক্তমণিবদ্ধকুট্টিমাঃ, কেচিদিন্দুমণিজালবালকাঃ।
নীলরক্তমণিজালবালকাঃ, কেঽপি চন্দ্রমণিবদ্ধকুট্টিমাঃ ॥ ১৪৩ ॥
(গোবি০ ২১।৫৭)

এবং স্থলে চর ও স্থির রোহিত অর্থাৎ চররোহিত মৃগ ও স্থির রোহিতক বৃক্ষ বর্ত্তমান আছে। (১৪১) মুনিদিগের আশ্রম যেমন হারীত, ভরদ্বাজ ও শুক নামক মুনিদিগের বাক্যদ্বারা কর্ণহারী এবং বৎস, গালব ও শাণ্ডিল্য-নামক মুনিগণে সমলঙ্কৃত, তদ্রূপ এই যোগপীঠও হারীত, ভরদ্বাজ ও শুক-পক্ষীর শব্দদ্বারা কর্ণহারী, অর্থাৎ তাঁহাদের সুশ্রাব্য বাক্যে মুখরিত তথা বৎস, গালব ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি বৃক্ষগণে পরিশোভিত। (১৪২-১৪৪) অপিচ চারি, ছয় ও অষ্টকোণযুক্ত মণ্ডলাকার বিবিধ মণিভূষিত প্রত্যেক-দিকে সোপানযুক্ত গলদেশ, বক্ষ, উদর, নাভি, নিতম্ব, জানু এবং উরু-পরিমাণে উচ্চ, তথা আলবাল অর্থাৎ জলের বাঁধ-সমন্বিত, কুট্টিম অর্থাৎ বেদিকাদ্বারা সে বৃক্ষসমূহের মূলদেশ নিবদ্ধ থাকায় অতি সুন্দর শোভা হইয়াছে, কোন স্থানে বৃক্ষসকল নীলবর্ণ ও রক্তবর্ণ মণিদ্বারা নির্মিত কুট্টিম-বদ্ধ, কোন কোন বৃক্ষ বা চন্দ্রকান্তমণি-নির্মিত আলবাল-দ্বারা-বেষ্টিত, কোন কোন তরুর চন্দ্রকান্তমণিনির্মিত কুট্টিম ও নীলরক্তমণি-নির্মিত

বৃক্ষা হৈমা হরিমণিময়ৈঃ কাঞ্চনৈরৈন্দ্রনীলা
বৈদূর্য্যাভাঃ স্ফটিকমণিজৈঃ স্ফাটিকাঃ পদ্মরাগৈঃ।
গ্লৌকান্তাঙ্গা মরকতময়ৈস্তৈশ্চ তেঽন্যে তথান্যৈ-
র্দীব্যন্ত্যস্মিন্ ব্রততিবলয়ৈঃ শ্লিষ্টশাখাঃ প্রফুল্লাঃ ॥ ১৪৪ ॥
[সন্দানিতকম্] (গোবি০ ২১।৫৮)

হরিমণিভুবি হৈমা বৈ দ্রুমা বৈদ্রুমাশ্চ
স্ফটিকমণিধরায়াং স্ফাটিকা স্বর্ণভূমৌ।
অরুণমণিধরায়াং শাক্রনীলাশ্চ যস্মিন্
মরকতমণিধাত্র্যাং পাদ্মরাগা বিভান্তি ॥ ১৪৫ ॥
(গোবি০ ২১।৫৯)

স্বভাবমালাকৃতিপুষ্পভাজাং, ফলানি তাসাং রুরুচুর্লতানাম্।
কুষ্মাণ্ড-তুম্বী-সদৃশানি যত্র, শ্রীকৃষ্ণলীলোচিত-বস্তুভাঞ্জি ॥ ১৪৬ ॥
(গোবি০ ২১।৬২)

আলবাল, অপর যে সকল বৃক্ষ স্বর্ণবর্ণ, তাহারা ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত কুট্টিমে বদ্ধ, আর যে সকল বৃক্ষ ইন্দ্রনীলমণিসদৃশ বর্ণ-বিশিষ্ট, তাহারা স্বর্ণনির্মিত কুট্টিমদ্বারা নিবদ্ধ, বৈদূর্য্যমণির ন্যায় বর্ণশালী বৃক্ষসকল স্ফটিক-মণিনির্মিত কুট্টিমবদ্ধ, স্ফটিকবর্ণ বৃক্ষ পদ্মরাগমণিময় কুট্টিমবদ্ধ, চন্দ্রকান্ত-মণি বর্ণবৃক্ষ অর্থাৎ শুক্লবর্ণ বৃক্ষ, মরকত অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ মণিনির্মিত কুট্টিমবদ্ধ, এইরূপ যে বৃক্ষ যে যে বর্ণের, তাহারা তাহা হইতে ভিন্ন বর্ণের কুট্টিমে নিবদ্ধ, সেই সকল বৃক্ষশাখা, লতাবলয়ে আশ্লিষ্ট ও প্রফুল্লিত হইয়া নিরন্তর যোগপীঠে শোভা পাইতেছে। (১৪৫) অপিচ, যে যোগপীঠে ইন্দ্রনীলমণিময় ভূমিতে হেমবর্ণ, স্ফটিকবর্ণ ভূমিতে বিদ্রুম অর্থাৎ প্রবালবর্ণ, স্বর্ণবর্ণভূমিতে স্ফটিকবর্ণ, অরুণমণিবর্ণভূমিতে ইন্দ্রনীলমণিময় এবং মরকত-মণিময় ভূমিতে পদ্মরাগবর্ণ বৃক্ষসকল শোভা পাইতেছে। (১৪৬) অপর যে

কুসুমরচিতশয্যোল্লোচভূষোপধানৈঃ
সমধু-চষক-তাম্বূলাম্বু-গন্ধাদিপাত্রৈঃ।
ব্যজন-মুকুর-সিন্দূরাঞ্জনামত্রকৈশ্চা-
ন্বিত-মণিনিচিতান্তর্ভূময়ো ভূরিচিত্রাঃ॥ ১৪৭॥

(গোবি০ ২১।৬৩)

কুসুমিতবহুবল্লীমণ্ডলৈর্ভিত্তিতুল্যৈ-
রুপরি চ পটলাভৈঃ শ্লিষ্টশাখাসমূহৈঃ।
নিবিড়দলফলানাং ছাদিতাঃ পাদপানাং
মণিময়গৃহতুল্যা যত্র কুঞ্জা বিভান্তি॥ ১৪৮॥

[যুগ্মকম্] (গোবি০ ২১।৬৪)

কপোত-পারাবত-কোকিলানাং
হারীত-কাপিঞ্জল-টৈট্টিভানাম্।
মায়ূর-চাকোরক-চাতকানাং
চাষালি-লাবাবলি-বর্ত্তকানাম্॥ ১৪৯॥

(গোবি০ ২১।৬৬)

যোগপীঠের লতাসমূহ স্বভাবতঃই মালার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কুসুমসকলে পরিপূর্ণ এবং তাহাদের কুষ্মাণ্ড ও তুম্বীসদৃশ ফলসকলও শ্রীকৃষ্ণের লীলার উপযুক্ত বস্তু সমন্বিত হইয়া অবিরত শোভা পাইতেছে। (১৪৭-১৪৮) অপিচ যে যোগপীঠের কুঞ্জসমূহের মণিনির্মিত নানাবিধ চিত্রযুক্ত ভূমিভাগ কুসুমরচিত শয্যা, চন্দ্রাতপ, ভূষণ, উপাধান, মধুপূর্ণ চষক অর্থাৎ অর্থাৎ পানপাত্র, তাম্বূল, জল ও গন্ধাদির পাত্র, ব্যজন অর্থাৎ চামর ও তালবৃন্তাদি, দর্পণ, সিন্দূর ও অঞ্জনাদির পাত্রাদি-দ্বারা বিচিত্র হইয়া রহিয়াছে। ঘনসন্নিবিষ্ট দল ও ফলযুক্ত বৃক্ষসকলের শাখা-

যচ্ছোকশারীততি-চাটকানাং
কালিঙ্গ-পাদায়ুধ-তৈত্তিরাণাম্।
ব্যাঘ্রাট-ভাষাবলি-কৌক্কুভানাং
স্বনৈর্বিলাসৈঃ শ্রুতিনেত্রহারি ॥ ১৫০ ॥
(গোবি০ ২১।৬৭)

বিস্তীর্ণা রত্নচিত্রান্তা তদন্তঃকনকস্থলী।
নিকুঞ্জমণ্ডলৈঃ কল্পদ্রুমানামস্তি বেষ্টিতা ॥ ১৫১ ॥
(গোবি০ ২১।৬৮)

মধ্যে বিচিত্রমণিমন্দিরমস্তি তস্যাঃ
কল্পদ্রুমাঙ্কমনু কুট্টিমশোভিদিক্ষু।
সোপানপালি-ললিতং বলিতং বিদিক্ষু
সন্তানকাদ্যপরবৃক্ষ-চতুষ্টয়েন ॥ ১৫২ ॥
(গোবি০ ২১।৬৯)

সমূহ ভিত্তিতুল্য বহু কুসুমিত লতাশ্রেণীর দ্বারা উপরিভাগে ছাদের ন্যায় সংশ্লিষ্ট থাকায় তত্রত্য কুঞ্জসমূহ মণিময় গৃহের ন্যায় শোভা পাইতেছে। (১৪৯-১৫০) কপোত, পারাবত, কোকিল, হারীত, কপিঞ্জল, টিট্টিভ, ময়ূর, চকোর, চাতক, চাষ, লাব, বর্তক, শুক, শারিকা, চটক, কলিঙ্গ, (ফিঙ্গা) চরণায়ুধ (কুক্কুট), তিত্তির, ভরদ্বাজ, ভাষ এবং কৌক্কুভ নামক পক্ষীসকলের রব ও বিহার দ্বারা ঐ যোগপীঠ শ্রবণ ও নয়নকে হরণ (অর্থাৎ শব্দদ্বারা শ্রবণ ও রূপদ্বারা নয়ন আকর্ষণ) করিতেছে। (১৫১) তন্মধ্যে কনকস্থলী অর্থাৎ স্বর্ণময় ভূখণ্ড, শেষভাগের রত্নসমূহে চিত্রিত ও কল্পতরুর নিকুঞ্জমণ্ডলদ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। (১৫২) তথা সেই কনকস্থলীর মধ্যভাগে বিচিত্র মণিরচিত-মন্দির কল্পতরুর নিকুঞ্জমণ্ডল-দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, ক্রোড়দেশে অর্থাৎ মূলে চতুর্দিকে কুট্টিম অর্থাৎ

স্বকান্তিজালায়ত-লোলপক্ষৈ,-রূর্ধ্ব ক্রমাৎ কুঞ্চিত-পূর্বপাদৈঃ।
পশ্চাদধোন্যস্ত-দরায়তান্ত্য,-স্বীয়াঙ্ঘ্রি যুগ্মার্পিত-দেহভারৈঃ ॥১৫৩॥
(গোবি০ ২১।৭০)

মাণিক্যনেত্রৈ রবিকান্তগাত্রৈ,-রুৎপুচ্ছকর্ণৈঃ কপিশোচ্ছটৌঘৈঃ।
উড্ডীয়মানৈরিব রত্ন-সিংহৈ,-র্যদুহ্যমানং বিয়তীব দিক্ষু ॥ ১৫৪ ॥
(গোবি০ ২১।৭১)

সুচেলতূলীযুত-হেমকর্ণিকং, খট্টায়মানং মণিকান্তি-কেশরম্।
যস্যান্তরষ্টচ্ছদ-পদ্মসন্নিভং, কৃষ্ণস্য সিংহাসনমস্তি কাঞ্চনম্ ॥ ১৫৫ ॥
[সন্দানিতকম্] (গোবি০ ২১।৭২)

লঘুরত্নালয়স্বাঙ্কৈঃ কুঞ্জৈঃ কল্পলতাবৃতৈঃ।
অষ্টভিঃ কল্পবৃক্ষাণাং বহির্যদ্দিক্ষু শোভিতম্ ॥ ১৫৬ ॥
(গোবি০ ২১।৭৩)

বেদিকাদ্বারা শোভিত এবং সোপানশ্রেণীদ্বারা মনোহর ও বিদিক্ অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতি চতুষ্কোণে সন্তানাদি কল্পতরুচতুষ্টয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে। (১৫৩-১৫৫) যে মন্দির কাঞ্চননির্মিত অষ্টদলকমলসদৃশ সিংহচিহ্নিত আসনে অর্থাৎ সিংহাসনে বিরাজিত এবং ঐ সিংহের নিজ কান্তিমালাই সুদীর্ঘ ও চঞ্চল পক্ষস্বরূপ হইয়াছে, তথা অগ্রভাগের অল্পায়ত চরণযুগল সঙ্কুচিত, পশ্চাদ্ভাগের চরণদ্বয় অধোভাগে বিন্যস্ত থাকায় তাহাতে দেহভার অর্পিত রহিয়াছে। উহার নয়নযুগল মাণিক্যময়, দেহ সূর্য্যকান্তমণিময়, কর্ণযুগল ও পুচ্ছ উন্নমিত, অঙ্গের ছটা কপিশ অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ ও নিজে সর্বদা যেন আকাশমণ্ডলে উড্ডীয়মান। অপিচ যে শ্রীমন্দিরের স্বর্ণকর্ণিকাই সুন্দরচেল অর্থাৎ শোভনবস্ত্রের তুল্য এবং মণিকান্তি কেশর ও যাহার প্রান্তভাগ অষ্টদলে বিভক্ত থাকায় অষ্টদলপদ্মের

বল্লীযুক্কল্পবৃক্ষাণি কুঞ্জানাং তদ্বহির্বহিঃ।
ক্রমাদ্দ্বিগুণসংখ্যানাং বহুভির্মণ্ডলৈর্বৃতম্॥ ১৫৭॥
(গোবি০ ২১।৭৪)

ভাস্বতা মৃগপক্ষ্যাদি-মিথুনৈ রত্নচিত্রিতৈঃ।
শূন্যহেমস্থলীপ্রান্তভাগেন তদ্বহির্বৃতম্॥ ১৫৮॥
(গোবি০ ২১।৭৫)

তদ্বহিঃ কদলীষণ্ডৈঃ সফলৈঃ শীতলচ্ছদৈঃ।
বৃতং নানাজাতীভেদৈঃ কর্পূরাকর-বল্কলৈঃ॥ ১৫৯॥
(গোবি০ ২১।৭৬)

তদ্বহির্বেষ্টিতং পুষ্পোদ্যানেনাতিপ্রথীয়সা।
পৃথক্ তত্তৎপুষ্পবাটী-বলিতেন সমন্ততঃ॥ ১৬০॥
(গোবি০ ২১।৭৭)

তদ্বহির্ভূরিভেদানাং নম্রাণাং ফলভারতঃ।
আরাম-মণ্ডলৈস্তৈস্তৈর্বেষ্টিতং ফলভূরুহাম্॥ ১৬১॥
(গোবি০ ২১।৭৮)

ন্যায় ও খট্টাতুল্য হইয়াছে। (১৫৬-১৫৮) আরও যে মন্দিরের বহির্ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রত্নালয়সদৃশ, মূলদেশ ও কল্পলতাবৃত কুঞ্জদ্বারা এবং আটটী কল্পবৃক্ষে শোভিত; অপিচ সেই অষ্টকুঞ্জের বহির্ভাগে ক্রমশঃ দ্বিগুণ-সংখ্যক অর্থাৎ ষোড়শ ও তাহার বহির্ভাগে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ দ্বাত্রিংশৎ, তদ্বহির্ভাগে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুঃষষ্টি, তাহার বহির্ভাগে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ একশত অষ্টাবিংশসংখ্যক কুঞ্জ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপে লতাবেষ্টিত কল্পতরু-সমূহের বহু বহু কুঞ্জমণ্ডলে যে মন্দির পরিবৃত রহিয়াছে, ঐ মন্দিরের বহির্ভাগ রত্নচিত্রিত মৃগপক্ষ্যাদির মিথুন (স্ত্রীপুরুষ) দ্বারা দীপ্তিশালী শূন্য হেমস্থলীর প্রান্তভাগে পরিবৃত রহিয়াছে। (১৫৯) তাহার বহির্দ্দেশ নানাজাতীয় কদলীবৃক্ষশ্রেণীদ্বারা পরিবৃত, ঐ সকল

তয়োর্মধ্যেঽরণ্যদেবী কুঞ্জদাসীশতান্বিতৈঃ।
সেবোপকরণাগার-নিকরৈঃ পরিতো বৃতম্ ॥ ১৬২ ॥
(গোবি০ ২১।৭৯)

বহির্বহিঃ ক্রমাত্তস্মাদ্‌বৃতং তত্তল্লতাযুতৈঃ।
সান্তরালৈঃ পৃথক্ তৈস্তৈঃ শ্রেণীভূতৈর্দ্রুমণ্ডলৈঃ ॥ ১৬৩ ॥
(গোবি০ ২১।৮০)

করলভ্য-হরিৎপীতারুণাচ্ছফল-গুচ্ছকৈঃ।
তদ্বহির্বৃতকণ্ঠানাং পূগানাং মণ্ডলৈর্বৃতম্ ॥ ১৬৪ ॥
(গোবি০ ২১।৮১)

স্বপার্শ্বয়োঃ শ্রীবকুলাবলীভ্যাং, সংচ্ছাদিতান্যত্ররচিতানি রত্নৈঃ।
আমন্দিরাদ্‌যামুন-তীর্থগানি, চত্বারি বর্ত্মানি বিভান্তি যত্র॥১৬৫॥
(গোবি০ ২১।৮৫)

কদলীবৃক্ষ সর্ব্বদা ফলযুক্ত, উহাদের দলসমূহ সুশীতল এবং ঐ কদলীর বল্কল সমস্ত কর্পূরের আকর অর্থাৎ ঐ জাতীয় কদলীর বল্কল হইতে কর্পূর জন্মিয়া থাকে। (১৬০) তাহার বহির্ভাগ চতুর্দ্দিকে পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পবাটী সমন্বিত ও সুবিস্তৃত পুষ্পোদ্যানে পরিবৃত রহিয়াছে। (১৬১) তাহার বহির্ভাগ ফলভরে বিনত, ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষসকলের উপবনমণ্ডলীদ্বারা বেষ্টিত। (১৬২) সেই পুষ্পবাটিকা ও উপবনের মধ্যে অরণ্যদাসী ও কুঞ্জদাসী-সমন্বিত সেবোপকরণ গৃহসমূহদ্বারা যাহা চতুর্দিকে পরিবৃত আছে। (১৬৩) এইরূপে তাহার বহির্ভাগ ক্রমশঃ সেই সেই লতাযুক্ত ঘনসন্নিবিষ্ট শ্রেণীভূত বৃক্ষসকলে পরিবেষ্টিত। (১৬৪) হস্তদ্বারা অনায়াসে যাহার হরিদ্বর্ণ, পীতবর্ণ এবং রক্তবর্ণ ফল ও স্তবক গ্রহণ করা যায়, তাদৃশ ফলসমূহদ্বারা আবৃতকণ্ঠ গুবাকবৃক্ষ-সমূহে তাহার বহির্ভাগ পরিবেষ্টিত। (১৬৫) এইস্থানে মন্দিরের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযমুনার ঘাট পর্য্যন্ত চারিদিকে চারিটা পথ শোভা পাইতেছে, এই পথের দুই পার্শ্বে শোভাযুক্ত বকুলশ্রেণীতে

কল্পদ্রুমাধঃস্থিতরত্নমন্দিরং
গোপালসিংহাসনযোগপীঠকম্।
যমাগমজ্ঞাঃ প্রবদন্তি যং হরেঃ
প্রিয়াগণঃ কেলি-নিকুঞ্জমাহ চ ॥ ১৬৬ ॥

(গোবি০ ২১।৯৪)

এবম্বিধং তং স্থলরাজতল্লজং
কন্দর্পলীলাসুখসত্র-মন্দিরম্।
গোবিন্দ-সংস্মারকমাত্মনো গুণৈ-
র্বীক্ষ্যাপ রাধা সসখীততির্মুদম্ ॥ ১৬৭ ॥

[যুগ্মকম্] (গোবি০ ২১।৯৫)

তস্মিন্ কুঞ্জপ্রবর-সবিধে রত্নবেদ্যাং প্রকৃষ্ট-
জ্যোৎস্না-স্নানস্তিমিত-বপুষি স্বাস্তরে সূপবিষ্টঃ।
আগচ্ছন্তীং পুর-পরিসরে প্রেয়সীং সালিবৃন্দাং
প্রত্যুদ্গম্যাভ্যুপগময়িতুং প্রেরয়ামাস বৃন্দাম্ ॥ ১৬৮ ॥

(কৃষ্ণা০ ৬।২৫)

পরিবেষ্টিত এবং মধ্যস্থান বিবিধরত্নে পরিবৃত। (১৬৬-১৬৭) কল্পতরুর অধোভাগস্থিত ঐ রত্নমন্দিরকে আগমজ্ঞ পণ্ডিত সকল শ্রীগোপালের সিংহাসনরূপ যোগপীঠ বলিয়া বর্ণন করেন, তথা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবৃন্দ উঁহাকে কেলিকুঞ্জ বলিয়া থাকেন, এবম্বিধ কন্দর্পলীলা-সম্বন্ধীয় আনন্দযজ্ঞের মন্দির ও স্বীয়গুণে শ্রীগোবিন্দের সংস্মারক সেই উৎকৃষ্ট স্থান দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকা সখীসকলের সহিত পরমানন্দলাভ করিলেন। (১৬৮-১৬৯) সেই কুঞ্জপ্রবরের নিকটে রত্নবেদীর উপরে জ্যোৎস্না-স্নাত ও সুধৌত সুন্দর আসনে সুখোপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে সখীগণসহ আগমনকারিণী প্রিয়তমাকে

নির্গচ্ছন্ত্যা দ্রুতমথ তয়াঽলোকি পূর্দ্বার এব
জ্যোৎস্না-মূর্ত্তির্বিবুধলতিকা-বাটিকা জঙ্গমেব।
তাং প্রাপয্যোপবনলতিকাং রাধিকাং সপ্রহর্ষং
চক্রেঽন্যোন্যদ্যুতিবিতরণেঽন্যোন্যমেব প্রকর্ষম্ ॥ ১৬৯ ॥

(কৃষ্ণা০ ৬।২৬)

চেতোমধ্যাদ্বহিরিব গতং বীক্ষ্য সা বীতবাধা
কৃষ্ণং বালাগ্রহমথ পুনর্লব্ধবোধেব রাধা।
ক্বাহং কস্মাৎ কথমহমহো কেন বাত্রোপনীতা
পন্থাঃ কো বা মম সমজনীত্যামমর্শ প্রতীতা ॥ ১৭০ ॥

(কৃষ্ণা০ ৬।২৭)

সা তং দৃষ্ট্বা তদুপবিপিনং তাং নিশাং চন্দ্রিকাভিঃ
কান্তাং তাং তামপি গৃহততিং চারুকৢপ্তাং লতাভিঃ।
যৈরানীতো গুরুগৃহ-গুহাং হাপয়িত্বা স্বদেহ-
স্তানস্তৌষীন্মনসি মুদিতা বিস্মৃতাশেষদাহঃ ॥ ১৭১ ॥

(কৃষ্ণা০ ৬।২৯)

প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক নিকটে আনয়ন করিবার জন্য বৃন্দাকে প্রেরণ করিলেন। বৃন্দা দ্রুতগতিতে বাহিরে যাইতেই পুরদ্বারে দেখিলেন যে, জঙ্গমা (গতিশীলা) জ্যোৎস্নাবৎ শুভ্রদেহবিশিষ্টা এক কল্পলতাবাটিকা উপস্থিত হইয়াছেন। বৃন্দা আনন্দমনে সেই উপবনলতিকা-স্বরূপিণী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণসমীপে লইয়া গিয়া পরস্পরের প্রতি কান্তিবিস্তারে পরস্পরের প্রকর্ষ-বিধান করিলেন। (১৭০) অন্তরে স্ফূর্ত্তিশীল কৃষ্ণকে বাহিরেই সম্মুখে উপনীত দেখিয়া শ্রীরাধার পীড়াশান্তি হইল, এতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি যেন বালাগ্রহ (স্ত্রীঘাতক গ্রহবিশেষ, পক্ষে বালায় শ্রীরাধায় আগ্রহশীল)-কর্ত্তৃক

অধ্বশ্রান্তাঃ সুমৃদুলতনূর্মাধবী-মণ্ডপানাং
দ্বারি দ্বারি প্রতিজনমমূঃ স্থাপয়িত্বা সমানাম্।
বৃন্দা! প্রত্যাদিশদনুলতং পল্লবৈর্বীজনার্থং
তাঃ কুর্বত্যস্তদথ মুদিতা মেনিরে স্বং কৃতার্থম্॥ ১৭২॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৩০)

যাবচ্ছ্রান্তিং ব্যপনয়তি সা শ্রেণিরেণীক্ষণানাং
তাবৎ কৃষ্ণো ন খলু গতবানেব পারং ক্ষণানাম্।
প্রত্যাসন্নো ললিত-মুরলীপাণিরানন্দসিন্ধুঃ
স্বীয়ং বাসো ব্যজনমকরোত্তাস্রপামাববন্ধুঃ॥ ১৭৩॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৩১)

অভিভূত ছিলেন, এক্ষণে পুনরায় চৈতন্যলাভ করিয়াই যেন মনে মনে ভাবিতেছেন—'অহো! আমি কোথায়? কোন স্থান হইতে কি প্রকারে কেনই বা এস্থানে কোন পথে আসিলাম!! (১৭১) শ্রীরাধা তখন সেই কৃষ্ণ, সেই উপবন, জ্যোৎস্নাদ্বারা পরমরমণীয় সেই নিশা এবং লতারাজি দ্বারা সুন্দররূপে রচিত সেই সেই নিকুঞ্জপুঞ্জ দর্শন করিলেন, এবং যাঁহারা তাঁহার দেহের অশেষদাহ প্রশমনপূর্বক গুরুজন-গৃহরূপ গুহা ত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছেন, সেই সখীগণকেও আনন্দিত মনে স্তব করিলেন।

বৃন্দা-কর্তৃক শ্রীরাধার পরিচর্য্যা ও শ্রীকৃষ্ণসহ মিলনাদি

(১৭২) বৃন্দা দেখিলেন যে, এই সব সুমৃদুলতনু গোপিকাগণ পথশ্রান্ত হইয়াছেন; তখন তিনি একসমান মাধবীমণ্ডপসমূহের দ্বারে দ্বারে ইঁহাদের প্রত্যেককে বসাইয়া পল্লবদ্বারা বীজন করিবার জন্য প্রত্যেক লতাকেই আদশ করিলেন। বৃন্দার প্রত্যাদেশ পাইয়া সেই লতারাজি

অধ্যাসীনমমুং কদম্বনিকটে ক্রীড়াকুটীরস্থলী-
মাভীরেন্দ্রকুমারমত্র রভসাদালোকয়ন্ত্যাঃ পুরঃ।
দিগ্ধা দুগ্ধসমুদ্রমুগ্ধলহরীলাবণ্যনিস্যন্দিভিঃ
কালিন্দী তব দৃক্‌তরঙ্গিতভরৈস্তন্বঙ্গি ! গঙ্গায়তে ॥ ১৭৪ ॥
(উ০ ১১।৩৩)

জঙ্ঘে স্থাবরতাং গতে পরিহৃতস্পন্দা দ্বয়ী নেত্রয়োঃ
কণ্ঠঃ কুণ্ঠিতনিস্বনো বিঘটিতশ্বাসা চ নাসাপুটী।
রাধায়াঃ পরমপ্রমোদসুধয়া ধৌতং পুরো মাধবে
সাক্ষাৎকারমিতে মনোঽপি মুনিবন্মন্যে সমাধিং দধে॥১৭৫॥
(উ০ ১২।৩১)

তাঁহাদিগকে আনন্দমনে বীজন করিয়া নিজেকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিল। (১৭৩) সুন্দরীগণের পথশ্রম অপনোদন যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্মকুশলতার যথেষ্ট পরিচয় দান করিলেন। আনন্দসাগর শ্রীকৃষ্ণ ললিত মুরলী হস্তে লইয়া তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং নিজবস্ত্র দিয়া তাঁহাদিগকে বীজন করিতে লাগিলেন, গোপীগণ কিন্তু মহালজ্জায় পড়িলেন। (১৭৪) বৃন্দা শ্রীরাধাকে কহিলেন,—"হে তন্বঙ্গি! কদম্ব-সমীপবর্ত্তী এই ক্রীড়াকুটিরস্থলীতে গোপেন্দ্র-নন্দন আসীন আছেন। তুমি কৌতুকবশতঃ তাঁহাকে অগ্রে অবলোকন করিয়া আপনার যে নেত্রের তরঙ্গভর, যাহা হইতে সর্বতোভাবে ক্ষীরোদ-সাগরের লাবণ্য ক্ষরিতেছে, তাহা বিস্তার করাতেই এই কলিন্দজা গঙ্গাতুল্য ধবলবর্ণা হইয়াছেন। (১৭৫) শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনজনিত আনন্দ বিশাখাকে আস্বাদন করাইয়া ললিতা কহিলেন—"সখি! অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাল্লাভ করিয়া শ্রীরাধার জঙ্ঘাযুগলের স্থাবরতা, নেত্রযুগলের নিষ্পন্দতা, কণ্ঠের কুণ্ঠিত রব, নাসাপুটের বিঘটিত নিঃশ্বাস, তথা মুনিজনের

অনিশমনিমিষাভ্যাং লোচনাভ্যামথৈকা
মুখকমল-মধূলীমাপিবৎ প্রাণবন্ধোঃ ।
অলভত ন পিপাসাপারমেষা তথাসী-
দিয়মপি চ নিতান্তং পীয়মানাপি পূর্ণা ॥ ১৭৬॥
(আ০ ১৯।৬৩)

তং কাপি লোচনপথেন নিবেশ্য চিত্তে
তেনৈব নির্গমনশঙ্কনতো নতাঙ্গী ।
তৎকালমেব বিনিমীলিত-লোচনৈব
রোমাঞ্চিতা বিধুমুখী চিরমালিলিঙ্গ ॥ ১৭৭ ॥
(আ০ ১৯।৬৪)

কাচিৎ কাঞ্চনমঞ্জরীব বিনমদ্‌গাত্রী মনোরাগজৈ-
রাবেগৈঃ পৃথুবেপথুর্বিরুরুচে কৃষ্ণং বিলোক্যাগ্রতঃ ।
সংগ্রামোৎসব-কৌতুকোৎসুকতয়া সদ্যঃ প্রসূনায়ুধো
গর্বেণৈব চকার চম্পকধনুঃ কম্পস্য সম্পাদকম্ ॥ ১৭৮॥
(আ০ ১৯।৬৫)

ন্যায় মনঃ সমাধি ধারণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইল। (১৭৬) অনন্তর কোনও এক গোপী অনিমেষলোচনে প্রাণবন্ধু শ্রীশ্যামসুন্দরের মুখকমলমধু অবিরত পান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি পিপাসার পার পাইলেন না এবং ঐ মুখকমলমধুও অত্যন্তরূপে পীয়মান হইয়াও পরিপূর্ণই রহিল। (১৭৭) কোনও কুটিলাঙ্গী বামা গোপী সেই প্রিয়তমকে নয়নপথদ্বারা চিত্তে প্রবেশ করাইয়া ঐ নেত্রপথেই তাঁহার নির্গমন আশঙ্কায় সেই বিধুমুখী তৎক্ষণাৎ নয়নযুগল নিমীলিত করিলেন এবং রোমাঞ্চিত কলেবরে দীর্ঘসময় পর্য্যন্ত তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। (১৭৮) কাঞ্চনমঞ্জরী অর্থাৎ কনকলতার ন্যায় কোনও ব্রজাঙ্গনা শ্রীকৃষ্ণকে

অভ্যুন্নীয় পরস্পরাঙ্গুলি-দলব্যাসঙ্গিপাণিদ্বয়ং
লীলালস্য-বিলুপ্তয়ে তনুলতামুল্লাসয়ন্তী তিরঃ।
মূর্দ্ধ্নঃ সীমনি মণ্ডলীকৃতমতি স্মেরস্য হর্ষোদয়াদ্-
বক্ত্রেন্দোঃ পরিধীচকার ভুজয়োর্যুগ্মং চকোরেক্ষণা ॥ ১৭৯ ॥
(আ০ ১৯।৬৬)

বামাবাম-করাঙ্গুলীদলযুগেনাতন্বতী ছোটিকাং
নির্যাহীতি হ্রিয়োপসারণবিধেঃ সঙ্কেতমুদ্রামিব।
ঈষন্নিঃসরতেব দন্তমহসা সার্দ্ধং বহির্নিঃসৃতৌ
তস্যা এব হি বর্ত্মকল্পনকৃতারম্ভেব জৃম্ভা ব্যধাৎ ॥ ১৮০ ॥
(আ০ ১৯।৬৭)

অগ্রে অবলোকনপূর্ব্বক হস্তদ্বয় উত্তোলন না করিয়াই লজ্জায় গাত্র মোটন করিলেন এবং মনের অনুরাগজনিত আবেশভরে অতিশয় কম্পান্বিতা হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন পুষ্পধন্বা কন্দর্প সংগ্রামোৎসব-কৌতুকে উৎসুকতাহেতু গর্বভরেই তৎক্ষণাৎ চম্পক-ধনুকে কম্পজনক (কম্পযুক্ত) করিতেছে। (১৭৯) অনন্তর কোনও চকোরনয়না প্রখরতাহেতু যেন কান্তকে মোহিত করিবার জন্যই পরস্পর সম্মিলিত অঙ্গুলিদলবিশিষ্ট হস্তযুগল উন্নীত করিয়া লীলাজন্য আলস্য বিলুপ্ত করিবার নিমিত্ত তনুলতা বক্রভাবে উল্লসিত করিলেন এবং হর্ষের উদয়হেতু মস্তকপ্রান্তে মণ্ডলীকৃত ভুজদ্বয়কে অতিশয় মৃদুমধুর হাস্যযুক্ত প্রিয়তমের বদনচন্দ্রের মণ্ডলস্বরূপ রচনা করিলেন। (১৮০) কোনও বামা বামকরের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা—এই দুইটি অঙ্গুলীদ্বারা যেন 'নির্গত হও' এই বলিয়া লজ্জার অপসারণ-কার্য্যে সঙ্কেতমুদ্রার ন্যায় ছোটিকা বিস্তার করিতে করিতে অর্থাৎ তুড়ি দিতে দিতে সেই লজ্জার বহির্নিঃসরণ-নিমিত্তই যেন রত্নদীপকের ন্যায় ঈষৎ নিঃসৃত দন্তকিরণদ্বারা উহার (লজ্জার) পথ রচনার

আনীয় কাপ্যুরসি পাণিদলেন বেণী-
মেণীদৃগুন্নতপয়োধরয়োর্নিবেশ্য।
দোর্ভ্যাং নিপীড্য নিবিড়ং বিনিমীলিতাক্ষী
রোমাঞ্চ-কঞ্চুকতনুশ্চিরমালিলিঙ্গ ॥ ১৮১ ॥

(আ০ ১৯।৬৮)

আঘ্রায় ধূনিতশিরঃ সরসং চ বীক্ষ্য
ব্যাধুন্বতী মধুকরীং পুরতঃ পতন্তীম্।
স্বিদ্যৎকপোল-ফলকা পুলকাঙ্কুরেণ
লীলারবিন্দমরবিন্দমুখী চুচুম্ব ॥ ১৮২ ॥

(আ০ ১৯।৬৯)

কাচিচ্চকোর নয়না নয়নাঞ্চলেন
লীলালসেন দয়িতাননমীক্ষমাণা।
আলীজনাংসতট-বেল্লিতবাহুবল্লি-
মূর্ত্তেব সৌভগমহাধন-মত্ততাভূৎ ॥ ১৮৩ ॥

(আ০ ১৯।৭০)

জন্য যত্নবতী হইয়া জৃম্ভা প্রকাশ করিলেন (অর্থাৎ হাই তুলিলেন)। (১৮১) কোনও হরিণলোচনা হস্তদলদ্বারা নিজবক্ষঃস্থলে স্বীয় বেণী আনয়নপূর্বক উন্নতকুচযুগলে স্থাপন করিয়া ভুজযুগদ্বারা নিবিড়ভাবে নিপীড়ন করত নিমীলিতনেত্রে ও রোমাঞ্চিত কলেবরে বহুক্ষণ যাবৎ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। (১৮২) কোনও অরবিন্দমুখী ব্রজসুন্দরী উল্লাসভরে এবং মাধুর্যানুভবোত্থ বিস্ময়হেতু কম্পান্বিতমস্তকে লীলাকমল আঘ্রাণপূর্বক সম্মুখে পতনশীলা ভ্রমরী দেখিয়া তাহাকে দক্ষিণহস্তদ্বারা তিরস্কার করিতে করিতে ঘর্ম্মাক্তগণ্ডে ও পুলক-সহকারে ঐ লীলাকমল চুম্বন করিয়াছিলেন। (১৮৩) কোনও চকোরনয়না লীলালাস্যযুক্ত নয়নপ্রান্তদ্বারা প্রিয়তমের

দোর্ভ্যাং লসৎকনক-কঙ্কণঝঙ্কৃতাভ্যা-
মামোচ্য কাপি কবরীং পুনরাববন্ধ।
ধ্বান্তভ্রমাদিহ নিলীয় কিমস্তি মানো
নো বেত্তি তং নিরসিতুং তমিবান্বিয়েষ ॥ ১৮৪ ॥
(আ০ ১৯।৭১)

ভুজায়া বামায়া কলমধুর-ঝঙ্কারি বলয়ং
সলীলং ধৃতায়াঃ করদল-কনীয়োঙ্গুলিকয়া।
বিতন্বানা বামশ্রুতিকুহর-কণ্ডূমথ পরা
ব্যধাৎ কামক্রীড়া-সমরজয়-ঘণ্টাধ্বনিমিব ॥ ১৮৫ ॥
(আ০ ১৯।৭২)

করেণাসব্যেন প্রচলবলয়ালিধ্বনিভৃতা
ব্যধূনাত্তন্বঙ্গী ললিতমথ লীলাসরসিজম্।
তদাসীদেতস্যাঃ কুসুমশর-সংগ্রামবিজয়ী
মহানেবাবর্ত্তো নভসি নবলাবণ্য-সরিতঃ ॥ ১৮৬ ॥
(আ০ ১৯।৭৩)

বদন নিরীক্ষণপূর্বক সখীজনের স্কন্ধদেশে বাহুলতা দোলিত করত সৌভাগ্য-রূপ মহাধন বশতঃ মূর্ত্তিমতী মত্ততাস্বরূপ হইয়াছিলেন। (১৮৪) কোনও ব্রজসুন্দরী সুন্দর সুবর্ণকঙ্কণের ঝণৎকারযুক্ত বাহুযুগলদ্বারা কবরী মুক্ত করিয়া পুনরায় বন্ধন করিলেন। অন্ধকারভ্রমে এই কবরীতে মান লুকাইয়া আছে কিনা—এই আশঙ্কায় ঐ মানকে দূর করিয়া দিবার জন্যই যেন উহাকে কবরীমধ্যে অন্বেষণ করিয়াছিলেন। (১৮৫) অনন্তর অন্য কোনও ব্রজরামা লীলাভরে অব্যক্ত মধুর ঝঙ্কার সহিত বামবাহু কম্পিত করিয়া বামকরের দলস্বরূপ কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বারা বামকর্ণ-কুহর কণ্ডূয়ন করিতে করিতে যেন কামক্রীড়াসমরজয়ে ঘণ্টাধ্বনিই করিতে লাগিলেন। (১৮৬)

মুদিত-মদনমোদামর্ষঘর্মাম্বুসিক্তং
নিজবপুরথ কাচিদুত্তরীয়াঞ্চলেন ।
ব্যজয়ত কৃতহেলং লীলয়া বীজয়ন্তী
স্মরসমরপতাকা মারুতেনাধুতেব ॥ ১৮৭ ॥

(আ০ ১৯।৭৪)

অন্তঃপ্রফুল্লদভিলাষ-লতাততীনা-
মৌৎসুক্য-মারুতজবেন বহির্বিধূতৈঃ ।
পুষ্পৈরিব স্মিতভরৈর্বিদধে বিদগ্ধা
কৃষ্ণাবলোকন-মহোৎসব-পুষ্পবর্ষম্ ॥ ১৮৮ ॥

(আ০ ১৯।৭৫)

আনন্দজৈর্নবকুরঙ্গ-বিলোচনায়া
বাষ্পাম্বুভির্নয়নযুগ্মকমাপুপূরে ।
কৃষ্ণং বিলোকয়সি ধন্যমসীতি গাঢ়ং
প্রেম্ণা দ্রুতেন মনসেব তদালিলিঙ্গে ॥ ১৮৯ ॥

(আ০ ১৯।৭৬)

অতঃপর কোন কৃশাঙ্গী গোপাঙ্গনা চঞ্চল বলয়াবলীর ধ্বনিবিশিষ্ট দক্ষিণকর-দ্বারা মনোজ্ঞ লীলাকমল কম্পিত করিয়াছিলেন, তাঁহার ঐ কম্পনই যেন আকাশে নবলাবণ্য-নদীর কন্দর্পরণে বিজয়-সূচক মহান্ আবর্ত্তস্বরূপ হইয়াছিল। (১৮৭) কোনও ব্রজললনা উল্লসিত মদনহেতু কান্তদর্শনজনিত আনন্দ এবং তদীয় কৈতবানুসন্ধানজন্য রোষভরে ঘর্মাম্বুসিক্ত নিজ শরীর স্বীয় উত্তরীয় বসনাঞ্চল-দ্বারা হেলা অর্থাৎ ভাববিশেষ প্রকাশপূর্বক লীলা-সহকারে বীজন করিতে করিতে পবনদ্বারা কম্পিত কন্দর্পযুদ্ধপতাকা-স্বরূপেই যেন বিজয় অর্থাৎ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। (১৮৮) কোনও

একাঞ্চ কাঞ্চনময়প্রতিমায়মানাং
স্তম্ভঃ প্রিয়েক্ষণকৃতঃ সহসা ব্যধত্ত।
তামেব কিং ত্রিজগতীললনাললাম-
সৌভাগ্যভার-গরিমৈব পরাবভূব ॥ ১৯০ ॥
(আ০ ১৯।৭৭)

আমূলতো মুকুলিতেব কদম্বশাখা
কাচিদ্বভূব বিপুলৈঃ পুলকৈঃ কিমস্যাঃ।
বাণান্ স্মরস্য বিরহে হৃদি সংপ্রবিষ্টান্
শ্রীকৃষ্ণচুম্বকমণির্বহিরাচকর্ষ ॥ ১৯১ ॥
(আ০ ১৯।৭৮)

বিদগ্ধা রমণী অন্তরে প্রফুল্ল। অভিলাষরূপ-লতাশ্রেণীর ঔৎসুক্যরূপ বায়ুবেগে বাহিরে পরিত্যক্ত মৃদুহাস্যরাশিরূপ পুষ্পসমূহের দ্বারাই যেন শ্রীকৃষ্ণদর্শনরূপ মহোৎসবে করণীয় পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন। (১৮৯) নবীন কুরঙ্গলোচনা কোনও ললনার নয়নযুগল কৃষ্ণসন্দর্শনহেতু আনন্দজনিত বাষ্প-সলিলরাশি-দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল, 'তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-দর্শন করিতেছ, অতএব তুমি ধন্য' —এই বলিয়াই যেন প্রেমবিগলিত-মন ঐ নয়নযুগলকে অতিশয় গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়াছিল, অর্থাৎ প্রেমদ্বারা দ্রবীভূত মনই যেন নয়নদ্বয় দিয়া নিঃসৃত হইয়াছিল। (১৯০) প্রিয়তম-দর্শনজনিত স্তম্ভ অর্থাৎ জড়তা কোন সুন্দরীকে সহসা কাঞ্চনময় প্রতিমাতুল্য করিয়াছিল। ত্রিভুবনস্থ ললনা-গণের তিলকস্বরূপ সৌভাগ্য ও ভাবগরিমাই কি কেবল তাহাকেই পরাভূত করিয়াছিল, এই হেতু তাঁহার স্পন্দনের সামর্থ্য ছিল না। (১৯১) কোনও গোপী বিপুল পুলকাবলীর দ্বারা মূল পর্য্যন্ত মুকুলিত কদম্বশাখার ন্যায় সুশোভিতা হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদকালে ঐ সুন্দরীর হৃদয়ে সংপ্রবিষ্ট মদনের বাণসমূহকেই কি শ্রীকৃষ্ণরূপ চুম্বকমণি বাহিরে আকর্ষণ

অন্তঃকণাকুলিত-কাঞ্চনপদ্মিনীব
সিস্বেদ কাচন চিরায় চমূরুনেত্রা।
প্রাণাধিনাথমুখচন্দ্রবিলোকনেঽস্যা
যৎ স্যন্দতে স্ম বত মানসচন্দ্রকান্তঃ ॥ ১৯২ ॥

(আ০ ১৯।৭৯)

কৃষ্ণং বিলোক্য চলচারুচকোরনেত্রা
সঞ্চারি-চম্পকলতেব চিরং চকম্পে।
অস্যাঃ প্রবিশ্য বপুষি স্মরসিন্ধুরেন্দ্রো
হৃদ্‌ভূমিকম্পমিব মত্ততয়া ব্যধত্ত ॥ ১৯৩ ॥

(আ০ ১৯।৮০)

বেণীং বিমুচ্য কুটিলাং নিজবাহুমূলে
কাচিৎ কুরঙ্গনয়না ভুজগীভ্রমেণ।
বিত্রাস-বিক্ষুভিত-নেত্রমরালিতভ্রূঃ
ক্ষিপ্ত্বোত্তরীয়সহিতামপসর্পমীয়ে ॥ ১৯৪ ॥

(আ০ ১৯।৮২)

করিয়াছিল। (১৯২) কোনও মৃগনেত্রা জলকণাব্যাপ্ত স্বর্ণকমলিনীর ন্যায় বহুক্ষণ যাবৎ স্বেদযুক্ত হইয়াছিলেন। যেহেতু তাহার মানসরূপ চন্দ্রকান্ত-মণি প্রাণনাথের মুখচন্দ্র-বিলোকনে জলক্ষরণ করিয়াছিল। (১৯৩) শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন-পূর্ব্বক কোনও চারুচঞ্চল চকোরনয়না ব্রজরামা সঞ্চরণশীলা চম্পকলতার ন্যায় দীর্ঘকাল যাবৎ কম্পিতা হইয়াছিলেন। কন্দর্পরূপ গজরাজ তাঁহার শরীর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া মত্ততাবশতঃ যেন তাঁহার হৃদয়ভূমির কম্পবিধান করিয়াছিল। (১৯৪) কোনও কুরঙ্গনয়না নিজ বাহুমূলে কুটিলবেণী বিমুক্ত করিয়া ভুজগীভ্রমে ভয়বিক্ষুব্ধনয়নে

অভিমুখমবলোক্য কাপি ভৃঙ্গং, করকমলেন সলীলমুদ্ধুনানা।
সললিতমবগুণ্ঠনাঞ্চলেন, ব্যধিত বধূরধরৌষ্ঠ-সংপিধানম্ ॥ ১৯৫॥
(আ০ ১৯।৮৩)

ভাববশীভূতা পূর্বমাগতমপি অনাগচ্ছন্তমিব মন্যমানাহ—
অত্রৈবাবসরে ব্যজিজ্ঞপদিতস্তং রূপমঞ্জর্য্যমূঃ
পূর্বস্যাঃ ককুভো বিধুং বনতটাদ্দ্রাগাজিহানং পুরঃ।
সংভ্রান্তা বৃষভানুজাহ সুষমাপূর্ণঃ স এবৈতি নঃ
শঙ্কে মোহয়িতৈব মন্ত্রবলভাগাল্যঃ করোম্যত্র কিম্ ? ১৯৬॥

ইত্যুক্ত্বৈব শনৈঃ সসংভ্রমপদন্যাসৈঃ স্বমঞ্জীরগীঃ-
সাতঙ্কেব কদম্বষণ্ডবিটপৈঃ স্বং নিহ্নুবানৈব সা।
তির্য্যগ্গ্রীবমপাঙ্গমার্গণগণং পশ্চান্নুদন্ত্যাত্মনো
রক্ষাব্যগ্রধিয়েব কুব্জিততনুঃ সদ্মাবিশদ্বাঞ্জুলম্ ॥ ১৯৭ ॥

ভ্রূকুটি করত উত্তরীয় সহিত ঐ বেণীকে নিক্ষেপপূর্বক পলায়ন করিলেন। (১৯৫) কোনও ব্রজবধূ একটী ভৃঙ্গকে নিজ অভিমুখে আসিতে দেখিয়া লীলাসহকারে করকমলদ্বারা তাহাকে উৎকম্পিত অর্থাৎ উচ্চালিত করিতে করিতে 'ললিত'-নামক অলঙ্কারযুক্ত হইয়া অবগুণ্ঠনাঞ্চলদ্বারা নিজ অধরৌষ্ঠ আচ্ছাদন করিলেন। (যাহাতে অঙ্গসকলের বিন্যাসভঙ্গি, সৌকুমার্য্য ও ভ্রূবিক্ষেপের মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, তাহাকে 'ললিত' অলঙ্কার বলা যায়।) (১৯৬) "শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে আগমন করিলেও এক্ষণে তিনি আগমন করিতেছেন না"—এইরূপ মনে করিয়া ভাববশীভূতা কোনও ব্রজাঙ্গনা বলিতে লাগিলেন—এই অবসরেই রূপমঞ্জরী উহাদিগকে জানাইলেন যে, সেই বিধু (পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ) পূর্বদিকের বনতট হইতে পুরোভাগে সত্বর আগমন করিতেছেন। তখন বৃষভানুনন্দিনী সম্ভ্রান্তচিত্তে অর্থাৎ হর্ষভয়াদি-

ভাবাবিষ্টত্বাৎ স্বসমীপাৎ গতামপি কান্তামবুদ্ধ্বা পৃচ্ছতি—

কৃষ্ণোঽপি তাসামবলোকজাতা,-নন্দোত্থ-ভাবালি-বিভূষিতাঙ্গঃ।
কান্তাবলোকোত্তরলাক্ষিচেতাঃ, কান্তামপশ্যন্নবদত্তদালিঃ ॥ ১৯৮ ॥

(গোবি০ ২১।১১১)

বয়স্যা ! বঃ সখ্যঃ ক্ব নু ? নিজগৃহে তদ্বিরহিতাঃ
কথং যূয়ং প্রাপ্তাঃ ? কুসুমমবচেতুং রবিকৃতে।
কুতস্তৎসৌরভ্যং প্রসরতি ? তদঙ্গেন মিলিতা-
চ্ছরীরাদস্মাকং বিতথমিদমস্ত্বেব বিতথম্ ॥ ১৯৯ ॥

(গোবি০ ২১।১১২)

তাং বিনা ন বনে যুষ্মদ্গতিঃ সম্ভাব্যতে ক্বচিৎ।
চন্দ্রমূর্ত্তিং বিনাকাশে নেক্ষ্যন্তে তন্মরীচয়ঃ ॥ ২০০ ॥

(গোবি০ ২১।১১৩)

জনিত আবেগপূর্ণ হৃদয়ে কহিলেন—"হে সখিগণ! সুষমাপূর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণই আসিতেছেন এবং আমার শঙ্কা হয়, তিনি মন্ত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া আমাদিগকে মোহিত করিবেন ; অতএব এখন কি করি ?" (১৯৭) এই বলিয়া সেই শ্রীরাধা ধীরে ধীরে সসম্ভ্রমপদবিক্ষেপে নিজ মঞ্জীর-শব্দে আতঙ্কযুক্ত হইয়াই কদম্বশ্রেণীর বিটপসমূহদ্বারা আপনাকে গোপন করিলেন এবং বক্রগ্রীবায় পশ্চাদ্দিকে কটাক্ষশর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে করিতে আপনার রক্ষা-বিষয়ে ব্যগ্রচিত্তা হইয়াই কুব্জীকৃতশরীরে বঞ্জুলগৃহে প্রবেশ করিলেন। (১৯৮) এদিকে শ্রীকৃষ্ণও ভাবাবেশে অকস্মাৎ কান্তা তাঁহার নিকট হইতে গমন করিলেও তাহা না জানিয়া সেই সখীসকলের অবলোকন-জন্য আনন্দ-সমুদ্ভূত ভাবসমূহে বিভূষিতাঙ্গ এবং কান্তার দর্শনে চঞ্চলনয়ন ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

নেয়ং চন্দ্রতনুঃ কিন্তু শ্রীরিয়ং বৃষভানুজা।
যৈকদেশস্থিতা ব্যাপ্নোত্যমুং ত্বাঞ্চ স্বদীপ্তিভিঃ ॥ ২০১ ॥
(গোবি০ ২১।১১৪)

এবং নর্মালিভিস্তন্বন্ বৃন্দয়াসৌ দৃশেরিতঃ।
কান্তাসন্দর্শনোৎকণ্ঠঃ প্রাবিশৎ স্বর্ণমন্দিরম্ ॥ ২০২ ॥
(গোবি০ ২১।১১৫)

শ্রীরাধার বঞ্জুলকুঞ্জে প্রবেশে শ্রীকৃষ্ণের চাঞ্চল্য ও স্বর্ণমন্দিরে মিলন

(১৯৯) শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"হে সখিগণ! তোমাদের বয়স্যা শ্রীরাধা কোথায়?" সখীগণ কহিলেন,—"আপন গৃহে।" শ্রীকৃষ্ণ—"তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কেন আসিলে?" সখীগণ—"আমরা সূর্য্যপূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছি।" শ্রীকৃষ্ণ—"তাহা হইলে তাঁহার অঙ্গের সৌরভ আসিতেছে কেন?" সখীগণ—"আমাদের অঙ্গ শ্রীরাধার অঙ্গের সহিত মিলিত হওয়ায় আমাদের অঙ্গ হইতেই রাধাঙ্গসৌরভ নির্গত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ—"ইহা মিথ্যা কথা।" সখীগণ—"ভালই, মিথ্যাই হউক।" (২০০) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"যেমন চন্দ্র ব্যতিরেকে আকাশে জ্যোৎস্না দর্শন হয় না, তদ্রূপ শ্রীরাধা ভিন্ন তোমাদের এই বনে আগমন সম্ভব হইতে পারে না।" (২০১) সখীগণ কহিলেন,—"ইহা চন্দ্রতনু নহে, এইটী বৃষভানুজা শ্রী, (অর্থাৎ বৃষরাশিস্থ ভানুর অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠমাসীয় সূর্য্য-সমুদ্ভূতদ্যুতি, পক্ষে বৃষভানুনন্দিনীরূপা শ্রী), যিনি এক স্থানে থাকিয়াই চন্দ্র এবং তোমাকে স্বীয়কান্তিদ্বারা ব্যাপ্ত করিয়াছেন অর্থাৎ চন্দ্রকে মলিন করিয়া তোমাকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছেন। (২০২) শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সখীসকলের সহিত উপহাস বিস্তার করত কান্তার অবলোকনে উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীবৃন্দাদেবীর ইঙ্গিতে স্বর্ণমন্দিরে গিয়া প্রবেশ

রাধাকান্ত্যচ্ছলৎস্বর্ণগেহকান্ত্যাখিলে বৃতে।
পীতাদ্বৈতেঽন্তরেঽপশ্যৎ সর্বং হেমময়ং হরিঃ॥ ২০৩॥
(গোবি০ ২১।১১৬)

তাবৎ স্বকান্তিমিলনাৎ প্রোচ্ছলন্ত্যা তয়া ত্বিষা।
ব্যাপ্তং সোঽপশ্যদত্রত্যং সর্বং মরকতপ্রভম্॥ ২০৪॥
(গোবি০ ২১।১১৭)

পঞ্চালিকান্তরেঽন্বিষ্য পশ্যন্নপি মুহুঃ প্রিয়াম্।
স্তব্ধাং স্বালোকমুদ্ভীভ্যাং মেনে পঞ্চালিকাং প্রিয়ঃ॥২০৫॥
(গোবি০ ২১।১১৮)

তাং লালসা দয়িতাসঙ্গতয়ে পুরস্তাদ্-
দ্রাগ্‌বামতাপসৃতয়ে চ চকর্ষ পশ্চাৎ।
তাবন্মুদোত্থ-জড়তৈত্য নিবার্য্য তাং তাং
বামা সখীব নিরুরোধ হরেঃ পুরস্তাৎ॥ ২০৬॥
(গোবি০ ২১।১১৯)

করিলেন। (২০৩) শ্রীরাধার হেমকান্তি-দ্বারা উচ্ছলিত স্বর্ণমন্দিরের হেমকান্তিতে সমস্তবস্তু পীতবর্ণের সহিত অভিন্ন হইলে অর্থাৎ পীতবর্ণ হইলে সেই মন্দিরমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বস্তুই সুবর্ণময় দর্শন করিতে লাগিলেন। (২০৪) এদিকে মন্দির-মধ্যস্থিতা শ্রীরাধাও স্বীয় কান্তির সম্মিলনহেতু কৃষ্ণকান্তি বর্দ্ধিত হওয়ায় উভয় কান্তির সম্মিলনে মন্দিরস্থ সকলবস্তু মরকতবর্ণে রঞ্জিত অবলোকন করিতে লাগিলেন। (২০৫) প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চালিকা অর্থাৎ স্বর্ণপুত্তলিকা-সমূহের মধ্যে অন্বেষণ করত বারম্বার দর্শন করিলেও শ্রীকৃষ্ণ নিজ-দর্শন জন্য আনন্দ ও ভয়ে স্তব্ধীভূত প্রিয়তমাকে পঞ্চালিকা অর্থাৎ স্বর্ণপ্রতিমা বলিয়া বোধ করিলেন। (২০৬) এতদবস্থায় লালসা শ্রীরাধাকে প্রিয়তমের সঙ্গতি-জন্য অগ্রভাগে

তাং স্প্রষ্টুমুৎসুকতয়েরিতমন্তিকাপ্তং
তং স্তব্ধতাধ্বনি রুরোধ বলান্মুদোত্থা।
তাং লালসৈত্য বিনিবার্য্য হঠাৎ প্রিয়াং তং
প্রাপয্য তৎকরমধারয়দাশু সোগ্রা ॥ ২০৭॥

(গোবি০ ২১।১২০)

তৎস্পর্শতঃ পুলককম্পদৃগম্বু-কীর্ণা
বৈবর্ণ্যঘর্মজলভাক্ তরলায়তাক্ষী।
পশ্যন্ত্যমুং কুটিলচিল্লিলতা-তিরোদৃক্-
প্রান্তেন সা প্রিয়করাৎ স্বকরং চকর্ষ ॥ ২০৮ ॥

(গোবি০ ২১।১২১)

আকর্ষণ করিতে লাগিল এবং শীঘ্র অপসরণের নিমিত্ত বামতা তাঁহাকে পশ্চাদ্‌দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে বামাসখীর ন্যায় আনন্দজনিতজড়তা আসিয়া লালসা ও বামতাকে নিবারণপূর্ব্বক শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে নিরোধ করিল, অর্থাৎ জড়তাবশতঃ শ্রীরাধা সেই স্থান হইতে আর গমন করিতে সমর্থা হইলেন না। (তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে শ্রীরাধার প্রথমতঃ লালসা ও বামতারূপ ব্যভিচারী ভাব উপস্থিত হইলে জড়তা অর্থাৎ স্তম্ভনামক সাত্ত্বিকভাব তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল)। (২০৭) শ্রীরাধাকে স্পর্শ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ উৎসুকতা-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীরাধার নিকটে উপস্থিত হইলে তখন আনন্দ-জন্য স্তব্ধতা অর্থাৎ নিশ্চেষ্টতা আসিয়া পথিমধ্যে তাঁহাকে রোধ করিল অর্থাৎ স্তব্ধতাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকট যাইতে পারিলেন না। অতঃপর লালসা আসিয়া ঐ স্তব্ধতাকে অকস্মাৎ নিবারণ করত শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গেল এবং ঐ অত্যুগ্র-লালসা শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বারা শ্রীরাধার কর ধারণ করাইল অর্থাৎ অত্যন্ত লালসাভরে শ্রীকৃষ্ণ যাইয়া শ্রীরাধার হস্ত-ধারণ

স্মেরারুণান্তকুটিলাশ্রুকলাঙ্কি-পক্ষ্ম-
হেলোল্লসচ্চপল-লোচনমুৎস্মিতার্দ্রম্।
কণ্ঠাধ্ব-খণ্ডিত-সহুঙ্কৃতি-ভর্ৎসনোক্তি
প্রেক্ষ্যামিতাং মুদমবাপ হরিঃ প্রিয়াস্যম্ ॥ ২০৯ ॥

(গোবি০ ২১।১২২)

নাসা-রসজ্ঞা-শ্রুতি-নেত্রবর্ষ্মভি-
র্লুব্ধৈঃ স্বতত্তদ্বিষয়ে প্রিয়ৌ মিথঃ।
তৌ লুণ্ঠয়ামাসতুরঙ্গ-নীবৃতং
প্রিয়া ছলাচ্ছন্নময়ং বলাৎ স্ফুটম্ ॥ ২১০ ॥

(গোবি০ ২১।১২৩)

করিলেন। (২০৮) এদিকে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শে পুলক, কম্প, অশ্রু, বিবর্ণতা ও ঘর্ম্মজলে ব্যাপ্ত, তথা চঞ্চল ও আয়তাক্ষী হইয়া কুটিলতম ভ্রূলতার বক্রভঙ্গীদ্বারা অর্থাৎ কটাক্ষপাতে অবলোকন করত প্রিয়ের হস্ত হইতে স্বীয় হস্ত আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

শ্রীরাধার অন্বেষণচ্ছলে সখীগণ-সম্ভোগাদি

(২০৯) ঈষৎ হাস্যযুক্ত, প্রান্তভাগে অরুণবর্ণ, কুটিল, অশ্রুলাঞ্ছিত-পক্ষ্ম-যুক্ত, হেলা অর্থাৎ স্মরতবিষয়ে অত্যন্ত আসক্তিপ্রযুক্ত উল্লসিত ও চঞ্চল নয়নযুক্ত, সমুন্নত মৃদুমধুর হাস্যশোভিত এবং কণ্ঠপথে হুঙ্কার শব্দ নির্গত হইতে না হইতেই যাহা অর্দ্ধপথে ভগ্ন হইতেছে, এই প্রকারে ভর্ৎসনোক্তিতে যাহা পরিপূর্ণ, তাদৃশ প্রিয়তমার বদন অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অপরিমিত হর্ষলাভ করিলেন। (২১০) শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাসিকা, জিহ্বা, কর্ণ, নয়ন ও দেহ—এই ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যেকে যথাক্রমে স্ব-স্ব গন্ধ, রস, শব্দ, রূপ ও স্পর্শ —এই সমস্তবিষয়ে লুব্ধ হওয়ায় তাঁহারা উভয়ে পরস্পর নিজ নিজ ইন্দ্রিয়গণ

গূঢ়ৌ পুনঃ স্বর্ণঘটং বিমোষিতুং
সরীসৃপন্তং নিজকঞ্চুকান্তরে ।
কামাঙ্কুশাস্ত্রং কর-তস্করং হরেঃ
করেণ সারুদ্ধ পরং ন বাঞ্ছিতম্ ॥ ২১১ ॥

(গোবি০ ২১।১২৪)

ইতি সুমধুরলীলানন্দ-সিন্ধৌ নিমগ্নে
শিথিলিত-তনুচিত্তে প্রেয়সি প্রেয়সী সা ।
প্রিয়সহনিজলীলালোকনায়াগতালী-
বলিত-মুদিত-বাম্যা কুট্টিমং প্রাপ গেহাৎ ॥ ২১২ ॥

(গোবি০ ২১।১২৫)

হরিরপি রসভঙ্গৈঃ প্রাপিতস্তৎসমীপং
তদবকলনভীত্যা সা নিলিল্যে সখীষু ।
স পুনরিহ বিচিন্বন্ তাসু তাং তচ্ছলেন
প্রণয়কুটিলদৃষ্টীস্তাঃ স্পৃশন্মোদমাপ ॥ ২১৩ ॥

(গোবি০ ২১।১২৬)

দ্বারা পরস্পরের অঙ্গভূমি লুণ্ঠন অর্থাৎ অপহরণ করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ দুইজনে দুইজনের অঙ্গে স্ব-স্ব অভীষ্টসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (২১১) অপর গুপ্ত দুইটী সুবর্ণঘট অর্থাৎ স্তনযুগল চুরি করিবার নিমিত্ত শ্রীরাধার কঞ্চুকমধ্যে কামাঙ্কুশের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ তস্কর গমন করিলে শ্রীরাধা স্বীয়-হস্তদ্বারা কেবল তাহাকেই অবরুদ্ধ করিলেন। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বাসনাকে রোধ করিতে পারিলেন না। (২১২) এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সুমধুর লীলা-জন্য আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া শিথিলাঙ্গ ও শিথিলমনা হইলে প্রিয়তমা শ্রীরাধা বামতাহেতু প্রিয়তমের সহিত নিজলীলার দর্শনার্থ সমাগত সখীসকলে

যদপি হৃদি বিবৃদ্ধাং কাঙ্ক্ষিদাসাং তয়োস্তাং
ন্যরুণদতিবলিষ্ঠা বামতৈত্য প্রিয়ায়াঃ।
তদপি সুখ-সমৃদ্ধিং প্রাপতুস্তাবুদগ্রাং
প্রথয়তি হি সুখাব্ধীন্ বামতৈবাঙ্গনানাম্ ॥ ২১৪ ॥

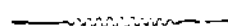
(গোবি০ ২১৷১২৭)

ইতি শ্রীশ্রীভাবনাসার-সংগ্রহে প্রদোষ-লীলাস্বাদনং নাম সপ্তমঃ সংগ্রহঃ ॥ ৭ ॥



অন্বিত বহির্ভাগের বেদিকাতে গৃহ হইতে গমন করিলেন। (২১৩) এদিকে শ্রীকৃষ্ণও রসভঙ্গ প্রযুক্ত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দর্শনে শ্রীরাধা, "ইনি আমাকে গ্রহণ করিবেন"—এই ভয়ে ভীতা হওত সখীসকলের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীকে অন্বেষণ করিতে করিতে তচ্ছলে প্রণয়বশতঃ কুটিলদৃষ্টি সখীগণের অঙ্গস্পর্শ করত পরমানন্দলাভ করিলেন।(২১৪) শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মনোমধ্যে যে আশা বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রিয়তমা শ্রীরাধার অতিশয় বলবতী বামতা আসিয়া হঠাৎ ঐ বৃদ্ধিশীল আশাকে নিরোধ করিল, তাহাতে উভয়েই অপার সুখ-সমৃদ্ধিই লাভ করিলেন। কারণ, অঙ্গনাসকলের বামতা অর্থাৎ প্রতিকূলতাও সুখ-সাগরকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

ইতি শ্রীশ্রীভাবনাসার-সংগ্রহে প্রদোষ-লীলাস্বাদন-নামক সপ্তম সংগ্রহ ॥ ৭ ॥



অষ্টম-সংগ্রহঃ

অথ নক্ত-লীলা

শ্রীশ্রীবাসগৃহে মুদা পরিবৃতো ভক্তৈঃ স্বনামাবলীং
গায়দ্ভির্গলদশ্রুকম্প-পুলকো গৌরো নটিত্বা প্রভুঃ।
পুষ্পারাম-গতে সুরত্নশয়নে জ্যোৎস্নাযুতায়াং নিশি
বিশ্রান্তঃ স শচীসুতঃ কৃতফলাহারো নিষেব্যো মম ॥ ১ ॥

---

(৮) শ্রীগৌরচন্দ্র

গৌরচন্দ্র-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত আচার্য্য।
গদাধর-শ্রীবাসাদি যত ভক্তবর্য্য॥
শ্রীবাস-প্রাঙ্গনে আরম্ভিল সংকীর্ত্তন।
চতুর্দ্দিকে মণ্ডলী করিয়া ভক্তগণ॥
মধ্যে নাচে গৌরচন্দ্র গদাধর সঙ্গে।
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য কত রঙ্গে॥
জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
নামাবলী গায় সবে দেয় করতালি॥
তাথৈ তাথৈ বাজে মধুর-মৃদঙ্গ।
চরণে নূপুর-ধ্বনি অদ্ভুত-তরঙ্গ॥
নানাফুলে বনমালা শোভে গৌর অঙ্গ।
নয়নকমলে বহে জাহ্নবীতরঙ্গ॥
কদম্বকুসুম জিনি' পুলকমুকুল।
ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু শোভে অতি মনোহর॥
থর থর কাঁপে অঙ্গ যেন চলদল।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী গদগদ স্বর॥

তাবুৎকৌ লব্ধসঙ্গৌ বহুপরিচরণৈর্বৃন্দয়ারাধ্যমানৌ
গানৈর্নর্ম-প্রহেলীলপন-স্থনটনৈ রাসলাস্যাদি-রঙ্গৈঃ।
প্রেষ্ঠালীভির্লসন্তৌ রতিগতমনসৌ মৃষ্টমাধ্বীকপানৌ
ক্রীড়াচার্য্যৌ নিকুঞ্জে বিবিধ-রতিরণৌদ্ধত্য-বিস্তারতান্তৌ ॥ ২ ॥
(গোবি০ ২২।১)

ক্ষণে অঙ্গ স্তম্ভ হয়, ক্ষণেতে বিবর্ণ।
ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়, ক্ষণে হুঙ্কার গর্জ্জন ॥
ক্ষণে অট্ট অট্ট হাসে, ক্ষণে গড়ি' যায়।
জাম্বুনদ জিনি' তনু ধূলাতে লোটায় ॥
চতুর্দিকে ভক্তগণ হরি হরি বোলে।
কেহ কা'র কণ্ঠ ধরি' বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
এইমত কতক্ষণ করি' সংকীর্ত্তন।
বিশ্রাম করেন প্রভু লৈয়া ভক্তগণ ॥
দাসগণ নানাবিধ করয়ে সেবন।
পাদ-সম্বাহন আর তাম্বূল ব্যজন।
নানাবিধ ফল আর বিবিধ পক্কান্ন।
ভক্তগণ সঙ্গে লৈয়া করেন ভোজন ॥
আচমন করি' সুখে তাম্বূল লইয়া।
পুষ্পোদ্যানে দিব্যগৃহে শয্যাতে যাইয়া ॥
শয়ন করেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
দাসগণ নানাবিধ করয়ে সেবন ॥
এইত গৌরাঙ্গ-লীলা করিল বর্ণন।
এবে রাধাকৃষ্ণলীলা শুন ভক্তগণ ॥

(২) **মূলসূত্র—**

নিকুঞ্জমন্দিরে রাধাকৃষ্ণ উৎকণ্ঠাতে। মিলিলেন দুহুঁজন সখীগণসাথে ॥
বৃন্দাদেবী সঙ্গে লইয়া বনদেবীগণ। অতি অনুরাগে কৈল দুঁহার সেবন ॥
ছয়ঋতু সুসেবিত শোভা বৃন্দাবন। বিহার করিতে দুঁহু করিল গমন ॥

বৃন্দা সবৃন্দাথ সহালিবৃন্দৌ, বৃন্দাবনেশাবনুনাথ্য নাথৌ।
তদালয়ালিন্দমনিন্দশোভং, পূর্ণেন্দুকান্ত্যুজ্জ্বলিতং নিনায় ॥ ৩ ॥
(গোবি0 ২২।২)

শ্রীরাধিকার দক্ষিণকর ধরি' বাম করে।
শ্রীগোবিন্দ গজরাজ-গতি চলে ধীরে ধীরে ॥
আগে আগে বৃন্দাদেবী করয়ে গমন।
দক্ষিণে ললিতা, বামে বিশাখা শোভন ॥

তাম্বূলবীটিকা দুঁহু করে সমর্পণ। চামর ব্যজন করে কোন সখীগণ ॥
কুসুম লকুটী লৈয়া কেহ চলে আগে। কেহ পাছে পুষ্পছত্র ধরে অনুরাগে ॥
চতুর্দিকে সখীগণ গান করে রঙ্গে। বনে বিহরয়ে দুঁহু আনন্দতরঙ্গে ॥
এইমত বনক্রীড়া করি' হর্ষমনে। প্রবেশ হইল যাঞা যমুনাপুলিনে ॥
সখিগণ চতুর্দিকে মণ্ডলী রচিয়া। মধ্যে নাচে রাধাকৃষ্ণ আনন্দিত হৈয়া ॥
গান,বাদ্য,নৃত্য,রাস বিলাসাদি করি'। কান্তা লঞা মধুপান করিল শ্রীহরি ॥
মধুপানমদে সবার ঘূর্ণিতনয়ন। নিকুঞ্জমন্দিরে যাঞা করিল শয়ন ॥
কান্তাগণ সঙ্গে রতিক্রীড়াদি করিয়া। যমুনাতে জলক্রীড়া কৈল হর্ষ হৈয়া ॥
তীরে উঠি' বসনভূষণ সুচন্দন। অঞ্জন সিন্দূর মালা কেশর সঘন ॥
পরস্পর অঙ্গে সব করিয়া শৃঙ্গার। নিকুঞ্জে ভোজন কৈল নানা উপহার ॥
ভোজন সমাপ্তি করি' কৈল আচমন। কুসুমশয্যাতে দুঁহু করিল শয়ন ॥
সখীগণ নিজ নিজ কুঞ্জেতে যাইয়া। শয্যাতে শয়ন কৈল আনন্দিত হৈয়া ॥
দাসীগণ রাধাকৃষ্ণের করয়ে সেবন। পাদসম্বাহন করে চামর ব্যজন ॥
এইমত সুখে দুঁহু করিল শয়ন। নিজ নিজ স্থানে শয়ন কৈল দাসীগণ ॥
এই নিশা-লীলা হয় কর্ণ-রসায়ন। দিশামাত্র কিছু আমি করিল বর্ণন ॥
একদিন সাধকের কৃত্য এই হয়। এ লীলাস্মরণে প্রেমভক্তি বিলসয় ॥

সা তত্র তৌ পুষ্পচিতান্তরায়াং, সুচীনবস্ত্রাস্তরণান্বিতায়াম্।
কলিন্দকন্যানিল-শীতলায়াং, ন্যবীবিশৎ কাঞ্চনবেদিকায়াম্ ॥ ৪ ॥

(গোবি০ ২২।৩)

আবেশনাদালিগণোপনীতৈ-
র্বিচিত্রপুষ্পাভরণৈশ্চ মাল্যৈঃ।
তাম্বূল-গন্ধ-ব্যজনৈঃ সুতোয়ৈঃ
সা তৌ নিজেশৌ সগণৌ সিষেবে ॥ ৫ ॥

(গোবি০ ২২।৪)

তৎ কাননং তাং রজনীং প্রিয়াস্তাঃ
কৃষ্ণাঞ্চ তাং তৎপুলিনানি তানি।
সমীক্ষ্য কৃষ্ণো হৃদি জাতয়াভবৎ
স প্রেরিতো রাসবিলাস-বাঞ্ছয়া ॥ ৬॥

(গোবি০ ২২।৫)

রত্নমন্দিরের বারান্দায় বৃন্দা-কর্তৃক সেবাপারিপাট্য

(৩) তদনন্তর স্বীয়গণসহ শ্রীবৃন্দাদেবী উৎকৃষ্টশোভাযুক্ত পূর্ণচন্দ্রের কান্তির দ্বারা উজ্জ্বলিত সেই রত্নমন্দিরের অলিন্দে সখীগণসমন্বিত শ্রীবৃন্দাবনের অধীশ্বর-অধীশ্বরী শ্রীরাধাকৃষ্ণকে প্রার্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। (৪) এবং সেই অলিন্দের মধ্যভাগে কুসুমচিত্রিত, সূক্ষ্মবস্ত্র-দ্বারা আচ্ছাদিত এবং কালিন্দকন্যা যমুনা-সংস্পর্শি পবনে সুশীতল কাঞ্চনবেদীতে উপবেশন করাইলেন। (৫) অনন্তর আবেশন অর্থাৎ শিল্পশালা হইতে সখীবৃন্দ-কর্তৃক আনীত বিচিত্র কুসুমাভরণ, মাল্য, তাম্বূল, গন্ধ, ব্যজন এবং শীতল জল লইয়া বৃন্দাদেবী নিজেশ্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণকে উপভোগ করাইলেন। (৬) এদিকে শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ রজনী সেই প্রিয়াবর্গ এবং সেই পুলিন অবলোকনে

সগণোঽরণ্যবিহৃতি-চক্রভ্রমণ-নর্ত্তনম্।
হল্লীসকং যুগ্মনৃত্যং তাণ্ডবং লাস্যমেককম্ ॥ ৭ ॥
(গোবি০ ২২।৬)

তত্তৎপ্রবন্ধগানঞ্চ সনৃত্যং রতিনর্ম্মণী।
জলখেলেত্যমূন্যেষ রাসাঙ্গানি ব্যধাৎ ক্রমাৎ ॥ ৮ ॥
(গোবি০ ২২।৭)

জ্যোৎস্নোজ্জ্বলং মন্দসমীর-বেল্লিতং,
স্বসঙ্গমোদ্দীপ্ত-বসন্তজৃম্ভিতম্
নৃত্যন্ময়ূরং পিকভৃঙ্গ-নাদিতং,
বনং সমীক্ষ্যাত্র বিহর্ত্তুমৈচ্ছৎ ॥ ৯ ॥
(গোবি০ ২২।৮)

বংশীগানেন তাস্বেষ জ্ঞাপয়ামাস বাঞ্ছিতম্।
তন্নাম্নৈবানুগানেন স তাভিশ্চানুমোদিতঃ ॥ ১০ ॥
(গোবি০ ২২।৯)

হৃদয়জাত রাসবিলাসের বাঞ্ছায় প্রেরিত হইলেন অর্থাৎ তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসে বাঞ্ছা হইল।

বনবিহার ও রাসবিলাসের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-বাদনাদি

(৭-৮) অনন্তর বনবিহার, মণ্ডলীবন্ধনে ভ্রমণ ও নর্ত্তন, হল্লীসক (স্ত্রীগণের মণ্ডলীনৃত্য), যুগ্মনৃত্য (স্ত্রীপুরুষ-নৃত্য), তাণ্ডব (পুরুষনৃত্য), লাস্য (স্ত্রীনৃত্য), একক নৃত্য, সখীসকলের রচিত প্রবন্ধ গান, নৃত্য রতি, পরিহাস ও জলকেলি ইত্যাদি বহুবিধ-রাসলীলার অঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ নিজগণসহ ক্রমশঃ বিধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৯) তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ জ্যোৎস্নাদ্বারা উজ্জ্বল, মন্দ মন্দ পবনে চঞ্চলীকৃত, স্ব-সঙ্গার্থ উদ্দীপ্ত বসন্তকর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ময়ূরের

কাননে সুধাংশু-কান্তিশুভ্রমঞ্জুবিগ্রহে
পুষ্পিতে সমং ত্বয়াদ্য মে প্রিয়ালিবর্গ হে।
রন্তুমত্র বাঞ্ছিতানি চিত্তবৃত্তিরুদ্বহে-
দেবমস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কান্ত হে ॥ ১১ ॥

(গোবি০ ২২।১০)

উত্থিতঃ স রমণীগণসঙ্গী, বৃন্দয়াপ্যনুগতো মৃদু গায়ন্।
প্রত্যগং প্রতিলতং প্রতিকুঞ্জং, স প্রদক্ষিণতয়া ভ্রমতি স্ম ॥ ১২ ॥

(গোবি০ ২২।১১)

হরিতি হরিতি হারী পূর্ণয়ন্ কর্ণমোদং
মদকল-কলকণ্ঠী-কণ্ঠনাদো জজৃম্ভে।
সুমধুরমধু-রাজন্মাধবীগন্ধবন্ধু-
র্গতিমতনুত মন্দশ্চান্দনো গন্ধবাহঃ ॥ ১৩ ॥

(আ০ ১৭।১০)

নৃত্যযুক্ত এবং কোকিল ও ভ্রমরের নিনাদে প্রতিধ্বনিত বনদর্শন করিয়া তাহাতে বিহার করিতে বাসনা করিলেন। (১০) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বংশীগান-দ্বারা গোপীকাগণকে স্বীয় অভিলাষ অবগত করাইলেন এবং গোপীসকলও প্রত্যুত্তরস্বরূপ কৃষ্ণনামযুক্ত গানদ্বারা অনুমোদন করিলেন। (১১) হে প্রিয়সখীগণ! পুষ্পিত ও চন্দ্রমার কৌমুদীমালায় শুভ্র ও মনোহর এই কাননে অদ্য প্রিয় আলিবর্গ তোমাদিগের সহিত মদীয় চিত্তবৃত্তি নানাবিধ অভিলাষ বহন করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের এইকথা শ্রবণ করিয়া সখীসকল প্রফুল্লমনে বলিলেন,—"হে কৃষ্ণ! হে কান্ত! যাহা বলিলে তাহাই হউক। (১২) গোপীগণের এইরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র স্বীয় রমণী-সকলের সহিত উত্থিত হইয়া মৃদুস্বরে গান করত প্রতিবৃক্ষ, প্রতিলতা এবং প্রতি কুঞ্জে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কুসুমকুলমফুল্লং মল্লিকা-বল্লিকানাং
মদমধুপযুবানোঽলঙ্কৃতা ঝঙ্কৃতেন।
উপরি পরিপিবন্তো বাদয়ন্তে স্ম শঙ্খা-
নিব নিবিড়নিদাঘশ্রী-বিহারোৎসবস্ত ॥ ১৪ ॥
(আ০ ১৭।১১)

সরসি সরসি সারং সারসামোদমীয়ু-
র্মদকল-কলহংসাঃ সারসাঃ সারসাশ্চ।
বিকচ-কুমুদিনীনাং মণ্ডলে গন্ধলুব্ধা
ব্যধিষত রতিকেলিং চঞ্চলাশ্চঞ্চরীকাঃ ॥ ১৫ ॥
(আ০ ১৭।১২)

বনবিহারকালে যুগলের রূপমাধুর্য্যে বৃন্দাবনীয় বস্তুচয়ের বিবিধ আনন্দচেষ্টা

(১৩) তৎকালে দিকে দিকে মত্ততাজন্য মধুরাস্ফুট শব্দকারী কোকিল-গণের মনোহর কণ্ঠধ্বনি কর্ণকে আনন্দ পূর্ণ করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। সুমধুর বসন্তদ্বারা শোভমান (অথবা সুমধুর মধুদ্বারা বিরাজিত) মাধবী-পুষ্পের গন্ধবহনকারী মৃদুমন্দ মলয়পবন গতিবিস্তার করিতে লাগিল অর্থাৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল। (১৪) ঝঙ্কারভূষিত অর্থাৎ ঝঙ্কার-শব্দকারী মদমত্ত মধুকর যুবকগণ মল্লিকালতাসকলের অবিকসিত কুসুমসমূহকে উপরিভাগে পান করিতে করিতে নিবিড় নিদাঘশ্রীর বিহারোৎসবের শঙ্খ-সমূহকেই যেন বাজাইতে লাগিল। (কোরক-পান যেমন মত্ততা-ব্যঞ্জক, সেইরূপ শঙ্খসকলের অগ্রভাগে মুখ রাখিয়া বাজানও মত্ততাব্যঞ্জক।) (১৫) আরও, মদভরে কলনাদকারী কলহংসগণ এবং সম্যক্ শব্দায়মান সারস-সমূহ, প্রতি সরোবরে পুনঃ পুনঃ গমন করিয়া হর্ষপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। প্রফুল্ল কুমুদিনী-সমূহে গন্ধলুব্ধ চঞ্চল ভ্রমরগণ রতিকেলি বিধান করিতে লাগিল।

আনন্দেন সমন্ততো জয় জয়েত্যুৎকীর্ত্তিতং পত্রিভি-
র্বল্লীভিঃ পরিতঃ স্মিতং ক্ষিতিরুহৈ রোমাঞ্চিতং সর্ব্বতঃ।
অন্যোন্য-প্রিয়সঙ্কথাকুলতয়া সংযুক্তমেণীগণৈঃ
পুষ্পাণাং মকরন্দবিন্দুনিবহৈঃ স্বিন্নং ধরণ্যাপি চ ॥ ১৬ ॥
(আ০ ১৭।১৮৩)

সমেতাভিস্তাভিঃ সহ স হরিরানন্দলহরী-
হরিদ্বৃন্দাপ্লাবী স্মিতমধুর-মুগ্ধাস্যবিধুভিঃ।
অকম্পাভিঃ শম্পাততিভিরিব সম্পালিততনু-
র্ধরাধারো ধারাধর ইব নবীনো ব্যহরত ॥ ১৭ ॥
(আ০ ১৭।১৮৬)

সোৎকণ্ঠৈরুপগীয়মানচরিতঃ প্রেম্ণা সুকণ্ঠীগণৈঃ
কণ্ঠেনাপি চ বেণুনাপি চ কলং গায়ন্ ক্রমেণৈব সঃ।
মালামালুলিতামলীন্দ্রগরুতাং বাতৈঃ পদালম্বিনীং
বিভ্রাণঃ প্রতিভূরুহং প্রতিলতং বভ্রাম দামোদরঃ ॥ ১৮ ॥
(আ০ ১৭।১৮৭)

---

(১৬) চতুর্দিকে পক্ষিগণ আনন্দভরে জয় জয় রবে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে লাগিল; লতাসকল চারিদিকে মৃদুহাস্য করিতে লাগিল; বৃক্ষসমূহ সকলদিকে রোমাঞ্চিত হইল; মৃগীগণ পরস্পর প্রিয়ের সংলাপে আকুলতাযুক্ত হইল এবং ধরণীও পুষ্পসমূহের মকরন্দবিন্দুনিবহ-দ্বারা স্বেদযুক্ত হইল। (১৭) আনন্দতরঙ্গে দিক্‌সকল-সংপ্লাবক শ্রীহরি, মৃদুহাস্যদ্বারা মধুর ও মনোহর বদনচন্দ্রবিশিষ্ট, সেই সমাগত ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্গে নিষ্কম্প সৌদামিনী-মণ্ডলীর ন্যায় তাঁহাদের কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত এবং সুরক্ষিত দেহ হইয়া ভূতলস্থিত নবীন জলধরের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। (১৮) সুকণ্ঠী রমণীগণ প্রেমভরে উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণের

চিত্রৈঃ পত্রৈর্নখবিদলিতৈঃ কল্পয়ন্ পত্রলেখাং
নানাপুষ্পৈঃ স্বকর-বিচিতৈঃ কঞ্চুলীং নির্মিমাণঃ।
বল্লীখণ্ডৈঃ স্তবকচটুলৈঃ সাধয়ন্নঙ্গদাদী-
ন্যাসান্তেনেহলক-ললিততাং ধূলিভিঃ কৌসুমীভিঃ ॥ ১৯ ॥
(আ০ ১৭।১৯০)

হারং মল্লীকুসুম-নিকরৈঃ পত্রপাশ্যাং কদম্বৈ-
রুত্তংসঞ্চ স্থলসরসিজৈর্গণ্ডশোভাঞ্চ লোধ্রৈঃ।
কুন্দৈঃ কণ্ঠাভরণ-রচনাং কেশরৈঃ কাঞ্চিমাসাং
কুর্বন্ স্বীয়াং যুগপদনঘাং দর্শয়ামাস শিক্ষাম্ ॥ ২০ ॥
(আ০ ১৭।১৯১)

চরিত্র গান করিতে লাগিলেন এবং সেই দামোদরও নিজকণ্ঠে ও বেণুদ্বারা সুমধুর গান করিতে করিতে শ্রেষ্ঠ মধুকরগণের পক্ষপবনে সম্যক্ দোলায়-মানা ও চরণপর্য্যন্ত বিলম্বিতা মালা ধারণপূর্বক প্রত্যেক বৃক্ষলতাতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। (১৯) শ্রীশ্যামসুন্দর নিজ নখচ্ছিন্ন বিচিত্র পত্রসমূহের দ্বারা সেই ব্রজসীমন্তিনীগণের পত্রলেখা রচনা করিলেন; স্বীয় করকমলদ্বারা নানাপ্রকার পুষ্পসকল চয়নপূর্বক তদ্দ্বারা তাঁহাদের কঞ্চুলীসমূহ নির্ম্মাণ করিলেন; স্তবকদ্বারা শোভমান লতাখণ্ডসমূহদ্বারা অঙ্গদাদি প্রস্তুত করিলেন এবং পুষ্পধূলিরাশিদ্বারা তাঁহাদের অলকাবলীর সৌন্দর্য্য বিস্তার করিলেন। (২০) অধিকন্তু, শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে মল্লিকা-কুসুমসমূহের দ্বারা তাঁহাদের হার, কদম্বপুষ্পসকলের দ্বারা পত্রপাশ্যা অর্থাৎ ললাটের অলঙ্কার, স্থলপদ্মসমূহ-দ্বারা শিরোভূষণ, লোধ্রপুষ্প-সকলদ্বারা গণ্ডশোভা, কুন্দপুষ্পদ্বারা কণ্ঠাভরণ এবং কেশর অর্থাৎ বকুল অথবা নাগকেশর পুষ্পসমূহদ্বারা তাঁহাদের কাঞ্চী-রচনা করত তাঁহাদিগকে নিজ নির্দোষ শিক্ষা প্রদর্শন করাইয়াছিলেন।

কাচিৎ কেশর-কুট্মলং শ্রবণয়োঃ কাচিৎ কচে কেতকীং
কাচিদ্বক্ষসি তস্য মল্লিকুসুমৈরাকল্প্য হারোত্তমম্।
উষ্ণীষেঽকৃত কিঙ্কিরাতমপরা যূথীস্রজঃ খণ্ডকৈঃ
কাচিৎ কঙ্কণমঙ্গদঞ্চ বকুলৈঃ কাচিচ্চ কাঞ্চীগুণম্ ॥ ২১ ॥

(আ০ ১৭।১৯২)

তেষু চারব্ধে বনবিলাসে নিরাবিলাসে নিরাবরণ-রণন্মদকল-কলকণ্ঠ-রোলম্বলম্বমান-কলঝঙ্কার-মাধুরীধুরীণাসু দিঙ্মণ্ডলীষু মদনমদ-নমদ্ধিয়ো ধিয়োঢ়কৃষ্ণরতয়ো যূথশ এব ॥ (আ০ ১৭।১৯৪)

পুন্নাগেভ্যঃ কনকরুচিভিশ্চীয়মানৈঃ পরাগৈ-
র্ভৃঙ্গাসঙ্গাদপি সুবিশদাং চন্দ্রিকাং স্নাপয়দ্ভিঃ।
তত্রাকালস্মরণ ইবোদ্ধূতধূলী-প্রপূরৈ-
র্ঝংঝঙ্কার-ক্ষুভিতবলয়ৈরপ্যধুঃ প্রাণনাথম্ ॥ ২২ ॥

(আ০ ১৭।১৯৫)

---

(২১) কোনও সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণযুগলে কেশর-(নাগকেশর অথবা বকুল) মুকুল, কেশে কেতকীপুষ্প অর্পণ করিলেন। কেহ মল্লিকাপুষ্পসমূহ-দ্বারা উত্তম হার রচনা করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রদান করিলেন। কোথাও শ্রেষ্ঠা গোপী তাঁহার উষ্ণীষে অশোকপুষ্প অর্পণ করিলেন। কেহ যূথীপুষ্প-মালার খণ্ডসকলদ্বারা তাঁহার কঙ্কণ, কেহ বকুলপুষ্পাবলীর দ্বারা অঙ্গদ এবং কেহ বা তাঁহার কাঞ্চীগুণ রচনা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বিলাসাদি

(২২) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে নিরাবিল (নিষ্পাপ) স্থিতিবিশিষ্ট অর্থাৎ বিশুদ্ধ বনবিলাস আরম্ভ হইলে দিঙ্মণ্ডল, আবরণ-শূন্যভাবে অর্থাৎ মুক্তকণ্ঠে শব্দায়মান মদমত্ত কোকিল ও ভ্রমরগণ-কৃত

নানাপুষ্পৈঃ স্বয়মবচিতৈঃ কন্দুকান্ কল্পয়িত্বা
তৈস্তৈর্নিঘ্নন্ যুগপদভিতো হন্যমানশ্চ তাভিঃ।
অক্ষোভেণ ব্যজয়ত বধূযূথপানাং স যূথং
তৎপক্ষীয়ৈর্জয় জয় জয়েত্যাজগে পক্ষিসঙ্ঘৈঃ ॥ ২৩ ॥
(আ০ ১৭।১৯৬)

দর্পোৎসেকাৎ সহ-পরিজনাং রাধিকাং জেতুকামে
কৃষ্ণে পূর্বং জিতবতি সমং কন্দুকৈরালিবৃন্দম্।
তস্যাঃ কোপভ্রুকুটি-কুটিলৈর্নির্জিতেঽস্মিন্ কটাক্ষৈ
রেণুর্হী হী জিতমিতি মুহুস্তদ্গণাঃ পক্ষিসঙ্ঘাঃ ॥ ২৪ ॥
(আ০ ১৭।১৯৭)

সুমধুর ঝঙ্কারমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইল এবং চতুর্দিকে হৃদয়ে কৃষ্ণরতি বহন-কারিণী গোপিকাগণ যূথে-যূথে মদনমদে নমিতবুদ্ধি অর্থাৎ আকুলচিত্তা হইলেন। অনন্তর কনকরুচি ব্রজাঙ্গনাগণ পুন্নাগপুষ্পসমূহে ভৃঙ্গসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও সেই পুষ্পসকল হইতে সুবিশদ (সুশুভ্র বা সুনির্মল) চন্দ্রিকা-ম্লানকারী পরাগরাশি চয়নপূর্বক সেই অকালকৃত কন্দর্পযুদ্ধে ঝঙ্কারক্ষুভিত বলয়াবলী-সহকারে নিক্ষিপ্ত ধূলিপুঞ্জের ন্যায় সেই পরাগপুঞ্জদ্বারা প্রাণনাথকে আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। (২৩) নানাপ্রকার পুষ্প স্বয়ং চয়ন-পূর্বক তদ্দ্বারা কন্দুকসমূহ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই কন্দুকসমূহদ্বারা গোপসুন্দরীগণকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারাও ঐ-প্রকার কন্দুকসকল রচনা করত তদ্দ্বারা তাঁহাকে যুগপৎ চারিদিক হইতে আঘাত করিতে লাগিলেন, এই প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও শ্রীব্রজরাজনন্দন অক্ষোভ অর্থাৎ অচঞ্চলতাহেতু ব্রজবধূ যূথেশ্বরীগণের যূথকে জয় করিয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় শুকাদি পক্ষিগণ "জয় জয় জয়" বলিয়া গান করিতে লাগিল। (২৪) শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ কন্দুকসমূহদ্বারা যুগপৎ সখীগণকে জয় করিয়া

আচিন্বানাং সুরভিসুরসং কেশরং ভৃঙ্গবাধা-
বিত্রস্তাক্ষীং চকিত-চকিতাং পাণিপদ্মং ধুনানাম্।
পুন্নাগং যদ্ধরসি তদহো যোগ্যমেতত্তবেতি
স্মায়ং স্মায়ং নমিতবদনাং স্মাপয়ামাস রাধাম্ ॥ ২৫ ॥

(আ০ ১৭।১৯৯)

পাদাগ্রেণ ক্ষিতিতলমবষ্টভ্য দোর্বল্লিমুচ্চৈ-
রুন্নীয়ৈকং কুসুমমতুলং দূরতো হর্ত্তুমিচ্ছুঃ।
নীবী-স্রংসে চকিত-চকিতা পৃষ্ঠমাগত্য ধৃত্বা
দোর্ভ্যামুত্থাপয়তি দয়িতে তত্রপে তত্র রাধা ॥ ২৬ ॥

(আ০ ১৭।২০১)

গর্বোদ্রেক-হেতু পরিজনগণ-সহিত শ্রীরাধিকাকে জয় করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাঁহার কোপজনিত ভ্রূকুটি-ভরে কুটিল কটাক্ষদ্বারা নির্জ্জিত হইলেন। তখন শ্রীরাধাপক্ষীয় সারিকা-প্রভৃতি পক্ষিগণ "শ্রীরাধার জয়" বলিয়া পুনঃ পুনঃ শব্দ করিতে লাগিল। (২৫) শ্রীরাধিকা সুগন্ধি ও সুরসযুক্ত কেশর অর্থাৎ পুন্নাগ পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলে তিনি ভৃঙ্গকর্ত্তৃক বাধা-প্রাপ্তি-হেতু বিত্রস্তনয়নে অতিশয় চকিতভাবে করকমল কম্পিত করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"তুমি যে পুন্নাগ (অর্থাৎ পুন্নাগপুষ্প, শ্লেষপক্ষে পুরুষশ্রেষ্ঠ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে) হরণ করিতেছ, তাহাতে তোমার সম্বন্ধে ইহা যোগ্য বটে।" এই বলিয়া তিনি মৃদুহাস্য করিতে করিতে নমিতবদনা শ্রীরাধাকে মৃদুহাস্যযুক্তা করাইয়াছিলেন। (২৬) শ্রীরাধিকা চরণের অগ্রভাগদ্বারা ভূমিতল আশ্রয়পূর্বক বাহুলতা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করত একটী অনুপম কুসুমকে দূর হইতে হরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এমন সময়ে তাঁহার নীবীবন্ধন শিথিল হওয়ায় তিনি অতিশয় চকিতা হইলেন। তখন প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পৃষ্ঠভাগে আসিয়া দুইটি

কাচিৎ কৈতবতো রজঃ কুসুমজং লগ্নং মমাক্ষোরিতি
ত্রস্তা পাণিসরোরুহেণ বলয়-ক্বাণেন হাহাকৃতা।
মার্জন্তী ত্বরিতং সমেত্য দয়িতেনালোকয়ামীত্যলং
নির্ভাষ্যানন-পদ্মমারুতমিষাদক্ষোশ্চিরং চুম্বিতা ॥ ২৭॥
(আ০ ১৭।২০৩)

হস্তাপ্রাপ্যে কুসুমনিকরে পাণিমুল্লাস্য হর্ত্তুং
যাং যামেষা স্ফুটবিটপিনাং হস্ত নাসীৎ সমর্থা।
তস্যাঃ সাতিপ্রণয়ভরতো হস্তশাখৈব তেষা-
মালীভাবাদিব বিনমিতা পাণিলগ্না বভূব ॥ ২৮ ॥
(আ০ ১৭।২০৫)

মন্দারৈর্হরিচন্দনৈরগুরুভিঃ সন্তানকৈশ্চম্পকৈঃ
পুন্নাগৈর্বকুলৈর্বকৈঃ কুরুবকৈঃ কঙ্কেল্লিভিঃ কেতকৈঃ।
যূথীজাত্যতিমুক্তপাটলিজবা-শেফালিকাবল্লিভি-
র্মল্লীভির্মুচুকুন্দ-কুন্দকরুণৈঃ সৎস্বর্ণ-যূথ্যাদিভিঃ ॥ ২৯ ॥
(কৃষ্ণা০ ৩।৪৩)

বাহুদ্বারা তাঁহাকে ধারণপূর্ব্বক উত্থাপিত করিলে শ্রীরাধা তাহাতে লজ্জা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (২৭) কোনও ব্রজললনা কপটতাপূর্ব্বক বাহুলতা ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক "আমার নয়নযুগলে পুষ্পরেণু সংলগ্ন হইয়াছে" এই বলিয়া ভীতা হইয়া বলয়ধ্বনি-সমন্বিত করকমলদ্বারা নেত্রযুগল মার্জনা করিতে লাগিলেন। তখন প্রিয়তম 'হাহাকার' করিতে করিতে সত্বর আসিয়া দেখি দেখি বলিতে বলিতে বদনকমলের বায়ুপ্রদানচ্ছলে অর্থাৎ ফু দেওয়ার ছলে তাঁহার নয়নযুগলে চুম্বন করিলেন। (২৮) কুসুমসকল হস্তদ্বারা অপ্রাপ্য হওয়ায় শ্রীরাধিকা হস্ত উত্তোলন-পূর্বক কুসুমিত তরুগণের

পূগৈর্দাড়িমনারিকেল-পনসৈ রম্ভাভিরাম্রাতকৈ-
র্নারঙ্গৈ রুচকৈর্মধূকশমিকা-কক্কোল-কুদ্দালকৈঃ।
ভব্যৈরামলকী-লবঙ্গলবলী-সৎকর্মরঙ্গাদিভি-
র্জম্বীরাবলি-সল্লকী-করুণকৈরম্লানকুব্জাদিভিঃ ॥ ৩০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৩।৪৪)

বানস্পত্যবনস্পতি-ব্যতিকরৈরপ্রাকৃতৈঃ প্রাকৃতৈঃ
সর্বৈ রত্নময়ালবাল-বলয়ৈর্নানালতালিঙ্গিতৈঃ।
পুণ্যারণ্যবরেণ্যমৌলিমণিভির্ধন্যৈরথান্যৈর্দ্রুমৈ-
র্জুষ্টং তদ্বনমাবিবেশ স সমং রামাগণৈরুত্তমৈঃ ॥ ৩১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৩।৪৫)

যে যে শাখা হরণ করিতে অসমর্থা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের সখীভাব-হেতুই যেন সেই সেই শাখাই শ্রীরাধার অতিশয় প্রণয়ভরে বিনমিত হইয়া তাঁহার করলগ্না হইয়াছিল।

বনশোভা-বর্ণনা

(২৯-৩১) মন্দার, হরিচন্দন, অগুরু, সন্তান, চম্পক, পুন্নাগ, বকুল, বক, কুরুবক, অশোক, কেতকী, যূথী, জাতি, মাধবী, পাটল (গোলাপ), জবা, শেফালিকা, মল্লী, মুচুকুন্দ, কুন্দ, নবমল্লিকা, স্বর্ণযূথিকাদি পুষ্পবৃক্ষরাজি, পূগ (গুবাক), দাড়িম, নারিকেল, কাঁঠাল, রম্ভা, আম্রাতক, নারঙ্গ (কমলা), রুচক (টাবা), মধূক (মহুয়া), শমিকা, কক্কোল (কাঁকলা), কোবিদার, চালতা, আমলকী, লবঙ্গ, লবলী (নোয়াড়ী), উত্তম কামরাঙ্গাদি, জম্বীরসমূহ, সল্লকী, করুণালেবু এবং অম্লান (আমলা) ও কুব্জকাদি ফলযুক্ত বৃক্ষসমূহ, অপ্রাকৃত অথচ লোকপ্রসিদ্ধ বানস্পত্য (পুষ্পজাত ফলশীল বৃক্ষ) ও বনস্পতি (পুষ্প-বিনা ফলবান্ বৃক্ষ) সমূহ সকলেই রত্নময় আলবালসমূহে বেষ্টিত এবং নানাবিধ লতাদ্বারা আলিঙ্গিত ও পুণ্য অরণ্যশ্রেষ্ঠরাজির

কাণ্ডং মারকতং প্রভূতবিটপাঃ শাখাঃ সুবর্ণাত্মিকাঃ
পত্রালী কুরুবিন্দকন্দলময়ী প্রাবালিকাঃ কোরকাঃ।
পুষ্পাণাং নিকরঃ সুহীরকময়ো বৈদূর্য্যকীয়া ফল-
শ্রেণী যস্য স কোঽপি শাখি-নিকরো যত্রাতিমাত্রোজ্জ্বলঃ॥৩২॥
(কৃষ্ণা০ ৩।৪৬)

যেষাং রত্নময়ালবাল-বলয়ক্রীড়াদ্রিনির্যৎপয়ঃ-
পূরেষু প্রতিবিম্বতো হ্যভয়তো বিস্তারবচ্ছ্রেণয়ঃ।
যে বৈ চিত্রপবিত্র-পত্রিনিকরে সর্বত্র মৈত্রীজুষঃ
কামং কামদুহোঽখিলাঃ ক্ষিতিরুহস্ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীজুষঃ ॥৩৩॥
(কৃষ্ণা০ ৩।৪৭)

নানামঞ্জুলকুঞ্জ-মণ্ডপকুলৈর্নানামণীমন্দিরৈ-
র্নানারত্নময়ৈর্ভুবঃ পরিসরৈর্নির্যত্ন-রত্নাঙ্কুরৈঃ।
ক্বাপি ক্বাপি বনস্থলী সুললিতা কৃষ্ণাভ-মৃৎস্নাময়ী
বৈচিত্রী নহি তত্র ধাতৃবিহিতা নিত্যৈব সা চিন্ময়ী ॥ ৩৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ৩।৪৮)

শিরোমণি-স্বরূপে অন্যান্য ধন্য বৃক্ষশ্রেণীও ঐ বনের শোভা-সমৃদ্ধি বিধান করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ বনে প্রমদোত্তমাগণের সহিত প্রবেশ করিলেন। (৩২) যাহার স্কন্ধ মরকত বর্ণ, যাহার বহু বহু প্রশাখাযুক্ত শাখাগুলি স্বর্ণবর্ণ, পত্ররাজি পদ্মরাগমণির অঙ্কুরময়, কোরকসমূহ প্রবালময়, পুষ্পসমূহ সুন্দর হীরকের ন্যায় এবং ফলরাশিও বৈদূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল—এবম্বিধ অনির্বচনীয় অত্যুজ্জ্বল বৃক্ষবিততি তথায় বিরাজ করিতেছে! (৩৩) রত্নময় আলবালসমূহে গিরি-গোবর্দ্ধন হইতে ক্ষরিত জলপ্রবাহসকলে প্রতিবিম্বিত হইয়া উভয়তঃ (জলে ও স্থলে) যাহাদের বিস্তারিত শ্রেণীসমূহ পরিদৃষ্ট হয়—যাহারা সর্বত্রই বিচিত্র পবিত্র পক্ষিনিবহের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে—

বদ্ধা কাপি বনস্থলী মরকতৈর্যস্যাং চরন্তি ধ্রুবা
বাষ্পচ্ছেদ্যতৃণাঙ্কুরভ্রমবশাদেণ্যো বরেণ্যোৎসবাঃ।
সিদ্ধান্যা কুরুবিন্দ-কন্দলকুলৈর্যস্যাং হিমস্যাগমে
বালার্কদ্যুতিতর্কতশ্চমরিকাঃ ক্রীড়ন্তি কালক্রমে ॥ ৩৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৩।৪৯)

বিস্ফার-স্ফটিকেন্দ্র-সান্দ্রসরসা কাচিন্নিদাঘাতুরাঃ
সেবন্তে ঘনচন্দ্রিকাচয়ধিয়া যাং সম্বরাণাং বরাঃ।
কাচিন্নীলমণীন্দ্রবৃন্দঘটিতা ধ্বান্তভ্রমে সঙ্গতে
যামাশ্রিত্য নিদাঘদীধিতিভিয়া ঘূকাঃ সুখং শেরতে ॥৩৬॥
(কৃষ্ণা০ ৩।৫০)

ত্রৈলোক্য শোভা-নিষেবিত সেই নিখিল বৃক্ষমণ্ডলী যথেচ্ছ কামদোহন অর্থাৎ বাঞ্ছাপূর্ত্তি করিয়া বিরাজমান। (৩৪) কোথাও বা নানাবিধ মনোজ্ঞ কুঞ্জমণ্ডপ-রাজিদ্বারা, কোথাও বা নানাবিধ মণিমন্দিরশ্রেণীদ্বারা, কোথাও বা নানাবিধ রত্নময় ভূমিখণ্ডদ্বারা, আবার কোথাও বা যত্ন-ব্যতিরেকেও উৎপন্ন রত্নাঙ্কুরময় ভূমিভাগদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ প্রশস্ত মৃত্তিকাযুক্ত বনস্থলী অতি মনোহর দেখাইতেছে। অহো! ঐ স্থানের বৈচিত্রী বিধাতাকর্ত্তৃক নির্মিত নহে—উহা নিত্য চিন্ময়ী। (৩৫) কোনও বনস্থলী মরকতমণিসমূহদ্বারা বদ্ধ—তাহাতে হরিণীগণ বাষ্পচ্ছেদ্য (অতিসুকোমল) তৃণাঙ্কুর-ভ্রমে নিত্যই মহা-মহোৎসব-পরায়ণ হইয়া থাকে। অন্য বনস্থলী বা পদ্মরাগমণির অঙ্কুরসমূহে রচিত—তাহাতে কালক্রমে হিমাগমে (শীতকালে) চমরীমৃগগণ তরুণ-সূর্য্যের কিরণভ্রমে সর্বদা বিচরণ করিয়া থাকে!! (৩৬) কোনও বনভূমি বিস্তারিত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ স্ফটিকমণিদ্বারা বদ্ধ হইয়া মহা-রসময় হইয়াছে—গ্রীষ্মাতুর 'সম্বর'-নামক মৃগবরসমূহ ঘনজ্যোৎস্নাবুদ্ধি করত তথায় গিয়া থাকে। কোনও বনপ্রদেশ বা ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা ঘটিত—তাহাতে অন্ধকার

বাসন্তী-কলিকালি-মৌক্তিকলতা মল্লীপ্রসূনাঞ্চিতা
কাদম্বস্তবক-স্তনাম্বুজমুখী লোধ্রাবতংসান্বিতা।
দাম্না দামনকেন বদ্ধমধুপশ্রেণী সুবেণীপ্রিয়া
লক্ষ্মীস্তস্য বনস্য কৃষ্ণমভজৎ ষণ্ণামৃতূনাং প্রিয়া ॥ ৩৭ ॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৫১)

প্রালেয়ৈর্যবসাঙ্কুরৈর্মধুরসৈর্গন্ধৈঃ প্রসূনোত্তমৈঃ
শ্রেণ্যোর্দ্ধং গতয়ালিনাং সুমুকুলৈশ্চ্যোতৈঃ ফলৈঃ পক্তিমৈঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়গন্ধ-সুমনোধূপ-প্রদীপাবলী-
নৈবেদ্যানি ততান সা বনরুহাং কৃষ্ণার্চনে মণ্ডলী ॥ ৩৮ ॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৫২)

ভ্রম করিয়া গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যকিরণভীত পেচকসকল ঐ স্থলে আশ্রয় করিয়া সুখে শয়ন করে। (৩৭) ছয় ঋতুর প্রিয়া সেই বনের লক্ষ্মী (শোভা, বনদেবী) শ্রীকৃষ্ণকে (নিজসৌন্দর্য্য দেখাইয়া) সেবা করিল। উহা অর্থাৎ ঐ বনলক্ষ্মী (বসন্ত ঋতুর) বাসন্তী কলিকাসমূহ-রূপ মুক্তাহার ধারণ করিয়াছে—(গ্রীষ্ম ঋতুর) মল্লিকাকুসুমে ভূষিত হইয়াছে—(বর্ষা ঋতুর) কদম্বস্তবকরূপ স্তনযুগল প্রকট করিয়াছে—(শরৎ ঋতুর) পদ্মসুষমায় মুখশ্রী ধারণ করিয়াছে—(হেমন্ত ঋতুর) লোধ্রপুষ্পের কর্ণভূষণ পরিধান করিয়াছে এবং (শীত ঋতুর) দমনক-মালায় আবদ্ধ মধুকরমালারূপ সুন্দর বেণী-ধারণে প্রিয়করী হইয়া উহা বিরাজ করিতেছে !! (৩৮) ঐ বনের বৃক্ষরাজিও শ্রীকৃষ্ণপূজার জন্য নানাবিধ সামগ্রী আহরণ করিয়াছে, তাহারা শিশিরবিন্দু-সমূহে পাদ্য, তৃণাঙ্কুরে অর্ঘ্য, মধুরসে আচমনীয়, সুগন্ধদ্বারা গন্ধ, উত্তমোত্তম কুসুমসমূহে পুষ্প, ভ্রমররাজির ঊর্দ্ধগত শ্রেণীদ্বারা ধূপ, সুন্দর সুন্দর মুকুল-সমূহে দীপ এবং ক্ষরিত সুপক্ক ফলরাজিদ্বারা নৈবেদ্য নিবেদন করিল !!

চঞ্চদ্বাত-গুরূপদিষ্টনটনা ভৃঙ্গাবলী-গায়নী
গীতার্থাভিনয়োল্লসদ্দলকরা দিব্যাঙ্গিকোল্লাসিনী।
আপীনস্তবকস্তনপ্রকটন-ব্রীড়াতিকম্রানতিঃ
প্রোন্মীলৎকুসুমস্মিতা হরিপুরোঽনৃত্যল্লতানাং ততিঃ ॥৩৯॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৫৩)

তত্রৈকা কুসুমস্মিতং দলকরেণাচ্ছাদয়দ্ব্রীড়িতা
হর্ষাস্রং মকরন্দবিন্দুভিরুদস্রাক্ষীৎ পরানন্দিতা।
আরৌৎসীদপরা পরাগপটলীচীনেন পীনস্তন-
শ্রীভাজস্তবকান্ বিকীর্য্য মধুপানঙ্গাৎ স্থিতাঃ কাশ্চন ॥ ৪০ ॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৫৪)

চঞ্চৎকোকিল-কূজিতেন মরুতা লোলৈর্দলৈঃ পাণিভিঃ
স্তোকোল্লাসি-বিকাসিপুষ্পহসিতা ব্যক্তাভিরাহূতিভিঃ।
এহ্যেহীতি মনোরথোজ্জ্বলমনা নিঃসাধ্বসৈবোৎসুকা
বীক্ষ্যেবাহ্বয়তীব কৃষ্ণমসকৃৎ কাচিল্লতাশ্রেণিকা ॥ ৪১ ॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৫৫)

---

(৩৯) লতাশ্রেণী কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য করিতে লাগিল—চঞ্চল বায়ুরূপ গুরু তাহাদিগকে নৃত্যপ্রকার উপদেশ করিল। ভৃঙ্গাবলী তাহাদের গায়ক হইল—গীতার্থ অভিনয় করিবার জন্য (হস্তসঞ্চালন-ক্রমে হৃদ্গতভাবের অভিব্যক্তির নিমিত্ত) তাহারা দল (পত্র)-রূপ করের শোভা বিস্তার করিল—অঙ্গনিষ্পন্ন ভাবব্যঞ্জক ভ্রূক্ষেপাদিদ্বারা উল্লাস-প্রকাশনের জন্য ক্রীড়াপর অঙ্গসমূহকে উল্লসিত (প্রকটিত) করিল—স্থূল স্তবকরূপ স্তন-প্রকটনে লজ্জাযুক্তা ও অবনমিতা হইয়াই বুঝি অতি কমনীয়া হইল এবং হাস্যবিকাশরূপে কুসুম প্রস্ফুটিত করিল। (৪০) তাহাদিগের মধ্যে আবার

দার্বাঘাট-বিরাবশুষ্করুদিতো ভৃঙ্গাবলী-ভ্রূভৃত-
ভ্রাম্যদ্‌ভ্রূকুটিবীক্ষিতে সতি হরৌ পুষ্পৈঃ সরোষস্মিতঃ।
লোলৈঃ পল্লব-পাণিভির্ননননেত্যাক্ষেপকারী দ্বিজ-
স্বানৈঃ কল্পিতভৎর্সনো বিরুরুচে কশ্চিৎ স বল্লীব্রজঃ ॥ ৪২॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৫৬)

ইত্থং ভাবিত-ভাবভাবুকবতীর্বল্লীততীর্মানয়ন্
ভক্ত্যা পুষ্পফলোপচার-চতুরান্ বীরুহান্নন্দয়ন্।
প্রোন্মীলন্নবশাদ্বলাং তত ইতঃ শ্রীরত্নভূমণ্ডলীং
পদ্ভ্যাং মেদুরয়ংশ্চচার রসিকো বৃন্দাবনান্তঃস্থলীম্ ॥ ৪৩॥

(কৃষ্ণা০ ৩।৫৭)

একটি লতা লজ্জিতা হইয়া দলরূপ হস্তদ্বারা কুসুমরূপ হাস্য আচ্ছাদন করিল—অপরটি আনন্দিতা হইয়া মকরন্দবিন্দুচ্ছলে হর্ষাশ্রুপাত করিল—অন্য একটি পরাগসমূহরূপ বস্ত্রদ্বারা স্থূল স্তনের সৌন্দর্য্যযুক্ত স্তবকগুলিকে আচ্ছাদিত করিল—অন্য একটি ভ্রমরাবলিকে স্বীয় অঙ্গ হইতে বিক্ষেপ করত অবস্থান করিতে লাগিল। (৪১) কোন কোনও লতাশ্রেণী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই পুনঃ পুনঃ আহ্বানই বুঝি করিতে লাগিল—তাহারা চঞ্চল কোকিলকূজনে ও বায়ুদ্বারা আন্দোলিত পত্ররূপ হস্তসঙ্কেতে পরিস্ফুট-ভাবেই "আসুন আসুন" বলিয়া আহ্বান করিল, এবং ঈষৎ উল্লসিত ও বিকশিত পুষ্পরূপ হাস্যমণ্ডিতা ও মনোরথে উজ্জ্বলমনা হইয়া নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের জন্য সমুৎসুকা হইয়া উঠিল। (৪২) শ্রীহরিকে দেখিয়াই কোন কোন লতারাজি (কুট্টমিতাখ্য অলঙ্কার প্রকাশ করিয়াই বুঝি) দার্বাঘাটের অর্থাৎ কাঠঠোক্‌রার বিরাবচ্ছলে শুষ্ক রোদন করিল—ভ্রমরাবলিরূপ ভ্রূদ্বারা ভ্রমণশীল ভ্রূকুটি ধারণ করিল—পুষ্প-বিকসনচ্ছলে সরোষ হাস্যও পরিব্যক্ত করিল—চঞ্চল পল্লবরূপ হস্তদ্বারা 'না না না না' বলিয়া আক্ষেপ

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ, প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাস-দ্বিজকুন্দদীধিতি,-র্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোডুভির্বৃতঃ ॥৪৪॥
(ভা০ ১০।২৯।৪৩)

উপগীয়মান উদ্‌গায়ন্ বনিতাশত-যূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্‌বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্ ॥ ৪৫ ॥
(ভা০ ১০।২৯।৪৪)

সুকণ্ঠীভিঃ কণ্ঠীরব-মধুরমধ্যাভিরভিতঃ
কলং গায়ন্তীভিঃ সরসমনুগীতামলগুণঃ।
স্পৃশন্নঙ্গান্যাসাং স্তবক-কুসুমাদ্যর্পণমিষা-
দকুণ্ঠামুৎকণ্ঠাং নিভৃত-রতয়েঽবর্দ্ধয়দয়ম্ ॥ ৪৬॥
(গোবি০ ২২।২৮)

(নিরসন) করিল এবং পক্ষিগণের কাকলিধ্বনিতে ভর্ৎসনা প্রকট করিয়াই তাহারা শোভা পাইতেছিল। (৪৩) এইভাবে বিভাবিত মঙ্গলময়ী লতারাজির সৎকারপূর্বক এবং ভক্তিভাবে পুষ্পফল উপকরণাদিদ্বারা সেবা-বিধানে নিপুণ বৃক্ষরাজিকে আনন্দ দান করত সেই রসিক শ্রীকৃষ্ণ নব তৃণাঙ্কুরযুক্ত শ্রীরত্নভূমি-সমূহকে ইতস্ততঃ পাদচারণে স্নিগ্ধ করিয়া বৃন্দাবন-মধ্যেই বিহার করিতে লাগিলেন। (৪৪) উদারকর্মা সর্বশোভাময় অচ্যুতের উদার হাস্যে তাঁহার দন্তপংক্তি হইতে বিকশিত মল্লিকার আভা বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার প্রিয়দর্শনে প্রফুল্লমুখী সম্যগ্‌ভাবে মিলিতা গোপবালাগণ-কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি তারকাপরিবৃত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। (৪৫) অসংখ্য কামিনীগণের পতি ভগবান্ কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে কখনও বা গোপাঙ্গনা-দিগের গীত শ্রবণ করিতে করিতে বৈজয়ন্তীমালা ধারণ-পূর্ব্বক বনরাজি শোভিত করিয়া সহর্ষে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। (৪৬) তৎপর সিংহ-

যদ্‌যজ্জগৌ চন্দ্রলতাদিকং হরি-
স্তেনৈব পশ্চাৎ প্রিয়য়া যুতং হরিম্।
বর্ণার্থয়োঃ ক্বাপি বিপর্য্যয়েণ তাঃ
কৃষ্ণস্য নাম্নানুজগুঃ ক চালয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

(গোবি০ ২২।৩১)

স সুদৃশাং সুদৃশাং রুচিকৃদ্‌রুচি,-র্বিরহিতারহিতা নিজতারকাঃ।
সুবিদধদ্‌বিদধৎ কুমুদাবনং, বরমুদে স মুদেতি বিধুর্হি নঃ ॥ ৪৮ ॥

(গোবি০ ২২।৪৫)

ইত্থং গায়ন্ মধুরবিপিন-শ্রীভরালোকতৃপ্তঃ
কান্তাবল্লীরপি বিরচয়ন্ স্বাভিমর্দ্দেন ফুল্লাঃ।
ভ্রামং ভ্রামং ভ্রমর-নিকরৈঃ স্বানুগৈর্বেষ্টিতোঽসৌ
তাভির্বংশীবটবিটপিনঃ কুট্টিমং প্রাপ কৃষ্ণঃ ॥ ৪৯ ॥

(গোবি০ ২২।৪৬)

মধ্যসদৃশ ক্ষীণমধ্যা, সুকণ্ঠী ও মধুরভাষিণী গোপাঙ্গনাসকল শ্রীকৃষ্ণের বিমল গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকিলে তাঁহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ স্পর্শ করত স্তবক ও পুষ্পদানচ্ছলে নিভৃতরতির জন্য তাহাদের উৎকণ্ঠা বৰ্দ্ধন করিলেন। (৪৭) কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বর্ণ, শব্দ, স্বর, তাল, মান, গ্রাম ও মূর্চ্ছনাদি-সহকারে চন্দ্রলতাদি-বিষয়ক যে যে গান করিতে লাগিলেন, সখীসকলও প্রিয়াযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে উল্লেখ করত কোথাও বর্ণ ও অর্থকে বিপরীত করিয়া কৃষ্ণের নামে সেইরূপ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (৪৮) গোপীসকল কহিলেন, বিধু অর্থাৎ যিনি বিশেষপ্রকারে দুঃখখণ্ডন বা সুখকে বিধান করেন, সেই রুচিকর কৃষ্ণ সুনেত্রা ব্রজাঙ্গনাসকলের সুন্দর নয়নসমূহের রুচিকর কান্তিযুক্ত হইয়া স্বপ্রেয়সীবর্গকে বিরহশূন্য করত অসুরাদি বিনাশ করিয়া পৃথিবীর হর্ষবিধান-পূর্বক আমাদিগের আনন্দবৰ্দ্ধনার্থ উদিত হইতেছেন।

তত্রোপবিষ্টঃ স দদর্শ কৃষ্ণাং, স্বদর্শনানন্দবিবৃদ্ধতৃষ্ণাম্।
ফেনালিহাসাং খগনাদগানাং, স্বসঙ্গমায়োৎক-হৃষীকবর্গাম্॥ ৫০॥
(গোবি০ ২২।৪৭)

স্পর্শোৎসবায়োচ্ছলদূর্মিহস্তাং, লোলাব্জরক্তোৎপলফুল্লনেত্রাম্।
সমুচ্ছলন্নক্রমুখোচ্চনাসা,-মাবর্ত্তগর্ত্তোৎসুক-কর্ণপালীম্॥ ৫১॥
(গোবি০ ২২।৪৮)

পুলিনানি সমীক্ষ্যাসৌ তত্র রন্তুমনা হরিঃ।
কৃষ্ণাপারং গন্তুকামঃ সমুত্তস্থৌ প্রিয়াগণৈঃ॥ ৫২॥
(গোবি০ ২২।৪৯)

বংশীবটে গমনাদি ও যমুনাপুলিনে রাসারম্ভ

(৪৯) শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ গান করিয়াও মধুর বনের শোভাসমূহে পরিতৃপ্ত হইয়া কান্তা অর্থাৎ গোপীগণ ও বল্লী অর্থাৎ লতাগণ—এই উভয়কেই নিজ করাদি-কৃত স্পর্শদ্বারা প্রফুল্লিত করিলেন এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগামী ভ্রমরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই গোপসুন্দরীগণের সঙ্গে বংশীবটবৃক্ষের কুট্টিমে অর্থাৎ বেদিতে গমন করিলেন। (৫০) তথায় উপবেশন করত শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণা অর্থাৎ যমুনাকে অবলোকন করিলেন, আহা! যমুনার আশ্চর্য্য শোভা এই যে, তৎকালীন শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্দে তাঁহার তৃষ্ণা বৃদ্ধিশীল হইতে লাগিল, তথা ফেনসমূহই হাস্যরূপে এবং জলচর পক্ষিসকলের নিনাদই গানরূপে পরিণত হইল এবং কৃষ্ণসঙ্গমার্থ তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ উৎসুক হইয়া উঠিল। (৫১) অপিচ কৃষ্ণাঙ্গের স্পর্শজন্য হর্ষভরে তরঙ্গরূপ হস্ত উচ্ছলিত হইল, প্রফুল্ল রক্তপদ্মরূপ নয়ন চঞ্চল হইয়া উঠিল, নক্র অর্থাৎ কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুরূপ নাসিকা উচ্ছলিত হইল এবং আবর্ত্ত (ঘূর্ণা)-রূপ কর্ণসকল উৎসুক হইল। (৫২) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যমুনার পুলিনসমূহ দর্শন করিয়া সেই স্থানে বিহার করিতে ইচ্ছা করত যমুনাপারে গমন করিতে

অথাগতানাং স্বজলান্তিকং সা, তেষাং পদাব্জেষু তরঙ্গহস্তৈঃ।
সমর্প্য পদ্মান্যথ তানি কৃষ্ণা, তৈস্তৈঃ স্পৃশন্তীব মুহুর্ববন্দে ॥ ৫৩॥
(গোবি০ ২২।৫০)

নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্।
জুষ্টং তত্তরলানন্দি-কুমুদামোদবায়ুনা ॥ ৫৪ ॥
(ভা০ ১০।২৯।৪৫)

কহ্লারোৎপল-সৌরভ-প্রণয়িনা বাতেন সম্মার্জিতং
কালিন্দ্যেব সমন্ততঃ স্বলহরী-হস্তেন সংস্কারিতম্।
লিপ্তং পূর্ণসুধাকরস্য কিরণৈঃ কর্পূরধূলিপ্রভং
প্রেয়ঃ প্রাপ্য সসৌরভং তত ইতো বভ্রাম দামোদরঃ॥৫৫॥
(আ০ ১৭।২০৭)

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥ ৫৬ ॥
(ভা০ ১০।৩৩।২)

অভিলাষী হইয়া প্রিয়াসকলের সহিত তথা হইতে উত্থিত হইলেন। (৫৩) তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ-প্রভৃতি সকলে স্বীয় জলসমীপে সমাগত হইলে যমুনা তরঙ্গরূপ হস্তদ্বারা তাঁহাদিগের চরণে পদ্মসমূহ সমর্পণ করিলেন এবং সেই তরঙ্গহস্ত ও পদ্মসকল-দ্বারা যেন তাঁহাদের চরণকমল স্পর্শ করত বারম্বার বন্দনা করিয়াছিলেন। (৫৪) অনন্তর শ্রীনন্দনন্দন বিকশিত কমলপরিমল-বাহী সমীরণসেবিত সুশীতল বালুকাপূর্ণ যমুনাপুলিনে গোপবালাদিগকে লইয়া রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। (৫৫) কালিন্দীকর্তৃক কহ্লার ও উৎপল-সমূহের সৌরভপ্রণয়ী অর্থাৎ সৌরভযুক্ত বায়ুদ্বারা সম্মার্জিত, চতুর্দিকে নিজতরঙ্গরূপ হস্তদ্বারা সংস্কারিত, পূর্ণ সুধাকরের কিরণপুঞ্জদ্বারা লিপ্ত, কর্পূরধূলিপ্রভ ও সৌরভ-সমন্বিত অতি প্রিয়তম সেই পুলিন প্রাপ্ত হইয়া

বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ-করালকোরু-
নীবীস্তনালভন-নর্ম-নখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা-
মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥ ৫৭॥

(ভা০ ১০।২৯।৪৬)

বল্গদ্বল্লবতংসমংসবিলসন্মন্দারমালং নদৎ-
কাঞ্চী-কিঙ্কিণি-কঙ্কণাদি-বিগলৎসংব্যানকং ভ্রাম্যতি।
বিষ্বদ্রীচি মরীচিবীচি-নিচয়ে জীমূতচক্রাকৃতৌ
সর্বাঃ পুপ্লুবিরে স্থিরা নবতড়িন্মালা ইবৈণীদৃশঃ ॥ ৫৮ ॥

(আ০ ২০।৩৩)

দামোদর কান্তাগণের সহিত রমণোপযোগি স্থান নির্দ্ধারণের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। (৫৬) এইরূপে গোবিন্দ সেইসকল অনুবর্ত্তিনী প্রেমবিহ্বলা পরস্পর বদ্ধবাহু স্ত্রীরত্নে বেষ্টিত হইয়া রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। (তোষণী বলেন—নৃত্য-গীতাদি রসসমূহের নাম রাস)

রাসলীলা

(৫৭) শ্রীকৃষ্ণ বাহুপ্রসারণ, আলিঙ্গন, করগ্রহণ, অলকাবলী, **উরু ও কটি-**দেশস্থ-বস্ত্রগ্রন্থি এবং স্তন ইত্যাদি স্পর্শ করিয়া পরিহাস, নখাগ্রপাত বিবিধ ক্রীড়া, কটাক্ষনিক্ষেপ এবং হাস্যদ্বারা ব্রজসুন্দরীদিগের কাম উদ্দীপনপূর্ব্বক তাহাদিগকে রমণে প্রবৃত্তা করাইলেন। (৫৮) সর্ব্বদিকে ব্যাপ্তিশীল কান্তি-তরঙ্গনিকরবিশিষ্ট মেঘপুঞ্জাকৃতি শ্রীশ্যামসুন্দর যখন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মনোহর কর্ণভূষণ দুলিতে লাগিল, স্কন্ধদেশে মন্দারমালা শোভা পাইতে লাগিল, কাঞ্চী কিঙ্কিণী ও কঙ্কণাদি শব্দ করিতে লাগিল এবং অঙ্গের উত্তরীয় বসন বিগলিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে

একস্যা দক্ষিণাংসে বরভুজবলয়ং বামমন্যং পরস্যা
বামাংসে ন্যস্য গাঢ়ং যুগপদভিমুখে দ্বে সমাশ্লিষ্য কান্তে।
তাভ্যাং দত্তপ্রবেশস্ত্বরিতমনুগতঃ পৃষ্ঠমেকাং বিমুঞ্চন্
অন্যাং গৃহ্ণন্ পুরস্তাৎ স পুনরুপসরত্যেবমেব ক্রমেণ॥ ৫৯॥

(আ০ ২০।২৫)

তস্যৈবং ভ্রমতো জবেন সুদৃশাং দ্বে দ্বে সমালিঙ্গতো
মধ্যং মধ্যমনুপ্রবিশ্য বপুষা তেনৈব সা মণ্ডলী।
কিং জ্যোৎস্নাতিমিরৈঃ কিমু স্থিরতড়িন্মেঘৈরথো চম্পক-
শ্যামাব্জৈরুত কাঞ্চনেন্দ্রমণিভিঃ ক্৯প্তামজৈষীৎ স্রজম্॥ ৬০॥

(আ০ ২০.৩১)

শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমণ করিতে লাগিলে স্থিরা নবতড়িন্মালার ন্যায় হরিণলোচনাগণও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। (৫৯) শ্রীশ্যামসুন্দর কোনও ব্রজাঙ্গনার দক্ষিণস্কন্ধে নিজ বাম শ্রেষ্ঠ বাহুমণ্ডল এবং অপর কোনও গোপীর বামস্কন্ধে স্বীয় দক্ষিণভুজ ন্যস্ত করিয়া যুগপৎ অভিমুখস্থিতা দুইজন কান্তাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতেছিলেন এবং সেই দুই কান্তা-কর্তৃক দত্তপ্রবেশ হইয়া সত্বর কোন এক গোপীর পৃষ্ঠভাগে অনুগমন-পূর্বক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রদেশে যাইয়া অন্য কান্তাকে গ্রহণ করত পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই ক্রমানুসারে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপীমণ্ডলমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। (৬০) এই প্রকারে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই সুলোচনার মধ্যে মধ্যে প্রবেশপূর্বক তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করত যখন সবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের সেই শ্যাম অঙ্গদ্বারা আলিঙ্গিত গোপীমণ্ডলী কি তিমিরপুঞ্জাবৃত জ্যোৎস্নাকে, মেঘ-পুঞ্জাচ্ছন্ন স্থির বিদ্যুৎকে, চম্পক ও শ্যামকমলনিকর-বিরচিত মাল্যকে এবং

হ্রস্বাবর্ত্তে সরতি সরসং রাধিকামন্তরস্থাং
দীর্ঘাবর্ত্তে নিকটময়তে মণ্ডলীস্থ-প্রিয়াণাম্।
সূন্নো বেগান্মরকতময়ঃ সূত্রবন্ধ-প্রমুক্তো
লীলাচক্রীপুট ইব হরির্বিভ্রমী বংভ্রমীতি ॥ ৬১ ॥

(আ০ ২০।৩৪)

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥ ৬২ ॥

(ভা০ ১০।৩৩।৫)

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥ ৬৩ ॥

(ভা০ ১০।৩৩।৭)

সুবর্ণ ও ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত মালাকে জয় করিয়াছিলেন। (৬১) অনন্তর মধ্যে ও বাহিরে নীলমণিমণ্ডলদ্বয়-নির্ম্মাপকের ন্যায় চক্রভ্রমি নাট্য হইয়াছিল, যথা,—হ্রস্ব আবর্ত্তসময়ে শ্রীকৃষ্ণ কনকমণিকর্ণিকার ন্যায় মধ্যস্থিতা শ্রীরাধার নিকট আসিয়া তাঁহাকে মণ্ডলীভাবে পরিক্রমা করিতেছিলেন এবং দীর্ঘ আবর্ত্তকালে মণ্ডলীস্থ প্রিয়াগণের নিকট গমন-পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছিলেন। বেগদ্বারা প্রেরিত মরকতময় সূত্রবন্ধপ্রমুক্ত লীলাচক্রীপুটের ন্যায় বিলাসী হরি এইপ্রকার যুগপৎ যেন নীলমণিমণ্ডলদ্বয় রচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন। (৬২) রাসমণ্ডলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণসমন্বিতা গোপীদিগের বলয়, নূপুর ও কাঞ্চীর তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। (৬৩) কেবল যে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদিগের দ্বারা শোভিত হইয়াছিলেন,

মূর্ত্তাঃ সঙ্গীতশাস্ত্রোপনিষদ ইব তাশ্চিত্রমেবাবিরাস-
ন্নাসন্নে রাসলীলারহসি সহসিত-শ্রীমুখাম্ভোজকোষাঃ।
বৈণিক্যো বৈণবিক্যঃ সরসমুদভবন্মৌরজিক্যা সমেতা
গায়ন্ত্যস্তালধারিণ্যপি করকলিতোপাঙ্গমৌপাঙ্গিকী চ ॥ ৬৪ ॥

(আ০ ২০।৫৫)

বাগ্‌গেয়-কারকগুণৈরুপলক্ষিতানাং
সঙ্গীততন্ত্র-রহসামপি পারগাণাম্।
শুদ্ধাঙ্গশুদ্ধতর-কর্কশমার্গলাস্য-
নেত্রী ব্যরোচত ততির্বর-নর্ত্তকীনাম্ ॥ ৬৫ ॥

(আ০ ২০।৫৬)

তাহা নহে, চরণ-বিন্যাস, কর-চালন, ভ্রূবিলাসযুক্ত মৃদুহাস্য, ভঙ্গোন্মুখ মধ্যদেশ, চঞ্চল স্তনবসন এবং গণ্ডস্থলে চপলকুণ্ডলদ্বারা বিরাজমান গোপীগণের বদনমণ্ডল স্বেদসিক্ত হইল। তাঁহাদের কবরী ও কাঞ্চী শিথিল হইয়া পড়িল, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে মেঘমণ্ডলে সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। (৬৪) আসন্ন নিগূঢ় রাসলীলায় তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সঙ্গীত-শাস্ত্রোপনিষদের ন্যায় অতি আশ্চর্য্যরূপেই আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহাদের সুন্দর মুখকমলকোষে হাস্য বর্ত্তমান ছিল। বীণাধারিণী, বেণুবাদিনী, মুরজবাদিনীসহ সমাগতা গায়িকা, তালধারিণী এবং হস্তে উপাঙ্গ (বাদ্যযন্ত্রবিশেষ) ধারণপূর্ব্বক উপাঙ্গবাদিনী সানন্দে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (৬৫) যাঁহারা বাক্যকে গানের বিষয় করিতে পারেন, তাদৃশ ব্যক্তিসমূহের গুণসমূহদ্বারা উপলক্ষিতা সঙ্গীতশাস্ত্র-রহস্যেরও পারগামিনী, শুদ্ধাঙ্গ, শুদ্ধতর ও কর্কশমার্গে নৃত্যব্যাপারে নেত্রী অর্থাৎ নায়িকাস্বরূপা শ্রেষ্ঠা নর্ত্তকীগণ শোভা

গীতং দ্বেধা মার্গদেশীয়ভেদাৎ
ত্রিংশচ্চত্বারশ্চ মার্গপ্রভেদাঃ।
তেষাং তালাঃ পঞ্চ চচ্চৎপুটাদ্যা-
শ্চত্বারিংশদ্‌দ্বৌ চ দেশ্যাং প্রসিদ্ধাঃ ॥ ৬৬॥
(আ০ ২০।৫৭)

থৈয়া তথতথ থৈয়া তথতথ থৈয়া তথত্তিতথ থৈয়া।
থৈয়া তথতথ থৈয়া থগ থগ থগ থগত্তি থদিগণথৈঃ ॥
(আ০ ২০।৫৮।)

ততশ্চৈনং শব্দং গৃহীত্বা—

স্বরং লঘুগুরুপ্লুতদ্রুতবিরাম-মাত্রাবিধৌ
সশব্দকমশব্দকং কলিতকাংস্যতালোত্তমম্।
করাব্জমপসব্যসব্যত উপর্য্যধো নিক্ষিপ-
ন্ত্যথাষ্টমমুপারটৎ কিমপি তালধারিণ্যসৌ ॥ ৬৭॥
(আ০ ২০।৫৯)

পাইতে-লাগিলেন। (৬৬) মার্গ ও দেশীয়ভেদে গীত দুই প্রকার। মার্গের ভেদ চৌত্রিশ প্রকার এবং তাহাদের চচ্চৎপুট, চাচপুট প্রভৃতি পাঁচপ্রকার তাল এবং দেশীগীতে বেয়াল্লিশ প্রকার ভেদ প্রসিদ্ধ আছে। (৬৭) অনন্তর—থৈয়া তথ তথ থৈয়া তথ তথ থৈয়া তথত্তি তথ থৈয়া। থৈয়া তথ তথ থৈয়া থগ থগ থগ থগত্তি থদিগণ থৈ ॥—এই শব্দ গ্রহণ করিয়া সেই তালধারিণী কাংস্যময় করতাল গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণে ও বামে উপরি ও নিম্নদিকে করকমল নিক্ষেপ করিতে করিতে অনির্ব্বচনীয়ভাবে লঘু, গুরু, প্লুত, দ্রুত ও 'বিরাম'-মাত্রা-বিধিতে সশব্দে ও নিঃশব্দে ষড়্‌জাদি সপ্ত স্বরের ন্যায় তাহার তাল একটী স্বর বলিয়া তালস্বরূপ সেই

শব্দাস্তে মৌরজিক্যা মুরজবরমুখে পাণিনোদ্‌ঘাট্টমানা
ঔপাঙ্গিক্যাপ্যুপাঙ্গং স্ফুরদধরদলং নিন্থিরে কম্প্রকণ্ঠম্।
গায়ন্ত্যো রাগরাজীঃ সময়সমুচিতা হুঁক্রিয়াভিঃ কলাভি-
র্যন্ত্রে ঝঙ্কারয়ন্ত্যোঽখিলরবমিলনে দত্তকর্ণা বিরেজুঃ ॥ ৬৮ ॥
(আ০ ২০।৬০)

থৈ থৈ থৈ থৈ তিগড় তিগথৈথেতি পাঠানুকৃত্যা
বিন্যস্যন্ত্যো ভুবি পদতলং দোর্লতামন্তরিক্ষে।
বামাবর্ত্তে সকৃদথ সকৃদ্দক্ষিণাবর্ত্ত এবং
নৃত্যন্ত্যস্তাঃ সরসমধুরং মণ্ডলস্থা বিরেজুঃ ॥ ৬৯ ॥
(আ০ ২০।৬৭)

বক্ত্রে গানং তদভিনয়নং পাণিপদ্মে পদাব্জে
তালো গ্রীবাভুবি বিধুবনং দোলনং নেত্রযুগ্মে।
বামাবামস্খলনবলনা তারকায়াং দৃগন্তঃ
কৃষ্ণে প্রেমা মনসি যুগপত্তুল্যমাসামথাসীৎ ॥ ৭০ ॥
(আ০ ২০।৬৮)

অষ্টম স্বরই আলাপ করিতে লাগিলেন। (৬৮) শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গমুখে মৃদঙ্গবাদিনী হস্তদ্বারা যে সকল শব্দ উদ্‌ঘাটিত অর্থাৎ প্রকটিত করিতেছিলেন, সেই শব্দ সকল উপাঙ্গবাদিনী ও কম্পিতকণ্ঠে নিজ অধরতলশোভী উপাঙ্গে উদ্‌ঘাটিত করিতেছিলেন এবং গায়িকাগণ হুংক্রিয়া কলাসমূহের সহিত সময়োচিত রাগসকল যন্ত্রে ঝঙ্কার করিতে করিতে সমস্ত শব্দের মিলনে কর্ণপ্রদানপূর্বক বিরাজ করিতে লাগিলেন। (৬৯) অনন্তর—থৈ থৈ থৈ থৈ তিগড় তিগথৈ থা—এই পাঠ অনুকরণপূর্বক পৃথিবীতে পদতল এবং শূন্যে বাহুলতা বিন্যস্ত করিয়া মণ্ডলস্থিতা সেই নর্ত্তকীগণ একবার বামাবর্ত্তে এবং একবার দক্ষিণাবর্ত্তে সরস ও মধুরভাবে নৃত্য করিতে

জানূৎক্ষেপ-ভুজাবধূনন-পদন্যাসৈঃ সগর্ভভ্রমৈ-
রত্যুল্লাসবশাদ্দ্রুতেঽপি নটনে সা সুভ্রুবাং মণ্ডলী।
অন্তর্বর্ত্তি-মুকুন্দকান্তিলহরী-সূত্রেষ্বিবাগুম্ফিতা
নো ভুগ্না ন চ বক্রতামুপগতা সব্যাপসব্যক্রমৈঃ ॥ ৭১ ॥
(আ০ ২০।৬৯)

পাদন্যাসৈঃ সশব্দৈর্মৃদুমুখর-মণীনূপুরধ্বানরম্যৈ-
র্ধী ধী ধী ধীতধীধীত্যনুপম-মধুরৈস্তালপাঠৈশ্চ মিশ্রৈঃ।
সব্যাসব্যাঙ্গদোলৈঃ সবলিকুচপটং মধ্যভঙ্গাপশঙ্কং
ধুন্বানা বাহুবল্লী ননৃতুরতিমুদাবর্ত্তয়োরেব তুল্যম্ ॥ ৭২ ॥
(আ০ ২০।৭০)

করিতে শোভা পাইতে লাগিলেন। (৭০) মুখে গান, করকমলে তাহার অভিনয়, চরণকমলে তাল, গ্রীবাদেশে বাদ্যাদির অথবা গীতার্থের আস্বাদন-সূচক কম্পন, সম্যগ্‌ভাবে কৃত আস্বাদনের তারতম্য অবধারণের নিমিত্ত নেত্রযুগলে দোলন, নেত্রতারকায় বাম ও দক্ষিণদিকে স্খলনযুক্ততা অর্থাৎ গতিলাঘবানুকূল পরিবর্ত্তনশীলতা, কৃষ্ণের প্রতি অপাঙ্গ (নয়নপ্রান্ত), মনোমধ্যে প্রেম—তাঁহাদের এইসকল বিষয়ই যুগপৎ তুল্য হইয়াছিল। (৭১) সেই সুন্দরী রমণীমণ্ডলী অতিশয় উল্লাসবশতঃ মধ্যে মধ্যে ঘূর্ণনসহিত জানুদ্বয়ের উর্দ্ধে ক্ষেপণ, ভুজদ্বয়ের কম্পন এবং চরণযুগলের চালনাদ্বারা দ্রুতগতি নৃত্য করিতে লাগিলেও মধ্যবর্ত্তী মুকুন্দের কান্তিতরঙ্গমালারূপ সূত্রসমূহে গ্রথিত হইয়াই যেন তাঁহারা বাম ও দক্ষিণক্রমে ভঙ্গ অথবা বক্রতা প্রাপ্ত হন নাই। (৭২) 'ধী ধী ধী ধী তধী ধী'—এই অনুপম মধুর তাল পাঠের সহিত মিশ্রিত মৃদু শব্দায়মান মণিময় নূপুরের ধ্বনিদ্বারা রমণীয় সশব্দ চরণবিন্যাস এবং বামে ও দক্ষিণে অঙ্গদোলনসহকারে অতিশয় কৃশ মধ্যদেশের যেন ভঙ্গবিষয়ে নিঃশঙ্কা হইয়া সেই সুলোচনাগণ

বৈণিক্যো বৈণবিক্যো মৃদু মৃদু ননৃতুঃ পাদবিন্যাসমাত্রৈ-
র্গায়ন্ত্যস্তালধারিণ্যপি কিমপি তথা গীততালানুকৃত্যা ।
শব্দানুদ্‌ঘাটয়ন্ত্যো বিদধুরথ তথা মৌরজিক্যোঽপি নৃত্যং
দেহং কিং ন্বেকসূত্র-গ্রথিতমিব দধুস্তাঃ সমং নর্ত্তকীভিঃ ॥৭৩॥

(আ০ ২০।৭১)

বামাবর্ত্তেন কৃষ্ণো ভ্রমতি যদি তদা দক্ষিণাবর্ত্তরীত্যা
তন্বঙ্গ্যো মণ্ডলস্থা বিদধতি নটনং সম্মুখীনাঃ ক্রমেণ ।
ইত্থং তাঃ সোঽপি শশ্বৎসরসসকুতুকং প্রাতিলোম্যানুলোম্য-
স্বীকারেণৈব নৈব ভ্রমিনটনকলাকেলি-পারং স্ম গাতে ॥৭৪॥

(আ০ ২০।৭২)

বলিসহিত কুচপট অর্থাৎ কঞ্চুলী এবং বাহুলতা কম্পিত করিতে করিতে আনন্দভরে বামাবর্ত্তে ও দক্ষিণাবর্ত্তে তুল্যরূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন। (৭৩) নৃত্যানুরোধবশে নর্ত্তকীগণের অনুসরণপূর্ব্বক বীণাবাদিনী ও বেণু-বাদিনী রমণীগণ পাদবিন্যাসমাত্র সহকারে মৃদু মৃদু নৃত্য করিতে লাগিলেন; গানকারিণী এবং তালধারিণী গীত ও তালের অনুকরণপূর্ব্বক সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাবেই নৃত্য করিতে লাগিলেন। মৃদঙ্গবাদিনীগণও মৃদঙ্গে শব্দসকল উদ্‌ঘাটিত করিতে করিতে সেই প্রকার নৃত্য করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে বোধ হইল, যেন তাঁহারা নর্ত্তকীগণের সঙ্গে একটি সূত্রগ্রথিত দেহকেই কি ধারণ করিয়াছেন ? (৭৪) শ্রীকৃষ্ণ যদি বামাবর্ত্তে ভ্রমণ করেন, তবে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী মণ্ডলস্থিতা কৃশাঙ্গী সুন্দরীগণ দক্ষিণাবর্ত্ত-রীতিতে নৃত্য করিতে থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যদি দক্ষিণাবর্ত্তে ভ্রমণ করেন, তবে তাঁহারা ক্রমপূর্ব্বক বামাবর্ত্ত-রীতিতে নৃত্য করেন। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ ও রমণীমণ্ডলী দীর্ঘকাল যাবৎ সরসভাবে ও সকৌতুকে প্রতিলোম এবং অনুলোম ভাব স্বীকার করত ভ্রমি-নৃত্যকলাকেলির পার প্রাপ্ত হইতে

দীপালোকে প্রসরতি যথা বামভাগে পুরস্তাদ্-
ধ্বান্তস্তোমঃ সরতি সহসা দক্ষিণেনৈব পশ্চাৎ।
ইত্যন্যোন্যং প্রকটমুভয়োর্ব্যত্যয়ে ব্যত্যয়ঃ স্যাৎ
তাসাং তস্যাপি চ তনুমহঃপূরয়োস্তদ্বদাসীৎ ॥ ৭৫ ॥

(আ০ ২০।৭৩)

বাদ্যাদি মণ্ডলবিলাসি-বিলাসিনীনাং
নৃত্যানুগং চ হরিনৃত্যসহায়মাসীৎ।
গানং তু ভিন্নমভবৎ সুদৃশো জগুস্তং
চন্দ্রাদিকং স তু জগৌ ললিতানি চাসাম্ ॥ ৭৬ ॥

(আ০ ২০।৭৪)

তাসাং তালবিমোক্ষ-নির্ভরহতিক্ষোভেণ নিঃসারিণা
পাদাম্ভোরুহ-সীধুনৈব পুলিনং তৎ সিক্তমাসীদিব।
যত্তাদৃশ্যুতিমাত্রচিত্রনটনাবেগেঽপি নৈকং রজো-
ধূতং কিং নু রজাংসি তান্যপি তদানন্দেন জাড্যং যযুঃ ॥৭৭॥

(আ০ ২০।৭৫)

পারেন নাই। (৭৫) দীপালোক বামভাগে সম্মুখে প্রসৃত হইলে, তাহার ছায়ারূপ অন্ধকাররাশি সহসা যেমন দক্ষিণভাগে পশ্চাৎ দিকে গমন করে, উভয়ের পরস্পর প্রকটভাবে ব্যতিক্রমে যেমন উভয়ের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, সেই ব্রজাঙ্গনাগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি প্রবাহেরও সেইরূপ বিপরীত গতি হইয়াছিল। (৭৬) মণ্ডলস্থ বাদ্যাদি শ্রীহরির নৃত্যের সহায়ক হইয়া বিলাসিনীগণের নৃত্যের অনুগত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের গান পৃথক্ হইয়াছিল ; কেন না সুনয়নাগণ শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া গান করিতেছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ কোথাও শ্লেষপূর্ব্বক

প্রত্যেকং সুদৃশাং কপোল-ফলকে বিম্বোদ্গতং নৃত্যতঃ
শ্রীকৃষ্ণস্য বপুঃ সনৃত্যমপি তদ্ব্রূতে স্ম তং কিঞ্চন।
তাসামাননপদ্মধূননবিধি-ব্যাধূতমাসাং যথা
না না না সুরসা তথাত্র ভবতো নৃত্যস্য লক্ষ্মীরিতি ॥ ৭৮ ॥
(আ০ ২০।৭৬)

নৃত্যন্ত্যঃ কতিচিৎ সরোরুহদৃশঃ প্রারব্ধনৃত্যান্তরে
কৃষ্ণালিঙ্গন-মঙ্গলোৎসব-নবপ্রোদ্ভূতরোমোদ্গমাঃ।
জাতোৎকণ্ঠমকুণ্ঠকণ্ঠকুহরং প্রোন্নীয় রাগান্তরং
গায়ন্তি স্ম নিশম্য যৎ প্রমুমুহুঃ সঙ্গীতদেব্যোঽপি চ ॥ ৭৯ ॥
(আ০ ২০।৭৭)

কোথাও বা দুই তিনটি অক্ষর পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সেই সেই শ্লোকেই চন্দ্রাদি উদ্দেশ্য করিয়া এবং কখনও বা তাঁহাদের ললিত অর্থাৎ ভাব ও ক্রীড়া-বিশেষ বিষয় করিয়া গান করিয়াছিলেন। (৭৭) তাঁহাদের তাল-বিমোক্ষণ (বিমোচন) কালে অতিশয় আঘাতহেতু ক্ষোভবশতঃ নিঃসরণশীল চরণ-কমলের প্রস্বেদরূপ মধুদ্বারাই সেই পুলিন যেন সিক্ত হইয়াছিল। তাদৃশ অতিমাত্র আশ্চর্য্য নৃত্যাবেগেও যে একটী রজঃও চলিত হয় নাই, তাহাতে মনে হয় যে, সেই রজঃকণাসমূহও কি তৎকালীন সেই আনন্দে জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল ? (৭৮) সুলোচনাগণের মধ্যে প্রত্যেকের গণ্ডফলকে প্রতিবিম্বিত নর্ত্তনকারী শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যপরায়ণ শরীর তাঁহাদিগের বদনপদ্মের কম্পন-ব্যাপার-বশতঃ অতিশয় কম্পান্বিত হইয়া সেই কৃষ্ণকে যেন এই প্রকার কিছু বলিতেছিল—যথা ইঁহাদের নৃত্যশোভা যেরূপ সুরসা অর্থাৎ সম্যক্ আনন্দদায়িনী, আপনার নৃত্যশোভা সেরূপ সুরসা নহে, নহে, নহে (প্রৌঢ়িবশতঃ তিনবার নিষেধোক্তি)। (৭৯) কতিপয় কমললোচনা নৃত্য করিতে করিতে প্রারব্ধ নৃত্যমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনরূপ মঙ্গল উৎসবহেতু

অসঙ্কীর্ণান্ জাতিশ্রুতিগমকবর্গেণ সরসান্
সগান্ধারগ্রামান্ বিশকলিতভেদান্ স্বরগণান্।
সমুন্নিন্যে কাচিৎ সমমঘভিদা তেন চ মুহুঃ
পুপূজে সা সাধ্বিত্যনুপমমুদামোদিতহৃদা ॥ ৮০ ॥

(আ০ ২০।৭৮)

সগরিমপধনিষু সকলা,-লঙ্কৃতমণিভিঃ সুমঞ্জুলশ্রুতিষু।
স্বরসমুদয়েষু তাসাং, ধামসু চ প্রীতিমাযযৌ কৃষ্ণঃ ॥ ৮১ ॥

(আ০ ২০।৭৯)

তা ধিক্ তা ধিগিতি নিনাদয়ন্
মৃদঙ্গস্তচ্ছ্রুত্বা সুরপুর-নর্ত্তকীসমাজঃ।
আশ্বাসং সমলভত স্বকীয়নিন্দা-
বাদোঽপি শ্রবণরসায়নঃ স তাসাম্ ॥ ৮২ ॥

(আ০ ২০।৮০)

নবভাবে জাতরোমাঞ্চ (অর্থাৎ রোমাঞ্চিতা) হইয়া উৎকণ্ঠিতভাবে অব্যাহত কণ্ঠে রাগান্তর অর্থাৎ অন্যরাগ প্রকটরূপে উন্নীত (উত্তোলন) করিয়া গান করিতে লাগিলেন—যাহা শুনিয়া সঙ্গীতদেবীগণও মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (৮০) কোনও ব্রজাঙ্গনা জাতি, শ্রুতি, গমক-বর্গের সহিত অমিশ্রিত, গান্ধারগ্রামের সহিত বর্ত্তমান সম্পূর্ণ ভেদবিশিষ্ট সরস স্বরসমূহ যুগপৎ সমুন্নীত করিয়াছিলেন, তৎচ্ছ্রবণে সেই অঘনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ অনুপম আনন্দভরে প্রফুল্লহৃদয়ে 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পূজা অর্থাৎ প্রশংসা করিয়াছিলেন। (৮১) শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স গ রি ম প ধ নি অর্থাৎ ষড়্জ, গান্ধার, ঋষভ, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তপ্রকার সকলালঙ্কৃত মণিসহ সুমঞ্জুল শ্রুতি অর্থাৎ সকল (অব্যক্ত মধুর ধ্বনিবিশিষ্ট অথবা কৌশলযুক্ত) অঙ্গভূত মুখ্য অলঙ্কার (কাব্যালঙ্কার-

বৈদগ্ধ্যেবাস্ত দেব্যা স্বয়মিব রচিতাং সর্বখেদাপনুত্ত্যৈ
সৌহিত্যোপায়সিদ্ধৌষধিমিব সরসাং প্রেমপীযূষবর্ষৈঃ।
দোর্ভ্যামালিঙ্গ্য রাধাং সতড়িদিব ঘনো হেমবল্ল্যেব রুদ্ধ-
স্তাপিঞ্ছঃ পিঞ্ছমৌলিঃ সহ নটনকলাকৌতুকেনাননর্ত্ত ॥ ৮৩॥
(আ০ ২০।৮২)

ভগ্নাবস্থিত-মন্মথেষু কলিকাকৃষ্টৈর্মণিশ্চুম্বকো
রাধা তেন সমং ননর্ত্ত যদিদং তদ্বীক্ষ্য তাঃ সুভ্রুবঃ।
তস্যা লাস্যকলানুকূল্যকলনে জাতস্পৃহা অপ্যমূ-
র্গাতুং বাদয়িতুং তথানু নটিতুং নৈশ্বর্য্যমাপেদিরে ॥ ৮৪ ॥
(আ০ ২০।৮৩)

বিশেষ)-সমূহের সহিত অতি রমণীয় দ্বাবিংশতি প্রকার শ্রুতিবিশিষ্ট স্বর-সমুদয়ে এবং তাঁহাদের গ রি ম প নি অর্থাৎ গৌরবরক্ষক লাবণ্যমাধুর্য্যাদি ধনবিশিষ্ট এবং সকলালঙ্কৃত মণিদ্বারা সুমঞ্জুল শ্রুতি অর্থাৎ সুন্দর শ্রবণযুগল-সমন্বিতরূপে প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। (৮২) তা ধিক্, তা ধিক্ (অর্থাৎ তাঁহাদিগকে অর্থাৎ সেই নর্ত্তকীদিগকে ধিক্, তাঁহাদিগকে ধিক্)—এই বলিয়া মৃদঙ্গ নিনাদ করিতে লাগিলে, তাহা শুনিয়া স্বর্গের নর্ত্তকীসমাজ আশ্বাসপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যেহেতু, সেই স্বকীয় নিন্দাবাদও তাঁহাদের শ্রবণ-রসায়ন হইয়াছিল। (৮৩) শ্রীকৃষ্ণের সকল খেদ (শ্রম) অপনয়নের নিমিত্ত বৈদগ্ধীরূপ দেবী-কর্ত্তৃক স্বয়ং রচিতা, প্রেম-পীযূষবর্ষণ-দ্বারা সুরসা, শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তির উপায়ভূত সিদ্ধৌষধিস্বরূপ শ্রীরাধাকে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন-পূর্বক পিঞ্ছমৌলী শ্রীশ্যামসুন্দর তড়িদ্যুক্ত জলদের ন্যায় এবং হেমলতা-বেষ্টিত তমালের ন্যায় নটনকলা-কৌতুকসহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন। (৮৪) ভগ্নভাবে অবস্থিত কন্দর্পের বাণফলিকা অর্থাৎ বাণের অগ্রবর্তী লৌহ আকর্ষণনিমিত্ত চুম্বকমণিস্বরূপা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে নৃত্য করিতে

রাধাকৃষ্ণৌ স্বরৌঘং গরিমনিবিগমং ধৈবতাংসগ্রহাভ্যা-
মারোহেণাবরোহেণ চ গমকময়ং রম্যমুল্লাসয়ন্তৌ।
তেনাতেনেতি নানারসমথ নটনং গানমপ্যূঢ়রাগৌ
তেনাতেনেতি লোকং সরভসকুতুকোল্লাসমন্যোন্যজিষ্ণূ ॥৮৫॥

(আ০ ২০।৮৬)

তালাবসান-সময়ে করপদ্মকোষ-
ন্যাসং হরিঃ প্রিয়তমোরসি সংবিধত্তে।
বামেন পাণিসরসীরুহ-কোরকেণ
সাপি প্রিয়স্য বিনিরস্যতি বাহুদণ্ডম্ ॥ ৮৬ ॥

(আ০ ২০।৮৭)

লাগিলেন, তদ্দর্শনে সেই ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীরাধিকার নৃত্যকলার আনুকূল্য-করণ-বিষয়ে জাতস্পৃহা হইলেও তাঁহারা গান করিতে, বাদ্য করিতে, তথা নৃত্য করিতে সমর্থা হন নাই। (৮৫) শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পর পরস্পরের জয়শীল হইয়া গরিমনিবিগম অর্থাৎ গান্ধার, ঋষভ, মধ্যম ও নিষাদের অপগম-বিশিষ্ট ধৈবতের অংস (অংসস্তু ব্যঞ্জকো গেয়ে যস্য সর্বেঽনুগামিনঃ। যঃ স্বয়ংগ্রহতাং যাতো ব্যাসাদীনাং প্রয়োগতঃ ॥ অর্থাৎ সকল স্বরই যাহার অনুগামী এবং ব্যাসাদি ঋষিগণের প্রয়োগে যাহা স্বয়ংগ্রহতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যঞ্জকস্বরকে অংস বলিয়া জানিতে হইবে) ও গ্রহ ('গ্রহ আগ্রহ ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ', অর্থাৎ গীতাদিতে যে আগ্রহ সমর্পিত হইয়া থাকে, তাহা গ্রহনামে কথিত হইয়া থাকে) দ্বারা আরোহ ও অবরোহক্রমে গমকময় রম্য অর্থাৎ রমণীয় (অথবা রস্য অর্থাৎ আস্বাদনীয়) স্বরসমূহ উল্লাসিত (প্রকটিত) করিয়া নানা রসভরে 'তেনা তেনা' এই প্রকার মঙ্গলসূচক আলাপসহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বিবিধ রাগ উদ্ভাবিত করিয়া সরভস কৌতুক ও উল্লাসভরে লৌকিক প্রকাশের

পূর্বং গানাত্তকৃত যদহো হন্ত ! তস্যাতিরিক্তং
রাগং বংশ্যা স্বয়মথ জগৌ দুর্গমং গীতবিদ্ভিঃ।
গ্রামং গান্ধারকমুপনয়ন্নেষ তস্যানুগানে
গায়ন্ত্যস্তাঃ পুনরনু যযুর্মৌরজিক্যাদিযুক্তাঃ ॥ ৮৭ ॥

(আ০ ২০।৯৫)

তন্ত্রীকণ্ঠাদি-সর্বস্বরমিলনবিধৌ চারুসম্পন্নমাত্রে
পংক্তীভূয় স্থিতানাং কনকদলরুচাং গায়নীনাং পুরস্তাৎ।
স্থিত্বা তালাবসানে ঝটিতি ঝণঝণৎকারি-সঙ্গীতবিদ্যোদ্-
গীর্ণং ধামেব কাচিন্নটনরসকলাচার্য্যবর্য্যাবিরাসীৎ ॥ ৮৮ ॥

(আ০ ২০।৯৬)

অগোচর গান বিস্তার করিতে লাগিলেন। (৮৬) তালের অবসানসময়ে শ্রীহরি প্রিয়তমার বক্ষঃস্থলে নিজ করপদ্মকোষ ন্যস্ত করিতেছিলেন এবং সেই প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাও স্বীয় করাব্জ-কোরকদ্বারা তাঁহার বাহুদণ্ড নিরসন করিতেছিলেন। (৮৭) অহো! শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে যে গানাদি করিয়াছিলেন, তিনি অনন্তর বংশীদ্বারা গান্ধারগ্রাম উপনীত (উত্থাপিত) করিয়া গীতবেত্তাগণেরও দুর্গম পূর্বকৃত গানের অতিরিক্ত রাগ স্বয়ং গান করিতে লাগিলেন এবং মৃদঙ্গবাদিনী প্রভৃতির সহিত যুক্ত গায়িকাগণও পুনরায় তাঁহার সেই গানে অনুগতা হইয়াছিলেন। (৮৮) সুন্দর সম্পন্ন মাত্রাবিশিষ্ট তন্ত্রী (বীণা) ও কণ্ঠাদিসকলের স্বরের মিলনবিধিতে কনক-কমলদলের শোভার ন্যায় মণ্ডলীরূপে শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিতা গায়িকা-গণের সম্মুখে থাকিয়া নটনরসকলায় আচার্য্যশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার কোনও সখী তাল-সমাপ্তিসময়ে অবিলম্বে ঝণঝণৎকার-সহকারে সঙ্গীতবিদ্যা হইতে নির্গত বিগ্রহের (বা কান্তির) ন্যায় মণ্ডলের কর্ণিকারূপে আসিয়া

আকুঞ্চজ্জানু কৃত্বা পৃথুনি কটিতটে বামমর্দ্ধেন্দুমন্যদ্-
ব্যাকোষং পদ্মকোশং মৃদুললিতমথোন্নীতকুঞ্চৎকফোণি।
ক্ষীণক্ষীণাবলগ্নং হ্রসিতবলি সমুচ্ছূনবক্ষোজভারং
তস্থৌ সব্যাপসব্য-স্খলদলস-লসত্তারকৈর্দৃষ্টিপাতৈঃ ॥ ৮৯ ॥

(আ০ ২০।৯৭)

অঙ্গ-প্রস্বেদমেত্তজ্জতুভিরিব নবৈরঙ্গমঙ্গং স্পৃশদ্ভি-
র্দুঃসাধাং নৃত্যকৃদ্ভির্বিষমগতিভিদা হেলয়োল্লাসয়ন্তী।
লীলোৎসর্পাপসর্পক্রমবিধুতভুজাসারণাকুঞ্চনাভ্যাং
হস্তৈর্হংসাস্যমুখ্যৈরভিনয়কুশলা মন্দমন্দং ননর্ত্ত ॥ ৯০ ॥

(আ০ ২০।৯৮)

আবির্ভূতা হইলেন। (৮৯) অনন্তর সেই সখী বিস্তৃত কটিতটে (শ্রোণীদেশে) বাম জানু অর্দ্ধেন্দুর ন্যায় এবং অপর অর্থাৎ দক্ষিণ জানু প্রফুল্ল পদ্মকোষের ন্যায় আকুঞ্চিত করিয়া (অথবা সেই সখী বিস্তৃত-কটিতটে জানু আকুঞ্চিত করিয়া বামহস্তে অর্দ্ধেন্দুনামক হস্তক অর্থাৎ হস্তভঙ্গি এবং দক্ষিণ হস্তে প্রফুল্ল পদ্মকোষ নামক হস্তক অভিনয় করিয়া) কোমল ও সুচারুভাবে কুঞ্চিত কফোণি (কনুই) উত্তোলন পূর্বক অবস্থিতা হইলেন। তৎকালে তাঁহার কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইল, বলি (উদরোপরি তরঙ্গিত মাংস) হ্রাস প্রাপ্ত হইল, স্তনভার সম্যক্ স্ফীত হইল এবং তিনি যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার অলসভরে শোভমান নেত্রতারকা বাম ও দক্ষিণভাগে স্খলিত (পতিত) হইতেছিল। (৯০) অঙ্গের প্রকৃষ্ট ঘর্ম্মদ্বারা স্নিগ্ধ নবীন জতুর (লাক্ষার) ন্যায় প্রতি অঙ্গ-স্পর্শকারী নর্ত্তক-দিগেরও দুঃসাধ্য বিষম গতিভেদ অবলীলাক্রমে প্রকাশ করিতে করিতে অভিনয়কুশলা সেই সখী লীলাভরে উৎসর্পণ ও অপসর্পণক্রমে কম্পিতভুজের

ক্ষীণক্ষীণোদরমতিশয়স্ফারবক্ষোজভারং
পার্ষ্ণিদ্বন্দ্বোপরি পরিলুঠদ্‌বেণি শাম্যদ্বলীকম্।
পৃষ্ঠে ভুগ্না ব্যজয়ত করৌ ধুন্বতী তালমোক্ষে
স্মারং সজ্জীকৃতমিব ধনুশ্চাম্পকং ব্যুৎক্রমেণ ॥ ৯১ ॥

(আ০ ২০।৯৯)

সা জানুভ্যাং ক্ষিতিতলমবষ্টভ্য বিস্ফার্য্য বাহূ
বক্ত্রামোদ-ভ্রমদলিকুলং লোলহারাবতংসম্।
রাজত্তেজঃপরিধি ঝণিতালঙ্কৃতি ব্যাজুঘূর্ণে
বেগক্ষিপ্তা কুসুমধনুষঃ কাঞ্চনী চক্রিকেব ॥ ৯২ ॥

(আ০ ২০।১০০)

চালন ও আকুঞ্চন-দ্বারা হংসাস্য, কর্ত্তরীমুখ, পদ্মকোষাদি হস্তক (অর্থাৎ হস্তভঙ্গি) সহকারে মন্দ মন্দ নৃত্য করিতে লাগিলেন। (৯১) তৎকালে তাঁহার উদর অত্যন্ত ক্ষীণ হইল, কুচভার অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, পার্ষ্ণি (গোড়ালি)-যুগলের উপর বেণী লুণ্ঠিত হইতে লাগিল ও ত্রিবলী বিলুপ্ত হইল। তাল-মোক্ষণসময়ে তিনি বিপরীতক্রমে পৃষ্ঠভাগে বক্রীভূতা হইয়া যখন করদ্বয় কম্পিত করিতেছিলেন, তখন তিনি কন্দর্পের সজ্জীভূত চম্পক-ধনুকেও যেন জয় করিয়াছিলেন। (৯২) তিনি জানুযুগলদ্বারা ভূমিতল অবলম্বনপূর্ব্বক বাহুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া কন্দর্পের বেগক্ষিপ্তা কাঞ্চনময়ী চক্রিকার ন্যায় বিঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। ঘূর্ণনসময়ে তাঁহার বদন-সৌরভে অলিকুল মুখের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, বক্ষঃস্থিত হার ও কর্ণভূষণ দোদুল্যমান হইল, তাঁহার গাত্রের গৌরিমা, হারাদির শ্বেতিমা, বিম্বাধরাদির অরুণিমা এবং ভ্রমরাদির শ্যামলিমা প্রভৃতি কান্তির মণ্ডল-সমূহ বিরাজ করিতে লাগিল এবং অঙ্গধৃত অলঙ্কার-সমূহ বিরাজ করিতে লাগিল এবং অঙ্গধৃত অলঙ্কার "ঝণ্ ঝণ্" রবে শব্দ করিতে লাগিল।

পাদাঙ্গুল্যাবলম্ব্য ক্ষিতিতলমলঘুস্ফারবক্ষোজজানুঃ
পার্ষ্ণিদ্বন্দ্বোপবিষ্টা হ্রসিতবলি-নমন্নীবি-বিস্তীর্ণবক্ষাঃ।
অঙ্গুষ্ঠৌ বদ্ধমুষ্ট্যোঃ কুচভুবি করয়োর্ন্যস্য তালানুকৃত্যা-
ঽলঙ্কারান্ কূজয়ন্তী গদতি তথ তথৈ থৈ তথৈ থৈ তিথেতি॥৯৩॥
(আ০ ২০।১০১)

যুক্তানাং কণ্ঠতন্ত্রীচয়শুষিরঘনানদ্ধবাদ্যৈকতায়াং
পশ্চাৎ সখ্যং সরাজদ্ভুজলতমদতী চারুতাম্বূলবীটীম্।
ভ্রশ্যন্মঞ্জীরবন্ধে প্রণয়ি-পরিজনোপান্তপাদা সমন্তা-
দঞ্চল্যা বীজ্যমানা শ্বসিতচলকুচা সা বিশশ্রাম রামা ॥৯৪॥
(আ০ ২০।১০২)

---

(৯৩) অতঃপর তিনি পাদাঙ্গুলীর দ্বারা ক্ষিতিতল অবলম্বনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে কুচদ্বয় ও জানুযুগল স্ফীত করত পার্ষ্ণিদ্বয় উন্নত করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার বলী হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, নীবী শিথিল হওয়ায় নমিত হইল এবং বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ হইল। এই অবস্থায় তিনি মুষ্টিবদ্ধ করযুগলের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় কুচাগ্রে বিন্যস্ত করিয়া তালের অনুকরণে অলঙ্কার-সকল ধ্বনিত করিতে করিতে 'তথ তথৈ থৈ তথৈ থৈ তিথ' —এই প্রকার আলাপ করিতে লাগিলেন। (৯৪) তদনন্তর, কণ্ঠস্বর, বীণাতন্ত্রী-সমূহ, বংশ্যাদি, কাংস্য করতালাদি এবং মৃদঙ্গাদি বাদ্যের একীভাব-বিষয়ে উদ্যুক্তা গায়িকা প্রভৃতির পশ্চাৎ অবস্থিত হইয়া সেই ব্রজরামা সখীর স্কন্ধে ভুজলতা বিরাজিত (অর্থাৎ বিন্যস্ত) করিয়া মনোজ্ঞ তাম্বূল-বীটিকা ভক্ষণ করিতে করিতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চরণস্খলিত নূপুরের বন্ধনকার্য্যে প্রণয়িপরিজনগণ তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার নিঃশ্বাস-বায়ুভরে তদীয় কুচোপরিস্থিত

কাচিৎ—তির্য্যক্‌কৃত্যোন্নমিতনমিত-স্ফারবক্ষোরুহস্ফিগ্
ঝঙ্কুর্বদ্ভিঃ কনকবলয়ৈর্ধুন্বতী পাণিপদ্মে।
তত্তা তথৈ তিকিড়িতিকিথৈ-তালমুত্থাপয়ন্তী
পর্য্যায়েণোৎক্ষিপতি সুদতী জানুনী দোর্লতে চ ॥৯৫॥
(আ০ ২০।১০৫)

ঊর্ধ্বোর্ধ্ব ভ্রমিভিরুপর্য্যুপর্য্যদীর্ণৈ-
র্গৌরিম্‌ণাং পরিধিভিরুল্ললাস গৌরী।
গায়ন্ত্যাদিক-নলিনীবনাদিবোচ্চৈ-
র্বাত্যাভিঃ কিমপি ধুতা পরাগরাজী ॥ ৯৬ ॥
(আ০ ২০।১০৬)

তেজোবল্লীমিব তনুলতামন্তরীক্ষে ধুনানা
সেয়ং নানাগতিমতিতরাং দুষ্করাং ব্যাততান।
নেদং শিক্ষাপ্রকটনমহো কিন্তু লাবণ্যদেব্যাঃ
পাদাবস্যাং ভুবি ন পততঃ কেবলং হেলয়ৈব ॥ ৯৭ ॥
(আ০ ২০।১০৭)

কঞ্চুলিকা কম্পিত হইতেছিল। (৯৫) তৎপরে কোনও সুদতী রমণী বৃহৎ কুচযুগল এবং কটিপ্রোথ (পাছা) দ্বয় আরোহণমার্গে বক্রভাবে উন্নমিত এবং পুনরায় অবরোহণমার্গে বক্রভাবে নমিত করিয়া ঝঙ্কারযুক্ত কনকবলয়াবলীর সহিত করপদ্মযুগল কম্পিত করিতে করিতে 'তত্তা তথৈ তিকিড়ি তিকিথৈ'—এই প্রকার তাল উত্থাপিত করত পর্য্যায়ক্রমে জানু-যুগল ও বাহুলতাদ্বয় উৎক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। (৯৬) উপবেশন হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ধীরে ধীরে সামান্যভাবে লক্ষিত দেহের উন্নমন-দ্বারা অর্দ্ধাবস্থিত দশা-পর্য্যন্ত ক্রমাগত উর্দ্ধোর্দ্ধে ভ্রমণশীল এবং উপর্য্যুপরি উদ্‌গত গৌরকান্তি-মণ্ডল-সমূহদ্বারা সেই সেই গৌরী যেন

বিদ্যুদ্বল্লী যদি চিরতরস্থেয়সী নিস্পয়োদা
হস্তপ্রাপ্যা মৃদুল-মরুতা তাদৃশং ধূয়মানা।
তালোল্লাস-ধ্বননমুখরা জায়তে দৈবযোগাৎ
তর্হ্যেবাসৌ নটনবিদুষী সোপমত্বং বিভর্ত্তি ॥ ৯৮ ॥
(আ০ ২০।১০৮)

নর্ত্তিত্বৈবং লঘুলঘুপদং দোলয়ন্তী নিতান্তং
তালোপান্তে কুচভরধুরা দুর্বহং পূর্বকায়ম্।
বাত্যাবর্ত্তৈরিব কমলিনী হন্ত! হা হন্ত! মধ্যে
ভুগ্না মা ভূদিতি পরিজনৈঃ সব্যথং সা শশঙ্কে ॥ ৯৯ ॥
(আ০ ২০।১০৯)

গায়িকাদিরূপ কমলিনীবন হইতে প্রবল বাত্যাদ্বারা অনির্বচনীয়রূপে চালিত পরাগরাজির ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। (৯৭) ঐ গৌরকান্তি লতিকার ন্যায় নিজ তনুলতাকে অন্তরীক্ষে চালিত করিতে করিতে অত্যন্ত দুষ্কর নানাপ্রকার গতিবিস্তার করিতে লাগিলেন। অহো! ইহা তাঁহার শিক্ষাপ্রকটন (অর্থাৎ প্রকাশ করা) নহে; কিন্তু এই লাবণ্য-দেবীরই চরণদ্বয় যেন কেবল হেলাবশতঃই পৃথিবীতে পতিত হইতেছিল না। (৯৮) যদি নির্মেঘা বিদ্যুদ্বল্লী দীর্ঘকাল যাবৎ অতিশয় স্থিরতর ও হস্তপ্রাপ্য হইয়া মৃদুল পবনদ্বারা তাদৃশ চালিত হয় এবং দৈবযোগে যদি উহা 'তত্তা থৈয়া' ইত্যাদি তালের উল্লাসপূর্বক শব্দের দ্বারা মুখরিত হয়, তাহা হইলেই সেই নৃত্যপণ্ডিতা ললনা উহার উপমেয়ত্ব ধারণ করিতে পারেন। (৯৯) এই প্রকার অতি লঘু (দ্রুত) পদবিক্ষেপসহকারে নৃত্য করিয়া তালের উপরাম-সময়ে তিনি যখন কুচযুগভারে দুর্বহ কায়ের পূর্বভাগ দোলাইতে লাগিলেন, তখন বাত্যাবর্ত্ত অর্থাৎ ঘূর্ণিবায়ুদ্বারা কমলিনী যেরূপ মধ্যভাগে ভগ্ন হয় অথবা ভুগ্ন অর্থাৎ নত (বক্রীভূত) হয়,

সহ-নর্ত্তন-গানতৎপরা
শ্রমজালস্য-সুরম্যবিগ্রহা।
শ্লথমান-কুচাংশুকা হরেঃ
পৃথুমংসং ভুজয়া সমগ্রহীৎ ॥ ১০০ ॥

(আ০ ২০।১১২)

কাচিদ্রাস-পরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা ॥ ১০১ ॥

(ভা০ ১০।৩৩।১০)

তমালস্য স্কন্ধে শ্লথ-পতিতশাখেব পবন-
ক্লমাৎ খিন্না হৈমী ব্রততিরিব সাশোভত ভৃশম্।
বপুষ্মত্যা রত্যা লসদলসভাবোপহতয়া
পরিষক্তো মূর্ত্তঃ সমঘটত শৃঙ্গার ইব সঃ ॥ ১০২ ॥

(আ০ ২০।১১৩)

সেইরূপ এই কমলিনীও যেন মধ্যস্থলে ভগ্না বা ভুগ্না না হয়—এই ভাবিয়া তাঁহার পরিজনগণ ব্যথিতচিত্তে তদ্বিষয়ে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। (১০০) নৃত্যসহিত গান-তৎপরা, শ্রমজনিত আলস্যভরে সুরম্যমূর্ত্তি, শিথিল-কঞ্চুলিকা-বিশিষ্টা সেই সুন্দরী অনন্তর স্খলন নিবারণের নিমিত্ত নিজ ভুজ-দ্বারা শ্রীহরির বিশাল স্কন্ধদেশ ধারণ করিলেন। (১০১) রাসশ্রমে ক্লান্ত হওয়ায় কোন গোপীর বলয় ও মল্লিকামালা শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি তাঁহার বাহুদ্বারা গদাধরের স্কন্ধ ধারণ করিলেন। (১০২) পবন-সঞ্চালনক্রমে খিন্না স্বর্ণলতার শাখা শিথিল হইয়া তমালের স্কন্ধে পতিত হইলে সেই স্বর্ণলতা যেরূপ শোভা পায়, রাসপরিশ্রান্তা সেই গোপিকাও তদ্রূপ অত্যন্ত শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং শোভমান অলসভাবদ্বারা উপহতা মূর্ত্তিমতী স্থায়িভাবরূপা রতি-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররসের ন্যায় সেই

কাচিৎ কূজিতকাঞ্চি-কিঙ্কিণিরণন্মঞ্জীরমান্দোলতা
হারেণ শ্রবণোৎপলেন ললিতা চীনাঞ্চলেনাপি চ।
কৃষ্ণাংসে কৃতবামবাহুবলয়া লীলাবিলাসালসং
গায়ন্তী নটতি স্ম তামনুনটন্ কৃষ্ণস্তদেবাজগৌ॥ ১০৩॥
(আ০ ২০।১১৪)

কৃষ্ণস্য পীতবসনাঞ্চলমম্বুজাক্ষী
বামেন পদ্মললিতেন করেণ ধৃত্বা।
শশ্বৎ প্রসর্পমপসর্পমপীহমানা
নৃত্যন্ত্যহো তমপি নর্ত্তয়তি স্ম কাচিৎ॥ ১০৪॥
(আ০ ২০।১১৫)

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি।
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ॥ ১০৫॥
(ভা০ ১০।৩৩।৯)

শ্রীকৃষ্ণও ঐ ব্রজাঙ্গনার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। (১০৩) কোনও গোপী শব্দিত কাঞ্চিকঙ্কণ ও শব্দায়মান নূপুর সহিত দোদুল্যমান হার, কর্ণোৎপল এবং চীন বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা ললিতা অর্থাৎ শোভিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে বাহু-বলয় (ভুজমণ্ডল) অর্পণপূর্বক লীলাবিলাসহেতু অলসভরে গান করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার সহিত নৃত্য করিতে করিতে, তিনি যাহা গান করিতেছিলেন, তাহাই গান করিতে লাগিলেন। (১০৪) কোনও অম্বুজাক্ষী শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনাঞ্চল পদ্মের ন্যায় সুন্দর নিজ বামকরদ্বারা ধারণ করিয়া বহুক্ষণ যাবৎ প্রসর্প ও অপসর্প (অর্থাৎ অগ্রগমন ও পশ্চাদ্‌গমন) চেষ্টাসহকারে স্বয়ং নৃত্য করিতে করিতে অহো! শ্রীকৃষ্ণকেও নৃত্য করাইতেছিলেন। (১০৫) শ্রীকৃষ্ণ যে-সকল স্বর যে প্রকারে আলাপ

কাচিৎ—কৃষ্ণপ্রণীতমুরলীকলগানরীত্যা
হেলাবশেন লয়-তালসমং নটন্তী।
লীলাকৃতং স্খলনমস্য দৃশাক্ষিপন্তী
স্বং তালভঙ্গমথ সম্বরয়াম্বভূব ॥ ১০৬ ॥
(আ০ ২০।১১৬)

কাঞ্চিদ্বীণাং মধুরমৃদুলং বাদয়ন্তী সলীলং
গায়ং গায়ং হরিমতিমুদা সস্ময়ং নর্ত্তয়ন্তীম্।
নান্যৈর্গম্যাং গতিমথ চলন্ কৌতুকাদেব বাদ্য-
ভ্রংশে সন্তালন-বহুতরব্যগ্রচিত্তাং চকার ॥ ১০৭ ॥
(আ০ ২০।১১৭)

করিতেছিলেন, গোপীগণ তাঁহাদের সেই গান স্বরের সহিত না মিলাইয়া নানাস্বরে গান করিতেছিলেন। গান-আলাপে শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইয়া 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিলেন। ললিতাসখী সেই স্বরগ্রাম ধ্রুবতালে গান করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দনন্দন তাহার যথেষ্ট আদর করিলেন। (১০৬) কোনও সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক প্রণীত অর্থাৎ বিহিত-মুরলীর সুমধুর গানরীতি অনুসারে হেলাবশতঃ লয়-তাল সহকারে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক কৌতুকভরে বুদ্ধিপূর্বক-কৃত তালভঙ্গরূপ স্খলন তাঁহাকে নয়নভঙ্গীদ্বারা সূচিত করিয়া অর্থাৎ "আমার অবমাননার নিমিত্ত মদীয় নৃত্যের তালভঙ্গের জন্য তুমি যত্নবান্ হইয়া নিজের গানেও তালভঙ্গ করিতেছ; ইহা আমি ভালরূপে অবগত হইয়াছি, অতএব আমার তালভঙ্গ করা তোমার পক্ষে দুঃসাধ্য"—নয়নেঙ্গিতে যেন ইহাই জানাইয়া তিনি নিজ তালভঙ্গ সম্বরণ করিয়াছিলেন। (১০৭) অনন্তর কোনও ব্রজাঙ্গনা লীলাভরে মধুর ও মৃদু মৃদু বীণাবাদন-পূর্বক গান করিতে করিতে আনন্দভরে মৃদুহাস্য-সহকারে শ্রীহরিকে নৃত্য করাইতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক-

শ্লিষ্যতি কাঞ্চন চুম্বতি কাঞ্চন কস্যাশ্চনাধরং পিবতি।
নৃত্যন্নেব হি কৃষ্ণো রময়াঞ্চক্রে বধূরখিলাঃ ॥ ১০৮ ॥
(আ০ ২০।১১৮)

আসীন্ন সা তত্র ননর্ত্ত নো যা, নৃত্যং চ তন্নো যদকৃষ্ণদৃষ্টম্।
কৃষ্ণস্য দৃষ্টিশ্চ ন সা ন যস্যা,-মেকৈকশঃ শ্লেষণ-চুম্বনাদি ॥ ১০৯ ॥
(আ০ ২০।১১৯)

মুক্তাবলীমিব জুগুম্ফ ললাটমূলে
ঘর্মাঙ্কুরান্ সহচরীব সমস্তমঙ্গম্।
মাধ্বীক-পীতিরিব সাহলসয়াঞ্চকার
শ্রান্তিঃ কুরঙ্গকদৃশাং শ্রিয়মাপুপোষ ॥ ১১০ ॥
(আ০ ২০।১২০)

বশে তাঁহার বাদ্যশিক্ষা পরীক্ষার নিমিত্ত অন্যের দুর্জ্ঞেয় গতিতে চলিয়া তাঁহাকে বাদ্যভ্রংশ-বিষয়ে সন্তালন (অবধান) করাইয়া "অর্থাৎ হায়! এখানে আমার বাদ্যভ্রংশ না হয়"—এই ভাবনায় তাঁহার মন নিবিষ্ট করাইয়া তাঁহাকে অতিশয় ব্যগ্রচিত্তা করিয়াছিলেন। (১০৮) শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতে করিতে কাহাকেও আলিঙ্গন, কাহাকেও চুম্বন এবং কাহারও বা অধরপান করিতে লাগিলেন, এই প্রকারে তিনি সমস্ত ব্রজবধূগণকেই রমিত করিয়াছিলেন। (১০৯) সেখানে এমন কোনও ব্রজাঙ্গনা ছিলেন না, যিনি নৃত্য করেন নাই, এমন কোন নৃত্য হইয়াছিল না, যাহা কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় নাই এবং শ্রীকৃষ্ণেরও সেরূপ দৃষ্টি ছিল না, যে দৃষ্টিতে এক এক করিয়া তাঁহার আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কৃত হয় নাই। (১১০) অনন্তর সহচরী যেমন মুক্তাবলী গুম্ফিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ কুরঙ্গলোচনা ব্রজাঙ্গনাগণের ললাটমূলে সহচরীর ন্যায় শ্রান্তি আসিয়া ঘর্মাঙ্কুরসমূহ গ্রথিত করিয়াছিলেন। এবং মাধ্বীকপানে সকল অঙ্গ যেরূপ অলসভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ

দধানা দোর্যুগ্মং ভুজশিরসি পার্শ্বে বিলসতো
হরের্লীলালস্যাদকৃত তনুবল্লীমিব লতাম্।
ধ্রুবং সৌভাগ্যানাং ভরমসহমানেব কতমা
ক্ষণং বিশ্রামায় ব্যধিত দয়িতস্যোপরি বধূঃ ॥ ১১১ ॥
(আ০ ২০।১২১)

কপোলয়োঃ কুণ্ডল-পদ্মরাগ,-ময়ূখবিম্বং ব্রজরাজসূনোঃ।
স্বচুম্বলগ্নাধর-রাগবুদ্ধ্যা, স্ববাসসা লুম্পতি কাপি মুগ্ধা ॥ ১১২ ॥

অসব্যং কংসারের্ভুজশিরসি ধৃত্বা পুলকিনং
নিজশ্রোণ্যাং সব্যং করমনৃজুবিষ্কম্ভিতপদা।
দধানা মূর্দ্ধানং লঘুতরতিরঃস্রংসিনমিয়ং
বভৌ রাসোত্তীর্ণা মুহুরলসমূর্ত্তিঃ শশিমুখী ॥ ১১৩ ॥
(উ০ ১১।২০)

শ্রান্তি তাঁহাদের সকল অঙ্গ অলসান্বিত করিয়া তাঁহাদিগের শোভাকে অতিশয় পুষ্ট করিয়াছিল। (১১১) অতঃপর কোনও শ্রেষ্ঠা বধূ (শ্রীরাধা) নিজ পার্শ্বদেশে বিরাজমান শ্রীহরির একটি স্কন্ধদেশে বাহুযুগল অর্পণ করিয়া নিজগাত্রলতা মোটন করিয়াছিলেন; তাহাতে মনে হইল, স্বীয় সৌভাগ্য-রাশির ভার সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন তিনি ক্ষণকাল বিশ্রামের নিমিত্ত প্রিয়তমের উপর ঐ প্রকার অঙ্গমোটন বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার অতিশয় সুসখ্যামৃতে অভিষিক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে কৃতার্থ মানিয়াছিলেন। (১১২) কোনও মুগ্ধা ব্রজরাজনন্দনের গণ্ডযুগলে পতিত স্বীয়কুণ্ডলস্থ পদ্মরাগমণির কিরণের প্রতিবিম্বকে নিজকৃত চুম্বনদ্বারা লগ্ন স্বকীয় অধররাগ মনে করিয়া নিজ বসনদ্বারা তাহা লোপ করিতে (অর্থাৎ মুছিতে) চেষ্টা করিয়াছিলেন। (১১৩) তখন রতিমঞ্জরী দূর হইতে

শিথিলগতিবিলাসাস্তত্র হল্লীশরঙ্গে
হরিভুজপরিঘাগ্র-ন্যস্তহস্তারবিন্দাঃ ।
শ্রমলুলিত-ললাটশ্লিষ্টলীলালকান্তাঃ
প্রতিপদমনবদ্যাঃ সিষ্বিদুর্বেদিমধ্যাঃ ॥ ১১৪ ॥
(উ০ ১৩।২০)

এবং তাসাং শ্রমজলকণক্লিন্নকর্ণোৎপলানাং
মান্দ্যং যাতে কুবলয়দৃশাং নৃত্যবেগে ক্রমেণ ।
তূষ্ণীকত্বং পপুরথ মণীকিঙ্কিণী-নূপুরাদ্যা
মন্যে তেষামপি সমজনি শ্রেয়সী শান্তিবাধা ॥ ১১৫ ॥
(আ০ ২০।১২৬)

আপনার সখীর প্রতি শ্রীরাধাকে দেখাইয়া কহিলেন,—"সখি ! অবলোকন কর, শশিমুখী কংসারির স্কন্ধদেশে আপনার পুলকিত দক্ষিণকর সমর্পণ করিয়াছেন। স্বীয় শ্রোণীদেশে বামহস্ত প্রদান-পূর্বক অনৃজু পদদ্বারা অবস্থান করত স্বীয় শিরোদেশ ঈষৎ বক্র করিয়া ধারণ করিয়াছেন, অতএব বোধ হইতেছে, রাসক্রীড়া-হেতুক ঐ শশিমুখী অলসাঙ্গী হইয়া থাকিবেন। (১১৪) সখি ! অদ্য হল্লীশরঙ্গে (রাসবিষয়ক নৃত্যাতিশয়ে) অনিন্দিতা ক্ষীণাঙ্গীগণের গতিবিলাস স্খলিত হওয়াতে তাঁহারা ক্লান্তা হইয়া হরির ভুজ-পরিঘে (স্কন্ধদেশে) হস্তপদ্ম বিন্যস্ত করিয়া রহিয়াছেন এবং শ্রমবশতঃ প্রতিপদে স্বেদোদ্গমহেতু তাঁহাদের লীলালক অর্থাৎ কেলি-সূচক চূর্ণকুন্তলসকলের অগ্রভাগ ললাটদেশে সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। (১১৫) এই প্রকারে সেই কমললোচনা ব্রজরামাগণের কর্ণোৎপলসকল শ্রমজলকণাসমূহদ্বারা আর্দ্র এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের নৃত্যবেগ মন্দতা প্রাপ্ত হইলে মণিময় কিঙ্কিণী ও নূপুরাদি নিঃশব্দতা প্রাপ্ত হইল। মনে হইল যেন সেই কিঙ্কিণী ও নূপুরাদিরও অত্যধিক শ্রান্তিজনিত পীড়া সঞ্জাত

উন্মীলৎকলহংসগদ্‌গদরবা কম্পাতিবিক্ষোভতঃ
সংকীর্ণা পৃথুরোমহর্ষদগতির্বাষ্পচ্ছটোদ্‌গারিণী।
জাড্যোৎসেক-পরিপ্লুতা কুবলয়োল্লাসং মুহুর্বিভ্রতী
গোপীনামনুরাগিতা-সরিদিয়ং রাসে বিতেনে রসম্ ॥১১৬॥
(উ০ ১৪।১৬০)

কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখমগ্নধিয়স্তদিচ্ছা-
স্রোতোনিবেশিত-তনূলতিকা মৃগাক্ষ্যঃ।
নৈবাম্বরাণি কুচকঞ্চুলিকাশ্চ কেশ-
পাশাংশ্চ হন্ত বিবিদুঃ স্খলিতানি তানি ॥ ১১৭ ॥
(আ০ ২০।১৩০)

শ্রান্তানাং রমণকলাভিরঙ্গনানাং
স্বেদান্তঃ স্মিত-সুভগান্মুখেন্দুবিম্বাৎ।
প্রেমার্দ্রঃ করকমলেন কোমলেন
প্রত্যেকং হরিরপসারয়াঞ্চকার ॥ ১১৮ ॥
(আ০ ২০।১৩৩)

হইয়াছে। (১১৬) তৎকালে রাসদর্শিনী বিমানচারিণী দেবীগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন,—"অহে দেবিগণ! যাহাতে কলহংসের তুল্য গদ্‌গদধ্বনি উদ্‌গত হইতেছে, যাহা কম্পের অতিশয় বিক্ষোভে সংকীর্ণা এবং মহা-রোমাঞ্চদায়িনী ও বাষ্পচ্ছটা উদ্গারকারিণী তথা অতিশয় স্তম্ভযুক্তা, পৃথিবী-মণ্ডলোল্লাসিনী গোপীগণ-সম্বন্ধীয়া সেই অনুরাগনদী রাসমণ্ডলে রসবিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। (১১৭) অনন্তর কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখে নিমগ্নচিত্তা মৃগাক্ষীগণ প্রিয়তমের ইচ্ছাস্রোতে নিজ নিজ তনুলতা নিবিষ্ট করাইয়া বসন, কুচ-কঞ্চুলিকা এবং কেশপাশ স্খলিত হইলেও তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই।

স্পর্শেন পাণিকমলস্য পুনঃ প্রকামং
স্বিদ্যৎসু বক্ত্রকমলেষু মৃগেক্ষণানাম্ ।
স্বেদাপনোদকুশলো যদি নৈষ আসী-
ত্তা এব চেলশকলৈর্মমৃজুর্মুখানি ॥ ১১৯॥
(আ০ ২০।১৩৪)

লাবণ্যসার-সরসানি বিলাসলাস্য-
বৈদগ্ধ্যমুগ্ধ-মধুরাণি তদীহিতানি ।
কারুণ্যমাত্রপিশুনানি জগুঃ সুগীত-
বন্ধেন তা নিজনিজ-প্রতিভাকৃতেন ॥ ১২০ ॥
(আ০ ২০।১৩৫)

কাচিত্তদা বীজয়তি স্ম ভূষা,-ব্যত্যাসমস্যত্যপরা লিলেপ।
শ্রীখণ্ডকর্পূররসৈস্তদঙ্গা,-ন্যেকাস্যয়োরর্পয়তি স্ম বীটীম্ ॥ ১২১ ॥
(কৃ০ ভা০ ১৯।৮০)

রাসশ্রমাপনোদনাদি ও হল্লীশক-নৃত্যাদি

(১১৮) রতিকলাভরে শ্রান্তা অঙ্গনাগণের প্রত্যেকের মৃদুহাস্যশোভিত মুখচন্দ্রবিম্ব হইতে স্বেদজল শ্রীহরি স্বয়ং প্রেমার্দ্রহৃদয়ে নিজ কোমল করকমল-দ্বারা অপসারিত করিতে লাগিলেন। (১১৯) শ্রীকৃষ্ণের করকমলের স্পর্শে সেই মৃগলোচনাগণের বদনকমল পুনরায় অধিকতর স্বেদযুক্ত হইতে লাগিলে, শ্রীকৃষ্ণ যখন সেই স্বেদ দূরীকরণে সমর্থ হইলেন না, তখন তাঁহারাই বস্ত্রখণ্ডদ্বারা নিজ নিজ মুখ মার্জনা করিয়াছিলেন। (১২০) লাবণ্যসারদ্বারা সরস বিলাসলাস্য ও বৈদগ্ধ্যহেতু সুন্দর ও মধুর এবং কারুণ্যমাত্রসূচক শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা অর্থাৎ লীলাসকল সেই সুন্দরীগণ নিজ নিজ প্রতিভাকৃত মনোহর গীতবন্ধে গান করিতে লাগিলেন। (১২১) শ্রীরাধাকৃষ্ণের যেমন নৃত্য সমাপ্তি হইল, অমনি কোন সখী ব্যজন করিতে

অথান্যপুলিনান্তরে রাসবিলাসবিশেষমাহ—

বিতস্তিমাত্রোচ্চনিখাত-শঙ্কুগ-
ত্রিনেমিচক্রোপরি রাধয়া সহ।
স্থিতঃ স মধ্যেঽন্যসখীগণৈঃ ক্রমা-
দ্বহিশ্চকারাথ সুমণ্ডলত্রয়ীম্ ॥ ১২২ ॥

(গোবি০ ২২।৫৭)

আবৃত্য পূর্ণং রসধারয়া হরিং, রাধোপগূঢ়ং কিল মণ্ডলত্রয়ী।
সুবর্ণবল্ল্যঙ্কি-তমালশাখিনং, স্বর্ণালবালালিরিবাবভাবসৌ ॥ ১২৩ ॥

(গোবি০ ২২।৫৮)

আদিশ্য হল্লীশক-কেলিরঙ্গে, রাধামুকুন্দৌ ললিতাদিকালীঃ।
তত্রাংস-বিন্যস্তভুজৌ মিথস্তা,-বনৃত্যতাং লাস্যবিদাং বরিষ্ঠৌ ॥১২৪॥

(গোবি০ ২২।৫৯)

লাগিলেন, কোন সখী নৃত্যকালে যে-সকল ভূষণব্যতিক্রম হইয়াছিল, তাহা যথাযথ বিন্যাস করিয়া তনুযুগল চন্দনাদির দ্বারা বিলেপন করিলেন এবং কেহ শ্রীমুখযুগলে তাম্বূলবীটী অর্পণ করিলেন। (১২২) অনন্তর অন্য পুলিনমধ্যে বিশেষ রাসবিলাস বলিতেছেন—বিতস্তি (অর্থাৎ অৰ্দ্ধহস্ত) মাত্র উচ্চ, পৃথিবীতে নিখাত যে শঙ্কু অর্থাৎ গোঁজ, তাহার উপরিস্থ যে চক্র তাহাতে তিনটি নেমি, (অর্থাৎ অগ্রদিকে তিন থাক ছিল) তাহার উপর শ্রীরাধার সহিত মধ্যভাগে শ্রীকৃষ্ণ আরোহণপূর্বক অন্য সখীবৃন্দদ্বারা বাহিরে তিনটি মণ্ডলী করিলেন। (১২৩) আহা! এই তিনটি মণ্ডলী অর্থাৎ গোপীশ্রেণী, শ্রীরাধা-কর্তৃক আলিঙ্গিত রসধারায় পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে আবরণ অর্থাৎ মধ্যে করিয়া স্বর্ণ-লতাবৃত তমালতরুকে আবরণ-পূর্বক যেমন স্বর্ণ আলবালশ্রেণী শোভা পায়, তাহার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। (১২৪) অনন্তর নৃত্যবিদ্‌গণের মধ্যে বিজ্ঞতম শ্রীরাধাকৃষ্ণ ললিতাদি শ্রীসখীবৃন্দকে

নৃত্যন্নিতম্বিনীনাং তদ্‌বৈদগ্ধ্যপদচালনৈঃ।
কুলালচক্রবচ্চক্রং ভ্রমদাসীত্তয়োরপি ॥ ১২৫ ॥
(গোবি০ ২২।৬০)

লঘুভ্রমচ্চক্রগতেঃ সমা তাসাং গতিঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিন্মন্দা ক্বচিচ্ছীঘ্রা বিবিধাসীৎ প্রিয়া হরেঃ ॥ ১২৬ ॥
(গোবি০ ২২।৬২)

বিধায় রাধাং ললিতা-বিশাখয়ো-
র্মধ্যে তদংসার্পিতবাহুরচ্যুতঃ।
গায়ন্ স গায়ন্তিরলং কদাপ্যসৌ
বভ্রাম নৃত্যন্ সহ নর্ত্তকীগণৈঃ ॥ ১২৭ ॥
(গোবি০ ২২।৬১)

তাসাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে তদংসন্যস্তদোঃ স্ফুরন্।
সচলৎস্বর্ণবল্লীনাং নৃত্যত্তাপিঞ্ছবদ্‌বভৌ ॥ ১২৮ ॥
(গোবি০ ২২।৬৩)

হল্লীশক অর্থাৎ মণ্ডলীনৃত্য করিতে আজ্ঞা করিয়া পরস্পর স্কন্ধে হস্তপ্রদান-পূর্বক নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (১২৫) নৃত্যকারিণী নিতম্বিনীসকলের বিশেষ চাতুর্য্য-সহকারে পাদবিক্ষেপে রাসচক্রটি কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। (১২৬) কখনও চক্রটী লঘুগতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলে তাঁহাদিগেরও গতি তাহার সমান অর্থাৎ লঘু হইতে লাগিল এবং চক্রের গতি কখনও মন্দ বা শীঘ্র হইতে লাগিলে তাঁহাদিগের গতিও মন্দ বা শীঘ্র হইতেছিল—এইপ্রকারে চক্রভ্রমিনৃত্যে গোপিকাগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকর নানাপ্রকার গতি হইয়াছিল। (১২৭) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে, ললিতা ও বিশাখার মধ্যে করিয়া তাঁহার স্কন্ধে, অথবা ললিতা বিশাখার স্কন্ধদ্বয়ে, হস্তযুগল অর্পণ করত নর্ত্তকীবৃন্দ গান করিতে লাগিলে তাঁহাদিগের সহিত

অদ্ভুতং মত্বা কাচিৎ কাঞ্চিৎ প্রত্যাহ—

হরির্নবঘনাকৃতিঃ প্রতিবধূদ্বয়ং মধ্যত-
স্তদংসবিলসদ্ভুজো ভ্রমতি চিত্রমেকোঽপ্যসৌ।
বধূশ্চ তড়িদুজ্জ্বলা প্রতিহরিদ্বয়ং মধ্যতঃ
সখীকৃত-করাম্বুজা নটতি পশ্য রাসোৎসবে ॥ ১২৯ ॥
(উ০ ১৫।২৩২)

সোঽলাতচক্রবৎ কাপি লঘুগত্যাভ্রমত্তথা।
হিত্বা মাং কাপ্যসৌ নাগাদিতি তা মেনিরে যথা ॥ ১৩০॥
(গোবি০ ২২।৬৪)

বিলসন্নিত্থং হরিস্তাভিশ্চক্রভ্রমণ-নর্ত্তনৈঃ।
রাসলীলাবিশেষায় চক্রাদবরুরোহ সঃ ॥ ১৩১ ॥
(গোবি০ ২২।৬৮)

নিজে নিজেও গান করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। (১২৮) সেই গোপীসকলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের স্কন্ধে হস্ত-বিন্যাস করত চঞ্চল স্বর্ণলতার মধ্যগত তমালতরুর সদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন। (১২৯) অদ্ভুত নৃত্য দেখিয়া কোন সখী কোন সখীকে বলিতেছেন,—"নবঘনাকৃতি শ্রীহরি এক হইয়াও প্রতি বধূদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিতি-পূর্বক তাঁহাদের স্কন্ধে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া আশ্চর্য্যরূপে ভ্রমণ করিতেছেন, আর তড়িৎ-সদৃশী উজ্জ্বলা বধূও দুই দুই কৃষ্ণের মধ্যে থাকিয়া সখীকর্ত্তৃক ধৃতকরাম্বুজা হইয়া রাসোৎসবে নৃত্য করিতেছেন—অবলোকন কর।" (১৩০) কখনও অলাতচক্রবৎ (অর্থাৎ অগ্নিযুক্ত কাষ্ঠকে ঘুরাইলে যেমন মণ্ডলাকার তেজঃ লক্ষিত হয়, সেইরূপ) শ্রীকৃষ্ণ গোপীসকলের মধ্যে দ্রুতগতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যাহাতে প্রত্যেক গোপীই মনে করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন নাই। (১৩১) শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপ চক্রভ্রমণ নৃত্যসহকারে তাঁহাদিগের সহিত বিলাস

স্খলহরি-মৃদুহস্তৈঃ সংস্কৃতং কৃষ্ণ আল্যা
কুমুদ-সুরভিবাতৈর্মার্জিতং স্ফারমগ্র্যম্।
শশিকিরণসুধাভিঃ সিক্তলিপ্তং স তাভিঃ
পুলিনবরমনঙ্গোল্লাসরঙ্গাখ্যমায়াৎ ॥ ১৩২ ॥
(গোবি০ ২২।৬৯)

পরিভ্রমত্তল্ললনালিমণ্ডলং
বভৌ যথা কামকুলালভূপতেঃ।
রাসাদি-লীলাখ্যঘটালি-নির্ম্মিতৌ
সুবর্ণচক্রং হরিদণ্ড-চালিতম্ ॥ ১৩৩ ॥
(গোবি০ ২২।৭১)

তন্মণ্ডলং ভাতি বিলাস-সাগরে
রোদ্ধুং মনোমীনমিহৈব কিং হরেঃ।
কন্দর্প-কৈবর্ত্তবর-প্রসারিতং
হৈমং মহাজালমুরোজ-তুম্বিকম্ ॥ ১৩৪ ॥
(গোবি০ ২২।৭২)

করিয়া রাসলীলাবিশেষের জন্য চক্র হইতে অবতীর্ণ হইলেন। (১৩২) তদনন্তর তিনি "অনঙ্গোল্লাসরঙ্গ" নামক অগ্রবর্ত্তি শ্রেষ্ঠ পুলিনে সখীসকলের সহিত উপস্থিত হইলেন। ঐ পুলিন যমুনা সখীকর্ত্তৃক নিজতরঙ্গরূপ মৃদু হস্তে কুমুদ-কুসুমের সুরভিযুক্ত পবনদ্বারা মার্জিত, সুবিস্তৃত চন্দ্রকিরণে সিক্ত ও লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। (১৩৩) যেমন কুম্ভকার ঘটনির্মাণ করিবার সময় চক্রকে হস্তদ্বারা সঞ্চালিত করিলে ঐ চক্র শোভা পাইয়া থাকে, তদ্রূপ কন্দর্পরূপী কুলালরাজের রাসাদিলীলারূপ ঘটাদি-নির্মাণকার্য্যে শ্রীকৃষ্ণরূপ দণ্ডদ্বারা চালিত পরিভ্রমণকারিণী ললনাশ্রেণীরূপ সুবর্ণ-চক্র শোভা পাইতে লাগিল। (১৩৪) কৈবর্ত্ত যেমন মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত

ভুজশিরসি বিরাজদ্দোর্যুগং স্বপ্রিয়াল্যাঃ
প্রচলদজয়দেতন্মণ্ডলং কৃষ্ণমূর্ত্তেঃ।
জলদ-শকলজালং মধ্যমধ্যাতিরাজৎ-
স্থিরতড়িদুপগূঢ়ং সংভ্রমচ্চক্রবাতৈঃ ॥ ১৩৫ ॥
(গোবি০ ২২।৭৪)

হরি-হরিদয়িতানাং বংশিকা-কণ্ঠগানৈ-
র্মিলিতবলয়কাঞ্চীনূপুরাণাং স্বনৌঘঃ।
নটনগতি-বিরাজৎপাদতালানুগামী
নিজবরমধুরিম্ণা ব্যানশেঽসৌ জগন্তি ॥ ১৩৬ ॥
(গোবি০ ২২।৭৬)

রতিলীলং ত্রিভঙ্গীঞ্চ চর্চরীং বীরবিক্রমম্।
ইত্যাদীন্নর্ত্তনে তালান্ দধুঃ কৃষ্ণোঽস্য চ প্রিয়াঃ ॥ ১৩৭ ॥
(গোবি০ ২২।১০১)

নদ্যাদিতে জাল বিস্তার করে এবং ঐ জালের উপরে কতকগুলি অলাবুফল বন্ধন করিয়া ভাসাইয়া দেয়, তদ্রূপ এই বিলাস-সাগরের মধ্যে শ্রীহরির মানস-মৎস্যকে ধরিবার নিমিত্ত কন্দর্পরূপ কৈবর্ত্ত-কর্ত্তৃক প্রসারিত বক্ষোজ-রূপ তুম্বীফলযুক্ত গৌরাঙ্গী ব্রজাঙ্গনারূপ হৈম (স্বর্ণসূত্রনির্মিত) জাল শোভা পাইতে লাগিল। (১৩৫) রাসচক্রে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তিসকল মধ্যে মধ্যে বিরাজিত প্রেয়সীবৃন্দের স্কন্ধে ভুজযুগল অর্পণ করত প্রচলিত হইয়া শোভা-দ্বারা চক্রবায়ুচালিত মধ্যে মধ্যে বিরাজিত স্থিরতড়িৎ-কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত মেঘখণ্ডসমূহকেও জয় করিয়াছিলেন। (১৩৬) শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ও প্রিয়া-বর্গের কণ্ঠধ্বনির সহিত মিলিত বলয়, কাঞ্চী ও নূপুরের শব্দসমূহ নৃত্যগতি ও মনোহর পাদতালের অনুগামী হইয়া আপনার অত্যুৎকৃষ্ট মাধুর্য্যে নিখিল জগৎকে ব্যাপ্ত করিল। (১৩৭) রতিলীল ত্রিভঙ্গি, চর্চরী, বীরবিক্রম

অথ প্রবন্ধ-গানং স নানাতালৈঃ পৃথগ্‌বিধম্।
কর্ত্তুমারভতৈতাভির্বিদগ্ধাভিঃ সনর্ত্তনম্॥ ১৩৮॥

(গোবি০ ২৩।১)

শ্রীরাধয়া নৃত্যতি কৃষ্ণচন্দ্রে
গায়ন্ত্য আসন্ ললিতাদয়স্তদা।
চিত্রাদয়োঽন্যাঃ কিল তালধারিকা
বৃন্দাদয়ঃ সভ্যতয়া ব্যবস্থিতাঃ॥ ১৩৯॥

(গোবি০ ২৩।২)

কৃষ্ণে নৃত্যত্যেকলে রাধিকাদ্যা
গায়ন্তি স্মাশ্চর্য্যতালৈর্দুরূহৈঃ।
তস্মিন্ সভ্যে রাধিকাদ্যাঃ ক্রমেণা-
শ্চর্য্যং নৃত্যং সাঙ্গহারং ব্যধুস্তাঃ॥ ১৪০॥

(গোবি০ ২৩।৩)

ইত্যাদি তাল শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজাঙ্গনাগণ নৃত্যকালে ধারণ করিয়াছিলেন। (১৩৮) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সুরসিকা ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত নানাপ্রকার তালদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রবন্ধগান এবং নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। (১৩৯) শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে ললিতা প্রভৃতি সখীবৃন্দ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং চিত্রাদি সখীগণ গানের তালপ্রদান করিতে লাগিলেন, তথা বৃন্দা প্রভৃতি সখীসকল সভ্যরূপে (নৃত্যাদির সদসদ্বিবেচকরূপে) অবস্থিত রহিলেন। (১৪০) শ্রীকৃষ্ণ একাকী নৃত্য করিতে লাগিলে শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীগণ দুরূহ আশ্চর্য্য-তালে গান করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সভ্যস্বরূপে অবস্থিত হইলে শ্রীরাধিকাদি সুন্দরীগণ ক্রমশঃ অঙ্গ-

রঙ্গে ক্রমাচ্ছ্রেণিতয়া স্থিতানা,-মন্তঃপটত্বং নটতাং গতানাম্।
বীণাদিবাদ্যাবলি-ধারিকাণাং, নানাপ্রবন্ধাদিক-গায়িকানাম্ ॥১৪১॥
(গোবি০ ২৩।৪)

তত-ঘন-শুষিরাদ্যানদ্ধ-কণ্ঠস্বরৌঘে
মৃদুবিবিধ-গতিত্বেঽপ্যৈক্যমাপ্তেঽঙ্গনানাম্।
তদনুগপদতালৈর্ভ্রূকরাঙ্গাক্ষিচালৈ-
র্ননৃতুরিহ সকৃষ্ণাস্তাঃ প্রবিশ্য ক্রমেণ ॥ ১৪২ ॥
[যুগ্মকম্] (গোবি০ ২৩।৫)

কৃষ্ণঃ শ্রীমান্ মুহুরিহ সমাগত্য তাসাং স মধ্যা-
ন্নানাতালক্রমবশতয়া চালয়ন্ শ্রীপদাব্জে।
ধুন্বন্ পাণী নটতি নিগদন্নিত্থমানন্দয়ংস্তা-
স্তত্তা তথৈ দৃগিতি দৃগিথৈ দৃক্ তথৈ দৃক্ তথৈ থা ॥১৪৩॥
(গোবি০ ২৩।৬)

বিক্ষেপসহকারে আশ্চর্য্য নৃত্য করিয়াছিলেন। (১৪১) রঙ্গালয়ে অঙ্গনাগণ ক্রমশঃ শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত থাকায় চতুর্দিকে যেন অন্তঃপটস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন এবং তাঁহারা বীণাদি বাদ্যযন্ত্রধারণ-পূর্বক বিবিধ প্রবন্ধগান করিতে লাগিলেন। (১৪২) এই সময়ে তাঁহাদিগের বীণাধ্বনি, কাংস্যধ্বনি, বংশীধ্বনি, মুরজধ্বনি ও কণ্ঠোত্থিত ধ্বনি প্রভৃতি স্বরসমূহ বিবিধ মৃদুগতি হইলেও ঐক্যপ্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীকাগণ রঙ্গালয়ে প্রবেশ করত তদনুগত পদতাল এবং ভ্রূক্ষেপ, হস্ত, অঙ্গ ও নেত্রচালনা-সহকারে যথাক্রমে নৃত্য করিতে লাগিলেন। (১৪৩) শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ তাহাদিগের মধ্য হইতে সমাগত হইয়া নানাবিধ তালে ও ক্রমভঙ্গিতে সুন্দর পাদপদ্মযুগল ও হস্তদ্বয়কে সঞ্চালন করিয়া "তা তত্তা, তথৈ, দৃগিতি, দৃগিথৈ,

থো দিক্ দাং দাং কিট কিট কণঝেং
থোক্কু থো দিক্কু আরে
ঝেং দ্রাং ঝেং দ্রাং কিটিকিটি কিটিধাং
ঝেঙ্কু ঝেং ঝেঙ্কু ঝেং ঝেম্।
থো দিক্ দাং দাং দৃমি দৃমি দৃমি ধাং
কাঙ্কু ঝেং কাঙ্কু ঝেং দ্রা-
মাগত্যৈবং নটতি স হরিশ্চারুপাঠপ্রবন্ধম্॥ ১৪৪ ॥
(গোবি০ ২৩।৭)

কূজৎকাঞ্চীকটকবিরণন্নূপুরধ্বানরম্যং
পাণিদ্বন্দ্বং মুহুরিহ নদৎকঙ্কণং চালয়ন্তী।
রাধা কৃষ্ণদ্যুতিঘনচয়ে চঞ্চলেব স্ফুরন্তী
নৃত্যন্তীত্থং গদতি তথথৈ থৈ তথৈ থৈ তথৈ থা॥ ১৪৫ ॥
(গোবি০ ২৩.৮)

দৃক্ তথৈ দৃক্ তথৈ থা” ইহাই উচ্চারণপূর্ব্বক সখীবর্গকে আনন্দিত করিতে করিতে নৃত্যারম্ভ করিলেন। (১৪৪) “থো দিক্ দাং দাং কিট কিট কণঝেং থোক্কু থো দিক্কু আরে, ঝেং দ্রাং ঝেং দ্রাং কিটি কিটি কিটি ধাং ঝেঙ্কু ঝেং ঝেঙ্কু ঝেং ঝেং। থো দিক্ দাং দাং দৃমি দৃমি দৃমি ধাং কাঙ্কু ঝেং কাঙ্কু ঝেং দ্রাম্” এইরূপ স্বর উচ্চারণ করত শ্রীকৃষ্ণ সহসা আসিয়া সুচারুপ্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। (১৪৫) শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-দ্যুতিরূপ মেঘমণ্ডলের মধ্যে চঞ্চলা সৌদামিনীর ন্যায় শ্রীরাধা নৃত্য করিতে করিতে “তথ থৈ, থৈ তথৈ, থৈ তথৈ থা” এইরূপ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং তিনি নৃত্যকালে শব্দায়মান কাঞ্চী, কটক ও নূপুরের রমণীয় ধ্বনির সহিত কঙ্কণধ্বনি-সমন্বিত হস্তদ্বয়-সঞ্চালিত

ধাং ধাং দৃক্ দৃক্ চঙ চঙ নিঙাং ণং নিঙাং ণং নিঙাং নাং
তুত্তুক্ তুং তুং গুড়ু গুড়ু গুড়ু ধাং দ্রাং গুড়ু দ্রাং গুড়ু দ্রাঙ্।
ধেক্ ধেক্ ধো ধো কিরিটি কিরিটি দ্রাং দ্রাং দৃমি দ্রাং দৃমি দ্রা-
মাগত্যৈবং মুহুরিহ মুদা শ্রীমদীশা ননর্ত্ত ॥ ১৪৬ ॥
(গোবি০ ২৩।৯)

ঝং ঝং-কুর্বৎকনকবলয়ে ধুন্বতী পাণিপদ্মে
তাসাং মধ্যাৎ সপদি ললিতাঽপ্যাগতা কৃষ্ণকান্ত্যা।
শ্যামে রঙ্গে তড়িদিব ঘনে নৃত্যতীত্থং বদন্তী
থৈ থৈ থো থো তিগড় তিগড় থো থো তথৈ থো তথৈ তা॥১৪৭॥
(গোবি০ ২৩।১০)

দৃমি দৃমি দৃমি ধো ধো ধো মৃদঙ্গাদিবাদ্যৈঃ
কণ কণ কণ বীণাশব্দমিশ্রৈর্বিশাখা।
নটতি ঝণন ঝং ঝৎকার্য্যলঙ্কারজালা
দৃগিতি দৃগিতি দৃক্ থৈ থো তথো থো ব্রুবাণা ॥ ১৪৮ ॥
(গোবি০ ২৩।১১)

করিতেছিলেন। (১৪৬) "ধাং ধাং দৃক্ দৃক্ চঙ চঙ নিঙাং ণং নিঙাং ণং নিঙাং নাং, তুত্তুক্ তুং তুং গুড়ু গুড়ু গুড়ু ধাং দ্রাং গুড়ু দ্রাং গুড়ু দ্রাং। ধেক্ ধেক্ ধো ধো কিরিটি কিরিটি দ্রাং দ্রাং দৃমি দ্রাং দৃমি দ্রাং" এইরূপ উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধা আগমন করিয়া বারম্বার নৃত্য করিতে লাগিলেন। (১৪৭) তৎপরে ললিতাও তাঁহাদিগের মধ্য হইতে আসিয়া কনকবলয়ের ঝঙ্কার-সম্বলিত পাণিপদ্ম চালিত করিয়া কৃষ্ণকান্তিদ্বারা শ্যাম-বর্ণ রঙ্গভূমিতে "থৈ থৈ থো থো তিগড় তিগড় থো থো তথৈ থা তথৈ তা" এই বলিতে বলিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। (১৪৮) এবং কণ, কণ, কণ এইরূপ বীণাশব্দের সহিত মিশ্রিত মৃদঙ্গের 'দৃমি দৃমি দৃমি ধো

আ আ ঈ আতি আ আতি অই অতি অ আ আতি আ আতি আ আ
আ আ জ্যোৎস্নোজ্জ্বলাঙ্গং নটদিব পুলিনং রাধিকে পশ্য আরে।
আ আ আ আতি আ আ নটতি চ বিপিনং মন্দবাতেরিতং আ
আ আ আ এতি কৃষ্ণঃ পুনরিহ নিগদন্ সালসাঙ্গং ননর্ত্ত ॥ ১৪৯॥
(গোবি০ ২৩।১৫)

আবিষ্টানাং গাননৃত্যেঽঙ্গনানাং, তত্তদ্‌গত্যাত্যুচ্ছুসদ্‌গাঢ়বন্ধম্।
নীবী-বেণী-কঞ্চুকাদি স্বয়ং তৎ, কৃষ্ণঃ ক্ষিপ্রং নৃত্যমধ্যে ববন্ধ॥১৫০॥
(গোবি০ ২৩।১৯)

আস্যে গীতিস্তদভিনয়নং শ্রীকরে শ্রীপদাব্জে
তালো গ্রীবাকটিষু ধুবনং নেত্রয়োর্দোলনঞ্চ।
সব্যাসব্যাগমনগমনং তারকায়াং কটাক্ষঃ
কৃষ্ণস্যাব্জে মনসিজসুখং বল্লবীনাং তদাসীৎ ॥ ১৫১ ॥
(গোবি০ ২৩।২৪)

ধো ধো' এই প্রকার শব্দসহকারে "ঝণন ঝং ঝং" এইরূপ শব্দযুক্ত অলঙ্কার সমূহের শব্দ করিয়া "দৃগিতি দৃগিতি দৃক্ থৈ থো তথো থো" এই বলিয়া বিশাখাও নৃত্য করিতে লাগিলেন। (১৪৯) এই প্রকার সখীগণ নৃত্য করিলে পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ উল্লসিতভাবে "আআ ঈ আতি আ আতি অই অতি অ আ আতি আ আতি আ আ আ আ"—হে রাধে! দেখ, জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বলাঙ্গ হইয়া যেন পুলিনও নৃত্য করিতেছে। "আ আ আ আতি আ আ" ইহা বলিয়া বনও যেন মন্দবায়ুতে সঞ্চালিত হইয়া নৃত্য করিতেছে, "আ আ আ আ এতি"—ইহাই বলিতে বলিতে অলসাঙ্গে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। (১৫০) গীতবাদ্য-সহিত নৃত্যে অঙ্গনাসকল আবিষ্ট হইলে তাঁহাদের গান ও নৃত্যকালীন গত্যনুসারে প্রগাঢ়রূপে আবদ্ধ নীবী, বেণী ও কঞ্চুকাদি শিথিল হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তৎক্ষণাৎ নৃত্যমধ্যে তাহা

অত্যদ্ভুতং দৃষ্ট্বা কাচিৎ কাঞ্চিৎ প্রত্যাহ—

প্রথমমুরলিরন্ধ্রে রঞ্জিতাকুঞ্চিবিম্বা-
ধরমিহ সখি ! রাধাং ভাতি গায়ন্ মুরারিঃ।
ইতর-বিবরচঞ্চচ্চারু মৃদ্বঙ্গুলীনাং
নখমণিরুচিবীচিমুদ্রিকালিচ্ছটাভিঃ ॥ ১৫২ ॥
(স০ ১৮)

মগ্না শুভ্রে দশনকিরণে স্ফাটিকীব স্ফুরন্তী
লগ্না শোণে কর-সরসিজে পদ্মরাগীব গৌরি।
গণ্ডোপান্তে কুবলয়রুচা বৈন্দ্রনীলীব জাতা
সূতে রত্নত্রয়ধিয়মসৌ পশ্য কৃষ্ণস্য বংশী ॥ ১৫৩ ॥
(উ০ ১০।৩৪)

বন্ধন করিয়া দিলেন। (১৫১) নৃত্যকালে ব্রজসুন্দরীগণের মুখে গান, হস্তে অভিনয় অর্থাৎ অর্থপ্রকাশ চরণকমলে তাল-প্রদান, গ্রীবা ও কটিতে কম্পন, নয়নযুগলে দোলন অর্থাৎ ইতস্ততঃ সঞ্চালন, তারকায় দক্ষিণ ও বামভাগে গমনাগমন, শ্রীকৃষ্ণ-মুখকমলের প্রতি কটাক্ষপাত—এই সমস্তই গোপিকাগণের কন্দর্পজন্য সুখ হইয়া উঠিল। (১৫২) অতি অদ্ভুত দর্শনে কোনও সখী অপর কোন সখীর প্রতি বলিতে লাগিলেন,—"হে সখি ! ঐ দেখ ! মুরলীর প্রথম রন্ধ্রে আকুঞ্চনশীল বিম্বাধর শোভিত করিয়া অন্যান্য বিবর-সমূহে পুনঃ পুনঃ গমনশীল সুন্দর ও কোমল অঙ্গুলিসকলের নখমণি-সমূহের কান্তি-তরঙ্গ এবং মুদ্রিকাসকলের কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া মুরারি রাধানাম গান করিতে করিতে শোভা পাইতেছেন। (১৫৩) বিশাখা শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক বাদ্যমানা বংশী শ্রীরাধাকে দেখাইয়া কহিলেন,—"হে গৌরি ! ঐ দেখ বংশী শ্রীকৃষ্ণের দশনজ্যোৎস্নায় নিমগ্ন হইয়া স্ফটিকের ন্যায় স্ফূর্তি পাইতেছে, লোহিতবর্ণ করসরোরুহে সংলগ্ন হইয়া পদ্মরাগমণির তুল্য শোভা

তালাবসানে হরিরাত্মপাণি,-ন্যাসং প্রিয়াবক্ষসি সংবিধত্তে।
প্রিয়াপি সব্যেন করেণ তুষ্টা, নিরস্যতীশস্য করং রুষেব ॥ ১৫৪ ॥
(গোবি০ ২৩।৩০)

জানুভ্যাং ক্ষিতিমালম্ব্য প্রসার্য্যৈকা ততৌ ভুজৌ।
জুঘূর্ণে কাঞ্চনী বেগক্ষিপ্তেব স্মরচক্রিকা ॥ ১৫৫ ॥
(গোবি০ ২৩।৩১)

লীলোৎসর্পাপসর্পাভ্যাং দোঃপ্রসার-নিকুঞ্চনৈঃ।
অঙ্গান্তরঙ্গৈঃ স্পৃশন্ত্যন্যা নৃতিঞ্চক্রেঽন্যদুষ্করাম্ ॥ ১৫৬ ॥
(গোবি০ ২৩।৩২)

স্পষ্ট্বা করৈরেকেন ভুবং ক্বচিৎ পরা, দেহং পরাবৃত্ত্য মুহুর্মুহুর্দিবি।
পতন্ত্যনৃত্যদ্ ভুবিসা কদাপ্যসৌ, বিনা তদালম্বনমম্বরে পরম্ ॥১৫৭
(গোবি০ ২৩।৩৩)

ধারণ করিয়াছে এবং কুবলয়কান্তিতুল্য কপোলপ্রান্তে মিলিত হইয়া ইন্দ্রনীলমণির প্রভা বিস্তার করিতেছে, অতএব, হে সুন্দরি! আশ্চর্য্য! অবলোকন কর, ঐ কৃষ্ণমুরলী তিনটি রত্নের বিভ্রম জন্মাইতেছে। (১৫৪) তালাবসানে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হস্ত প্রিয়ার বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলেন এবং প্রিয়া শ্রীরাধা পরিতুষ্টা হইলেও যেন রোষবশতঃই বামকরে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের হস্তকে নিরাস করিতে লাগিলেন। (১৫৫) কোনও একটী গোপী দুই জানুদ্বারা ভূমি অবলম্বন করিয়া সুবিস্তৃত ভুজযুগল প্রসারিত করত বেগে নিক্ষিপ্ত স্বর্ণময়ী কামচক্রিকার ন্যায় ঘুরিতে লাগিলেন। (১৫৬) অন্য কোনও ব্রজবালা লীলাবশতঃ উৎসর্পণ ও অপসর্পণ অর্থাৎ উত্থান ও পলায়ন ও বাহুর আকুঞ্চন-প্রসারণ-সহকারে এক এক অঙ্গদ্বারা এক এক অঙ্গ স্পর্শ করিয়া অন্যের দুষ্কর নৃত্য করিতে লাগিলেন। (১৫৭) কোনও ব্রজসুন্দরী

শিথিলবসনকেশাঃ শ্বাসবেল্লৎকুচাগ্রাঃ
শ্রমজলযুতভালাঃ সালসাঙ্গ্যঃ ক্রিয়াসু ।
ক্লমজনিতরুচাপি প্রেষ্ঠনেত্রাতিতুষ্টিং
পুপুষুরধিকমেতা রাসনৃত্যাবসানে ॥ ১৫৮ ॥
(গোবি০ ২৩।৪১)

ইত্থং সমাপ্য বিবিধাঙ্গমনন্যসিদ্ধং
তাভিঃ সমং সরসরাসবিলাসনৃত্যম্ ।
প্রোদ্যৎস্মরং পুনরমুং রতিকেলিনৃত্যং
কর্ত্তুং সমুৎকমনসং হি বিবিচ্য বৃন্দা ॥ ১৫৯ ॥
(গোবি০ ২৩।৪৮)

হিমবালুক-বালুকেঽমলে, পুলিনে সহ রাধয়াচ্যুতম্ ।
বিনিবেশ্য তয়োঃ পুরঃ সখী,-নিচয়ং সগণা ন্যবীবিশৎ ॥ ১৬০ ॥
[যুগ্মকম্] (গোবি০ ২৩।৪৯)

এক হস্তে ভূমি স্পর্শ করিয়া আকাশে স্বদেহ পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করাইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন এবং কখনও বা ভূমি অবলম্বন না করিয়াই নিরালম্বে অর্থাৎ শূন্যপথে নৃত্য করিতে লাগিলেন। (১৫৮) রাসনৃত্যের অবসানে গোপীগণের বসন ও কেশ শিথিল, নিঃশ্বাস-বায়ুতে কুচাগ্র কম্পিত এবং কপোল শ্রমযুক্ত হইল। তাঁহারা কার্য্যবিশেষে অলসাঙ্গী হইয়া শ্রমজনিত ক্লান্তিদ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগলের অত্যন্ত প্রীতি সম্পাদন করিলেন। (১৫৯-১৬০) এইরূপে শ্রীবৃন্দাদেবী ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধাঙ্গ অনন্যসিদ্ধ সরস-রাসবিলাস নৃত্য সমাপন করাইয়া পুনর্ব্বার যাহাতে কামভাব সম্যক্ প্রকারে উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে, তাদৃশ রতিকেলি নৃত্য করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে উৎসুক-চিত্তে দর্শন করিয়া হিমবালুকা অর্থাৎ কর্পূরের ন্যায় সুবিমল বালুকোচিত যমুনা-

কর্পূরাভে কিরণসুধয়া প্রোক্ষিতে শীতধাম্নঃ
প্রত্যামৃষ্টে কমলকুমুদামোদিনা মারুতেন।
প্রাদুর্ভূতঃ স খলু শুশুভে সৈকতে ভানুপুত্র্যাঃ
প্রত্যাসন্নে সুরতসমরে বীরপানপ্রমোদঃ ॥ ১৬১ ॥
(আ০ ২০।১৩৭)

তস্মিন্নানামধুরিম-ধুরা-ধুর্য্যবৈদূর্য্যবেদ্যাং
কৃত্বা চীনাম্বর-বিরচনাং চন্দ্রিকাবৃন্দহৃদ্যাম্।
তস্যাং ন্যস্য স্ফটিকচষকস্তোমমস্তোকমূল্যং
কর্ত্তুং বৃন্দারভত রভসাৎ পানলীলানুকূল্যম্ ॥ ১৬২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৩৮)

তত্রানিন্যে স্ফটিক-ঘটিতং মেধ্যমাধ্বীক-কুম্ভং
গন্ধেনান্ধীকৃত-মধুকরং সোপদংশোপলম্ভম্।
কামক্রীড়ানিধিঘটমিবাপীনচীনেন গূঢ়ং
গ্রীবাদেশে সুরভিকুসুমোদ্দামদামোপগূঢ়ম্ ॥ ১৬৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৩৯)

পুলিনে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে উপবিষ্ট করাইয়া তাঁহাদিগের অগ্রে সখীসকলকে নিবেশিত অর্থাৎ উপবিষ্ট করাইলেন।

মধুপানোৎসবাদি

(১৬১) সুধাকরের কিরণসুধাদ্বারা সিক্ত, কমল ও কুমুদসমূহের সুগন্ধ-বহনকারী মারুতদ্বারা পরিমার্জ্জিত কর্পূরসন্নিভ শুভ্র ও সুনির্ম্মল যমুনার সিকতাময় পুলিনে প্রত্যাসন্ন সুরতসমরে সেই বীরপান (অর্থাৎ পরস্পরের মত্ততা-বশতঃ মাধ্বীকপান) জন্য আনন্দ যেন সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। (১৬২) বৃন্দা সেই স্থলে নানাবিধ মহা মাধুর্য্যমণ্ডিত বৈদূর্য্যখচিত বেদিতে জ্যোৎস্নারাশিবৎ হৃদ্য (মনোজ্ঞ) চীনবস্ত্র-বিরচনা

তত্রাগত্য প্রমুদিত-বধূমণ্ডলীমধ্যবর্ত্তী
দৃষ্ট্বা বৃন্দাকৃতবিরচনাঃ কল্পিত-স্বান্তপূর্ত্তীঃ।
শ্রীরাধায়াঃ করসরসিজং পাণিনাধৃত্য ধৃত্যা
মধ্যেঽবাৎসীৎ সহ মণিশিলামূর্দ্ধ্নি তত্রৈকমত্যা ॥ ১৬৪॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৪০)

পর্য্যন্তে চোপবিশতি বধূমণ্ডলে তস্ত বাচা
পঙ্ক্তীভূয় প্রসৃমরতরেণাঙ্গভাসা সমীচা।
মূর্ত্তীভূতা ইব বলয়িতাশ্চন্দ্রিকাশ্চন্দ্রিকাণাং
মধ্যে মেধ্যা অথ বিললসুর্মূর্ত্তয়ঃ সুন্দরীণাম্ ॥ ১৬৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৪১)

(সংস্থাপন) করিলেন। এবং তাহার উপরে বহুমূল্য স্ফটিকময় পানপাত্রগুলি রাখিয়া আনন্দে পান-লীলার যাবতীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। (১৬৩) তিনি স্ফটিক-রচিত ও পবিত্র মধুপূর্ণ কুম্ভটিকে সেই স্থানে আনয়ন করিলেন ; তাহার গন্ধে মধুকরমালা অন্ধীকৃত হইয়াছিল, তৎসঙ্গে আবার উপদংশ (চাট্)ও আনিয়াছিলেন, সূক্ষ্ম চীনবস্ত্রদ্বারা ঐ কুম্ভটিকে আবৃত করা হইয়াছিল এবং তাঁহার কণ্ঠদেশ সুগন্ধি কুসুমসমূহের বৃহৎ বৃহৎ মালায় আলিঙ্গিত ছিল, দেখিলে মনে হয়, উহা কামক্রীড়ার নিধি-ঘটই হইবে। (১৬৪) শ্রীকৃষ্ণ এই স্থলে আসিয়া আনন্দিত বধূমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া নিজাভীষ্ট-পূরণসূচক বৃন্দার সকল রচনা দেখিলেন। এবং সকলের একমতে শ্রীরাধার করপদ্ম নিজ হস্তে ধরিয়া ধৈর্য্যসহকারে সকলের মধ্যে মণিময়-শিলার উপরে (শ্রীরাধার সহিত এক সঙ্গে) বসিলেন। (১৬৫) শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে সেই গোপীগণ পঙ্ক্তিবন্ধনে সর্ব্বতঃ প্রসরণশীল অঙ্গকান্তি বিস্তার করিয়া প্রান্তদেশে উপবেশন করিলেন। মনে হয়, যেন জ্যোৎস্নারাশির মধ্যে মূর্ত্তিভূতা জ্যোৎস্নাসমূহই সুন্দরীদের সুন্দর

উত্থদ্‌বিদ্যুল্লতিক ইব স স্নিগ্ধধারাধরেন্দ্র-
শ্চন্দ্রজ্যোৎস্নাবলয়বলিতোঽভ্রাজতানন্দসান্দ্রঃ।
রাধাসঙ্গী প্রিয়সহচরী-মণ্ডলান্তঃ প্রসঙ্গী
পানক্রীড়োৎসব-নবনবোৎসাহ-নির্বাহরঙ্গী ॥ ১৬৬ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৪২)

ব্রীড়ৌৎসুক্য-স্মৃতি-মতি-ধৃতি-ক্ষান্তিহর্ষাভ্যসূয়া-
শঙ্কা-ত্রাস-শ্রমমদমুখাঃ প্রাভবন্নানুমেয়াঃ।
ত্রৈকৈকস্যাঃ পরিজনধুরাং ধারয়ন্তোঽস্বভাবা
লব্ধ্বা লব্ধ্বা সময়মুচিতং সেবিতুং সর্বভাবাঃ ॥ ১৬৭ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৪৩)

পানাস্থানীমনু সহচরীষূপবিষ্টাসু তাসু
শ্রীমচ্চৈকাসনমনু সতোঃ প্রেয়সোরগ্রগাসু।
নানাপুষ্পৈঃ স্বয়মনুপমৈর্গুম্ফিতা ভৃঙ্গলোলা
বৃন্দা নন্দাদনুজনমনুগ্রীবমাধত্ত মালাঃ ॥ ১৬৮ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৪৪)

মূর্তিস্বরূপে বলয়াকারে অবস্থান করিতেছে। (১৬৬) রাধাসঙ্গী এবং প্রিয়-সহচরী-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী আনন্দঘন সেই কৃষ্ণচন্দ্র জ্যোৎস্নাজালে বেষ্টিত বিদ্যুদ্দাম-জড়িত স্নিগ্ধ, শ্যামল মেঘবরের মত প্রকাশ পাইতেছেন। অহো! অদ্য তিনি পানক্রীড়া উৎসবের নব নব উৎসাহে নিরতিশয় রঙ্গই বিস্তার করিতে লাগিলেন। (১৬৭) ব্রীড়া (লজ্জা), উৎকণ্ঠা, স্মৃতি, মতি, ধৃতি (অচাঞ্চল্য), ক্ষান্তি (অক্ষুব্ধতা), হর্ষ, অভ্যসূয়া, শঙ্কা, ত্রাস, শ্রম ও মদ (বিবেকহর উল্লাস)-প্রমুখ ব্যভিচারী ভাবসমুদয় যথোচিত সময়ে যুগলকিশোরের সেবা করিতে এক একটির পরিকরগণসহ সমুপস্থিত হইল। (১৬৮) অতি সুন্দর একটি আসনে প্রিয়তমযুগল বসিলে তাঁহাদের

লোলাঃ কালাগুরুজনিজুষো ধূপধূমস্য ধারাঃ
সারাদারাদরচয়দনুক্ষুণ্ণ-কর্পূরপূরাঃ।
তন্নির্দিষ্টাঃ কুসুমমকিরন্ ক্ষ্মারুহঃ পাবনস্য
প্রারম্ভেঽস্মিন্ স্ফুরতি মধুনঃ পানলীলোৎসবস্য ॥ ১৬৯ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৪৫)

মল্লীপুষ্পেষ্বনুস্থণিমুখৈশ্চঞ্চলৈশ্চঞ্চরীকৈঃ
শঙ্খাভং ভং ভমিতি নিনদা দধ্মিরে নির্ব্যলীকৈঃ।
লাস্যং তেন পবনগুরুণা শৈশবং শিক্ষিতাভিঃ
স্থানে স্থানে কুসুমলতিকামণ্ডলী নর্ত্তকীভিঃ ॥ ১৭০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৪৬)

মাধ্বীকেন স্ফটিকচষকশ্রেণিমাপূরয়ন্ত্যা
জ্যোৎস্নাজালে মিলিতবপুষং তামথালক্ষয়ন্ত্যাঃ।
বৃন্দাদেব্যাঃ কিমিহ চষকান্ কিং নু শূন্যান্ পিপর্মী-
ত্যাসীত্তস্যাঃ ক্ষণমিব তদা চিত্তবৃত্তৌ মহোর্মী ॥ ১৭১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৪৭)

অগ্রভাগে পানগোষ্ঠীতে সেই সখীগণও উপবেশন করিলেন। বৃন্দা তখন আনন্দভরে নানা অনুপম পুষ্পরাশিদ্বারা যে সকল মালা স্বয়ং গ্রন্থন করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেকেরই গলদেশে পরাইয়া দিলেন—ঐ সব মাল্যের গন্ধে ভ্রমরগণ সাতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। (১৬৯) বৃন্দা নিকটে নিকটে উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত কর্পূররাশির সংযোগে কালাগুরুজাত ধূপধূমের চঞ্চলায়মান ধারার সৃষ্টি করিলেন। পবিত্র মধুপান-লীলোৎসব আরম্ভ হইলে বৃন্দাকর্ত্তৃক নির্দিষ্ট বৃক্ষগণ কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিল। (১৭০) মল্লী পুষ্পসমূহের মধ্যদেশে অঙ্কুশবৎ তীক্ষ্ণমুখ প্রবেশ করাইয়া চঞ্চল মধুকরগণ অবাধে শঙ্খবৎ ভং ভং শব্দ করিতে লাগিল এবং পবনরূপ গুরু-কর্ত্তৃক

দিব্যে নব্যে স্ফটিকে পুটিক-মেধ্যমাধ্বীকপূর্ণে
চারু ন্যস্তোৎপলমুপরিতঃ প্রস্ফুরদ্‌ভৃঙ্গঘূর্ণে।
বামেন শ্রীকরজলরুহা ধুন্বতী ভৃঙ্গমন্যে-
নাগ্রে রাধা-ব্রজপসুতয়োরগ্রতঃ সোপনিন্যে ॥ ১৭২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৪৮)

প্রতিচষকং প্রতিবিম্বিত,-শশিবিম্বং বিলসদুৎপলামোদম্।
উপরিভ্রমদলি-ললিতং, পুরতস্তাসাং ররাজ মাধ্বীকম্ ॥ ১৭৩ ॥
(আ০ ২০।১৬০)

আদৌ পানে নয়নযুগয়োঃ শোণিমানং দ্বিতীয়ে
বাগ্‌বৈবশ্যং ব্যধিকরণতাং হাসভীত্যোস্তৃতীয়ে।
দ্রষ্টুং পশ্চাদ্বিহসিতুমপি প্রাণনাথং তথান্যাঃ
পানক্রীড়াপরিষদি দধে পাতুমিচ্ছাং ন কাচিৎ ॥ ১৭৪ ॥
(আ০ ২০।১৬১)

শৈশব হইতেই শিক্ষিতা কুসুমলতা-মণ্ডলীরূপ নর্ত্তকীগণ স্থানে স্থানে নৃত্য আরম্ভ করিল। (১৭১) জ্যোৎস্নামধ্যে মিলিত-মূর্ত্তি স্ফটিকরচিত পাত্র-সমূহে মধুপূরণ করিতে গিয়া বৃন্দাদেবী তাহা দেখিতে পাইতেছেন না—ক্ষণকালের জন্য তাঁহার চিত্তবৃত্তিতে এক মহাতরঙ্গ খেলিয়া গেল যে, আমি কি চষকই পূর্ণ করিতেছি ; না শূন্যস্থানেই মধু ঢালিতেছি। তাহাতে কিছুই বুঝিতেছি না !! (১৭২) দুইটী নবীন স্ফটিক চষক বৃন্দাদেবী পবিত্র মধুদ্বারা পূর্ণ করিলে তাহাতে ইতস্ততঃ ভৃঙ্গসমূহ ঘুরিতে লাগিল দেখিয়া তিনি বাম করপদ্মে ঐ চষকের উপরে একটী নীলপদ্ম উত্তমরূপে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ভ্রমর তাড়াইতে তাড়াইতে দক্ষিণহস্তে প্রথমতঃ রাধাশ্যামের সম্মুখে চষকদ্বয় আনয়ন করিলেন। (১৭৩) তখন তাঁহাদের সম্মুখে প্রত্যেক চষকে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রমণ্ডল-বিশিষ্ট, উৎপলের-সৌরভ সমন্বিত, উপরিভাগে

আতন্বানে অমৃত-মধুনোর্ব্যত্যয়েনৈব মৈত্রীং
চন্দ্রাম্ভোজে ইব বদনয়োর্মণ্ডলে কারয়ন্তৌ।
অন্যোন্যশ্রীবদনচষকোপাত্তমন্যোন্যদত্তং
রাধাকৃষ্ণৌ সমমপিবতাং সাধরৌষ্ঠোপদংশম্॥ ১৭৫ ॥
(আ৷০ ২০৷১৬২)

আলীন্দুর্মে পিবতি মধু কিং পীয়তামালি সার্দ্ধং
স্তেনোঽয়ং যত্তব মুখরুচাং কণ্ঠলগ্নেন ভাব্যম্।
দন্তচ্ছেদ্যোঽমৃতময়তয়া সত্যমস্যাবশিষ্টং
নো পাস্যামীত্যথ মধুমতী পাণিনা মধ্বপাস্থৎ॥ ১৭৬ ॥
(আ৷০ ২০৷১৬৪)

ভ্রমণশীল অলিমালা-যুক্ত সুন্দর মাধ্বীক বিরাজ করিতে লাগিল। (১৭৪) প্রথমপানে নয়নযুগলের শোণিমা, দ্বিতীয়পানে বাক্যের বিবশতা, তৃতীয়-পানে হাস্য ও ভীতির ব্যধিকরণতা অর্থাৎ হাস্যোৎপাদক বস্তু-বিষয়ে ভয় এবং ভয়োৎপাদক বস্তু-বিষয়ে হাস্য দর্শন করিবার জন্য এবং পানসুখ অপেক্ষাও পরিহাসসুখ অধিক মনে করিয়া প্রাণনাথ শ্রীশ্যামসুন্দরকে এবং অন্যান্য সখীদিগকে পরিহাস ও ব্যজনাদি-দ্বারা সেবা করিবার নিমিত্ত পানক্রীড়া-গোষ্ঠীতে কেহই প্রথমতঃ মধুপান করিতে ইচ্ছা করেন নাই। (১৭৫) (শ্রীরাধার মুখ চন্দ্র এবং কৃষ্ণের মুখ—কমল, অতএব—তাহাদের পরস্পর অধরপান-হেতু চন্দ্রের অমৃতকমলে এবং কমলের মধু চন্দ্রে প্রবেশ করায় চন্দ্র মধুযুক্ত এবং কমল অমৃতময় হইতেছে—এই ভাব লইয়া বলা হইতেছে) রাধাকৃষ্ণ চন্দ্র ও কমলরূপ পরস্পরের বদনমণ্ডলদ্বয়কে পরস্পরের অধর-মধু ও অধরামৃত পান করাইয়া উভয়ের যথাক্রমে অমৃত ও মধুর বিপর্য্যয়দ্বারা অর্থাৎ চন্দ্রের অমৃত কমলে ও কমলের মধু চন্দ্রে সংক্রমণদ্বারা উভয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন করাইলে তাঁহারা পরস্পরের সুন্দর বদনরূপ

দীব্যত্তেজঃপরিধি পরিবেবেষ্টি যাবৎ সখীনাং
প্রত্যেকং সা মধু সুমধুরং পানলীলোন্মুখীনাম্ ।
তাবত্তাবপ্যুভয়মধুনোঽন্যোন্যমুৎসারয়ন্তৌ
ভৃঙ্গানাস্তামুপরিপতিতাংস্তাং প্রতীক্ষাং বহন্তৌ ॥ ১৭৭ ॥

(কৃষ্ণা০ ৬।৪৯)

নিষ্পন্নেঽস্মিন্ মধুবিভজনে ভাজনৈস্তৈরমন্দে
শ্রীকৃষ্ণঃ স্বং সমধুচষকং রাধিকাস্যারবিন্দে ।
পীত্বা দেহি ত্বমিতি নিগদন্ সূপনিন্যেঽপ্রবেশাৎ
সাপ্যাঘ্রায় নতমুখমদাৎ কামতন্ত্রোপদেশাৎ ॥ ১৭৮ ॥

(কৃষ্ণা০ ৬।৫০)

চষকে ধারিত ও পরস্পর-কর্তৃক পরস্পরকে প্রদত্ত পরস্পরের অধরমধু অধরৌষ্ঠরূপ উপদংশ অর্থাৎ মধুপানানন্তর ভোজ্যদ্রব্যসহ উভয়ে যুগপৎ পান করিতে লাগিলেন। (১৭৬) মধুপানকারিণী কোনও ব্রজসুন্দরী অপীত মাধ্বীকা অর্থাৎ যিনি মধুপান করেন নাই, সেই সখীর প্রতি বলিতেছেন,—"সখি! চন্দ্র কি আমার মধুপান করিতেছে?" সখী কহিলেন,—"হে সখি! চন্দ্র যদি তোমার মধুপান করে, তবে তুমি সেই চন্দ্রের সহিতই মধুপান করিয়া ফেল। যেহেতু, সে তোমার বদনকান্তিচোর। প্রথম সখী কহিলেন, —"তাহা হইলে সেই চন্দ্র যে আমার কণ্ঠলগ্ন হইবে।" দ্বিতীয় সখী উত্তর করিলেন,—"চন্দ্র অমৃতময় বলিয়া সে সত্যসত্যই তোমার দন্তদ্বারা ছিন্ন হইবে।" প্রথম সখী কহিলেন,—"আমি এই চন্দ্রের উচ্ছিষ্ট পান করিব না।" এই বলিয়া সেই মধুমতী সখী নিজহস্তদ্বারা সেই মধুত্যাগ করিলেন। (১৭৭) পানোৎসবোন্মুখী সখীগণের দিব্য তেজোমণ্ডলযুক্ত প্রত্যেককে বৃন্দা যাবৎকাল পর্য্যন্ত সুমধুর মধু পরিবেষণ করিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুগলকিশোর বৃন্দার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া উভয়ের মধু হইতে উভয়েই

তন্মাধ্বীকং কমলবদনা-বক্ত্রগন্ধোপলম্ভা-
দাত্মামোদাদপি সুমধুরং বল্লভো বিপ্রলম্ভাৎ।
পীত্বা পীত্বানুভবতি চিরেণানুভূয়ানুভূয়
স্মিত্বা স্মিত্বা পিবতি মহতা কৌতুকেনৈব ভূয়ঃ ॥ ১৭৯ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৫১)

সা সব্রীড়স্মিতমবনতাহধীতসৎপ্রেমতন্ত্রা
কান্তোচ্ছিষ্টং মধু সুমধুরং পাতুকামা স্বতন্ত্রা।
নৈচ্ছৎ পাতুং স্বমধু যদি সা তদ্বিদিত্বাঘহন্তা
স্মিত্বা প্রদাদথ পিব পিবেত্যাদরেণানুমন্তা ॥ ১৮০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৫২)

উপরিপতিত ভৃঙ্গসমূহকে তাড়াইতে লাগিলেন। (১৭৮) নিজের মধুর চষকটি ধরিয়া শ্রীরাধার মুখপদ্ম-সন্নিধানে নিয়া বলিলেন,—"তুমি পান করিয়া আমাকে দাও।" শ্রীরাধাও তাহা মুখে প্রবেশ না করাইয়া আঘ্রাণ করত নতমুখে কামতন্ত্রের উপদেশ করিয়াই যেন তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন। (১৭৯) কমলমুখী শ্রীরাধার বদন-গন্ধ-প্রাপ্তির হেতু এবং নিজের গন্ধ হইতেও অতি সুমধুর ঐ মধু তিনি কিছুক্ষণ পরে পরে (মুহুর্মুহু) পান করিয়া করিয়া অনুভব করিতেছেন এবং বহুক্ষণ যাবৎ অনুভব করিয়া করিয়া হাস্য-সহকারে পুনরায় মহাকৌতুকে পান করিতেছেন। (১৮০) উত্তম প্রেমশাস্ত্র পাঠ করিয়াই বুঝি তখন শ্রীরাধা হাস্য ও লজ্জায় অবনতা হইয়া প্রিয়তমের মুখোচ্ছিষ্ট সুমধুর মধুপানাভিলাষ করিলেন এবং নিজ চষকের মধু স্বতন্ত্রভাবে পান করিতে ইচ্ছা করিলেন না। অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া মৃদুমধুর হাস্য-সহকারে আদরে অনুমতি দিয়া "পান কর পান কর" বলিয়া তাঁহাকে অধরামৃত দিলেন।

তৎ পীত্বা সা স্বমথ মধুনঃ পাত্রমাদায় পাণি-
শ্রীপর্ণেনাপিবদথ সমাকৃষ্য তদ্বেণুপাণিঃ।
স্মিত্বা স্মিত্বা কলয়তি সখীমণ্ডলে তত্র পিপ্যো
নৈতচ্চিত্রং ভবতি সুহৃদাং সৌহৃদস্যাভিরূপ্যে ॥ ১৮১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৫৩)

ভূয়ো বৃন্দা চষকমপরং সীধুনা পূরয়িত্বা
শ্রীদম্পত্যোর্ন্যধিত পুরতঃ স্বং মনো মোদয়িত্বা।
আপীয়ান্যত্তদথ দদতুস্তৌ সখীভ্যোঽল্পমল্পং
তাস্তৎ পীত্বা স্বমপি চ পপুঃ সীধুপীযূষকল্পম্ ॥ ১৮২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৫৪)

এবং বৃত্তে কুবলয়দৃশাং প্রেয়সশ্চাদিপানে
কাচিৎ কাচিদ্বিকৃতিরুদগাদন্তরে স্নিহ্যমানে।
সা মর্য্যাদা-বিঘটনপটুর্নাসহন্তানুমেয়া
শোণীভাবং ব্রজতি নয়নে দৃশ্যমানাভ্যুপায়া ॥ ১৮৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৫৫)

---

(১৮১) শ্রীরাধা তাহা পানানন্তর নিজ চষকটি করপদ্মে লইয়া পান করিতে লাগিলেন—মুরলীপাণি শ্রীকৃষ্ণ তাহা আকর্ষণ-পূর্বক পান করিতেছিলেন। সখীগণ এই ব্যাপার হাসিতে হাসিতে দেখিতেছিলেন—অহো! সুহৃদ্গণের সৌহার্দ্দ-সৌন্দর্য্যে অর্থাৎ প্রিয়তমার আধিক্যে এই ব্যাপার আদৌ আশ্চর্য্য নহে। (১৮২) বৃন্দা পুনরায় আর একটী পাত্রে মধুপূর্ণ করিয়া নিজ মনের আনন্দে যুগলকিশোরের সম্মুখে আনয়ন করিলেন। তাঁহারা এই মধুর সামান্য পান করিয়া সখীদিগকে দিলেন। তাঁহারা ঐ উচ্ছিষ্ট অল্প অল্প পান করিয়া নিজ নিজ অমৃতকল্প মধুও পান করিলেন। (১৮৩) প্রিয়তম ও গোপীগণের প্রথম পান এইভাবে সম্পাদিত হইলে তাঁহাদের অন্তর স্নিগ্ধ হইয়া

কাচিত্তত্র প্রথমচষকেণৈব নির্ব্যূঢ়কামা
নৈচ্ছৎ পাতুং পুনরবিরতং প্রার্থ্যমানাঽপি বামা ।
দ্রষ্টুং তাসাং মদবিলসিতং বল্লভস্যাপি বিজ্ঞা
লোভাচ্ছোভাতিশয়বিষয়া সংদিদৃক্ষা মনোজ্ঞা ॥ ১৮৪ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৫৬)

অস্থানে হ্রী রুদিতমপদং হেতুহীনো বিবাদ-
স্ত্রাসো নিষ্কারণ উপগতো নির্নিদানো বিষাদঃ ।
ব্যাহারোঽপ্যন্বয়বিরহিতো দৃষ্টিরুদ্দেশশূন্যা
তাসামাসীদ্বিসরকবিধৌ রীতিরেষৈব ধন্যা ॥ ১৮৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৫৭)

বাচাং বর্ণস্খলনবলনে চেতসামস্থিরত্বং
মন্দাক্ষাণাং সময়সরণং বর্ষ্মণাং কম্পবত্ত্বম্ ।
বুদ্ধীনাং চ ভ্রমণমসকৃদ্ধাসরোষ-প্রতোষা
জাড্যং মৌনং বিসরক-বিধৌ রেজিরেঽমী বিশেষাঃ ॥১৮৬॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৫৮)

কোনও কোনও বিকার প্রকাশ হইতে লাগিল। অহো! তৎকালে বিকারসমূহ সকল মর্য্যাদা বিলোপ করিয়া চক্ষুর রক্তিমাসহ যথোচিত অনুভাবসকল প্রকটন-পূর্ব্বক প্রত্যক্ষই উপস্থিত হইল। (১৮৪) কোনও সখী প্রথম চষকেই নিজ বাসনা শান্তি করিলেন এবং অবিরত প্রার্থনা করিলেও পুনরায় পান করিতে ইচ্ছা করিলেন না; সখীগণেরও প্রিয়তমের মদবিলসিত অর্থাৎ মত্ততাজনিত বিলাস (উৎকৃষ্ট বিহারাদি) দর্শন করিবার লোভে ও শোভাতিশয়-বিষয়ের সংদিদৃক্ষায় তিনি (সেই সখী) মনোজ্ঞ ও বিজ্ঞই ছিলেন। (১৮৫) অস্থানে লজ্জা, অবিষয়ে রোদন, হেতুশূন্য বিবাদ, নিষ্কারণ ভয়, অহেতুক বিষাদ, সঙ্গতিশূন্য বাক্য-প্রয়োগ, উদ্দেশপূর্ণ দর্শন-

জ্যোৎস্নালীনং স্ফটিকচষকং কাপ্যনালোকয়ন্তী
কিং মে দত্তং ন মধু পুরতো বৃন্দয়েত্যামনন্তী।
জাতক্রোধ-স্ময়বিহসিতাস্থৈর্য্যনির্বেদশঙ্কং
তস্থৌ কাচিন্ন পিবতি মধু প্রোল্লসন্মানপঙ্কম্ ॥ ১৮৭॥

(কৃষ্ণা০ ৬।৫৯)

আল্যঃ পেয়ং মধু কথমিদং চন্দ্রমাঃ সংপ্রবিষ্টঃ
কণ্ঠে লগ্নোঽপ্যহহ ভবিতা চর্ব্যতে চেৎ স দুষ্টঃ।
কিঞ্চোদঞ্চন্মল-পরিমলাৎ প্রস্তুতাত্তৎকলঙ্কা-
সঙ্গাদস্মিন্ মম সুমহতী জায়তে দোষশঙ্কা ॥ ১৮৮ ॥

(কৃষ্ণা০ ৬।৬০)

ব্যাপারসকল উপস্থিত হইল। অহো! পান-ক্রীড়ায় গোপীদের এই প্রকারে নানাবিধ ধন্য রীতিই দেখা গেল !! (১৮৬) বাক্যসমূহের বর্ণচ্যুতি, বাক্‌রোধ, চিত্তের অস্থিরতা, অলস চক্ষুসমূহের সময় সময় প্রসারণ, অঙ্গের কম্পন, বুদ্ধিভ্রম, পুনঃ পুনঃ হাস্য, ক্রোধে সন্তোষ, জড়তা, মৌন ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ভাবসমূহও প্রকাশ পাইতেছিল। (১৮৭) কোনও গোপী জ্যোৎস্নালীন স্ফটিকপাত্র দেখিতে না পাইয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, বৃন্দা বুঝি আমার সম্মুখে মধুদান করে নাই ; এই বুদ্ধিতে তিনি ক্রোধ, গর্ব্ব, হাস্য, অস্থৈর্য্য, নির্বেদ ও শঙ্কা প্রকাশ করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর কোনও সখী বা মানবতী হইয়া পান করিলেন না। (১৮৮) কোনও সখী বলিলেন,—“দেখত সখীগণ! এই মধুচষকে চন্দ্রমা প্রবেশ করিয়াছে —তবে কি প্রকারে এই মধু পান করা যায়? অহো! সেই দুষ্টকে যদি চর্ব্বণও করি, তবে ত' আমার কণ্ঠে লগ্ন হইয়া থাকিবে। অপরন্তু এই মধুচষকে তাহার কলঙ্ক স্পর্শ হওয়ায় ইহাতে মল পরিমল (দুর্গন্ধ) নির্গত হইতেছে !! কাজেই মধুপান-বিষয়ে মহা দোষাশঙ্কা হইতেছে।

মাধ্বীকানামুপরি পরিতো বিভ্রমদ্‌ভৃঙ্গমালা-
চ্ছায়াং কল্কাবলিমিব ঘনাং বীক্ষ্য কাশ্চিদ্‌বিলোলাঃ।
অঙ্গুল্যগ্রৈর্ললিতলুলিতৈর্লোড়য়িত্বা পটান্তে
পূতং কৃত্বা পুনরথ পপুঃ পানমোদে নিতান্তে ॥ ১৮৯ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৬১)

হা কষ্টং দ্যৌঃ পপপততি ঘূঘূর্ণতে ভূমিমীমিঃ
সখ্যো মামাধধরত ভো হন্ত পপ্পাপতামি।
ইত্থং পানাতিশয়বশতঃ কাচিদালিঙ্গ্য কাঞ্চিৎ
স্থিত্বা মন্দং ন্যগদদগদা জীবিতাস্মীতি কিঞ্চিৎ ॥ ১৯০ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৬২)

বিচ্ছেদে প্রাগভবদুভয়োর্যত্তু তাদাত্ম্যমেকং
তৎ সংস্কারে মধুমদবিধাবুত্থিতে সাতিরেকম্।
কৃষ্ণো রাধায়িত ইব ভবন্ হন্ত ! কৃষ্ণায়িতাসৌ
স্যাতাং নাম্নোর্বিনিময়ময়ামন্ত্রণে মন্দহাসৌ ॥ ১৯১ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৬৩)

---

(১৮৯) কোনও কোনও চঞ্চলা সখী মধুর উপরি চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণশীল ভ্রমর-পংক্তির ছায়া দেখিয়া তাহাতে ঘন কল্ক (মল)-বুদ্ধিবশতঃ সুন্দররূপে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ বক্র করত উহা আলোড়ন করিলেন এবং বস্ত্রদ্বারা পূত করিয়া (ছাঁকিয়া) পানানন্দে অতিশয় বিভোর হইয়া পুনঃ পুনঃ পান করিলেন। (১৯০) হা কষ্ট! আকাশ প প পড়িতেছে। ভূ ভূমি ঘূ ঘূ ঘূর্ণিত হইতেছে—হে সখীগণ! আমাকে ধ ধ ধরত! ওগো! আমি যে প পড়িয়া গেলাম !! এইভাবে পানাতিশয্যে কোনও সখী অপর একজনকে আলিঙ্গন করিয়া মৃদুমন্দস্বরে বলিলেন—"সখি! নীরোগা হইয়া কিছুকাল বাঁচিব ত!" (১৯১) পূর্ব্বে বিরহ-সময়ে উভয়ের যে এক তাদাত্ম্য

রাধে কৃষ্ণ ত্বময়ি মম কিং কিঙ্করী নৈব নৈব
প্রাণাস্ত্বং মে ন ভবতি বপুস্ত্বাং বিনা স্থাতুমেব।
ইত্থং প্রাক্ সংস্কৃতিমতিরতের্বৈপরীত্যে স্বনাম-
ব্যত্যাসেনোভয়রসকথা মঞ্জুলত্বং জগাম ॥ ১৯২ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৬৪)

কর্ণে কর্ণে বচনরচনৈঃ কোমলৈরর্থশূন্যৈ-
র্গাত্রে গাত্রে স্খলনলুঠনৈর্গাঢ়হাসেন ধন্যৈঃ।
গণ্ডে গণ্ডে সরসমধুরৈশ্চুম্বনৈশ্চাভিরামাঃ
শ্রীদম্পত্যোর্ন খলু সময়াস্তে ভবন্ যাতযামাঃ ॥ ১৯৩ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৬৫)

পৃষ্ঠালম্বিন্যনয়নপথে কৌস্তুভে সা দয়াতঃ
কৃষ্ণং রাধা চকিতমবদৎ কৌস্তুভস্তে ক্ব যাতঃ।
তাং স প্রাহ ত্বমিমমহরঃ সাহ নাহং বিশাখা
সোচে নাহং সুমুখি ললিতা সাহ নাহং সুলেখা ॥১৯৪॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৬৬)

(তন্ময়তা) ছিল—তাহাই আবার মধুপান-লীলায় উত্থিত সংস্কার-সময়েও অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইল। কৃষ্ণ রাধায়িত ও রাধা কৃষ্ণায়িত হইলেন এবং নামের বিনিময়যুক্ত সম্বোধনে উভয়েই মৃদু মধুর হাস্য করিতে লাগিলেন। (১৯২) তখন শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—"হে রাধে"; কৃষ্ণ উত্তর দিলেন,—"হে কৃষ্ণ"; শ্রীরাধা—"ওহে তুমি কি আমার কিঙ্করী? না না, তুমি আমার প্রাণ, তোমাকে বিনা যে আমি দেহ ধারণই করিতে পারি না !!"—এইভাবে স্বরূপানুভবের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বিপরীত বিলাসাতিশয্যে নামেরও ব্যত্যয় হইলে উভয়ের রসকথা মনোজ্ঞতাই ধারণ করিল। (১৯৩) যুগলকিশোর কর্ণে কর্ণে কোমল ও অর্থশূন্য বাক্য বলিতেছেন—

ইত্যন্যোন্যং মধুমদমুদা কুর্বতীনাং বিবাদং
মধ্যে কৃষ্ণং ন্যগদদপরা প্রোল্লসৎসাধুবাদম্।
প্রত্যক্ষং তে তমহরদিয়ং ধূর্ত্ত ! ধূর্ত্তা বিলোলা
স্বাতন্ত্র্যেণোরসি বিলসিতুং বৈজয়ন্ত্যেব মালা ॥ ১৯৫ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৬৭)

আং জানীমস্ত্বমহর ইমং কৌস্তুভং হন্ত ! মালে
দণ্ড্যাসি ত্বং তমুপহর মে চৌরি ! বেগাদরালে !
ইত্যাক্ষিপ্তস্রগুপহতিতঃ পৃষ্ঠতোঽসৌ ললম্বে
কণ্ঠে দৃষ্ট্বা তমথ জহসুস্তাং সমেত্যাবিলম্বে ॥ ১৯৬ ॥
(কৃষ্ণা০ ৬।৬৮)

উৎকট হাসির সহিত গাত্রে গাত্রে ধন্য স্খলন-লুণ্ঠনাদি চলিতে লাগিল—গণ্ডে গণ্ডে রসময় মধুর চুম্বনাদি হইতে লাগিল—এইভাবে অতি রমণীয় সেই বিলাসাবলীর আর বিরতিই হইতেছে না। (১৯৪) শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তুভ পৃষ্ঠদেশে থাকায় নয়নগোচর হইতেছে না। শ্রীরাধা কৌস্তুভ না দেখিয়া দয়া করিয়া ভীত মনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে ! তোমার কৌস্তুভ কোথায় গেল ?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"তুমিই উহাকে চুরি করিয়াছ।" তিনি বলিলেন—"আমি নয় বিশাখা।" বিশাখা বলিলেন, —"হে স্নমুখি ! আমি নয়, ললিতা।" ললিতা বলিলেন,—"আমিও নয়, স্নলেখা (ইন্দুলেখাই) চুরি করিয়াছে।" (১৯৫) এইভাবে গোপীগণ মধুমদ-ভরে পরস্পর বিবাদ করিতে থাকিলে অন্য এক সখী কৃষ্ণকে সাধুবাদ প্রদান-পূর্ব্বক বলিলেন,—"হে ধূর্ত্ত ! এই বৈজয়ন্তী মালাই স্বতন্ত্রভাবে তোমার হৃদয়ে বিলাস করিবার অভিপ্রায়ে ধূর্ত্তা ও চঞ্চলা হইয়া তোমার সম্মুখেই কৌস্তুভটিকে চুরি করিয়াছে। (১৯৬) তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"হাঁ ঠিকই জানিলাম। হে কুটিলে মালে ! তুমিই এই কৌস্তুভটিকে

গম্ভীরেঽস্মিন্মধুমদধুরা-মাধুরীণাং প্রবাহে.
তীব্রং স্রোতো যদি মৃগদৃশাং মণ্ডলী সা জগাহে।
কশ্চিন্মন্দং জগুরথ পরাশ্চাভিনিন্যুস্তদর্থং
সর্বা এব প্রতিবিদধিরে পুষ্পবাণং কৃতার্থম্ ॥ ১৯৭ ॥

(কৃষ্ণা০ ৬।৬৯)

কন্দর্পমাধ্বীকমদাকুলাঙ্গীং, কন্দর্পমাধ্বীকমদানুশিষ্টে।
রাধাং সমাদায় হরৌ প্রবিষ্টে, বিন্যস্ততল্পং পুলিনান্তকুঞ্জম্ ॥১৯৮॥

(গোবি০ ২৩।৫২)

কন্দর্পমদবৈক্লব্যাদ্‌ঘূর্ণাপূর্ণেক্ষণাঃ সখীঃ।
বৃন্দাপ্যাদায় কুঞ্জেষু পৃথক্ পৃথগশায়য়ৎ ॥ ১৯৯ ॥

[যুগ্মকম্] (গোবি০ ২৩।৫৩)

চুরি করিয়াছ। তুমি দণ্ডনীয়—অতএব হে চৌরি ! শীঘ্রই উহা প্রত্যর্পণ কর।"—এই বলিয়া মালাটিকে আকর্ষণ করিয়া তাড়না দিতেই পৃষ্ঠ হইতে ঐ কৌস্তভটি সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তখন কৌস্তভটিকে কণ্ঠেই দেখিয়া অবিলম্বে মালাটিকে তুলিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। (১৯৭) তখন সেই হরিণ-নয়নাগণ অগাধ (দুষ্প্রবেশ্য) মধুমদাতিশয্য-মাধুরী-প্রবাহে বর্ত্তমান তীব্রস্রোতে অবগাহন করিলেন। কেহ কেহ বা মৃদুমন্দস্বরে (ধ্রুব গুর্জরী-তালাদিতে) গান করিতে লাগিলেন। এবং অপর কয়েকজন নর্ত্তনাদিদ্বারা অভিনয়ে গীতার্থ প্রকাশ করিলেন। এইরূপে সকল নারীই চুম্বন-আলিঙ্গনাদি-দ্বারা কামদেবকে অথবা অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণকে কৃতার্থ করিলেন। (১৯৮-১৯৯) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্প ও মাধ্বীক-মদে উন্মত্ত হইয়া কন্দর্প ও মাধ্বীকমদে আকুলিতাঙ্গী প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে সঙ্গে লইয়া বিচিত্র শয্যায় শোভিত পুলিনের কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলে বৃন্দা-দেবীও কন্দর্পমদালস্য-বিহ্বলতা-বশতঃ উদ্‌ঘূর্ণায় পূর্ণাঙ্গী সখীসকলকে সঙ্গে লইয়া পৃথক্ পৃথক্ কুঞ্জে শয়ন করাইলেন।

মৃদুস্পন্দং লীলাকর-কিসলয়োৎকম্পমুদয়ৎ-
প্রসূনেষু-ক্রীড়াবিবশমুদিতালিব্রজসুখম্ ।
অমন্দীকুর্বাণং কিমপি কলকণ্ঠধ্বনিকলাং
সিষেবে রাধাঙ্গং হরিরথ বসন্তানিলমিব ॥ ২০০ ॥
(অ০ ৫।১৩)

আকৃষ্টে রমণেন নীলবসনে নির্মোচিতৈরায়তৈঃ
কেশৌঘৈর্নিরবাহয়ং সখি ! তনোঃ সাম্মুখ্যসঙ্গোপনম্ ।
জিহ্রেমি স্মরণেঽপি তস্য যদিয়ং কৃষ্ণাষ্টমী যামিনী-
বাসীৎ সুন্দরি ! সম্মুখার্দ্ধতিমিরা পশ্চার্দ্ধচন্দ্রপ্রভা ॥ ২০১ ॥
(অ০ ৫।৩৬)

যুগলবিলাসাদি

(২০০) শ্রীকৃষ্ণ বসন্তানিলের ন্যায় রাধিকার অঙ্গসেবন করিতে লাগিলেন। বসন্তবায়ু যেমন মৃদুস্পন্দনশীল, সেবা-সময়ে শ্রীরাধিকার অঙ্গও সেইরূপ মৃদুস্পন্দনশীল হইল। বসন্তবায়ু যেমন লীলাকর ও কর-কিসলয়ের কম্পজনক, শ্রীরাধার অঙ্গও সেইরূপ লীলাকৃত-করকিসলয়-কম্পনের কারণ হইল। উক্তবিধ বায়ু যেমন বিকসিত কুসুম-নিকরে ক্রীড়াপরবশ হয়, শ্রীরাধার অঙ্গও সেইরূপ কুসুমশরের ক্রীড়াবিকাশে বিবশ হইল। উভয়ই উদিতালি ব্রজসুখ অর্থাৎ বসন্তবায়ুস্পর্শনে অলি-ব্রজের অর্থাৎ ভ্রমরকুলের যেরূপ সুখোদয় হইয়া থাকে, শ্রীরাধার অঙ্গসেবা-দর্শনে আলিব্রজ অর্থাৎ সখীসমূহের সেইরূপ সুখোদয় হইল এবং বসন্তপবন যেমন কলকণ্ঠ অর্থাৎ কোকিলের মধুরধ্বনির উৎকর্ষের কারণ হয়, রাধিকার সেবিত অঙ্গও সেইরূপ তদীয় মধুরাস্ফুট কণ্ঠধ্বনির অপূর্ব্ব বিদগ্ধতার কারণস্বরূপ হইল। (২০১) ব্রজেন্দ্রনন্দন আমার বসন আকর্ষণ করিলে আমি আয়ত কেশপাশ উন্মোচনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা শরীরের সম্মুখভাগ

বলেন পরিরম্ভণে নখশিখাভিরুল্লেখনং
হঠাদধরখণ্ডনে ভুজযুগেন বন্ধক্রিয়াম্।
দুকূলদলনে হতিং কুবলয়েন কুর্বাণয়া
রতাদপি সুখং হরেরধিকমাদধে রাধয়া ॥ ২০২ ॥
(উ০ ১৫।২৫৪)

রাধায়াঃ স্তনমণ্ডলে হরিপরিরম্ভোপলম্ভে ধ্রুবং
ব্যাপ্য স্বর্ণধরাধরং জলধরারম্ভোঽস্থ ভূয়ানভূৎ।
স্বস্থানং পরিহৃত্য কৌস্তুভমণিব্যাজেন নির্বাণদং
স্থাতুং সম্প্রতি নূনমম্বরমণিস্তৎসন্ধিমভ্যাবিশৎ ॥ ২০৩ ॥
(রতি০ ৫।৯২)

চঞ্চদ্বর্হ-কচগ্রহাদি-সুরতাবেশাৎ প্রিয়াং চুম্বতঃ
কৃষ্ণস্যাজনি দোর্লতাবলয়িনী বেণীবিচূড়ামণিঃ।
ভীতাসৌ ভুজগী ভুজঙ্গমভুজঃ পক্ষোল্লসদ্বায়ুনা
মন্যে ত্যক্তফণামণিঃ ফণিধিয়া পাণিং সমাবেষ্টয়ৎ ॥ ২০৪ ॥
(রতি০ ৫।৯৩)

সঙ্গোপন করিলাম। হে সুন্দরি ! সেই ব্যাপার স্মরণ করিয়া এক্ষণে আমি অতিশয় লজ্জিতা হইতেছি। কেন না—তৎকালে আমার শরীর ঐরূপে সম্মুখার্দ্ধ অন্ধকারময়ী ও অপরার্দ্ধ চন্দ্রপ্রভাময়ী কৃষ্ণাষ্টমী রাত্রির আকার ধারণ করিয়াছিল। (২০২) শ্রীকৃষ্ণ বলপ্রকাশপূর্ব্বক আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীরাধা নখাঘাত করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অধরদংশনে হঠাৎ প্রবৃত্ত হইলে শ্রীরাধা বাহুদ্বয় দ্বারা বন্ধন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রাকর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীরাধা কুবলয় কুসুমদ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীরাধা 'রতি' অপেক্ষা লীলাবিলাস-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখাতিশয় বিস্তার করিয়াছিলেন। (২০৩) শ্রীরাধার স্তনমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন-প্রাপ্তিতে মনে হইল যেন

শ্লিষ্টা শ্লিষ্যতি গোকুলেন্দ্রতনয়েনাচুম্বিতা চুম্বতি
স্বচ্ছন্দং লিখিতা নখৈর্নখপদৈরাভূষয়ত্যঙ্গকম্।
শিক্ষিত্বা তত এব পুষ্পধন্বুষঃ সংগ্রামবিদ্যামিয়ং
তস্য ক্ষোভকরী যদৈষ্ট তদিয়ং বিদ্যা গুরুক্ষোভিকা ॥ ২০৫ ॥
(অ০ ৫।৩৭)

শয়ন-সহচরীণাং লোচনৈরর্চ্যমানা-
ন্যতিরতিজয়লক্ষ্মীলক্ষ্মভিঃ পক্ষ্মলানি।
রহসি সবহুমানং চুম্ব্যমানানি দৃগ্‌ভ্যাং
স্বজত ইব মৃগাক্ষী স্বাঙ্গকৈঃ স্বাঙ্গকানি ॥ ২০৬ ॥
(অ০ ৪।৩)

অদ্য স্বর্ণাচলকে ব্যাপ্ত করিয়া অতিশয় মেঘাড়ম্বর উপস্থিত হইয়াছে এবং দিবাকর সম্প্রতি স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদে থাকিবার জন্য কৌস্তুভ-মণিচ্ছলে ঐ স্বর্ণাচল ও মেঘাড়ম্বরের সন্ধিস্থলে প্রবেশ করিয়াছে। (২০৪) শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চল শিখিপুচ্ছ-সহকারে কচগ্রহণাদি সুরতানন্দভরে যখন প্রিয়তমা শ্রীরাধাকে চুম্বন করিতেছিলেন, তখন শ্রীরাধার বেণী চূড়ামণিশূন্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বাহুলতার বলয়িনী অর্থাৎ মণ্ডলবিশিষ্টা হইয়াছিল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বাহুলতাকে ঐ বেণী মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়াছিল। তদ্দর্শনে মনে হইতে লাগিল, যেন ঐ বেণীরূপা ভুজঙ্গী ময়ূরের ভয়ে ভীতা হইয়া ময়ূরপুচ্ছোত্থিত পবন-দ্বারা নিজ ফণাস্থিত মণি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্প-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের হস্তকে বেষ্টন করিয়াছে। (২০৫) গোকুলরাজতনয় শ্রীরাধিকাকে আলিঙ্গন করিলে, তিনিও তাঁহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলে, তিনিও তাঁহাকে চুম্বন, নখে অঙ্কিত করিলে, তিনিও তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নখে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। শ্রীরাধা তাঁহার নিকট কন্দর্পদেবের

নিমীলন্নেত্রশ্রীরচটুলপটীরাচলমরু-
ন্নিপীত-স্বেদাম্বুস্ত্রুটদমলহারোজ্জ্বলকুচা।
নিকুঞ্জে ক্ষিপ্তাঙ্গী শশিকিরণকির্মীরিততটে
কিশোরী সা তেনে হরিমনসী রাধা মনসিজম্ ॥২০৭॥
(উ০ ১১।১৮)

বিশেষবিহারমুক্ত্বাথ সামান্যমাহ—

প্রেমাতিশুদ্ধমপি কেবলমেষ তাসা-
মারঞ্জয়ন্মদনরাগরসৈরশেষম্।
সংপ্রার্থিতানি নিবীড়স্তনপীড়নানি
লব্ধুং সদন্ত-নখলেখন-কৌশলানি ॥ ২০৮ ॥
(আ০ ১৭।২১১)

এই সংগ্রাম-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এক্ষণে তাঁহারই ক্ষোভজননপূর্ব্বক উৎকর্ষলাভ করিয়াছেন। ফলতঃ এই বিদ্যাটি নিতান্তই গুরুক্ষোভজনিকা। (২০৬) যাহা শয়নকালীন পরিচর্য্যাকারিণী কিঙ্করীগণের লোচনদ্বারা অর্চ্চ্যমান (সমাদরপূর্ব্বক দৃষ্ট) হইয়া থাকে, রতি-বিজয়-শোভা-সূচক চিহ্নসমূহে যাহা পক্ষ্মল বলিয়া বোধ হয়, স্বকীয় লোচনদ্বারা যাহা নির্জ্জনে চুম্ব্যমান হইয়া থাকে, মৃগাক্ষী রাধিকা আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-দ্বারাই যেন আপনার সেই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিতেছেন। (২০৭) শ্রীরাধার নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইতেছে, অচঞ্চল মলয়াচল-সম্বন্ধি বায়ু ইঁহার গাত্রের স্বেদাম্বু একেবারেই পান করিয়া ফেলিয়াছে, ত্রুটিত অমলহারে কুচযুগল উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, অতএব চন্দ্রকিরণে চিত্রিত তটকুঞ্জগৃহে অঙ্গনিক্ষেপ-পূর্ব্বক কিশোরী হরির মনোমধ্যে মনসিজকেই (কন্দর্পকেই) বিস্তার করিতেছেন। (২০৮) অনন্তর বিশেষ বিহার বর্ণন করিয়া সাধারণ বিহার বলিতেছেন—গোপিকাগণের

হ্রীপ্রবোধনকরঃ কররোধঃ, কোপকল্পনমশোণকটাক্ষম্ ।
রোদনঞ্চ বিগতাশ্রু বধূনাং, তৎপরং প্রিয়মমন্যত কৃষ্ণঃ ॥ ২০৯ ॥
(আ০ ১৭।২১৪)

ভর্ৎসনং স্মিতসুধাপ্লুতবর্ণং, পাণিধূননমলক্ষ্যনিষেধম্ ।
ভ্রূলতাসু ভ্রুকুটিঃ কৃতকোপা, সর্বমন্তরনুরাগমবাদীৎ ॥ ২১০ ॥
(আ০ ১৭।২১৫)

দ্রাঘীয়সা সুবলিতেন সুকোমলেন
প্রত্যেকমেব তরসা ভুজমণ্ডলেন ।
অন্তঃ প্রবেশয়িতুকাম ইব ক্রমেণ
লীলানিধিঃ স রমণীগণমালিলিঙ্গ ॥ ২১১ ॥
(আ০ ১৭।২১৭)

প্রেম 'কেবল' অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য, অতএব শুদ্ধ হইলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট নিজ বাঞ্ছিত নিবিড় স্তনপীড়ন এবং দন্ত ও নখলেখন-কৌশল অর্থাৎ অধর-দংশন ও নখাঙ্ক প্রভৃতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তাঁহাদের সেই বিশুদ্ধ প্রেমকে মদনরাগরসের দ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে রঞ্জিত করিয়াছিলেন। (২০৯) তৎপরে ব্রজবধূগণের লজ্জার উদ্বোধনকারী কররোধ, অরুণিমারহিত কটাক্ষযুক্ত কোপপ্রকাশ এবং অশ্রুহীন রোদন—তৎসমস্তই শ্রীকৃষ্ণ পরমপ্রিয় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। (২১০) তাঁহাদের মৃদুহাস্যসুধাপ্লুত-বর্ণবিশিষ্ট-ভর্ৎসন, নিষেধ, লক্ষ্যহীন করকম্পন এবং ভ্রূলতায় স্বাভাবিক কোপযুক্ত ভ্রুকুটি—এই সকল ব্যাপারই তাঁহাদের আন্তরিক অনুরাগ ব্যক্ত করিয়াছিল। (২১১) সেই লীলানিধি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন নিজ দীর্ঘতর, সুবলিত ও সুকোমল ভুজমণ্ডলদ্বারা গোপসুন্দরীগণকে শীঘ্র অন্তরে প্রবেশ করাইবার ইচ্ছাতেই যেন তাঁহাদের

বামেন পাণিকমলেন বিধৃত্য বেণী-
মভ্যুন্নময্য চিবুকাগ্রমথাপরেণ।
আলোকয়ন্মুকুলিতেক্ষণমাস্যমাসাং
মাধ্বীকমুগ্ধমধরং ধয়তি স্ম কৃষ্ণঃ ॥ ২১২ ॥
(আ০ ১৭।২১৮)

বক্ষোরুহাম্বুরুহকোরকযুগ্মমাসা-
মাসাদয়ন্ সনখলেখনলক্ষ্মলক্ষ্মীম্।
অন্তঃ সমুত্থদনুরাগবিকার-কণ্ডূ-
কণ্ডূয়নাদিব পুনঃ প্রথয়াঞ্চকার ॥ ২১৩॥
(আ০ ১৭।২২০)

আতাম্রকম্র-মহসা নখলেখলক্ষ্মী-
লক্ষ্মশ্রিয়া শুশুভিরে সুদৃশামুরাংসি।
অন্তর্গতৈরেব চিরাদনুরাগবীজৈ-
রাসাদিতাঙ্কুরদশৈর্বহিরাবৃতানি ॥ ২১৪ ॥
(আ০ ১৭।২২১)

প্রত্যেককে ক্রমে ক্রমে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। (২১২) শ্রীকৃষ্ণ বাম করকমল-দ্বারা তাঁহাদের প্রত্যেকের বেণীধারণপূর্ব্বক দক্ষিণ করে চিবুকাগ্র উত্তোলন করিয়া লজ্জাভরে মুদ্রিত নয়ন-বিশিষ্ট বদনকমল অবলোকন করিতে করিতে তাঁহাদের মাধ্বীকতুল্য মধুর অধর পান করিতে লাগিলেন। (২১৩) নাগরেন্দ্র-শিরোমণি শ্রীশ্যামসুন্দর তাঁহাদের অন্তরে সম্যক্ উদীয়মান্ অনুরাগ-বিকাররূপ কণ্ডূর (চুলকানির) কণ্ডূয়নের (চুলকান) নিমিত্তই যেন নিজ নখক্ষতচিহ্নরূপ লক্ষ্মীকে (শোভাকে পক্ষে রমাকে) তাঁহাদের স্তনকমল-কোরক-যুগল প্রাপ্ত করাইয়া পুনরায় প্রকট করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের অনুরাগময় কন্দর্প শ্রীকৃষ্ণের নখক্ষতদ্বারা অধিকতর বর্দ্ধিত

স্ফীতং পাণিসরোরুহেণ সুদৃশাং বক্ষোজয়োর্মণ্ডলে
কেশেষ্বায়ত-কুঞ্চিতেষ্বতিঘনেষূর্দ্ধাদধোলম্বিতম্।
শ্রান্তং শ্রোণিভরাঙ্গনে তত ইতো বিভ্রান্তিখেদাদহো
লব্ধ্বা নাভিহ্রদং সুখেন তিমিতং মধ্যে সমাকুঞ্চিতম্ ॥ ২১৫ ॥

(আ০ ১৭।২২৩)

সা বধূততিরনঙ্গসঙ্গরে, গাঢ়সৌভগরসপ্রসঙ্গরে।
আত্রিলোকরমণীমণিশ্রিয়ে, হেলনামতিমদেন শিশ্রিয়ে ॥২১৬॥

(আ০ ১৭।২২৬)

নির্গতঃ কুঞ্জনিকরাৎ কৃষ্ণস্তাভিরলক্ষিতঃ।
একঃ সন্ রাধিকামাগাৎ স্বদর্শন-মৃদুস্মিতাম্ ॥ ২১৭ ॥

(গোবি০ ২৩।৫৬)

হইয়াছিল। (২১৪) ঈষৎ অরুণবর্ণ কমনীয় কান্তি-বিশিষ্ট নখলেখারূপ সম্পত্তিচিহ্নসমূহের শোভাদ্বারা বাহিরে আবৃত সুলোচনাগণের বক্ষঃস্থল অঙ্কুরদশাপ্রাপ্ত অন্তর্গত দীর্ঘকালীন অনুরাগ-বীজ-দ্বারা শোভিত হইয়াছিল। (২১৫) শ্রীকৃষ্ণের করকমল সুনয়না ব্রজরামাগণের কুচমণ্ডলে বিস্তারপ্রাপ্ত হইল, আয়ত, কুঞ্চিত এবং অতিঘনকেশপাশে ঊর্দ্ধস্থিত শিরঃপ্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অধোভাগস্থিত নিতম্ব পর্য্যন্ত লম্বিত অর্থাৎ উত্তীর্ণ হইল। অনন্তর অতি বিস্তীর্ণ শ্রোণীরূপ অঙ্গনে ইতস্ততঃ ভ্রমণবশতঃ খিন্নতাহেতু শ্রান্ত হইয়া রহিল, পরে নাভীহ্রদ প্রাপ্ত হইয়া সুখে নিশ্চল হইল এবং অতিকৃশ মধ্যদেশে সঙ্কুচিত হইয়া রহিল। (২১৬) তদনন্তর গাঢ় সৌভাগ্যরসের প্রকৃষ্ট সঙ্গদায়ক কামভোগযুদ্ধে সেই ব্রজবধূবৃন্দ ত্রিলোক পর্য্যন্ত সমস্ত রমণীশিরোমণিগণের (আকাঙ্ক্ষিত) সম্পত্তিপ্রাপ্তিহেতু অতিশয় মদভরে হেলনা অর্থাৎ অবজ্ঞা আশ্রয় করিয়াছিলেন। (২১৭) তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ একাকী সখীসকলের অলক্ষিতে কুঞ্জমধ্য হইতে

তত্রাগতা কুঞ্জততের্নিবীতা, দৃষ্ট্বা নিজালীং পুরতো হসন্তীম্।
যত্নাবৃতস্বাঙ্গচয়ালিপালি,-র্নম্রাননা লোলদৃগেতয়োচে ॥ ২১৮ ॥
(গোবি০ ২৩।৫৭)

যো নায়কঃ সোঽত্র সবৃন্দয়া ময়া
রঙ্গে স্থিতঃ ক্বাপি গতো নহি ক্ষণম্।
নানর্ত্তয়দ্বো রতিনর্ত্তনেঽসকৌ
দশেদৃশী বো বপুষঃ কুতোঽভবৎ ॥ ২১৯ ॥
(গোবি০ ২৩।৫৮)

হরির্হসন্নাহ নিকুঞ্জরঙ্গে, নট্যস্ত্বিমা মূর্ত্তিমতোজ্জ্বলেন।
রত্যাখ্য-নৃত্যে রস-নায়কেন, সংনর্ত্তিতা যৎ স্ফুটতত্তদঙ্কাঃ ॥২২০॥
(গোবি০ ২৩।৫৯)

নির্গত হইয়া নিজদর্শনে মধুর হাস্যবদনা শ্রীরাধার নিকট আগমন করিলেন। (২১৮) সখীগণ আচ্ছাদিত-শরীরে কুঞ্জসমূহ হইতে বাহির হইয়া তথায় আগমন-পূর্ব্বক দেখিলেন যে, তাঁহাদের সম্মুখে নিজসখী শ্রীরাধিকা হাস্য করিতেছেন, তদ্দর্শনে তাহারা যত্নপূর্ব্বক নিজ নিজ অঙ্গসকল আবৃত করিয়া লজ্জায় নতমুখী ও চঞ্চলনয়না হইলে শ্রীরাধিকা তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন। (২১৯) যে নায়ক শ্রীকৃষ্ণ এই রঙ্গস্থলে বৃন্দা ও আমার সহিতই অবস্থিত রহিয়াছেন, ক্ষণকালও বহির্গত হন নাই, সেই এই নায়ক তোমাদিগকে রতিনর্ত্তনে নৃত্য করান নাই, অথচ তোমাদের শরীরের এরূপ দশা কি জন্যই বা উপস্থিত হইল? (২২০) এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে বলিলেন,—"যে মূর্ত্তিমান্ রসনায়ক অর্থাৎ রসশ্রেষ্ঠ অথবা রসরূপ নায়ক উজ্জ্বল (শৃঙ্গার রস অর্থাৎ আমিই) এই কুঞ্জরূপ রঙ্গস্থলে এই নটীসকলকে রতি-নামক নৃত্যব্যাপারে সম্যগ্‌রূপে নৃত্য করাইয়াছে, এই নিমিত্তই

কৃষ্ণে স্বসখ্যাং প্রণয়োদ্গতের্ষ্যা-
স্তা উচুরস্মিন্ রতিনৃত্য এষা।
ত্বাং নর্ত্তয়ন্তী সততং গুরুস্তে
কর্ত্তুং ত্বয়া বাঞ্ছতি নঃ প্রশিষ্যাঃ॥ ২২১॥
(গোবি০ ২৩।৬০)

নিজেচ্ছয়া যাত্র গুরূপসত্তিঃ
স্যাচ্ছিষ্যতা শাস্ত্রমতা তয়ৈব।
বলাৎকৃতা নৈব ততো ন শিষ্যা
বয়ং গুরুস্ত্বং বিফলঃ শ্রমো বাম্॥ ২২২॥
(গোবি০ ২৩।৬১)

জানাসি নো নো নকুলাঙ্গনানাং
বৃত্তিং বিশুদ্ধাং সখি! ভোগিনি ত্বম্।
তথাপি সম্পাদয়িতুং স্বসাম্যং
কিং খিদ্যসে প্রের্য্য বৃথা ভুজঙ্গম্॥ ২২৩॥
(গোবি০ ২৩।৬২)

ইহাদিগের অঙ্গে নৃত্য-চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। (২২১) অনন্তর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ এবং নিজসখী শ্রীরাধার প্রতি প্রণয়সম্বলিত ঈর্ষ্যাপ্রকাশ-পূর্ব্বক কহিলেন—"হে কৃষ্ণ! আমাদের এই বয়স্যা শ্রীরাধাই এই রতিনৃত্যে সদাকাল তোমাকে নৃত্য করাইতেছেন। অতএব ইনিই তোমার নৃত্যবিষয়ে গুরু, এবং তোমার দ্বারা আমাদিগকেও অনুশিষ্য অর্থাৎ শিষ্যের শিষ্য করিতে অভিলাষ করিতেছেন। (২২২) নিজেচ্ছা অর্থাৎ শিষ্যেচ্ছায় যে গুরূপসত্তি তাহাকেই শাস্ত্রে শিষ্যতা বলেন, কিন্তু তাহা তুমি বলপূর্ব্বক বিধান করিয়াছ, পরন্তু তাহা উপযুক্ত নহে, অতএব আমরা শিষ্যা নহি, এবং তুমিও আমাদের গুরু নহ, অতএব তোমাদের উভয়ের পরিশ্রম বিফল। (২২৩) হে সখি! হে ভোগিনি

ইত্থং বিধায় পুরুনর্ম্ম-বিহার-নৃত্যং
তাভিঃ সমং মদকরীব করেণুভিঃ সঃ।
তত্তচ্ছ্রমাপনয়নায় কলিন্দপুত্র্যাং
কর্ত্তুং সমারভত বারি-বিহার-নৃত্যম্॥ ২২৪ ॥
(গোবি০ ২৩৷৬৩)

বক্ত্রৈঃ স্বর্ণসরোজমণ্ডলময়ং নীরোপরিষ্টান্নভো
বক্ষোজৈর্ম্মদ-চক্রবাকমিথুনশ্রেণীজুষো বীচয়ঃ।
দোর্ভিশ্চারুমৃণালবল্লিবলিতা আপস্তদাসন্ বধূ-
বৃন্দে গচ্ছতি চিত্রভানুদুহিতুস্তৎকুক্ষিদঘ্নং পয়ঃ ॥২২৫ ॥
(আ০ ২০৷৷৩৯)

(পক্ষে হে সর্পি) আমরা নকুলাঙ্গনা, আমাদের যে বিশুদ্ধবুদ্ধি, তাহা তুমি অবগত নও, তথাপি নিজের সমতা সম্পাদন করিবার নিমিত্ত নিজপতি ভুজঙ্গকে (সর্প বা লম্পটকে) প্রেরণ করত কেনই বা তুমি বৃথা খিন্নমনাঃ হইতেছ ?

জলকেলি

(২২৪) এই প্রকার হস্তী যেমন হস্তিনীসকলের সহিত নর্ম্মবিহার নৃত্য-পূর্ব্বক নদীতে অবতরণ করত বিহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া-বর্গের সহিত সমধিক নর্ম্মবিহার-নৃত্য-করণানন্তর সেই সেই নৃত্যজন্য পরিশ্রমের অপনোদন করিবার নিমিত্ত কলিন্দকন্যা যমুনাতে জলবিহার-নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। (২২৫) ব্রজবধূবৃন্দ বিচিত্র যমুনায় তাঁহাদের কুক্ষি (উদর)-পরিমিত জলে গমন করিলে সলিলোপরি দৃশ্যমান আকাশ তাঁহাদিগের বদনমণ্ডলসমূহদ্বারা স্বর্ণকমলমণ্ডলময় হইয়াছিল, তরঙ্গমালা তাঁহাদের বক্ষোজসকলদ্বারা মদমত্ত চক্রবাকমিথুন-শ্রেণীবিশিষ্ট হইয়াছিল এবং জলরাশি তাঁহাদের বাহুলতাদ্বারা সুন্দর মৃণালবল্লীযুক্ত হইয়াছিল।

লব্ধ্বা তাসাং তনুপরিমলান্ পদ্মিনীঃ প্রোজ্ঝ্য ভৃঙ্গৈ-
রভ্যুদ্যাতৈস্তরণিতনয়েবাদরাজ্জগাম।
হংসৈস্তুল্যোড্ডয়ন-চপলৈশ্চামরত্বং প্রযাতৈঃ
শ্রান্তাঃ সর্বাঃ প্রণয়রভসাদ্বীজয়ামাস সৈব ॥ ২২৬ ॥
(আ০ ২০।১৪০)

ভৃঙ্গৈস্তাসামুপরি পরিতো মণ্ডলীভূয় সদ্ভি-
স্তৎপর্য্যন্তেষ্বপি দিবিষদাং পুষ্পবর্ষৈঃ পতদ্ভিঃ।
নীলং বাতাবধূতমভিতঃ সারিমুক্তাবলীকং
শোভাহেতোরতনুত কিমু ব্যোম-লক্ষ্মীর্বিতানম্ ॥ ২২৭ ॥
(আ০ ২০।১৪১)

অন্যোন্যাত্তৈঃ করসরসিজৈস্তাড়য়ন্তীষু তোয়ং
মধ্যে কৃত্বা দয়িতমভিতো মণ্ডলত্বং গতাসু।
তাসূদ্ভূতাস্তরণিদুহিতূ রোমহর্ষা ইব শ্রী-
কৃষ্ণস্যোরঃ পরিসরময়ুঃ স্তোকতুঙ্গাস্তরঙ্গাঃ ॥ ২২৮ ॥
(আ০ ২০।১৪২)

---

(২২৬) তাঁহাদের অঙ্গ-পরিমল প্রাপ্ত হইয়া ভৃঙ্গগণ পদ্মিনীসকলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তদভিমুখে উড়িয়া যাইতে লাগিলে, মনে হইল যেন, যমুনাই আদর-সহকারে অভ্যুত্থান করিলেন এবং তুল্য উড্ডয়নে চপল হংসগণ চামরভাব প্রাপ্ত হওয়ায় সেই যমুনাই যেন তদ্দ্বারা প্রণয়াবেগভরে নিখিল শ্রান্ত গোপিকাগণকে ব্যজন করিয়াছিলেন। (২২৭) সেই ব্রজরামাগণের উপরিভাগে ভৃঙ্গসমূহ চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান হইলে এবং তৎ-পর্য্যন্ত দেবতাগণের পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিলে, মনে হইতে লাগিল যেন, আকাশলক্ষ্মী কি শোভার নিমিত্ত বায়ুভরে কম্পিত চতুর্দ্দিকে বিসরণ-শীল মুক্তাবলীরূপ বল্লী অর্থাৎ পটলপ্রান্ত (ছাঁইচ)-বিশিষ্ট নীলবর্ণ

অন্যোন্যগ্রথিতাঙ্গুলী-কলিকয়োঃ কৃত্বাম্বু পাণ্যোঃ সমা-
পীড্যোচ্চৈর্জলযন্ত্রবৎ করভয়োঃ প্রান্তেন নিক্ষিপ্যতা।
ধারাভির্মুহুরায়তাভিরবলাবৃন্দেন সিক্তো হরি-
র্মন্যে মন্মথ-বারুণাস্ত্রমহসা মূর্ত্তেন বিদ্ধো বভৌ ॥ ২২৯ ॥
(আ০ ২০।১৪৩)

নিঃসংহারং তদিদমতনোর্বারুণাস্ত্রং বিদিত্বা
শক্তোঽপ্যস্য প্রতিকৃতিবিধৌ লীলয়া বারিমগ্নঃ।
নীবীদাম্নাং হরণকুতুকী তদ্ধৃতিব্যগ্রহস্তং
ভগ্নাঃ সর্বাঃ পুনরতিতরামেক এবাসিষেচ ॥ ২৩০ ॥
(আ০ ২০।১৪৪)

চন্দ্রাতপ বিস্তার করিয়াছেন। (২২৮) সেই ব্রজসুন্দরীগণ প্রিয়তমকে মধ্যে করিয়া চতুর্দিকে মণ্ডলত্ব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ মণ্ডলাকারে অবস্থিত হইয়া পরস্পর গৃহীত করকমলদ্বারা সলিল তাড়না (অর্থাৎ) আঘাত করিতে লাগিলে কালিন্দীর রোমাঞ্চ-শ্রেণীর ন্যায় তাহা হইতে উদ্ভূত ঈষদুচ্চ-তরঙ্গমালা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃপ্রদেশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। (২২৯) অবলাবৃন্দ, পরস্পর-গ্রথিত অঙ্গুলিকলিকাবিশিষ্ট করদ্বয়ের মধ্যে জল রাখিয়া অতিশয় পীড়নপূর্ব্বক জলযন্ত্রের (পিচকারীর) ন্যায় করভ (মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত কর-বহির্ভাগ) দ্বয়ের প্রান্তদ্বারা পুনঃ পুনঃ বিস্তৃত ধারা-সহকারে শ্রীহরিকে সিক্ত করিতে লাগিলে, মনে হইল যেন, তিনি মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পের বারুণাস্ত্রতেজঃদ্বারা বিদ্ধ হইয়া শোভা পাইতেছেন। (২৩০) অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণ-কর্ত্তৃক সেচিত সেই বারিধারাকে মদনের প্রতি সংহাররহিত বারুণাস্ত্র জ্ঞান করিয়া তিনি তাহার প্রতিকার বিষয়ে সমর্থ হইলেও লীলাবশতঃ বারিমগ্ন হইয়া তাঁহাদের নীবীবন্ধন-রজ্জু-হরণে কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। তখন গোপিকাগণ নিজ নিজ নীবীবন্ধন-

প্রত্যেকং তাঃ সপদি পয়সো দ্বন্দ্বযুদ্ধেন জিত্বা
কৃষ্ণেনাস্মিন্ পণিতমখিলং হারমাকৃষ্য নীতম্।
পৃষ্ঠং যাতা লঘুলঘুতরাং পীড়য়িত্বাস্ত বাহূ
রাধা সর্বং যদি হৃতবতী তামধাবত্তদাসৌ ॥ ২৩১ ॥
(আ০ ২০।১৪৫)

রাধাদেব্যা চপলশফরীঘট্টনাশঙ্কিতাক্ষ্যা
কণ্ঠগ্রাহং ভয়চকিতয়া গাঢ়মাশ্লিষ্যমাণঃ।
প্রত্যাশ্লিষ্যন্ননুপধি মুহুঃ শ্লাঘমানঃ শফর্য্যা-
স্তৎসৌহৃদ্যং হরিরতিতরাং সিষ্মিয়ে মোদমানঃ ॥ ২৩২ ॥
(আ০ ২০।১৪৭)

আচিন্বানাং কমলমমলং ক্বাপি গাধেঽপি নীরে
গম্ভীরত্বাভিনয়চকিতাং শঙ্কয়া পঙ্কিলাক্ষীম্।
দোর্ভ্যাং বক্ষোভুবি সুনিবিড়াপীড়মুত্থাপ্যমানাং
কান্তেনৈনাং সরসকুতুকং তাঃ সমীক্ষাম্বভূবুঃ ॥ ২৩৩ ॥
(আ০ ২০।১৪৬)

রজ্জুধারণে ব্যগ্রহস্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলে, শ্রীকৃষ্ণ একাকীই সকলকে পুনরায় জলদ্বারা অতিশয়রূপে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। (২৩১) অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রত্যেককে অবিলম্বে সলিলের দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয় করিয়া তাঁহাদের পণীকৃত হারসকল আকর্ষণপূর্ব্বক গ্রহণ করত নিজ কক্ষদেশে রাখিলেন। তখন শ্রীরাধা অতিশীঘ্র (অথবা ধীরে ধীরে) তাঁহার পৃষ্ঠভাগে গমনপূর্ব্বক মৃণাল অথবা অঙ্গুলীদ্বারা তদীয় বাহুদ্বয় পীড়ন করত তাঁহার কক্ষমুদ্রা উদ্ঘাটিত করিয়া যখন সমস্ত হারই হরণ করিয়া লইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। (২৩২) দেবী (অর্থাৎ লীলাময়ী) শ্রীরাধিকা চপল শফরীর ফরফরা শব্দে শঙ্কিতনেত্রে

পদ্মৈঃ পদ্মৈঃ স্বয়মবচিতৈস্তন্মৃণালৈর্মৃণালৈ-
র্লীলাযুদ্ধং যদজনি মিথস্তত্র যোষিন্মণীনাম্।
তাসাং তস্মিন্নজনি কুতুকং পশ্যতস্তৎপ্রমোদাৎ
কৃষ্ণস্যৈব প্রহরণবশেনেব রুগ্নং মনোঽভূৎ ॥ ২৩৪ ॥

(আ০ ২০।১৪৮)

নির্লেপঃ কুচমণ্ডলো মৃগদৃশাং হারাবলী নির্গুণা
নেত্রাম্ভোরুহমঞ্জনেন রহিতং নীরাগমোষ্ঠাধরম্।
নির্গ্রন্থির্মণিমেখলা কচততির্মোক্ষং গতা কাচন
শ্রীরাসীদ্বিগুণৈব সা ঘনরসে মগ্নস্য যোগ্যং হি তৎ ॥ ২৩৫ ॥

(আ০ ২০।১৫০)

ভয়চকিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলে শ্রীহরিও তাঁহাকে প্রত্যালিঙ্গন করিতে করিতে শফরীর ঐ প্রকার সৌহৃদ্যের পুনঃ পুনঃ নিষ্কপটভাবে শ্লাঘা করত অতিশয় আনন্দিত হইয়া মৃদুহাস্য করিয়াছিলেন। (২৩৩) তদনন্তর শ্রীরাধিকা একটী বিমল কমল চয়ন করিতে গিয়া কোথাও অল্পজলে অগাধত্বের অভিনয় করত অর্থাৎ "এই অগ্রবর্ত্তী জল নিশ্চয়ই অগাধ হইবে, অতএব আমি কিরূপে এই স্থান হইতে পলায়ন করিব"—এইরূপ মনে করিয়া নিজ অঙ্গচেষ্টাদ্বারা অগাধত্বের অভিনয় করত চকিতা এবং তাঁহাকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে ধাবিত হইয়া আসিতে দেখিয়া শঙ্কায় ব্যাকুলিতনেত্রা হইলেন। কান্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজ বাহুযুগলদ্বারা তাঁহার বক্ষোজযুগলে সুনিবিড়ভাবে পীড়ন-পূর্ব্বক তাঁহাকে উঠাইতে লাগিলেন, তখন সেই গোপসুন্দরীগণ শ্রীরাধার প্রতি সরস কৌতুকভরে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। (২৩৪) তৎপরে কখনও স্বয়ং অবচিত পদ্মে পদ্মে ও মৃণালে মৃণালে সেই রমণীশিরোমণিগণের মধ্যে

কৃষ্ণে কর্ষতি কোকযুগ্মকমিয়ং দোর্ভ্যাং ব্যধাৎ স্বস্তিকং
কণ্ঠে চারুমৃণালমর্পয়তি সা বাহূ দধে কুঞ্চিতৌ।
পদ্মং জিঘ্রতি পাণিনাস্যমবৃণোদিত্থং জলে খেলতো-
রস্পর্শা সুরতিস্তয়োঃ প্রিয়সখীবৃন্দস্য রম্যাভবৎ ॥ ২৩৬॥

(অ০ ৫।১৭)

জলাবগাহে চ্যুতমেখলায়াঃ, শৈবালবল্ল্যেব বভৌ নিতম্বঃ।
অকৈতবং রূপমহেতুহার্দং, সর্বাস্ববস্থাসু সদৈকরূপম্ ॥ ২৩৭ ॥

(অ০ ৫।৫০)

পরস্পর লীলাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে তাঁহাদের কেবল কৌতুক-মাত্র জন্মিয়াছিল ; কিন্তু তদ্দর্শনে আনন্দভরে শ্রীকৃষ্ণের মন যেন প্রহরণ-বশতঃই রুগ্ন অর্থাৎ কামপীড়িত হইয়াছিল। (২৩৫) মৃগলোচনাগণের কুচ-মণ্ডল অনুলেপন-বিহীন, হারাবলী গুণশূন্যা, নয়নকমল অঞ্জনরহিত, ওষ্ঠাধর রাগহীন, মণিমেখলা গ্রন্থিশূন্যা এবং কেশপাশ মুক্ত হইল। তখন তাঁহাদের সেই অনির্ব্বচনীয় শোভা যেন দ্বিগুণিতাই হইয়াছিল। যেহেতু ঘনরসে অর্থাৎ জলে, পক্ষে সম্ভোগাত্মক শৃঙ্গাররসে নিমগ্ন ব্যক্তির ঐরূপ হওয়া যোগ্য বটে। (২৩৬) শ্রীকৃষ্ণ, চক্রবাগ্যুগল আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীরাধিকা করদ্বয়ে স্বস্তিক রচনা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠে সুকোমল মৃণাল নিক্ষেপ করিলে শ্রীরাধিকা স্বকীয় ভুজদ্বয় কুঞ্চিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পদ্মের আঘ্রাণ লইতে থাকিলে, শ্রীরাধিকা হস্তদ্বারা নিজমুখমণ্ডল আবৃত করিলেন। ফলতঃ জলমধ্যে ক্রীড়াপরায়ণ তাঁহাদিগের স্পর্শাদিশূন্য এইরূপ সুরতক্রীড়া প্রিয়-সখীগণের অতিশয় রমণীয় বোধ হইয়াছিল। (২৩৭) জলাবগাহন-সময়ে শ্রীরাধিকার মেখলা পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িলে শৈবালবল্লী-বেষ্টনেই নিতম্বদেশ সুন্দর শোভা পাইতে লাগিল। বস্তুতঃ অকৃত্রিম রূপ

কাচিৎ সখ্যধিকস্নেহা তৎখেদং দৃষ্ট্বা তাং প্রত্যাহ—

অলমলমভিলাষেণামুনা বারিখেলা-
কুতুকিনি ! কমলানামাহৃতেঃ কৌতুকস্য ।
কলয় কলিতমঙ্গং কণ্টকৈর্নাললগ্নৈঃ
শিব শিব পরিদষ্টং ষট্‌পদেনাধরৌষ্ঠম্‌ ॥ ২৩৮ ॥

(অ০ ৮।৪৫)

ব্যাত্যুক্ষীযুধি রাধয়া ঘনরসৈঃ পর্য্যুক্ষ্যমাণস্য তে
মাল্যং ভঙ্গমবাপ বীর ! তিলকো যাতঃ কিলাদৃশ্যতাম্‌ ।
বক্ত্রেন্দো প্রতিমাচ্ছলেন শরণং লব্ধঃ সখীং কৌস্তুভ-
স্তন্মা ভূশ্চকিতো বিমুক্তচিকুরং নার্দ্দত্যসৌ ত্বদ্বিধম্‌ ॥ ২৩৯ ॥

(উ০ ১০।২৩৪)

পদ্মৈঃ কেশাভরণমমলৈরুৎপলৈঃ কর্ণভূষাং
হারং কৃত্বা বিস-লতিকয়া মেখলাং শৈবলেন ।
ক্রীড়োপান্তে মণিময়শিরোভূষণাদীনি তানি
প্রেম্ণা নার্য্যো দিনমণিভুবে প্রীতিদেয়ানি চক্রুঃ ॥ ২৪০ ॥

(আ০ ২০।১৫১)

ও অকারণ প্রণয় সর্বাবস্থাতেই একরূপ থাকে। (২৩৮) সখীর প্রতি অধিক-স্নেহা কোনও সখী তাঁহার খেদ দেখিয়া তৎপ্রতি বলিতে লাগিলেন,—"অয়ি সলিলক্রীড়া-কুতুকিনি ! তোমার কমলাহরণরূপ কৌতুকে আর প্রয়োজন নাই। দেখ ! তোমার সুকুমার অঙ্গ কমলনাললগ্ন-কণ্টকে বিদ্ধ ও অধরৌষ্ঠ মত্তমধুকর-কর্ত্তৃক পরিদষ্ট হইয়াছে। (২৩৯) বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—"হে বীর ! পরস্পর জলকেলিযুদ্ধে শ্রীরাধা-কর্ত্তৃক জলদ্বারা উৎসিচ্যমান হওয়াতে তোমার গলদেশ হইতে মালা ত্রুটিত হইয়াছে, ললাটে তিলক আর দেখা যাইতেছে না, কৌস্তুভ প্রতিবিম্বচ্ছলে বদনচন্দ্রের

উল্লাস্য বামকর-বারিরুহেণ বারি
ঝঙ্কারি-কঙ্কণকলেন চ দক্ষিণেন।
সংতাড্য চারু জলমণ্ডুকবাদ্যলীলা-
মাতেনুরুৎসব-সমাপ্তিফলামিবৈতাঃ ॥ ২৪১ ॥
(আ০ ২০।১৫২)

স্নানোত্তীর্ণাঃ কনক-নলিনীস্পর্দ্ধিভাসো নিতম্বং
ক্রান্ত্বা স্রস্তৈরবিরতপয়োবিন্দু-নিঃস্যন্দভাগ্ভিঃ।
রেজুঃ কেশৈরথ হঠহৃতৈরশ্রু মুঞ্চদ্ভিরুচ্চৈ-
র্ধ্বান্তৈঃ পৃষ্ঠানুসরণপরৈরংশুমালা ইবেন্দোঃ ॥ ২৪২ ॥
(আ০ ২০।১৫৩)

শরণ লইয়াছে এবং তোমার চিকুর মুক্ত দেখিতেছি, অতএব চকিত হইও না, আমার সখী কখনও তোমার ন্যায় জনকে পীড়া প্রদান করেন না। (২৪০) অনন্তর গোপনারীগণ বিমল পদ্মসমূহের দ্বারা কেশাভরণ, নির্ম্মল উৎপল সকলের দ্বারা কর্ণভূষা, মৃণাল-লতিকাদ্বারা হার এবং শৈবাল-দ্বারা মেখলা রচনা করিয়া ক্রীড়া করত ক্রীড়ার অবসান-সময়ে তাঁহারা মণিময় শিরো-ভূষণাদি সমস্ত অলঙ্কারই প্রেমভরে যমুনাকে প্রীতি-দেয় করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রীতিপূর্ব্বক দান করিয়াছিলেন। (২৪১) তৎপরে ব্রজসুন্দরীবৃন্দ ঝঙ্কারযুক্ত কঙ্কণের অব্যক্ত মধুরধ্বনিবিশিষ্ট বাম করকমলদ্বারা বারি উত্তোলন করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা সংতাড়নপূর্ব্বক যেন উৎসব-সমাপ্তিফলের ন্যায় তাঁহারা মনোরম জলমণ্ডুকবাদ্যলীলা বিস্তার করিয়াছিলেন। (২৪২) তদনন্তর স্বর্ণকমলিনীর স্পর্দ্ধাশীল কান্তিবিশিষ্টা সেই গোপাঙ্গনাগণ অভ্যঙ্গ ও উদ্বর্ত্তনাদিপূর্ব্বক স্নানানন্তর জল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিতম্বকে আক্রমণ-পূর্ব্বক বিস্রস্ত এবং অবিরত বারিবিন্দুক্ষরণশীল কেশকলাপদ্বারা তাঁহারা, হঠপূর্ব্বক হৃত অশ্রুমোচনকারী এবং পৃষ্ঠভাগে অনুসরণপরায়ণ নিবিড়

আলেপনালঙ্করণৈরমূষা-
মনাবৃতা বারিবিহার-ধৌতা।
ক্লিন্নাম্বরোদ্যৎসহজাঙ্গশোভা
লোভায় কৃষ্ণস্য দৃশোস্তদাসীৎ ॥ ২৪৩ ॥
(গোবি০ ২৩।৭২)

তাসাং বক্ষশ্চন্দনৈঃ শ্বেততোয়া
কৃষ্ণা সাম্যং গঙ্গয়াসৌ গতাপি।
শৌরেস্তত্তৎকেলিসৌভাগ্যলাভা-
ত্তাভিঃ শশ্বৎ সুষ্ঠু সা তামজৈষীৎ ॥ ২৪৪ ॥
(গোবি০ ২৩।৭৩)

ইত্থং বিধায়াম্বুবিহারনৃত্যং, কান্তঃ সকান্তানিচয়স্তটাপ্তঃ।
সখীকুলৈর্মার্জিতকেশবর্ষ্মা, দধার প্রত্যুদ্গমনীয়বস্ত্রম্ ॥ ২৪৫ ॥
(গোবি০ ২৩।৭৪)

অন্ধকাররাশিদ্বারা চন্দ্রের কিরণমালা যেরূপ শোভা পায়, সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। (২৪৩) এইরূপে জলক্রীড়ায় অত্যন্ত আসক্ত গোপিকাগণের জলসিক্ত বসনের মধ্য দিয়া নির্গত অঙ্গশোভাসমূহ আলেপন ও অলঙ্করণে অনাবৃত এবং বারি-বিহারে ধৌত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগলের অতিশয় লোভজনক হইয়া উঠিল। (২৪৪) গোপীগণের কুচ-চন্দনে কালিন্দীর জল শ্বেতবর্ণ হওয়ায় গঙ্গার সহিত কৃষ্ণা অর্থাৎ যমুনা তুল্যতা প্রাপ্ত হইলেও গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেই জলকেলিরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়া যমুনা গঙ্গাকে সম্যগ্ভাবে পরাজয় করিলেন।

বেশ-রচনাদি, ভোজন ও শয়নলীলাদি

(২৪৫) শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ জলমধ্যে বিহার ও নৃত্যকার্য্য সমাপন করত কান্তাবর্গের সহিত তীরভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং সখীসকল তাঁহাদের কেশ ও

বৃন্দা তাভিঃ সমং কৃষ্ণমানীয় স্বর্ণমণ্ডপম্।
তৎপূর্বকুট্টিমে পুষ্পাস্তরণে তং ন্যবীবিশৎ ॥ ২৪৬ ॥
(গোবি০ ২৩।৭৫)

ততঃ সবৃন্দোপনিনায় বৃন্দা, কল্পাগবল্লীফলসম্পুটাংস্তান্।
পূর্ণান্ বিচিত্রাম্বরভূষণানু,-লেপাঞ্জনৈর্নাগজবর্ণকৈশ্চ ॥ ২৪৭ ॥
(গোবি০ ২৩।৭৬)

তত্তন্নামাঙ্কিতানালীততিরাদায় পেটকান্।
কৃষ্ণং রাধাং সখীশ্চামূঃ পৃথক্ পৃথগভূষয়ৎ ॥ ২৪৮ ॥
(গোবি০ ২৩।৭৭)

হরিরুজ্জ্বলরসমূর্ত্তী,
রতি-পরিণতিমূর্ত্তয়ো হি রাধাদ্যাঃ।
বিধুরয়মস্য কলাস্তা,
একাত্মানোঽপি তৎপৃথগ্‌দেহাঃ ॥ ২৪৯ ॥
(গোবি০ ২৩।৭৮)

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মার্জ্জনীদ্বারা মার্জ্জিত করিলে পর, তাঁহারা সকলে ধৌত উত্তরীয় ও পরিধেয় দুই দুইখানি ধৌতবসন পরিলেন। (২৪৬) তৎপর শ্রীবৃন্দাদেবী গোপীসকলের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে স্বর্ণমণ্ডপে লইয়া গিয়া তাহার পূর্ববর্তী বেদিকার উপরি তাঁহাদিগকে বসাইলেন। (২৪৭) অনন্তর শ্রীবৃন্দাদেবী সখীবর্গের সহিত মিলিত হইয়া বিচিত্র বসন, ভূষণ, অনুলেপ, সিন্দূর এবং বর্ণকদ্বারা পরিপূর্ণ, সম্পুটস্বরূপ কল্পতরু ও লতাসকলের ফলসমূহ শ্রীকৃষ্ণাদির সমীপে লইয়া উপঢৌকন প্রদান করিলেন। (২৪৮) এবং সেবাপরায়ণা সখীসকল শ্রীকৃষ্ণাদির নিজ নিজ নামে অঙ্কিত, সেই সেই পোটারীগুলি লইয়া তন্মধ্যস্থিত দ্রব্যসমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা ও বয়স্যাবর্গকে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বিভূষিত করিলেন। (২৪৯) শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্বলরসমূর্ত্তি অর্থাৎ শৃঙ্গার-রসস্বরূপ, শ্রীরাধাদি রতির পরিণতিমূর্ত্তি অর্থাৎ শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাব

মিথঃ স্নেহাভ্যঙ্গরম্যাঃ সখ্যোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভাঃ।
তারুণ্যামৃত-সুস্নাতা লাবণ্যবসনোজ্জ্বলাঃ ॥ ২৫০ ॥
(গোবি০ ২৩।৭৯)

মিথঃ সৌভাগ্যতিলকাঃ সৌন্দর্য্যস্থাসকাঞ্চিতাঃ।
অষ্টাভিশ্চিত্রিতাঙ্গ্যশ্চ স্তম্ভাদ্যৈর্ভাববর্ণকৈঃ ॥ ২৫১ ॥
(গোবি০ ২৩।৮০)

কিলকিঞ্চিতবিব্বোকাদ্যুন্মাদোৎসুকতাদিভিঃ।
নানাভাবৈরলঙ্কারৈঃ সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতমূর্ত্তয়ঃ ॥ ২৫২ ॥
(গোবি০ ২৩।৮১)

সপ্রিয়াস্তাঃ প্রিয়া যদ্যপ্যন্তরিত্থং বিভূষিতাঃ।
প্রিয়ালিভির্বহিরপি ভূষিতা ভূষণৈর্বভুঃ ॥ ২৫৩ ॥
(গোবি০ ২৩।৮২)

রতির পরিপাকাবস্থাস্বরূপা ; তথা শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রস্বরূপ এবং শ্রীরাধাদি তাঁহার কলাস্বরূপা; অতএব চন্দ্র ও কলাতে একাত্মা হইলেও পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব ধারণ করত অবস্থিত রহিয়াছেন। (২৫০) শ্রীরাধাদি প্রেয়সীসকল শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরের স্নেহ অর্থাৎ প্রীতিরূপ স্নেহ (পক্ষে গাত্র ও মস্তকাদি ম্রক্ষণীয়তৈল) দ্বারা রমণীয় সখ্যভাবরূপ উদ্বর্ত্তন অর্থাৎ স্নানাদিকালে কেশে লেপনীয় তৈলদ্বারা সুন্দর প্রভাশালী, যৌবনরূপ অমৃতদ্বারা সুস্নাত এবং লাবণ্যরূপ বস্ত্রদ্বারা উজ্জ্বলাঙ্গী হইয়াছেন। (২৫১) এবং পরস্পরের সৌভাগ্যরূপ তিলক-শোভিত সৌন্দর্য্যরূপ স্থাসক (গন্ধচূর্ণ) দ্বারা চর্চ্চিতা, স্তম্ভ-স্বেদাদি অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিকভাবে চিত্রিতাঙ্গী হইয়াছেন। (২৫২) কিল-কিঞ্চিত, বিব্বোকাদি, উন্মাদ ও ঔৎসুক্যাদি নানাপ্রকার ব্যাভিচারিভাব এবং অঙ্গজ ও স্বভাবজ বিবিধ অলঙ্কারে সুন্দররূপে অলঙ্কৃতমূর্ত্তি হইয়াছেন। (২৫৩) প্রেয়সীসকল প্রিয়তমের সহিত এই প্রকারে মনোমধ্যে ভূষিত

অনঙ্গগুটিকাং সীধুবিলাসং দুগ্ধলড্ডুকম্।
আনীতং রূপমঞ্জর্য্যা যদ্যানি বৃন্দয়া বনাৎ ॥ ২৫৪ ॥
(গোবি০ ২৩।৮৩)

ফলানি রসরূপাণি মধুতুল্যরসানি চ।
তান্যত্ত্বাচম্য তাভিঃ স বিবেশ কেলিমন্দিরম্ ॥ ২৫৫ ॥
(গোবি০ ২৩।৮৪)

তস্মিন্মুক্তচতুর্দ্বারি যমুনানিলশীতলে।
কোটিসূর্য্যাংশুসদ্রত্নচয়াংশু-পরমোজ্জ্বলে ॥ ২৫৬ ॥
(গোবি০ ২৩।৮৫)

মনোজকেলিনিলয়েঽগুরুধূমাতিসৌরভে।
বিন্যস্তরত্নপর্য্যঙ্কে হংসতুলিকয়ান্বিতে ॥ ২৫৭ ॥
(গোবি০ ২৩।৮৬)

সূক্ষ্মাম্বরবৃতা বৃন্তসংপুষ্পস্তরণোপরি।
নানোপধানচিত্রান্তে কৃষ্ণঃ সুষ্বাপ কান্তয়া ॥ ২৫৮ ॥
(গোবি০ ২৩।৮৭)

থাকিলেও সখীগণ বাহিরে তাহাদিগকে নানাবিধ ভূষণে ভূষিত করায় তাঁহাদের দ্বিগুণ শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। (২৫৪-২৫৫) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণাদির ভোজনার্থ রূপমঞ্জরী অনঙ্গগুটিকা, সীধুবিলাস, দুগ্ধ ও লড্ডুকাদি লইয়া আসিলেন এবং শ্রীবৃন্দাদেবী মধুর স্বরস ও সৌরভযুক্ত ফলসকল লইয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তৎসমস্ত শ্রীরাধাদির সহিত ভোজন করত আচমনানন্তর কেলিমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। (২৫৬-২৫৮) তৎপরে যাহার দ্বার-চতুষ্টয়ই উন্মুক্ত ও যাহা যমুনার বায়ুতে সুশীতল এবং কোটি সূর্য্যের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল, রত্নসমূহের কিরণমালায় যাহা পরম উজ্জ্বল, অগুরু-ধূপের সুগন্ধ যাহাতে বিদ্যমান, সেই কন্দর্পকেলিমন্দিরে বিন্যস্ত রত্নপালঙ্কে হংসের ন্যায়

পল্যঙ্কপার্শ্বস্থিতখট্টিকাযুগে
সুখং নিবিষ্টে ললিতাবিশাখিকে।
কৃষ্ণাস্যতাম্বূল-সুচর্ব্বিতাননে
তাম্বূলমাস্বাদয়তাং নিজেশ্বরৌ ॥ ২৫৯ ॥
(গোবি০ ২৩।৮৮)

শ্রীরূপরতিমঞ্জর্য্যৌ পাদসম্বাহনং তয়োঃ।
চক্রতুশ্চাপরা ধন্যা ব্যজনৈস্তাববীজয়ন্ ॥ ২৬০ ॥
(গোবি০ ২৩।৮৯)

ক্ষণং তৌ পরিচর্য্যেত্থং নির্গতাঃ কেলিমন্দিরাৎ।
সখ্যস্তাঃ সুষুপুঃ স্বে স্বে কল্পবৃক্ষ-লতালয়ে ॥ ২৬১ ॥
(গোবি০ ২৩।৯০)

ঊর্ব্বোঃ স্বয়োঃ কনকপীঠয়োঃ ক্রমা-
ন্নিধায় পাদাম্বুরুহে নিজেশয়োঃ।
দ্বে দাসিকে তচ্ছয়নান্ত-সঙ্গতে
দৃগ্‌বিন্দুভিঃ পাদ্যমিবোপজহ্রতুঃ ॥ ২৬২ ॥
(কৃ০ ভা০ ২০।১১)

ধবলতুলিকাযুক্ত, প্রান্তদেশে নানা উপাধান-শোভিত সূক্ষ্ম বসনাবৃত এবং বৃন্তহীন সুন্দর পুষ্পসমূহে রচিত শয্যার উপর শ্রীকৃষ্ণ, কান্তার সহিত শয়ন করিলেন। (২৫৯) তখন পর্য্যঙ্কের পার্শ্বস্থিত দুইখানি ক্ষুদ্র খট্টায় ললিতা ও বিশাখা উপবেশন করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণমুখের চর্ব্বিত তাম্বূল মুখে লইয়া নিজেশ্বর-যুগল শ্রীরাধাকৃষ্ণকে তাম্বূল আস্বাদন করাইতে লাগিলেন।

মঞ্জরীদের সেবাদি

(২৬০-২৬১) সে সময় শ্রীরূপমঞ্জরী ও শ্রীরতিমঞ্জরী শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ সম্বাহন এবং অন্যান্য ধন্যতমা সখীবৃন্দ চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন।

উদ্ভিন্নরোমাঙ্কুরপালিরেব, প্রাপার্ঘ্যতাং কিন্তু তয়াপি শঙ্কাম্।
তস্মার্দ্দবালোচনয়া দধত্যৌ, পাণ্যম্বুজৈরার্চয়তামিবৈতে ॥ ২৬৩ ॥
(কৃ০ ভা০ ২০।১২)

গন্ধস্তু কস্তূর্য্যমৃতাংশু-পঙ্কৈ,-র্বক্ষঃস্থলস্থৈরুপকল্প্য সত্বঃ।
নিঃশ্বাসধূপৈর্নখরত্নদীপৈ,-রালোকমাল্যৈর্ধিনুতঃ স্ম নীত্যা॥২৬৪॥
(কৃ০ ভা০ ২০।১৩)

নৈবেদ্যতায়াং করকাবুরোজৌ, সংস্পর্শনেনাভিমতৌ বিধায়।
প্রাণপ্রদীপৈঃ স্মিতচন্দ্রমিশ্রৈ, নির্মঞ্ছনং প্রেমভরাদ্ব্যধত্তাম্ ॥২৬৫॥
(কৃ০ ভা০ ২০।১৪)

এইরূপে সখীসকল ক্ষণকাল শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিচর্যাপূর্ব্বক বিলাসমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় স্বীয় কল্পতরু-লতাগৃহে গিয়া শয়ন করিলেন। (২৬২-২৬৫) শ্রীরাধাকৃষ্ণ শয়ন করিলে দুই কিঙ্করী শয্যাপ্রান্তে উপবেশন করিয়া নিজ উরুযুগলরূপ কনকপীঠে নিজেশ্বরী ও নিজেশ্বরের চরণরূপ দেবতা নিধানপূর্ব্বক পূজা আরম্ভ করিলেন, অর্থাৎ যেমন পূজকগণ পূজাকালে নিজদেবতাকে পীঠোপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক পাদ্যাদির দ্বারা পূজা করিয়া থাকে, এইরূপ এই কিঙ্করীদ্বয় নিজ উরুযুগলরূপ কনকপীঠোপরি শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণরূপ অভীষ্টদেবতা সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রথমতঃ নয়নজলবিন্দুরূপ পাদ্য অর্পণ করিলেন এবং উদ্গত রোমাঙ্কুর-শ্রেণীরূপ অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। তাহাতে চরণযুগলের মৃদুতা চিন্তা করিয়া বিদ্ধ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতে লাগিল। পরে পাণিকমলের দ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতাদৃশ পরিচর্য্যায় পটু কিঙ্করীগণেরও পূজাকালে উপচার-অর্পণে ব্যতিক্রম হইল, অর্থাৎ অগ্রে গন্ধ প্রদান করিয়া পরে পুষ্প প্রদান করিতে হয়; ইঁহারা গন্ধার্পণের পূর্ব্বেই পুষ্পপ্রদান করিলেন। পরে যে চন্দন-

হিরণ্যরম্ভোপরিবর্ত্তিপল্লবে,-ষ্বাসজ্য রক্তোৎপলকোরকোত্তমাঃ।
ভৃঙ্গালিঝঙ্কারভৃতোঽনটন্নহো, তৎপাদসম্বাহনদম্ভতোঽসকৃৎ ॥২৬৬॥
(কৃ০ ভা০ ২০।১৫)

তৌ বীজয়ন্ত্যো বলয়ানি ঝঙ্কৃতি-
স্তৈঃ প্রসূনব্যজনৈঃ পরা বভুঃ।
মূর্ত্তৈর্যশোভিঃ কবিবৃন্দবর্ণিতৈঃ
কিং স্বৈরধিম্বন্নধিপৌ নটীকৃতৈঃ ॥ ২৬৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ২০।১৬)

সুবর্ণবর্ণাঃ ক্রমুকেন্দুজাতী,-লবঙ্গচূর্ণাহ্যচিতাংশভাজঃ।
তাম্বূলবীটীরপরে ন্যধত্তাং, তদাস্যয়োঃ পার্শ্বগতে করাভ্যাম্ ॥২৬৮॥
(কৃ০ ভা০ ২০।১৭)

কর্পূর সম্বলিত কস্তূরিপঙ্ক উরসিজযুগলে লিপ্ত ছিল, সেই গন্ধ অর্পণ করিয়া নিশ্বাসধূপ ও নখরত্ন দীপ অর্পণ করিলেন এবং উরোজরূপ দাড়িম্বযুগলকে নৈবেদ্য কল্পনা করিয়া স্পর্শ করাইলেন ও নিকটস্থিত কর্পূরসহিত প্রাণ-প্রদীপের দ্বারা প্রেমভরে নির্ম্মঞ্ছন করিলেন। (২৬৬-২৬৭) কিঙ্করীযুগলের উরুদেশস্থিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগল দর্শন করিয়া বোধ হইল—উরুদেশরূপ স্বর্ণরম্ভার উপরি শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ পল্লবযুগল, চরণমর্দ্দনার্থ মুষ্টিকৃত হস্তরূপ রক্তোৎপলকলিকার সহিত মিলিত হইয়া মর্দ্দনার্থ উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণ ক্রিয়ার ছলে যেন মুহুর্মুহু নাচিতেছে। নাচিবার সময় মণিবন্ধস্থিত বলয়শ্রেণীরূপ ভ্রমরাবলী যেন ঝঙ্কার করিতে লাগিল। এবং অপর কতিপয় কিঙ্করী, বলয়-ঝঙ্কারযুক্ত পুষ্পময়-ব্যজনের (ফুলের পাখা) দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বোধ হইল—কিঙ্করীগণ কবিবৃন্দবর্ণিত নিজযশঃপটলী অধীশ্বর ও অধীশ্বরীর অগ্রে নাচাইয়া তাঁহাদিগকে যেন সুখী করিতেছেন। (২৬৮-২৬৯) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দুই পার্শ্বস্থিত দুই কিঙ্করী ক্রমুক (সুপারী), কর্পূর,

যৌ পূর্ণচন্দ্রাবুদিতৌ নিরঙ্কৌ
তদংশুপীযূষরসাভিষিক্তে।
স্বপল্লবাভ্যাং কলিকে গৃহীত্বা
গাঙ্গেয়বল্ল্যৌ মুহুরীজতুঃ কিম্ ? ২৬৯ ॥

(কৃ০ ভা০ ২০।১৮)

কান্তে ! দিশৈতাঃ শয়নায় গন্তুং, ঘূর্ণদ্দৃশঃ সংপ্রতি স্বিন্নগাত্রীঃ।
শ্রান্তিঃ পদোস্তে ন শমং যযৌ চে,-ত্তদর্থমেতাবহমেব ধাস্তে ॥২৭০॥

(কৃ০ ভা০ ২০।১৯)

ইত্যুক্তিমাত্রেণ সমীহিতস্বৈ,-বার্থস্য সিদ্ধিং কিল তা বিদুষ্যঃ।
সংপূজ্য দেবাবিব পূজয়িত্র্য,-স্তন্মন্দিরাল্লব্ধবরা নিরীয়ুঃ ॥ ২৭১ ॥

(কৃ০ ভা০ ২০।২০)

জায়ফল ও লবঙ্গচূর্ণ প্রভৃতিদ্বারা নির্ম্মিত স্বর্ণবর্ণ তাম্বূলবীটি শ্রীরাধাকৃষ্ণের মুখযুগলে অর্পণ করিলেন। তাহা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল—নিকুঞ্জ-মন্দিরে কুসুম-শয্যার উপরি যে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রযুগল উদিত হইয়াছে, তদীয় কিরণরূপ অমৃতরসে অভিষিক্ত দুই স্বর্ণলতা যেন নিজ নিজ পল্লবদ্বারা উপরোক্ত চন্দ্রযুগলের অর্চ্চনা করিতেছে। (২৭০) পরে রসিকনাগরবর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধিকাসহ লীলাবিশেষ অভিলাষী হইয়া কহিলেন,—"হে কান্তে ! হে প্রিয়ে ! তোমার এই কিঙ্করীগণ নৃত্যাদি-নিমিত্ত অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছে। ইহাদিগের অলসে নয়ন ঘূর্ণিত হইতেছে, অতএব শয়ন করিবার জন্য ইহাদিগকে আজ্ঞা কর। যদি তোমার পদযুগলের শ্রান্তি দূর হইয়া না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সম্বাহন করিতেছি। (২৭১) কিঙ্করীগণ এই কথা শ্রবণমাত্র "বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধির কাল উপস্থিত হইল" অবগত হইয়া দেবপূজানন্তর পূজয়িত্রীগণ দেবমন্দির হইতে যেমন নিঃসৃত হন, এইরূপ ইহারাও নিকুঞ্জমন্দির হইতে নিঃসৃত হইলেন।

নিষ্ণাত এবাতনুতীর্থসারে, রোমাঞ্চপূর্ণঃ স্ফুরিতোজ্জ্বলাঙ্গঃ।
স্মৃত্যুদ্ভবাশেষবিশেষধর্ম্মা,-নুষ্ঠানদক্ষো রভসং স ভেজে ॥ ২৭২ ॥
(কৃ০ ভা০ ২০।২১)

প্রারম্ভ এবাঘভিদস্তদাস্থা,-মৃতং ত্রিরাচম্য ত এব যাসীৎ।
শ্রদ্ধা তয়ৈবাশু বিধির্বভূবা,-নঙ্গোঽপি সাঙ্গো নিরপায়মিষ্টঃ॥২৭৩॥
(কৃ০ ভা০ ২০।২২)

নানোপচারান্ কলয়ন্ মুদাশা,-বন্ধং বিতন্বন্নপসার্য্য বিঘ্নান্।
স শাতকুম্ভাতনুরত্নকুম্ভে, কৃত্বা করন্যাসমুপাত্তকান্তৌ ॥ ২৭৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ২০।২৩)

বিদ্যুদ্ঘনাচিক্রমিষাং যদোপরি
স্মারাদ্দধানা ববলেঽবলেপতঃ।
তদা তু জালানি সখীদৃশাং বলা-
জ্জালাবলীং হর্ষজলৈঃ প্লুতাং ব্যধুঃ ॥ ২৭৫ ॥
(কৃ০ ভা০ ২০।৪৫)

শ্রীরাধাকৃষ্ণের রতিবিলাসাদি

(২৭২) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অতনুতীর্থসারে নিষ্ণাত অর্থাৎ নিতরাং স্নাত হইলেন ও স্নাননিমিত্ত শীতে রোমাঞ্চপূর্ণ হইলেন এবং মার্জ্জনের দ্বারায় স্ফুরিতোজ্জ্বলাঙ্গ হইলেন। পরে স্মৃত্যুদ্ভব অশেষ-বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানে দক্ষ শ্রীকৃষ্ণ রভস অর্থাৎ হর্ষ ভজন করিলেন। (২৭৩) স্নানানন্তর কর্ম্মের প্রারম্ভে তিনবার অমৃত আচমনপূর্ব্বক অঘমথনের কর্ম্ম শ্রদ্ধাদ্বারা অভিলষিত বিধিবোধিত কর্ম্ম অনঙ্গ হইয়াও অর্থাৎ অঙ্গহীন হইয়াও নির্ব্বিঘ্নে সাঙ্গ হইয়াছিল। (২৭৪) কর্ম্মারম্ভে যজ্ঞেশ্বরের পূজা আরম্ভ করিলেন। পূজার পূর্ব্বে নানা উপচার সংগ্রহপূর্ব্বক ছোটিকাদ্বারা আশাবন্ধ অর্থাৎ দশদিগ্ বন্ধন করিয়া বিঘ্ন অপসারণ করিলেন, তদনন্তর স্বর্ণনির্মিত মহাশোভাবিশিষ্ট

বহিস্তু যন্ত্রব্যজনেন দাস্য,-স্তৌ.বীজয়াঞ্চক্রুরজস্রমস্রৈঃ।
প্লুতেক্ষণাশ্চ ক্রুধুরপ্রমেয়,-প্রেম্ণে তদাত্বানবলোকদীনাঃ ॥ ২৭৬ ॥
(কৃ০ ভা০ ২০।৪৬)

প্রফুল্লনীলাম্বুজসীধু চন্দ্রঃ, কামং পপাবিত্যসহিষ্ণু সত্ত্বঃ।
তত্রত্যমিন্দিন্দিরয়োর্যুগং কিং, বলাত্তদীয়ামৃতমপ্যধাসীৎ ॥ ২৭৭ ॥
(কৃ০ ভা০ ২০।৪৭)

মহারত্নময় কুম্ভে করন্যাস করিয়া দেবতা-পূজন করিতে লাগিলেন। (২৭৫) শ্রীরাধাকৃষ্ণের রতিক্রীড়া দর্শনে একজন কিঙ্করী অন্য কিঙ্করীগণকে বলিতে লাগিলেন,—"হে সখিগণ দেখ দেখ !! মদন-সম্বন্ধীয় অহঙ্কার-বশতঃ আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়া সৌদামিনী নবনীরদের উপরি বলপ্রকাশ করিতেছে।" ইহা দেখিয়া সখীগণের আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল ; তাহাতে জালাবলী (গবাক্ষ-সমূহ) প্লুত হইল। (২৭৬) তৎকালে বহিঃস্থিতা দাসীগণ, যন্ত্রব্যজনের (টানাপাখা) দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং অজস্র অশ্রুপ্লুত হওয়ায় লীলাদর্শনে বাধা হইতে লাগিল। এই নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া অপরিমিত প্রেমের উপরি ক্রোধ করিতে লাগিলেন অর্থাৎ এই প্রেম আমাদিগকে এই মধুর লীলাদর্শন করিতে না দিয়া দুঃখ প্রদান করিতেছে, অতএব এই প্রেম যেন আমাদের এই সময় আর না হউক—ইহাই পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন। (২৭৭) চন্দ্র প্রফুল্ল নীল-কমলের সীধু যথেষ্ট পান করিতে লাগিল, তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়া অর্থাৎ আমার পেয়বস্তু চন্দ্র পান করিতেছে, এই ঈর্ষ্যাবশতঃ ভ্রমরযুগল আগমন-পূর্ব্বক চন্দ্রের অমৃত বলপূর্ব্বক পান করিতে লাগিল অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখরূপ প্রফুল্লকমলে অধরামৃতরূপ মধু শ্রীরাধিকার মুখরূপ চন্দ্র বিপরীত সম্ভোগসময়ে যথেষ্ট পান করিল, তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণের নেত্ররূপ ভ্রমরযুগল শ্রীরাধার মুখচন্দ্রের কান্তিরূপ অমৃত পান করিতে

অভ্রান্তরুদ্যচ্চল-সূর্য্যমণ্ডলে, ননর্ত্ত মুক্তাবলিরাত্তসম্মদা।
হংসাবধূতাঃ কনকাবলীং শ্রিতা, বাদ্যং বিচিত্রং রভসাদবীবদন্॥২৭৮॥
(কৃ০ ভা০ ২০।৪৮)

তত্রাগতশ্রীমধুসূদনোদ্যদ্-
গানং শ্রুতিপ্রেষ্ঠমভূদপূর্ব্বম্।
যেনৈব সভ্যা রসিকাঙ্গবল্লী
দ্রৌত্যং দধে স্বেদমিষাৎ সবেপম্॥ ২৭৯॥
(কৃ০ ভা০ ২০।৪৯)

বালাস্তু কৌটিল্যভৃতোঽতিলৌল্যা,-দিতস্ততঃ সংসরণং ভজন্তঃ।
শ্রুতিপ্রসক্তাঃ প্রতিকর্মভাতা,-স্তস্থুর্মদাদৈন্দব-মণ্ডলান্তঃ॥ ২৮০॥
(কৃ০ ভা০ ২০।৫০)

অবার্য্যমাণামৃতপানদৃপ্তয়ো,-র্বিখণ্ডিত-স্থাসক-নব্যবর্মণোঃ।
প্রযুক্ত-চঞ্চদ্ভুজনাগপাশয়ো,-র্নোর্জিগীষা সমবর্দ্ধতর্দ্ধিভিঃ॥ ২৮১॥
(কৃ০ ভা০ ২০।৫১)

লাগিল। (২৭৮-২৭৯) মেঘের উপরি উদিত চঞ্চল সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে মোক্ষপ্রাপ্তি-নিমিত্ত আনন্দবশতঃ মুক্তাবলী (মুক্তা-সমূহ) নৃত্য করিতে লাগিল এবং কনকাবলী-নামক কাঞ্চন-ভূমিস্থিত হংস ও অবধূতগণ সহর্ষে বাদ্য করিতে লাগিল। সেই কাঞ্চনীভূমিতে অন্যের আগমনসম্ভাবনা না থাকায়, মধুসূদন আগমন করিলে শ্রুতিপ্রিয় গান হইতে লাগিল, যে গানদ্বারা শুক, নারদ প্রভৃতি রসিকগণের অঙ্গলতা সাত্ত্বিক বিকার বশতঃ দ্রবীভূত হইল। (২৮০) মহাকৌটিল্যযুক্ত বালগণ (অজ্ঞগণ) বিষয়ভোগ-নিমিত্ত অত্যন্ত চাঞ্চল্যবশতঃ ইতস্ততঃ সংসৃত হইয়া শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মমার্গে প্রসক্ত এবং প্রতি কর্ম্মে খ্যাত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। (২৮১) যাহারা অবার্য্যমাণ অমৃতপানে দৃপ্ত ও যাঁহাদের চন্দন-

তাভ্যান্তু সন্ধৌ বিহিতে তদা তয়োঃ
প্রেম্ণা প্রিয়ায়াঃ স্বকরাম্বুজন্মনা।
উত্থায় চক্রে শ্রমতোয়-মার্জনং
কৈশ্যালকাল্যম্বর-সংবৃতিঞ্চ সঃ ॥ ২৮২ ॥
(গোবি০ ১৫।২৬)

ত্বং গোবিন্দ ! ময়াসি কিং নু কবরীবন্ধার্থমভ্যর্থিতঃ
ক্লেশেনালমবদ্ধ এব চিকুরস্তোমো মুদং দোগ্ধি মে।
বক্ত্রস্যাপি ন মার্জনং কুরু ঘনং ঘর্মাম্বু মে রোচতে
নৈবোত্তংসয় মালতীর্মম শিরঃ খেদং ভরেণাপ্স্যতি ॥ ২৮৩ ॥
(উ০ ১১।৪৩)

দ্বারা নির্ম্মিত চর্চ্চারূপ কবচ বিখণ্ডিত হইয়াছে, এবং যাহারা পরস্পর ভুজরূপ নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছেন, সেই যুবযুগলের প্রতিক্ষণে নবনবায়মান সম্ভোগেচ্ছা-সম্পত্তিদ্বারা জিগীষা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। (২৮২) তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক কান্তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস্পর্শ ও দর্শনেচ্ছারূপা সখী এবং শ্রীরাধার গ্লানিরূপা তনুসেবিকা—এই দুইটীদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর সন্ধি বিহিত হইলে অর্থাৎ কন্দর্পক্রীড়ান্তে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাঙ্গ স্পর্শ ও দর্শন-বিষয়ক অভিলাষ হইলে এবং তাহাই করাইবার নিমিত্ত যোগ্যা শ্রীরাধার গ্লানি উৎপন্ন হইলে, শ্রীকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করিয়া প্রেমবশতঃ স্বীয় করকমলে কান্তার শ্রমজল মার্জন এবং তদীয় কেশপাশ, অলকাবলী ও বসন সম্বরণ করিয়া দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীরাধার বেশ-রচনা ও বিলাসাদি

(২৮৩) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রার্থনায় তদীয় বেশরচনায় উদ্যত হইলে মানিনী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কহিলেন,—"গোবিন্দ ! আমি ত' তোমাকে প্রার্থনা করি নাই, তবে কেন তুমি আমার কবরীবন্ধন

ইতি তদ্বাক্‌সুধাং পীত্বাত্যাগ্রহং স হরির্যদা।
কৃতবাংস্তু তদা রাধা বেশায়ানুমতিং দদৌ ॥ ২৮৪ ॥

রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়ো-
র্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ স্রজা কবরীভরম্।
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরা-
বিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোঽপি তথাকরোৎ ॥২৮৫॥
(গী০ ১২।২৫)

চিত্রং চিরস্পর্শসুখায় চূচুকে
কুর্বন্তমক্ষিপ্রমিয়ং চলেক্ষণা।
স্বিন্নাঙ্গুলীকং পুলকাঞ্চিতশ্রিয়া
সব্যেন চিক্ষেপ কুচেন কেশবম্ ॥ ২৮৬ ॥
(উ০ ১৪।১০৬)

করিতেছ? আর ক্লেশের প্রয়োজন নাই, অবদ্ধচিকুরই আমার আনন্দ বিস্তার করিতেছে, মুখমার্জনার প্রয়োজন করে না, ঘর্মাম্বু আমার রুচিকর বোধ হইতেছে, মালতী-মাল্যদ্বারা শিরোভূষণও করিতে হইবে না, কেন না উহার গুরুতরভারে আমার মস্তক খেদপ্রাপ্ত হইবে। (২৮৪) শ্রীরাধিকার এই প্রকার বাক্যসুধা পান করিয়া শ্রীহরি যখন তাঁহার প্রসাধন-বিষয়ে অতিশয় আগ্রহপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীমতী রাধা তাঁহাকে নিজবেশ-রচনার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিলেন। (২৮৫) শ্রীরাধা কহিলেন—"স্তনদ্বয়ে পত্ররচনা কর, গণ্ডদেশে চিত্র করিয়া দাও এবং জঘনে মেখলা পরিধান করাও এবং পুষ্পমালাদ্বারা কবরী শোভিত কর। হস্তে বলয় ও পদে নূপুর পরাইয়া দাও"—এই সকল শ্রবণ করিয়া বনমালী নিতান্ত প্রীত হইয়া সেই সেই কার্য্য যথানিয়মে সম্পাদন করিতে লাগিলেন। (২৮৬) তদ্দর্শনে শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরতিমঞ্জরীকে কহিলেন,—"হে সখি! চিরস্পর্শ-সুখ-

মুদা কুর্বন্ পত্রাঙ্কুরমনুপমং পীনকুচয়োঃ
শ্রুতিদ্বন্দ্বে গন্ধাহৃত-মধুপমিন্দীবরযুগম্।
সখেলং ধম্মিল্লোপরি চ কমলং কোমলমসৌ
নিরাবাধাং রাধাং রময়তি চিরং কেশিদমনঃ ॥ ২৮৭ ॥
(উ০ ৫।৯২)

নীতং তে পুনরুক্ততাং ভ্রমরকৈঃ কস্তূরিকাপত্রকং
নেত্রাভ্যাং বিফলীকৃতং কুবলয়দ্বন্দ্বঞ্চ কর্ণার্পিতম্।
হারশ্চ স্মিতকান্তিভঙ্গিভিরলং পিষ্টানুপেষীকৃতঃ
কিং রাধে! তব মণ্ডনেন নিতরামঙ্গৈরসি দ্যোতিতা ॥ ২৮৮॥
(বি০ ৭।৪৮)

নিমিত্ত বিলম্ব করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চূচুকে (কুচাগ্রে) পত্রবল্লী নির্মাণ করিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুলী হইতে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল ; তদবলোকনে চঞ্চলেক্ষণা পুলকান্বিত স্বীয়বাম-কুচপ্রহারদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। (২৮৭) সখি! অদ্য কেশিমথন শ্রীরাধার প্রেমাধীন হইয়া তদীয় পীনপয়োধরদ্বয়ে অনুপম পত্রাবলী বিরচন করিতেছেন। শ্রুতিদ্বন্দ্বে—"যাঁহার গন্ধে পুঞ্জ পুঞ্জ মধুপবৃন্দ আহৃত হয়" এমত ইন্দীবরযুগল পরিধান করাইতেছেন এবং সকৌতুকে ধম্মিল্লোপরি (ঝুঁটির উপরে) কোমল-কমল সমর্পণ করত নির্বাধে তাঁহাকে সমধিক রমণ করিতেছেন। (২৮৮) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর বেশবিন্যাস করিতে করিতে কহিলেন,—"প্রিয়ে! তোমার ললাট-লম্বিত চূর্ণকুন্তলদ্বারা কস্তুরিকার তিলক পুনরুক্ততা প্রাপ্ত হইল অর্থাৎ পণ্ডিতগণ পুস্তকের কোনস্থান অশুদ্ধ থাকিলে যেমন বর্ত্তুলাকার রেখাদ্বারা তাহা বেষ্টন করেন, তদ্রূপ ব্যর্থতা লাভ করিল, কর্ণার্পিত-কুবলয়দ্বয় নেত্রযুগল-দ্বারা বিফল হইল এবং হাস্যকান্তি-ভঙ্গিদ্বারা গলদেশের হার পিষ্টপেষণের ন্যায় নিরর্থক হইল ;

সদা ন ত্যাজ্যঞ্চেদলিকতিলকং গর্ভকমুত
স্খলেন্নো নৈরস্যান্মলয়জ-বিলেপঃ সশশিকঃ।
স্থিরঃ কণ্ঠে হারঃ কৃপণজনরাশ্চ স্থিরতরঃ
ন বা তীরে ত্যাজ্যা মদনতটিনী নৌরপি ন বা ॥ ২৮৯॥

চকোরং চন্দ্রো ন ত্যজতু যদি মেঘো ন করকা-
শনীঃ প্রাণাঘাতৌ কিরতু বত চেচ্চাতকমুখে।
তদৈতান্ ব্রূয়াস্তে বিধুমুখি ! তুলায়াং সমতয়া
হরিঃ শ্লাঘিত্বেত্থং বৃষরবিসুতাং তাং রময়তি ॥ ২৯০ ॥

[যুগ্মকম্]

স্বাধীনভর্ত্তৃকাবস্থাং প্রাপয্য রাধিকাং তয়া।
সহাযযৌ বহিঃ কৃষ্ণঃ স্ময়ন্ পূর্ণমনোরথঃ ॥ ২৯১ ॥

(গোবি০ ২৩।৫৪)

অতএব হে রাধে! তোমার অলঙ্কার-পরিধানের প্রয়োজন কি? অঙ্গসকলের দ্বারাই আশ্চর্য্য শোভা বিস্তার করিতেছ। (২৮৯-২৯০) যদি ললাটস্থ তিলক ও শিরোমধ্যস্থিত মাল্য সর্বদা পরিত্যাজ্য না হয়, নীরসতা-বশতঃ যদি সকর্পূর চন্দনবিলেপন স্খলিত না হয়, কণ্ঠে যদি হার স্থির থাকে, কৃপণজনের ধন যদি স্থিরতর হয়, অথবা যদি মদনতটিনীর নবীননৌকাও তীরে ত্যাজ্যা না হয়, চন্দ্র যদি চকোরকে ত্যাগ না করে, মেঘ যদি প্রাণ-ঘাতের নিমিত্ত চাতকের মুখে করকা ও বজ্রনিক্ষেপ না করে, তাহা হইলে হে বিধুমুখি! তোমার সহিত তুলনায় সেই সকল বস্তুসমূহকে তুল্যরূপ বলিতে পারি"—শ্রীহরি বৃষভানুনন্দিনীর এইরূপ শ্লাঘা করিতে করিতে তাঁহাকে রমিত করিতে অর্থাৎ তাঁহার সুখবিধানপূর্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। (২৯১) অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা অবস্থা প্রাপ্ত

তয়েরিতঃ স কুঞ্জেষু প্রবিশ্য যুগপৎ পৃথক্ ।
স্বাধীনভর্তৃকাবস্থাং প্রাপয়ামাস তাঃ সখীঃ ॥ ২৯২ ॥
(গোবি০ ২৩।৫৫)

নির্গতঃ কুঞ্জনিকরাৎ কৃষ্ণস্তাভিরলক্ষিতঃ ।
একঃ সন্ রাধিকামাগাৎ স্বদর্শন-মৃদুস্মিতাম্ ॥ ২৯৩ ॥
(গোবি০ ২৩।৫৬)

স্ববাহু-সন্দানিতকণ্ঠয়া তয়া
সংবিশ্য পর্য্যঙ্কবরে হরৌ স্থিতে ।
তৎপাদসম্বাহনশর্ম-কর্মণাং
তৎকিঙ্করীণাং সমপূরি বাঞ্ছিতম্ ॥ ২৯৪ ॥
(কৃ০ ভা০ ২০।১০)

করাইয়া অর্থাৎ ক্রীড়ান্তে তাঁহার বেশভূষণাদি তাঁহারই আদেশে সম্পাদন করত তাঁহার সহিত পূর্ণমনোরথ হইয়া হাস্য করিতে করিতে কুঞ্জের বহির্ভাগে আগমন করিলেন।

সখীগণসহ বিহারাদি

(২৯২) তৎপরে শ্রীরাধিকা-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ প্রেরিত হইয়া সখীগণের কুঞ্জে কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া পৃথক্ পৃথগ্ভাবে পূর্বের ন্যায় তাঁহাদিগকে স্বাধীন-ভর্তৃকার অবস্থা প্রাপ্ত করাইলেন। (২৯৩) তৎপর শ্রীকৃষ্ণ একাকী সখীসকলের অলক্ষিতে কুঞ্জমধ্য হইতে নির্গত হইয়া নিজ-দর্শনে মধুর হাস্য-বদনা শ্রীরাধার নিকট আগমন করিলেন। (২৯৪) পরে বামবাহুদ্বারা প্রিয়ার কণ্ঠধারণ করিয়া পর্য্যঙ্কের উপরি শ্রীকৃষ্ণশয়ন করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদসম্বাহনই যাহাদিগের সুখজনক কর্ম, সেই কিঙ্করীগণের বাঞ্ছিত পূর্ণ হইল অর্থাৎ শ্রীরাধাকিঙ্করীগণের "কখন শ্রীরাধাকৃষ্ণের শয়ন হইবে,

পায়য়তি পিবতি চাস্যং প্রেয়সি ললিতে ! ক্ব ত্বমসীতি ।
সান্দ্রানন্দ-বিনিদ্রিত-রাধা-স্বপ্নায়িতং জয়তি ॥ ২৯৫ ॥

(অ০ ৫।১৪)

অর্দ্ধাকুট্মলিতানিমেষনয়নং নিস্পন্দতারং কিয়দ্-
দীর্ঘশ্বাসমলক্ষ্যকণ্ঠনিনদং সানন্দতন্দ্রায়িতা ।
কৃষ্ণে পায়য়তি স্বকীয়মধরং প্রাগেব পীতাধরে
কিঞ্চিত্ত্বং ললিতে পিবেতি কিমপি স্বপ্নায়তে রাধিকা ॥২৯৬॥

(অ০ ৫।১৪)

শ্রীরূপমঞ্জরীমুখ্যাঃ সেবাপরসখীজনাঃ ।
তল্লীলামন্দিরবহিঃ কুট্টিমে শিশ্যিরে সুখম্ ॥ ২৯৭ ॥

(গোবি০ ২৩।৯১)

কখন আমরা পাদসম্বাহন করিয়া ধন্য হইব"—এই অভিলাষ পূর্ণ হইল। (২৯৫) সান্দ্রানন্দভরে বিনিদ্রিতা শ্রীরাধিকার সেই স্বপ্নদর্শনের জয় হউক। যে স্বপ্নাবস্থায় তিনি বলিয়া থাকেন, 'অয়ি ললিতে ! প্রিয়তম আমাকে স্বকীয়-মুখচন্দ্র পান করাইতেছেন এবং স্বয়ংও আমার মুখবিম্ব পান করিতেছেন, এসময় তুমি কোথায় রহিয়াছ ?' (২৯৬) শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ শ্রীরাধিকার অধর পান করিয়া স্বকীয় অধর তাঁহাকে পান করাইতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার আনন্দ-তন্দ্রার আবেশ হইল। নেত্রার্দ্ধভাগ ঈষৎ মুকুলিত হইল, নেত্র নিমেষরহিত ও তারকা নিস্পন্দ হইল, কতিপয় দীর্ঘশ্বাস নিঃসৃত হইল, কণ্ঠস্বর অব্যক্ত হইল। এই অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দর্শন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"অয়ি ললিতে ! তুমিও কিঞ্চিৎ পান কর।" (২৯৭) অনন্তর শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সেবাপরায়ণা-সখীসকল সেই লীলামন্দিরের বহির্ভাগস্থ কুট্টিমে অর্থাৎ বেদিকার উপর গিয়া শয়ন করিলেন।

অলিন্দে কালিন্দীকমল-সুরভৌ কুঞ্জবসতে-
র্বসন্তীং বাসন্তী-নবপরিমলোদ্‌গারি-চিকুরাম্‌।
ত্বদুৎসঙ্গে নিদ্রাসুখমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিশলয়-কলাপ-ব্যজনিনী ॥ ২৯৮ ॥

(ল০ ৬।৪০)

ইতি শ্রীশ্রীভাবনাসার-সংগ্রহে নক্তলীলামৃতাস্বাদনং নাম অষ্টমঃ সংগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

---

(২৯৮) হে নাথ শ্যামসুন্দর! যাহাতে কালিন্দীজাত কমলকুসুমের সৌরভ প্রবাহিত হইতেছে, এমত কুঞ্জগৃহের অঙ্গনে তোমার ক্রোড়ে অবস্থিতা বাসন্তীপুষ্পের সৌরভসমূহে আমোদিতকেশা সেই নিমীলিতাক্ষীকে পত্র ব্যজনদ্বারা কবে আমি সেবা করিব ?

ইতি শ্রীশ্রীভাবনাসার-সংগ্রহে নক্ত-লীলামৃতাস্বাদন-নামক অষ্টম সংগ্রহ ॥ ৮ ॥

উপসংহারঃ (গুরুপরম্পরা)

নিত্যানন্দ-সনাতনামলনবদ্বীপাভিরাম প্রভো
ভক্তোদ্দাম-বিশালকীর্ত্তনপরাদ্বৈতামিতানন্দদ।
রাধাভাব-বিভাবিতান্তরতনো শ্রীরূপ-চিন্তামণে
লক্ষ্মীপ্রাণ গদাধরপ্রিয় হরে বিশ্বম্ভর ত্রাহি নঃ ॥ ১ ॥

মহাপ্রভু (মধু০ ৫।১৮)

গ্রন্থ-পরিসমাপ্তিতে গ্রন্থকারকৃত বন্দনা ও বিজ্ঞপ্তি

(১) হে গদাধরপ্রিয়, লক্ষ্মীদেবীর প্রাণস্বরূপ বিশ্বম্ভর হরে! তুমি আমাদিগকে ত্রাণ কর। তুমি নিত্য আনন্দময় ও সর্বদা বর্ত্তমান অথবা

যৎপাদপঙ্কজরজঃ শিরসা প্রণম্য
ধন্যা ভবন্তি নিতরাং বহবো জগত্যাম্।
শ্রীমৎসনাতনতনুঃ সদয়ার্দ্রচিত্তো
মন্দস্য মেঽপ্যনুদিনং শরণং স এব ॥ ২ ॥

শ্রীরূপস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রণতমতিরহং নৌমি ভূমৌ নিপত্য
শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলামৃত-সলিলনিধৌ মজ্জিতা যেন লোকাঃ।
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রোঽপ্যতিশয়কৃপয়া যত্র শক্তিং প্রকাশ্য
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনীয়ং মধুররতিরসং দর্শয়ামাস সর্বান্ ॥ ৩ ॥

তুমি নিত্যানন্দ প্রভু, সনাতনগোস্বামী ও বিমল অর্থাৎ মায়াদোষবর্জ্জিত নবদ্বীপের অর্থাৎ নবদ্বীপবাসী জনবৃন্দের সুন্দর প্রভু। তুমি ভক্তগণের সহিত উদ্দাম মহাকীর্ত্তনপরায়ণ এবং অদ্বৈত অর্থাৎ অদ্বিতীয় (অখণ্ড) ও অপরিমিত আনন্দপ্রদানকারী অথবা তুমি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে অসীম আনন্দপ্রদান-কর্ত্তা। তোমার অন্তর ও শরীর শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত। তোমার সর্বশোভাঞ্চিত রূপ জীবমাত্রের নিকট চিন্তামণিস্বরূপ অর্থাৎ তাহাদের বাঞ্ছিতফল-প্রদায়ক মণিস্বরূপ অথবা তুমি শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রতি চিন্তামণির ন্যায় সর্বাভীষ্টফলপ্রদ। (২) যাঁহার চরণপঙ্কজ-রেণুকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া এই জগতে বহু ব্যক্তি অতিশয় ধন্য হইয়া থাকেন। নিজজন প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত সেই শ্রীমান্ (অর্থাৎ প্রেমসম্পত্তি-বিশিষ্ট) সনাতনবিগ্রহ অর্থাৎ শ্রীসনাতন গোস্বামীই মন্দমতি আমার একমাত্র শরণ। (৩) যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলামৃতসাগরে লোকসকলকে নিমজ্জিত করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রও অতিশয় কৃপাসহকারে যাঁহার প্রতি শক্তিপ্রকাশ করিয়া সকলকে শ্রীবৃন্দাবনীয় মধুররতিরস দেখাইয়াছেন, আমি নম্রচিত্তে ভূমিতে নিপতিত হইয়া সেই শ্রীরূপগোস্বামীর চরণকমল

শ্রীচৈতন্যকৃপাসুধাব্ধিলহরীসিক্তং গভীরং গুণৈঃ
শ্রীরূপ-প্রণয়প্রমোদ-সরসীভৃঙ্গাদৃত-স্বান্তকম্ ।
শ্রীবৃন্দাবিপিনেশ্বরী-গিরিভৃতোর্লীলামৃতাস্বাদকং
তং শ্রীমদ্‌রঘুনাথভট্টমনিশং বন্দে প্রমোদান্বিতম্ ॥ ৪ ॥
শ্রীমদ্‌গোপালভট্টঃ প্রভুবর-করুণাসাগরো দীনবন্ধু-
স্তস্য শ্রীপাদপদ্মং নতজন-শরণং সর্বদাহং নমামি ।
শ্রীমচ্চৈতন্যদেবঃ পরমসদয়ধীঃ সান্দ্রকারুণ্যযুক্তঃ
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদাম্বুজ-পরিচরণং শিক্ষয়ামাস যস্মৈ ॥ ৫ ॥
শ্রীচৈতন্যকৃপা-সুধাময়নদীবীচীভিরাসিঞ্চিতঃ
শ্রীমদ্রূপ-সনাতনপ্রিয়তমঃ শ্রীজীববাৎসল্যবান্ ।
শ্রীরাধাসরসীতটে বিনিবসন্নামামৃতানন্দিতো
যস্তং শ্রীরঘুনাথদাসমনিশং বন্দে কৃপাসাগরম্ ॥ ৬ ॥

বন্দনা করি। (৪) আমি পরমানন্দিত হইয়া শ্রীমদ্ রঘুনাথভট্টকে নিরন্তর বন্দনা করি (অথবা আমি পরমানন্দময় শ্রীমদ্ রঘুনাথভট্টকে নিরন্তর বন্দনা করি)।* তিনি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপাসুধাসমুদ্রের তরঙ্গদ্বারা সিক্ত, গুণসমূহের দ্বারা গভীর অর্থাৎ অসীম গুণসম্পন্ন। তাঁহার চিত্তপদ্ম শ্রীরূপাখ্য প্রেমানন্দসরোবরের ভৃঙ্গ-কর্ত্তৃক আদৃত এবং তিনি শ্রীরাধা-গিরিধারীর লীলামৃতের আস্বাদক। (৫) পরম-সদয়-হৃদয় শ্রীচৈতন্যদেব অত্যন্ত কারুণ্যযুক্ত হইয়া যাঁহাকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মসেবা শিক্ষা দিয়াছিলেন, নতজনের আশ্রয় সেই শ্রীমদ্‌গোপালভট্টপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মকে আমি সর্ব্বদা প্রণাম করি। তিনি অসীমকরুণাসাগর ও দীনজনের বন্ধু। (৬) যিনি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপাসুধাময় নদীর তরঙ্গাবলীর দ্বারা সম্যক্ সিঞ্চিত, যিনি শ্রীমদ্ রূপ ও সনাতনের প্রিয়তম এবং শ্রীজীবগোস্বামীর

শ্রীমজ্জীবঃ সদয়হৃদয়ো লোকদুর্গম্যভাবো
ভক্তেস্তত্ত্বং পরমমতুলং সর্বশাস্ত্রে নিগূঢ়ম্।
কৃষ্ণস্যাপি প্রচুরচরিতং যশ্চকার প্রকাশং
তস্য শ্রীমচ্চরণযুগলং নৌমি নিত্যং প্রপন্নঃ ॥ ৭ ॥

যঃ কৃষ্ণচৈতন্যকৃপৈকবিত্ত,-স্তৎপ্রেমহেমাভরণাঢ্যচিত্তঃ।
নিপত্য ভূমৌ সততং নমাম,-স্তং লোকনাথং প্রভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ৮ ॥

যঃ শ্রীমৎকৃষ্ণদাসঃ কবিনৃপতিবরঃ স্নিগ্ধমুগ্ধস্বরূপঃ
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রস্য চরিতরচনাভূরিকীর্ত্তির্জগত্যাম্।
শ্রীমদ্বৃন্দাবনে শ্রীবৃষরবিতনয়া-কৃষ্ণভাবাব্ধিমগ্নো
বন্দে তৎপাদযুগ্মং সকল-কুশলদং নিত্যমানন্দযুক্তম্॥ ৯ ॥

প্রতি পরমবাৎসল্যবিশিষ্ট, যিনি শ্রীরাধাকুণ্ডতটে নিবাস করত নামামৃত-পানে নিরন্তর আনন্দিত, সেই কৃপার সাগর শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামীকে আমি নিরন্তর বন্দনা করি। (৭) শ্রীমান্ শ্রীজীবগোস্বামী দয়ার্দ্রচিত্ত এবং তাঁহার ভাব লোকসকলের দুর্গম্য অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয়। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে নিগূঢ়, পরম অতুলনীয় ভক্তিতত্ত্ব (ষট্সন্দর্ভ) এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর চরিতাবলী (গোপালচম্পূ) প্রকাশ করিয়াছেন। আমি নিত্য শরণাগত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণযুগল বন্দনা করি। (৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাই যাঁহার একমাত্র সম্পত্তি এবং তাঁহার প্রেমরূপ স্বর্ণভূষণে যাঁহার চিত্ত বিভূষিত, সেই শ্রীলোকনাথ প্রভুকে ভূমিতে নিপতিত হইয়া সতত প্রণাম করি এবং আশ্রয় করি। (৯) স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ অর্থাৎ মনোহর স্বরূপবিশিষ্ট যে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনা দ্বারা জগতে প্রভূত কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, এবং যিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ও শ্রীকৃষ্ণের ভাবসাগরে নিমগ্ন, সকল কুশল-

আচার্য্যঃ শ্রীনিবাসঃ প্রভুরতিরুচিরস্তপ্তকার্ত্তস্বরাভঃ
শ্রীরাধাকৃষ্ণনামামৃতময়জলধের্ম্মিণাকৃষ্টজিহ্বঃ।
যঃ শ্রীবৃন্দাবনীয়ং মধুররতিরসং দর্শয়ামাস লোকাং-
স্তস্য শ্রীমৎপদাব্জং মম কৃপণমতের্জীবনং তচ্চ নৌমি ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতবর্ষিবক্ত্র-
চন্দ্রপ্রভাধ্বস্ত-তমোভরায়।
গৌরাঙ্গদেবানুচরায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥ ১১ ॥

শ্যামানন্দমহং বন্দে প্রেমানন্দ-পরিপ্লুতম্।
যস্মৈ শ্রীরাধিকা স্বীয়াং তুলাকোটিং দদৌ মুদা ॥ ১২ ॥
চৈতন্যচন্দ্রস্য পদারবিন্দ,-মাধ্বীকমত্তান্ খলু সর্বভক্তান্।
নিপত্য ভূমৌ তু সকাকু নিত্যং, নমামি দন্তৈস্তৃণমাদদানঃ ॥ ১৩ ॥

দায়ক, সেই কবিরাজ গোস্বামীর পাদপদ্মযুগল আমি নিত্য আনন্দসহকারে বন্দনা করি। (১০) যে শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু অতি সুন্দর ও তপ্তসুবর্ণ-কান্তি, যাঁহার জিহ্বা শ্রীরাধাকৃষ্ণনামামৃতময় সাগরের তরঙ্গদ্বারা আকৃষ্ট এবং যিনি লোকসকলকে শ্রীবৃন্দাবনীয় মধুররতিরস দেখাইয়াছিলেন, অতি হীনবুদ্ধি আমার জীবনস্বরূপ তাঁহার সেই শ্রীচরণকমল আমি নিত্য নমস্কার করি। (১১) যিনি শ্রীকৃষ্ণনামামৃত-বর্ষণকারী মুখচন্দ্রের প্রভাদ্বারা সকলের অজ্ঞানরূপ অন্ধকাররাশি ধ্বংস করিয়া থাকেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অনুচর অর্থাৎ অনুগত সেই শ্রীল নরোত্তমকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। (১২) শ্রীরাধিকা আনন্দভরে যাঁহাকে নিজ নূপুর (অথবা নিজ নূপুর-চিহ্নিত তিলক) অর্পণ করিয়াছিলেন, প্রেমানন্দ-পরিপ্লুত সেই শ্যামানন্দপ্রভুকে আমি বন্দনা করি। (১৩) আমি দন্তে তৃণগ্রহণপূর্ব্বক ভূমিতে নিপতিত

সংসারদাবানল-লীঢ়লোক,-ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্থ কল্যাণগুণার্ণবস্থ, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ১৪ ॥
(লহ০ ১।১)

তস্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মমধুনঃ কেন স্তবে প্রাভবং
যৎ পীতং সহসৈব হন্ত ! মলিনং মচ্চিত্তমত্তালিনম্।
সংসারোগ্রমতঙ্গজাঙ্গমদিরা বিস্মার্য্য বৃন্দাবনে
রাধামাধব-কেলিকল্পলতিকাবাসে সদাবীবসৎ ॥ ১৫ ॥
(কৃ০ ভা০ ২০।উপ০ ২)

শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দ-মধুপানন্যাভিলাষোজ্ঝিতান্
পূর্ণপ্রেমরসোৎসবোজ্জ্বল-মনোবৃত্তি-প্রসন্নাননান্।
শশ্বৎকৃষ্ণকথা-মহামৃতপয়োরাশৌ মুদা খেলতো
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূর্দ্ধা নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ১৬ ॥

হইয়া কাকু অর্থাৎ দৈন্যোক্তি-সহকারে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীচরণকমল-মধুমত্ত সমস্ত ভক্তবৃন্দকে নিত্য প্রণাম করি। (১৪) সংসাররূপ দাবানলগ্রস্ত লোকসকলের ত্রাণের নিমিত্ত যিনি কারুণ্য-জলবর্ষণশীল মেঘভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি মেঘের ন্যায় কারুণ্যবর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই কল্যাণগুণসমুদ্র শ্রীগুরুর চরণারবিন্দ আমি নিত্য বন্দনা করি। (১৫) সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মকরন্দের বৈভব আমি কি প্রকারে স্তব করিব ? কেননা আমার চিত্তরূপ অতি মলিন মত্ত ভ্রমর যাহা সহসা পান করায়, ঐ মকরন্দ তাঁহাকে সংসাররূপ ভয়ঙ্কর মতঙ্গজের মদিরা বিস্মৃত করাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধামাধবের কেলি-কল্পলতিকাবাসে সর্ব্বদা বাস করাইতেছেন। (১৬) অন্যাভিলাষবর্জ্জিত, পূর্ণপ্রেমরসোৎসবে উজ্জ্বলমনোবৃত্তি-হেতু প্রসন্নবদন, নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকথামৃত-মহাসাগরে সানন্দে ক্রীড়াকারী, শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দের মধুপ-স্বরূপ এই ভাগবত অর্থাৎ ভক্তবৃন্দকে আমি প্রতিমুহূর্ত্তে

দশমো গীতগোবিন্দো রসামৃতোজ্জ্বলৌ তথা ।
বৃন্দাবিপিন-গোপালচম্পেৌ রাধাসুধানিধিঃ ॥ ১৭ ॥
বিদগ্ধ-ললিতাখ্যৌ চ মাধবৌ ক্রমদীপিকা ।
পদ্যাবলী চ সঙ্গীতমাধবঃ স্তবমালিকা ॥ ১৮ ॥

চৈতন্যচরিতং কাব্যং শ্রীচন্দ্রোদয়নাটকম্ ।
চন্দ্রামৃতঞ্চ গোবিন্দলীলামৃতং স্তবাবলী ॥ ১৯ ॥
দানকেলিকৌমুদী চ শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী ।
অলঙ্কারকৌস্তুভশ্চ বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ ॥ ২০ ॥

নাটকান্তং জগন্নাথবল্লভং ভাবনামৃতম্ ।
কৃষ্ণকর্ণামৃতং বৃন্দানিষ্কুটশতকং তথা ॥ ২১ ॥

স্তবামৃতলহর্য্যাখ্যং শ্রীরসামৃতশেষকম্ ।
মধুকেলিবল্লরী চ গোবিন্দরতিমঞ্জরী ॥ ২২ ॥

ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া মস্তকদ্বারা বন্দনা করি । (১৭) দশম অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ, গীতগোবিন্দ, রসামৃত অর্থাৎ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, তথা উজ্জ্বল অর্থাৎ উজ্জ্বলনীলমণি, বৃন্দাবিপিনচম্পূ অর্থাৎ আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ, গোপালচম্পূ, রাধাসুধানিধি অর্থাৎ রাধারসসুধানিধি । (১৮) বিদগ্ধ-মাধব, ললিতমাধব, ক্রমদীপিকা, পদ্যাবলী, সঙ্গীতমাধব, স্তবমালা । (১৯) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, স্তবাবলী । (২০) দানকেলি-কৌমুদী, শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক-কৌমুদী, অলঙ্কার-কৌস্তুভ, বৃহদ্ভাগবতামৃত । (২১) জগন্নাথবল্লভ-নাটক, ভাবনামৃত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃত তথা বৃন্দাবনশতক । (২২) স্তবামৃতলহরী, শ্রীরসামৃতশেষ অর্থাৎ ভক্তিরসামৃতশেষ, মধুকেলী-

দানচিন্তামণিশ্চৈষাং পদ্যানি তু স্বতুষ্টয়ে।
সংগৃহীতানি চারূণি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥ ২৩ ॥
রচিতঃ কৃষ্ণদাসেন শ্রীগোবর্দ্ধন-বাসিনা।
কেনচিদতিমুগ্ধেন ভাবনাসার-সংগ্রহঃ ॥ ২৪ ॥
বস্বৃষি-সিন্ধুরেন্দু-সংখ্যে গোবর্দ্ধনান্তরে।
ফাল্গুনে সিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীপরমকরুণার্ণব-শ্রীল-নরোত্তমদাস-নামধেয়ঠক্কুরমহাশয়-ভৃত্যভৃত্যানুভৃত্য-কৃষ্ণদাসেন শ্রীগোবর্দ্ধন-বাসিনা রচিতঃ শ্রীশ্রীভাবনাসার-সংগ্রহঃ

সমাপ্তঃ ॥

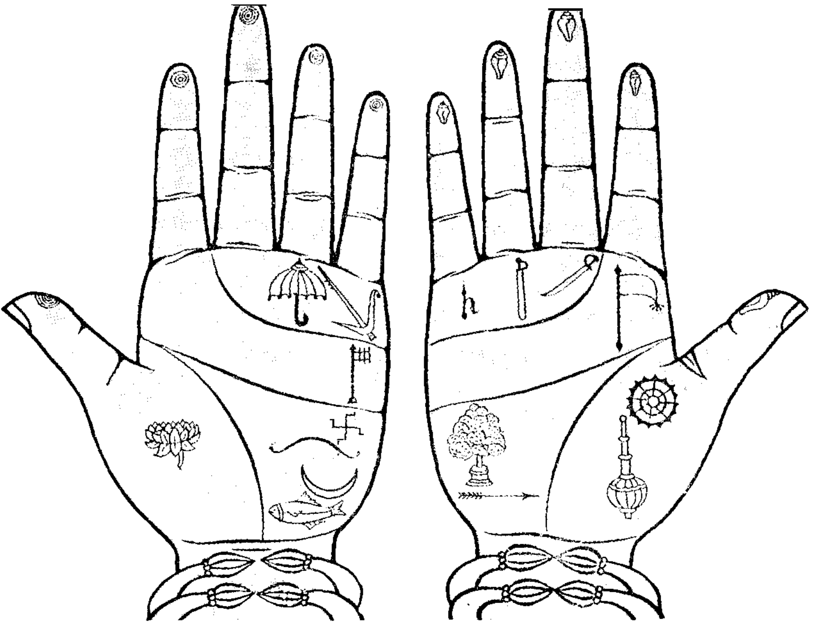
বল্লী, গোবিন্দরতিমঞ্জরী। (২৩) এবং দানচিন্তামণি অর্থাৎ দানকেলি-চিন্তামণি—এই সকল গ্রন্থের মনোরম পদ্যসকল আমি নিজ মনস্তুষ্টির নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়াছি—মনীষিগণ ইহা জ্ঞাত হইবেন।

(২৪) শ্রীগোবর্দ্ধননিবাসী কৃষ্ণদাস নামক অতিমুগ্ধ (মূঢ়, পক্ষে অতিসুন্দর-বুদ্ধি) কোনও এক ব্যক্তি-কর্ত্তৃক এই শ্রীভাবনাসার-সংগ্রহ রচিত হইল।

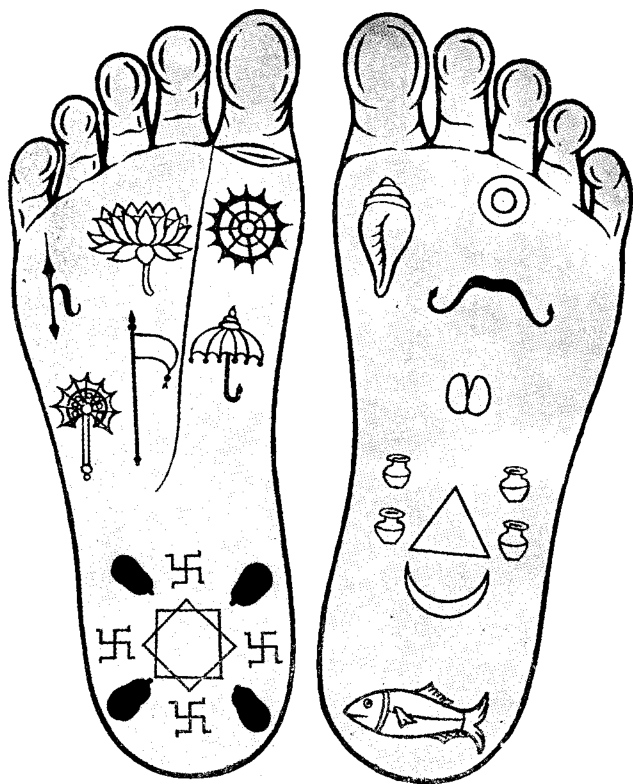
(২৫) বসু (৮) ঋষি (৭) সিন্ধুর (হস্তী অর্থাৎ ৮) ইন্দু (১) অর্থাৎ ১৮৭৮ সংখ্যক সম্বতে শ্রীগোবর্দ্ধনতটে ফাল্গুনমাসে শুক্লপঞ্চমীতিথিতে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইল।

ইতি পরমকরুণার্ণব শ্রীল নরোত্তমদাস-নামধেয় ঠক্কুরমহাশয়-ভৃত্যভৃত্যানুভৃত্য শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী শ্রীকৃষ্ণদাস-কর্ত্তৃক রচিত শ্রীশ্রীভাবনাসার-সংগ্রহ

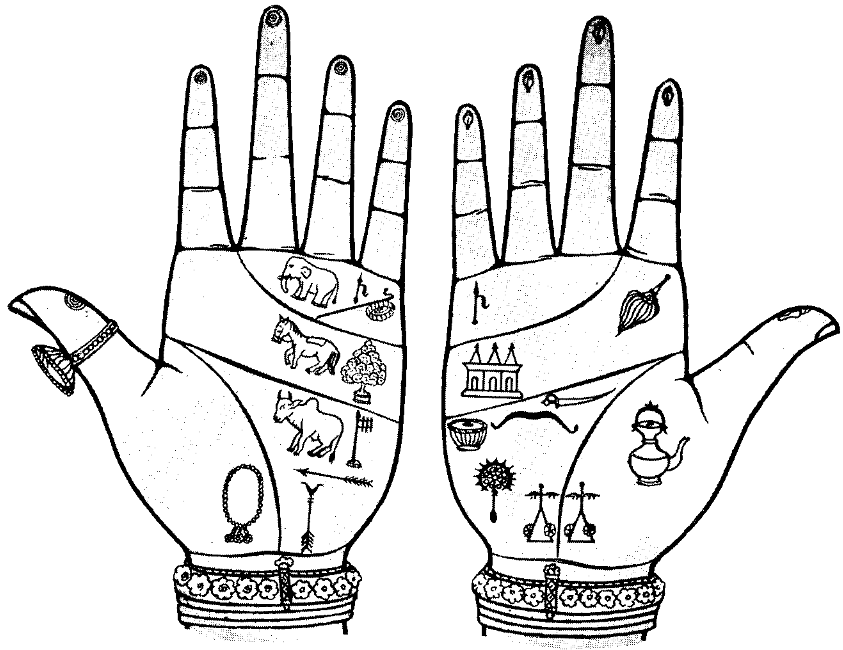
সমাপ্ত ॥



শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীকরচিহ্ন



শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণচিহ্ন



শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীকরচিহ্ন

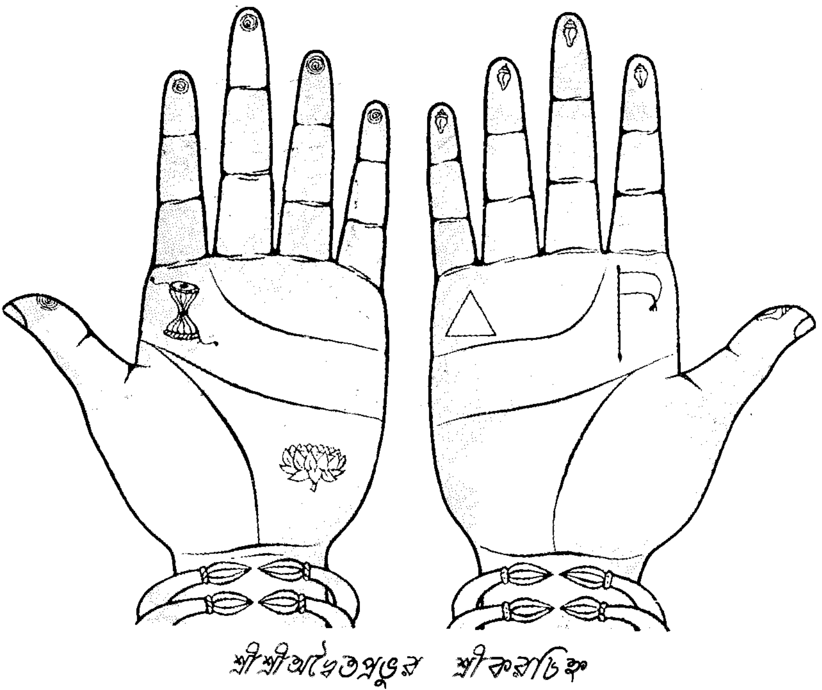


শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণচিহ্ন

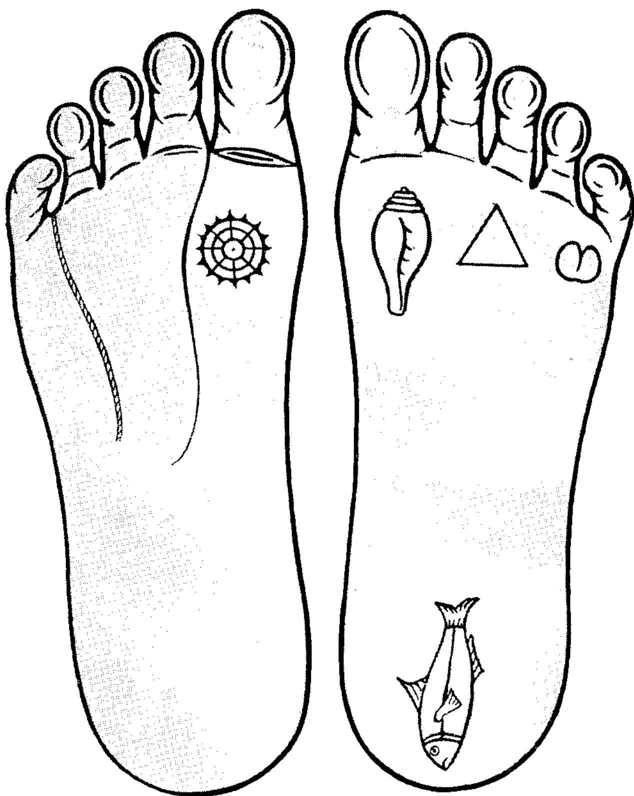
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীকরচিহ্ন



শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন

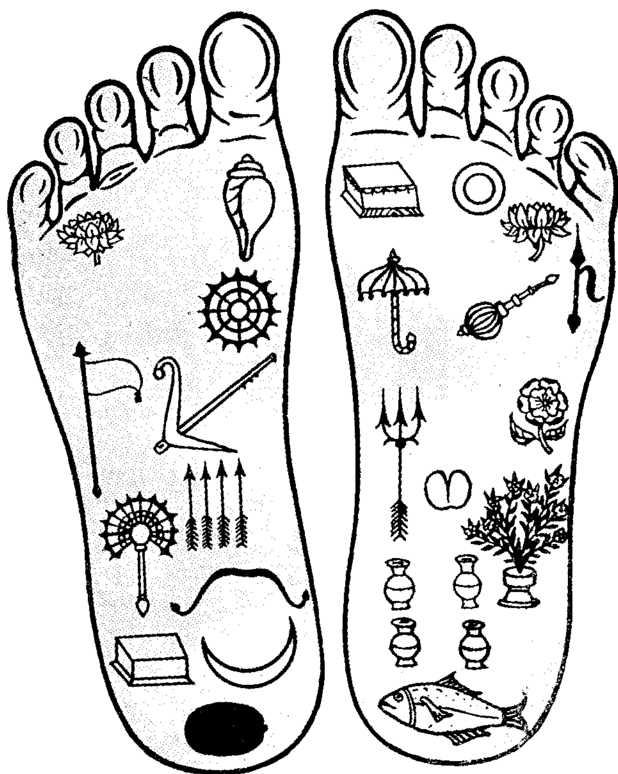


শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীকরচিহ্ন



শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীকরচিহ্ন



শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণচিহ্ন

শ্রী শ্রী ভাবনাসার-সংগ্রহ

য়

স্বা
ঙ্গা

শ্রীবাস
শ্রীগৌর
শ্রীগদাধর

শ্রীনিত্যানন্দ
ক্লীং
শ্রীঅদ্বৈত

হা
রা

শ্রীগুরু
শ্রীহরিদাস
শ্রীগুরু

গৌ


শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-যোগপীঠ

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-যোগপীঠ

উত্তর

পশ্চিম

শ্রীশ্রীমুরলা দেবী
বিদ্যুদ্বর্ণ, মেঘাম্বর, দ্বারসেবা
শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীশ্রীললিতা দেবী
গোরোচনাবর্ণ, ময়ূরপুচ্ছবস্ত্র,
তাম্বূল-সেবা
বয়স ১৪-৮-২৭
শ্রীস্বরূপ গোস্বামী

শ্রীকুসুমিকা
শ্যামবর্ণ, ইন্দ্রধনুবসন,
কুঞ্জসংস্কার-সেবা
বয়স ১২ বৎসর
শ্রীগোকুল কবিরাজ

শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী
বসন্তকেতকীবর্ণ, ইন্দীবরবসন,
তাম্বূল-সেবা
বয়স ১২ বৎসর
(১৩-৬-৪)
শ্রীজাহ্নবা দেবী

শ্রীশ্রীইন্দুলেখা দেবী
পদ্মকিঞ্জল্কবর্ণ, জবাপুষ্পবসন,
জল-সেবা
বয়স ১৪-২-৪
শ্রীবাসুদেব ঘোষ

শ্রীশ্রীবিশাখা দেবী
বিদ্যুদ্বর্ণ, তারাবলী-বসন,
বস্ত্রালঙ্কার-সেবা
বয়স ১৪-২-১৫
শ্রীরামানন্দ রায়

শ্রীশ্রীরূপমঞ্জরী
গোরোচনাবর্ণ, ময়ূরপুচ্ছবস্ত্র,
তাম্বূল-সেবা
বয়স ১৩-৮-০
শ্রীরূপ গোস্বামী

শ্রীশ্রীকস্তুরীমঞ্জরী
হেমবর্ণ, কাচাম্বর,
শ্রীঅঙ্গ-সেবা
বয়স ১৩ বৎসর
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ

শ্রীশ্রীরতিমঞ্জরী
তড়িদ্বর্ণ, তারাবলীবসন,
পাদাব্জ-সেবা
বয়স ১৩-২-০
শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী

শ্রীশ্রীতুঙ্গবিদ্যা দেবী
চন্দ্রকুঙ্কুমবর্ণ, পাণ্ডুবস্ত্র,
নৃত্য-সেবা
বয়স ১৪-২-২২
শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত

শ্রীশ্রীমেনা দেবী
হরিতালবর্ণ, ময়ূরাম্বর, দ্বারসেবা
শ্রীমাধব চক্রবর্ত্তী

শ্রীশ্রীবিলাসমঞ্জরী
স্বর্ণকেতকীবর্ণ, ভ্রমরপক্ষবসন,
অঞ্জন-সেবা
বয়স ১২-১১-২৬ দিন
শ্রীজীব গোস্বামী

শ্রীশ্রীবৃন্দারিকা দেবী
কুমুদবর্ণ, নীলাম্বর, দ্বারসেবা
শ্রীশিবানন্দ

শ্রীশ্রীচম্পকলতা দেবী
চম্পকবর্ণ, চাসপক্ষবস্ত্র,
ব্যজনমালা-সেবা
বয়স ১৪-২-১৩½

শ্রীশ্রীগুণমঞ্জরী
তড়িদ্বর্ণ, জবাপুষ্পবসন,
জল-সেবা
বয়স ১৩-১-১৭
শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী

শ্রীশ্রীরসমঞ্জরী
চম্পকবর্ণ, হংসপক্ষবস্ত্র,
চিত্র-সেবা
বয়স ১৩ বৎসর
শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী

শ্রীগোবিন্দ ঘোষ

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী

শ্রীবসুরামানন্দ

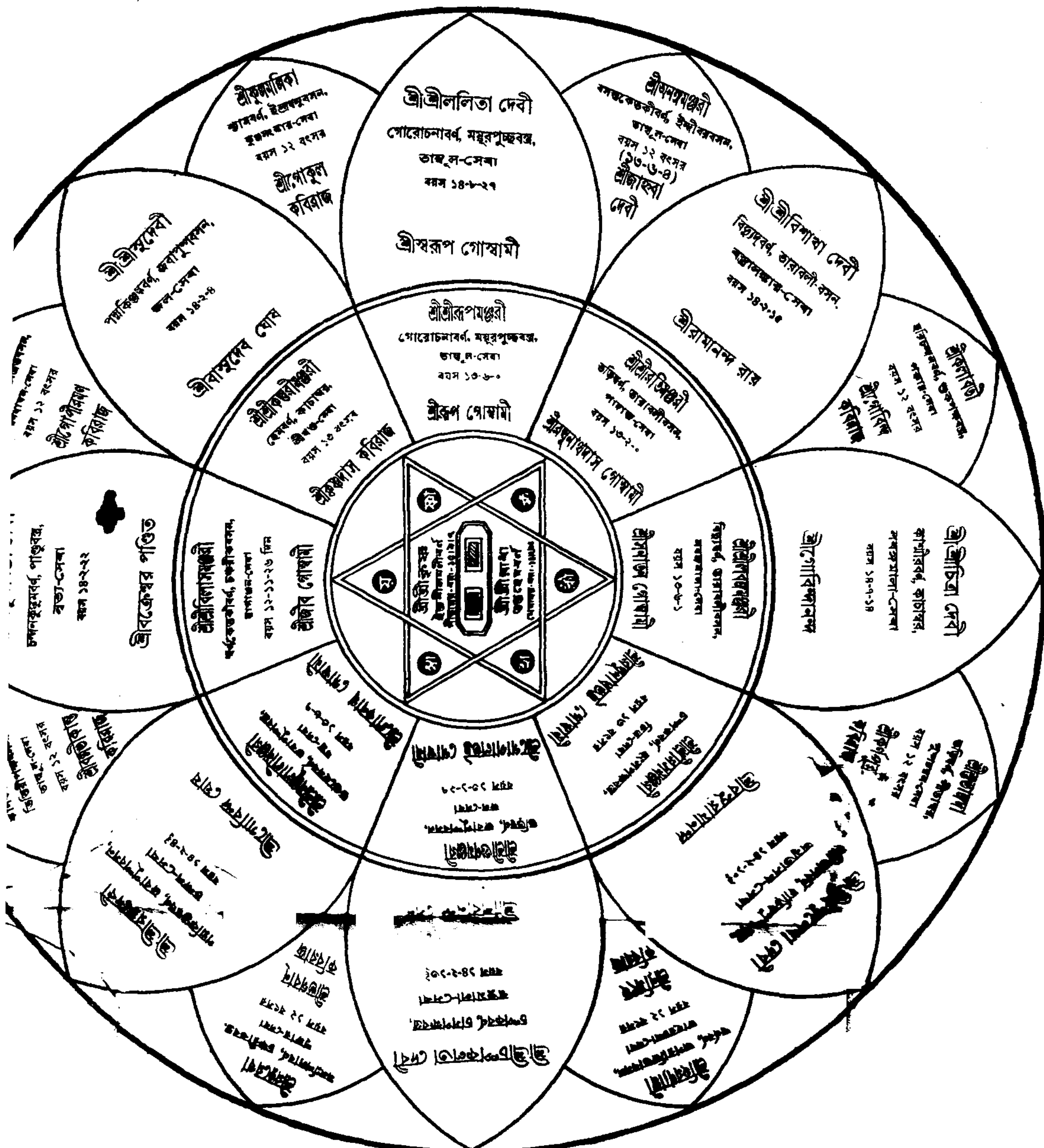
শ্রীভগবান্ কবিরাজ

শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ

শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ

দক্ষিণ

পূর্ব



শ্রীশ্রীমুরলা দেবী
বিদ্যুদ্বর্ণ, মেঘাম্বর, দ্বারসেবা
শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীশ্রীললিতা দেবী
গোরোচনাবর্ণ, ময়ূরপুচ্ছবস্ত্র,
তাম্বূল-সেবা
বয়স ১৪-৮-২৭
শ্রীস্বরূপ গোস্বামী
শ্রীশ্রীবিশাখা দেবী
শ্রীরামানন্দ রায়
শ্রীশ্রীরূপমঞ্জরী
গোরোচনাবর্ণ, ময়ূরপুচ্ছবস্ত্র,
তাম্বূল-সেবা
শ্রীরূপ গোস্বামী
শ্রীবাসুদেব ঘোষ
শ্রীগোকুল কবিরাজ
শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত
শ্রীজীব গোস্বামী
ঈশান
দক্ষিণ